হ্যারি পটার

অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার

জে. কে. রাওলিং

জে. কে. রাওলিং

হ্যারি পটার

অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার

অনুবাদ

অসীম চৌধুরী

অঙ্কুর প্রকাশনী

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোন অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি অথবা অন্য যেকোনও মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

গ্রন্থস্বত্ব © জে. কে. রাওলিং
প্রচ্ছদ স্বত্ব © গিলস গ্রিনফিল্ড
হ্যারি পটার, নাম, চরিত্র এবং এ সম্পর্কিত প্রতীকের স্বত্ব
ও ট্রেডমার্ক © ওয়ার্নার ব্রাদার্স
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব © অঙ্কুর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ গ্রেট ব্রিটেন ২০০০, ব্লুমসবারি পাবলিশিং
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশ, জানুয়ারি, ২০০৬

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯
e-mail: ankur@agnionline.com
web: www.ankur-prakashani.com

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন: ৭৪১০৯৩৬

ISBN 984 464 143 5

মূল্য ৩২০.০০ টাকা

পিটার রাওলিং'কে
মি. রিডলে স্মরণে এবং
সুসান স্লাডেন'কে যে হ্যারিকে
কাবার্ড থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল

প্রথম অধ্যায়

দ্য রিড্‌ল হাউজ

গ্রামটার নাম লিটিল হ্যাংগলেটন। দীর্ঘদিন থেকে, গোপনে, গ্রামের লোকদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অস্বস্তি আর চাপা ভয়। ওই অশান্তি ও অস্বস্তির কারণ একটা পোড়ো বাড়ি। গ্রামের মানুষ ওই বাড়িটাকে এখনও ডাকে 'রিড্‌ল হাউজ' বলে। গ্রাম থেকে দূরে পাহাড়ের চূড়োয় একলা দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটার নাম চিরদিন ধরেই রিডল হাউজ। অনেক অনেক দিন আগে, প্রায় বছর পঞ্চাশ তো হবেই, ওই বাড়িতে বাস করতো রিড্‌ল পরিবারের লোকেরা। বাড়িটায় তখন কতো যে জৌলুস ছিলো! আলো ছিলো- জানালায় ছিলো সুন্দর ঝকঝকে কাঁচ; আর বাড়ির ভেতরে ছিলো আনন্দ হুল্লোড় ফূর্তিতে ডগমগ বাসিন্দারা। এইসব কিছু নিয়ে, কতোদিন আগে রিড্‌ল হাউজ, পাহাড় চূড়োয় একা বসে বসে চেয়ে থাকতো পুরো গ্রামটার দিকে। রিড্‌ল হাউজ থেকে পুরোটা গ্রাম- এ মাথা থেকে ও মাথা- পরিষ্কার দেখা যেতো। এখন রিড্‌ল হাউজ শুধু নামেই বাড়ি; ভেঙেচুরে একাকার, পোড়ো আর ভূতুড়ে। অনেক ঘরের দরজা জানালা উধাও, অনেক অনেক জায়গায় ছাদের টালি ভেঙেচুরে ছিন্ন ভিন্ন, মেঝে ফেটে ফেটে গজিয়েছে নানারকম গাছ, বুনো আইভিলতা ঢেকে দিয়েছে বারান্দার কারুকাজ। হায়রে- এক সময়ের সেই ঝকঝকে তকতকে সুন্দর, আর আনন্দ হাসিতে ভরা রিড্‌ল হাউজের এখন কী ভয়ানক দশা; স্যাঁতস্যাঁতে, নিঃস্তব্ধ, পোড়ো আর ভয় জাগানো।

এখন রিড্‌ল হাউজের দিকে চোখ পড়লেই গা ছমছম করে ওঠে। সেটা রাতের বেলায়ই হোক, কি দিনে- ওটার দিকে চোখ পড়লেই ভয়ে বুক ধক করে ওঠে। গ্রামের বুড়োদের হাতে এমনিতেই কাজকর্ম থাকে কম; সারাবেলা ভরে খালি গল্পগুজব করে তারা। এই কথা সেই কথার মধ্যে মধ্যে ঠিকই রিড্‌ল হাউজের কথা

এসে পড়ে। অনেকদিন আগে কী ঘটেছিলো ওই বাড়িতে, সেই কথা ঘুরে ফিরে এসে পড়বেই তাদের গল্পে। এই যে গ্রামের লোকেরা রিডল হাউজকে মাঝে মাঝেই ডাকে ভূতের বাড়ি বলে, সে তো বিনা কারণে নয়। বাড়িটাতে ভয়ঙ্কর একটা অশুভ ব্যাপার ঘটেছিলো তো, পঞ্চাশ বছর আগে। সেটা ছিলো পঞ্চাশ বছর আগের এক গ্রীষ্মের সকাল। সেই সকালে খুব ভয়ঙ্কর খারাপ ঘটনা ঘটেছিলো। যদিও গ্রামের কেউই জানে না আদতে কী ঘটেছিলো এবং কীভাবে ভয়ঙ্কর খারাপটা ঘটেছিলো; কিন্তু ওই বিষয়ে কথা বলার সময়, আচ্ছা এক গল্প বানিয়ে ফেলে প্রত্যেকে- যে যার মতো, যেমন ইচ্ছে তেমন গল্প। তবে নিজেরা যা জানে তা হলো, গ্রীষ্মের এক ভোরে, বাসার কাজের মেয়েটা ঘরদোর সাফ করার জন্য দরোজা ঠেলে ড্রইংরুমে ঢুকে দেখে, সর্বনাশ হয়েছে। রিড্‌ল হাউজের সকলে (সকলের বলতে তো ছিলো মোটে তিনজন) মরে পড়ে আছে মেঝের ওপরে।

সকলকে এইভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখে মেয়েটা ভয়ে হিম চিৎকার দিতে দিতে দিশেহারা হয়ে ছোটা ধরে। ওর চিৎকারে আকাশ-বাতাস পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে, গ্রামবাসীরা তো বটেই। কী যে ভয়ঙ্কর কথা মেয়েটা শোনায় সকলকে, 'শোনো শোনো- দেখি কি- মুনিবদের তিনজনেরই চোখ হা করে খোলা। যেনো ভয় পেয়েছিলো কিছু দেখে- খুব খারাপ কিছু হ বে। নয়তো চোখ এমন হা করা থাকে মরা মানুষের! হায় হায়রে- এমন লোকেরা, পড়ে আছে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর! ডিনারের জামা-কাপড়ও পাল্টায়নি একজন! ও ঈশ্বর! কোন জীনভূত এসেছিলো কে জানে! ওরে মা রে- এই মরার দৃশ্য জীবনেও ভুলতে পারবো না- ও ঈশ্বর!

যথারীতি পুলিশকে খবর দেওয়া হল। সেই অদ্ভুত ঘটনায় লিটিল হ্যাংগেলটনের সবাই শুধু মানসিক আঘাতে নয়– ভয়-ভাবনা ও কৌতূহলে... অকথিত উত্তেজনায় থমথম করতে লাগল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি গ্রামের সকলেই লোক দেখান দুঃখ প্রকাশ করল। অন্তরে অন্তরে গ্রামের লোকেরা কেউ রিড্‌ল হাউজের লোকদের পছন্দ করত না। এক কথায় তারা ছিল অতিমাত্রায় অপ্রিয়। পরিবারের মি. ও মিসেস রিডল খুব ধনী ছিলেন শুধু নয়, ছিলেন অত্যন্ত অহঙ্কারী ও অসংস্কৃত– অসভ্য। তাদের একমাত্র ছেলেও তাই। অনেকের মতে টিম ছিল বাপ-মায়ের চেয়েও বেশি অহঙ্কারী– অসভ্য! গ্রামের লোকেরা, সুস্থ সবল তিনজন মানুষের ওই রকম মৃত্যু, ভাবা যায় যে সাধারণ মৃত্যু নয়– তা তারা একেবারে নিশ্চিত। একই রাতে তিনজনের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু!

গ্রামের মদশালা হাংগম্যানে সে রাতে মদো-মাতালদের ভিড়ে জমজমাট, হৈ-হুল্লোড় কিন্তু সকলের মুখে একই প্রশ্ন, কে খুনি, কেনই বা ওদের খুন করা হল! আড্ডা আরো জমে উঠল যখন রিড্‌লদের কুক হঠাৎ পানশালায় নাটকীয়ভাবে ঢুকল। ওরা তখন বসে বসে আগুন পোহাচ্ছিল। ও এসে সকলের সঙ্গে আড্ডায়

যোগ দিয়ে বলল, ফ্র্যাংক ব্রাইস নামে একজন খুনের জন্যে ধরা পড়েছে।

কেউ কেউ বলে উঠে– ফ্র্যাংক? না আমাদের বিশ্বাস হয় না– হতেই পারে না।

ফ্র্যাংক ব্রাইস রিড্‌লদের বাগানের মালি। ও রিড্‌ল হাউজের মাঠের এক কোণে একটা কুড়েঘরে থাকত। যুদ্ধে শত্রুদের গুলি লেগে একটা পা শক্ত হয়ে গেছে, একেবারেই নিরীহ গোবেচারা মানুষ, ও লোকজন ভিড় ভাট্টা গোলমাল এড়িয়ে চলতো। যখন থেকে রিড্‌লরা ওই বাড়িতে এসেছে তখন থেকেই ও বাগানে মালির কাজ করে। স্বভাবতই যারা পাবে মদ খাচ্ছিল, হৈ-হুল্লোড় করছিল তারা আরও কিছু খবরের আশায় জাঁকিয়ে বসল। পানশালা আরও সরগরম হয়ে উঠল।

'মি. রিড্‌ল কিম্ভুতকিমাকার ছিল।' এক মহিলা চারবার শেরী খাবার পর কৌতূহলী গ্রামবাসীদের বলল। 'অমিশুক... আমি ওকে এক বোতলের জায়গায় একশ' বোতল মদ অফার করতাম যদি ও ভদ্র ভাল মানুষ হত। কারও সঙ্গে কখনো মিশতোই না।'

–'আহ্ এখন', পানশালায় এক মহিলা বলল, 'যুদ্ধের সময় ফ্র্যাংক দারুণ কষ্টে দিন কাটিয়েছে, ফিরে এসে একটা ছোটখাট কাজে নিরিবিলি থাকতে চাইছিল। তার মানে এই নয় যে...।

কুক জোর গলায় বলল, দরজার চাবিতো ওর কাছেই থাকত, তাহলে? আমি ভাল করেই জানি পেছনের দরজার ডুপ্লিকেট চাবি ওর কাছে থাকত। কেউ তো দরজা ভেঙে ঢোকেনি রাত্তির বেলায়, জানালাও ভাঙা ছিল না! আমরা যখন সবাই ঘুমচ্ছি তখন ফ্র্যাংক চুপিসারে দরজা খুলে কাজটা সেরেছে।

গ্রামের লোকেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

একজন ঘোঁত ঘোঁত করে বলল– ওই লোকটা দারুণ বিশ্রীভাবে তাকায়... দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

দোকানের মালিক বলল, আমায় যদি তার কারণ জিজ্ঞেস কর তো আমি বলব, যুদ্ধ ওকে অদ্ভুত এক মানুষে পরিণত করেছে।

এক মহিলা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল– আমি কিন্তু সব সময় ফ্র্যাংকের খারাপ দিকটা দেখি না। দেখি, তুমি বল ডট?

ডট মাথা নেড়ে বলল, দারুণ বদরাগী... আমার মনে আছে ও যখন ছোট ছিল...।

পরেরদিন সকালে লিটিল হ্যাংগেলটনের কেউ বিশ্বাস বা সন্দেহ করতে চাইল না যে রিডল পরিবারকে ফ্র্যাংক খুন করেছে।

লিটিল হ্যাংগলেটনের সংলগ্ন শহর গ্রেট হ্যাংগলেটনের স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার নোংরা... পুলিশ স্টেশনে ফ্র্যাংক ক্রমাগত বলতে লাগল, ও খুন করেনি, নির্দোষ–নিরপরাধ... যেদিন রাতে রিডলরা খুন হয় ও একজন অচেনা অল্পবয়সী ছেলেকে...

ও মাঠে-দেখেছিল। রোগাপটকা চেহারা, মাথার চুল কাল। ও দেখলে কি হবে গ্রামের লোকদের কারও নজরে পড়েনি সেই চেহারার ছেলে। পুলিশ বলল, নানারকম সব গল্প ফাঁদছে ফ্র্যাংক।

যখন ওই রকম অবস্থায় ফ্র্যাংক সম্বন্ধে ওইসব কথাবার্তা চলছে, তখন থানাতে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। তারপরই সব গুজবের অবসান, সবকিছু বদলে গেল।

পুলিশ এর আগে ওই রকম অদ্ভুত– অস্বাভাবিক রিপোর্ট কখনো পায়নি। একদল চিকিৎসক তিনটি মৃতদেহ পরীক্ষা করার পর এক মত হয়েছে যে, ওদেরকে কেউ বিষ খাওয়ায়নি, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেনি, গলাটিপে বা শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেনি। তাছাড়া আরও জানিয়েছে রিড্‌লদের স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। তবে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে; মৃত দেহের চেহারা দেখে মনে হয়, মি. ও মিসেস রিডল আর এদের পুত্র ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলেন এবং সেই ভয়েই খুব সম্ভব তাদের মৃত্যু হয়েছে। কেউ তাদের হত্যা করেনি। রিপোর্টের শেষাংশ পড়ে পুলিশরা হতভম্ভ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কেউ ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে এমন কথা ওরা কখনও শোনেনি।

রিপোর্টে যখন ফ্র্যাংক রিড্‌লদের হত্যা করেনি জানা গেল তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিল। রিড্‌লদের লিটল হ্যাংগেলটনের চার্চের উঠানে কবর দেওয়া হল; কিন্তু ওদের কবর কিছুদিন সকলের কাছে একটা কৌতূহলের খোরাক হয়ে রইল। আরও সকলে আশ্চর্য হলো যখন ফ্র্যাংক বাগানের এককোণে ওর ছোট কুটিরেই ফিরে এসে থাকতে শুরু করল। হ্যাংগম্যান পানশালায় ডট বলল,– আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ওই বাগানের মালিটা রিড্‌লদের খুন করেছে। পুলিশ বা ডাক্তাররা কি বলছে তা আমি মানি না। লোকটার যদি সত্যি সত্যি সভ্যতা, ভদ্রতা জ্ঞান থাকে তাহলে ওর ওখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, কারণ ও জানে আমরাও জানি ও খুনি, খুন ও করেছে।

তারপর রিড্‌ল হাউজে যারা বাড়িটা কিনে থাকতে লাগল ফ্র্যাংক তাদের মালি হয়ে কাজ করতে লাগল। কিন্তু বেশিদিন কোনও পরিবার ওখানে টিকতে পারল না। ফ্র্যাংক যে এর কারণ তা নয়, যারাই ওই বাড়িতে থাকতে এল, তারা সেই বাড়িটায় কেমন যেন বিশ্রি একটা গা ছম ছমে ভাব, কিছু একটা বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কায় আর সেখানেই থাকতে চাইল না। যারাই মনের আনন্দে থাকতে আসে ভয়ে, ভীত হয়ে চলে যায়।

* * *

এখন সেই ভুতুড়ে বাড়িটা একজন ধনী লোক কিনলেও সেখানে তিনি থাকেন না। না থাকলেও, অন্য কাজেও ব্যবহার করেন না। গ্রাম অঞ্চলের বাড়ি, নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগল। যার যা মনে আসে তাই বলতে লাগল। ভদ্রলোক সেখানে

বাস না করলেও ফ্র্যাংককে তার চাকরি থেকে ছাড়ালেন না। বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার; বাগান পরিচর্যার জন্য ওকে রেখেছিলেন। তবে ফ্র্যাংক আর আগের মত চটপটে নেই। বৃদ্ধ হয়েছে, বয়স আশি ছুঁই ছুঁই; কানে শুনতে পায় না শুধু নয়, শুকিয়ে যাওয়া পা'টা আরও শুকিয়ে গেছে, ঠিকমত চলাফেরা করতে পারে না। তাহলেও সকলে দেখতে পায় ও নিয়মিত গাছপালায় ফুলের বাগানে জল দিচ্ছে, আগাছা পরিষ্কার করছে।

গাছপালায় জল দেওয়া, বাগানের আগাছা উপড়ে ফেলা এসব কাজ ছাড়াও ছেলে মেয়েরা ওকে দেখে পাথর, ঢিল ইত্যাদি ছুঁড়ে বাগান অপরিষ্কার করে সেগুলো ওকে সাফ করতে হয়। শুধু বাগানে নয় রিড্‌ল হাউজের জানালা খোলা থাকলে সেখান দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢিল-পাটকেল ছোঁড়ে। তাছাড়া বাগানের অতি পরিশ্রম করে তৈরি করা মসৃণ ঘাসের জমিতে মনের সুখে সাইকেল চালায়। মাঝেমধ্যে সাহস করে ছেলেমেয়েগুলো রিড্‌ল হাউজের জানালা টপকে বা দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। ছেলে-মেয়েগুলো ফ্র্যাঙ্কের এই অতি পরিশ্রম করে বাগান ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখার কোনও মূল্যই দেয় না। সুযোগ পেলে নানা রকমভাবে নোংরা করে আর বৃদ্ধ ফ্র্যাংককে ভেঙ্গায়। ও যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে– ওদের তাড়াবার জন্য লাঠি নিয়ে তাড়া করে, তখন ওরা আরও ভেঙ্গায়। বেচারা ফ্র্যাঙ্ক ভাল করে হাঁটতে পারে না, ওদের ধরবে কেমন করে। ফ্র্যাঙ্ক জানে ওইসব ছেলে-মেয়েরা ওদের মা-বাবার মতোই মনে করে সে রিড্‌লদের হত্যা করেছে। সে কথা মনে করে– ওকে অত্যাচার করে। তো একদিন আগস্ট মাসের গভীর রাতে কিছু অদ্ভুত রকমের শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ওর কুটির থেকে রিড্‌ল হাউজের ভেতরে এমন এক অদ্ভুত জিনিস দেখল। সেটা দেখার পর ও মনে মনে হাসল... ভাবল ছেলে-মেয়েগুলো তাহলে ওকে আরও জ্বালাতন করার জন্য ওইসব ভয় দেখানোর কাণ্ডকারখানা করছে। লিটিল হ্যাংগলেটনের আপামর জনসাধারণ নিশ্চিত যে রিড্‌লদের ফ্র্যাঙ্ক হত্যা করেছে। হত্যা করার শাস্তিও পাচ্ছে।

শুধু অদ্ভুত এক জিনিস ফ্র্যাঙ্ক দেখল তা নয়, দেখার পর ওর পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। মাঝে মাঝে ব্যথাতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। তাহলেও সেদিনের ব্যথাটা ছিল অতি তীব্র, ও বিছানা থেকে ওঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গরম জল করে সেঁক দেবার জন্য উনুনে জল বসাল। 'হট ওয়াটার ব্যাগে' সেঁক দিয়ে যদি হাঁটুতে শক্ত হয়ে যাওয়া স্থানে ব্যথা কমে সেই আশায়। গরম জল হয়ে গেলে ফ্র্যাঙ্ক সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে হটওয়াটার ব্যাগে জল ঢালতে ঢালতে জানালা দিয়ে রিড্‌ল হাউজের দিকে তাকাল। দেখল দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। ফ্র্যাঙ্ক বুঝতে পারল দুষ্টু ছেলেগুলো বাড়ির মধ্যে ঢুকে কম পাওয়ারের বাতিতে অন্ধকার অন্ধকার ভাব দেখে, ঘরের ভেতরে যেয়ে ঢুকে ফায়ার প্লেসে কাঠ

জ্বালিয়েছে। কাঠের আগুনের আলো দপদপ করে জ্বলছে, তারই আলো।

ওর কোনও টেলিফোন নেই। থাকলেও ও পুলিশকে খবর দিতো না। রিড্‌লদের খুন হবার পর অহেতুক ধরে নিয়ে যাওয়ার অপমানের ঘা এখনও দগদগ করে জ্বলছে। পুলিশকে ও একটুও বিশ্বাস করে না। ও কেটলিটা রেখে যত তাড়াতাড়ি পারে ব্যথা পা নিয়েই দোতলায় উঠে ব্যাপারটা কি জানার জন্য মরচে ধরা চাবির গুচ্ছ নিয়ে কিচেনে এসে রাতের পোশাক ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরে ওয়াকিং স্টিকটা হাতে নিয়ে রিড্‌ল হাউসের দিকে চলল।

সদর দরজা দেখে ওর মনে হল না কেউ বা কারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। জানালাগুলোও তাই। ফ্র্যাঙ্ক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির পেছনের দিকে গেল। আইভি লতায় ঢাকা একটা দরজা অনেক হাঁতড়াবার পর খুঁজে পেল। ও মরচেধরা চাবির গুচ্ছ থেকে একটা চাবি বার করে বন্ধ দরজাটা কোনও রকম শব্দ না করে খুলল। তারপর গুহার মতো নিকষ কালো অন্ধকারে কিচেনে ঢুকল। রিড্‌লদের মৃত্যুর পর এই প্রথম গুহার মত অন্ধকার আর দূর্গন্ধে ভরা রান্না ঘরে ও ঢুকল। রান্নাঘর থেকে দরজা খুলে হলঘরে যেতে একটুও অসুবিধে হল না। সমস্ত হলঘরটা যেমনি ঠাণ্ডা– তেমনি অন্ধকার আর স্যাঁতস্যাঁতে। মেঝেতে পুরো করে ধূলো আর ঝুল জমেছে। কার্পেটের মতো পুরু ধুলোর ওপর দিয়ে চললে পায়ের শব্দ শোনা যায় না। হলঘরের বড় বড় জানালাগুলো খোলা থাকলে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকতো না। হলঘর থেকে ফ্র্যাঙ্ক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকাল। কারা যেন সেই ঘরের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলছে, চলাফেরা করছে। ও ঘরের ভেতরে না ঢুকে করিডরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে সে কাঠের আগুনটা জ্বলছে সেটা কড়কড় শব্দ করে জ্বলছে। ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বুঝতে পারল না, এসব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা কেমন করে হচ্ছে, কারাই-বা করছে। আশ্চর্য হবারই কথা। হঠাৎ ও সচকিত হয়ে গেল, দু'একজনের চাপা কণ্ঠস্বর শুনে। গলার স্বরটা শুধু চাপা নয় কেমন যেন ভীতিকর।

'মাই লর্ড আপনি যদি এখনও তৃষ্ণার্ত থাকেন বোতলে আরও কিছু বেঁচে আছে।'

প্রশ্নের জবাবে অন্য কেউ শিরশির গলায় বলল– পরে। গলার স্বরটা অতি তীক্ষ্ম... এত ঠাণ্ডা যে মনে হল বরফের পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দূরন্তগতিতে বয়ে আসছে। অব্যক্ত এক ভয়ে ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, মাথার চুল গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। –ওয়ার্মটেল আগুনের কাছে এসে বস।

ফ্র্যাঙ্ক দরজার দিকে কান খাড়া করে রইল, আরও কি বলে শোনার প্রতীক্ষায়। তারপর শুনতে পেল বোতল খোলার শব্দ, শব্দ করে সেটা কোনও একটা সমতল জায়গায় রাখার 'খট' শব্দও।... তারপরেই একটা ভারি চেয়ার টেনে আনার শব্দ।

বাইরে থেকে ফ্র্যাঙ্কের চোখে পড়ল একজন বেঁটে মতো লোক সেই চেয়ারটা কাঠের আগুনের কাছে রাখল। পিছন ফিরে ছিল বলে ফ্র্যাঙ্ক লোকটার মুখ দেখতে পেলো না। লোকটার পরনে বিরাট একটা ঢলঢলে কাল রং-এর আলখেল্লার মতো পোশাক। মাথার মাঝখানে গোলমতো টাক। ও সামান্য সরে যাওয়াতে ওকে আর দেখতে পেল না।

- নাগিনী কোথায়? আবার সেই হিমশীতল কণ্ঠস্বর।

– লর্ড আমি... আমি বলতে পারছি না। গলার স্বর ওর কাঁপছে...। মনে হয় ও বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছে।

– আমি শুতে যাবার আগে ওর সব দুধ দুয়ে নেবে ওয়ার্মটেল। রাত্রে আমার দুধ খাবার প্রয়োজন হতে পারে। অনেকটা পথ সফর করে আমি অতিশয় ক্লান্ত।

আরও কিছু শোনার আশায় দরজার গোড়ায় কান খাড়া করে ও দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য সময় নীরব থেকে বেঁটে ওয়ার্মটেল বলল,

– 'লর্ড... আমরা এই বাড়িতে আরও কতদিন থাকব দয়া করে বলবেন?'

সেই হিমশীতল স্বর– সপ্তাহ খানেক, বা আর কিছুদিন বেশিও হতে পারে। জায়গাটা মোটামুটি মন্দ নয়, আরামদায়ক। তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনা এখনও তেমন এগোয়নি। কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা শেষ হবার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া বোকামি হবে।

ফ্র্যাঙ্ক কানের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ঘোরাতে লাগল। ওরা আর কী বলে শোনার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। তবে কিডিচ কাপ খেলা হবে শুনেছে। কিডিচতো কোনও শব্দ নয়। অদ্ভুত নাম, এর আগে কখনো সে শোনেনি।

– 'লর্ড... কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ? বেঁটে ওয়ার্মটেল বলল।

ফ্র্যাঙ্ক আরও ঘন ঘন কান খোঁচাতে লাগল– আমায় ক্ষমা করবেন... ঠিক বুঝতে পারলাম না– ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন আমাদের থাকতে হবে?

– মূর্খ! তুমি জান না ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখতে সারা পৃথিবী থেকে জাদুকররা আসছে। জাদু মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মীদের অসম্ভব ব্যস্ত থাকতে হবে। সে সময় তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সকল ধরনের অস্বাভাবিক কাজের ওপর, চেকিং, ডবল চেকিং মাগলদের প্রকৃত পরিচয়পত্রের ওপর। মাগলরা যেন বুঝতে না পারে কি হচ্ছে, সে জন্য তাদের অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হবে। আর সে সময়টার জন্য আমরা অপেক্ষা করব।

ফ্র্যাঙ্ক কান পরিষ্কার করা বন্ধ করল। ও খুব পরিষ্কারভাবে শুনেছে : জাদুকর, মাগল, জাদু মন্ত্রণালয়। ওর মনে হল ওদের কথাবার্তা খুবই গোপনীয়। তবে

'গুপ্তচর আর অপরাধী' কথা দুটো খুবই পরিচিত। ফ্র্যাঙ্ক দরজার গোড়া থেকে চলে না গিয়ে আরও কিছু শোনার প্রতীক্ষা করতে লাগল। ভাল করে দাঁড়াবার জন্য হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে রইল।

ওয়ার্মটেল অসহায়ের মত বলল, তাহলে লর্ড আপনার সিদ্ধান্ত নড়চড় করছেন না?

সেই হিমশীতল কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক আর ঘৃণাভরা। ওয়ার্মটেল তুমি তো জান আমার সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হয় না।

ওয়ার্মটেল যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। হতাশার সুর, লর্ড হ্যারি পটার ছাড়াও তো কাজ সম্ভবপর হতে পারে।

আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। ওরা যেন ঘর থেকে চলে গেছে। কিন্তু নীরবতা ছিল ক্ষণিকের। তারপরই ও শুনতে পেল আরও কঠিন, আরও নির্মম স্বরে, কী বললে হ্যারি পটার ছাড়া? তারপরই নরম সুর– ও তাই?

– লর্ড ছেলেটির ভাল মন্দের কথা ভেবে কিন্তু আমি বলছিনে! ওয়ার্মটেল বলল। তারপরই একটু উঁচু গলায়, ছেলেটা তো আমার কেউ হয় না, একেবারে কেউ নয়। তবে আমি বলছিলাম, ওর বদলে যদি আমরা অন্য কোনও জাদুকরী অথবা জাদুকর... যে কোনও জাদুকর দিয়ে যদি কাজ করাই, তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে! আমাকে যদি দু'একদিনের ছুটি দেন, আপনি তো জানেন আমি খুব ভালভাবেই ছদ্মবেশী থাকতে পারি, দু'একদিনের মধ্যে একজন উপযুক্ত লোককে আমি নিয়ে আসব।

– অন্য এক জাদুকরকে আমি বহাল করতে পারি, সে কথা সত্য।

ওয়ার্মটেল বলল, উপযুক্ত কথা বলেছেন। আমি খুবই নিশ্চিত হলাম। হ্যারি পটারকে আনা খুবই কষ্টকর, তাছাড়া ও দারুণ নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে।

– ও বুঝেছি, তাই তুমি ওর বদলে অন্য কাউকে নিয়ে আসতে চাইছ? আমার মনে হয়, আমার কাজ করতে আর তোমার ভাল লাগছে না, তাই না ওয়ার্মটেল? এটা কী তোমার আমাকে ছেড়ে যাবার একটা পরিকল্পনা?

– লর্ড, আপনাকে কি কখনও আমি ছেড়ে যেতে পারি?

– মিথ্যে কথা বলবে না! লর্ড সাপের মত হিসহিস করে বলল।

শোন ওয়ার্মটেল, তুমি আমার কাছে ফিরে এসে যেন খুবই ভুল করেছ। এইরকম আমার মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে একদম সহ্য করতে পারছিনে,... আমার দিকে তাকালে তুমি ভয় পাও, স্পর্শ করলে কাঁপতে থাক, তা আমি ভাল করেই জানি।

– না লর্ড! আমি সব সময় আপনার অতি অনুগত ভৃত্য।

– তোমার আনুগত্য ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি খুব ভাল করেই এটা

জানি অন্য কোথায় যাবার জায়গা থাকলে তুমি আমাকে অনেক আগেই ছেড়ে যেতে। তুমি ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে। দু'এক ঘন্টা অন্তর তুমি আমাকে দুধ খাওয়াও। তুমি না থাকলে নাগিনের দুধ কে দুইবে ওয়ার্মটেল?

– কিন্তু লর্ড আপনাকে দেখে তো মোটেই দুর্বল মনে হয় না।

– মিথ্যুক! বিরাট নিঃশ্বাস নিয়ে লর্ড বলল– দেখে কি আমাকে এই রকম মনে হয়! দু'একদিন কেউ আমাকে দেখাশুনা না করলে হয়ত মরে যাব। তোমার সেবায় আমার হারান স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। সেই সেবা আন্তরিক না হলেও। যাকগে তোমাকে অনেকবার বলেছি, আবার বলছি, হ্যারি পটারকে আমার কাজে লাগাবার বিশেষ কারণ আছে। আমি ওকে ছাড়া অন্য কাউকে কাজে লাগাব না।... তের... তেরটা বছর আমি অপেক্ষা করেছি। তাই আর দু'এক মাস দেরি হলে কিছু আসে যায় না। তোমার ওই ছেলেটার নিরাপত্তার জবাবে আমি বলছি, আমারও অতি উন্নতমানের পরিকল্পনা আছে তা তুমি জান। সেটা কার্যকরী হবেই। তবে তোমার একটু সাহসের প্রয়োজন আছে। শোন ওয়ার্মটেল, যদি বদ্ধপরিকর হও ভোল্ডেমর্টের ক্রোধ থেকে বাঁচতে- সাহস তোমার স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসবে।

– লর্ড... এখানে আসার সময় আমি সব সময় ভেবেছি... প্ল্যানও আমার মাথায় আছে... তাছাড়া বার্থা জোরকিলের উধাও হয়ে যাওয়া বেশিদিন গোপন থাকবে না। আমরা যদি ঠিক মত এগিয়ে যাই, আমি যদি ঠিকমত কাজ করি...।

– যদি তুমি প্ল্যান মোতাবেক কাজ কর, ওয়ার্মটেল, মন্ত্রণালয় ওই উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা জানতেও পারবে না যদি তুমি স্থির মাথায় হট্টগোল না করে কাজ করে যাও। অবশ্য আমি নিজে যদি করতে পারতাম তাহলে সবচেয়ে ভাল হত; কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা সেতো তুমি দেখতেই পাচ্ছো। ওয়ার্মটেল আমাদের আরেকটি বাধা দূর করলে হ্যারি পটারের দিকে পথটা সুগম হয়ে যাবে।

ওয়ার্মটেল বিষণ্ন গলায় বলল, আমি আপনার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য লর্ড।

– ওয়ার্মটেল আমার প্রয়োজন শুধু বিশ্বস্ততা নয় মাথার ঘিলুও। দুঃখিত তোমার দুটোর মধ্যে একটাও নেই। ওয়ার্মটেল অভিমান জড়িত কণ্ঠে বলল, আপনাকে আমি খুঁজে এনেছি, বার্থা জোরকিনসকে আপনার জন্য তো আমিই এনেছিলাম।

– অস্বীকার করি না। শীতল কণ্ঠে ব্যঙ্গ করে ভোল্ডেমর্ট বলল! তুমি বার্থ জোরকিনসে এনেছিলে; কিন্তু তখনকার বার্থা আর বর্তমানের বার্থা কি আগের মত আছে? তুমি কি জানতে আমি ওকে কেমন করে গড়েপিঠে নিয়েছি?

ওয়ার্মটেল বলল, আমি এই ভেবে ওকে এনেছিলাম।

ও আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

– আবার মিথ্যে বলছ! ভোল্ডেমর্টের গলায় দারুণ নিষ্ঠুরতা– আমি অস্বীকার

করছি না ওর দেওয়া খবরাখবর খুবই মূল্যবান। ওকে ছাড়া আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা কখনও কৃতকার্য হতে পারতো না। তাই তোমার কাজের জন্য আমি সুখী ও তোমার যথোচিৎ পুরস্কার পাওয়া উচিত। ওয়ার্মটেল তোমায় আমার একটা অতি দরকারি কাজ করতে হবে। আমার অনেক অনুগতদের মধ্যে তুমি একজন, যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

– সত্যি, সত্যি বলছেন লর্ড? কি কাজ বলুন। ওয়ার্মটেলের গলায় আবারো নিদারুণ ভয়ের আভাস।

– আহ্ চমৎকার। ওয়ার্মটেল... এখন না বলাই ভাল।... আমার প্ল্যান মোতাবেক কাজের শেষে তোমায় দরকার হবে। কিন্তু তোমাকে বলছি... আমি শপথ করে বলছি, তুমি একদিন বার্থা জোরকিনসের মতোই প্রয়োজনীয় হবার সম্মান পাবে।

– আপনি... আপনি! সহসা ওয়ার্মটেলের ওয়ার্ত কণ্ঠস্বর–

– আপনি তো আমাকে হত্যা করবেন– তাইতো চান?

সেই শীতল কণ্ঠ বলল– হায় ওয়ার্মটেল! ওয়ার্মটেল এই কথা তোমাকে কে বলল? বার্থাকে আমি প্রয়োজন হয়েছিল বলেই হত্যা করেছি। বারবার জাদু প্রয়োগে ও কোনও কাজের যোগ্য ছিল না। এই সহজ সরল সত্য কথাটা তোমাকে বললাম। যদি ও মন্ত্রণালয়ে ফিরে যায় এবং বলে দেয় ছুটির সময় ও তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। জাদুকররা মরে গেলে কখনই মন্ত্রণালয়ে কোনও কাজ করতে পারে না। ওরা রাস্তার ধারে সরাইখানাতে জাদুকরীদের সঙ্গে কাজ করতে পারে। ওয়ার্মটেল বিরতির কিছু একটা বলল, ফ্র্যাঙ্ক শুনতে পেল না।

– 'আমরা আবার ওর স্মৃতিশক্তি ঠিকমত চালু করতে পারি? কিন্তু সেটা অকেজো করে দিতে পারে কোনও শক্তিশালী জাদুকর। ওর কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছি সেটা যদি কাজে লাগাতে না-পারি তাহলে পারতপক্ষে ওকে অপমান করা হবে। বাধ্য হয়েই ওকে হত্যা করেছি।

করিডোরে লাঠি হাতে চেঁপে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্মটেল ও অদেখা মানুষটি যাকে ওয়ার্মটেল অসম্ভব ভয় পায় তার কথা শুনছিল। হঠাৎ ওর মনে হল লাঠিটা ও ঠিকমতো ধরতে পারছে না... ঘামে ভিজে হাত থেকে ছিটকে পড়তে চাইছে। ওই শীতল কণ্ঠের লোকটি অকপটে বলছে যে একটি মেয়েকে ও খুন করেছে... খুব আনন্দ সহকারে বলছে। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত... পাগল... খুনি।... আরও খুন করার পরিকল্পনা করছে।... হ্যারি পটার কে, তার সম্বন্ধে বৃদ্ধ অর্ধ পঙ্গু বৃদ্ধটি কিছুই জানে না ফ্র্যাঙ্ক। যেখানেই ছেলেটি থাকুক... সে বিপদের মধ্যে রয়েছে।

তবে ও কী করবে? টেলিফোন বুথে গিয়ে ও যা যা শুনেছে সব পুলিশকে জানাবে? গ্রামবাসীদের বলবে?... আবার সেই মারাত্মক বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার

স্বর শুনতে পেল। ফ্র্যাঙ্ক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে স্থানুর মত রইল।

– আর একটি অভিশাপ দাও হোগার্টসের আমার অতি প্রিয় পাত্র ওয়ার্মটেল। ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেছে। আর কোনও তর্ক নয়।... চুপ্... আমি নাগিনের ডাক যেন শুনতে পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ ওয়ার্মটেল?

তারপরই ওর কণ্ঠস্বর বদলে যায়। ও অদ্ভুত স্বরে শুধু নানা কথা বলতে থাকে, কখনও শব্দ করে থুথু ফেলে, কখনও বা বিষাক্ত সাপের মতো হিস হিস শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। ফ্র্যাঙ্ক ভাবল নিশ্চয়ই ওর মৃগিরোগ আছে। হঠাৎ মনে হল অন্ধকার করিডোরে কে যেন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক দেখার জন্য মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করল... কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মাথা ঘোরাতে পারল না। ওর সমস্ত শরীর যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। অজানা এক ভয়ে মন বিকল হয়ে গেছে। মনে হল কেউ বা কিছু একটা জীবন্ত প্রাণী অন্ধকার করিডোর দিয়ে ওর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঠিক সেই সময়ে ঘরের কাঠের আগুনের এক ঝলক রূপালী শিখা করিডোরে এসে পড়তেই ও কম্পিত চোখে দেখল একটা প্রায় বার ফিট লম্বা সাপ! করিডোরে মোটা পুরু ধূলোর ওপর সাপটা শুয়ে। এগিয়ে আসা সাপের দিকে ও দারুণ ভয় পেয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সাপটা নীল চোখে ওকে যেন গ্রাস করতে আসছে... কিন্তু কি করতে পারে ফ্র্যাঙ্ক? একটি মাত্র পথ– সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু পালিয়ে বাঁচতে গেলে ঘরের ভেতরে যেতে হবে। সেখানে দুটো লোক আগুন জ্বেলে নানা ভয়ঙ্কর সব কথা বলছে, খুনের পরিকল্পনা করছে। আর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে না নড়লে সাপটা ওকে নির্ঘাত মেরে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য! ও কিছু করার আগেই... এক সেকেন্ডের মধ্যে হিরকখচিত ল্যাজওয়ালা ভয়ার্ত সাপটা হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে সামান্য খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

ফ্র্যাঙ্ক দরদর করে শুধু ঘামতে লাগল তা নয় লাঠি ধরে থাকা হাতটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু ওর মনে হল– সাপটা যেন শীতল কণ্ঠের খুনিদের সঙ্গে কিছু কথা বলছে হিস্ হিস্ শব্দ করে।... আশ্চর্য সাপ আর মানুষ দু'জনেই কথা বলছে? তা কখনও হতে পারে? আশ্চর্য! আশ্চর্য!... সাপের সঙ্গে মানুষের কথা! অসম্ভব!!

ফ্র্যাঙ্ক বুঝতে পারে না ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে। আর করিডোরে দাঁড়াতে ওর মন চাইল না। ভাবল, ঘরে ফিরে হাঁটুতে সেঁক দিলে অনেক আরাম পাবে।

হাঁটুর ওপর ব্যাগটা রেখে শুয়ে পড়বে। কিন্তু সমস্যা হল ওর একটা পাও করিডোর থেকে চলতে চাইল না। বেশ খানিকটা সময় স্থানুর মত কাঁপা কাঁপা শরীরে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ কানে এল সেই মার্ডারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর... বলল:

ওয়ার্মটেল, নাগিনি এক দারুণ সুসংবাদ নিয়ে এসেছে... ওয়ার্মটেল।

- সত্যি লর্ড! ওয়ার্মটেল যেন লাফিয়ে উঠে বলল।

- সত্য। শীতল কণ্ঠে বলল। - হ্যা, ও বলল, এক বৃদ্ধ মাগল দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। [সাধারণ মানুষকে জাদুকররা মাগল বলে]

ফ্র্যাঙ্কের তখন পালাবার বা লুকিয়ে থাকার সুযোগ নেই। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল।

বেঁটে খাট পাতলা পাকা চুলওয়ালা একজন। টাক পড়তে আর দেরি নেই। লম্বা সুঁচলো নাক, কুত কুতে একজোড়া চোখ। চোখ দুটো ভেজাভেজা। ওর চোখে মুখে ভয়মিশ্রিত উদ্‌বেগের ছাপ!

– ওয়ার্মটেল ওকে ভেতরে নিয়ে এস। তুমি কী ভদ্রতা জানো না? ঘরের ভেতরে শীতল কণ্ঠের লোকটি কাঠের আগুনের সামনে অতি পুরনো হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বসে কথাটা বলল। ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু যে কথাগুলো বলছে তার মুখ দেখতে পেলো না। তবে সাপটা দেখল ধূলোতে ভর্তি পুরনো কার্পেটের ওপর পোষা কুকুরের মতো ওর পায়ের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে একমাত্র আলো হলো কাঠের আগুন! ফ্র্যাঙ্ক ওর মুখ দেখতে পেল না, চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রয়েছে আগুনের দিকে মুখ করে। লোকটা এত বেঁটে যে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসার পরও মনে হল চেয়ারটা যেন শূন্য।

এত বেঁটে আর ছোটখাট যে ফ্রাঙ্ক লোকটার মাথাও দেখতে পেল না।... ফ্র্যাঙ্ক ঘরের মধ্যে দেওয়ালে যেসব ছায়াগুলো পড়েছে তার দিকে তাকাল। দেখতে দেখতে মনে হল সেগুলো যেন ছায়া নয়, পর পর অনেকগুলো মাকড়সার জাল ছাদের কড়ি কাঠে, দেওয়ালে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই ছায়া।

- মাগল, তুমি কী আমাদের সব কথা শুনেছ? শীতল কণ্ঠ প্রশ্ন করল।

ফ্র্যাঙ্ক বুঝতে পারল লোকটাকে ও যদি ভয় পায় তাহলে ও পেয়ে বসবে। এখন ও নিজেদের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। লোকটা খুনি হোক, যাই হোক ওকে ভয় পেলে চলবে না। প্রতিরোধ করতে হবে।

– কী সব যা-তা বলছেন।

– আমি তোমাকে 'মাগল' বলছি। তার মানে তুমি আমাদের মত জাদুকর নও।

– জাদুকর বলতে কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছিনে। ফ্রাঙ্ক ক্রমশ নিজের শক্তিতে ফিরে আসছে। আমি তোমাদের যেসব কথাবার্তা শুনেছি– সেগুলো থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতে পারি। তোমরা দু'জনে খুনি, আরও খুন করার ছক কষছ! আমি যদি এখান থেকে ফিরে না যেতে পারি তাহলে আমার স্ত্রী থানায় যাবে।

হাসালে বোকা মাগল। আমরা জানি তোমার স্ত্রী নেই। তাছাড়া কাক-পক্ষিও

জানে না তুমি এখানে এসেছ। শোন মাগল, লর্ড ভোল্ডেমর্টের কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। মাগলদের আমি চিনি।

– লর্ড, একটু আগে তুমি সভ্যতার কথা বলছিলে– সভ্য হলে আমার দিকে ফিরে কথা বল। কেন সাহস নেই? ফ্র্যাঙ্ক বলল।

– কিন্তু মাগল, আমি তো তোমাদের মতো মানুষ নই। কাঠ পুড়ছে খট খট শব্দ করে। সেই শব্দে কথা যেন শোনা যায় না। কিন্তু আমি মানুষদের চেয়েও বেশি। বেশ, তুমি যখন চাইছো– আমি তোমার দিকে মুখ করে বসছি মাগল।... ওয়ার্মটেল আমার চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে দেবে মাগলের দিকে?

ওয়ার্মটেল কথাটা শুনে শুধু হুম শব্দ করল। চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিলো না লর্ডের আদেশ মতো। সামান্য সময়... তারপর ও সাপটাকে ডিঙিয়ে শীতল কণ্ঠ লর্ড–ভোল্ডেমর্টের চেয়ারের কাছে গিয়ে চেয়ারটা এমনভাবে ঘোরাল যাতে দু'জনে মুখোমুখি হয়। সাপটা হিস্ হিস্ শব্দ করে ওর চৌকো মাথা তুলল। চেয়ারে বসে থাকা লর্ডকে ফ্র্যাঙ্ক দেখল। দেখা মাত্র ওর হাতের লাঠিটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। ও শুধু মাত্র তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। চেয়ারে বসা লর্ড ওকে কিছু বলল– ফ্র্যাঙ্কের সেই কথা কানে গেলো না। লোকটা ওর হাতের দণ্ডটা তুলল। দণ্ড থেকে সবুজ রঙের বিদ্যুৎ ভীষণ এক শব্দ করে ফ্র্যাঙ্ককে স্পর্শ করল। ফ্র্যাঙ্ক জড় পদার্থের মতো ধব করে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। পড়বার আগেই ও মৃত।

দুশ' মাইল দূরে হ্যারি পটার নামে ন' দশ বছরের ছেলেটি ঘুমের ঘোরে আর্তনাদ করে বিছানায় উঠে বসল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্য স্কার

হ্যারির হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে গেল। চিৎ হয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। যেন অনেকটা পথ অসম্ভব জোরে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়েছে...। ও হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরল। কপালে বিদ্যুৎ চমকানোর আঁকা-বাঁকা কাটা দাগটা অসম্ভব ব্যথা নয় শুধু জ্বালাও করতে লাগল। মনে হল এক অদৃশ্য একটা গরম সাদা তার ওর গায়ে চেপে ধরেছিল।

কপালের দাগটা এক হাতে চেপে অন্য হাতে অন্ধকারের মধ্যে চশমাটা খুঁজতে লাগল। চশমাটা ওর শোবার খাটের পাশে টেবিলের ওপর রেখে শুয়েছিল। চশমাটা পরার পর ঘরটা তেমন অন্ধকার মনে হল না। পর্দা ঢাকা জানালার ফাঁক দিয়ে কমলা রঙের রাস্তার আলো ঘরে এসে পড়েছে।

হ্যারি টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে কপালের কাটা দাগে চাপ দিতে লাগল। ব্যথা তখনও কমেনি, মাঝে মাঝে দপ্‌দপ্‌ করছে। তারপর ও লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের এক কোণে রাখা আলমারি খুলে আলমারির পাল্লায় ফিট করা আয়নাতে মুখটা দেখল। বছর চৌদ্দ বয়স, মুখ পাতলা, গোল হাঁটু, কালো চুল... উজ্জ্বল দুই সবুজ চোখ। গোল গোল কাঁচের চশমা। হ্যারি নিয়ম করে চুল আঁচড়ায় না। ও আয়নাতে কপালের কাটা দাগটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। ব্যথা আর চুলকানি।

হ্যারি ঘুম ভেঙে যাওয়ার আগে কী স্বপ্ন দেখেছিল ভাবতে চেষ্টা করল।... স্বপ্নটা যেন সত্যি... তিনজন লোক... তাদের মধ্যে ও দু'জনকে চেনে... অচেনা লোকটিকে মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ঘর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘরের মধ্যে এক বিরাট সাপ নোংরা-ময়লা কার্পেটে শুয়ে আছে। বেঁটে লোকটা পিটার, সকলে ওকে ওয়ার্মটেল বলে ডাকে।... কানে এল বরফ শীতল এক কণ্ঠস্বর... কণ্ঠস্বর লর্ড

ভোল্ডেমর্টের। ওর সেই স্বপ্নের কথা ভাবতেই মনে হল কে যেন ওর পাকস্থলীর মধ্যে একগাদা বরফের ছোট ছোট টুকরো পুরে দিয়েছে।

ও দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করল ভোল্ডেমর্ট কেমন দেখতে, কিন্তু মনে করতে পারলো না... এইটুকু মনে করতে পারলো ভোল্ডেমর্টের চেয়ারটা যখন দুলছিল, তখন কেউ যেন সেই চেয়ারে বসেছিল; সেই দৃশ্য দেখে, দারুণ ভয় পেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সেই ভয়ার্ত দৃশ্য দেখে ওর কাটা দাগে যন্ত্রণা আর জ্বালাতে ওর ঘুম ভেঙেছে।

কিন্তু স্বপ্নের সেই আধপঙ্গু বৃদ্ধ মানুষটি কে?... হ্যাঁ হ্যারি তাকে দেখেছে, হ্যারি ওকে মেঝেতে ধপাস করে পড়ে যেতে দেখেছে। সব কিছু যেন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। হ্যারি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। সেই স্বপ্নের দৃশ্য মন থেকে হটিয়ে নিজের ঘরের কথা ভাবতে লাগল। ঘরটা তখনও অন্ধকার। কিন্তু ও হাজার চেষ্টা করেও সেই দৃশ্য মন থেকে সরাতে পারছে না। অনেকটা হাতের তালুতে জল ধরে রাখার প্রয়াসের মতো।... ভোল্ডেমর্ট আর ওয়ার্মটেল একজনকে হত্যা করেছে তার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে... যাকে হত্যা করেছে কিছুতেই তার নাম মনে আসছে না।... তাছাড়া ওরা আরও একজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল... কিন্তু সে কে?... কাকে... ও কে।

হ্যারি হাত সরিয়ে বন্ধ চোখ দুটো খুলল। অন্ধকার ঘরে... কিছু যেন অস্বাভাবিক জিনিস দেখার প্রত্যাশা করতে লাগল।... ওর বিছানার পায়ের কাছে একটা খোলা ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কের মধ্যে রয়েছে একটা কলড্রন, ঝাড়ু, কাল রঙের একটা রোবস আরও কিছু বাছাবাছা জাদুমন্ত্রের বই।... ওর টেবিলের একধারে পড়ে রয়েছে একগাদা গোল করে রাখা পার্চমেন্ট পেপার... যে খাঁচাতে ওর প্যাঁচা হেডউইগ থাকে সেটা শূন্য। ঘরের মেঝেতে একটা বই পড়ে রয়েছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার সময় বইটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। বইটার দিকে তাকাতেই দেখল বই-এর ছবিগুলো স্থির নয়, নড়ছে। ঝাড়ুর মধ্য থেকে কিছু লোক উঁকি মারছে। তাদের পরনে উজ্জ্বল কমলা রঙ-এর পোশাক। ওরা একটা লাল বল লোফালুফি করছে।

হ্যারি বইটা তুলে নিল। দেখল একজন কিডিচ প্লেয়ার প্রায় পঞ্চাশ ফুট হাই হুপের মধ্য দিয়ে বলটা ফেলে অদ্ভুত সুন্দর একটা গোল করল। তারপর ও বইটা শব্দ করে বন্ধ করে দিল। হ্যারির কাছে সবচেয়ে প্রিয় খেলা কিডিচ। তা হলেও ওর স্বপ্নের দেখা দৃশ্যের বিক্ষিপ্ত মন কিছুতেই শান্ত হল না। ও ফ্লাইং উইথ ক্যানন্স বইটা ওর টেবিলের ওপর একপাশে রেখেছিল।... তারপর জানালার ধারে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

শনিবারের ভোর। শহরতলির উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা প্রিভেট

ড্রাইভে বাস করে। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। আশেপাশে সব বাড়িতে জানালায় পর্দা ফেলা। রাস্তাটা জনমানব শূন্য। একটা কুকুর বা বেড়াল দেখতে পেলো হ্যারি।

হ্যারির মন অসম্ভব চঞ্চল। কোনো কিছু ভেবে মাথা থেকে সেই স্বপ্নের দৃশ্য অপসারিত করতে পারছে না। ও ছটফট করতে করতে বিছানার ওপর বসল। কপালের কাটা দাগে আঙ্গুল বোলাতে লাগল। কপালের কাটা দাগে ব্যথাতে ও কাবু নয়। ব্যথা করে মাঝে মাঝে। একবার ওর ডান হাতের সব হাড়গুলো ভেঙে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল... এক রাতের মধ্যেই হাড়গুলো নতুনভাবে গজিয়ে ব্যথার অবসান হয়েছিল। আরেকবার সেই হাতটা খেলতে খেলতে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকে বিদ্ধ হয়েছিল– সেরেও গেছে। গতবছরে তো ঝাড়ু নিয়ে আকাশে ওড়ার সময় পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে পড়ে গিয়েছিল। ওইসব দুর্ঘটনা, আঘাতেও অভ্যস্ত... সেগুলোতো ঘটবেই... রোধ করা যাবে না। হোগার্ট উইচক্র্যাফ্ট এ্যান্ড উইজার্ডরি স্কুলে পড়তে গেলে ওইসব বিপদ-আপদ মেনে নিতে হবে। এসব ওর ধাতস্থ হয়ে গেছে।

গতবার ভোল্ডেমর্ট কাছে থাকায় কাটা দাগের জন্য যন্ত্রণা হয়েছিল, কিন্তু এখন তো ভোল্ডেমর্ট প্রিভেট ড্রাইভে নেই– তবে কেন ব্যথা! কিন্তু ভোল্ডেমর্ট তো এখানে আসতে পারে না, ভোল্ডেমর্টের প্রিভেট ড্রাইভের আশেপাশে ঘুরে বেড়ান একদম অসম্ভব ব্যাপার।... ভোল্ডেমর্ট তো নেই... তবে ওকে জড়িয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল কেন?

হ্যারি চতুর্দিকে নীরবতার মাঝেও যেন কিছু শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ও কী একটা সিঁড়ি ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনবে না আলখেল্লাতে হাওয়া লেগে বোঁ বোঁ, পৎ পৎ শব্দ শুনবে? তারপর পাশের ঘরে আন্টির পুত্র নিদ্রারত ডাডলির প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দ। হ্যারি সেই শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠল।

নীরবতা ভঙ্গ করে সরবতার আশা করা– ভেবে হ্যারি নিজেকে একটা আস্ত বোকা বা মূর্খ মনে হল। বাড়িতে রয়েছেন আঙ্কেল ভার্নন, আন্টি পেটুনিয়া আর তাদের ছেলে ডাডলি। ওরা তো তখনও ঘুমুচ্ছে। ওরা তো হ্যারির মত বীভৎস স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে না, ব্যথা যন্ত্রণা হীন সুখ নিদ্রায় সুখস্বপ্ন!

ডার্সলে পরিবার ঘুমিয়ে থাকলে হ্যারির অনেক শান্তি! ওরা জেগে থেকে তো হ্যারিকে কোনও সাহায্য করবে না। তাহলেও হ্যারির জীবিত আত্মীয় বলতে ওরা তিনজন। ওরা মাগল (যারা জাদুকর নয়)। ওরা প্রচণ্ডভাবে জাদুবিদ্যাকে ঘৃণা করে, পরিহার করে চলে। তো হ্যারি ম্যাজিক স্কুলে পড়ে, বাবা-মাও জাদুকর-জাদুকরী ছিল, তাই ভার্নন পরিবারে ও শুকনো পাতার মতো অনাহুত। ডার্সলে পরিবার পারতপক্ষে হ্যারি হোগার্টসে পড়াশুনা করে কাউকে জানাতে চায় না। বলে, হ্যারি 'সেন্ট ব্রুটাস লিকিউ সেন্টারে ফর ইনকিউবেরল ক্রিমিন্যাল বয়েজের' স্কুলে থাকে।

গত তিন বছর ধরে সেখানে আছে। ভার্নন জানে ওর মতন বয়সের ছেলেদের জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা অন্যায়– একমাত্র স্কুলে যা করতে পারে। তাহলেও তাদের সংসারে যা কিছু ঘটুক না কেন– তার জন্য দায়ী করে হ্যারিকে। অলক্ষুণে হ্যারি বাড়িতে আছে বা থাকে বলেই বাড়িতে নানা অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা হয়। হ্যারি অবশ্য ওর স্কুলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আঙ্কেল ভার্নন বা আন্টি পেটুনিয়াকে কিছুই জানায় না বা তাদের সঙ্গে তা নিয়ে বচসা করে না। তাই ওরা ঘুম থেকে ওঠার পর ওর কাটাদাগে ব্যথা– ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে উদ্বেগ... জানানোর কোনও মানে হয় না। হাস্যকর!

তাহলেও ভোল্ডেমর্টের উৎপাতের জন্য হ্যারিকে ডার্সলে পরিবারে এসে থাকতে হয় স্কুল ছুটির সময়। তাহলেও হ্যারির বাবা-মা'র মৃত্যুর পর হ্যাগ্রিডের সাহায্যে ও অনেক গ্যালিয়ন, সিকেল পেয়েছে। ডার্সলেদের ওর জন্য কিছু খরচ করতে হয় না। তাহলেও ডার্সলে দম্পতি হ্যারিকে গ্রহণ করলেও আদরযত্ন করে না, ওর ঘুমোবার জন্য ভাই ডাডলির পাশে ছোট একটা ঘর, ডাডলির পরিত্যক্ত পুরনো কাপড় পরে ওকে থাকতে হয়।

হ্যারির যখন এক বছর বয়স... একদিন রাতে ভোল্ডেমর্ট শক্তিশালী ডার্ক জাদুকর, যে এগার বছর চেষ্টা করে নানা অসৎ উপায়ে শক্তি লাভ করে, ওদের বাড়িতে এসে ওর বাবা-মাকে হত্যা করে ছিল। তারপর ও জাদুদণ্ড হ্যারির দিকে ঘোরায়। যে জাদুমায়ায় ভোল্ডেমর্ট ছোট ছেলেটার মা-বাবাকে হত্যা করার পর বাচ্চা ছেলেটাকে হত্যা করতে আসে সেটা বুমেরাং হয়ে ভোল্ডেমর্টের কাছে ফিরে যায়। হ্যারি বেঁচে যায়– থাকে শুধু কপালের কাটা দাগ, ভোল্ডেমর্ট বলতে গেলে নামমাত্র বেঁচে থাকে। ওর ক্ষমতা নিঃশেষ হয়, জীবনের সবকিছু নিভে যায়। এরপর ও পালিয়ে যায়। যার ভয়ে ও আতঙ্কে জাদুকর-জাদুকরী সম্প্রদায় গোপনে দিন যাপন করছিল তার অবসান হয়। ভোল্ডেমর্টের সহচরদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়, তারপর হ্যারি পটারের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওর যখন এগার বছর বয়স তখন জানতে পারে, ও জাদুকর সম্প্রদায়ের একজন। হ্যারি যখন হোগার্ট জাদু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন ও আশ্চর্য হয়ে যায় সকলে তার নাম জানে। যেখানেই যায় সেখানে সকলে ওকে দেখে গুঞ্জন করে। এসব দেখেশুনে এখন ওর সবকিছু অভ্যাস হয়ে গেছে। এ বছর গরমের ছুটির পর ও হোগার্টের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বে; স্কুল খোলার অপেক্ষায় বসে আছে। আঙ্কেল ভার্নন, পেটুনিয়াদের ওর একটুও ভাল লাগে না।

এখনও আরো পনের দিন ওকে ডার্সলে পরিবারে থাকতে হবে। ও বিরক্তি মাখা মুখে ঘরে পায়চারি করতে করতে ওর দুই বন্ধুর পাঠানো জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ডের দিকে চোখে পড়ে। গত জুলাই মাসে কার্ড দুটো এসেছে। ও যদি এখন

গত রাতের দুঃস্বপ্ন আর কপালে কাটা দাগের যন্ত্রণা ও জ্বালার কথা দুই বন্ধুকে লিখে পাঠায় তাহলে বন্ধুরা কি বলবে?

তখনই ও শুনতে পেল কানের কাছে হারমিওন গ্রেঞ্জারের কথা। শোনার পর ওর মাথা জমে গেল– শিহরিত, আতঙ্কগ্রস্ত হল।

'তোমার কপালের কাটা দাগে ব্যথা? হ্যারি তাই যদি হয় তাহলে সত্যিই সেটা মারাত্মক... অবশ্যই মারাত্মক। তুমি প্রফেসর ডাম্বলডোরকে লিখবে! আমি সেখানে যাব ও কমন মেডিক্যাল এলমেন্টস অ্যান্ড অ্যাফ্লিকসন কথা বলব... এমনও হতে পারে জাদুর বিদ্যার জন্য কাটাদাগে অস্বস্তি ও ব্যথা।'

হ্যারি একটা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু বইয়ের পাতায় মন দিতে পারে না। তারপরে জানালার ধারে দাঁড়ায়– আকাশের দিকে তাকায়।

আকাশের রংটা হালকা নীল। ভোল্ডেমর্ট হিংসাবশতঃ ও পরাজয়ের পর ওর বাবা-মাকে হত্যা করেছে, এখন ওকে হত্যা করতে চাইছে? সে তাদের পরিবারের সে একমাত্র জীবিত ও সকল সময়েই ভোল্ডেমর্টের দ্বারা আক্রান্ত। হারমিওনের কথামত কমন ম্যাজিক্যাল এলমেন্টস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনে ওর এই অসুখ সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যাবে না। হেডমাস্টার ডাম্বলডোরকে গরমের ছুটিতে পাওয়া যাবে কি যাবে না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। ভাবতে ভাবতে ওর স্কুলের হেডমাস্টার প্রফেসর ডাম্বলডোরের সৌম্য চেহারাটা চোখে ভেসে ওঠে। মুখ শুভ্র লম্বা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে পরেছে পরণে ঢোলা ঢোলা জাদুকরদের আলখেল্লা, লম্বা টুপি, নাকে সানট্যান লোসন লাগান। ডাম্বলডোর যেখানেই থাকুন না কেন হেডউইগ তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। ওর বিশ্বস্ত প্যাঁচা আজ পর্যন্ত কোনও কাজে অকৃতকার্য হয়নি। এমনকি ঠিকানা না দিয়ে শুধু নাম লিখে চিঠি পাঠালেও পৌঁছে দেয়। কিন্তু কি লিখবে সেটাই একমাত্র প্রশ্ন!

প্রিয় প্রফেসর ডাম্বলডোর,

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু কেন জানি না সকাল থেকেই আমার কপালের কাটা দাগটা ব্যথা করছে, জ্বালা করছে।

আপনার অনুগত,
হ্যারি পটার

চিঠিটা লেখার পর হ্যারির মনে হলো বড়ই বোকাবোকা চিঠি। তাই ও তার অপর এক বন্ধু রনের মতামত জানার জন্য ব্যগ্র হলো। ওর প্রিয় বন্ধু রন উইসলি। রনের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। লম্বা নাক, সারা মুখে ঈষৎ হলুদে তিল। মুখে হতবুদ্ধির ছাপ।

'তোমার কপালের কাটা দাগের ব্যথা? কিন্তু... কিন্তু ইউ-নো-হু কেমন করে এখন তোমার কাছে আসবে, আসতে পারে কী? আমি মনে করি তুমি সবই তো জান তাই না? ও তোমাকে আবার আঘাত হানার চেষ্টা করছে– তাই না? আমি কি বলতে পারি হ্যারি, মনে হয় কপালের কাটা সব সময় ওই রকম হয়... আচ্ছা আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব...'

ওর বাবা মি. উইসলি একজন বিচক্ষণ জাদুকর। জাদু মন্ত্রণালয়ে মিসইউজ অফ মাগল আর্টফ্যাক্টস অফিসে কাজ করেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে তার কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতাই নেই... হ্যারি এইটুকু জানে। হ্যারি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল ওর কপালে কাটা দাগের ব্যাপারে উইসলি পরিবারে সমস্ত ব্যাপারটা জানানো ঠিক হবে না। মিসেস উইসলি হারমিওনের চাইতে বেশি হই চই করে উঠবেন। জর্জ ও ফ্রেড রনের ষোল বছর বয়সী দুই যমজ ভাই স্বভাবমত হাসাহাসি করবে। ভাববে হ্যারি দারুণ ভয় পেয়েছে। পৃথিবীতে শুভাকাঙ্ক্ষী-বন্ধু বলতে হ্যারির কাছে উইসলি পরিবার। ও অপেক্ষায় আছে যেকোনও সময়ে ওরা ওকে তাদের কাছে গ্রীষ্মের ছুটির বাকি ক'টা দিন কাছে থাকার নেমন্তন্ন করবেন (রন কিছুদিন আগে কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ সম্বন্ধে লিখেছে)। হ্যারি ওর আনন্দমুখর দিনগুলো তার কাটা দাগের বিষয় জানিয়ে নষ্ট করে দিতে চায় না।

ও এমন কোনও মানুষ পাচ্ছে না যাকে ও বাবা-মার মতো আপনজন ভেবে ওর দুঃস্বপ্ন আর কাটা দাগের ব্যথা ও যন্ত্রণা সম্বন্ধে জানাতে পারে, জেনে, তারা সান্ত্বনা দেবে। জন্য কাদের ডার্ক ম্যাজিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে হ্যারি জানে না।

তখনই সিরিয়সের কথা মনে পড়ে গেল। একমাত্র গডফাদার সিরিয়স ওকে সাহায্য করতে পারে তার বুদ্ধি-বিবেচনা অভিজ্ঞতা ও ভালবাসা দিয়ে। হ্যারি বিছানা থেকে উঠে একটা মোটা হলুদ শক্ত কাগজে (পার্চমেন্ট) কালিতে পালকের কলমটা অনেকটা সময় চুবিয়ে রেখে লিখল

প্রিয় সিরিয়স,... এইটুকু লিখে থেমে গেল। ভাবতে লাগল ওর সমস্যার কথা কেমন করে গুছিয়ে লিখবে। প্রথমে তো পিতৃবন্ধু সিরিয়সের কথা মাথায় আসেনি।... যাকগে পিতৃবন্ধু ছাড়া সিরিয়স ওর গডফাদার। মাত্র দু'মাস আগে ব্যাপারটা জেনেছে।

সিরিয়স ওর কাছে সম্পূর্ণ এক অজানা মানুষ ছিলেন। তার প্রধান কারণ হ্যারি যখন হোগার্টে সিরিয়স তখন আজকাবানে বন্দি থাকার পর পলাতক। আজকাবান জাদুকরদের লোমহর্ষক ভয়ঙ্কর এক কয়েদখানা। ওখানে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেই কয়েদখানা পাহারা দেয় ডেমেন্টররা। ওদের চোখ নেই, রক্ত পিপাসু শয়তান। হোগার্টে ওরা সিরিয়সকে ধরতে এসেছিল। তখন থেকেই পলাতক। সকলেই জানে সিরিয়স কোনও অপরাধ করেনি, কাউকে হত্যা করেনি। ভোল্ডেমর্টের কারসাজিতে ও অপরাধী। আসল অপরাধী ও হত্যাকারী ছিল

ওয়ার্মটেল ভোল্ডেমর্টের সব কুকর্মের সহচর। এখন সকলেই জানে ভোল্ডেমর্ট বেঁচে নেই। হ্যারি, রন, হারমিওন কিন্তু বিশ্বাস করে না শয়তান ভোল্ডেমর্ট মৃত। যাই হোক গত বছরে ওরা ওয়ার্মটেলের মুখোমুখি হয়েছিল। ওদের সঙ্গে ছিল প্রফেসর ডাম্বলডোর। ভোল্ডেমর্ট যে জীবিত প্রফেসর ডাম্বলডোর বিশ্বাস করেন, ও যে কোনও সময় অন্ধকার থেকে উদয় হয়ে জাদু মন্ত্রণালয়ের কিছু বিশ্বাসঘাতক ও তার শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডাম্বলডোরকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেবে।

কোনও এক সময়ে সিরিয়স হ্যারিকে ডার্সলে পরিবার থেকে নিয়ে গিয়ে ওর কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর হলো কই। ভোল্ডেমর্টের ষযড়ন্ত্রে ও হত্যার দায়ে আজকাবানে বন্দি হয়ে থাকার পর পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

সিরিয়সের সঙ্গে থাকার সুযোগ আর নেই। হ্যারি অবশ্য ওকে বাকবিকের সাহায্যে আজকাবান থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। তারপর থেকেই সিরিয়স আন্ডারগ্রাউন্ডে। ওয়ার্মটেলও আজকাবান থেকে পালিয়ে সিরিয়সকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডার্সলেদের কাছে সিরিয়সের আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ ওরা জানে সিরিয়স আজকাবান থেকে পলাতক।

তাহলেও ও জানে সিরিয়স যেখানেই থাকুক হ্যারিকে বিপদের সময় সাহায্য করতে পারে। একমাত্র সিরিয়সের জন্যই ও ডার্সলে পরিবারে ওর স্কুলের সব জিনিসপত্র নিয়ে এসে ওর শোবার ঘরে রাখতে পেরেছে। ডার্সলেরা কখনই সেটা মনে-প্রাণে অনুমোদন করেনি। ওরা চায় হ্যারি অসুবিধেতে থাকুক, কষ্ট পাক।... কিন্তু ডার্সলে দম্পতি আগে ওর স্কুলের জিনিসপত্র একটা ট্রাঙ্কে ভরে সিঁড়ির তলায় রেখে দিত। ওরা জানে ওর কাছে একটা জাদুদণ্ড আছে তা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। যাতে সেটা ব্যবহার না করতে পারে তাই লুকিয়ে রাখত। কিন্তু যখন থেকে জেনেছে ভয়ঙ্কর খুনি সিরিয়স ওর গডফাদার তখন থেকে ওরা নরম হয়েছে, গরমের ছুটিতে এলে ট্রাঙ্কটা আর লুকিয়ে রাখে না। হ্যারি অবশ্য কখনও ওদের জানায়নি সিরিয়স ভাল লোক– খুনি নয়।

হোগার্ট থেকে প্রিভেট ড্রাইভে আসার পর হ্যারি সিরিয়সের কাছ থেকে দুটো চিঠি পেয়েছে। দুটি চিঠি প্যাঁচারা নিয়ে আসেনি জাদুকরদের প্রথামত। চিঠি দুটো দিয়ে গেছে রং-বেরং-এর বড় দুই ডানাওয়ালা একটা পাখি। হেডউইগ তাকে সিরিয়সের চিঠি আনতে দেখে কণামাত্র খুশি হয়নি। সেই পাখি উড়ে এসে ওর জলের পাত্র থেকে ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাবে তাও পছন্দ করে না। হ্যারির সেই বিচিত্র রং-এর পাখি খুব ভাল লাগে। সেই পাখিগুলো ওকে পাম গাছ আর বিস্তীর্ণ বালুকা বেলা মনে করিয়ে দেয়। সিরিয়স চিঠি পাঠিয়ে কখনও জানায় না পাছে কেউ মাঝপথে আটকে না রাখে কিন্তু হ্যারির খুব ভাল লাগে, হ্যারি বিশ্বাস করে না ডেমেন্টররা প্রখর সূর্যের আলোতে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে। সেই কারণেই

হয়তো এখন তারা দক্ষিণ অঞ্চলে থাকে। হ্যারি দুটো চিঠিই ওর খাটের বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। দুটো চিঠিতেই হ্যারিকে লিখেছে, 'যদি কখনও দরকার পড়ে তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

বেলা বাড়তে লাগল। টেবিল ল্যাম্পের আলো আর দরকার হয় না। সোনালী সূর্যের আলো এসে ঘর ঝলমলে করে দিল। আঙ্কেল ভার্নন আর আন্টি পেটুনিয়ার গলার স্বর শুনতে পেল হ্যারি। ডেস্কের মধ্যে পার্চমেন্ট পেপারে যে চিঠিটা সিরিয়সকে লিখেছে সেটা পাঠাবার আগে আর একবার পড়ল।

প্রিয় সিরিয়স,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। পাখিটা বেশ মোটাসোটা আর বড়, তাই জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকতে ওর অসুবিধে হয়েছে।

এখানকার খবর আগের মতোই। ডাডলি আরও মোটা হয়েছে। আন্টির বকুনিতে ডায়েট করছে। তাহলে কি হবে, গতকাল ওর ঘরে একগাদা ডাফনাট দেখে খুব রেগে গেছেন। ধমকে বলেছেন, কথামত না চললে পকেটমানি কমিয়ে দেবেন। তাই, কথাটা শুনে অসম্ভব রেগে ওর 'প্লেস্টেশান' জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ওটা দিয়ে কম্পিউটার গেম খেলা যায়। কি বোকা বলুন তো!

ও এখনও মন-মেজাজ ঠিক করে রাখার বই, মেগাসিউটেলেসন পার্ট থ্রি আনেনি। যাক সে কথা, আমি বেশ ভাল আছি; তার প্রধান কারণ আপনি। আপনাকে আঙ্কেল-আন্টি খুব ভয় পায়– আপনি চাইলে ওদের জাদুবলে বাঁদুড় বানিয়ে দিতে পারেন সেই আশঙ্কায়।

আজ ভোর রাতে অদ্ভুত-বিশ্রী-ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্ন দেখার পর আমার কপালের দাগটা ব্যথা করছে, চুলকুনি থামছে না। গত বছর এমন হয়েছিল, তার কারণ ভোল্ডেমর্টের হোগার্টে হঠাৎ আগমন। তবে আমার মনে হয় না এখন ও আমার কাছাকাছি থাকতে পারে– পারে কি? আপনার কি মনে হয় কার্স করলে কাটা দাগ বছরের পর বছর কষ্ট দিয়ে চলবে? হেডউইগ এখন শিকারে গেছে, ও ফিরে এলে আমি ওর পায়ে বেঁধে চিঠিটা আপনার কাছে পাঠাব, বাকবিককে আমার তরফ থেকে 'হ্যালো' জানাবেন।

হ্যারি

চিঠিটা ও ডেস্কে রেখে দিল। হেডউইগ ফিরে এলে পাঠাবে। চিঠি লেখার পর ওর অশান্ত মন অনেকটা শান্ত হলো। ও চায় না কেউ ওর মুখ দেখে জানতে পারে ও ভয় পেয়েছে, অস্থির মনে হচ্ছে। আলমারি খুলে পোশাক বদলাবার জন্য পোশাক-আশাক নিয়ে নাইট ড্রেস পাল্টাল। আলমারি খোলার সময় ইচ্ছা করেই আয়নাতে মুখ দেখল না।

তৃতীয় অধ্যায়

ইনভিটেসন

কিচেনে গিয়ে হ্যারি দেখল ওকে বাদ দিয়েই আঙ্কেল-আন্টি আর ডাডলি টেবিলে আয়েশ করে বসে নাস্তা শুরু করে দিয়েছে। ও ঘরে ঢোকার সময় কেউ ওর দিকে তাকালও না। আঙ্কেল ভার্ননের লাল গোল মুখটা সকালের 'ডেইলি মেইল' পত্রিকার আড়ালে ঢাকা ছিল। আন্টি পেটুনিয়া ছুরি দিয়ে একটা গ্রেপফ্রুট চার টুকরো করছেন। ওর ঘোড়ার মতো বড় বড় দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটো রস সিক্ত।

ডাডলি স্বাভাবিকভাবে ক্ষিপ্ত। চেয়ারটা ছোট তাই আরাম করে বসতে অসুবিধে হচ্ছে। ও সব সময় চৌকো টেবিলটার একপাশে বসে। কারও সামনা-সামনি নয়। আন্টি পেটুনিয়া গ্রেপফ্রুটের এক চতুর্থাংশ ডাডলির টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, ডাডলি সোনা এটা তোমার... মিষ্টি মেশান নেই। ডাডলি লাল চোখে মা'র দিকে তাকাল। গরমের ছুটিতে বাড়ি আসার পর ওর মনে হয় মানুষের জীবন এত যে আনন্দদায়ক হয় কেমন করে! ও ফোর্থইয়ার রিপোর্ট নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

আঙ্কেল-আন্টিও কম মার্ক পাওয়ার জন্য ওকে নয়, প্রতিবার স্কুল টিচারদের যেমন দোষ দেন– তেমনি দিয়ে চলেছেন। আন্টির মতে ডাডলির অনেক প্রতিভা আছে, হিংসুটে স্কুল টিচাররা ঠিক ওকে বুঝতে পারে না। আঙ্কেল ভার্নন বলেন, ডাডলি আহ্লাদি মেয়েদের মতো হোক এটা আমি চাই না। ছেলেরা ছেলেদের মতো হবে। ঘ্যানঘ্যানে প্যানপ্যানে নয়– দুর্দান্ত। 'রিপোর্টে' ও স্কুলে মারামারি করে লিখেছে– আন্টি বললেন– আহা আমার ছেলে ক্লাশের ছেলেদের মারে... একদম মিথ্যা কথা। ও এত নরম মনের ছেলে একটা মাছি পর্যন্ত মারতে কষ্ট পায়... মোটাসোটা ছেলে হলে কি হবে। স্কুলের নার্স লিখেছে, ডাডলি যেন ডায়েট করে?

যেসবগুলো খেতে মানা করেছে তা সবই ডাডলির অতি প্রিয় খাদ্য যেমন– ফিজ্জি ড্রিংক, কেক, চকোলেট বার, বার্জার। খাবে ফল, সবজি ইত্যাদি। বাড়ির সকলের জন্য আন্টি ওর খাদ্য তালিকা করেছেন। তফাৎ এই লিস্টটা ফ্রিজে সেঁটে রাখেননি। ডাডলি বেচারি খাবে না আর ওরা খাবে তা কি করে হয়? পাড়ার লোকেরা ঠাট্টা করে ওকে দেখে বলে 'একটা ধেড়ে তিমি মাছ।'

ডাডলি খুব খুশি... ওকে একা একা শাক পাতা-ঘাস খেতে হয় না। তাহলে ও হ্যারির চেয়ে কম খেতে দিলে অসম্ভব রেগে যায়। আন্টি পেটুনিয়া মনে করে ডাডলির স্বভাব ঠিকমত রাখার একমাত্র পথ হচ্ছে ওকে ভাল-মন্দ বেশি করে খেতে হবে– হ্যারির চেয়েও বেশি।

আন্টি পেটুনিয়া ঘুণাক্ষরেও জানে না হ্যারি ওর বিছানার তলায় কি রাখে না রাখে। এও জানে না হ্যারি ঘাস-পাতা না খেয়ে গরমের ছুটির বাকি কটা দিন শুধু আস্ত কাঁচা গাজর খেয়ে কাটাচ্ছে।

হ্যারি ওর বন্ধু-বান্ধবদের হেডউইগ মারফত ওকে সাহায্য করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। হেডউইগ হারমিওনের বাড়ি থেকে ফিরে এল পায়ে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে। ওদের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে বিরাট বাক্সভর্তি চিনি বর্জিত খাবার (ওর বাবা-মা ডেন্টিস্ট)। হ্যাগ্রিড পাঠিয়েছে (হোগার্টসের গেম কীপার) বাড়িতে তৈরি রক কেক। (হ্যারি ওগুলো স্পর্শ করেনি কারণ হ্যাগ্রিডের রান্না সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা আছে)। মিসেস উইসলি, ওর পারিবারিক প্যাঁচা মারফত পাঠিয়েছেন একগাদা ফ্রুট কেক আর পেস্ট্রি। বেচারা এরল এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে যথেষ্ট দুর্বল, আসতে ওর পুরো পাঁচদিন লেগেছে। ওর জন্মদিনে চারটে কেক পাঠিয়েছে- হারমিওন, রন, হ্যাগ্রিড আর সিরিয়স। এখনো দুটো কেক রয়ে গেছে। পেটুনিয়ার রান্না মুখে তোলা যায় না। বলতে গেলে কাঁচা গাজর চিবিয়ে খিদে মেটাচ্ছে হ্যারি।

আঙ্কেল ভার্নন একটু করে গ্রেপফ্রুট নিয়ে মুখ বেকিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে খেতে লাগলেন।

– আর নেই কিছু? বিরাট হাই তুলে বললেন। হাই তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরাট গোঁফ নাচতে লাগল।

আন্টি পেটুনিয়া আঙ্কেল ভার্ননের দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– যথেষ্ট দিয়েছি। কথা বলার সময় আড় চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। ঘণ্টির আওয়াজ শুনে ভার্নন কে এসেছে দেখার জন্য চেয়ার ছেড়ে রান্নাঘরের বাইরে চলে গেলেন। ডাডলি বাবা চলে যেতেই তার প্লেট থেকে বাকি অংশ তুলে নিল।

হ্যারিও ঘণ্টা শুনেছে। আঙ্কেল ভার্নন চলে গেলে কিচেন থেকে শুনতে পেল কে একজন হাসছে, আর আঙ্কেল ভার্নন প্রশ্নের চাঁচাছোলা জবাব দিচ্ছেন। আন্টি পেটুনিয়া, আঙ্কেল ভার্নন ফিরছে না দেখে যেখানে দরজায় ডোর বেল আছে

সেদিকে ছুটলেন। যাওয়ার আগে হাতের টি-পটটা টেবিলে রেখে গেলেন। একটু পর ভার্নন ফিরে এলেন। মুখ তার বিবর্ণ।

ভার্নন ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন, হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখনই বসবার ঘরে যাও। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

হ্যারি ভেবে পায় না, আবার কী অন্যায় করল।

ও আঙ্কলের পিছু পিছু চলল। আঙ্কেল যাবার আগে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন। ভার্নন ফায়ার কাছে দাঁড়িয়ে সোজা হ্যারির দিকে তাকালেন। এমনভাবে তাকালের যেন পুলিশে ওকে গ্রেফতার করতে এসেছে।

হ্যারি, আঙ্কেল ভার্ননের বিরক্তিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল– কী হয়েছে?

তাকাও, এটার দিকে, ভার্নন একটা খাম (পার্চমেন্টে) হ্যারিকে দেখিয়ে বললেন– এই চিঠিটা পোস্টম্যান এইমাত্র দিয়ে গেল।

হ্যারি খামটার দিকে তাকাল। ভাল খাওয়া-দাওয়া না করে শরীর খুব দুর্বল।

কে তোমাকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছে জানতে পারি? হ্যারি কোনও জবাব দিলো না।

ভার্নন খামটার মুখ খুলে চিঠিটা বার করে বেশ জোরে জোরে পড়তে লাগলেন:

প্রিয় মি. অ্যান্ড মিসেস ডার্সলে,

আমাদের কখনো পরিচয় হয়নি। আমি নিশ্চিত যে, হ্যারির মুখে আমাদের রনের কথা শুনে থাকবেন। আগামী সোমবার থেকে হোগার্ট স্কুলে কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপ শুরু হবে। আমার স্বামী আর্থার ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে কর্মসূত্রে কয়েকটা প্রাইম টিকিট পেয়েছেন।

আমরা সত্যিই খুব খুশি হব, যদি আপনারা কিডিচ ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য হ্যারিকে আমাদের কাছে পাঠান। জীবনে এই ধরনের খেলা দেখার সৌভাগ্য সহজে হয় না। তিরিশ বছর পরে এবার আমাদের দেশে খেলাটি হবে। আমরা আরো আনন্দিত হব, যদি গ্রীষ্মের ছুটির বাকি ক'টা দিন ওকে আমাদের কাছে থাকার অনুমতি দেন। ছুটি শেষ হলে সে নিরাপদেই এখান থেকে হোগার্টের স্কুলে চলে যাবে। আশা করি আপনি আমাদের অনুরোধটি রাখবেন।

আপনারা হ্যারিকে আমাদের কাছে পাঠাতে রাজি হলে, ওকে বলবেন ও যেন আপনার উত্তরটি যত শিগগির পারে সাধারণ মেইলে পাঠিয়ে দেয়। কারণ মাগল পোস্টম্যানরা আমাদের পাঠানো চিঠিপত্র ঠিকমত বিলি করে না।

আশা করছি, আমরা শিগগিরই হ্যারিকে দেখতে পাব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মল্লী উইসলি

বি:দ্র: আশাকরি আমরা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প খামে লাগিয়েছি।

চিঠিটা পড়া হলে আঙ্কেল ভার্নন পকেটে হাত ঢোকালেন। তারপর পকেট থেকে অন্য একটা জিনিস বার করে বিরক্তি মাখা মুখে বললেন, পড়ে দেখ।

হ্যারি মিসেস উইসলির চিঠির এনভেলপে অনেক স্ট্যাম্প দেখতে পেয়ে কোনো মতে হাসি থামালো। ভার্নন বললেন, দেখ, মিসেস উইসলি অযথা একগাদা ডাকটিকেট সেঁটেছেন। আর এই কারণেই পোস্টম্যানের সন্দেহ হয়েছে, তাই সে কল বেল টিপে চিঠিটা দিয়ে গেল।

হ্যারি চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উনিও হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দু'জনেই চুপচাপ! নীরবতা ভাঙল হ্যারি।

– তো... আমি তাহলে যাব? হ্যারি বলল।

কথাটা শুনে ভার্ননের লালমুখটা আরও লাল হয়ে গেল। বড় বড় গোঁফের আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু ফন্দি আঁটছেন। হ্যারি ডার্সলে পরিবার থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। স্কুলে যাবার আগে কটা দিন রন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জের সঙ্গে উইসলি পরিবারে থাকতে পারবে এবং এখানকার একঘেঁয়ে জীবনের অবসান।

আঙ্কেল ভার্নন বললেন– এই মহিলাটি কে?

হ্যারি বলল– আপনি মিসেস উইসলিকে চেনেন, দেখেছেন। আমার বন্ধু রনের মা।..... প্রায় ওর মুখে এসে গিয়েছিল 'হোগার্টস এক্সপ্রেস'। আঙ্কেল ভার্নন কথাটা শুনলে আরও চটে যাবেন। ডার্সলে পরিবার হ্যারির স্কুলের নাম শুনলে চটে যায়।

আঙ্কেল ভার্ননের মুখ দেখে হ্যারির মনে হল কোনো একটা কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন।

– সেই মোটা মহিলা– যার একগাদা লাল চুলওয়ালা ছেলে-মেয়ে আছে?

কথাটা শুনে হ্যারি ভুরু কোঁচকালো। 'মোটা' কথাটা বলে ভার্নন খুব আনন্দ পান। ডাডলি তার ছেলে... সে কী কম মোটা? দিনের পর দিন লম্বা হওয়ার বদলে প্রস্থে বাড়ছে। ভার্নন আবার কিডিচ খেলার কথাটা বিড় বিড় করে বললেন।

- কিডিচ! নাম শুনলেই গা জ্বলে যায়। সেই রাবিশ খেলা? হ্যারিকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করলেন ভার্নন। ও বলল, ওটা একটা খেলা। ম্যাজিক্যাল ঝাড়ু দিয়ে খেলতে হয়।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, আঙ্কেল ভার্নন খুব জোরে বললেন। হ্যারি লক্ষ্য করল আঙ্কেল যেন একটু ভয় পেয়েছেন। ঝাড়ু প্রসঙ্গ আলাপ বসার ঘরে আনতে চায় না।... ভার্নন চিঠিটা আবার পড়তে লাগলেন– আপনার মতামত স্বাভাবিকভাবে জানাবেন... থুথু ফেলে বললেন, কথাটার অর্থ? স্বাভাবিকভাবে চিঠি পাঠাবার মানেটা কী?

– মানে, যেভাবে আমরা চিঠি পাঠাই... আপনি তো জানেন আউল পোস্টের

ব্যাপারটা। জাদুকররা প্যাঁচাদের দিয়ে চিঠি পাঠায়। এটা তাদের স্বাভাবিক প্রথা।

আঙ্কেল ভার্ননের রাগ তখনও কমেনি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। পাড়ার লোকেরা ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিনা দেখার জন্য।

– কতদিন তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি আমার বাড়িতে বসে তুমি জাদুকর আউল, ঝাড়ু, এইসব কথা বলবে না। অকৃতজ্ঞ ছেলে। আমাদের প্যান্ট পরে তো দাঁড়িয়ে রয়েছো।

হ্যারি কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, সবইতো ডাডলির ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র।

হ্যারির গায়ে বিরাট একটা সুইটশার্ট। (ডাডলির গায়ে হয় না)... সেটা এতবড় যে, দুটো হাতা ওর হাত ছাড়িয়ে গেছে– ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত। হাতা দুটো কম করে পাঁচবার গুটালে কব্জি পর্যন্ত আসে। তেমনি বড় ব্যাগি জীন্স।

আঙ্কেল ভার্নন হ্যারির দিকে বিশ্রিভাবে তাকিয়ে রাগে থর থর করে বললেন– আমার সঙ্গে মুখেমুখে তর্ক করবে না।

হ্যারি আজকাল আর আঙ্কেল-আন্টিকে ভয় করে না। সেদিন চলে গেছে। আঙ্কেল-আন্টির বাড়ির শাসন, নিয়ম আর ও মানে না। কিডিচ ওয়ার্লড কাপ দেখতে যাবেই যাবে। কেউ বাঁধা দিতে পারবে না।

তবু হ্যারি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে... আমি যাব না।... এবার কী যেতে পারি? আমাকে এখন গডফাদার সিরিয়সকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

আঙ্কেল ভার্ননকে নরম করা, হম্বিতম্বি বন্ধ করার একটি মাত্র দাওয়াই সিরিয়সের নাম উচ্চারণ করা। – আপনি তো সিরিয়সকে চেনেন।

– তুমি ওকে চিঠি লিখবে? আঙ্কেল ভার্নন আমতা-আমতা করে বললেন। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো ভয়ে আরও ছোট ছোট হয়ে গেছে।

– হ্যাঁ, লিখতে হবে, হ্যারি সাধারণভাবে বলল– অনেক দিন সিরিয়স আমার কোনও চিঠি না পেয়ে খুব ভাবছেন। জানেন তো না পেলে... অন্যকিছু ভাববে... একটু রগচটা মানুষ। কথাগুলো বলে হ্যারি আঙ্কেল ভার্ননের মুখের দিকে তাকাল। ভার্ননের সিরিয়সের নাম শুনে মুখের ভাব বদলে গেছে। হ্যারি মনে মনে খুব খুশি হল।

হ্যারিকে যদি যেতে না দেয়, সিরিয়সকে চিঠি দিয়ে কারণটা বাতলে দিতে পারে হ্যারি। তাহলে...? ভার্নন ভেতরে ভেতরে দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন।

– বেশ ঠিক আছে। তুমি তাহলে কোন জাহান্নামে যাবে যাও, তুমি লিখে জানিয়ে দাও– তুমি যাবে। উইসলিরা এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন, তাই তো?

হ্যারি খুশি মনে ওর ঘরের দিকে চলল... ওর আনন্দে দু'হাত পা তুলে ধেই

ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করল... ও শেষমেশ যাচ্ছে উইসলিদের বাড়ি যাবেই... সেখান থেকে কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ দেখবে। প্রিভেট ড্রাইভ ওর আর ভাল লাগছে না।

ঘরের-বাইরে ডাডলি লুকিয়ে লুকিয়ে ভার্নন আর হ্যারির কথা শুনছিল। ভাবল বাবা ওকে যেতে না দিলে খুব ভাল হবে। কিন্তু ওর সব আশা বরবাদ হয়ে গেল হ্যারির মুখে একগাল হাসি দেখে।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেল হেডউইগকে, ও খাঁচার মধ্যে বসেছিল। বড় বড় হলুদ বর্ণের চোখে দেখছিল হ্যারিকে। যেভাবে ও ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে– তাতে মনে হয় ও কোনও একটা ব্যাপারে রেগে গেছে।

– 'আইচ'। হ্যারি বলল।

ছোট একটা পালকের টেনিস বল হ্যারির মাথার এক পাশে পড়ল। হ্যারি মাথাটা ম্যাসাজ করতে করতে দেখতে গেল কে বলটা ছুঁড়েছে। টেনিস বল নয় একটা ছোট প্যাঁচা। এত ছোট যে, হাতের মুঠোতেও ওকে ধরা যায়। ছোট প্যাঁচাটা সারা ঘর চড়কিবাজির মতো ঘুরতে লাগল। হঠাৎ হ্যারির নজরে পড়ল একটা চিঠির ওপর। হ্যারি হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারলো রনের কাণ্ড! খামটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তক্ষুণি পড়তে আরম্ভ করল।

> হ্যারি - **বাবা টিকিট পেয়ে গেছে**– প্রথম খেলা আয়ারল্যান্ড ও বুলগেরিয়া, সোমবার রাত্রে। মা মাগলদের চিঠি লিখেছেন তোমার থাকার জন্য। সম্ভবত তারা চিঠিটি পেয়ে থাকবে, আমি জানি না মাগল পোস্টম্যান এখনও তোমাদের ওখানে চিঠিটা দিয়েছে কিনা। ভাবলাম এই চিঠিটা পিগকে দিয়ে পাঠালে ঠিক হবে।

পিগ! মানে ওই ছোট প্যাঁচাটা। ও তখন সিলিং থেকে ঝোলান ল্যাম্পশেডের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। হ্যারি এর আগে পিগের মত ছোট পেঁচা দেখেনি। মনে হলো তাড়াহুড়োতে রনের লেখা চিঠি ভাল করে পড়েনি তাই আবার পড়ল।

> মাগল পছন্দ করুক বা নাই করুক আমরা তোমায় আনতে যাচ্ছি। তুমি কেমন করে ওয়ালর্ডকাপ মিস করবে তা হতে পারে না। মা-বাবা ভাবলেন, তোমার আঙ্কেল, আন্টির কাছে অনুমতি নেওয়া ভাল দেখাবে। যদি তারা অনুমতি দেন, তাহলে পিগকে দিয়ে তোমার চিঠি জলদি জলদি পাঠাবে। রোববার পাঁচটার সময় আমরা তোমাকে নিতে আসছি।
>
> হারমিওন আজ বিকেলে আসছে। পার্সি কাজ শুরু করেছে দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিকল কো-অপারেশনে। তুমি এখানে অ্যাব্রোড সম্বন্ধে কিছু বলবে না।
>
> দেখা হবে– রন

নিচে এস! হ্যারি রনের ছোট প্যাঁচাকে বলল। প্যাঁচাটা নেমে এল। ঠিক জায়গায়, ঠিক লোককে চিঠিটা পৌঁছে দিতে পেরে পিগ বেজায় খুশি। 'এদিকে এস... আমি একটা জবাব দিচ্ছি সেটা নিয়ে যাবে।'

প্যাঁচাটা ডানা পৎ পৎ করতে করতে হেডউইগের খাঁচার ওপর বসে পড়ল। হ্যারির মনে হল অজানা লোকের কাছে আসতে ও ভয় পাচ্ছে।

হ্যারি নতুন একটা পার্চমেন্ট পেপার নিয়ে পালকের কলম দিয়ে লিখল

রন,
সব ঠিক আছে। মাগলরা বলেছে, আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে ওয়ার্ল্ডকাপ দেখতে পারি। আগামীকাল পাঁচটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
হ্যারি

ছোট প্যাঁচাটার পায়ে চিঠিটা হ্যারির বাঁধতে অসুবিধে হলো। বাঁধবার পর পিগ ফুরুৎ করে উড়ে গেল।

হ্যারি তারপর হেডউইগের দিকে তাকিয়ে বলল– ওহে এই চিঠিটা সিরিয়সকে দিয়ে আসতে পারবে? সিরিয়সকে লেখা চিঠিটা আর একবার পড়ে নিয়ে পাদদেশে লিখল:

আপনি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, রনের বাড়িতে আমাকে পাবেন, ওখানে ছুটির বাকি ক'টা দিন থাকব। ওর বাবা কিডিচ খেলা দেখার জন্য টিকিট হাতে পেয়েছেন!

হেডউইগকে ইশারা করে ডাকতেই ও খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। সিরিয়সের জন্য লেখা চিঠিটা ওর পায়ে বাঁধতে বাঁধতে হ্যারি বলল– তোমায় বড় বেশি খাটাচ্ছি, তাই না? তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমি রনদের বাড়ি থাকব। হেডউইগ একটা পা হ্যারির হাতে রাখল তারপরই খোলা জানালা দিয়ে দুম করে আকাশে উড়ে গেল। হ্যারি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ও তারপর বন্ধুদের পাঠানো জন্মদিনের কেক-চকোলেট মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পরমানন্দে খেতে লাগল।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাক টু দ্য বারও

হ্যারি পরদিন বেলা বারটার মধ্যে ট্রাঙ্কে ওর সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। স্কুলের বইপত্র, জামা-কাপড়, বাবার অদৃশ্য হয়ে যাবার আলখেল্লা, সিরিয়সের দেওয়া ঝাড়ু। হোগার্টের জাদুমুগ্ধ করা ম্যাপ (গত বছর ফ্রেড আর জর্জ ওকে দিয়েছে), লুকিয়ে রাখা খাবার-দাবার, জাদুমন্ত্রের বই, কালি-কলম। দেওয়ালে একটা চার্ট টাঙিয়ে দিয়েছিল। সেটা প্রতিদিন কেটে গেলে ক্রস করে দিত। বোঝা যেত আর ক'দিন এখানে কাটাতে হবে।

প্রিভেট ড্রাইভের চার নম্বর বাড়ির সকলেই উত্তেজিত। জাদুকর-জাদুকরী ওর বাড়িতে আসবেন তার জন্য ভার্নন খুবই উদ্‌বিগ্ন! ডার্সলে পরিবারের সে সময় সকলেই ছিল অশান্ত ও অস্থির। হ্যারি বলেছে, উইসলিরা ঠিক পাঁচটার সময় আসবেন।

– আমি আশাকরি তুমি ওদের ভদ্র সভ্য ড্রেস পরে আসতে বলেছ।... আমি দেখেছি ওরা কি কুৎসিত জামা-কাপড় পরে চলাফেরা করে। সুন্দর-ভাল ড্রেস পরে চলাফেরা করতে পারে না? ভদ্র সমাজে ওইরকম ঢিলেঢালা আলখেল্লা পরে আসাটা অভদ্রজনক এটা তুমি বোঝ। মি. ও মিসেস উইসলি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন। জাদুকররা যা পরে তাই পরেন। মি. ডার্সলে খুব চিন্তিত। বাড়িতে কেউ ভাল ড্রেস পরে না আসলে তিনি মোটেই তাদের পছন্দ করেন না। পাড়ার লোকেরা দেখলেই বা কি বলবে?

হ্যারি অবশ্য ড্রেস-ফ্রেসের তোয়াক্কা করে না। ভার্নন বেছে বেছে তার দামি প্যান্ট-শার্ট পরলেন। লোকেরা ভাবতে পারে অতিথিদের আসার জন্য ভাল ড্রেস পরেছেন। ভার্নন ও পেটুনিয়া হেডউইগকে প্রাইভেট হাসপাতালে চালান করতে

বলেছেন, ডাডলিকে।

নিঃশব্দে ওরা লাঞ্চ শেষ করলেন। ডাডলিও পিটুনিয়া যা খেতে দিয়েছে নিঃশব্দে খেয়ে ফেলল। আন্টি কিছুই মুখে তুললেন না। দু'হাতে মুখ রেখে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে শুকনো জিব চাটতে লাগলেন।

– ওরা নিশ্চয়ই নিজেদের গাড়িতে আসবে? আঙ্কেল ভার্নন খেতে খেতে বললেন।

– হ্যাঁ, তাইত মনে হয়, হ্যারি বলল।

এখন আর উইসলিদের গাড়ি নেই। পুরনো ফোর্ড গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। উইসলি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের গাড়িতে আসছেন। এখন ওদের গাড়ি হোগার্টের নিষিদ্ধ জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে। গতবারও ডার্সলেদের কাছে দেখা করার সময়ে অফিসের গাড়িতে এসেছিলেন।

ভার্নন সকলকে বিচার করে তাদের মত অর্থ–বাড়িঘর-গাড়ি চাকর-বাকর আছে তার ওপর। তাই উইসলিদের গাড়ি নেই অফিসের গাড়িতে চেপে হ্যারিকে নিতে আসছে শুনে খুশি হলেন। যদিও আঙ্কেল ভার্নন, মি. উইসলি নিজস্ব ফেরারি গাড়ি চেপে এলেও খুশি হতেন না।

হ্যারি সমস্ত বিকেলটা ওর ঘরে শুয়ে কাটাল। বিরক্তি লাগে আন্টি পেটুনিয়াকে বারবার জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখে। সবাই এমন মুখ করে ঘুরছে যেন একটা গন্ডার পালানোর সতর্ক বার্তা পেয়েছে– যে কোনও সময় কোনও বাড়িতে ঢুকতে পারে। ঠিক পাঁচটা বাজার পনের মিনিট আগে হ্যারি নিচে নেমে বসবার ঘরে ঢুকল।

আন্টি পেটুনিয়া তখন কুশনের কভার টানটান করছেন, পর্দা ঠিক করছেন। আঙ্কেল ভার্নন হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে এমন ভান করছেন যেন মনোযোগ দিয়ে কাগজটা পড়ছেন। হ্যারি জানে সবই উৎকণ্ঠা কাটাবার পন্থা ও জাহির করা। হ্যারির মনযোগ কোনও গাড়ি এসে থামল কিনা তার দিকে। ডাডলি একটা আর্ম চেয়ারে আঁটসাঁট হয়ে বসে। মোটাসোঁটা হাত দুটো পেছনে ঘুরিয়ে রেখেছে। হ্যারির দারুণ টেনসন। ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে হলের সিঁড়িতে বসে রইল। বারে বারে ঘড়ি দেখে। হৃদযন্ত্র খুব দ্রুত চলছে।

পাঁচটা বেজে গেল তাও উইসলিদের দেখা নেই। আঙ্কেল ভার্নন গরম স্যুট পরে দরদর করে ঘামছেন। বার বার বাইরে বেরিয়ে রাস্তা দেখছেন।

হ্যারির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন– আশ্চর্য এখনও ওদের কোনও পাত্তা নেই!

– হ্যাঁ, হয়তো ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গেছেন।

পাঁচটা বেজে দশ, তারপর পাঁচটা পনের তাও উইসলিদের আসার কোনও নাম

গন্ধ নেই। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তাও দেখা নেই।

– আশ্চর্য! ওদের কোনও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই নাকি?

– আমাদেরও তো কোনও কাজ থাকতে পারে।

– হয়ত ভাবছে ডিনার খেয়ে যাবে।

হ্যারি বাইরে থেকে দেখল আঙ্কেল ভার্নন অস্থিরভাবে ঘরে পাঁয়চারি করছেন আর ঘড়ি দেখছেন।

– ওরা আসবে, ছেলেটাকে নেবে আর চলে যাবে। আর তো কিছু নয়।... মনে হয় দিন ভুল করেছে।

– আমার মনে হয় ওদের সময়জ্ঞান খুব কম। ভাবছে যখন খুশি গেলেই হল।

– মনে হয় ভাঙা ঝর ঝরে গাড়ি পেয়েছে। ওরা সময়-টময়ের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। গাড়িটা হয়ত রাস্তায় ভেঙে পড়েছে।

হ্যারি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আঙ্কেল-আন্টির মন্তব্য শোনে।

হঠাৎ ওরা অদ্ভুত শ শ শ... ঘরর ঘরর শব্দ... কিছু ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল। হ্যারি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ওই ওরা এসে গেছে। কিন্তু শব্দটাতো গাড়ির নয়। শব্দটা আসছে পাশের ঘরের দরজা থেকে। ভার্নন-পিটুনিয়া অসম্ভব ভয় পেয়ে গেলেন। ডাডলি ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। ওর মুখে ভয়ঙ্কর এক ভয়ের ছাপ!

– হ্যারি বলল, কী হয়েছে?

ডাডলি মনে হয় দাঁত কপাটি লেগেছে। কিছু বলতে গেল, কিন্তু পারলো না। ও এক দৌড়ে কিচেনের দিকে চলে গেল। তবু শব্দ থামছে না।

হ্যারি বসবার ঘরে ঢুকল।

ধাক্কা মারার আর কোনও জিনিস ভেঙে ফেলার শব্দ।

শব্দটা আসছে ঢাকা দেওয়া ফায়ার প্লেস থেকে। ফায়ার প্লেসের সামনের দিকটা কয়েকটা কয়লার মতো জিনিস দিয়ে ঢাকা। পেটুনিয়া তখন ঘরের এক ধারে দেওয়ালের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে– কী ব্যাপার বলত?... তুমি একটু দেখ ফায়ার প্লেস থেকে কিসের শব্দ আসছে।

কয়েক সেকেন্ড পরই ওই ফায়ার প্লেসের ভেতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

– ওরে বাবা, ফ্রেড... না না ফিরে চল। কোনও একটা ভুল হয়ে গেছে। জর্জ তুমি ওইরকম শব্দ করবে না।... চল চল আমরা ফিরে যাই... রনকে বল।

– ড্যাড্ হ্যারি নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

– ফায়ার প্লেসের ঢাকা দেওয়া বোর্ডে কারা যেন দমাদম করে ঘুষি মারছে।

– হ্যারি, হ্যারি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? ডার্সলেরা ভীষণ রেগে হ্যারিকে

ঘিরে রইল।

– এসব কী ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না। ভার্নন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন।

হ্যারি বলল- ওরা ফ্লু-পাউডার আগুনে ছড়িয়ে এখানে আসতে চেষ্টা করছে। মুখটা বন্ধ করে রেখেছেন তো আসবে কেমন করে? ওরা মন্ত্র বলে জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে। কথাটা বলে হ্যারি বন্ধ ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে বলল– মি. উইসলি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

দমাদম শব্দ থেমে গেল। চিমনি থেকে কে যেন বলল, শ- শ- চুপ!

– মি. উইসলি আমি হ্যারি কথা বলছি। ফায়ার প্লেসের ঢাকনা বন্ধ আছে। ওখান দিয়ে আসতে পারবেন না।

– চুলোয় যাক। ফায়ার প্লেসের দরজা বন্ধ করে রেখেছে কেন?

– তাদের আরেকটি ইলেকট্রিক ফায়ার আছে তাই। হ্যারি ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল।

– সত্যি! মি. উইসলি উত্তেজিত হয়ে বললেন– ইলেকট্রিক! তুমি তাই বললে না হ্যারি– আমাদের দেখতে হবে সেটা কেমন। ভাবতে দাও।..... রন!

হ্যারি রনের কথা শুনতে পেল। – এখানে তোমরা কি করছ– কী হয়েছে, ব্যাপার কি? ফ্রেডের গলা শুনতে পেল– আমরা এমনিভাবে বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিলাম, এমন অবস্থা হবে কে জানেন?

জর্জ বলল– আমাদের দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে নাকি?

– মি. উইসলি বললেন, আমার পেছনে সকলে লাইন করে দাঁড়াও। আমি ইশারা করলে তোমরা সব একসঙ্গে ধাক্কা দেবে।

হ্যারি সোফাতে এসে বসল। আঙ্কেল ভার্নন অবস্থা বুঝে এগিয়ে গেলেন।

আপনারা ভেতরে ঢুকলেন কেমন করে এখন কী করতে চান?

– ব্যাংগ'।

ফায়ার প্লেসের দরজাটা মড়মড় করে ভেঙে পড়তেই মি. উইসলি, রন, ফ্রেড আর জর্জ ফায়ার প্লেস দিয়ে ঘরে ঢুকল। তাদের এমন অবস্থা তাকানো যায় না। সারা দেহে ভাঙ্গা ইট চুনকালি ইত্যাদিতে ভরে গেছে। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে সকলেই হাঁফাচ্ছে।

আন্টি পেটুনিয়া ওদের অবস্থা দেখে ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে সোফার ওপর পড়ে গেলেন।

– হা: বাঁচলাম! মি. উইসলি ভার্ননের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন– আপনি নিশ্চয়ই মি. ডার্সলে? কথাটা বলে সবুজ আলখোল্লার ধূলা ঝাড়লেন, চশমাটা মুছলেন।

লম্বা একহারা চেহারা, প্রায় মাথায় টাক... ভার্ননের দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু আঙ্কেল হাত না মিলিয়ে দু'এক পা পিছিয়ে এলেন। সঙ্গে পেটুনিয়াকেও ধরে নিলেন।

আঙ্কেল ভার্ননের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না। ওর সব চেয়ে সুন্দর মূল্যবান স্যুট ধুলোতে ভরে গেছে। গোঁফ ও ধুলোতে ভরে গেছে। দেখে মনে হয় হঠাৎ তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

মি. উইসলি বলল, অত্যন্ত দুঃখিত মি. ডার্সলে... ভাঙা ফায়ার প্লেস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন। আমি ভাবলাম আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে একটু অসুবিধে হতে পারে... আপনার ফায়ার প্লেসের সঙ্গে ফ্লু-নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট করেছি... বেশি সময়ের জন্য নয় শুধুমাত্র এই বিকেলের জন্য। মাগলদের ফায়ার প্লেসের সঙ্গে সাধারণত কানেক্ট করা যায় না। আমার সঙ্গে ফ্লু-রেগুলেশন প্যানেলের যোগাযোগ আছে, ওরা আমার জন্য লাগিয়ে দিয়েছে। ভাববেন না আমি জাদুদণ্ড দিয়ে আগুন সৃষ্টি করব তখন ছেলেরা বিনা বাধায় চলে যেতে পারবে। এর পরে আমি আপনার ফায়ার প্লেস মেরামত করে দেব– আমি উবে যাবার আগে।

হ্যারি খুব ভাল করেই জানে সমস্ত ব্যাপারটা ভার্নন, পেটুনিয়া ও ডাডলির বুদ্ধির অগম্য। ওরা তখনও উইলসির থান্ডারন্ট্রাকে ভয়ে বিহ্বল হয়ে আছে। নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না, জানে না।

– হ্যালো হ্যারি তোমার সব জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে তো? মি. উইসলি বললেন।

ও আর জর্জ ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওরা জানে হ্যারির বেডরুম কোথায়। একবার গভীর রাতে ওখান থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল। হ্যারির সন্দেহ হয় ফ্রেড আর জর্জ, ডাডলিকে দেখতে চায়। হ্যারির মুখে ওর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার কথা শুনেছে। তাই একটু ওর সঙ্গে জোক করতে চায়।

সকলেই চুপচাপ। উইসলি ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বললেন– সুন্দর জায়গায়, অতি সুন্দর বাড়ি...।

ঝকঝকে তকতকে ঘরটা আর আগের মতো নেই। ধূলো-বালি-ইটের টুকরোতে ছত্রকার। উইসলির ওই রকম গুণগান একটুও মনে ধরলো না ভার্ননের. বরং মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। পেটুনিয়া তখন ধাতস্থ হয়েছেন শুরু করলেন জিব চোষা। আসলে ওদের গালগল্প করার মতো মনের অবস্থা নেই।

মি. উইসলি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। মাগলদের পেছনে লাগতে খুব ভালবাসেন। হ্যারি লক্ষ্য করল ঘরের টেলিভিশন, ভিডিও রেকর্ডারগুলো দেখার জন্য ছটফট করছেন। উইসলি বিজ্ঞের মতো বললেন– আহা-হা! আপনারা দেখছি

সবকিছুতেই ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন। ঘরে অনেক প্লাগ দেখছি। আমার আবার প্লাগ জমানোর স্বভাব। আর পুরনো ব্যাটারিও। আমার বাড়িতে ব্যাটারি আর প্লাগে ভর্তি। আমার স্ত্রী বলেন, আমি নাকি পাগল। কিন্তু আপনিও তাই দেখছি।

আঙ্কেলের মনে কোনও সন্দেহ থাকে না মি. উইসলির মাথা খারাপ। ভার্নন একটু অস্বস্তিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, ভাবলেন, পাগল লোকটা পেটুনিয়াকে আক্রমণ না করে বসে। ঠিক সেই সময় ডাডলি ঘরে ঢুকল। হ্যারি সিঁড়িতে ট্রাঙ্ক টানাটানির শব্দ শুনতে পেল। কোনও সন্দেহ নেই ডাডলি সেই শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে। ডাডলি ঘরের দেওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে উইসলিকে ভয়ার্ত চোখে দেখতে লাগল। তারপর ভয়ে ভয়ে মা-বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয় মি. উইসলিকে আতঙ্কিত হয়ে দেখতে লাগল। আঙ্কেল বুঝতে পারছেন না, পাগলের হাত থেকে কাকে বাঁচাবেন... ছেলে না স্ত্রীকে।

– আহ্... আপনার ছেলে? হ্যারির কাজিন... তাই না হ্যারি?

– হ্যাঁ ডাডলি... আমার কাজিন; হ্যারি বলল ডাডলি রন আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। প্যান্টটা যাতে আরও নেমে না যায় সেই আশঙ্কায় চেপে ধরে রইল। উইসলির ভার্ননের মতই ডাডলিকে একটু অদ্ভুত মনে হল। সামান্য করুণাও হল।

– ছুটি কেমন কাটালে ডাডলি? উইসলি স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন।

ডাডলি চুপ করে রইল। হ্যারি দেখল ডাডলি তখনও তার বিশাল প্যান্টটা খুলে না পড়ে তারও চেষ্টা করছে পেছনে হাত দিয়ে। ফ্রেড আর জর্জ ঘরে ঢুকল। ওরা ধরাধরি করে এনেছে হ্যারির স্কুল ট্রাঙ্ক।

ঘরের সব কিছু দেখতে দেখতে ওদের চোখ পড়ে গেল ডাডলির দিকে। ওদের মুখে দুষ্টুমি হাসি ফুটে উঠল।

– ট্রাঙ্কটা নামানোর সময় ভেঙ্গেটেঙ্গে ফেলনি তো? উইসলি ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন। কথাটা বলে রোবের আস্তিন গুঁটিয়ে পকেট থেকে ম্যাজিক ওয়ান্ড জাদুদণ্ড বার করলেন। ডাডলি সেটা দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। এতক্ষণে ফায়ার প্লেসে স্বাভাবিকভাবে আগুন জ্বলে উঠল। এমনভাবে জ্বলতে লাগল যেন অনেকটা সময় ধরে জ্বলছে।

– হ্যারি এবার তাহলে আমাদের যেতে হয়, উইসলি বললেন।

– আসছি, ফ্রেড বলল, না না একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ফ্রেডের পকেট থেকে ছোট বড় টফি চকোলেটের গাদাগাদা ব্যাপার ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রেড পকেট থেকে একটা চেরি টফি বার করে ডাডলিকে দিল তারপর ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে বলল, **'দ্যা বাররো।'** সঙ্গে সঙ্গে একটা হুস হুস

শব্দ শোনা যেতেই আন্টি পেটুনিয়া আঁতকে উঠলেন। দ্বিতীয় বার হুস শব্দের পর ফ্রেড অদৃশ্য হয়ে গেল।

মি. উইসলি বললেন, হ্যারির ট্রাঙ্কটা নিয়ে তুমিও যাও। তারপর রন।

রন হাত তুলে ডার্সলেদের বলল– আবার দেখা হবে। তারপর ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত আগুনের কাছে গিয়ে বলল– 'বাররো তারপরই ফ্রেড- জর্জের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাকি রয়ে গেল উইসলি আর হ্যারি। হ্যারি ডার্সলেদের হাত তুলে বলল– বাই...।

হ্যারি আগুনের কাছে যেতেই উইসলি বাধা দিলেন। ডার্সলের দিকে মৃদু হেসে বললেন– হ্যারি আপনাদের কাছে গুডবাই বলল, শুনতে পেয়েছেন?

হ্যারি হেসে উইসলিকে বলল, কিছু যায় আসে না। আমি কোনও কিছু মনে করি না।

উইসলির হাত তখনও হ্যারির কাঁধে ন্যস্ত।

– আপনারা কিন্তু হ্যারিকে আগামী বছর গরমের ছুটিতে ছাড়া দেখতে পাবেন না। অবশ্যই আপনারা ওকে বিদায় অভিনন্দন জানাবেন। তাই না?

কথাটা শুনে আঙ্কেল ভার্নন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। যে লোকটা আধঘণ্টা আগে দরজা দিয়ে না এসে ফায়ার প্লেস ভেঙেচুড়ে একশা করে, ঘর তছনছ করেছে তার সঙ্গে কথা বলতে মন চাইল না। ওরা চলে গেলে কে সব ঠিকঠাক করবে– পরিষ্কার করবে আগের মতো?

কিন্তু মি. উইসলির হাতে তখনও জাদুদণ্ড! ঝগড়া করে, কথাকাটাকাটি করলে লোকটা আরও ক্ষতি করবে। তাই অতি অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন– গুড বাই। আবার দেখা হবে।

হ্যারি ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত আগুনের দিকে একটা পা- বাড়িয়ে বলল– আবার দেখা হবে– বাই।

হঠাৎ শোনা গেল গলাটিপে ধরার শব্দ! শব্দটা হ্যারির পেছনের দিক থেকে ভেসে এল। হ্যারি পেছন ফিরে দেখল ডাডলি ওর মা-বাবার আড়ালে দাঁড়িয়ে নেই। কফি টেবিলে বসে গোগ্রাসে একটা রুটি বা কেক গিলে খেতে গিয়ে গলায় আটকেছে। শব্দটা তারই... গলা থেকে বার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ওকে বাঁচানোর জন্য পেটুনিয়া ওর মুখ থেকে খাবারের বাকি অংশ টেনে টেনে বার করতে লাগল। ডাডলি তখন আর্তস্বরে চেঁচাচ্ছে। গলা থেকে পেটুনিয়া যাতে খাবারের বাকি অংশ না বের করতে পারে... ডাডলি হাত-পা ছুঁড়ে বাধা দেয়– তাই ওর হাত দুটো জোর করে চেপে ধরলেন ভার্নন। খাবার মুখ থেকে টেনে আনার জন্য রেগে গিয়ে ডাডলি চিৎকার করে চলল। অনেক কসরৎ করেও ওর মুখ থেকে পেটুনিয়া অর্ধভূক্ত

খাবারটা টেনে বার করতে পারলেন না।

মি. উইসলি বললেন, ঘাবড়াবেন না, আমি বার করি দিচ্ছি। না করলে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

ডাডলির দিকে এগিয়ে গিয়ে জাদুদণ্ডটা ওর দিকে তাক করলেন, কিন্তু আন্টি পেটুনিয়া ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে ডাডলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উইসলিকে জাদু প্রয়োগ করতে বাধা দিলেন।

মি. উইসলি হেসে বললেন, আপনার ছেলের দুষ্টুমী... ওর গলায় একগাদা টফি আটকেছে... এনগরজমেন্ট চার্ম ব্যবহার করছি। পেট থেকে খাবার টেনে বার করতে হবে, অনুগ্রহ করে ঘাবড়াবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।... আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

কিন্তু আঙ্কেল–আন্টি ওদের কোন কথাই শুনতে চায় না। মি. উইসলিকে বাধা দিয়ে ডাডলির জিভ ধরে টানতে লাগলেন। ডাডলি আরও ভয় পেয়ে গেল। আশ্চর্য! আমাকে বাধা দিচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাদের সাহায্য করছি মাত্র। এটা আমার কর্তব্য।

ভার্নন, পেটুনিয়ার একটা হাতের বালা ছুঁড়ে মারলেন মি. উইসলির দিকে। ক্ষ্যাপা–আঘাতপ্রাপ্ত গন্ডারের মতো আঙ্কেল মি. উইসলির হাত থেকে জাদুদণ্ড কেরে নেবার চেষ্টা করতেই মি. উইসলি অতি গম্ভীর স্বরে বললেন– হ্যারি তুমি যাও। এখনই যাও... আমি সব ঠিক করছি।

হ্যারি মজার ব্যাপারটা না দেখে যেতে চায় না।

ভার্নন আর একটা বালা ছুঁড়ে দিলেন মি. উইসলির দিকে। ভাগ্য ভাল সেটা হ্যারির কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। হ্যারি ব্যাপারটা মি. উইসলির হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক মনে করল। আর দেরি না করে ফায়ার প্লেসে একটা পা রেখে বলল– বার্‌রো।

শেষ দৃশ্য দেখল আঙ্কেল ভার্নন পাগলের মতো হাতের কাছে যা পাচ্ছেন তাই ছুঁড়ছেন মি. উইসলিকে। ওদিকে আন্টি পেটুনিয়া ডাডলিকে চেপে ধরে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কেঁদে যাচ্ছেন। ডাডলির জিভটা অজগর সাপের মতো বেরিয়ে লকলক করছে।

পর মুহূর্তে আঙ্কেল ভার্ননের বসার ঘর হালকা সবুজ রঙয়ের অগ্নিশিখাতে পূর্ণ হয়ে গেল।

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

উইসলি'র উইজার্ড হুইজেস

ফায়ার প্লেসের সুরঙ্গের অগ্নিশিখার মাঝ দিকে হ্যারি ওর দু'হাতের কনুই দু'পাশে রেখে ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এল। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার আগে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে ফ্রেড ওকে ধরে ফেলল। এই প্রথম জীবনে আগুনের সুড়ঙ্গ দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা! বেরিয়ে আসার পর দারুণ অস্থিরতা, দুর্বলতা ওকে যেন পঙ্গু করেছিল। ফ্রেড না ধরে ফেললে ওর অবস্থা খুবই কাহিল হত।

– আগুনে তোমার কিছু হয়নি তো? ফ্রেড ওর হাত ধরে নামাতে নামাতে বলল।

হ্যারি অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল– ডাডলিকে তুমি কি দিয়েছিলে?

ফ্রেড হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, টন-টাং-টফি। জর্জ আর আমি ওটা বানিয়েছি। একজনের ওপর এটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। অনেকদিন বাদে টেস্ট করার জন্য একজনকে পেলাম। পুরো গরম কালটা আমাদের টন্ টাং বানাতে লেগেছে। টেবিলের একপাশে লাল চুলওয়ালা বিল আর চার্লিকে ও এই প্রথম দেখল– মি. উইসলির দুই বড় ছেলে।

কাছে যে বসেছিল একটা হাত হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল– কেমন আছ?

হ্যারি হাত মেলাল। চার্লি রুমানিয়াতে ড্রাগনের ওপর গবেষণা করছে। চার্লি অনেকটা ফ্রেড আর জর্জের মতো দেখতে বেঁটে খাটো ও মজবুত চেহারা। পার্সি আর রন অন্যরকম, লম্বা ছিপছিপে। মুখ দেখলেই সভ্য আর ভাল মানুষ মনে হয়। রোদের তাপে গায়ের চামড়া 'ট্যানড' হয়ে গেছে। বলিষ্ঠ দুই হাত। একটা হাতে পোড়াদাগ। জায়গাটা শুকিয়ে গিয়ে চকচক করছে।

বিলও হ্যারির সঙ্গে হাত মেলাল। বিল হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে। হ্যারি শুনেছে বিল, গ্রিনগটসে, উইজার্ডিং ব্যাংকে কাজ করে। এক সময় হোগার্টে হেডবয় ছিল। ওর মনে এমন একটা ধারণা ছিল ও অনেকটা পার্সির মতো দেখতে, আইন ভঙ্গ করতে ওস্তাদ আর অন্যের ওপর মাতবরি ফলাত। বিলকে দেখে ওর ধারণা পাল্টে গেল। অতি শান্ত ভাল মানুষ। দীর্ঘ চেহারা– মাথায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল, পনিটেল করে রাখে। সব সময়ে ঢল ঢলে পোশাক পরে থাকে। পায়ে ড্রাগনের চামড়ার বুট। কানে রিং দেখে মনে হয় রক কনসার্ট দলে গান গায়।

যখন ওরা কথা-বার্তা বলছে, ঠিক সেই সময় ওদের কানে খুব মৃদু শব্দ ভেসে এল। মি. উইসলি ঘরে হাজির হলেন। দেখে মনে হয় অসম্ভব রেগে আছেন। হ্যারি আগে কখনও এমন ক্রোধান্বিত মুখ দেখেনি।

– আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কাণ্ডকারখানায়, তুমি মাগলদের ছেলেটাকে কি খেতে দিয়েছিলে?

– আমি কিছুই দেইনি। গাদাগাদা খাচ্ছিল– সেই সময় মেঝেতে টফিটা পড়ে থাকতে দেখে মুখে পুরে দেয়। গাদাগাদা কেক, পেস্ট্রির সঙ্গে টফি খেতে গেল কেন?

– তুমি ইচ্ছে করেই টফিটা মাটিতে ফেলেছিলে যাতে ও দেখতে পেলে খায়। তুমি জান না ও মোটা হয়ে যাবার জন্য ডায়েটে আছে।

জর্জ কৌতূহলী সুরে বলল, ড্যাডি ওর জিবটা কত লম্বা হয়েছিল?

– কম করে চার ফিট।

হ্যারি আর উইসলি দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল।

– তুমি কিন্তু খুব অন্যায় করেছ। এমনিতেই মাগলদের সঙ্গে আমাদের অনেক ভুল বোঝাবাঝির ব্যাপার আছে তার উপর...।

– মাগল বলে ওটা আমরা দিই নি। ওকে দেখেই মনে হয় মজা করা যায়। ইয়া মোটা চেহারা, দেখলেই হাসিতে দম ফেটে যায়। তাই না হ্যারি! জর্জ বলল।

– তাই মি. উইসলি। হ্যারি জোর দিয়ে বলল।

– সে কথা নয়, দাঁড়াও তোমাদের মাকে আসতে দাও।

মিসেস উইসলি কিচেনে ঢুকলেন। মহিলা একটু মোটাসোটা। মুখ দেখলেই বোঝা যায় খুব ভাল মানুষ। তবে ঘরে ঢোকার সময় মুখে একটু সন্দিগ্ধ ভাব লক্ষ্য করল সকলেই।

– ও হ্যালো ডিয়ার হ্যারি, কেমন আছ? হাসতে হাসতে হ্যারিকে বললেন।

ফ্রেড আর জর্জের কাণ্ডকারখানা মি. উইসলি ওদের মাকে বলতে চান না। কিন্তু মিসেস উইসলির দিকে তাকিয়ে একটু থতমত হয়ে গেলেন। ঠিক দুটি মেয়ে কিচেনে ঢুকল। ওদের একজন হারমিওন গ্রেঞ্জার, রনের বন্ধু। মাথায় বড় বড়

বাদামী চুল, আর সামনের দুটি দাঁত বড় বড়। অন্যজন জিন্নি, রনের সবচেয়ে ছোট বোন। দু'জনেই হ্যারিকে দেখে হেসে খুশিতে উপচে পড়ল। হ্যারিও হাসতে লাগল। হ্যারি বারোতে আসার পর ওদের আপনজন হয়ে গেছে। সবাই যেন ভাই-বোন।

– ব্যাপারটা আমায় খুলে বল আর্থার। মিসেস উইসলি বেশ রেগে গিয়ে বললেন।

– আরে এমন কিছু নয় মল্লী, থমকে গিয়ে বললেন, মি. উইসলি।... ফ্রেড আর জর্জ একটু মজা করেছিল...।

– সত্যি করে বল এবার ওরা কি করেছিল?... উইসলির উইজার্ড হুইজেসের-ব্যাপারে নয় তো? হারমিওন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, রন, হ্যারি কোথায় ঘুমুচ্ছে? বলছো না কেন?

রন বলল– ওর ব্যাপার ওই জানে। খুব সম্ভব আমার ঘরে। গতবার তো এসে আমার ঘরেই ছিল। এবারে হয়ত সেই ব্যবস্থা হয়েছে।

– যাই ওকে ডেকে নিয়ে আসি। জর্জ বলল।

– না, তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, হারমিওন বলল– আমি যাচ্ছি।

রন আর হারমিওন হ্যারিকে ডেকে নিয়ে এল। ও ডাডলির ব্যাপারটা জানে। মজার ব্যাপার সন্দেহ নেই!

– জোক স্টাফ! এইসব করে ফ্রেড আর জর্জ সময় কাটায়। পড়াশুনার ধার দিয়ে যায় না... বিরাট এক তালিকা করেছে জিনিসপত্র যা বানিয়েছে, হারমিওন হাসতে হাসতে বলল।

রন বলল, হেসো না। হোগার্টের যা যা বানিয়েছে সবই মারাত্মক। ছোটখাটো জিনিস বলা যায় না... ওরা হোগার্টে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের কাছে বিক্রির তাল করছে। মানে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করবে। মা জানতে পেরে অসম্ভব রেগে গেছেন। ওইসব মারাত্মক জিনিস বানাতে মানা করেছেন। বলেছেন আমি চাই তোমরা ওগুলো পুড়িয়ে ফেল।... পড়াশুনাতে এবারে অনেক কম পেঁচা (মার্ক) পেয়েছ।

আউল হচ্ছে সাধারণ জাদুবিদ্যার স্তর। হোগার্টের ছেলে-মেয়েরা পনের বছর বয়স হলে পায়। যত ভাল তত আউল। জিন্নি বলল– মা ওইসব জোক-টোক একদম পছন্দ করেন না। চান ভাল পড়াশুনো করে পাস করে অনেক আউল নিয়ে ড্যাডির মতো ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে চাকরি-বাকরি করুক, ওরা তা চায় না... সেই নিয়ে বাদ বিসম্বাদ!

ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কথাবার্তা বলছিল। সেকেন্ড ল্যান্ডিং এ ওঠার সময় ঘরের দরজা খুলে একটি ছেলে মুখ বাড়াল। চোখে তার মোষের সিঙের

চশমা... আর অত্যন্ত বিচলিত মুখ।

হায় পার্সি, হ্যারি ওকে দেখে বলল।

– ও হ্যালো হ্যারি। কেমন আছ? পার্সি বলল– আমি ভাবছিলাম কারা অসময়ে গোলমাল করছে। আমি এখন অফিসের খুব জরুরি একটা কাজ করছি– একটা রিপোর্ট। হইচই-এ কাজের ব্যাঘাত হয়। বিশেষ করে লোকেরা যখন হল্লাগুল্লা করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামে-ওঠে।

রন রেগে-মেগে বলল– আমরা কোনও গোলমাল করছি না।..... দুঃখিত তোমার টপ সিক্রেট কাজের সময় বিরক্ত করার জন্য।

হ্যারি বলল, কী কাজ করছ?

– ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কো-অপারেশন সংক্রান্ত। পার্সি ভারিক্কি চালে বলল। আমরা কলড্রনের থিকনেস সম্বন্ধে স্ট্যান্ডারডাইজ করছি। মানে কলড্রনের কতটা থিকনেস হওয়া উচিত। বিদেশ থেকে যা আমদানি হয় সেই পাত্রগুলো মোটেই উপযুক্ত নয়। কোথাও স্ট্যান্ডার্ড নেই।

রন বলল– কলড্রন স্ট্যান্ডারডাইজ করলেই পৃথিবীর সবকিছু বদলে যাবে। ডেইলি প্রফেট লিখেছে কলড্রন ফুটো হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

কথাটা শুনে পার্সির মুখটা গোলাপী হয়ে গেল– রন তুমি ব্যঙ্গ করতে পার... যদি আমরা কোনও স্টান্ডার্ড... আন্তর্জাতিকভাবে আইন না করতে পারি তাহলে আমাদের বাজারে আজেবাজে জিনিসে ভরে যাবে। বিপদের কথা নয় কি?

রন বলল– হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি কথাটা ঠিক বলেছ। হ্যারির সঙ্গে ও ওপরে উঠতে লাগল, পার্সি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রনের পিছু পিছু হ্যারি, হারমিওন জিন্নি চলল। নিচ থেকে মিসেস উইসলির গলা শুনতে পেল। তখনও জর্জ আর ফ্রেডের মারাত্মক টফির কথা বলে যাচ্ছেন।

বাড়ির ওপরের ঘরটায় যেখানে রন ঘুমোয়– হ্যারি গতবার যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনই আছে। শুধু দুটো বেডের জায়গায় চারটে বেড। রনের প্রিয় কিডিচ টিমের গ্রুপ ফটো এখনও দেওয়ালে সাঁটা আছে। টিমের নাম ছাডলে ক্যাননস। জানালা দিয়ে হাওয়ায় আসা সেটা দুলছে। রনের প্রিয় ব্যাঙ এখন আর ছোটটি নেই... নাদুস নুদুস হয়েছে। ওর প্রিয় ইঁদুর স্ক্যাবারস নেই। তার বদলে রয়েছে ছোট একটা লক্ষ্মী প্যাঁচা, রঙটা তার বাদামী। ওই রনের চিঠি প্রিভেট ড্রাইভে হ্যারির কাছে দিয়ে আসে। দেখল ছোট খাঁচার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটে বেডের দুটোর ফাঁক দিয়ে ছোট পিগকে ধমক দিল। ওর নাম পিগওয়াইডেজন। জিন্নি আদর করে নাম রেখেছে পিগ।

বিল আর চার্লস বাড়িতে আসার জন্য ফ্রেড আর জর্জ এখন রনের ঘরে শোয়। পার্সি ওর ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না... কেউ থাকলে ওর নাকি কাজের ক্ষতি

হয়।

হ্যারি জিন্নিকে বলল– এই, তুমি ওর নাম পিগ দিয়েছ কেন?

– কেন আবার, ইডিয়ট বলে। স্টুপিড– ইডিয়ট।

রন বলল– মোটেই না, স্টুপিডদের নাম ওই রকম হয় না।

পিগ মনের আনন্দে ডাকছে আর ছোট খাঁচাতে দাপাদাপি করছে। রন সবসময় ওর ইঁদুরের কথা বলে। কি আর করবে ইঁদুরটাকে হারমিওনের বেড়াল ক্রুকস্যাঙ্কস খেয়ে ফেলেছে।

হ্যারি হারমিওনকে বলল, তোমার বেড়ালকে তো দেখছিনে?

ক্রুকস্যাঙ্কস গেল কোথায়?

হারমিওন বলল, বাগানে-টাগানে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও বেঁটে খাট ভূতেদের তাড়া করতে ভালবাসে। আগে কখনও ওদের দেখেনি তো।

হ্যারি বলল, পার্সি তাহলে ওর কাজ নিয়ে খুব খুশিতে আছে? কথাটা বলে খাটের কোণায় রনের প্রিয় পোস্টার কিডিচ টিম 'ছাড়্‌লে ক্যানন্‌সে' খেলোয়াড়দের দেখতে লাগল।

– খুশিতেই আছে বটে? রন তিক্তভাবে বলল। ড্যাড ওকে না নিয়ে এলে বাড়িতে ফিরতো না। ওর ওপর ওয়ালা যা বলবে তাই করবে। মি. ক্রাউচের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে– কথাও হয়েছে। শুনছি পার্সি নাকি ওর বিয়ের ব্যাপারটা অ্যানাউন্স করবে।... যে কোনও দিন।

হারমিওন বলল, হ্যারি তোমার গরমের ছুটি কেমন কাটলো? তুমি আমাদের পাঠানো ফুড পার্সেল নিশ্চয়ই পেয়েছ?

– হ্যাঁ। পাঠানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সত্যি কথা বলতে কি তোমার পাঠানো কেক খেয়ে আমি বেঁচেছি।

রন বলল– আচ্ছা তুমি কী শুনেছ। হারমিওনের দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করতে পারলো না। হ্যারি জানে রন সিরিয়সের কথা জানতে চায়। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল; কিন্তু হারমিওন বাধা দিল।

রন আর হারমিওন সিরিয়সের জাদু মন্ত্রণালয়ের আজকাবান থেকে পালানোর ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। হ্যারির মতই হ্যারির গডফাদারের জীবন সম্বন্ধে ওরা সমান সজাগ। তাহলেও ছোটো মানুষ জিন্নির সামনে সিরিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু ডাম্বলডোরও জানেন, সিরিয়সের ব্যাপারটা জানেন ও বিশ্বাস করেন সিরিয়স কোনমতই অপরাধী নয়।

জিন্নি কিছুই জানে না অথচ ওদের কথা গোগ্রাসে গিলছে। হারমিওন বলল– নিচে যাই– মাকে একটু সাহায্য করি।

– ঠিক বলেছ। রন বলল।

ওরা আলোচনা থামিয়ে নিচে কিচেনে গেল। দেখল মিসেস উইসলি খোশ মেজাজে ডিনারের ব্যবস্থা করছেন।

ওদের দেখে মিসেস উইসলি বললেন– টেবিলে এগারজনের জায়গা হবে না। আমরা বাগানে বসে খাব। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর। মেয়েরা তোমরা সাবধানে প্লেটগুলো নিয়ে যাবে, বিল আর চার্লি টেবিল সাজাবে... বাকি তোমরা কাঁটা চামচ... মানে রন আর হ্যারির কাজ।

মিসেস উইসলি জাদুদণ্ড দিয়ে খাবার-দাবারগুলো বাগানের টেবিলে নিয়ে গেলেন। সিংকে রাখা সেদ্ধ আলুর খোসা পর্যন্ত ছাড়াতে হল না।

– উঃ ওদের নিয়ে আর পারলাম না। কোনও কাজ দিয়ে যদি নিশ্চিন্ত থাকা যায়। খাবার-দাবার নিয়ে যাবার সময় সমস্ত কিচেনেই ফেলে ছড়িয়ে একাক্কার করছে।

সন্দেহ নেই... ফ্রেড আর জর্জের কাণ্ড।

জাদুদণ্ড দিয়ে মিসেস উইসলি রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা সব আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। বললেন– সত্যি ওরা কি চায়, কি ওদের আকাঙ্ক্ষা আজও বুঝতে পারলাম না। পড়াশুনা করে না, দিনরাত মাথায় জোক বক্সের চিন্তা।

মিসেস উইসলি বিরাট একটা তামার সসপ্যান এনে টেবিলে রেখে তার চারপাশে জাদুদণ্ড ঘোরাতেই একরকমের ক্রিমসস জাদুদণ্ডের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে প্যানের মধ্যে পড়তে লাগল।

সসপ্যানটা স্টোভের উপর রাখতে রাখতে বললেন– ওরা যে কি চায় বুঝতে পারছি না। এমন যে নয়, ওদের বুদ্ধি নেই... সাহস, বুদ্ধি, নতুন নতুন জিনিস বানানোর দক্ষতা আছে। শুধু শুধু অকাজ করে সময় নষ্ট করছে। এখনও যদি ঠিকপথে না চলে তো ভবিষ্যৎ অন্ধকারে বলে দিলাম। ওরা দু'জনে মিলে যা পেচা পেয়েছে, তার চেয়ে আমি অনেক বেশি পেয়েছি। একদিন না একদিন ইম্প্রপার ইউজ অফ ম্যাজিক অফিসে ধরা পড়ে যাবে।

বক বক করতে করতে জাদুদণ্ড দিয়ে কাজ করে চলেছেন। তিন চারটে ডাণ্ডা। হঠাৎ একটা দারুণ শব্দ করে তালগোল পাকিয়ে বিরাট একটা রবারের ইঁদুর হয়ে গেল।

– উঃ আবার একটা নকল জাদুদণ্ড রেখে গেছে। চিৎকার করে উঠলেন– কতবার ওদের বলব, এই রকম দুষ্টুমি করবে না। কে কার কথা শোনে।

রন আর হ্যারি রান্না ঘরে এসে বলল, এস আমরা দু'জনে মিলে বিল আর চার্লিকে সাহায্য করি। ওরা কাপ-প্লেট-ডিস ইত্যাদি ড্রয়ার থেকে নিয়ে বাইরের ডাইনিং টেবিলে রাখল। মিসেস উইসলির রাগরাগ মুখ দেখে অন্য দরজা ব্যবহার

করল।

বাগানে গিয়ে দেখল মজার কাণ্ড! বিল আর চার্লি ওদের জাদুদণ্ড দিয়ে দুটো ভাঙা ভাঙা টেবিল ওপরে তুলে লড়াই শুরু করিয়ে দিয়েছে। দুটো টেবিল শূন্যে উঠে পরস্পরকে গুঁততে শুরু করেছে। ফ্রেড আর জর্জ মহা খুশি, জিন্নি হেসে অস্থির আর হারমিওন বাগানের গাছের ধারে ঘুরছে। মনে আনন্দ আর উদ্বেগ। লড়াই করতে করতে বিলের টেবিলের চার্লির টেবিলের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে চারটে পায়া ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল।... ওপরের একটা খোলা জানালা থেকে পার্সি বকাঝকা করতে লাগল।

ও বলল– এই তোমরা গোলমাল থামাবে? আমাকে শান্তিতে কাজ করতে দেবে, না দেবে না? বিল বললো– পার্সি আমরা খুব দুঃখিত।... তা তোমার কলড্রনের স্ট্যান্ডার্ড তৈরির নোট কতদূর এগোল?

পার্সি বলল, তোমরা এমন হট্টগোল করছ, কাজ করতে পারছি না।

বিল আর চার্লি টেবিলের লড়াই বন্ধ করে টেবিল দুটো শূন্য থেকে ঘাসের ওপর জাদুবলে নামিয়ে আনল। একটু পর সব শান্ত হয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গেল। হ্যারি দেখল পার্সি সকলের সঙ্গে না বসে বাগানের এক কোণে বসে মি. উইসলির সঙ্গে ওর কলড্রনের গেট নিয়ে আলোচনা করছে।

পার্সি উৎসাহিত হয়ে বলছিল– আমি ক্রাউচকে কথা দিয়েছি মঙ্গলবারের মধ্যে রিপোর্ট সাবমিট করব। নির্ধারিত সময়ের আগেই। সময় বেঁধে দেবার আগেই কাজ শেষ করা ভাল। তাছাড়া এখন আমরা কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপ নিয়েও ব্যস্ত। সব ব্যবস্থা ঠিক সময়ে করতে হবে।

তারপর ওরা মিনিস্ট্রির অফিসারদের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করল।

– আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস থেকে লাডো বেগমানের তেমন সাহায্য পাচ্ছি না। মি. উইসলি বললেন– আমার তো মনে হয় লাডো বেশ ভাল মানুষ। ও তো আমাদের খেলা দেখার জন্য ভাল টিকিট জোগাড় করে দিয়েছে। আমি অবশ্য তার ভাই অটোর একটা উপকার করেছিলাম। অটো ঘাস কাটার যন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত শক্তির জন্য হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল।

– হ্যাঁ বেগমান ভাল লোক হতে পারে সন্দেহ নেই; কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল হেড হল কেমন করে? মি. ক্রাউচ- সিনিয়র এবং যথেষ্ট দক্ষ অফিসার। আপনি তো জানেন বার্থ জোরকিনস একমাসেরও বেশি পাত্তা নেই। আলবেনিয়াতে 'ছুটিতে যাচ্ছি' বলে আর ফেরেনি– পার্সি বলল।

উইসলি বলল– হ্যাঁ, সেই ব্যাপারে লাডোর কাছে খোঁজ নিচ্ছি। ও বলে বার্থা তেমন কাজকর্ম করে না। অযথা সময় নষ্ট করে।

পার্সি বলল, বার্থা একেবারে অপদার্থ। কোনও ডিপার্টমেন্টে টিকতে পারে না।

আজ এখানে কাল সেখানে। তাহলেও বেগম্যানের উচিত বার্থাকে খুঁজে বের করা। মি. ক্রাউচ অবশ্য খুবই সাহায্য করছেন। শুনেছি বার্থার সঙ্গে ক্রাউচের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু বেগম্যান তামাশা করে বলেন, যাত্রাপথের মানচিত্র ভুল পড়ে আলবেনিয়ার বদলে অস্ট্রেলিয়া গেছে বার্থা। কথাটা বলে পার্সি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। এন্ডার ফ্লাওয়ার মদে চুমুক দিয়ে বলল, অন্য কাজকর্ম ছাড়াও আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিকেল কো-অপারেশনে বার্থার খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য অন্য ডিপার্টমেন্টের লোকজনের সাহায্য পেলে মন্দ হয় না। আপনি তো জানেন আমাদের আসন্ন ওয়ার্ল্ডকাপ অর্গানাইজ করতে বলা হয়েছে।

গলা খাঁকড়ি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে সে হ্যারি, রন, হারমিওনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল– আমি 'ফাদারের' কথা বলছি। সেই টপ সিক্রেট মানুষটি।

রন, হ্যারি আর হারমিওন ওদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ও চায় যে ওর কাজকর্মের বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করি।

মাঝখানের টেবিলে মিসেস উইসলি বিলের ওর ব্যাংকের হিসেব-নিকেষের ভুল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন– দারুণ গণ্ডগোলের ব্যাপার তো... তা তোমার ব্যাংক কি বলে?

– মাম, ব্যাংকের লোকেরা আমি কি রকম জামা-কাপড় পরলাম তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, যতক্ষণ না আমি ওখান থেকে সম্পদ নিয়ে আসছি, বিল ধীরে ধীরে বলল। জাদুদণ্ড দিয়ে বিলের চুল নাড়াচাড়া করে মিসেস উইসলি বললেন, মাথার চুল এতবড় কেন? আজই কাটিয়ে ফেলবে।

জিন্নি বিলের পাশে বসেছিল, বলল– ভালইতো দেখাচ্ছে মাম। এখনও প্রফেসর ডাম্বলডোরের সমকক্ষ হয়নি।

ফ্রেড বলল– বুলগেরিয়ার টিমে আছে ভিক্টর ক্রাম।

চার্লি বলল, সন্দেহ নেই, আয়ারল্যান্ড সাত নম্বর পেয়েছে। আমি চাই ইংল্যান্ড জিতুক... তবে...।

– কী সব আলোচনা করছ? হ্যারি উৎসুকতার সঙ্গে বলল।...প্রিভেট ড্রাইভে থাকার জন্য 'উইজার্ডিং ওয়ান্ড' থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। হ্যারির সবচেয়ে প্রিয় খেলা কিডিচ। গ্রিফিন্ডর হাউজের কিডিচ টিমে সীকার হয়ে খেলেছে। প্রথম বর্ষে পড়ার সময় কিডিচে ফায়ার বোল্ট পেয়েছে। ফায়ার বোল্ট পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেসিং ঝাড়ু।

চার্লি গম্ভীর হয়ে বলল– ট্রানসিল ভানিয়র কাছে হেরেছে কোথায় দশ আর কোথায় তিনশ' নব্বই। অত্যন্ত দুঃখজনক সন্দেহ নেই। উগান্ডার কাছে ওয়েলস হেরেছে। স্কটল্যান্ড লুকসেমবার্গের কাছে কচুকাটা হয়েছে।

বাগানের অন্ধকার কাটাতে মি. উইসলি টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে

দিলেন। তারপর ওরা বাড়ির বানান স্ট্রবেরীব পুডিং খেল। মোমবাতির তাপে একটু গরম হাওয়া বইতে শুরু করে। মোমবাতি থেকে আসছিল লেবু ঘাস ও মধুর সুগন্ধ। প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারির মনে হল পৃথিবীটা বড় সুখের– চারদিক সুন্দরতায় ভরে আছে... কত জানা, নাম না জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। আর এদিকে মনের আনন্দে বাগানের ফুল ও ক্রুক সেংকের দৌড়াদৌড়ি দেখতে লাগলো।

রন চুপ করে বসেছিল। একান্তে হ্যারিকে পেয়ে বলল– সিরিয়সের কোনও খবর পেয়েছ?

কথাটা হারমিওনের কানে গেল।

হ্যারি বলল– হ্যাঁ, দু'বার পেয়েছি। মনে হয় ভালই আছেন। গতকালের আগের দিন আমি তাকে একটা চিঠি লিখেছি। আমি তোমাদের এখানে থাকতে থাকতে হয়ত তার উত্তরও পেয়ে যাব। কথাটা রনকে বলার পরই ওর মনে পড়ে গেল কি পরিপ্রেক্ষিতে ও চিঠিটা সিরিয়সকে লিখেছে। মনে হল, ওদের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা বলে; কিন্তু আপাতত বলল না, ভাবল, কি হবে ওদের ছুটির কটা দিন বিব্রত করে। পরে এক সময় বলবে।

মিসেস উইসলি সব সময়, সব ব্যাপারে সময় দেখে চলেন। খেতে খেতে আড্ডা দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়া দরকার তাই রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন– ক'টা বেজেছে সে খেয়াল আছে? তোমরা সকলে যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। ভোরবেলা চা পাবে। হ্যারি তুমি বুকলিস্ট এনেছো? কাল আমাকে দিয়ে দেবে আমি ডায়াগন অ্যালে থেকে বই কিনে নিয়ে আসব। পরে ওয়ার্ল্ডকাপ শুরু হয়ে যাবে... তখন কেনার সময় থাকবে না। গতবার পাঁচদিন ধরে খেলা চলেছিল।

হ্যারি হাততালি দিয়ে বলল– এবারও যেন তাই হয়।

পার্সি বলল– মজাতো হবেই... ওদিকে আমার অফিসের ট্রেতে গাদা গাদা ফাইল জমে যাবে।

ফ্রেড বলল, পার্সি ওর মধ্যে তো কেউ ড্রাগনের বিষ্ঠা রাখতে পারে? পার্সি বলল, ওটা নরওয়ে থেকে নমুনা সার এসেছে। ওরকম কিছু নয়।

– তাই। ফ্রেড হ্যারির কানে ফিস ফিস করে বলল– আমরা পাঠিয়েছিলাম।

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

দ্য পোর্টকি

হ্যারিকে মিসেস উইসলি ওর গায়ে হাল্কা ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙালে ওর মনে হল যেন সবেমাত্র ঘুমিয়েছে। হ্যারি বুঝতেই পারছে না কোথায় ঘুমিয়েছে, প্রিভেট ড্রাইভে না রনের ঘরে।

– ওঠ, ওঠ আর দেরি নয় মিসেস উইসলি আদর করে বললেন।

হ্যারি হাত বাড়িয়ে ওর চশমাটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে বসে পড়ল। তখনও বেশ অন্ধকার। ভোর হতে দেরি আছে। মায়ের ধাক্কা খেয়ে রন গুঁই গাঁই করতে লাগল। হ্যারি বিছানার পায়ের দিকে তাকাল। কম্বল চাদর পাট করে রাখা আছে।

ফ্রেড হাই তুলতে তুলতে বলল– সময় হয়ে গেছে?

ওরা তাড়াতাড়ি ড্রেস বদলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে কিচেনে ঢুকল। মি. উইসলি অনেক আগে এসে বসে আছেন। সামনে বড় কেতলি– চা ভর্তি। ছেলেদের আসতে দেখে মি. উইসলি দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখ কেমন ড্রেস পড়েছি। মি. উইসলি পরেছেন একটা জাম্পার, দেখে মনে হয় গলফিং জাম্পার। বহু পুরনো একটা জিনস, বেশ বড় মাপের সেটা কোমড়ে বেঁধে রেখেছেন মোটা বেল্ট দিয়ে।

কী মনে হচ্ছে? আমাদের ছদ্মবেশে যেতে হবে– হ্যারি আমাকে দেখে কি তোমার মাগল মনে হয়?

হ্যারি হেসে বলল– হ্যাঁ, আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

বিল, চার্লস, পার্সি সব গেল কোথায়? জর্জ বলল।

মিসেস উইসলি বললেন, আপনি কি ভাবছেন তারা অপারেটিং করছে বা তৈরি হচ্ছে? টেবিলে একটা বিরাট পাত্র রেখে তাতে ল্যাডল পরিজ ঢালতে ঢালতে বললেন, ওরা এখন আরেকটু শুয়ে নিতে পারে।

হ্যারি জানে যে, সবকিছু গোছগাছ করে নেয়াটা খুব কঠিন কাজ, মানে এক জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে অন্য এক জায়গায় দৃশ্যমান হওয়া... বলতে গেলে এক মুহূর্তের মধ্যে। ফ্রেড বলল, ভালই, তাহলে বেশ মজা করে ঘুমুচ্ছে। কথাটা বলে পরিজের পাত্রটা সামনে টেনে আনল। – আমরা কেন অ্যাপারেট করতে পারব না?

– কারণ, তোমাদের বয়স হয়নি, ট্রেনিং পাওনি– মিসেস উইসলি বললেন, মেয়েরা কোথায়? কথাটা বলে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পদশব্দ শুনতে পেল।...

হ্যারি বলল– তাহলে তোমাকে এপারেট টেস্টে পাস করতে হবে।

- অবশ্যই মি. উইসলি বললেন, খেলা দেখার টিকিটগুলো প্যান্টের পেছনের পকেটে রাখতে রাখতে, গত বছর ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল ট্রান্সপোর্টেসন বিনা লাইসেন্স এপারেটিং করার জন্য তিনজনকে ফাইন করেছিল। এপারেটিং করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, ঠিকমত না করলে নানা দূর্ভোগ, গোলমেলে ব্যাপার হতে পারে।

হ্যারি ছাড়া সকলেই একটু ভয় পেল।

– তারা শরীরের অর্ধেকটা এক জায়গায় অন্যটা আরেক জায়গায় রেখে গিয়েছিল। যেতেও পারে না, ফিরতেও পারে না। তাই ওদের রিভার্সাল স্কোয়াডের অপেক্ষা করতে হল ওদের ঠিক করার জন্য।

– শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, উইসলি বললেন– কিন্তু তাদের বিরাট অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়েছিল। আমার মনে হয় ওরা জীবনে আর ট্রেনিং না নিয়ে আর লাইসেন্স ছাড়া এপারেটিং করবে না। তবে অনেক বয়স্ক জাদুকর আছে তারা এপারেটিং-এর ধার ধারে না। ওরা ঝাড়ু... ধীরে হলেও বিপদ নেই। মি. উইসলির কথা শুনে হ্যারির চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রিভেট ড্রাইভের সামনে এক জোড়া চোখ, পা পড়ে আছে।

কিন্তু বিল, চার্লি-পার্সি জানে এপারেটিং?

ফ্রেড বলল- লাইসেন্স পাবার আগে চার্লিকে দু'দুবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, হাসতে হাসতে বলল– প্রথমবার ফেল করেছিল।

মিসেস উইসলি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দ্বিতীয়বার পাস করেছিল।

জর্জ বলল– পার্সিতো মাত্র দু'সপ্তাহ আগে পাস করেছে।

রোজ দু'বেলা প্র্যাকটিস করে– দেখে পারবে কিনা।

এমন সময় হারমিওন আর জিন্নি ঘরে ঢুকল। দু'জনের চোখে ঘুম। একটু রোগা রোগা লাগছে। মিসেস উইসলি হঠাৎ জর্জের দিকে তাকিয়ে বললেন– জর্জ জেকেটে ওটা কি?

– কিছু না তো!

– মিথ্যে বলবে না।

মিসেস উইসলি হাতের জাদুদণ্ডটা জর্জের দিকে তাক করে বললেন 'অ্যাকিও!'

জর্জের পকেট থেকে নানা রঙ-এর ছোট ছোট উজ্জ্বল পদার্থ এসে মিসেস উইসলির প্রসারিত হাতে এসে পড়ল।

– আমি তোমাকে বলেছিলাম না এগুলো ধ্বংস করতে? ভাল চায়তো টন-টাংগ টফিগুলো ফেলে দাও! হ্যা, দু'জনেই পকেট থেকে ফেলে দাও।

ওরা দু'ভাই যতটা পেরেছিল টফিগুলো পকেটে রেখেছিল। দুর্ভাগ্য! ধরা পড়ে গেল। মিসেস উইসলি তার সামনিং চার্ম দিয়ে সেগুলো আটক করলেন।

– **'অ্যাকিও, অ্যাকিও, অ্যাকিও'** বিভিন্ন জায়গায় যে টন-টাংগ টফি বেরিয়ে আসতে লাগল। এমন কি জর্জের জ্যাকেটের লাইনিং থেকে।.... ফ্রেডের রংচটা জীনস থেকেও।

ফ্রেড বলতে গেলে একরকম কেঁদে উঠল, ছ'টা মাস কষ্ট করে এগুলো আমরা বানিয়েছিলাম।... ওগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

– চমৎকার... চমৎকার। ছ'টা মাস কাটাবার সুন্দর কাজ! মিসেস উইসলি চিৎকার করে উঠলেন– এই কারণেই এবার বেশি পেচা পাওনি।

ওরা সকলেই বাড়ি থেকে বেরোল। মিসেস উইসলি বললেন, বিল আর চার্লিকে দুপুরের দিকে পাঠাব।

হ্যারি, রন, জিন্নি, হারমিওন ওদের পেছনে ফ্রেড আর জর্জ।

ভোর তখনও হয়নি। আকাশে চাঁদ... কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একটু পরে ভোর হবে তারই আভাস। হ্যারি ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের জাদুকর-জাদুকরী দল বেঁধে চলেছে কিডিচ প্রতিযোগিতা দেখতে। মি. উইসলি সবাইকে জোর কদমে হাঁটতে বললেন। – যদি তাড়াতাড়ি না হাঁট তাহলে মাগলদের নজরে পড়ে যাবে। হ্যারি বলল,- মাগলদের চোখ এড়িয়ে ওখানে সকলে যাবে কেমন করে?

মি. উইসলি বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দারুণ সাংগঠনিক সমস্যা। ওয়ার্ল্ডকাপ দেখতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার জাদুকররা আসছে... বুঝতেই পারছ ওদের থাকতে দেবার মতো ম্যাজিক্যাল জায়গা আমাদের নেই। কিছু জায়গা আছে সেখানে মাগলরা ঢুকতে পারে না। বুঝতেই পারছ ওদের ডায়গন অ্যালে, নয় নম্বর প্লাটফর্মে রাখতে পারি না। তাই আমাদের একটা বিরাট বিস্তীর্ণ পতিত জমি ঠিক করতে হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় অ্যান্টি মাগল শিবির খোলা হয়েছে। অবশ্য যতটা সম্ভব। সমস্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা মাসের পর মাস ওই কাজ করে চলেছে।

প্রথমত, আমাদের যারা আসছে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা। যারা কম দামের

টিকিট কিনেছে তারা দু'সপ্তাহ আগে এসে পৌঁছেছে। মাগল ট্রান্সপোর্ট প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম... বাস বা ট্রেনের সংখ্যায় সীমিত। মনে রাখবে সারা পৃথিবী থেকে জাদুকররা আসছে। কেউ কেউ এপারেট করতে পারে... তাহলেও তাদের সুরক্ষিত কেন্দ্র করতে হয়েছে... মাগলদের কাছে পিঠে নয়। যারা এপারেট করতে পারে না, লাইসেন্স নেই... তারা অ্যাপারসন কেন্দ্রে সমবেত হচ্ছে। তাদের জন্য পোর্ট-কীর ব্যবস্থা। পোর্ট-কী হচ্ছে কোনও নির্ধারিত সময়ে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জাদুকর নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, এক সঙ্গে অনেককে পোর্ট-কীতে নিয়ে যাওয়া চলে। নির্দিষ্ট ও স্ট্যাটিজিক পয়েন্টে কম করে দু'শ' পোর্ট-কীর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমাদের এখান থেকে সবচেয়ে নিকটে স্টোটশেড হিল; আমরা এখন যেখানেই যাচ্ছি। অটেরি সেন্ট ক্যাচপোল গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা জায়গা দেখালেন মি. উইসলি।

হ্যারি কৌতূহলী স্বরে বলল– পোর্ট-কী জিনিসটা কী?

– সে এক অদ্ভুত জিনিস, উইসলি বললেন– সব রকম বাধা অতিক্রম করে চলে... মাগলরা সেই পোর্ট-কী আটকাতে পারে না।

ওরা সকলে গ্রামের দিকে চলল। ওদের পদ শব্দে নিঃস্তব্ধ থাকে না গ্রামের পথ। ধীরে ধীরে অন্ধকার আকাশে আলো দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বাতাসে হ্যারির হাত-পা যেন বরফের মতো জমে গেছে। মি. উইসলি মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে সময় দেখতে থাকেন।

পাহাড়ে চড়তে চড়তে ওরা হাঁফাতে থাকে। রাস্তায় মাঝে মাঝে চোখে পড়ে খরগোস– পুরু ঘাসের আচ্ছাদনে ওদের থাকার গর্ত। হ্যারি যেন আর হাঁটতে পারে না। কিন্তু পৌঁছাতে তো হবেই। মি. উইসলি বললেন, আমরা ঠিক সময়ে চলেছি। হাতে আরও দশ মিনিট সময় আছে। কথাটা বলে সোয়েটারের কোনা দিয়ে চশমা পরিষ্কার করলেন। সবশেষে এসে পৌঁছল হারমিওন। মি. উইসলি একজন রুক্ষ মুখের জাদুকরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তার একগাদা খোঁচা খোঁচা বাদামী দাড়ি। অন্য হাতে একটা সেকেলে পুরনো বুট জুতো।

মি. উইসলি পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলকে।

– ইনি মি. আমোস ডিগরি। আমাদের 'ডিপার্টমেন্ট' ফর দ্যা রেগুলেশন অ্যান্ড কাউন্সিল অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারসে' কাজ করেন। তোমরা নিশ্চয়ই ওর ছেলে সেডরিককে চেন? বাবার সঙ্গে সেডরিক ডিগরি অনেক আগে পৌঁছেছে। সেডরিকের বয়স মাত্র সতের বছর। অতি সুদর্শন ছেলে। ও হোগার্টের হাফল পথে ছাত্রাবাসের কিডিচ টিমে খেলে।

সেডরিক ওদের দেখে খুব খুশি। হাত বাড়িয়ে সকলকে অভিনন্দন করল– হাই!

ফ্রেড আর জর্জ ছাড়া সকলেই সমস্বরে বলল 'হাই'। ওরা শুধু মাথা নত করল। গত বছর গ্রিফিন্ডর টিমকে সেডরিকের টিম হারিয়ে দেয়ার জন্য ওরা মনে মনে খুশি নয়।

সেডরিকের বাবা বললেন– অনেকটা হাঁটতে হয়েছে, তাই না? উইসলি বললেন– হ্যাঁ তা খুব বেশি নয়।... আমরা গ্রামের ওধারটায় থাকি।... আপনি?

– আমরা রাত দুটোর সময় উঠেছি, তাই না সেড? অ্যাপারিয়ল পাস করলে আমি খুব খুশি হব। কিছু গ্যালিওনসের (জাদুকরের টাকা) জন্য ওয়ার্ল্ডকাপ দেখতে পাবো না হতেই পারে না, টিকিটের দাম খুব চড়া। আমোস ডিগরি উইসলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যারী, হারমিওন আর জিন্নিকে দেখে বললেন– এরা তোমার ছেলে–মেয়ে আর্থার?

– না না সবাই নয়, যাদের মাথায় লাল চুল, মি. উইসলি নিজের ছেলে-মেয়েদের দেখিয়ে বললেন। আর হারমিওন আমার ছেলে রনের বন্ধু, হ্যারি আর এক বন্ধু।

আমোস ডিগরি বলল– মারলিনের পুত্র; চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, 'হ্যারি? তুমি হ্যারি পটার?

– হ্যাঁ, হ্যারি বলল।

লোকেরা ওকে দেখলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় হ্যারি জানে। ওর এতে অভ্যাস হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়... ওর কপালের কাটা দাগের দিকেও তাকায়।... কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলেও অস্বস্তি হয়।

আমোস ডিগরি বলল, সেড অবশ্য তোমার কথা আমাকে বলে। তোমার টিমের বিরুদ্ধে খেলার কথাও বলেছে। আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি 'হ্যারি পটারকে' খেলায় হারিয়েছ সেটা তোমার নাতি– নাতনীকে বলবে।

হ্যারি সে কথার কোনও জবাব খুঁজে পায় না– তাই চুপ করে রইল। ফ্রেড আর জর্জ আবার মুখ বেঁকাল। সেডরিক একটু হতবুদ্ধি হয়ে তাকাল।

– হ্যারি খেলার সময় ঝাড়ু থেকে পড়ে গিয়েছিল, ড্যাড– সেডরিক আস্তে আস্তে বলল– আমি তো বলেছিলাম, ওটা অ্যাকসিডেন্ট...। আমোস অমায়িকভাবে হলেও জোরে জোরে বলল– তুমি পড়ে যাওনি তো? আমোস ছেলের পিঠ চাপড়ে বলল– আমার ছেলে খুব লাজুক– ভদ্র... তবে ভাল খেলে বলেই জিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে– তাই না? একজন ঝাড়ু থেকে পড়ে যায়, অন্যজন পড়ে না... তো এর মধ্যে কে ভাল তা বিচার করার জন্য কোনও পণ্ডিত দরকার হয় না।

মি. উইসলি বলল- মনে হয় সময় হয়ে গেছে।... ঘড়িটা বার করে আবার সময় দেখলেন। তোমার কি মনে হয় আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে

আমোস?

ডিগরি বলল– না, লাভগুড সাতদিন ধরে ওখানেই বসে আছে... ফসেট টিকিট পায়নি। মনে হয় আমরা ছাড়া খুব একটা বেশি লোক নেই এখানে।

– আমি খুব একটা জানি না। থাকগে এক মিনিট সময় আছে আমাদের, যেতে হবে, উইসলি বললেন।

ডিগরি হ্যারি আর হারমিওনকে দেখে বলল– তোমাদের শুধু পোর্ট-কীতে আঙ্গুল ছোঁয়াতে হবে– ব্যাস... তাতেই হবে।

পাহাড়ের ওপর বরফের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, ওরা সকলে গোল হয়ে খুব কাছাকাছি বসল। দারুণ ঠাণ্ডায় ওদের সারা শরীর কাঁপছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ হ্যারির মনে হল মাগলরা যদি আসে তাহলে দেখবে সাতজন ছেলে-মেয়ে, দু'জন বয়স্ক মানুষ পুরনো বুট পরে অন্ধকারে বসে রয়েছে।

তিন... উইসলি বলতে শুরু করলেন, ঘড়ির দিকে তার চোখ, দুই... এক।

পোর্ট-কী স্পর্শ করার সাথে সাথেই যা হবার তাই হল, হ্যারির মনে হয় তীক্ষ্ণ একটা হুক ওর পিঠে গেথে ভীষণ বেগে ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ও দেখল রন আর হারমিওন ওর দু'ধারে এক সাথে চলেছে। ওদের দু'জনের কাঁধ ওর কাঁধের সঙ্গে জোরা লেগে গেছে। ভীষণ হাওয়াতে ওরা উড়তে উড়তে চলেছে। ওর হাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে পুরনো বুট জুতোটায় আটকে আছে। পোর্ট-কী মাটিতে নামতেই ওরা তিনজনে ছিটকে পড়ল। হ্যারি দেখল মি. উইসলি, মি. ডিগরি, সেডরিক দাঁড়িয়ে চলছে দৃঢ়ন্ত হওয়াতে।

কে যেন বলল, স্টোটসহেড্ হিল থেকে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।

সপ্তম অধ্যায়

বেগম্যান এবং ক্রাউচ

হ্যারি রনের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দাঁড়াল। মনে হল এক জনমানব শূন্য অদ্ভুত এক মরুভূমিতে ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতি ক্লান্ত দু'জন জাদুকর। একজনের হাতে বিরাট এক সোনার ঘড়ি অন্যজনের হাতে একগাদা পার্চমেন্ট আর পাখির পালক। ওদের পরণে মাগলদের জামা-কাপড়। একজনের হাতে ঘড়ি... ঢিলেঢালা টুইডের স্যুট। হাঁটু পর্যন্ত রবার ঢাকা প্যান্ট। অপরজন পরেছে ঝালরওয়ালা জামা আর হাতকাটা আলখেল্লা।

উইসলি ওদের চেনেন। বললেন– সুপ্রভাত বাসিল। বুটটা তুলে নিয়ে আলখেল্লা পরা জাদুকরকে দিলেন। ব্যবহৃত পোর্ট-কীর বিরাট এক বাক্সে বুটটা ফেলে দিল জাদুকর। হ্যারি বাক্সের মধ্যে দেখল, কিছু পুরনো খবরের কাগজ। খালি টিনের কৌটা আর পাংচার হওয়া ফুটবল রয়েছে।

–হ্যালো, আর্থার বাসিল বলল– আজ ছুটি নিয়েছ নাকি? কিছুদিন ছুটি নেওয়া অবশ্য ভাল– আমরা এই ঠাণ্ডায় সারারাত ডিউটি দিচ্ছি। তোমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেলেই ভাল। ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে পাঁচটা পনের মিনিটে একটা বড় দল আসবে। দেখি তোমার জন্য কোথায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। উইসলি, উইসলি, বাসিল নামের লিস্ট পড়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলল, প্রায় আধ মাইল হেঁটে প্রথম সাইট ম্যানেজার মি. রবার্টের সঙ্গে দেখা হবে, ওকে মি. পেইনের নাম বলবে... সে ব্যবস্থা করে দেবে।

– ধন্যবাদ বাসিল, মি. উইসলি বলল। তারপর সব ছেলেমেয়েদের ওর সঙ্গে লাইন ধরে যেতে বললেন।

ওরা সেই নির্জন প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হালকা কুয়াশা– রাস্তা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে দেখল পাহাড় আর জঙ্গলের কোলে অনেকগুলো টেন্ট ঠিক ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ সীমানায় মিশেছে। ডিগরিকে ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে একটা কটেজের সামনে দাঁড়াল।

একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টি তার আবছা আবছা টেন্টের দিকে। হ্যারি ওকে দেখেই বুঝতে পারলো এই তল্লাটে একমাত্র মাগল। ওদের পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল।

– সুপ্রভাত! উইসলি হাসি হাসি মুখে বললেন।

– সুপ্রভাত! মাগল বলল।

– আপনি... আপনি কী মি. রবার্টস?

– ঠিক বলেছেন, রবার্টস বলল, আপনারা?

– উইসলি নাম দিয়ে দুটো টেন্ট দুদিনের জন্য বুক করা আছে।

– ওহ্ তাই। রবার্টস বলল।... কটেজের দরজায় ঝোলানো একটা লিস্ট দেখে বলল, – না একরাতের জন্য দেখছি।

উইসলি বললেন– ঠিক আছে।

– আপনি কী অগ্রিম ভাড়া দেবেন? রবার্টস বলল।

– হ্যাঁ, অবশ্যই, উইসলি বললেন। একটু সামনে হেঁটে হ্যারিকে ডাকলেন– হ্যারি খুব কম আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, তুমি একটু আমাকে সাহায্য করবে? কথাটা বলে পকেট থেকে একতাড়া মাগল নোট বার করে নোটের বান্ডিল খুলতে আরম্ভ করলেন... ওহ এটা দেখছি... দ... দ... দশ? ও এটা তাহলে পাঁচ?

– কুড়ি... পাঁচ নয়। হ্যারি সংশোধন করেদিল।

– এত ছোট করে ছাপা পড়া যায় না। লক্ষ্য করল, রবার্টস ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। 'আপনারা বিদেশী? রবার্টস জিজ্ঞেস করল।

'বিদেশী! না- তো। উইসলি ভ্যাবাচাকা খেয়ে পেমেন্ট করতে করতে বললেন।

রবার্টস বলল– আপনিই প্রথম নন, এর আগেও অনেকের এই টাকা নিয়ে অসুবিধা হয়েছে। দশ মিনিট আগে আমাকে দু'জন সোনার কয়েন দিয়েছে।

– সত্যি?

রবার্টস একটা বাক্স থেকে ভাঙতি টাকা খুঁজতে লাগল।

– এর আগে কখনও এত ভিড় হয়নি, হঠাৎ রবার্টস বলল। বলার সময় সামনের মাঠের দিকে তাকাল। শ'য়ে শ'য়ে আগে থেকে বুকিং করা লোকেরা আসছে।

– সেটাই তো ভাল। কথাটা বলে ভাঙতির জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু রবার্টস

কোনও ভাঙতি দিল না।

– সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার বিদেশী আসছে, বিদেশী শুধু নয়, অবলিভিয়েটদের আপনি জানেন? দেখেননি দু'জনকে? একজন ঝালর দেওয়া জামা আর অন্যজন রবারে ঢাকা প্যান্ট!

ঠিক সেই সময় একজন জাদুকর প্লাস-ফোরে রবার্টের পেছনে ভেসে এসে দাঁড়াল।

ও রবার্টের সামনে ওর জাদুদণ্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'অবলিভিয়েট'।

সঙ্গে সঙ্গে রবার্টের দৃষ্টি আউট অফ ফোকাস হয়ে গেল, ভুরু সঙ্কুচিত হল মুখের ওপর এক স্বপ্নালু ভাব ছেয়ে গেল।

হ্যারি বুঝতে পারলো– ওইরকম ভাব হচ্ছে ওর স্মৃতি ঠিক করা।

– আপনি যে ক্যাম্পে থাকবেন তার একটা ম্যাপ মি. উইসলি... এই নিন, চেঞ্জ নিন, রবার্টস শান্ত হয়ে বলল।

– অসংখ্য ধন্যবাদ, উইসলি বলল।

প্লাস ফোর জাদুকর ওদের যে ক্যাম্পে থাকার কথা সেখানে গাইড নিয়ে গেল। লোকটির মুখ-চোখ দেখে মনে হয় খুবই ক্লান্ত। মি. রবার্টের শ্রবণশক্তির বাইরে গিয়ে ও উইসলিকে বলল– লোকটার অনেক গোলমাল আছে, তাই দিনে দশবার ওকে 'মেমরি চার্ম' চার্জ করতে হয়... তাহলে ও আনন্দে থাকে। ওদিকে লাডো বেগম্যান ওকে একটুও সাহায্য করে না। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আর্থার।

ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

জিন্নি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল– আমি ভেবেছিলাম বেগম্যান হেড অফ ম্যাজিক্যাল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস? মাগলদের সামনে পর্যটকদের সাথে কেমন করে কথা বলতে হয় জানা উচিত।

উইসলি হাসতে হাসতে বললেন– অবশ্যই। ওদের আগে আগে নির্দিষ্ট ক্যাম্পের দিকে চললেন।... তবে লাডো মাঝে মাঝে সিকিউরিটিতে গাফিলতি করে। তবে লোক ভাল। স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে খুব চটপটে লোক সব সময় আসে না। ও ইংল্যান্ডের হয়ে একবার কিডিচ খেলেছিল। ওর মতো ভালো উইসবোর্ন ওয়াসপতে খুব কমই এসেছে বলতে পার।

ওরা যার যার টেন্টের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলল। উইলসি টেন্টের সাজ দেখে বললেন– প্রত্যেক বছর ওরা এমনিভাবে সাজায়। কোনটা দোতলা, কোনটার সামনে বাগান... নানা রকমের ফেস্টুন। যে যেরকমভাবে পারে আনন্দ ভোগ করে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বনের শেষ প্রান্তে পৌছল এবং মাঠের অগ্রভাগে। মাঠে অনেকটা খোলা জায়গা। টেন্টের সামনে সাইনবোর্ড রয়েছে 'উইসলি'।

উইসলি জায়গাটা দেখতে দেখতে বললো– সুন্দর জায়গা। এর চেয়ে ভাল অল্প সময়ে পাওয়া মুস্কিল ছিল। খেলার পিচ মাঠের ওধারে। ভালই হল খুব কাছে আছি। আগেই বলেছি, তোমরা এখানে কেউ জাদুবিদ্যা ফলাবে না। আমরা জাদুবিদ্যায় টেন্ট তুলে নিয়ে যাব না। মাগলদের মতো বগলদাবা করে নিয়ে যাব। খুব একটা কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। মাগলরা সব সময়ে নিজেরাই করে। কারও সাহায্য-টাহায্য নেয় না।

হ্যারি জীবনে এই প্রথম ক্যাম্প করে থাকছে। ডার্সলেরা কখনও ওকে ছুটির সময় কোথাও নিয়ে যায় না। যখনই গেছে ওকে রেখে গেছে আধাপাগল ফিগের কাছে। হারমিওন ঠিক করল কোথায় টেন্টটা খাটাবে। উইসলি এত উত্তেজিত যে, বারে বারে বাধা দিতে লাগলেন। নানা মত দিতে লাগলেন কাজের মাঝে। শেষ পর্যন্ত দুটো টেন্ট খাটান হল। খুব একটা সুন্দর না হলেও থাকা মোটামুটি চলে। উইসলি হাঁটু গেঁড়ে টেন্টের দরজা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে হো. হো করে হেসে উঠলো। বললেন, ঢুকতে অবশ্য একটু অসুবিধে হচ্ছে, তাহলেও চলবে। এসো তোমরা সকলে, ভেতরটা কেমন দেখা যাক।

উইসলি টেন্টের ভেতর থেকে বললেন– জায়গা কম, আমাদের হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হবে। থাকগে ভেতরে এসে দেখ।

হ্যারি নিচু হয়ে টেন্টের ছোট ঝাঁপটা সরিয়ে ঢুকতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। কোনও রকমে টলতে টলতে হাঁটতে লাগল। টেন্টের ভেতর তিনটে ঘর (থ্রি-রুমড ফ্ল্যাট– মালিক বলেছে) বাথ, কিচেন সবই আছে। একেবারে মিসেস ফিগের ফ্ল্যাটের মতো অগোছালো। চেয়ারের কাভার অমানানশই, ঘরে বেড়ালের গায়ের গন্ধ!

মি. উইসলি হাসবার চেষ্টা করে টাক মাথায় রুমাল ঘষতে ঘষতে বললেন, থাকগে, এটা তো আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। ঘরের শোবার জন্য চারটে বাঙ্কারও দেখালেন। বললেন– আমি এগুলো আমাদের অফিসের পরিকিন্সের কাছ থেকে আনিয়েছি। খুব একটা নরম বিছানা নয়।

তারপর একটা ধূলো ভর্তি কেতলি নিয়ে বললেন, ধোবার জন্য জল দরকার।

মাগলরা যে নক্সা আমাকে দিয়েছে জলের কল কোথায় মার্ক করা আছে। রন বলল– ও হ্যারির পেছনে পেছনে টেন্টে ঢুকেছে। ভেতরের অবস্থা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। জল তো দেখছি মাঠের ওপাশে পাওয়া যাবে।

মি. উইসলি বললেন, বেশ, তাহলে হ্যারি আর হারমিওন দু'জনে গিয়ে জল নিয়ে এস। কথাটা বলে মি. উইসলি ওদের হাতে সেই পুরনো কেতলিটা আর প্যান ধরিয়ে দিলেন। বাকি তোমরা বনে গিয়ে শুকনো ডাল-পালা নিয়ে এস।

রন বলল– ড্যাডি আমাদের তো ওভেন আছে, আমরা তো ওটা ব্যবহার

করতে পারি?

– রনের আন্টি মাগল সিকুইরিটি! উইসলি বললেন, অনেক আনন্দ ভোগ করবেন সেই আশায় মুখটা জ্বল জ্বল করছে। তারপর বললেন, মাগলরা খুব একটা ক্যাম্পের ভেতরে থাকে না। ক্যাম্পের সামনে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না-বান্না করে। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট টেন্টে গিয়ে হারমিওন দেখল ওদেরটা সামান্য ছোট। তবে টেন্টের মধ্যে বেড়ালের গায়ের গন্ধ নেই। হ্যারি, রন, হারমিওনকে যেসব কাজ দেওয়া হয়েছে তা করার জন্য কেতলি আর সসপ্যান নিয়ে চলে গেল ধুয়ে জল আনতে।

সূর্যের মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবছা কুয়াশাও সরে গেল। শহরের চতুর্দিকে টেন্ট পোঁতা হয়েছে দেখতে পেল। হ্যারি ওইসব দেখে মনে মনে সারা পৃথিবীতে জাদুকর-জাদুকরীদের সংখ্যা অনুমান করতে লাগল।

তখন ওদের প্রতিবেশীরা বিছানা ছেড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে যেসব পরিবারে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, হ্যারি তাদের বাচ্চাদের আজ পর্যন্ত দেখেনি। দেখল, দু'বছরের একটা বাচ্চা পিরামিড আকারের একটা টেন্ট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোচ্ছে। ওর হাতে একটা দণ্ড, সেটা দিয়ে টেন্টে সামনের ঘাসগুলো ঘষছে। মাঝে মাঝে নরম মাটিতে পোঁতবার চেষ্টা করছে। দণ্ডের আঘাতে ঘাসগুলো তখন সালামির (মাংস দিয়ে তৈরি খাবার) মতো হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাটা হ্যারির দিকে আসতেই ওর মা ওকে কোলে তুলে টেন্টে নিয়ে গেল।

'কেভিন কতবার বলেছি তুমি বাবার ওই জাদুদণ্ড ধরবে না? এই দুষ্টু ছেলে হাত দেবে না বলছি... ড্যাডির... দণ্ড... ইউচ...।

মহিলাটি বড় আকারের শামুকের উপর হাঁটতেই সেটা ফেটে গেল। ওর বকুনি স্থির বাতাস সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল.... তার সঙ্গে বাচ্চা ছেলেটার তারস্বরে কান্না– 'তুমি শামূক ফাটিয়ে দিয়েছ! ফাটিয়ে দিয়েছ!'

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ওরা দুটি ছোট ছোট জাদুকরী দেখল। কেভিনের সামান্য বড়ই হবে। ওরা খেলার ঝাড়ুর ওপর রয়েছে। ঝাড়ুটা মেয়েটির পায়ের আঙ্গুল থেকে সামান্য ওপরে উঠেছে। শিশির ভেজা ঘাসগুলো আলতোভাবে স্পর্শ করেছে। মিনিষ্ট্রির এক জাদুকর ওদের দেখে হয়ত চিনতে পেরেছে ও হারমিওন, রন, হ্যারিকে ছেড়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গেল।

ওরা দেখল আশেপাশের টেন্ট থেকে জাদুকর-জাদুকরীরা দলে দলে বেরিয়ে আসছে। বাইরে কাঠ জ্বেলে ব্রেকফাস্ট বানাতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ তাদের জাদুদণ্ড দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে। অনেকেই বা দ্বিধাগ্রস্ত মুখ করে কাজ করছে। ভাবটা এমন যে, এরকমভাবে চলবে না। তিনজন আফ্রিকান জাদুকর এক জায়গায় তাদের ব্যাপারে আলোচনা করছে। তাদের গায়ে লম্বা সাদা আলখেল্লা–

খরগোসের মতো কিছু একটা কাঠের আগুনে রোস্ট করছে। আবার কিছু মধ্যবয়সী আমেরিকান জাদুকর তাদের টেন্টের সামনে নিজেদের দেশের পতাকা উড়িয়ে খোশগল্প করছে। পতাকায় বড় বড় করে লেখা– দ্যা সালেম উইচেস ইনস্টিটিউট।... কোন কোন টেন্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল আজব সব কথাবার্তা যার এক বিন্দু বিসর্গ জানে না।

রন বলল, আমি সবুজ দেখছি, না সব সবুজ হয়ে গেছে?

রনের একার চোখ নয়, সকলেই দেখল কতগুলো টেন্টের পাশ দিয়ে গেল সেগুলো 'শ্যাম রক' দিয়ে ঢাকা (আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক রূপে গণ্য ত্রিপত্র) দিয়ে ঢাকা– অনেকটা ছোট পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে।... অনেকটা যেন পৃথিবীর বক্ষ হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যারা টেন্টের ছোট ঝাঁপ খুলেছে তাদের কেউ হতাশ বা কেউ গম্ভীর।... তারপর হঠাৎ শুনতে পেল তাদের কে যেন ডাকছে ডাকছে ওদের গ্রিবন্ডর হাউজের একবন্ধু– চতুর্থবর্ষের ছাত্র ডিন টমাস। এখানকার সাজ-সজ্জা কি পছন্দ হয়েছে? সিমনস দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল। 'মন্ত্রণালয় কিন্তু একটুও খুশি নয়।'

মিসেস ফিন্নিগন বললেন– বাঃ আমাদের রঙ কেন দেখাব না? বুলগেরিয়ানরা তাদের টেন্টে নানা রঙে সাজিয়েছে– তোমরা আয়ারল্যান্ডকে অবশ্যই সাপোর্ট করবে। হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললেন।

যখন ওরা তিনজন বুঝতে পারলো মিসেস ফিন্নিগনরা আয়ারল্যান্ডের সাপোর্টার তখন ওরা আশ্বস্থ হয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

হারমিওন বুঝতে পারলো না বুলগেরিয়ানরা ওদের টেন্টের সামনে দোলনার মতো দিয়ে কি সাজিয়েছে।

হ্যারি গাছ, লতাপাতা ও পতাকায় সাজান টেন্টগুলো দেখে বলল, চলো কাছ থেকে দেখে আসি। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে একটা করে বুলগারিয়ান পোস্টার ঝোলান।

রন বলল,... ক্রাম...!! হারমিওন বলল– কি বললে? ক্রাম... ভিক্টর ক্রাম...?

রন বলল... ক্রাম, হ্যাঁ ভিক্টর ক্রাম, বুলগেরিয়ন সীকার!

– দেখলেই মনে হয় দারুণ বদ মেজাজি, হারমিওন বলল।

'সত্যি মেজাজি লোক'? রন আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল– ও দেখতে কেমন সেটা বড় কথা নয়। খুব বেশি হলে ওর বয়স আঠার-উনিশ। দারুণ ট্যালেন্ট, আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে।

মাঠের শেষ দিকে যেখানে কলের জলের ট্যাপ আছে সেখানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। লাইন লেগেছে। রন, হারমিওন দু'জনের পেছনে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে দারুণ তর্ক চলেছে। ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জাদুকর পরণে ফুল ফুল ছাপ

দেওয়া লম্বা নাইট গাউন পরা। অন্যজন দেখলেই বোঝা যায় মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী। ওর হাতে একটা পিন স্ট্রাইপড ট্রাউজার... অসম্ভব রেগে গিয়ে প্রায় কাঁদছে বলা যায়।

– আর্চি আমার কথা শোন মাগল মেয়েরা ওইরকম পরে... ওটা পর। মাগলরা তোমায় সন্দেহের চোখে দেখছে।

বৃদ্ধ জাদুকর বলল– আমি আমারটা মাগলদের দোকান থেকে কিনেছি। মাগলরা ওই রকম পিন স্ট্রাইপড পরে।

বৃদ্ধ আর্চি বলল– আমি পরবো না; আমি পরিষ্কার, দেখতে ভাল জামা-কাপড় চাই।

ওরা ওদের ছাড়িয়ে আরও ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। একটা জায়গায় এসে দেখল অনেক লোক। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। হ্যারিকে দেখে হোগার্ট স্কুলের প্রাক্তন কিডিচ ক্যাপ্টেন অলিভার উড মহাখুশি। হাত ধরে টানতে টানতে ওর বাবা-মার কাছে নিয়ে গেল। দারুণ খুশিতে বলল– আমি এখন পাভল মেয়র ইউনাইটেড রিজার্ভ টিমে আছি। তারপর ওদের আটকাল এরনি ম্যাকমিলন, হাফলপাফের আবাসিক ছাত্রী। এখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। যেখানে আরেকটু দূরে গিয়ে দেখা হল চো- চ্যাংগের সঙ্গে। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী ও র‍্যাভন ক্ল ছাত্রাবাসের টিমের হয়ে খেলে। হ্যারিকে দেখে হাত নেড়ে ওকে দেখে খুশি হয়েছে বোঝাল... তারপর ওই দল থেকে একগাদা ছেলে-মেয়ে ওকে ঘিরে ধরল, যাদের ও চেনে না।

হারমিওন বলল– ওরা তোমায় চিনল কেমন করে? ওরা তো হোগার্টে পড়াশুনা করে না।

– ওরা মনে হয় বিদেশী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, রন বলল। বিলের সঙ্গে অনেক বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ ছিল, অবশ্য পেনফ্রেন্ড। ওরা প্রায়ই চিঠি লিখত। ব্রাজিলে আসার জন্য বলেছিল। অনেক খরচ, মাম ড্যাড তাই যেতে দিতে চাননি। তাই ওর পেন ফ্রেন্ডরা খুব রেগে গিয়ে চিঠি লেখা বন্ধ করেছিল।... শেষকালে একটা কার্সড হ্যাট পাঠিয়েছিল। ওটা পরার পর ওর কান দুটো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রনের কথা শুনে হ্যারি হাসল না। অন্য জাদুবিদ্যার স্কুলের কোনও ব্যাপারে মজা পেলেও কোনও মন্তব্য করে না। হ্যারি এর আগে জানত না হোগার্ট ছাড়া সারা পৃথিবীতে আরও অনেক আবাসিক জাদু বিদ্যালয় আছে। হারমিওন ওর কথা শুনে খুব হাসল। জর্জ ওদের টেন্টে ফিরে আসতে দেখে বলল, এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে? তারপর ক্লান্ত হয়ে ওরা উইসলির টেন্টে ফিরে এল।

রন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে বলল– অনেক লোকজন, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে

আলাপ হল। আরে এখনই দেখছি উনুন ধরান হয়নি! ফ্রেড বলল– বাবা দেশলাই নিয়ে মজা করছেন।

মি. উইসলি অনেক চেষ্টা করেও কাঠে আগুন ধরাতে পারেননি। তবে সেটা ভাগ্যের কোনও ব্যাপার নয়। ওরা দেখল উইসলির পাশে একগাদা দেশলাই কাঠি পরে রয়েছে; কিন্তু মুখ দেখে 'অকৃতকার্যের' কথা মনে হয় না। বাহ জ্বলেছে, উইসলি শেষ পর্যন্ত একটা কাঠি জ্বালাতে পেরেছেন। জ্বলন্ত কাঠিটায় আঙ্গুল পুড়ে যাবার ভয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হারমিওন দেশলাইয়ের বাক্সটা হাতে নিয়ে বলল– আসুন মি. উইসলি; দেখুন কেমন করে দেশলাই জ্বালাতে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেলে কাঠের আগুন ঠিকমত রান্না করবার মত জ্বলতে। ওদের টেন্টটা যাতায়াতের পথে তাই মিনিস্ট্রির কর্মচারীরা ওকে দেখে খুশি হয়ে অভিনন্দন জানিয়ে চলে যেতে লাগল। উইসলি রেডিওর কমেন্ট্রির মত ছেলে-মেয়েদের তারিফ করে যেতে লাগলেন। হারমিওন ও হ্যারিকে তার অফিস, অফিসের সহকর্মীদের সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। ফ্রেড আর জর্জের কথাগুলো শুনে শুনে কান পচে গেছে। তাই ওদের বাদ দিয়েই উইসলি বলে গেলেন।

– ওকে দেখছ? ওর নাম কার্থবার্ট সকরিজ। গবলিন লায়জঁ অফিসের প্রধান... ওই আসছে গিলবার্ট উইম্পিল, ও এক্সপেরিমেন্টাল চার্মসের কমিটিতে আছে। ...হ্যালো, আর্ননি... আয়ারনল্ড পিজগুভ ও অ্যাকসিডেন্টাল ম্যাজিক রিভার্সসাল কমিটির অলিভেটর... নিশ্চয়ই কমিটির নাম শুনেছ।... ওই যে বোভে আর ক্রুকার আসছে– ওদের কথা না বলাই ভাল...।

– মানে...?

– ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্টিরিজ– দারুণ গোপনীয়– ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই।

শেষ পর্যন্ত কাঠের আগুনের উনুন ঠিকমত ধরে গেল। ওরা সবাই মিলে ডিম, সসেজ বানাতে লাগল। সেই সময় অরণ্য থেকে বিল, চার্লি আর পার্সি ফিরে এলো– আঃ দারুণ লাঞ্চ বানিয়েছ দেখছি। ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় একজনকে দেখে খাওয়া ফেলে লাফিয়ে উঠলেন মি. উইসলি– আরে! লাডো যে!

হ্যারির চোখে আর কেউ না হোক লাডো বেগম্যান সত্যিই একজন চোখে পড়ার মতো মানুষ। ঝালরওয়ালা রোব পরা বৃদ্ধ আর্চি তো কোন্ ছাড়। উজ্জ্বল, হলুদ আর কালো লম্বালম্বি স্ট্রাইপড দেওয়া মোটা কাপড়ের কিডিচের রোব পরেছেন। বুকের ওপর এক বিরাট বোলতার ছাপ। দেখলেই মনে হয় দারুণ শক্তিশালী এক পুরুষ। সামান্য একটু ঝুঁকে পড়া দেহ। পেটের পরিধি একটু বেশি

তাই কিডিচ রোবটা পেটের কাছে টাইট হয়ে আছে। একসময় ইংল্যান্ডের হয়ে কিডিচ খেলেছেন। ওর নাকটা একটু থ্যাবড়া। হ্যারির মনে হল স্ট্রে ব্লাজারে কেউ ওর নাকটা থেঁতলে দিয়েছে, ছোট ছোট সোনালী চুল, বড় বড় দুই চোখ, গোলাপ ফুলের মতো লাল গায়ের রং... দেখে মনে হয় স্কুলের এক উঁচু ক্লাসের ছাত্র। আহা... তুমি। বেগম্যান আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল। লাডো এমনভাবে হাঁটছিল যেন পায়ের তলায় স্প্রিং লাগান আছে। যেমন তেমন নয়, তড়াক তড়াক করে। সব সময় যেন লাডো দারুণ খুশিতে উপচে পড়ছে।

– ওল্ডম্যান আর্থার– তোমাকে দেখে, সত্যি দারুণ ভাল লাগছে।... আহা কি সুন্দর দিন... কি সুন্দর দিন। খট খটে আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস রাত্রিটাও দারুণ সুন্দর থাকবে। এমন সুন্দর দিন, সুন্দর আকাশ রোজ কেন হয় না আর্থার।

লাডোর পেছনের রাস্তা দিয়ে একগাদা যাকে বলা যায় হ্যাগার্ড বেশ ভূষা আর চেহারার জাদুকর ছুটতে ছুটতে একটা আগুনের দিকে চলেছে। অদ্ভুত সেই আগুন... বেগুনি রঙের শিখা প্রায় কুড়ি ফিট ওপরে উঠছে!

পার্সি লাডোকে তেমন পছন্দ করে না। না করার কারণ অফিসের পলিটিক্স।

– আহ, তুমি তো আমার ছেলে পার্সিকে চেন? উইসলি পার্সিকে দেখিয়ে বললেন। এই কিছুদিন হল মিনিস্ট্রিতে কাজে যোগ দিয়েছে।... আর তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেড, বিল, ওহ্ না জর্জ ফ্রেড বিল, চার্লি, রন... আর আমার একমাত্র মেয়ে জিন্নি। আর ওধারে দাঁড়িয়ে রনের বন্ধু হারমিওন গ্রেঞ্জার আর হ্যারি পটার।

বেগম্যান হ্যারিকে দেখে বা নাম শুনে একটুও তাপ-উত্তাপ দেখল না শুধু তাকিয়ে রইল বিদ্যুৎ চমকানোর মতো ওর কপালের কাটা দাগের দিকে।

..., শোনো ইনি লাডো বেগম্যান, এককালে ইংল্যান্ডের কিডিচ দলে ছিলেন, আগেই বলেছি। এরই বদন্যতায় কিডিচ ওয়ালর্ডকাপের টিকিট পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাও।

বেগম্যান মৃদু হাসল, হাত তুলল। মুখের ভাবটা এমন যে টিকিট পাইয়ে দেওয়া ব্যাপারটা তার কাছে কিছুই নয়।

তারপর ওরা আসন্ন খেলা নিয়ে সামান্য আলোচনা করল। উইসলি বললেন– আয়ারল্যান্ড জিতলে ছেলেদের আমি গ্যালিয়ন দেব।

– গ্যালিয়ন মাত্র! কথাটা লাডোর মনপুতঃ হল না।

– আমার স্ত্রী আবার জুয়া খেলা-টেলা মোটেই পছন্দ করেন না। তাহলে আরও গ্যালিয়ন (স্বর্ণ মুদ্রা) বাজি রাখতে পারতাম।

ফ্রেড জর্জ বলল– আমরা, সাঁইত্রিশটা গ্যালিয়নস, পনের সিকিলস (রূপার

মুদ্রা), তিনটে নাটস... জমিয়েছি... অবশ্য যদি আয়ারল্যান্ড জেতে তাহলে দেব...।

পার্সি ধমকে উঠল– তোমাদের মি. বেগম্যানকে এসব দেখাতে হবে না। পার্সির ধমক শুনে বেগম্যান জোরে জোরে হেসে উঠল। ফ্রেডের হাত থেকে অকেজো দণ্ডটা নিয়ে ফ্লিক করতেই একটা রবারের চিকন দণ্ড থেকে বেরিয়ে এল। বেগম্যান সশব্দে হেসে উঠল।

– দারুণ সুন্দর ফ্রেড। এর জন্য তোমার পাঁচ গ্যালিয়ন পুরস্কার প্রাপ্য!

পার্সি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল ব্যাপারটা ওর একটুও ভাল লাগেনি, কারণ মা ভেলকিবাজী দেখাতে মানা করে দিয়েছিলেন।

– ছেলেরা, মি. উইসলি বললেন, বলতে গেলে রাগ চেপে,– তোমাদের মা কিন্তু আমার আগে তোমাদের বেটিং করতে পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলেন– তোমাদের মা, মনে আছে? ওই সব কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

তোমাদের এসব কাজের কথা কী তোমাদের মাকে কাউকে পাঠিয়ে খবর দিতে হবে? পার্সি বেগম্যানের হাতে এক কাপ চা দিল।

একজন জাদুকর সেই সময় অপারেট করে ওদের উনুনের সামনে এসে হাজির হল। বার্টি ক্রাউচ লম্বা, সদাই সোজা হয়ে দাঁড়ান, বয়স্ক জাদুকর। পরনে খুব দামী স্যুট, গলায় টাই। মাথার মধ্যখানে সিথি। গোফগুলো টুথ ব্রাশের মতো। ছাঁটা হয়েছে যেন ফ্রাইড রুল দিয়ে। টিপ টপ ড্রেস যেমন, চেহারাও তেমন। পায়ের বুট জুতো দারুণ চকচকে... অনেকটা সময় দিয়ে যেন পালিশ করা। হ্যারির বুঝতে বাকি থাকে না কেন পার্সির কাছে ক্রাউচ একজন আদর্শ পুরুষ। পার্সি অসম্ভব সতকর্তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আইন মেনে চলে। মি. ক্রাউচ মাগলদের ড্রেস অতি নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন। আসলে তিনি এক ব্যাংক ম্যানেজার! হ্যারির মনে কোনও সন্দেহ নেই আঙ্কেল ভার্নন হাজার চেষ্টা করেও নিখুঁত পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মি. ক্রাউচের সামনে দাঁড়াতে সাহস করবেন না।

লাডো তার পাশে সবুজ ঘাস দেখিয়ে বললেন– একগুচ্ছ ঘাস তোল দেখি বার্টি।

– না, ধন্যবাদ লাডো, ক্রাউচ বললেন। ওর কথার মধ্যে অসহিষ্ণুতার ছাপ– আমি তোমাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না বার্টি। বুলগেরিয়ানরা চাইছে আরও বারটা সিট 'টপবক্সে'।

– ওহ্ তাহলে ওরা এই চায়? বেগম্যান বললেন।– আমি ভাবলাম বুঝি ও একজোড় টুইজার চায়। বেশ শক্ত পোক্ত।

– মি. ক্রাউচ আপনি কী এককাপ চা খাবেন? একটু ঝুকে পার্সি জিজ্ঞেস করল।

– ও হ্যাঁ। ধন্যবাদ! ক্রাউচ সম্মত হয়ে বললেন।

ফ্রেড আর জর্জ কাপে মুখ দিয়ে রয়েছে। পার্সির অবস্থা দেখে হাসতে পারে না এমনই অবস্থা। পার্সির কান লাল... ক্রাউচের জন্য চা বানাতে লাগল।

– ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর্থার তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ক্রাউচ বললেন। তীক্ষ্ণ চোখ উইসলির ওপর।– জানতো আলি বশির কোনও সমঝোতা চাইছে না। ও ফ্লাইং কার্পেট আমদানির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

কথাটা শুনে উইসলি গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। আমি গত সপ্তাহে পেঁচার সাহায্যে ওকে একটা খবর পাঠিয়েছি। শুধু একবার নয় একশ'বার বলেছি, রেজিস্ট্রি অফ প্রোসক্রাইবড্ চার্মেবল অবজেক্টস অনুসারে কার্পেট মাগল আর্টেফেক্ট (হস্তশিল্প) হিসেবে ধরা হয়েছে বা বলা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ও শুনতে রাজি নয়। তাকে কী বোঝানো যাবে?

মি. ক্রাউচ বললেন– আমার সন্দেহ হয়; ও এদেশে ওগুলো পাঠাবার জন্য বদ্ধপরিকর।... পার্সির হাত থেকে এক কাপ চা নিলেন।

বেগম্যান বললেন– ওরা কী বদলে ব্রিটেন থেকে ঝাড়ু নেবে? – আলি মনে করে বাজারে পারিবারিক গাড়ি কেনার একটা চাহিদা আছে। ক্রাউচ বললেন– আমার মনে আছে আমার গ্রান্ডফাদারের একটা এক্সমিনিস্টার গাড়ি ছিল। তাতে কম করে বারজন বসতে পারত– কিন্তু সেটা অবশ্য কার্পেট নিষিদ্ধ করার আগের ব্যাপার।

ক্রাউচ এমনভাবে বললেন যেন তিনি কাউকে কোনরকম সন্দেহ করতে দিতে চান না যে তার পূর্বপুরুষরা কেউ আইন অনুসরণ করেননি।

– বেগম্যান হেসে হেসে বললেন, তাহলে তোমার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলছে বার্টি।

– এই একরকম, ক্রাউচ বললেন– পাঁচটি কন্টিনেন্টে পোর্ট-কী অর্গানাইজ করা সোজা ব্যাপার নয়– লাডো। মি. উইসলি বললেন– ওয়ার্ল্ডকাপ শেষ হলে আপনারা দু'জনই আশাকরি খুশি হবেন।

কথাটা শুনে মনে হয় বেগম্যান সামান্য ব্যথিত হলেন। বললেন– হাঁ খুশি তো হবোই! জানি না কখন এই কাজ শেষে মুক্তি পেয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব... তার মানে এই নয় বার্টি... আমরা আরও সামনের দিকে তাকাব না, নিশ্চয়ই তাকাবো। তাই না?... অনেক কিছু করার আছে।

মি. ক্রাউচ বেগম্যানের দিকে তাকালেন– আমরা একমত হয়েছি যে, আমরা কোন ঘোষণা করব না যতক্ষণ না বিস্তারিত আলোচনা...

– ও বিস্তারিতভাবে! বেগম্যান বললেন, কথাগুলো অনেকটা এক ঝাঁক পতঙ্গের মতো উড়িয়ে দিলেন– ওরা দস্তখত করেছে তাই না? ওরা সবকিছু মেনে

নিয়েছে– মানে নি? আমি মনে করি ছোট বাচ্চারাও জেনে যাবে– আমি বলতে চাইছি হোগার্টে।

ক্রাউচ স্পষ্টভাবে, যাকে বলে চাছাছোলাভাবে বললেন, আমাদের বুলগেলিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বেগম্যানের বক্তব্য থামিয়ে বললেন, ধন্যবাদ চায়ের জন্য মি. উইসলি।

চা কাপে তখনও অর্ধেক পড়ে রয়েছে, শেষ হয়নি। সেটা পার্সির দিকে এগিয়ে দিলেন ক্রাউচ। লাডো ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেগম্যান চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে সোনাগুলো ঝনঝন করে উঠল। অনেকটা খুশিতে।

–, আবার তোমাদের সঙ্গে টপ বক্সে দেখা হবে; বেকম্যান বললেন– আমি কমেন্টেটর হব! বার্টি ক্রাউচকে হাত নাড়লেন। বার্টি ক্রাউচও মাথা নত করল। তারপর দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেড বলল– হোগার্টে কি হচ্ছে ড্যাড? কি সব বলছিলেন ক্রাউচ আর বেগম্যান?

মি. উইসলি হেসে বললেন, যথাসময় অনেক কিছুই জানতে পারবে।

পার্সি অফিসিয়াল স্টাইলে বলল– ওগুলো ক্লাশিফাইড নির্দেশ। প্রকাশিত হবে না মিনিস্ট্রি ঠিক সময় মনে না করলে। মি. ক্লাউচ সেগুলো না বলে ঠিক কাজ করেছেন।

ফ্রেড বলল– চুপ করত হে মোসাহেব!

ক্যাম্প সাইটে তখন দারুণ অস্থিরতা-উত্তেজনা। আকাশ নির্মল মেঘের দেখা নেই... চতুর্দিকে গরম হাওয়া। খেলা দেখতে আসা দেশী-বিদেশী দর্শকরা অপেক্ষা করছে দিনটির।

মন্ত্রণালয়ের আইন সকলেই ভাঙছে... তাদের ম্যাজিক যত্রতত্র ব্যবহার করে।... বিক্রি হচ্ছে অবাধে সব জিনিসপত্র। উজ্জ্বল গোলাপ– আয়ারল্যান্ডের সবুজ, বুলগেরিয়ার লাল, তার ওপর তাদের খেলোয়াড়দের নাম লেখা... নানাভাবে; নানারকমে যে যার দেশকে উঁচু করে রাখতে চাইছে। দিনরাত শুধু তাদের নৃত্যগীত-আমোদ-প্রমোদ আর খাওয়া-দাওয়া ছোট পরিসরে। আবদ্ধ হয়ে কেউ থাকতে চাইছে না। দেশের জয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে যেন তারা সবাই।

দোকানে বাজারে ঘুরতে ঘুরতে রন হ্যারিকে বলল– এই খেলাতে খরচ করব বলে অনেক জমিয়েছি। হারমিওনকে সঙ্গে নিয়ে ওরা দোকানের পর দোকানে ঘুরতে লাগল। ওদের জামায় আয়ারল্যান্ডের প্রতীক!

একটা হাতে ঠেলাগাড়ি দেখিয়ে হ্যারি বলল– দেখ কত দূরবীন, বিক্রির জন্য নিয়ে চলেছে। প্লাস্টিক বা হালকা লোহার নয় ভারি ভারি বোতলের।

হ্যারি বলল– আমাদের একটা থাকলে ভাল হতো। দূর থেকে ভালভাবে রনের মুভমেন্ট দেখতে পেতাম।

যে জাদুকরী বায়নোকুলার বিক্রি করছিল তাকে রন বলল– তিনটে আমাদের দাও।

হ্যারির হাতে অনেক গ্যালিয়ন। ও দাম দিতে চাইলে রন রেগে গিয়ে বলল– খবরদার। দাম আমি দেব। ওরা যখন দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে টেন্টে ফিরে আসবে তখন দেখবে ওদের মানিব্যাগ চুপসে গেছে।

ফ্রেড-জর্জ-চার্লি-বিল-জিন্নি সকলেই বুকে আয়ারল্যান্ডের তকমা এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মি. উইসলি বয়ে বেড়াচ্ছেন একটা আইরিশ ফ্ল্যাগ। ফ্রেড আর জর্জের হাত খালি, কারণ তারা সব স্বর্ণই তাদের দিয়ে দিয়েছে।

অনেক দূরে বড় বড় গাছের ডালে পাতায় ছোট ছোট নানা রঙের বাতি জ্বলে উঠল।

মি. উইসলি বললেন– আর দেরি নয় এবারে আমাদের যেতে হবে।

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়

দ্য কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ

অরণ্যের মধ্যে পায়েহাঁটা পথ ধরে যেসব জিনিসপত্র কিনেছে সেগুলো বগলদাবা করে ওরা মি. উইসলির পিছু পিছু চলল অরণ্যের শেষে কিডিচ খেলার মাঠে। ওরা ছাড়া আরও অনেক মানুষ চলেছে হাতে লণ্ঠন নিয়ে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, কথাবার্তা। কিন্তু যাত্রাপথ এক। তারা গান গাইছে, নাচছে... আনন্দে সাগরে ভেসে চলেছে। ওরা যেখানে তাকায় সেখানেই মানুষের ঢল। অরণ্যের আবহাওয়া বদলে গেছে, অরণ্যের শেষে পৌঁছে দেখতে পেল একটা বিরাট স্টেডিয়াম। হ্যারি সোনার দেওয়াল ঘেরা সেই বিরাট স্টেডিয়ামের ভিতরে কিছুই দেখতে পেল না, তবে এর আয়তন দেখে মনে হল তার মধ্যে কম করে দশটি ক্যাথিড্রেল স্থান পেতে পারে।

উইসলি, হ্যারির উত্তেজনায়-আনন্দে ভরপুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কম করে একশ' হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে অনায়াসে বসতে পারে। 'মিনিস্ট্রির টাস্কফোর্স' গত এক বছর ধরে এখানে লাগাতার কাজ করে চলেছে। মাগলরা এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জানি না কেন হঠাৎ ওদের মনে হয়েছে যারা খেলা দেখতে এসেছে তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত। তাহলেও প্রতিটি ইঞ্চিতে আমাদের ফিট করা হয়েছে মাগল– রিপোলিং চার্মস। যখনই ওরা এখানে আসবে তখনই ওদের মনে হবে ওদের কিছু কাজ আছে এবং দ্রুত স্থান ছেড়ে চলে যাবে– যাকগে ওদের ভাল হোক।... কথা বলতে বলতে ওরা স্টেডিয়ামের গেটের কাছে পৌঁছাল। ওরা আসবার আগেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সকলেই উত্তেজনায় জোরে জোরে কথা বলে চলেছে টিকিট পাবার ভাগ্যের আশায়।

'প্রাইম সিটস'!..... গেটের মুখে মিনিস্ট্রির গেট-কীপার ওদের টিকিট দেখে বলল– টপবক্স! সোজা ওপরে... আর্থার যত পার তাড়াতাড়ি যাও।

স্টেডিয়ামের সিঁড়ি সুসজ্জিত। দামী পার্পল রঙের কার্পেটে মোড়া। ভিড়ের পিছু পিছু ওরা ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির ডাইনে বাঁয়ে দরজা। ওদের অনেক উপরে উঠতে বলছে। ওরা তাই শেষ পর্যন্ত উঠল। যেখানে একটা ছোট ঘরের মতো ছোট বাক্স। সেখানে বসলে গোল্ডেন গোলপোস্টের দু'ধারটা দেখা যায়। এক লাইনে বারটা বেগুনি-লাল রঙের চকচকে চেয়ার পাতা। হ্যারিরা উইসলির সঙ্গে প্রথম সারিতে বসে পড়ে সামনে তাকাল। জীবনে হ্যারি এর আগেও ওই রকম বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখেনি। দেখা নয়... ভাবতেও পারেনি।

হাজার হাজার চেয়ার অনেকটা উঁচু পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামার মতো সাজান। প্রায় সব ভর্তি হয়ে গেছে। খেলার মাঠটা ডিম্বাকার। পিচটা মনে হয় ভেলভেট দিয়ে মোড়া। পিচের তিনদিকে তিনটি গোল হুপস। পঞ্চাশ ফিট উঁচু। হ্যারি যেখানে বসে আছে তার ডানদিকের বিপরীতে বড় ব্লাকবোর্ড। বোর্ডের লেখা পড়তে ওকে মাথা উঁচু বা নিচু করতে হয় না। একই লেভেলে। মাঝে মাঝে সেই বোর্ডে কিছু লেখা ফুটে উঠছে আবার মুছে যাচ্ছে। মনে হয় কোন এক অদৃশ্য হাত সেই লেখা মুছে দিচ্ছে।... পিচের ওপাশে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়ল।

দ্যা ব্লুবটল : একটা ঝাড়ু সব পরিবারের জন্য– নিরাপদ, বিশ্বস্ত এবং অ্যান্টি বার্গলার বাজার.... মিসেস স্কোয়ার্স... সব রকমের কাজের জন্য ম্যাজিক্যাল মেস রিমুভার– ব্যথা দাগবিহীন! গ্লেডরেগস উইজার্ডওয়্যার– লন্ডন, প্যারিস, হোগসমেড...

হ্যারি বিজ্ঞাপন থেকে চোখ ফিরিয়ে ওদের সারিতে যারা বসে রয়েছে তাদের দিকে তাকাল। ওরা আসবার আগেই সেই সারিটা বলতে গেলে শূন্য ছিল। শুধু এককোণে শেষ সিটের একটা ছেড়ে বসেছিল একটি এলফ, পা দুটো তার এত ছোট যে সিটে বসে জমি স্পর্শ করতে পারছে না। গায়ে টোগার (প্রাচীন রোমান আলখেল্লা) মতো করে পড়া একটা তোয়ালে। মুখটা ওর হাত দিয়ে আবৃত। কিন্তু ওর কান দুটো কেমন যেন অদ্ভুত... ওইরকম কান হ্যারি খুব কমই দেখেছে।

ডব্বি? হ্যারি অস্ফুট স্বরে এলফকে দেখে বল।

এলফ ওর মুখ থেকে হাত সরাতেই হ্যারি ওর বড় বড় বাদামী চোখগুলো দেখতে পেল। নাকটা টমেটোর মতো। অবশ্যই ও ডব্বি নয়– সন্দেহ নেই, এক হাউজ-এলফ (বাসন আকৃতির বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকারী)। হ্যারির বন্ধু ঠিক ডব্বির মতো দেখতে। হ্যারি ওকে ওর মালিক ম্যালফয় পরিবার থেকে মুক্ত করেছিল (এলফরা অনেকটা ক্রীতদাসের মতো)।

ওকে দেখে এলফ বলল– স্যার আমাকে কি ডব্বি বলে ডেকেছেন? ওর গলার স্বর তীক্ষ্ণ ও ভয় মিশ্রিত– কাঁপা কাঁপা। হ্যারির কোনও সন্দেহ নেই ও একটি মেয়ে। রন, হারমিওন ওকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। ডব্বির নাম অনেকবার হ্যারির

মুখে শুনেছে; কিন্তু চাক্ষুস দেখেনি। রন ও হারমিওন ছাড়াও মি. উইসলি বামন আকৃতি মেয়েটির দিকে তাকালেন।

– দুঃখিত, হ্যারি বলল– অনেকটা তোমায় আমার পরিচিত ডব্বির মতো দেখতে তাই...।

– আমি ডব্বিকে চিনি, স্যার! ও বলল। তখনও ওর মুখ ঢাকা। যেন ওর চোখে আলো পড়েছে তার থেকে বাঁচতে চাইছে।– আমার নাম উইঙ্কী স্যার– আপনাকে স্যার– ওর চকচকে চোখ দুটো হ্যারির কপালের কাটা দাগের ওপর পড়ল।– আপনি নিশ্চয়ই হ্যারি পটার!

– হ্যা ঠিকই ধরেছো; হ্যারি বলল।

– ডব্বি সবসময় আপনার দয়ার কথা বলে স্যার! কথা বলার সময় ও মুখ থেকে হাত সরাল। ওকে দেখে মনে হয় যেন খুবই আতংকিত।

হ্যারি বলল– ডব্বি কেমন আছে?... স্বাধীন জীবন নিশ্চয়ই ভাল লাগছে ওর?

উইঙ্কী মাথা নেড়ে বলল– ভাল আছে স্যার; সার বলে ডাকে আপনাকে, আপনার নাম বলতে সে অজ্ঞান স্যার... কিন্তু স্যার, আমার মনে হয় ডব্বিকে স্বাধীনতা দিয়ে... মানে আমি যা বুঝেছি তাতে ওর তেমন ভাল হয়নি।

– এমন কথা বলছ কেন? হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল– কেন কী হয়েছে ওর?

উইঙ্কীর গলায় বেদনার সুর– স্বাধীনতা ওকে বিভ্রান্ত করেছে। ওর ধারণা অন্যরকম, ঠিক মতো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না স্যার।

হ্যারি বলল– কেন পারছে না?

উইঙ্কী জবাবটা এত চাপা গলায় বলল যে বলা মুস্কিল– ও কাজ করে পারিশ্রমিক চায়।

– পারিশ্রমিক? হ্যারি অবাক হয়ে বলল– অবশ্যই, পরিশ্রম করলে পারিশ্রমিক অবশ্যই চাইতে পারে। তাতে অপরাধ কোথায়, উইঙ্কী কথাটা শুনে বেশ ভয় পেয়ে গেল। আবার হাত দিয়ে অর্ধেক মুখটা ঢাকল– আমরা তো পারিশ্রমিক চাইতে পারি না..... না না না পারি না। তাই আমি বলেছি, তুমি একটা ভদ্র দয়ালু পরিবার খুঁজে নিয়ে সেখানে কাজ কর ডব্বি। ও অবশ্য বড় বড় লোকদের কাছে যাচ্ছে– তবে লোকে মনে করে আমাদের কাজের বদলে পারিশ্রমিক চাওয়া অন্যায়। উচিত নয় নিয়ম অনুসারে। এমন করলে অন্য গবলিনদের মতো ধরা পড়বে। মন্ত্রণালয়ের আইনে তাতো নেই স্যার।

উইঙ্কী বলল– স্যার আমরা ক্রীতদাস। খেতে পরতে পাই তাই ভাগ্য। এর ওপর পারিশ্রমিক? হ্যারি পটার আপনি তো জানেন আমাদের জীবন অন্ধকার। ফূর্তি-আনন্দ তো দূরের কথা! বামনক্রীতদাসরা মুখ বুঁজে সেবা করে যাবে। সব

সময় নিচু হয়ে থাকতে হবে।

– তাহলে তোমাকে এত উঁচুতে পাঠাল কেন?

– আমি মাস্টারের সিটে বসে আছি। তিনি ব্যস্ত মানুষ... এলেই চলে যাব।

রন বলল– মেয়েটা তাহলে বাড়ির ক্রীতদাস। বাড়ির সবকিছু দেখাশুনা করে। অদ্ভুত অবস্থা এদের।

হ্যারি বলল– ডব্বির আরও বেশি ছিল।

রন ওর বয়নোকুলারটা বার করে সেটা পরীক্ষা করতে লাগল। স্টেডিয়ামের একধারটা দেখতে লাগল।

অন্যদিকে হারমিওন ভেলভেটে ঘোড়া খেলার প্রোগ্রামটা দেখতে লাগল।

– টিম ম্যাসকট দেখানোর পর খেলা শুরু হবে। হারমিওন প্রোগ্রামটা জোরে জোরে পড়তে লাগল।

– সব দেশের তাদের ম্যাকসট নিয়ে ঘোড়া দেখতে খুব ভাল লাগে। সকলেই তাদের দেশকে বড় করে দেখতে চায়। তা সে যেমনই হোক। ছোট-বড়'র প্রশ্ন নেই।

আধঘণ্টার মধ্যে ওরা যে প্রায় খালি বক্সটায় বসেছিল সেটা ভরে গেল। খ্যাতনামা জাদুকরদের কাছে গিয়ে উইসলি করমর্দন করতে লাগলেন। পার্সি ওদের দেখে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। বার বার উঠে উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হচ্ছে। ম্যাজিক মন্ত্রী কর্নেলিয়স ফাজ, এলে পার্সি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এত বেশি নত হল যে চোখ থেকে চশমাটা খুলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। পার্সি ভাঙা চশমাটা তার জাদুদণ্ড দিয়ে তৎক্ষণাৎ মেরামত করে নিল। তারপর নিজের আসনে চুপ করে বসে রইল। হ্যারির সঙ্গে ফাজের পুরনো বন্ধুর মতো হেসে হেসে কথা বলতে দেখে পার্সির একটু ঈর্ষা হল সন্দেহ নেই। ফাজ হ্যারির হাত ধরে উপস্থিত সব বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। পার্সি আরও অখুশি হল।

কাছেই বুলগেরিয়ান মিনিস্টার গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন।

– হ্যারি পটার... নিশ্চয়ই আপনি নাম শুনেছেন। ফাজ খুব জোরে জোরে বুলগেরিয়ন মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হ্যারিকে। কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন। মনে হয় বুলগেরিয়ান মিনিস্টার এক বর্ণও ইংরেজি জানেন না। বললেন– এ হ্যারি পটার... আপনি জানেন ওকে... ইউ নো হু ওকে মারতে পারেনি... বেঁচে গেছে।

বুলগেরিয়ান জাদুকর হ্যারি পটারের কপালের কাটা দাগের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর আঙ্গুল দেখিয়ে নিজ ভাষায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে বকবক করতে লাগল।

– আমি ভাষাবিদ নই। বার্টি ক্রাউচ ভাষা সম্বন্ধে এক্সপার্ট। ওর সাহায্য নিতে হবে।... আহ্... বার্টির বাড়ির পেঁচাটা দেখছি ওর জায়গাটা দখল করে রেখেছে। যখন আসবে উঠে যাবে।... ওই তো লুসিয়াস এসে গেছে!

হ্যারি রন, হারমিওন পেছনে তাকাল। বসে আছেন ম্যালফয়, তার ছেলে ড্র্যাকো ম্যালফয় আর ডব্বি। আর এক মহিলা সম্ভবত ড্র্যাকোর মা। হ্যারি আর ড্র্যাকো ম্যালফয় হোগার্টস-এ সহপাঠী হলে ও প্রথম থেকে হ্যারির প্রতিদ্বন্দ্বি। স্লিদারিন হাউজের আবাসিক ছাত্র। ফ্যাকাশে চেহারা, লম্বা নাক- ছুঁচল মুখ... সাদা সোনালী চুল। ড্র্যাকো অনেকটা ওর বাবা লুসিয়াস ম্যালফয়ের মতো দেখতে। ম্যালফয় এমনিতে দেখতে ভালই। ম্যালফয় ফাজকে দেখে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল– ফাজ কেমন আছো? আমার মনে হয় আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই।... আমার স্ত্রী নার্সিসা... আর আমার পুত্র ড্র্যাকো।

ফাজ ম্যালফয়ের স্ত্রী নার্সিসাকে বলল, ভাল আছেন তো? ও হ্যাঁ মি. অবল্যানকস- অবালনসক... মি. উনি বুলগেরিয়ান মিনিস্টার অফ ম্যাজিক। দুঃখের বিষয় আমাদের ইংরেজি একটি শব্দেরও মানে বুঝতে পারছেন না।... হ্যাঁ ওই তো আর্থার উইসলি। আপনারা তো ওকে অবশ্যই চেনেন।

হ্যারি, ম্যালফয় আর উইসলির দিকে তাকাল। হ্যারির মনে আছে তাদের ফ্লাওয়ারিশ অ্যান্ড ব্লটস বুক শপে সামনাসামনি তর্ক ও প্রায় হাতাহাতির কথা। ম্যালফয়ের ঠাণ্ডা ধূসর বর্ণের চোখ মি. উইলসির ওপর পড়ল। পড়তেই অন্যদিকে তাকালেন। উইসলিও মুখ ফেরালেন।

– হায় ঈশ্বর! আর্থার, ম্যালফয় বলল– আপনি টপ বক্স সিটের টিকেট কিনলেন কি করে? আশাকরি এই টিকেট কেনার জন্য আপনার বাড়ি বিক্রি করতে হয়নি?

ফাজ কিন্তু ওদের কথাবার্তা একেবারেই শোনেনি। ফাজ মি. উইসলিকে বললেন– জানেন, লুসিয়াস ম্যালফয় সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে ম্যাজিক্যাল ম্যালাডিস এন্ড ইনজুরিসের জন্য অনেক অর্থ দান করেছে, জানো আর্থার? লুসিয়াস আমার গেস্ট।

মি. উইসলি শুষ্ক হাসিতে বললেন– বাঃ বেশ ভালো।

ম্যালফল এখন হারমিওনের দিকে তাকালেন। ম্যালফয় তার নিজের পিওর রক্ত সম্বন্ধে অনেক গর্ব। উনি জানেন হারমিওন পিওর ব্লাডের নয়। জাদুকর ও মাগল এ দু'টোর মিশ্রিত। ম্যালফয়ের কাছে মাগলরা অতি নিচ।

ড্রাকো তার বাবা-মা'র মাঝে বসতে বসতে রন, হারমিওন ও হ্যারির দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকাল।

রন বলল– বিরক্তিকর অপদার্থ! ওরা আবার খেলার মাঠের পিচের দিকে

তাকাল। অল্পক্ষণ পরেই লাডো বেকম্যান টপ বক্সে এসে হাজির।

– সকলে রেডি? এসেই জিজ্ঞেস করলেন। ওর লাল গোল মুখটা বিখ্যাত, গ্রেট এডামের মতো। মন্ত্রী মহোদয় আপনার অনুমতি নিয়ে আজকের খেলা শুরু করতে পারি?

ফাজ শান্তভাবে বললেন– তুমি প্রস্তুত হলে আমরাও প্রস্তুত। লাডো ওর পকেট থেকে এক ঝটকায় ওর দণ্ডটা বার করল। নিজের গলার কাছে এনে বলল– 'সনোরার্স! তারপর হাজার হাজার দর্শকদের সামনে ধারা বিবরণী শুরু করল। ওর গলা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ আপনারা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। চারশত বিশ সেকেন্ডের বিশ্বকাপ কিডিচ ফাইনাল খেলার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন!

দর্শকরা আনন্দে অধীর হয়ে চেচাতে লাগল, হাততালি দিল। বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার পতাকা আন্দোলিত হতে লাগল।... তারপর যে যার জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগল। বিরাট ব্ল্যাকবোর্ডটা মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। ফুটে উঠল (বার্টি বটর্স এভরি ফ্লেবার বিনস– এ রিস্ক উইথ এভরি মাউথফুল!) এখন বড় বড় অক্ষরে লেখা : **বুলগেরিয়া-০ আয়ারল্যান্ড-০**।

– এখন আর বেশি কথা না বলে টিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। বুলগেরিয়ান টিম ম্যাসকট...! ডানধারের দর্শকরা আনন্দে ফেটে পড়ল।

মি. উইসলি বললেন, জানি না ওরা সঙ্গে করে কি এনেছেন। কথাটা বলে এগিয়ে বসলেন। তারপর চশমাটা মুছতে মুছতে বললেন– ভীলা!

– সেটা আবার কী? হ্যারি জিজ্ঞেস করে।

হ্যারির প্রশ্নের সাথে সাথে সুন্দরী মেয়েরা মাঠে নেমে পড়ল। হ্যারি পেয়ে গেল ভীলা'র অর্থ, তার প্রশ্নের জবাব। জীবনে হ্যারি এত সুন্দরী মেয়েদের দেখেনি। ও ঠিক বুঝতে পারে না ওরা জীবন্ত নারী না অন্য কিছু... না ওরা জীবিত মানুষ হতে পারে না। ওদের দেহের চামড়া এত ঝকমক করছে কেন? গায়ে কী চাঁদের আলো পড়েছে? অথবা রেশমের মতো সোনালী চুল ওদের সারা অঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে?

– তারপরই শুরু হল যন্ত্র সঙ্গীত... হ্যারি আবার নিজের জগতে ফিরে এল।

ভীলারা যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে দারুণ ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করল। হ্যারির মন তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা... ওর সামনে শুধু অগণিত মানুষ– ঝলমলে কিডিচের মাঠ... আর স্বর্গের পরীদের মতো ছন্দে ছন্দে নৃত্যরতা সুন্দরী মেয়ের দল।..... পৃথিবীতে যেন দুঃখ-কষ্ট কিছুই নেই... শুধুই আনন্দ!

দেখতে দেখতে ভীলাদের নৃত্য আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অসম্পূর্ণ ভাললাগা ওর কিশোর মনোজগতে আঁকড়ে রইল। ওর মন চাইল একদল

জাদুকরদের সঙ্গে বসে না থেকে ছুটে চলে যায় মাঠে..... সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে মিশে যায়... কিন্তু তা কি সম্ভব?

– এক দৃষ্টে তুমি কি দেখছ হ্যারি! অদূর থেকে হারমিওন জিজ্ঞেস করল।... হ্যারির চিন্তা-ভাবনা বাজনার তারের মতো টুং করে ছিঁড়ে গেল।

সঙ্গীত তখন থেমে গেছে। নাচ থেমে গেলেও ভীলারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অগণিত দর্শকরা উম্মাদের মতো চিৎকার করছে... 'তোমরা থাক... মাঠ ছেড়ে যেও না। আকাশ বাতাস মুখরিত.... 'ভীলা... ভীলা– ভীলা'।

হ্যারি ধীরে ধীরে হারমিওনের দিকে তাকাল। রনের একটা পা বক্সের দেওয়ালে– মনে হয় এখনই মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রনের মাথার টুপি থেকে উইসলি শ্যামরকস (আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক) ফেলে দিলেন।

হারমিওন হ্যারির কাছে এসে ওকে চেপে ধরে সিটে বসিয়েছিল।

বেগম্যানের গলা শোনা গেল– দয়া করে আপনারা আপনাদের জাদুদণ্ড আইরিশ টিমের জন্য তুলে ধরুন।

তোলার সঙ্গে সঙ্গে যেটাকে সবুজ– স্বর্ণের ধ্রুব রশ্মি– মনে হচ্ছিল সেটা তীব্র গতিতে স্টেডিয়ামের উপরে উঠতে লাগল। সম্পূর্ণ স্টেডিয়ামকে প্রদক্ষিণ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।... তারপর দুটোই গোলপোস্টের দিকে সশব্দে ছুটে গেল। হঠাৎ আকাশে একটা রংধনুর উদয় হল– পিচের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দুটো উজ্জ্বল বলকে যুক্ত করল। জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল– উ-উ-উ-উ এবং আ-আ-আ-আ যেন ওরা আতসবাজি দেখছে।... তারপর রংধনু একটু একটু করে মিলিয়ে গেল... দু'টুকরো বল আবার একটা হয়ে গেল। বলটা বিরাট আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাসতে লাগল। আকাশে শুধু নয় দর্শকদের স্ট্যান্ডের ওপরেও। মনে হয় আকাশ থেকে সোনার জলের বৃষ্টি সেই জাতীয় প্রতীক থেকে দর্শকদের গায়ে পড়ছে।

– অপূর্ব, রন চিৎকার করে উঠল।... জাতীয় প্রতীক থেকে তারপর সোনার শিলা বৃষ্টির মতো পড়তে শুরু করল প্রত্যেকটি দর্শকদের গায়ে-মাথায়। হ্যারি চারপাশে ছড়িয়ে পড়া 'শ্যামরকস' কুড়োতে কুড়োতে বুঝতে পারলো সেই জাতীয় প্রতীকের অন্তরালে হাজার হাজার ছোট ছোট দাড়িওয়ালা মানুষ। তাদের গায়ে লাল ওয়েস্ট কোট, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ক্ষুদ্রাকার সোনা অথবা পান্নার ল্যাম্প।

'লেপরেচাউনস!' মি. উইসলি হাজার হাজার দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত চিৎকারের মধ্যে বলে উঠলেন। অনেকেই তখন পাগলের মতো চেয়ারের তলায়, মাটি থেকে

স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।... নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে।

এই নেও– রন খুব খুব আনন্দে একমুঠো সোনার মুদ্রা হ্যারিকে হাতে দিয়ে বলল। অমনি কিউলারসের জন্য (অসীম শক্তিশালী লোক)।... এখন তুমি আমাকে ক্রিস্টমাসের হ্যাট কিনে দিতে পারবে।

গ্রেট শ্যামরক অদৃশ্য হয়ে গেল, লেপরেচার্মস গোঁত্তা খেয়ে ভীলার অপরদিকে গোঁত্তা খেয়ে পড়ল। ওরা খেলা দেখার জন্য এখন শান্ত হয়ে বসল।

– এবং এখন ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ সবাইকে বুলগেরিয়ান কিডিচ টিমের জন্য অভিনন্দন জানাতে অনুরোধ করছি! আমি আপনাদের দিচ্ছি ডিমিট্রভের কাছে।

খেলা শুরু হয়ে গেল। জোগার্ফ, লেভস্কি, ভালচানভ, জেলকভ!... ভিক্টর ক্রাম, (মাত্র সতর বছর বয়সী)... সকলেই দূর্দান্ত খেলছে। কে হারে, কে জেতে কেউ বলতে পারছে না।

বেগম্যান উচ্চস্বরে কমেন্ট্রি বক্স থেকে বলল– এবার আপনারা আইরিশ টিমকে শুভেচ্ছা জানান। কন্নোলী, রিয়ান, ট্রয়, মুলেট, মোরান, কুইগলে– আ আ আনন্দ– লিঙ্ক!

নীল জার্সি পরা সাতজন পিচের ওপর দিয়ে ছুটল। হ্যারি ওর বায়োনিকুলার ঘুরিয়ে দেখল... দেখল প্রত্যেকটি প্লেয়ারের ঝাড়ুতে লেখা 'ফায়ার বোল্ট'। আর তাদের নাম রূপালী অক্ষরে জামার পিঠে এমব্রয়ডারি করা।

এবারে ইজিপ্ট থেকে এসেছেন আমাদের রেফারি উইজার্ড আন্তর্জাতিক কিডিচ এসোসিয়েশনের প্রধান সুখ্যাত– হাসান মুস্তফা।

মুস্তাফা বেঁটে খাট মানুষ। মাথায় গোল টাক। গোঁফ অনেকটা আঙ্কেল ভার্ননের মতো। একটা হাতে বড় কাঠের বাক্স। অন্য হাতে ঝাড়ু। হ্যারি ওর অমনিওকুলার স্পিড ডায়েল নর্মাল করে দিল। দেখল মুস্তফা ঝাড়ুর ওপর বসল– তারপর কাঠের বাক্সতে প্রচণ্ডভাবে কিক্ করল। বাক্স থেকে চারটে বল তীর বেগে বেরিয়ে এল। বাঁশি বাজালেন মুস্তফা তীব্রভাবে। বেগম্যান বলল, দি ই-ই-ই-ই...র অফ। মুলার! ট্রয়! মোরান, ডিমিট্রভ। মুলারকে পাস দিয়েছে।...

হ্যারি ওর অমনিকুলার নিয়ে খেলা দেখে যেতে লাগল। নানারকমভাবে নিজের খুশি মতো। এর আগে ও এ ধরনের কিডিচ খেলা দেখেনি। খেলা চলেছে... দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা।

'স্কোর বোর্ডে ফ্ল্যাশ হল : **বুলগেরিয়া একশ' ষাট; আয়ারল্যান্ড একশ' সত্তর।'**

আয়ারল্যান্ডের সাপোর্টাররা জেতার জন্য প্লেয়ারদের বাহবা ও প্রাণপণে চিৎকার করে চলল।

বেগম্যান কমেন্ট্রি বক্স থেকে বলে উঠল– 'আয়ারল্যান্ড জিতেছে।' হঠাৎ

খেলা শেষ হওয়ার জন্য ও অবাক হয়ে গেল।

'ক্রাম বেঈমানি করেছে– কিন্তু আয়ারল্যান্ড জিতেছে।' হে ঈশ্বর, আমি জানতাম না, আমরা কেউ আশা করিনি!

হ্যারি হইচই-এর মধ্যে বলল, ওরা জানে হারানো সোজা নয়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাততালি দিতে লাগল, আইরিশরা সত্যিই অনেক ভাল খেলেছে, হ্যারি বললো।

নবম অধ্যায়

দ্য ডার্ক মার্ক

কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে নামতে নামতে মি. উইসলি ফ্রেড আর জর্জকে সাবধান করে দিলেন– খবরদার! তোমাদের মা যেন জানতে না পারেন তোমরা দু'ভাই খেলার মাঠে এসেছ।

ফ্রেড বলল– ভেব না ড্যাডি। আমাদের মাথায় কিছু একটা করার প্ল্যান আছে। মাকে আমরা এই খরচের অন্য একটা হিসেব দেব।

উইসলি ওদের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন– প্ল্যানটা কি জানার তার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু জানতে চাইলেন না।

এখন সকলে চলেছে যে যার ক্যাম্পের দিকে। ওরাও চলল সেই জনস্রোতের সঙ্গে। রাতের হাওয়ার সঙ্গে সকলের বেশুরো গলার গান মিশে গেল। পথ দেখার জন্য হাতে ওদের লণ্ঠন। কেউ কেউ আনন্দ-উল্লাসে হাতের লণ্ঠন উঁচু করে দোলাতে দোলাতে চলেছে। টেন্টে ফিরে গিয়েও ওদের 'কিডিচ' খেলা দেখার উন্মাদনা মোটেই কমে না। কারোরই যেন ঘুমোবার কোন তাগিদ নেই। উইসলি সবার সঙ্গে একমত হলেন শোবার আগে তারা কোকো খাবে। তারপর শুরু হল খেলার কথা। মি. উইসলি খেলা সম্বন্ধে চার্লির সঙ্গে একমত হলেন না, তর্ক চলল। জিন্নি দারুণ ক্লান্ত। ছোট টেবিলটায় কোকোর কাপ নিয়ে টেবিলে মাথা রাখতেই ঘুমিয়ে পড়ল। হাত সরাতে গিয়ে কোকোর কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ওদের খেলার তর্ক থামতে চায় না... অধৈর্য হয়ে উইসলি বললেন, তোমরা ভার্বাল রিপ্লে থামাও– অনেক রাত হল শুতে-টুতে হবে না? হারমিওন ও জিন্নি পাশের টেন্টে চলে গেল। উইসলি, হ্যারি ও অন্যরা পাজামা পরে বাঙ্কে শুয়ে পড়লো। পাশের ক্যাম্পে তখনও সমান তালে চলেছে– গান, তর্ক আর হৈ চৈ।

– ভালই হয়েছে আমি এখন ছুটিতে, উইসলি রেগে গিয়ে বললেন– তা না

হলে ওদের মাঝরাতে সকলকে বিরক্ত করতে মানা করতাম। আয়ারল্যান্ড জিতেছে বলে আর কত সেলিব্রেট করবে!

রনের ঠিক উপরের ব্যাঙ্কে শুয়েছে হ্যারি। ওরও ঘুম আসছে না। এখনও ওর সমস্ত দেহটা ঝন ঝন করছে। ও টেন্টের সিলিং-এ তাকিয়ে রইল। সিলিং বলতে টেন্টের ক্যানভাস। মাঝে মাঝে কেউ আশপাশে লণ্ঠন জ্বালিয়েছে তারই রশ্মি টেন্টে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। ও চায় ভবিষ্যতে একজন কিডিচ প্লেয়ার হতে। ভাল প্লেয়ার হতে গেলে কেমনভাবে খেলতে হবে অলিভার উড ওকে কখনও কোনদিন বলেনি। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হল জাতীয়দলের ও একজন হয়েছে। জার্সির পেছনে ওর নম্বর আর নাম লেখা রয়েছে। ওর কানে এল বেগম্যানের উদাত্ত কণ্ঠস্বর সারা স্টেডিয়াম গমগম করছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– পটার পটার!

ক্রামের মতো ওর দিবাস্বপ্ন– উড়ছে, উড়ছে... হয়ত একদিন সত্যতে পরিণত হবে। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, ঘুম ভাঙার পর।

– রন, হ্যারি আর শুয়ে থেক না, উঠে পড়, খুব দরকার আছে! ধড়মড় করে উঠে পড়ে, বসতে গিয়ে মাথাটা খটাস করে লাগল টেন্টের চাঁদওয়াতে।

– কী... কী হয়েছে? উইসলি চুপ করে রইলেন। উইসলি শুধু চুপ নয়... আশপাশের সমস্ত টেন্টে একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ তারা কিডিচ খেলা দেখতে এসে পাত্তারি গুটিয়ে চলে গেছে। তাদের চিৎকার, গান কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সব নীরব হয়ে গেছে।

হ্যারি যত তাড়াতাড়ি পারে ব্যাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়ে জীনসটা পরে নিল। মি. উইসলি বললেন– সময় নেই তাড়াতাড়ি!

হ্যারি টেন্টের বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল রনও এসে গেছে।

যেখানে ওদের টেন্ট... তার চারপাশের টেন্টগুলোর সামনে খুব সম্ভব জনমানব শূন্য হলেও কাঠের উনুনগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। তারই আলোতে দেখল... দলে দলে লোকেরা প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের ওপর একটা আলো আকাশ থেকে ঘুরে-ফিরে পড়ছে– ঠিক কামানের গর্জনের মতো শব্দ হচ্ছে। মদ্যপের অসংলগ্ন চিৎকার, সেই হাস্য আলো আর গর্জনের সাথে সাথে সমান তালে চলছে। তারপরই সব থেমে নিয়ে সবুজ আলোতে অরণ্যটা ভরে গেল। হ্যারি পরিষ্কারভাবে সবকিছুই দেখতে পেল– দেখল একদল জাদুকর হাতে জাদুদণ্ড আকাশের দিকে তুলে চলেছে। সেই দণ্ড থেকে সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল হ্যারি। যারা দলবদ্ধ হয়ে দণ্ড উঁচু করে চলেছে তাদের দেহ আছে; কিন্তু মুণ্ডু নেই। পরে বুঝতে পারে হ্যারি, না ওদের মাথা ও মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। ওদের ওপরে মধ্যাকাশে ভেসে চলেছে অদ্ভুত চারটে প্রাণী। তারা যেন পুতুল খেলার হাতের দণ্ডের অদৃশ্য সুতো দিয়ে নিচের লোকদের পরিচালনা করছে।

চারটের মধ্যে দু'জন খুবই ক্ষুদ্রাকারের।

আরও বেশকিছু জাদুকর সেই দলে যোগ দিয়েছে। হাসছে আর ভাসমান সেই চারজনের দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে। যারা হেঁটে যাচ্ছে তাদের পায়ের চাপে শুন্য টেন্টগুলো ভেঙে পড়ছে। কেউ কেউ আবার দণ্ড দিয়ে টেন্টে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।... হৈ হুল্লোড় ও চিৎকারে সারা জায়গাটা গমগম করছে।

একটা জ্বলন্ত টেন্টের ওপর দিয়ে যাবার সময় চারটে প্রাণীর মধ্যে একজনকে হ্যারি চিনতে পারলো– রবার্ট! ক্যাম্প সাইটের ম্যানেজার বাকি তিনজন খুব সম্ভবত তার পরিবারের– স্ত্রী ও পুত্র কন্যা। একজন জাদুকর হাতের দণ্ড 'ফ্লিক করতেই মিসেস রবার্টস উল্টে গেলেন। তার পা ওপরে মাথা নিচে চলে গেল। তার রাতের পোশাক খসে পড়লো। তিনি নিজের অর্ধনগ্ন দেহ ঢাকতে চেষ্টা করতেই নিচের জাদুকর জনতা হা! হা! করে হেসে উঠল।

রন প্রচণ্ড রাগে বলল– অসভ্য, বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর দৃষ্টি মাগল শিশুটির দিকে। মাটি থেকে ষাট ফিট ওপরে ও লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। রন সেই বীভৎস অত্যাচারের দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারলো না।

হারমিওন, জিন্নি ওদের নাইট ড্রেসের ওপর ওভারকোট চাপিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল– সঙ্গে মি. উইসলি। ছেলেদের টেন্ট থেকে বিল, চার্লি ও পার্সি এল। ওরা প্রস্তুত। হাতে জাদুদণ্ড, শার্টের আস্তিন গুটাল।

মি. উইসলি উচ্চস্বরে বললেন– আমরা এখানে মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করব... বিপন্ন ওই চারজনকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। তোমরা অরণ্যে চলে যাও... কিন্তু একসঙ্গে থাকবে। আমি প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তোমাদের সাহায্যের জন্য আসছি।

বিল, চার্লি, পার্সি নিরাপদ স্থানে ধাবমান লোকজনের পেছনে পেছনে গেল। মি. উইসলি চললেন ওদের পেছন পেছন। মন্ত্রণালয়ের জাদুকররা নানাদিক থেকে সেইখানে ছুটে এল। আকাশের উঁচুতে ভাসমান রবার্ট পরিবারের নিচে মাঠে জনতা একটু একটু করে নিজেদের মধ্যে ছোট কেন্দ্র তৈরি করে ফেলল– কাল জাদু রুখতে।

ফ্রেড, জিন্নির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলতে চলতে বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না– বনে চল, বিপদ হতে পারে। যেতে যেতে ওরা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল শূন্যে ভাসমান রবার্ট পরিবারের নিচে লোকের সংখ্যা আরও যেন বেশি হয়ে গেছে। মিনিস্ট্রির জাদুকররা মাথায় হুড পরা জাদুকরদের ভেতরে ঢুকে তাদের জাদুদণ্ড দিয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পারছে না... দারুণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি! যারা বাঁচাতে এসেছে কোনও জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারছে না– ভয়, তারা যদি ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যায়!

স্টেডিয়াম যাবার রাস্তার ধারে ধারে যে রঙিন আলোর মালা ছিল সেগুলো

নিভে গেছে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে খেলা দেখতে আসা ছোট শিশুরা অসহায়, মহিলারা আত্মরক্ষার জন্য গাছে চেপে, গুহাতে লুকিয়ে কাঁদছে। হ্যারির মনে হল কিছু লোক অন্ধকারের মধ্যে ছুটছে... তাদের মুখ দেখতে পেল না। যাবার সময় ওরা ওকে ধাক্কা দিতে লাগল। হঠাৎ সেই সময় রনের গলার স্বর শুনতে পেল। রন ব্যথায় আর্তনাদ করছে।

– কী হয়েছে হারমিওন? হারমিওন অন্ধকারের মধ্য থেকে বলল... রনকে খুঁজতে যাবার সময় ওর হ্যারির সঙ্গে ধাক্কা লেগে হারমিওন মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু রন কোথা থেকে ডাকছে? হ্যারি সশব্দে বলল, রন, রন, তুমি কোথায়? অতি অন্যায় করছে শত্রুরা...! মাটিতে উঠে দাঁড়াল হারমিওন।

হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোতে দেখল রন গাছের তলায় পড়ে রয়েছে। রন বলল, 'লুমাস'।

'কে যেন পেছন থেকে বলল– খুব লাগেনি আশাকরি।

হ্যারি, রন ও হারমিওন পেছনে ফিরে দেখল– ড্র্যাকো ম্যালফয়! ও নির্বিকার চিত্তে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।... যা ঘটেছে ওসব ভাবলেশহীনভাবে দেখে চলেছে। কালো জাদুকরদের তাণ্ডবে ওর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।

মিসেস উইসলির সামনে রন ম্যালফয়কে যে কথাটা কখনও বলতো না, সেই কথাটা এখন ও ম্যালফয়কে দেখতে পেয়ে বলল– একটা কিছু করুন মি. ম্যালফয়।

ভাষা, তোমার অনুরোধের নয় রন। ওর বিবর্ণ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। –তুমি কী চাও হারমিওনও আকাশে উড়ুক?

তা দেখতে চাও?

হারমিওন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল– এ কথার অর্থ কী?

– মিস গ্রেঞ্জার আমার জাদুকররা মাগলদের নিধন করছে, ম্যালফয় বিশ্রিভাবে হেসে বলল– তুমি কী চাও তুমিও ওদের মতো আকাশে উড়তে।

ম্যালফয় হারমিওনের দিকে তাকাল।

ম্যালফয় বলল– ওরা মাগল। তুমি কী চাও মিসেস রবার্টের মতো তোমার অবস্থা? তোমার নিকার শরীর থেকে খুলে আকাশে উড়ুক?

হ্যারি বলল– হারমিওন মাগল নয়। ছাত্রী জাদুকরী।

– নিজের চড়কায় তেল দাও ছোকরা! ম্যালফয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল। হাসিটা ওর শয়তানের মতো! ভাল চাও তো যেখানে আছো সেখানে থাক। ওরা মাগলদের রক্ত পছন্দ করে।

রন বলল– মুখ সামলে কথা বলুন মি. ম্যালফয়। সকলেই জানে কোনো ভদ্র

মাগল রক্ত বলা খুবই অশোভন।... জাদুকর জাদুকরীদের শরীরে মাগল রক্ত থাকতেও পারে। আপনি কতটুকু জানেন?

– ওসব কথা ছাড় রন। হারমিওন বলল। রন, ম্যালফয়ের দিকে এগোতে দেখে ওর হাত টেনে ধরল। শুধু শুধু বিপদ টেনে আনছে ও।

অরণ্যের অন্যদিক থেকে– খুব জোরে 'ব্যাঙ্গ' শব্দ শোনা গেল। শব্দটা অতি ভয়ঙ্কর! আগে কখনও কেউ এমন গর্জন শোনেনি। আশপাশের মানুষজন ভয়ে বিবর্ণ, কুঁকড়ে গেল সেই অচেনা শব্দে।

ম্যালফয় আগের মতো শয়তানী হাসিতে বলল– আমি তো ওদের বাধা দিতে পারি না মাস্টার তুমি বল আমি কী পারি পটার?

হারমিওন ম্যালফয়ের মুখের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, চল, ওরা সব গেল কোথায় খোঁজা দরকার।

ম্যালফয় হি. হি. করে হেসে বলল– গ্রেঞ্জার তোমার মাথার চুলগুলো ঠিক কাকের বাসা, ওগুলো মুখ থেকে হটাও। হ্যারি ও রনের হাত ধরে হারমিওন বলল– চল।

রন যেতে যেতে বলল– আমি হলফ করে বলতে পারি ওইসব কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা কালো জাদুকরদের মধ্যে ম্যালফয়ের বাবাও আছে। হারমিওন বলল– মন্ত্রণালয় ওকে ধরবে... আশ্চর্য ওরা কোথায় গেল বলতো!

কোথায় গেল ফ্রেড-জন- জিন্নি? এত দেশী- বিদেশী জাদুকররা প্রাণ বাঁচাতে ছুটোছুটি করছে। কিছু কিছু তাঁবুতেও হুড়োহুড়ি করছে।

ওরা দেখল কয়েকজন ওদের বয়সী ছাত্র-ছাত্রী (কোন্ দেশের জানে না) তর্ক-বিতর্ক করছে। পরণে তাদের পাজামা। একটি মেয়ে হ্যারি, রন আর হারমিওনকে দেখে বলল, 'Ou est Madame Maxime? Nous l'avous perdue-' (ওদের মনে হল মেয়েটি বলছে 'মাদাম ম্যাক্সিম কোথায়... আমাদের তো ফিরতে হবে)'... রনের মুখের দিকে তাকিয়ে হারমিওন বলল– ওরা বক্সবেটন ম্যাজিক অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রী। আমি অ্যাপ্রাইজল অফ ম্যাজিক্যাল এডুকেশন ইন ইউরোপে পড়েছি। রন সে কথায় কান না দিয়ে বলল– মনে হয় বেশি দূরে যায়নি ওরা। জাদুদণ্ডে হারমিওনের মতো আলো জ্বালিয়ে পথ চলতে লাগল। হ্যারি নিজের জাদুদণ্ড হাতে নেবার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল। কিন্তু পকেটে রয়েছে বায়োনোকুলার! জাদুদণ্ড নেই। পকেটগুলো আতিপাতি করে খুঁজলো হ্যারি। না নেই।

– আরে কোথায় গেল আমার জাদুদণ্ড?... হারালো নাকি?

– ধ্যাৎ ঠাট্টা করছ তুমি?

রন আর হারমিওন ওদের টর্চের আলো জ্বলা দণ্ড দুটো ওপরে তুলল। আলো

পড়ে যদি ওটা পাওয়া যায়। হ্যারি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওর জাদুদণ্ড পেলো না।

মর্মর ধ্বনি শুনে তিন জনেই সজাগ হয়ে গেল। দেখল উইঙ্কী (ক্রীতদাসী) একটা ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে তারই শব্দ। খুব কষ্ট করে ও ঝোপঝাড় পথ করে বের হয়ে আসছে। ওর মনে হয়েছে কেউ যেন অদৃশ্য থেকে ওকে তাড়া করেছে। আটকে রাখতে চাইছে।– মুখ দেখে মনে হল।

উইঙ্কি মুখে বলল– একজন শয়তান কালো জাদুকর!... উইংঙ্কীকে ও আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। উইঙ্কি ওদের কাছ থেকে পালাবে।

রন ওর দিকে তাকিয়ে বলল– দৌড়াতে ওর অসুবিধে কী? ঠিকমত দৌড়াতে পারছে না কেন?

হ্যারি বলল– ও সম্ভবত পালাবার অনুমতি পায়নি।

হারমিওন বলল– তোমরা তো জান ওদের জীবন কত কষ্টের। ওদের সঙ্গে বাড়ির লোকেরা খুব খারাপ ব্যবহার করে। ক্রীতদাস হলে যা হয়। মি. ক্রাউচের বদন্যতায় ও টপে বসেছিল। ম্যালফয় ওকে জাদুবলে পঙ্গু করে রেখেছিল ফলে টেন্টে আক্রমণ হলে ও দৌড়াতে পারেনি। বুঝি না মানুষ কেন ওদের অত্যাচার করে, এত যন্ত্রণা দেয়।

রন বলল– ওরা তো সুখেই আছে। তুমি হাউজ এলকদের কথা শুনেছো না। ওরা বলেছিল, ক্রীতদাসীদের আনন্দ করার অধিকার নেই। ওরা এটাই পছন্দ করে।

হারমিওন বলল– সকলে নয়, তোমার মত লোকেরাই এই ধরনের কথা ভাবে রন। যারা কুড়ে তারা কিছু বদলাতে বা পরিবর্তন করতে চায় না। ওরা বড় হয়ে ওঠে একটা সংস্কারের মধ্যে।

আবার ওরা শুনতে পেল কামানের মতো গর্জন। গর্জনটা অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

রন বলল– বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা এগোই।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকালো। হ্যারির আশঙ্কা হলো ম্যালফয় যা বলেছে তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে, বোধহয় হারমিওনেরও বিপদের সম্ভাবনা ওদের চেয়ে বেশি। ম্যালফয় বলেছে হারমিওনের দেহে আছে মাগল রক্ত! ওরা অন্ধকারের পথ দিয়ে অরণ্যের গভীরে হাঁটতে লাগল।... চলতে চলতে ফ্রেড, জর্জ আর জিন্নির খোঁজ করতে লাগল।... পথের ধারে অনেক মানুষ বসে রয়েছে... তারা সবাই খেলা দেখতে এসেছিল। ডার্ক ম্যাজিক জাদুকরদের ভয়ে ওরা পালাচ্ছে।... এক জায়গায় দেখতে পেল একদল গবলিন বসে থলে ভর্তি সংগ্রহ করে আনা সোনা নিজেদের মধ্যে ভাগ করছে। ক্যাম্প সাইটে কি ঘটেছে তার প্রতি ওদের কোনও হুঁস নেই। ওরা আরও খানিকটা ভেতরে এগিয়ে গেল। গাছের পাতার ফাঁক

দিয়ে পথে রূপালী আলো পড়েছে। দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা দেখল জঙ্গলে ঢোকার মুখে তিনটি অতি সুন্দরী ভীলা'কে ঘিরে কিছু অল্পবয়সী জাদুকর হাসাহাসি করছে।

ওদের মধ্যে একজন বড়াই করে বলল– প্রতিবছর আমি একশ' বস্তা সোনার গ্যালিয়ন আয় করি। কমিটি ফর দ্য ডিসপোজাল অফ ডেঞ্জারাস ক্রিয়েচারস'র আমি ড্রাগন কিলার।

ওর বন্ধু হেসে বলল– স্রেফ বাজে কথা। তুমি মোটেই তা নও। লিকি কলড্রনে তুমি থালাবাসন পরিষ্কার কর... কিন্তু আমি ভ্যাম্পায়ার হান্টার... আজ পর্যন্ত আমি নব্বইটা মেরেছি।

মুখময় ব্রণ ভর্তি তৃতীয় জাদুকর বলল–... আমি দেশের কনিষ্ঠতম ম্যাজিক মন্ত্রী হতে চলেছি... আমি...।

কথা শুনে হ্যারি হাসিতে ফেটে পড়ল।... ব্রণ ভর্তি জাদুকরকে ও চিনতে পারলো– ওর নাম স্ট্যান শানপাইক, ও আসলে তিনতলা বাসের বাস কন্ডাকটর!

হ্যারি, রনের দিকে তাকাল। রনের মুখটা বিশ্রিভাবে ঝুলে রয়েছে। পর মুহূর্তেই রন বলল– আমি কী তোমাদের বলেছি যে আমি এখন একটা জাদু ঝাড়ু বানিয়েছি সেটাতে চেপে শুক্র গ্রহে যাওয়া যায়।

হারমিওন বলল– সত্যি! কথাটা বলে হ্যারি আর হারমিওনওকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল রন।... একটু একটু করে ভীলা আর স্তাবকদের কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না। ওরা তখন অরণ্যের মাঝখানে পৌঁছেছে।... সেখানে জন-প্রাণী নেই এত নিস্তব্ধ যে, একটা গাছের পাতা গাছ থেকে পড়লে শোনা যায়। হ্যারি বলল, আমরা এখানে অপেক্ষা করি।

ওর কথা শেষ হবার আগেই লাডো বেগম্যান একটা গাছের আড়াল থেকে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

জাদু দণ্ডের মৃদু আলোতে ওরা বেগম্যানের অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ্য করল। কেমন যেন ঢিলে-ঢালা। মুখে হাসি নেই... চলায় চঞ্চলতা নেই। মুখটা ফ্যাকাসে শুধু নয় চিন্তিতও।

বেগম্যান ওদের দেখে বললেন– কে তোমরা? এখানে তোমরা কেন?

ওরা আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল।

রন বলল– ওধারে মনে হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে।

বেগম্যান খেঁকিয়ে উঠে বললেন– কী বললে?

– ক্যাম্পের দিকে... কিছু জাদুকর এক মাগল পরিবারকে ধরেছে।

বেগম্যান অট্টহাস্য করল– ওরা চুলোয় যাক।... কথাটা বলে অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

– বেগম্যান কেমন যেন অস্বাভাবিক... তাই না? হারমিওন বলল।

রন বলল– এক নম্বরের জুয়ারি।... ও একটা গাছের তলায় শুকনো ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল... দ্য উইমবোর্ন ওয়াসপম পর পর তিনবার জিতেছে... ও হেরেছে।

কথাটা বলে রন পকেট থেকে ক্রামের ছোট একটা আবক্ষ মূর্তি বের বরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

হ্যারির তখন মাঝে মাঝে কানে আসছে ক্যাম্প সাইট থেকে হৈ চৈ-এর শব্দ। তাহলেও চতুর্দিক নীরব... নিস্তব্ধ। তাহলে খুব সম্ভব দাঙ্গা থেমে গেছে।

হারমিওন বেশ খানিকটা সময় নীরব থেকে বলল– মনে হয় সবাই এখন নিরাপদ। দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেছে।

রন বলল– তাই যেন হয়।

হ্যারি বলল– ধর তোমার বাবা লুসিয়াস ম্যালফয়কে ধরলে কি হবে...। হ্যারি রনের ক্রামের মডেলের দিকে তাকালো। রন একইরকম ভাবে ক্রামের মূর্তিটা দেখে চলেছে।

হারমিওন বলল– নিরপরাধ মাগলদের জন্য মায়া হচ্ছে। ওদের শূন্য থেকে যদি নামানো না যায়?

– যাবে, কেন যাবে না, হ্যারি বলল। হঠাৎ কিছু ধপধপ শব্দ শুনতে পেলো।

– হ্যালো, হ্যারি কান খাড়া করে বলল।

কোনও শব্দ নেই। হ্যারি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। তখনও আঁধার কাটেনি তাই দূরের জিনিস অস্পষ্ট।

– ওখানে তোমরা কে? ও বলল।

তারপর, কোনরকম সময় না দিয়ে বলতে গেলে হ্যারির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ... যা কখনও ওই অরণ্যে এসে শোনেনি, অনেকটা মন্ত্রের মতো।

মোরসমোর্ডে! মোরসমোর্ডে!

হ্যারির চোখের সামনে যে গাছপালা, ঝোপঝাড় ওর দৃষ্টিরুদ্ধ করে রেখেছিল তা হঠাৎ সেই শব্দের পর হঠাৎ কোথায় যেন উবে গেল। কে যেন আকাশে ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে গেল সবকিছু।

কী দেখছ? হ্যারিকে প্রশ্ন করল রন।

এক মুহূর্তের মধ্যে হ্যারির মনে হল– আর একটা নতুন 'লেপরেচাউন' গড়ে উঠেছে। না তা নয়, হাজার হাজার মানুষের মাথার খুলি, অনেকটা পান্নার তারার মতো। তাদের জিবের বদলে জীবন্ত সাপ বেরিয়ে আসছে। ওরা চতুর্দিক দেখতে দেখতে উঁচুতে উঠে যেতে লাগল, সবুজ রঙের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল চতুর্দিকে... সারা আকাশটা সবুজ মেঘে ঢেকে গেল।

সহসা অরণ্যের গাছপালা, লতা... সবকিছুই বিকট শব্দে কাঁপিয়ে দিল। কেন এসব হচ্ছে, লুকিয়ে থেকে কে ভেল্কিবাজি করে চলেছে হ্যারি বুঝতে পারে না। কিন্তু যা দেখছে তা তো সত্যি! হঠাৎ জনবসতি উধাও হয়ে শত শত... হাজার হাজার মানুষের খুলি, সাপ, সবুজ ধোঁয়া, পান্নার মতো রঙ, আকাশে উড়ে যাওয়া... কালো মেঘ সবুজ মেঘে রূপান্তর... সবই সত্য। চোখের সামনে দেখছে হ্যারি। ওখানে কে? হ্যারি সাহস করে বলল। হারমিওন তখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। হ্যারির জ্যাকেটটা ধরে টানতে টানতে বলল– হ্যারি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। পালাই।

হ্যারি হারমিওনের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল– কেন কী হয়েছে?

– হ্যারি ডার্ক মার্ক এসেছে, হারমিওন ফিসফিস করে বলল... ভীষণ জোরে, তারপর শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে বলল– ইউ নো হু? ওর আসার সব সঙ্কেত!

– হ্যারি ভাবার সময় নেই চল পালাই। ইউ-নো-হু সাংঘাতিক।

– হ্যারি ঘুরে দাঁড়াল। রন তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্রাকৃতি ক্রামকে পকেটে পুরলো।

– ওরা তিনজন অরণ্যের মুখের দিকে ছুটল। অরণ্য থেকে পালাবার সেটাই একমাত্র রাস্তা!

– ভোল্ডেমর্টস– এসেছে পুরনো শক্তি নিয়ে...।

– হ্যারি কথা বলার সময় নেই। চলে এস।

– হ্যারি পেছনে তাকাল; একটা জিনিস অনুধাবন করল, প্রত্যেকটি জাদুকর ওর দিকে জাদুদণ্ড তাক করে রয়েছে। শুধু ওর দিকে নয়, রন আর হারমিওনের দিকেও। কোন চিন্তা না করে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হ্যারি উচ্চস্বরে বলল, 'ডাক!'... তারপর দু'জনকে দু'হাত ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বিশটি স্বর একই সঙ্গে গর্জন করে উঠল **'স্টুপিফাই'**। তারপর আগুনের শিখা... এত তার উজ্জ্বলতা... চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হ্যারির মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। যেন শব্দের চেয়ে দ্রুতবেগে ঝড় এসে ওর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। ঝড়... তীব্র তার গতিবেগ... সমস্ত গাছপালা প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। সামান্য... প্রায় এক ইঞ্চি মাথা উঁচু করে দেখল জেটের মতো তীব্র লাল আলো ওদের ওপর দিয়ে জাদুকরদের দণ্ড দিয়ে আলো প্রবাহিত হচ্ছে। চতুর্দিক থেকে সার্চ লাইটের মতো। পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরছে।

তীব্র কণ্ঠে কে যেন বলল– স্টপ! ও আমার পুত্র। হ্যারির চুল ঝড়ো হাওয়াতে আর খাড়া হয়ে রইলো না। ও ধীরে ধীরে মুখটা তুলল। দেখল ওর সামনে যে জাদুকর জাদুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে নামিয়ে নিয়েছে জাদুদণ্ড। পাশেই মি. উইসলি দারুণ উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কম্পিত কণ্ঠে বললেন– রন, হ্যারি, হারমিওন তোমরা ভাল আছ– তো?

– অনাবশ্যক প্রশ্ন করছ আর্থার, শিরশিরে গলায় কেউ বলল।

মি. ক্রাউচ কথাটা বলেছেন। তিনি আর মন্ত্রণালয়ের জাদুকররা ওদের ঘিরে রয়েছেন। হ্যারি ওদের মুখোমুখি হবার জন্য দাঁড়াল। মি. ক্রাউচ দারুণ ক্রোধে ছটফট করছেন।

– তোমাদের মধ্যে কে কাজটা করেছে? ক্রাউচ মুখ বিকৃত করে প্রশ্ন করলেন।... ওর জ্বলন্ত ধূর্ত দু'চোখ ওদের দিকে ঘুরছে। তোমাদের মধ্যে কে ডার্ক মার্ক ভেলকি দেখিয়েছ?

– আমরা করিনি! হ্যারি মাটিতে পড়ে থাকা একটা খুলির দিকে তাকিয়ে বলল।

– আমরা কেউ কিছু করিনি!... ও উইসলির দিকে তাকিয়ে কনুই চুলকোতে চুলকোতে বলল।

– কেন আমাদের আক্রমণ করছো?

– মিথ্যে কথা বলবে না, স্যার! তোমাদের ওখান থেকেই আক্রমণটা পরিচালিত হয়েছে। ক্রাউচ চিৎকার করে বললেন। ওর হাতের দণ্ড তখনও রনের দিকে তাক করা। পাগলের মতো ওর চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। মুখের ভাব এমন যেন একটা মারাত্মক রকমের অপরাধ হাতেনাতে ধরেছেন।

– বার্টি ওরা সবাই ছেলেমানুষ... ওরা এমন জঘন্য অপরাধ করতে পারে না। লম্বা ঢিলেঢালা আলখেল্লা পরা এক জাদুকর বললেন।... অন্যায়ভাবে ওদের চাপ দিচ্ছেন।

মি. উইসলি বললেন– তাহলে তোমরা বল কোথা থেকে মার্ক এসেছে? হারমিওন ঝোপের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল– ওখান থেকে।

আমি শুনেছি ওরা চিৎকার করে জাদুমন্ত্র বলেছিল।

ক্রাউচ হারমিওনের দিকে তাকিয়ে বললেন– ও ওখানে দাঁড়িয়েছিল? ক্রাউচের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ।... কী বললে জাদুমন্ত্র... সত্যি? তাহলে বুঝতে হবে তুমি মেয়েটি খুব ভাল করেই জান কেমন করে মার্ককে ডাকা হয়...।

কিন্তু মিনিস্ট্রির একমাত্র মি. ক্রাউচ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাস করে না হ্যারি– রন- হারমিওনের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাথার খুলি কে আহ্বান করেছে; ওরা হারমিওনের কথামত যে জায়গাটা হারমিওন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিল সেদিকে ওদের জাদুদণ্ড তুলল।... জায়গাটা বড় বড় গাছের ফাঁকে অন্ধকার।

পশমের ড্রেসিং গাউন পরা এক জাদুকরী বলল– আমাদের দেরি হয়ে গেছে... ওরা সবাই পালিয়েছে।

সেডরিকের বাবা আমোস ডিগরি বললেন– আমাদের স্টানার্সরা গাছের ফাঁকে

সঠিক স্থানটিই ধরতে পেরেছিলো... ওদের ধরার প্রবল সম্ভাবনা আছে।

– আমোস সাবধানে যাবে! কয়েকজন জাদুকর কথাটা বলবার পর মি. ডিগরি ঝোপের অন্ধকারের দিকে চলে গেলেন।

কয়েক সেকেন্ড পর মি. ডিগরির গলা শোনা গেল– হ্যাঁ ধরা পরেছে... একজন চেতনা হারিয়ে পড়ে রয়েছে।

ক্রাউচ চিৎকার করে উঠলেন– পেয়েছেন? কাকে পেয়েছেন? এমনভাবে বললেন, যেন ডিগরির কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে ডিগরি আবার ওদের সামনে দাঁড়ালেন। হাতে তার একটা অচেতন মানুষ। ছোটখাট এক মেয়ে ছোট টাইপে। হ্যারি টি টাওয়ালটা দেখে চিনতে পারলো, এটা কে!

ডিগরি উইঙ্কীকে ক্রাউচের পায়ের কাছে ফেলে দিলেন। ক্রাউচ বললেন– না হতে পারে না। এ কাজ ও করতে পারে না। কথাটা বলার পর যেখানে উইঙ্কীকে পাওয়া গেছে সেখানে চলে গেলেন।

ডিগরি বললেন– অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

এ'তো বার্টি ক্রাউচের বাড়ির পেঁচা!

তুমি কি বলো?

উইসলি বললেন– এটা কী ক্রীতদাসের কাজ? ডার্ক মার্কস জাদুকরদের চিহ্ন।

ওটা করতে গেলে জাদুদণ্ড লাগে।

হ্যাঁ মানছি। ডিগরি বলল– ওর কাছে দণ্ড পাওয়া গেছে। কথাটা বলে ডিগরি একটা দণ্ড উইসলিকে দেখাল।... 'তাহলে মানতে হবে তিন ধারা, 'কোড অফ ওয়ার্ল্ড ভঙ্গ করা হয়েছে। মানুষ নয় এমন কোনো প্রাণী এই দণ্ড ব্যবহার ও সঙ্গে নিয়ে ঘোরার অনুমতি পেতে পারে না।

ঠিক সেই সময় অদৃশ্য হয়ে লাডো বেগম্যান স্বশরীরে এসে হাজির। ও খুব হাঁফাচ্ছে... কেমন যেন ভাব... তার সময় দাঁড়িয়ে থেকে লাফ দিয়ে চলে গেলেন পান্না রঙের জমা করা মানুষের মাথার খুলির দিকে।

'ডার্ক মার্ক!' ও হাঁফাচ্ছে... বার্টি ধরতে পেরেছে, কে ব্যবহার করেছে?... এসব কি হচ্ছে?

ওদিকে মি. ক্রাউচ শূন্য হস্তে ফিরে এলেন। তখনও তার মুখ ভূতের মতো সাদা! ওর বুরুষের মতো গোঁফ কাঁপছে।

বেগম্যান বললেন– তুমি কোথায় গিয়েছিলে বার্টি? তুমি তো খেলা দেখতে মাঠে ছিলে না। তোমার ক্রীতদাসী তো তোমার জন্য জায়গা রেখেছিল। বেগম্যান লক্ষ্য করে যে ক্ষুদে ক্রীতদাসী ক্রাউচের পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে। – ওর কী হয়েছে?

ক্রাউচ বলল– আমি এখন খুব ব্যস্ত লাডো। তখনও তার গলা স্পষ্ট নয়। আমার ভূতকে সম্ভবত সম্মোহিত করা হয়েছে।

– সম্মোহিত? কেন?

কি বলবেন ভেবে পেলেন না লাডো। অদূরে পড়ে থাকা মাথার খুলিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে ভূত উইঙ্কী আর ক্রাউচের দিকে তাকালেন।

– না উইঙ্কী এমন কাজ করতে পারে না, ডিগরি বললেন। আমি জানি ও কারও আদেশে সিটটা দখল করে বসেছিল। মনে হয় আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালই। তো এই ব্যাপারে ভূতের কি বলার আছে আমাদের জানার প্রয়োজন আছে মি. ক্রাউচ।

ক্রাউচ যেন ডিগরির কথা শুনতে পাননি এমনই এক মুখের ভাব করে রইলেন। কিন্তু চুপ করে থাকা মানে একরকম সম্মতি সেটা বুঝতে পেরে দণ্ডটা উইঙ্কীর দিকে প্রসারিত করে বললেন, এনারভেট।

উইঙ্কী সামান্য নড়েচড়ে বসল– তবে খুবই দূর্বল সন্দেহ নেই। ওর বড় বড় বাদামী চোখ দুটো মাঝে মাঝে খোলে আবার বন্ধ হয়ে যায়।... উইঙ্কী ধীরে ধীরে উঠে বসল। প্রথমে ওর ডিগরির পায়ের ওপর চোখ পড়ল– তারপর আকাশের দিকে মুখ তুললো। ডিগরি বুঝতে পারলেন ওর চোখে ভাসছে শত শত মানুষের মাথার খুলি।... খানিকটা সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ওকে ঘিরে ধরা মন্ত্রণালয়ের জাদুকরদের দিকে চোখ পড়তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ডিগরি বললেন– উইঙ্কী তুমি বোধহয় জানো না আমি কন্ট্রোল অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারের একজন সদস্য! রেগুলেসন ও কন্ট্রোলের। যা যা ঘটেছে তোমায় বলতে হবে আমাকে।

উইঙ্কীর তখনও সম্মোহনের ঘোর কাটেনি। সমানে দুলতে থাকে, কখনও এগোয়, কখনও পেছোয়। ওর মনে হয় বুকের মধ্যে জমে থাকা দুঃখের ভাণ্ডার বুক ফেটে চৌচির হয়ে বেরিয়ে আসবে।

মি. ডিগরি শান্তভাবে বললেন– শোন উইঙ্কী, কিছুক্ষণ আগে এখানে মারাত্মক ডার্ক মার্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল। তারপর ঠিক যেখান থেকে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছিল সেখানে তোমাকে পাওয়া গেছে। এ সম্বন্ধে তোমার বিস্তারিত কিছু বলার আছে! অনুগ্রহ করে আমাকে নির্ভয়ে বলতে পার।

– আ... আ... আমি কিছু করিনি স্যার! উইঙ্কী থতমত খেয়ে বলল– কেমন করে হল আমি জানি না স্যার। মি. ডিগরি দণ্ডটা ওর সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে তোমার হাতে এটা পাওয়া গেছে।... দণ্ড থেকে সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মাথার খুলিগুলো থেকে আলো ফুটে উঠল। হ্যারি ওর জাদুদণ্ড চিনতে পারলো।

- আহ্- জাদুদণ্ডটা তো আমার; ও বললো।

অরণ্যের প্রবেশ পথে যারা যারা দাঁড়িয়েছিল ওর দিকে তাকাল।

– কিছু মনে করো না, ডিগরি দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন।

– বলেছি তো ওটা আমার, হ্যারি বলল– ওটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।

– তুমি জেনে-শুনে ফেলে দিয়েছিলে– এটা কী তোমার স্বীকারোক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে? মার্ক ব্যবহারের পর তুমি দণ্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।

– আমোস্ এসব তুমি কী বলছ! মি. উইসলি বেশ রাগত স্বরে বললেন। হ্যারিপটার কেন এবং কি কারণে ডার্ক মার্ক প্রয়োগ করবে?

মি. ডিগরি অস্ফুট স্বরে বললেন– অবশ্যই না। দুঃখিত। পরে কী হয়েছিল বলে যাও হ্যারি...।

হ্যারি বলল– কোনও কারণেই আমি দণ্ডটা ওখানে ফেলে দিইনি। ও অরণ্যের প্রবেশপথটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাল– অরণ্য দিয়ে আসার সময় ওটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ডিগরি বললেন– তাহলে? উইঙ্কীর দিকে তাকিয়ে চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। পায়ের কাছে গুটিসুঁটি হয়ে ও শুয়েছিল।– তুমিও এটা পেয়েছিলে– তাই না? ভেবেছিলে ওটা নিয়ে কিছু মজা করবে... সত্যি কথাটি বলবে?

ওর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে কদাকার নাকে পড়ল।... বিশ্বাস করুন স্যার, মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ওটা তুলেছিলাম। আমি করিনি স্যার... কেমন করে করতে হয় জানি না! ডার্কমার্ক।

হারমিওন বলল– ওটা ওর নয়! মন্ত্রণালয়ের বড় বড় জাঁদরেল জাদুকরদের দেখে, ওদের সামনে কথা বলতে ও ভয় না পেলেও একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিল সন্দেহ নেই। তাহলেও সত্য কথা বলতে ভয় পায় না হারমিওন। বলল– আমরাও ঝোপের মধ্য থেকে অদ্ভুত কথা শুনেছি। বিকট আওয়াজও শুনেছি। কথাটা বলে রন, হ্যারির দিকে তাকাল ওদের সমর্থনের আশায়।... গলার স্বর অবশ্যই উইঙ্কীর ছিলো না– তাই না, হ্যারি বলল, একদম ওর গলা নয়।

রন বলল– মানুষের গলা।

মি. ডিগরি বলল– আচ্ছা আচ্ছা সে পরে বিচার করা যাবে। শেষ জাদুমন্ত্র ও দণ্ড কি করেছিল সেটা ধরা শক্ত হবে না উইঙ্কী। উইঙ্কী কথাটা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল।

মি. ডিগরি তার জাদুদণ্ডের ডগাটা কুড়িয়ে পাওয়া দণ্ডের মুখে লাগালেন।

– 'প্রিরয়র ইনক্যানট্যাটো'– ডিগরি সশব্দে গর্জন করে উঠলেন।

হ্যারির কানে এল হারমিওনের ভয়ার্ত শ্বাস ফেলার শব্দ!... ভয়ে বিহ্বল হয়ে

দেখল একটা অতি বিরাট মাপের লকলকে জিব যেখানে দুটো দণ্ড মিশেছে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। সেই ভয়ার্ত জিবের ওপরে একটা মানুষের মাথার খুলির ছায়া, যেন সেটা ধূসর ধোঁয়া দিয়ে তৈরি একটি ভূতের জাদুমন্ত্রে নির্মিত।

'ডিলেকট্রিয়াস'! মি. ডিগরি আবার গর্জন করলেন– সঙ্গে সঙ্গে সেই ধোঁয়ায় নির্মিত খুলি ধীরে ধীরে হাওয়াতে বিলীন হয়ে গেল।

তাহলে...? মি. ডিগরির মুখে জয় উল্লাস উইঙ্কী তখনও ঠক ঠক করে কাঁপছে। – আমি করিনি স্যার।

– তুমি হাতেনাতে ধরা পড়েছ উইঙ্কী! তোমার হাত ওই দোষী দণ্ড ধরা রয়েছে। ডিগরির গর্জন থামতে চায় না।

– আমি কিছু জানি না... স্যার... আমি সামান্য এক এলফ আমি জাদুদণ্ড ব্যবহার জানি না...। উইঙ্কী কাঁদতে লাগল।

– আমোস! মি. উইসলি বললেন, ভেবে দেখুন... একমাত্র ধুরন্ধর জাদুকর ছাড়া ওই মন্ত্র অন্য কেউ অপারেট করতে জানে না... আপনি বলুন উইঙ্কী কোথা থেকে শিখবে?

ক্রাউচ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন– আমার মনে হয় আমোস বলতে চাইছেন আমি নিয়মিত ওকে ডার্ক মার্ক প্রয়োগ করার পদ্ধতি শিখিয়ে গেছি।

সকলেই নীরব... অস্বস্তিকর পরিবেশ।

আমোস ডিগরি বললেন– না না আমি এমন কথা বলছি না। মি. ক্রাউচ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন– এখন আপনি মনে হয় দু'জনকে... মানে যারা এই অরণ্যে ঢোকার মুখে রয়েছে তাদের ডার্ক মার্ক প্রয়োগের সন্দেহের তালিকায় রাখছেন... আমি ও হ্যারি! আমোস আশাকরি আপনি হ্যারি পটারের ইতিবৃত্ত জানেন।

মি. ডিগরি বললেন– অবশ্যই, সকলেই জানে।... ডিগরির চোখে মুখে অস্বস্তির ছাপ।

মি. ক্রাউচ বললেন– আপনারা সবাই জানেন আমি আগাগোড়া ডার্ক মার্কের বিরোধী। তার প্রমাণও বহুবার পেয়ে থাকবেন। আমি ডার্কমার্ক ব্যবহার শুধু ঘৃণা করি তা নয়, যারা করে তাদেরও সর্বান্তকরণে ঘৃণা করি।... কথাগুলো বলতে বলতে ক্রাউচের গলাবন্ধ হয়ে গেল, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

আমোস ডিগরি আমতা আমতা করে বললেন– এমন কথা আমি বলিনি মি. ক্রাউচ।... ডিগরি ঠোঁট দুটো উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে থাকে।

– ডিগরি, আমার এলফকে সন্দেহ করা মানে আমাকে সন্দেহ করা। আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথায় সে এর ব্যবহার শিখবে? রাগে ফেটে পড়লেন মি. ক্রাউচ।

– অন্য কোথায় থেকে শেখা অসম্ভব কিছু নয়।

উইসলি খুব শান্তভাবে উইঙ্কীকে বললেন– সত্যি করে বল কোথা থেকে তুমি হ্যারির জাদুদণ্ড পেয়েছ?

– বিশ্বাস করুন স্যার... আমি ওটা গাছতলা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

– তাহলে বুঝতে পারছেন আমোস? মি. উইসলি বললেন। – যে লোকটি মার্ক ব্যবহার করেছিল সম্ভবত সে তার দলবল ডিসঅপারেটেড করে অকুস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। যাবার সময় বিভ্রান্ত করার জন্য হ্যারির জাদুদণ্ডটি ফেলে গেছে। খুব চালাকের কাজ সন্দেহ নেই... নিজেদের জাদুদণ্ড ব্যবহার না করে অন্যেরটা ব্যবহার করা। বেচারা উইঙ্কী!

ডিগরি অধৈর্য হয়ে বললেন– তাহলে তো ও আসল দোষীদের খুব কাছেই ছিল। উইঙ্কী তুমি কী কাউকে দেখতে পেয়েছিলে? উইঙ্কী কি জবাব দেবে? ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ক্রাউচ, ডিগরি, বেগম্যান আর উইসলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর ও ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল– আ... আ... আমি কাউকে দেখতে পাইনি স্যার।

মি. ক্রাউচ বললেন– সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আপনার উইঙ্কীকে আপনার দপ্তরে নিয়ে গিয়ে জেরা করা... আমি আপনাকে বলছি, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন... দেখি সত্য ঘটনা বার করতে পারি কি না।

মি. ডিগরি হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন... মি. ক্রাউচের প্রস্তাবটি সে কল্পনাও করতে পারে না। তাহলেও হ্যারির মনে হল ক্রাউচ মন্ত্রণালয়ের একজন বড় মন্ত্রী আমোস তার প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে সাহস করবেন না।

ক্রাউচ নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন– আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি ও অপরাধের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি পাবে।

উইঙ্কী তোতলাতে তোতলাতে ক্রাউচের দিকে তাকিয়ে বলল... স্যার... দয়া করে...।

ক্রাউচের মুখের রেখা আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। তার মধ্যে কোনও করুণার আভাস নেই। – খুব ধীরে ধীরে বললেন– আজ রাতে উইঙ্কী যা করেছে, তা আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ওকে পই পই করে বলেছিলাম টেন্টের ভেতরে থাকতে। আশ্চর্য আমার আদেশ অমান্য করল। এর মানে কাপড়- জামা। উইঙ্কী বলল– বিশ্বাস করুন মালিক আমি লোভী নই... কোনও কাপড়-জামা চাই নি।

ক্রাউচ ওর গা থেকে তোয়ালেটা টেনে নিলেন। উইঙ্কী ক্রাউচের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্রাউচ ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে পা- দুটো এমনভাবে টেনে নিলেন যেন তার পায়ের

কাছে একটা অতি কুৎসিত নোংরা প্রাণী কিলবিল করে স্পর্শ করছে। এত নোংরা যে তার পালিশ করা চকচকে জুতো ময়লা করে দিচ্ছে!

– যে অমান্য করে, বিশেষত সে যদি বাড়ির কাজের লোক হয় তাকে আমি বাড়িতে স্থান দিতে পারি না। বাড়ির মালিকের সুনাম নষ্ট করছে।

উইঙ্কীর আকুল কান্না শেষ হয় না। আকাশ, বাতাস, অরণ্য... সব কিছুতেই ওর কান্না প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

ওই রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মি. উইসলি বললেন– আমরা আমাদের টেন্টে ফিরে যেতে চাই।... আমোস তোমাদের কোনও আপত্তি না থাকলে হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা নিয়ে যেতে পারে?

মি. ডিগরি কোনও উচ্চবাচ্য না করে হ্যারির হাতে ওর দণ্ডটা দিয়ে দিলেন।

মি. উইসলি ওদের তিনজনকে বললেন– চল যাই। কিন্তু হারমিওন যাবার কোনও ভাব দেখালো না। ওর চোখ তখনও সেই কান্নায় ভেঙে পড়া বেচারি মেয়েটির ওপর। মি. উইসলি বললেন– হারমিওন!...

মি. উইসলি উইঙ্কীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের কিছুই আশ্বাস দিতে পারলেন না।

হারমিওন দুঃখের সঙ্গে বলল, ওরা ওইটুকু মেয়েটাকে সামান্য স্নেহ-ভালবাসা দূরে থাক... সব সময় ক্রীতদাসী, কাজের লোক... এই সমস্ত বলে ডাকে। এমনভাবে ট্রিট করে যে ও যেন কোনো প্রাণী নয়।

রন বলল– তাই হবে।

হারমিওন রেগে গেল রনের ওপর– তার মানে এই নয়, মানুষের মতো ওদের দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনা থাকবে না।

উইসলি বললেন– হারমিওন তোমার কথা মানছি। এখন এসব কথা আলোচনা করার সময় নয়। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেন্টে ফিরে যেতে হবে।... ফ্রেড, জর্জ, পার্সি... ওদের তো খবর নিতে হবে। কে জানে এখন ওরা কোথায়?

রন বলল– অন্ধকার হয়ে যাবার পর আর আমরা ওদের দেখিনি... ড্যাড সকলেই ওই খুলির ব্যাপারে চিন্তিত কেন?

– টেন্টে গিয়ে সব তোমাদের বলব।

অরণ্যের সীমায় আসার পর ওদের বাধা পড়ল।

ওরা দেখল অনেক জাদুকর- জাদুকরী ভয়ার্ত মুখে জবুথবু হয়ে অরণ্যে যাবার মুখে বসে রয়েছে। উইসলিকে দেখে ছুটে এসে বলল– স্যার আমরা কিছু বুঝতে পারছি না।... কে ওইসব কাণ্ড ঘটাল?... মি. আর্থার আমাদের বলুন।... সেই শয়তানটা তো নয়?

মনে তো হয় না, উইসলি বললেন, আমরা ঠিক ধরতে পারছি না। সম্ভবত কাণ্ডটা ঘটিয়ে ডিসঅপারেটেড হয়েছে। এখন তোমাদের আমি কিছু জানাতে পারছি না। আমি বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে চাই।

টেন্টে গিয়ে দেখল ওরা সবাই ফিরে এসেছে। জিন্নি ছাড়া সকলের দেহে অল্প-বিস্তর আঘাতের চিহ্ন। জামা ছেঁড়া, জীনস ফাটা, নাকে রক্ত...।

উইসলি বললেন– হ্যারির জাদুদণ্ড নিয়ে গোলমালের সূচনা। কেউ এপারেটেড করে এখানে এসে মার্ক কনজিওর সেরে কেটে পড়েছে। ক্রাউচ সন্দেহ করছে ওর সেই ক্রীতদাসী কাজের মেয়েটার সঙ্গে যে ডার্ক কনজিওর করেছে তার যোগসাজশ আছে।

পার্সি অ-পরোক্ষভাবে ক্রাউচকে সাপোর্ট করল। বলল, যা কিছুই ঘটুক না কেন 'ডিপার্টমেন্ট ফর দ্যা রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল– হিসেবে মি. ক্রাউচের একটা দায়িত্ব আছে। বিশেষ করে মেয়েটি ওর কাছে কাজ করে। হারমিওন বলল– ওর বাড়ির ছোট কাজের দুস্থ মেয়েটা কোনও অন্যায় করেনি। পরিস্থিতি ওকে দোষী করে ফেলেছে। ও জাদুদণ্ডটা দেখতে পেয়ে সেটা তুলে রেখেছিল সেটা যদি অন্যায় হয়– তাহলে অন্যায়।

রন বলল– ওই মাথার খুলি কি ইন্ডিকেট করছে? কেউ বিস্তারিতভাবে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন?

হারমিওন গম্ভীরভাবে সচেতনতার সঙ্গে বলল– রন ওটা ইউ- নো-হু'র প্রতীক চিহ্ন! আমি 'রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ডার্ক আর্টে' পড়েছি। উইসলি বললেন– তেরটা বছর পার হয়ে গেছে। অবশ্যই লোকেরা ভয়ে পেয়েছে– পাবারই কথা। অনেকটা ইউ নো হু ফিরে এসেছে চাক্ষুস দেখার মতো।

রন বলল– আমি তোমাদের কথার ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না।

– আকাশে একটা কিছু দেখে...।

– রন, ইউ নো হু আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা যখনই ওরা চায় ডার্ক মার্ক আকাশে পাঠিয়ে খুন করতে পারে, মি. উইসলি বললেন– ওদের সন্ত্রাস সম্বন্ধে তোমাদের কোনও জ্ঞান নেই।... ওরা সাংঘাতিক ও ভয়াবহ ... ধর তুমি বাড়ি ফিরছ, সেই সময় দেখলে ইউ নো হু'র ডার্ক মার্ক তোমার বাড়ির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে... তোমার বাড়িতে তুমি কি কি করছ জানে– ঠিক সেই সময়ে ওদের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি থাকতে পারে!

সকলেই নীরব।

বিল ওর হাতে কাটার স্থানের ওপরের ব্যান্ডেজটা খুলে দেখল কতটা কেটেছে। যদিও এটা খুব সাহায্য করেনি, যারাই এই জাদু করে থাকুক, তাদের ডেথইটাররা দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই তারা

পালিয়ে যায়। তাদের আমরা দেখতেও পারিনি। শুধুমাত্র রবার্টদের ভূমিতে আক্রমণের আগেই ধরতে পেরেছি। তারা এখন তাদের স্মরণশক্তিকে নতুন করে ধারণ করছে।

– রক্ত চোষা ডেথইটারস? হ্যারি বলল– রক্তচোষা কারা?

ওরা তাদের ইউ-নো-হু'র সমর্থক বলে দাবি করে। বিল বলল– আজ আমি ওদের একজনকে দেখেছি– যে লোকটা নানা কায়দা করে আজকাবান থেকে পালিয়েছিল।

উইসলি বললেন– প্রমাণ করা শক্ত বিল, যদিও তুমি যা সন্দেহ করছ সেটা সত্যি হতে পারে। উইসলির কণ্ঠে হতাশা।

কিন্তু ভোল্ডেমর্টের সমর্থক কারা– হ্যারি বলল!... সকলেই যাদের ভয়ে কাঁপে। উইসলি কখনও ভোল্ডেমর্টের নাম শুনতে চায় না।

– দুঃখিত, হ্যারি বলল। আমি বলতে চাচ্ছি– ইউ- নো-হু'র সমর্থকরা কেন মাগলদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়? এটা করে তাদের কি লাভ!

মি. উইসলি মুচকি হেসে বললেন– উদ্দেশ্য? এটা ওদের একটা তামাশা ছাড়া কিছু নয়। ইউ-নো-হু যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেশের অর্ধেক মাগলদের মেরে ফেলা হয় 'তামাশা' করে।... আমার কি মনে হয় জানো? তারা আজকে মদটদ খেয়েছে, তারপর এই তাণ্ডব করে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তারা এখনও টিকে আছে। হয়তো এটা তাদের এক মহা সম্মেলন ছিল, সকলে একত্রিত হয়েছিল।

যদি ওরা সত্যি ডেথইটারস হয় তাহলে ডার্ক মার্কদের দেখে পালিয়ে গেলো কেন? তাহলেতো ওদের দেখে খুশিই হওয়ার কথা। রন বলল–

বিল বলল– মাথা খাটাও রন, মাথা খাটাও।... তারা যদি সত্যি সতি ডেথইটাররা যদি ওর সমর্থক হতো তাহলে কি ইউ-নো-হু যখন ক্ষমতা হারিয়েছিল তখন তারা আজকাবান থেকে পালিয়ে তার বিরুদ্ধে এতো মিথ্যা কথা ছড়ালো কেন, যে সে তাদের মানুষজন হত্যা ও নির্যাতন করতে বাধ্য করছে। আসলে ইউ-নো-হু যাতে আবার ক্ষমতায় ফিরে না আসতে পারে তাই এই বদনাম ছড়িয়েছিল। ইউ-নো-হু যখন ক্ষমতা হারায় তখন ওরা সকলকে বলে বেরিয়েছিল যে, ওরা ইউ নো হুকে সমর্থন করে না।... তখন তারা স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা শুরু করেছিল। ইউ-নো-হু আসার খবর পেলে ওরাই সবচেয়ে বেশি ভয় পাবে। আমার এখনও ধারণা ডেথইটাররা ওকে পছন্দ করে না।

হারমিওন বলল, যদি তাই হয় ডার্কমার্কদের যেই এই জাদু করে থাকুক না কেন, সেটা কি ডেথইটারদের সমর্থনে? নাকি তাদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য।

উইসলি বললেন– তোমার অনুমান আমারই মতো হারমিওন; কিন্তু তাহলেও তোমায় বলতে চাই– একমাত্র ডেথইটাররা জানে কেমন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব

বিস্তার করা যায়। আমি সত্যিই অবাক হবো যে কাজটি করেছে সে যদি ডেথইটার না হয়। শোন– অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন তোমার মায়ের কাছে যদি আজকের ঘটনাটা কানে যায় তাহলে তিনি দারুণ চিন্তায় পড়বেন। দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি একটা 'পোর্ট-কী' নিয়ে এখান থেকে চলে যাব।

হ্যারি তার বিছানায় ঘুমাতে গেল। মাথা তার ঝিম ঝিম করছে। শরীরের শক্তি যেন নিঃশেষিত। রাত তিনটায় তার ঘুম ভাঙ্গে- ঘুম একেবারে উধাও, দুঃশ্চিন্তা ওকে গ্রাস করে। মাত্র তিনদিন আগে, মনে হয় অনেকদিন কপালের ব্যথায় হ্যারির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর আজকে ঘুম ভাঙার পর আবার ওর কাটা দাগে যন্ত্রণা শুরু হলো। আজ রাতে আবার তের বছর পর এই প্রথম লর্ড ভোল্ডেমর্টের 'মার্ক' আকাশে দেখা দিল। কে জানে এগুলোর অর্থ কী?

ও সিরিয়সকে লেখা চিঠির কথা ভাবল– প্রিভেট ড্রাইভ ছাড়ার আগে যে চিঠিটা ও পাঠিয়েছিল। সিরিয়স কি সেই চিঠিটা পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তো কবে তার জবাব দেবেন? হ্যারি শুয়ে শুয়ে তাঁবুর ত্রিপলের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু পরীরা এসে কেউ যে ওর ঘুম পাড়িয়ে দেয় না। বহুদিন বাদে চার্লির নাকডাকা শুনতে শুনতে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল।

দ শ ম অ ধ্যা য়

মেহেম অ্যাট দ্য মিনিস্ট্রি

কয়েকঘণ্টা ঘুমানোর পর মি. উইসলি ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। মন্ত্রের দ্বারা টেন্ট থেকে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। 'কিডিচ' খেলা দেখা শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফেরার পালা। সময় নষ্ট না করে যাত্রা শুরু করলেন। পথে মি. রবার্টসের সঙ্গে দেখা হল। মি. রবার্টের মুখ-চোখ দেখে মনে হয় তখনও তার সম্মোহনের ঘোর কাটেনি। মি. রবার্ট বলল– মেরী ক্রিস্টমাস... কেমন কথাগুলো জড়ান জড়ান।

মি. উইসলি বললেন– ঠিক হতে আরও কিছু সময় নেবে। মন্ত্রবলে একবার স্মৃতি চলে গেলে ঠিক হতে বেশ সময় লাগে। স্মৃতি মডিফাইড করলে... চালচলন সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। ঠিক হয়ে যায় পরে অবশ্য। 'পোর্ট-কী'র স্থানে খুব ভিড়– সকলেই ক্যাম্পসাইট ছেড়ে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। আসতেও ব্যস্ততা– ফিরতেও ব্যস্ততা। বেসিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর উইসলি একটি পুরনো গাড়ির টায়ার পেয়ে গেলেন। খুব একটা ভাল না হলেও মন্দ নয়। তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে, সূর্য মধ্য গগনে। ওরা ওট্টারি সেন্ট ক্যাচপোল ধরে দ্য বাররোর দিকে চলল। তখন সবে ভোর। ওরা এতো ক্লান্ত যে কেউ কারো সাথে কথা বললো না। ওদের মাথায় চিন্তা কখন বাড়ি ফিরে আরাম করে প্রাতঃরাশ করবে। গলির মুখে সামান্য বাঁক নিলেই দ্যা বাররো দেখতে পেল। স্যাঁতস্যাঁতে রাস্তাটায় ওদের হাঁটার শব্দের প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

– ওহ্... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ আমরা এসে গেছি!

মিসেস উইসলি ওদের জন্য সদর দরজায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের দেখে খুশিতে উপচে পড়ে একের পর এককে বুকে টেনে নিতে লাগলেন। তখনও তিনি রাতের পোশাক ছাড়েননি। পায়ে বেডরুম স্লিপার। মুখ তার বিমর্ষ,

চিন্তার ছাপ... হাতে এক কপি ডেইলি প্রফেট।... বললেন– আর্থার আমি তোমাদের জন্য সত্যি ভীষণ ভাবছিলাম... ভীষণ চিন্তায় ছিলাম।

মি. উইসলিকে জড়িয়ে ধরার সময় হাত থেকে 'ডেইলি প্রফেট মাটিতে পড়ে গেল। হ্যারি হেঁট হয়ে কাগজটা তুলতে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ পড়ল শিরোনাম **'সিনস অব টেরর অ্যাট দ্য কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপ'**, সম্পূর্ণ খবর... একটা গাছের ওপর ডার্ক মার্কের ফটোগ্রাফ।

মি. উইসলি হাঁফ ছেড়ে মিসেস উইসলিকে বললেন– তোমাদের কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো?... ওঃ তোমরা সব বেঁচে ফিরে এসেছ। রাত জাগরণে ওদের সবারই চোখ লাল।

ফ্রেড আর জর্জকে যখন জোড়ে কাছে টেনে আনলেন তখন ওদের শুধু মাথা ঠোকাঠুকি হল।

– মাম, ব্যাথা দিচ্ছ কেন?

– তোমাদের যেতে নিষেধ করা উচিত ছিল আমার। মি. উইসলির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, কি হতো যদি ইউ-নো-হু তোমাকে পেয়ে যেত। এরপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরেকটি কথা, ফ্রেড ও জর্জ তোমরা দু'জনেই পরীক্ষায় বেশি পেচা পাওনি... তাতে আমার মনে কত আঘাত লেগেছে জান? ওদিকে ইউ-নে-হু যদি তোমাদের ক্ষতি করত?

– মল্লি ওসব বলে কী লাভ? যা হবার তাতো হবেই। ওক্কে... আমরা সবাই ভাল আছি।... যেতে যেতে খুব চাপাগলায় বললেন, বিল কাগজটা আমাকে দিও, কি লিখেছে দেখি।

হৈ হৈ করতে করতে সকলেই ব্রেকফাস্ট খেতে কিচেনে এল। হারমিওন মিসেস উইসলির জন্য এককাপ কড়া কফি বানিয়ে দিল। মি. উইসলি খাচ্ছেন অগডেনের ওল্ড ফায়ার হুইস্কি। বিল কাগজটা মি. উইসলির হাতে দিল। উইসলি কাগজটায় চোখ বুলোতে লাগলেন– পার্সি পেছন থেকে পড়তে লাগল।

– এমন হবে জানতাম। মি. উইসলি বললেন। পড়লেন 'মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি, দোষী ধরা পড়েনি– নিরাপত্তার অভাব– কালো জাদুকররা অবাধে বিচরণ করছে... জাতীয় মর্যাদাহানি'... কে লিখেছে? ও হ্যাঁ অবশ্যই, রিটা স্কীটার।

– নিশ্চয়ই খবরটা সে মন্ত্রণালয় থেকে পেয়েছে, পত্রিকায় খবরটা পড়েই মি. উইসলি বললেন।

পার্সি দারুণ রেগে বলল– ওই মেয়েটির দেখছি মিনিস্ট্রিতে অবাধগতি। গত সপ্তাহে ও লিখেছে, কলড্রনের থিকনেস নিয়ে অযথা আমরা তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করেছি... যখন আমরা আমাদের ভ্যামপায়ারের ওপর স্ট্যাম্প মারতে পারি। যেন প্যারা বার গাইডলাইনসে লেখা নেই কি করতে হবে, না করতে হবে।

বিল হাই তুলতে তুলতে বলল, পার্সি একটা উপকার করতে পারবে? চুপ করে থাক... বক বক করবে না।

উইসলির চোখ দুটো হুইস্কির গ্লাসের ভেতর দিয়ে বড় বড় দেখাল... ডেইলি প্রফেটের প্রথম পৃষ্ঠার শেষের দিকে এসে বললেন– আমার প্রসঙ্গ রয়েছে দেখছি।

মিসেস উইসলির সামনে দুটো গ্লাস– হুইস্কি আর চা।

উত্তেজনার বসে দুটোই এক সঙ্গে চুমুক দিতেই গলায় আটকে গেল। কাশতে কাশতে উত্তেজিত হয়ে বললেন– দেখি দেখি।... কোথায় আমার চোখে পড়েনি।

মি. উইসলি পড়তে লাগলেন–

জাদুকর ও ডাইনিরা– যারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অরণ্যে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন মন্ত্রণালয় থেকে সঠিক খবেরর আশায়। তারা অনিবার্যভাবে হতাশ হয়েছেন। ডার্ক মার্কের আবির্ভাবের পর একজন মন্ত্রণালয়ের আধিকারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন– বলেছেন, কেউ আহত হয়নি; কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু খবর দিতে রাজি হননি। তবে তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গুজব ছড়িয়েছে যে কিছু মৃতদেহ অরণ্য থেকে সরানো হয়েছে ঘটনার এক ঘণ্টা পর– তা তদন্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক

কাগজটায় চোখ বুলানো হলে মি. উইসলি বললেন– সত্যই তো– কাগজটা পেছন ফিরে পার্সির হাতে দিলেন। যা দেখেছি– তেমন তো কেউ আঘাত পায়নি। কোনো মৃতদেহও দেখিনি। এখন দেখব রোজই ঘোড়ার মুখের খবর বেরুচ্ছে।... অরণ্য থেকে অনেক মৃতদেহ সরান হয়েছে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন– মল্লি আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হবে... দেখি আমার জন্য ওখানে কি অপেক্ষা করছে।

পার্সি বলল– ড্যাড আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মি. ক্রাউচের কাজের জন্য হয়ত আমাকে দরকার হতে পারে। কলড্রন সংক্রান্ত রিপোর্ট ওর হাতে দিতে চাই।

ও কিচেন থেকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বের হলো।

মিসেস উইসলি স্বভাবতই একটু উদ্বিগ্ন। বললেন– তোমার তো আজ ছুটি... অফিসে যাবার দরকার নেই– তাছাড়া ডার্ক মার্কের ব্যাপারে তুমি কি বলবে? তোমাকে ছাড়াও ওদের কাজ চলবে।

মি. উইসলি বললেন– না মল্লি আমাকে একবার অফিসে যেতেই হবে।... আমার রোবটা পড়েই চলে যাচ্ছি।

হ্যারির মাথায় হেডউইগের চিন্তা– সিরিয়সের জবাব। ও বলল– মিসেস উইসলি হেডউইগে আমার কোনও চিঠি এনেছে?

– নাতো।... কোনও চিঠিপত্র তো আসেনি।

রন, হারমিওন কৌতূহলী হয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

ওদের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হ্যারির মনঃপুত হল না। বিষয় পরিবর্তন করার ছুতোয় বলল– তোমার ঘরে জিনিসপত্র রেখে আসি রন?

রন বলল– অবশ্যই। হারমিওন তুমি?

–হ্যাঁ, আমাকেও তো রাখতে হবে। চল। ওরা তিনজনই কিচেন ছেড়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে রন বলল– ব্যাপার কী হ্যারি? সিরিয়সকে কী চিঠি দিয়েছ?

হ্যারি খাটে বসে বলল– একটা কথা তোমাকে বলিনি রন। গত শনিবার মাঝরাতে বিশ্রি একটা স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেলে মাথায় আর কপালের কাটা দাগে আবার ব্যথাও অসম্ভব যন্ত্রণা দেখা দেয়।

প্রিভেট ড্রাইভে বসে সেই দুঃস্বপ্ন দেখার কথা বলার পর ওদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে এমন একটা ছবি ওর মনে ছিল... দেখল সেইরকমই। হারমিওন স্বপ্নের কথা শোনার পর ওকে এন্তার বই পড়ার কথা শুধু নয়– আলবাস ডাম্বলডোর থেকে ম্যাডাম পমফ্রের রেফারেন্স বই- রাত্রির বিভীষিকা স্বপ্ন পড়তে উপদেশ করল।

রন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। বলল– ও কী সেই স্বপ্নে এসেছিল? ইউ নো হু এসেছিল কি? গতবার যখন তোমার কাটাদাগটা চুলকোয়, অসম্ভব ব্যথা অনুভব কর, তখন তো সে হোগার্টে ছিলো? মানে ইউ-নো-হু।

– না প্রিভেট ড্রাইভে সে ছিলো না। কিন্তু আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি; হ্যারি বলল– পিটার ওয়ার্ম টেল আরও অনেক কিছু– সব আমার এখন মনে নেই। ওরা একজনকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল। আমাকেও...। বলতে গিয়ে থেমে গেল।

রন বলল– ওর নাম উচ্চারণ করো না।... স্বপ্ন... স্বপ্ন মাত্র...

- মনে আছে প্রফেসর ট্রেলানে কি বলেছিলেন?... গত বছরের শেষে।

হারমিওন বলল– হ্যারি প্লিজ তুমি ওইসব বৃদ্ধ ধোকাবাজদের কথা বিশ্বাস করবে না।

হ্যারি বলল– তুমি যাই বল, সেই সময় তুমি ওখানে ছিলে না, তার কথা শোননি। উনি বলেছিলেন 'ডার্কলর্ড' ফিরে আসবে। ফিরে আসবে আগের চেয়ে শুধু অনেক শক্তিশালী হয়ে নয়, আরও ভয়ানক রূপে। ওসব পুরনো চেলা চামুণ্ডাদের আবার হাতের মুঠোতে আনবে।... ডেথ ইটারস। এরপর ওদের কথা-বার্তা কিছুক্ষণ বিরতি। রন গেল বিছানার চাদর ঠিক করতে। বিরতি ভেঙে হারমিওন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো– তুমি হঠাৎ হেড উইগের কথা তুললে কেন? তুমি কী চিঠির আশা করছ?

– আমি সিরিয়সকে আমার সেই স্বপ্নের কথা লিখেছি। আমি জবাবের প্রতীক্ষা

করছি।... আমি জানি সিরিয়স আমাকে সাহায্য করবেন। তবে ইদানীং কোথায় আছেন জানি না। আফ্রিকাতে থাকতে পারেন।

* * *

পরের পুরো সপ্তাহতেই মি. উইসলি আর পার্সি বেশির ভাগ সময় বাসায় থাকলেন না। দু'জনে খুব ভোরে ওদের ঘুম ভাঙার আগে বেরিয়ে যান, ফেরেন গভীর রাতে।

যেদিন ওরা হোগার্টে ফিরে যাবে তার আগেরদিন ছিল রোববার। বন্ধু প্রতিবেশীরা হাউলার পাঠাচ্ছে হাসাহাসি, গোলমাল, অকেজো পটকা...। সেটা না খুললে সশব্দে ফেটে যায়।

– বুঝতে পারি না হাউলার পাঠিয়ে ওরা কি মজা পায়। ও 'ওয়াল থাউসেন্ড ম্যাজিক্যাল হার্বস অ্যান্ড ফাঙ্গি' বইটি বন্ধ করতে করতে জিন্নি বললো। এই শোন, পার্সি বললো, ওয়ার্ল্ডকাপে মুন্ডুনগাস ফ্লেচার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে তার বার কামরার টেন্ট নষ্ট করার জন্য... তবে লোকটা দারুণ কুঁড়ে... হয়ত কাজ ফেলে তখন ঘুমাচ্ছিল।

মিসেস উইসলির গ্র্যান্ডফাদারের দেওয়াল ঘড়ি দারুণ পছন্দ, হ্যারিরও দারুণ পছন্দ ঘড়িটি। তবে কেউ যদি সময় জানতে চায় তাহলে এ ঘড়ি দিয়ে কোন কাজ হবে না। তবে ঘড়িটি খোঁজ-খবর দিতে পারে। ঘড়িতে আছে নয়টা সোনার হাত। প্রতিটি হাতে উইসলি পরিবারের নাম খোদাই করা। ঘড়ির সারা গায়ে কোন সংখ্যা নেই। কিন্তু সদস্যরা কোথায় আছে সেই হাত দেখলে জানা যায়। 'বাড়িতে' 'স্কুলে' 'কাজে'... 'পাত্তা নেই', 'হাসপাতাল', 'জেলখানা'...।

আট নম্বর হাত জানাচ্ছে ওরা 'বাড়িতে'; কিন্তু উইসলি 'কাজে' মিসেস উইসলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিসেস উইসলি বললেন– ডার্ক লর্ড ইউ-নো-হু আসার খবর পাওর পর থেকেই তোমার বাবার অফিসে কাজ বেড়ে গেছে। কাজ-কাজ আর কাজ। তাড়াতাড়ি না এলে তার রাতের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পার্সি বলল– ড্যাডি মনে করেন ওয়ার্ল্ডকাপে একটা ভুল করেছেন। সত্যি যদি তাই হয়– তাহলে ওই ভুল কাজটি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া করা ঠিক হয়নি। আসলে উনি তো সেই বিভাগের হেড।

– ওই বাজে মহিলা যা লিখেছে তার জন্য তুমি তোমার বাবাকে দায়ি করছ? মিসেস উইসলি রেগে গিয়ে বললেন।

- আবার ওদিকে বাবা কিছু না বললেও রিটা লিখত– মিনিস্ট্রি থেকে কেউ কিছু না বলাটা ঘোরতর আপত্তিজনক! – পার্সি তখন রনের সঙ্গে দাবা খেলছিল। খেলছে। ওই রিটা স্কিটার দুনিয়ার কাউকে ভাল বলে না। মনে আছে ও সমস্ত গ্রিংগটস (জাদুকরদের ব্যাংক) কার্স ব্রেকারদের ইন্টারভিউ নিয়েছিল? আর

আমাকে লম্বা চুলওয়ালা পিলক (মূর্খ-মূল্যহীন) লিখেছিল?

– ও, অনেক সময় পার হয়ে গেল। আমি একটু যাচ্ছি ...

– না মাম্। একটু থাক।

বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা জানালার কাঁচে ফটফট শব্দ করে গড়িয়ে পড়ছে। হারমিওন মন দিয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলস গ্রেড ফোর' পড়ছে। মিসেস উইসলি হারমিওন, হ্যারি আর রনের জন্য ডায়গন অ্যালেতে (জাদুকরদের বিশেষ বাজার) ফিরে এসেছেন। চার্লি ফায়ার প্রুফ 'বেলা ক্লাভা' নিয়ে ব্যস্ত। হ্যারি ওর ফায়ার বোল্ট পালিশ করছে। ওর তেরতম জন্মদিনে হারমিওন ওকে ব্রুমস্টিক সার্ভিসিং কিট দিয়েছে। পায়ের কাছে ওটা পড়ে আছে। ফ্রেড আর জর্জ ওদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে কথাবার্তা বলছে।

মিসেস উইসলি ওদের ফিসফিস করে কথা বলতে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– তোমরা কি করছ?

– হোমওয়ার্ক, ফ্রেড বলল।

মিসেস উইসলি বললেন- হোমওয়ার্ক? ছুটিতে হোমওয়ার্ক! আমাকে তোমরা বোকা পেয়েছ?

– হোস্টেলে কিছুটা বাকি ছিল, জর্জ বলল।

– তোমরা নতুন কিছু করছ নাকি? তোমরা উইসলির উইজার্ড হুইজেস নতুন করে লিখছ?

– মাম্ আগামীকাল যদি হোগার্টস এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় জর্জ আর আমি দু'জনেই মারা যাই... তখন তুমি আমাদের জন্য দুঃখ পাবে এবং ভাববে তুমি সবসময়ই অযথা আমাদের দোষ দিয়েছ!

সকলেই ওর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। মিসেস উইসলিও বাদ গেলেন না সেই হাসির স্রোতে ভেসে যেতে।

কিছুক্ষণ পরে মি. উইসলি ফিরলেন। বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, বাড়ির ভেতরটা উষ্ণ। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে রাখা একটা ছোট ফুলকপি লোফালুফি করতে লাগলেন। – রিটা স্কিটার সারাদিন মিনিস্ট্রিতে খবর সংগ্রহের আশায় জুতোর সুকতলা খুলে ফেলেছে। এখন খবর পেয়েছে বেচারি বার্থা হারিয়ে গেছে। তো কাল সকালের ডেইলি প্রফেটের ওইটাই শিরোনাম হবে। আমি বেগম্যানকে বলেছি, সব চেয়ে ভাল হবে যদি তুমি ওকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ!

পার্সি বলল, ক্রাউচও এই কথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বলে আসছেন।

উইসলি বললেন– ক্রাউচের ভাগ্য ভাল রিটা উইঙ্কীর ব্যাপারে কিছু পায়নি। ও যদি জানত হ্যারির জাদুদণ্ড হাতে ও ধরা পড়েছে; ওটা দিয়ে ডার্ক মার্ক জাদু করেছে, তাহলে সাতদিন কাগজে ওই প্রসঙ্গের কচকচানি চলত।

পার্সি বলল, আমরা একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে এলফ ভুল করেও জাদু

করেনি।

হারমিওন বলল– ডেইলি প্রফেট তো জানে না, ক্রাউচ এলফদের সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করেছে।

– শোন হারমিওন, পার্সি বলল– ক্রাউচের মতো একজন মিনিস্ট্রির বড় কর্তা তার কর্মচারীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়...।

– তার মানে... উইঙ্কী ওর ক্রীতদাসী বলে? যে ওকে ভাল খেতে-পরতে দেয় না... পারিশ্রমিকও দেয় না।

মিসেস উইসলি ওদের তর্ক-বিতর্ক থামিয়ে সকলকে বললেন– তোমাদের ছুটি শেষ... হোগার্টে ফেরার পালা... স্কুলের জিনিসপত্র, জামা-কাপড়, ড্রেস সব গুছিয়ে নাও ট্রাঙ্কে।

... কিছু সময় পরে রন নিচে এসে মাকে বলল– মা তুমি জিন্নির ড্রেস আমাকে দিয়েছ কেন?... মিসেস উইসলিকে ড্রেসটা দেখাল।

– কে বলল?

– স্কুলের লিস্টে ওটা কিনতে বলেছে; দেখনি? আশ্চর্য!

– আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ মা! রন বলল।... এটা তো মেয়েদের...।

– সকলেই পরে তুমিও পরবে রন।

– আমি উদম হয়ে থাকব... তবু এটা পরবো না।

– বাচ্চা ছেলের মতো দুষ্টুমি করবে না, হ্যারিও পরবে।

হ্যারির ড্রেস দেখে রন বলল– আমারটা ওর মতো নয় কেন?

– তোমারটা সেকেন্ডহ্যান্ড তাই। সেকেন্ডহ্যান্ড যেমন পাওয়া যায়। মিসেস উইসলি একটু অখুশি হয়ে বললেন।

কথাটা শুনে হ্যারি বিমর্ষ হলো। ওর মা-বাবার রেখে যাওয়া সব সোনা-দানা গ্রিংগটম ভোল্টে আছে। সেখান থেকে হ্যারি ওদের কিছু দিতে চায়, কিন্তু ও জানে ওরা তা নেবে না।

রন একগুঁয়ের মতো বলল– আমি ওটা পারবো না।

– খুব ভাল। তাহলে নগ্ন হয়ে যেও। হ্যারি সেই সময় তুমি কিন্তু ওর একটা ছবি তুলে রাখবে। হাসব কি কাঁদব জানি না।

দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে মিসেস উইসলি চলে গেলেন। ঘরে ঝটপট ডানার শব্দ শোনা গেল।

রন দেখল পিগউইজেয়ন বিরাট একটা পেচার খাবার ঠোঁটে চেপে বসে রয়েছে। এতবড় সে না পারছে গিলতে, না ওগড়াতে।

রন রেগেমেগে ওর কাছে গিয়ে ঠোঁট থেকে খাবারটা টেনে মাটিতে ফেলে দিল।

এ কা দ শ অ ধ্যা য়

অ্যাবোর্ড দ্য হোগার্টস এক্সপ্রেস

ছুটি প্রায় শেষ, স্কুলে ফেরার পালা। হ্যারির অনেক ভোরে ঘুম ভাঙল। ছুটির এই শেষ দিনটি হ্যারির বিমর্ষ ও বিস্বাদ লাগছে। আকাশ কালো করে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মিসেস উইসলি তাড়া দেবার আগেই হ্যারি বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরি হয়ে নিল। জীনস সুইটসশার্ট। হোগার্টস এক্সপ্রেসে উঠেই সেগুলো ছেড়ে স্কুলের ইউনিফরম পরে নেবে।

রন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জ, জিন্নিও তৈরি। ওরা তখন একতলায় নেমেছে কিচেনে যাবার জন্য। সিঁড়িতে মিসেস উইসলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিসেস উইসলিকে দারুণ উদভ্রান্ত দেখালো।

সিঁড়ি থেকেই জোরে জোরে বললেন– আর্থার, আর্থার তোমার অফিস থেকে জরুরি খবর...!

হ্যারি নিচে নামতে নামতে সিঁড়ির দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। মি. উইসলি রোব পরেই তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। হ্যারি রান্না ঘরে ঢুকে দেখল, মিসেস উইসলি ড্রয়ার খুলে ডিস, কাঁটা চামচ বার করছেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে– এখানে একটা কুইল রেখেছিলাম (লেখার কলম), মি. উইসলি ফায়ার প্লেসের কাছে ঘাড় নিচু করে কথা বলছেন–

হ্যারির চোখে তখনও ঘুম লেগে রয়েছে। তবু ঠিক দেখতে পাচ্ছে কিনা বোঝার জন্য চোখ দুটো বন্ধ করে আবার খুলল।

আমোস ডিগরিব মাথাটা আগুনের শিখার মাঝে দেখা যাচ্ছে অনেকটা ডিমের দাঁড়ি গজানোর মতো। মুখ থেকে অনর্গল কথা বেরিয়ে আসছে– খুবই তাড়াতাড়ি, মুখের চারপাশে আগুনের শিখার জন্য একটুও বিচলিত নয়– কানের মধ্যেও

অগ্নিশিখা ঢুকছে।

'আর্থার মাগলরা ক্ষেপে গেছে– ওদের তোমায় শান্ত করা দরকার।'

– পেয়েছি, এই নাও পার্চমেন্ট (কাগজ) আর দোয়াত, কলম। মিসেস উইসলি যে পালকের কলমটা (কুইল) দিলেন সেটা তেড়াব্যাঁকা!

–সত্যি আমাদের ভাগ্যবান বলতে হবে, আগুনের মধ্য থেকে মি. ডিগরির মুণ্ডুটা বলল– দু'একটা পেচা পাঠানোর জন্য আমাকে সকাল সকাল অফিসে আসতে হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি চতুর্দিকে অজস্র বেআইনি ম্যাজিকের প্রয়োগ চলছে– রিটা স্কীটারের যদি খবর পায় আর্থার–

উইসলি জিজ্ঞেস করলেন– ম্যাড আই কী বলে?– উইসলি দোয়াতের ঢাকনি খুলতে খুলতে বললো... তারপর নোট করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ডিগরি চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল– বলছে, ওর বাড়ির বাগানে কে যেন ঢুকেছিল– তারপর ডাস্টবিনের পেছনে লুকিয়ে পড়েছে– উইসলি বললেন– তারপর?

– তারপর আর কি, সেখান থেকে গাদাগাদা ময়লার বাণ্ডিল গুলি-গোলার মতো ছুঁড়তে থাকে– চতুর্দিকে। এর বেশি কিছু বলতে পারছিনে, ডিগরি বললেন– ওদের মধ্যে একজন ছিল যখন ওর লোকজনেরা সেখানে উপস্থিত হয়।

– লোকটি কে?

– আর্থার তুমি তো ম্যাড আইকে ভাল করেই জান। ডিগরির চোখ আবার ঘুরতে থাকে। গভীর রাতে ওর বাড়ির চত্বরে কেউ ঘোরাফেরা করেছে! খুব সম্ভব কিছু বেড়াল খাবারের জন্য ঘুরছিল... আলুটালু খোষা ছাড়িয়ে খাচ্ছিল... যদি অন্য কিছু হয়... মানে তুমি তো ওর রেকর্ড জান... তাহলে ওকে চার্জ করতে হবে... সেই যাই হোক, ডাস্টবিনের ব্যাপারটা কী?

– হতে পারে সতর্ক করে দেওয়া; উইসলি লিখতে লিখতে বললেন ম্যাড আই ওর জাদুদণ্ড ব্যবহার করেনি? কাউকে তাড়া করেনি?

– অবশ্যই জানালা দিয়ে দেখেছেন, ডিগরি বললেন– সে যাই হোক কোনও দুর্ঘটনা হয়নি।

– আচ্ছা আমি যাচ্ছি। মি. উইসলি ব্যাগে কাগজপত্র নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডিগরির গোল গোল চোখ আর গোল মুখ তখনও আগুনের মধ্যে।

– অত্যন্ত দুঃখিত মল্লি, ডিগরি বলল খুব শান্তভাবে– তোমাকে সাতসকালে বিরক্ত করলাম। একমাত্র আর্থার ম্যাড আইকে ট্যাকল করতে পারে। ম্যাড আই-এর আজ নতুন কাজে যোগদানের কথা আছে। কে জানে গত রাতে...।

– আমোস এসব নিয়ে চিন্তা করো না, মিসেস উইসলি বললেন– যাবার আগে দু'একটা টোস্ট খেয়ে যাবে?...

মিসেস উইসলি প্লেট থেকে একটা টোস্টে বেশি করে মাখন মাখালেন কিচেন টেবিল থেকে নিয়ে... মি. ডিগরির মুখের সামনে ধরলেন।

– ধন্যবাদ! ডিগরি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মি. উইসলিকে ছেলেমেয়েদের বলতে শোনা গেল– 'আমি ঠিক সময়ে ফিরতে না পারলেও অধৈর্য হবে না। স্কুলের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবে। ভাল করে টার্ম শেষ করবে। – কথাগুলো বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটু পর বিল কিচেনে ঢুকে বলল– ম্যাড আই-এর নাম শুনছিলাম যেন? কি ব্যাপার? চোর এসেছিল।

– কী বললে ম্যাড আই মুডী? জর্জ টোস্টে মারমালেড পুরু করে লাগাতে লাগাতে বলল– ওকে নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার কী?

মিসেস উইলি, বললেন– তোমরা যাই বলো না কেন, তোমাদের বাবার কিন্তু মি. মুডীর সম্বন্ধে ধারণা অন্যরকম। ও খুব নামকরা জাদুকর। ডাম্বলডোরের বিশেষ বন্ধু। ডাম্বলডোর অবশ্য ওকে স্বাভাবিক মানুষ বলেন না– বুঝি না কোন্‌টা ঠিক।

হ্যারি বলল– ম্যাড আই কে?

– একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আগে মিনিস্ট্রিতে কাজ করতেন। চার্লি হ্যারিকে বলল– তদন্তকারী বলতে পারে।

– আমি জীবনে একবারই বাবার অফিসে ওকে দেখেছি। ওনার সঙ্গে কিছু করার কথা ছিল। একজন ডার্ক জাদুকর ধরনেওলা। কথাটা বলে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি এমন ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। – তোমরা বোধহয় জানো না এখন আজকাবানের জেলে যারা আছে তাদের অর্ধেকেরও বেশি অপরাধীদের ও পাকড়াও করেছে। সেই সব ভাল কাজ করতে গিয়ে আজ ওর হাজার হাজার শত্রু! নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে আজ ওর মাথা ঠিক নেই। প্যারানয়েড বলতে পার। বয়স হয়েছে– আগের মতো কর্মক্ষমতাও নেই।... মজার কথা ও আজ কাউকে বিশ্বাস করে না। সর্বত্র ডার্ক জাদুকরদের দেখে।

বিল আর চার্লি কিংস ক্রশ স্টেশনে ওদের 'সি অফ' করতে এল। এলো না শুধু পার্সি! অনেক দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আসতে পারেনি অফিসে একগাদা পেন্ডিং ও জরুরি কাজের জন্য।... বলেছে, মি. ক্রাউচ ওকে ছাড়া এক দণ্ডও চলতে পারেন না।

জর্জ বলল– এমনিভাবে টিকে থাকলে তোমার জয় জয়কার হবে।

মি. উইসলি ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে লন্ডনে কিংস ক্রশ স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য তিনটে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে গেছেন। মাগলদের পরিচালিত ট্যাক্সি।

মিসেস উইসলি বললেন– আর্থার অবশ্য মিনিস্ট্রির গাড়ি রিকুইজিশন দিয়েছিলেন– হয়নি। ওরা সকলে উঠানে দাঁড়িয়ে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

থামার নাম নেই। ব্যাজার মুখে ট্যাক্সিওয়ালারা মালপত্র তুলছে। বড় বড় ছ'টা ভারি ট্রাঙ্ক যাবে হোগার্টে।

হ্যারির পেচা যেমন ট্যাক্সিতে যেতে নারাজ তেমনি জিন্নির বেড়াল। ফ্রেড জর্জের বিরাট ট্রাঙ্কের ডালা হঠাৎ খুলে গেলে ওদের জাদুমন্ত্রে ভরা জিনিসগুলো বাক্স থেকে ছিটকে পড়তেই মাগল ট্যাক্সিওয়ালা ভয় পেয়ে গেল। ক্লুকস্যাংকস হামাগুড়ি দিয়ে গেল ট্যাক্সিওয়ালার দিকে।

একগাদা মালপত্র আর বেশি সংখ্যক যাত্রীর জন্য বলতে গেলে ওদের স্টেশন যাত্রা খুব আরামদায়ক হল না।

ওরা যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন হোগার্টস এক্সপ্রেস প্লাটফরমে ঢুকে গেছে। চতুর্দিকে যাত্রীদের কলরব। ইঞ্জিন থেকে মেঘের মতো কয়লার ধোঁয়া উড়ছে হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের বাবা-মা ধোঁয়াতে ছেয়ে গেছে– মনে হয় কালো কালো ছোট ছোট ভূত। হ্যারি রন- হারমিওন মোটামুটি খালি একটা কামরায় ঢুকল। মাঝখানের বগিতে ভাল জায়গা পেয়ে গেল। ওরা সিটে মালপত্র রেখে স্টেশনে নামল। মিসেস উইসলি চার্লি আর বিল ওদের সুন্দর যাত্রা কামনা করে একে একে বুকে টেনে নিল। মিসেস উইসলির চোখে জল। আবার কবে দেখা হবে জানেন না।

চার্লি বলল– মনে হয় আবার তোমাদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হবে।

– কেন? ফ্রেড বড় বড় চোখ করে বলল।

– পার্সিকে বলবে না। ক্লাসিফাইড গোপন খবর। এখনও কেউ জানে না। বিল বলল, মিনিস্ট্রি সময় বুঝে জানাবে।

বিল বলল– আমার আবার ইচ্ছে করছে হোগার্টে পড়তে যাই।

– কেন? জর্জ বলল।

– এবার তোমাদের বছরটা দারুণ কাটবে, বিল বলল– সময় পেলে আমি একবার ঘুরে আসব। মন কেমন করে, গ্রেট হল, কিডিচ মাঠ, নিষিদ্ধ বন দেখার জন্য।

ঠিক সময় ট্রেন ছাড়ার হুইসেল বাজল, গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে লাগলেন। মিসেস উইসলি ছেলে-মেয়েদের একরকম ধাক্কাতে ধাক্কাতে ট্রেনে তুলে দিলেন।

হারমিওন মিসেস উইসলিকে বলল– ধন্যবাদ, আপনার কাছে দারুণ আনন্দের মধ্যে দিয়ে ছুটি কাটালাম। নিজের বাড়ির মতোই ভাল লেগেছে।

হ্যারি দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একই কথা বলল।

– বড়দিনে কিন্তু তোমরা আবার আসবে। মিসেস উইসলি বললেন।– ওখানে সবাই মিলেমিশে থাকবে।

রন বলল– মা তোমরা মনে হয় কোন একটা কথা লুকাচ্ছ।

– আজ সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে জানতে পারবে! দারুণ ব্যাপার। শুনেছি ওখানে অনেক আইনের পরিবর্তন হয়েছে।

– কি আইন? হ্যারি– রন- ফ্রেড- জর্জ একই সঙ্গে বলল।

– আমি বলবো না। বলবেন প্রফেসর ডাম্বলডোর। আবার তোমাদের বলছি ভালভাবে থাকবে, মন দিয়ে পড়াশুনা করবে।

ট্রেনের তীব্র হুইসেল! এবার ট্রেন ধীরে ধীরে প্লাটফরমের বাইরে মাঠ-ঘাট-বন-জঙ্গল-পাহাড় ছেড়ে হোগার্টে যাবে।

আবার জর্জ মায়ের কাছে আইনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইল।

– কি সব বদলাচ্ছে মা?

কিন্তু মিসেস উইসলি হাসলেন। কিছু বললেন না হাত নেড়ে শুভযাত্রা জানালেন। বিল, চার্লি খুবই হতাশ হল।

হ্যারি বসবার জন্য সিট পরিষ্কার করল তারপর লাল একটা কাপড় দিয়ে পিগ উইগের খাঁচাটা ঢেকে দিল। পিগ উইগ বড়ই চেঁচাচ্ছে। সেই সঙ্গে নিজের ড্রেস বদলাল। রনও তাই করল।

ও বলল– আশ্চর্য ব্যাপার ওয়ার্ল্ডকাপে বেগম্যান একটা কিছুর আভাষ দিয়েছিলেন; কিন্তু সেটা যে কি, তা তিনি বলেননি।... আশ্চর্য লাগছে আমার মা জেনেও সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না।

হারমিওন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত দিল।... আঙ্গুল দিয়ে পাশের কম্পার্টমেন্ট দেখাল। পাশের কামরা থেকে একটা পরিচিত চাপাগলার স্বর শুনতে পেল।

– বাবা কিন্তু আমাকে হোগার্টের বদলে ডার্মসস্ট্রাংগ-এ পাঠাতে চেয়েছিলেন। তোমাদের বলিনি। হেডমাস্টারের সঙ্গে তার খুব ভাব। ডাম্বলডোর সম্বন্ধে তার মত কি তোমরা তো জান– দারুণ 'মাডব্লাড লাভার'। ওদিকে মা চান না বেশি দূরে যাই। বাবা বলেন, ড্রামসস্ট্র্যাংগদের শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে ডার্কআর্টসের বিষয়ে উন্নত। ওখানকার ছেলেমেয়েদের ওই বিদ্যা ভালোভাবেই শিখে, আমাদের মতো শুধুমাত্র যেনতেন আত্মরক্ষামূলক নয়।

হারমিওন ম্যালফয়ের কুৎসিত ভাষা শুনতে চায় না, তাই পা টিপে টিপে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ও রেগে বলল– তাহলে ওর হোগার্টস পছন্দ হচ্ছে না, ড্রামসস্ট্র্যাংগ যেতে চায়। বাঁদরটা গেলেই বাঁচি।

হ্যারি বলল– ওটা বুঝি আর একটা জাদু স্কুল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, হারমিওন বলে, এর যথেষ্ট দুর্নাম তবে অ্যান অ্যাপ্রাইজল অফ ম্যাজিক্যাল এডুকেশন ইন ইউরোপে যে এর ডার্ক আর্টসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে

থাকে।

রন ভাসাভাসা ভাবে বলল– বোধহয় আমি শুনেছি। –ওই স্কুল কোথায়, কোন রাজ্যে?

হারমিওন বলল– আমাদের জানার বাইরে। হ্যারি বলল– জানার অসুবিধে? দুই স্কুলের মধ্যে বহুদিনের বিরোধ। সব ম্যাজিক স্কুলের মধ্যে এই বিরোধ নতুন কিছু নয়। ডারমসস্ট্রাংগে আর বকসব্যাটন চায় কেউ যেন তাদের গোপনীয় বিষয় চুরি না করতে পারে এবং তাদের সম্পর্কে জানতে না পারে, হারমিওন সোজাসুজি বলল।

– রন হাসতে হাসতে বলল– দুটো স্কুলই আয়তনে সমান, তাহলে তাদের এই বিরাট ক্যাসেল কেমন করে লুকিয়ে রাখা যায়?

হারমিওন বলল, হোগার্টও লুকিয়ে আছে। সকলেই জানে... হোগার্ট একটা ইতিহাস।

– তাহলে তোমার কথাতে বলি, হোগার্ট লুকিয়ে থাকবে কেন?

– এই জন্য যে ওটা জাদুমুগ্ধ, হারমিওন বলল– একজন মাগল যদি ওটা দেখে তাহলে একটা ভগ্নস্তূপ মনে করবে– দরজার মুখে দেখবে, **'ভেতরে যাওয়া বিপজ্জনক, সুরক্ষিত নয়'**।

– তাহলে ডারমসস্ট্রাংগ'র বাইরের লোকের একই দৃষ্টি?

হারমিওন বলল– হতে পারে, অথবা মাগল রিপেলিং চার্মস আছে। অনেকটা ওয়ার্লড কাপের স্টেডিয়ামের মতো। বিদেশী জাদুকরদের হোগার্ট স্কুল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

– সবটুকু বুঝিনি, একটু ব্যাখ্যা করবে!

– তুমি একটা বড় বাড়ি ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করে রাখতে পার, কিন্তু একটা মানচিত্রে তো তা পারবে না।

হ্যারি বলল– হ্যাঁ, তাই তো।

– তবে আমার মনে হয় ডারমস্ট্রাংগ... সুদুর উত্তরে, হারমিওন ভেবে চিন্তে বলল, ভীষণ শীতের দেশ– কারণ ওরা স্কুলের ইউনিফর্মের সঙ্গে চার চারটে ক্যাপ পরে।

– তাহলে এটাই ভাবা যায়, রন নাটকীয়ভাবে বলল, ম্যালফয়কে পাহাড়ের শিলাখণ্ড থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া যেত এবং একে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যেত। ওর মা ওকে কেন যে ভালবাসে ওকে!

বৃষ্টির দাপট আরও বেড়ে গেল। ট্রেন উত্তরপথে ঘিস ঘিস করে চলল। আকাশ ঘন অন্ধকার, কামরা আরও বেশি। দেখার জন্য লণ্ঠন জ্বালাতে হল। লাঞ্চ ট্রলি ঠনঠন শব্দ করতে করতে করিডোর দিয়ে চলল। হ্যারির দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে।

একগাদা কলড্রন কেক তুলে নিল।

সন্ধ্যে বেলা ওদের অনেক বন্ধু সিমাস ফিনিগান, ডিন টমাস, নেভিল লংবটম ওদের কামরায় বসে জমিয়ে আড্ডা দিল। নেভিল লংবটম ভীষণ ভুলো মনের ছেলে, কিছুই মনে রাখতে পারে না। ওর গ্রান্ডমাদারের এক ভয়ঙ্কর স্বভাবের জাদুকরের কাছে ও মানুষ হয়েছে। সিমাস তখনও তার আয়ারল্যান্ডের গোলাপ বুকে এঁটে রেখেছে। কিন্তু গোলাপটির জাদুশক্তি একটু একটু করে কমছে। তাহলেও মাঝে মাঝে ভেসে আসে ট্রিয়! মুলেট! মোরান!' কিন্তু শব্দ অতি ক্ষীণ।

ওদের গল্পে শুধু কিডিচ, কিডিচ মাঠ, খেলা ইত্যাদি শুনতে শুনতে হারমিওনের মাথা ধরে গেছে। ও নিষ্কৃতি পাবার জন্য 'স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলস, গ্রেড ফোর'-এ ডুবে গিয়ে সামননিং চার্ম শিখতে লাগল।

ঈর্ষান্বিত নেভিল অন্যদের কাছ থেকে কিডিচ খেলার কথা শুনতে লাগল। ম্যাচ কবে শেষ হয়ে গেছে তাও ওরা কথাবার্তা বলে যেন পুরনো খেলা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ও বলল– ওর গ্রান্ডমাদার চায়নি যে ও খেলা দেখুক। তাই ওর জন্য টিকেটও কেনেনি। শুনতে মজা লাগে তাই না?

রন বলল– ঠিক বলেছ, যাকগে একটা জিনিস তোমায় দেখাচ্ছি।

ও লাগেজ রেক থেকে ট্রাঙ্কটা নামাল। তার মধ্যে থেকে ভিক্টর ক্রামের ছোট মূর্তি বার করল।

নেভিল বলল– ওহ! চমৎকার! ওর কথার মধ্যে খানিকটা ঈর্ষার সুর।

রন বলল– আমরা ওকে টপ বক্স থেকে চাক্ষুস দেখেছি।

– 'এই প্রথম, এই শেষ উইসলি'

ড্র্যাকো ম্যালফয় দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। পেছনে ওর দুই চামচা– ক্রাব আর গোয়েলে। ও ছুটিতে বে-হিসেবি খেয়ে আরও মোটা হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই ওরা ওদের কথাবার্তা শুনেছে। ডিন আর সিমাস দরজা সামান্য খুলে রেখেছিল।

– আমি কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে বসতে বলছি না। হ্যারি চাছাছোলাভাবে ওদের বলল।

পিগ উইগের ঢাকা খাঁচাটা দেখিয়ে ম্যালফয় বক্র দৃষ্টিতে বলল– ওটা কী?

রন জবাব দিল না।

ট্রেন চলেছে– খাঁচা দুলছে, ঢাকা দেওয়া কাপড়টাও দুলছে।

হ্যারি জামাটাকে ঠিক করে রাখতে গেলে ম্যালফয় তার আগেই জামার হাতাটা ধরে টান মেরে খুলে দিয়েছে।

রনের মা রনকে সেকেন্ডহ্যান্ড রোব কিনে দিয়েছেন। সকলের নতুন, ওরটা পুরনো সামান্য রঙচটা। সেটা দেখে ম্যালফয়ের শয়তানী আনন্দ!

ম্যালফয় রনের বোরটা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বলল– এই দেখো, দেখো কি সুন্দর... এটা কী রন? ওটা দেখে ক্রাব আর গোয়েলের হাসি থামে না।

– আরে উইসলি দারুণ ফ্যাশানেবল তো তুমি? ১৮৯০ সালের জামা? রন রেগে গিয়ে বলল– গোবর খাও ম্যালফয়। ম্যালফয়ের হাত থেকে রোবটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিল। ম্যালফয় শেয়ালের মত ধূর্ত হাসিতে সমস্ত কামরাটা ভরিয়ে দিল। ক্রাব আর গোয়েলে বাদ যাবে কেন?

– শুনলাম তুমিও নাকি হোগার্ট ছাড়ছ? আমার বাবা-মা আমাকে যে স্কুলে পাঠাচ্ছেন সেখানে অনেক খরচ। তোমরা খরচ করতে পারবে?

হারমিওন 'স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলের' পাতা ওল্টাচ্ছিল। ম্যালফয়ের অসভ্য আচরণে বিরক্ত হয়ে বলল– শোন, তোমাদের যদি কোনও কাজ থাকে তাই কর। এখানে ফ্যাচফ্যাচ করে আমাদের বিরক্ত করবে না। তাছাড়া ডারমস ম্যাজিক স্কুল সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না।

– সে কি, জান না? তোমার বাবা, বড় ভাই মিনিস্ট্রিতে ভাল পোস্টে আছে, তারাও জানে না? উইসলির বাবা বড় পোস্ট হোল্ড করে না তাই ডারমস ম্যাজিক স্কুল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। ওর সামনে কেউ দরকারি কথা বলে না।

ম্যালফয়, ক্রাব ও গোয়েলের সঙ্গে হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রন সিট থেকে উঠে স্লাইডিং দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিতেই দরজার কাঁচ ঝন ঝন করে উঠল।

রন রাগে গড় গড় করে বলল, ব্যাটা সবসময় সবজান্তার মত কথা বলে। আমার বাবাকে সব বড় বড় অফিসাররা খাতির করে। অনেক আগেই বাবার প্রমোশন পাওয়া উচিত ছিল। আসলে বাবা কাউকে তোয়াজ টোয়াজ করেন না। যেমন আছেন তেমনই থাকতে ভালবাসেন।

হারমিওন বলল– তুমি তো জান ম্যালফয়ের এবং ওর বন্ধুদের সভ্যতা-ভব্যতা জ্ঞান কম... এইসব নিয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা না বলাই ভাল।

– বুঝলে আমার পেছনে লাগলে... সুবিধা করতে পারবে না। কথাটা বলে রন আরও এক খামচা কলড্রন কেক তুলে নিল।

সারা রাস্তা রনের মেজাজ খারাপ। হোগার্ট পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই। নামতে হবে। ও সকলের মতই স্কুল ড্রেস পরে নিল। হোগার্ট এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে হগসমেড স্টেশনে ঝিক ঝিক করতে করতে থামল।

ট্রেন থামলে হারমিওন ক্লার্কশেঙ্ককে কোলে তুলে নিল। বাঙ্কে পিগ উইগের ঝটপটানি ও ছাড়া পাবার জন্য চিৎকার করছে। সেই যে বৃষ্টি পড়ে চলেছে তার বিরাম নেই। মনে হচ্ছে আকাশ থেকে বালতি বালতি বরফজল গায়ে মাথায় ঢেলে দিচ্ছে।

অনেক দূর থেকে হ্যারি হ্যাগ্রিডকে দেখতে পেল। গাঢ় অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওকে দেখতে পেয়ে হ্যারি হাত তুলে বলে উঠল– হাই... হ্যাগ্রিড!

হ্যাগ্রিড হাত তুলে বলল– ভাল, খুব ভাল দেখা হবে গ্রেট হলে খাওয়া-দাওয়ার সময়। হ্যাগ্রিডের ছাত্র-ছাত্রীদের গাইড করতে হবে। নতুন বছরের ছাত্ররা ওকে ঘিরে রেখেছে। নতুন ছাত্ররা হ্যাগ্রিডের সঙ্গে পাল তোলা নৌকা দিয়ে লেক অতিক্রম করবে।

হারমিওন নৌকোয় চড়বে না। হারমিওন বলল– আমি নৌকোতে চেপে যাবো না, এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে।

অনেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ওরা অন্ধকারে বৃষ্টি মাথায় করে প্লাটফরম থেকে ধীরে ধীরে, যেখানে অনেক অশ্ববিহীন ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে, এসে দাঁড়াল। ওরা একটা খালি ক্যারেজে চাপল– হোগার্ট ক্যাসেলে যাবার জন্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্য ট্রিউইজার্ড টুর্নামেন্ট

গাড়ি কখনও ধীরে, কখনও প্রচণ্ড জোরে চলল ক্যাসেলের দিকে। চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার, বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া। এক ইঞ্চি দূরের কিছু দেখা যায় না। তবু হ্যারি গাড়ির বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বৃষ্টির চাদর ভেদ করে সবুজ অরণ্য, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর। ঘরের সীমানা বন্ধ, ভারি পর্দা ফেলা– ফাঁক দিয়ে ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে। চতুর্দিকে অদ্ভুত এক জাদুমুগ্ধ পরিবেশ। হারমিওন, রন, জর্জ– ফ্রেড, জিন্নি সকলেই ক্লান্ত... খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারির চোখে ঘুম নেই।... গাড়ি এসে থামল বিরাট ওক গাছের দরজাওয়ালা ক্যাসেলের সামনে। অন্ধকারে সেটা চোখে পড়ে না কিন্তু ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকানিতে ওরা দেখতে পেল পৌঁছে গেছে। ওক গাছের প্রকাণ্ড দরজা থেকে পাথরের চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে উঠোন পর্যন্ত। ওরা পৌঁছবার আগে আরও অনেকে এসে পৌঁছেছে। তারা জিনিসপত্র নিয়ে নামতে ব্যস্ত। হ্যারি, রনরা গাড়ি থেকে সাবধানে নামল। চমৎকার পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় প্রথম হলে যাবার মুখে আলো জ্বলছে। তারই দাপটে অন্ধকার গুটি সুটি মেরে পালিয়েছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল– ঈশ্বর তোমার বৃষ্টি বন্ধ কর। রাস্তাঘাট, নদী-নালা সব তো জলে ভরে গেছে– কানায় কানায়... আর বৃষ্টি হলে হ্রদের জল যে ক্যাসেলে ঢুকবে। আমি তো ভিজে জরজরে...!

হঠাৎ জলভর্তি একটা ছোট বেলুন রনের গায়ে লেগে ফেটে গেল। লাল রঙ করা জল। তারপরই হলের বিশফুট উঁচু থেকে অবিশ্রান্তভাবে বেলুন ছেলে-মেয়েদের গায়ে– মাথায় পড়তে লাগল। আরও বেশি তারা ভিজে গিয়ে ঠকঠক

করে কাঁপতে লাগল– নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যর্থনা!

রন দেখল বাঁদরামি করছে পীভস (জাদু বিদ্যালয়ের পালিত ভূত)!

কে যেন ভীষণ রেগে বলল– পীভস! ভাল চাও তো নিচে নেমে এসো!

প্রফেসর (মিসেস) ম্যাকগোনাগল ওদের দেখতে পেয়ে ভেঁজা ফ্লোর উপেক্ষা করে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে এসে রন, হ্যারিদের বুকে টেনে নিলেন। ভেঁজা ফ্লোরে চিৎপটাং হচ্ছিলেন– হারমিওন ধরে ফেলল। 'উঃ কি কাণ্ড করেছে ভূতটা। দুঃখিত মিস গ্র্যাঞ্জার–।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে প্রফেসর, হারমিওন ম্যাকগোনাগলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বলল–

ডেপুটি হেড মিস্ট্রেস প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দারুণ রেগে গিয়ে আবার বললেন– পীভস নিচে নেমে এস... তার বাছাই টুপি (একমাত্র প্রফেসররা মাথায় দেন) ও চশমা ঠিক করতে করতে বললেন।

– কই কিছু তো করছি না! ক্যাঁ ক্যাঁ করে পীভস বললেও পঞ্চম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ে আরও জলভরা বেলুন ছুঁড়লে ওরা ভীষণভাবে চিৎকার করে গ্রেট হলে দৌড়ে ঢুকে পড়লো। পীভস তারপরে আরও একটা ছোট ছেলের গায়ে বেলুন ছুঁড়ল।... ছেলেটা ভয় পেয়ে গেল। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে পাগলের মত ধেই ধেই করে নাচতে লাগল পীভস।

ম্যাকগোনাগল সব ছেলেদের কঠিন স্বরে বললেন– দাঁড়িয়ে থেকো না... তোমরা সবাই চল গ্রেট হলে।

ডবল দরজা ঠেলে সকলে গ্রেট হলে ঢুকল। রন মাথার ভেজা চুলের জল হাত দিয়ে ঝরাতে ঝরাতে দাঁত ঠক ঠক করে পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল।

নতুন ছেলে-মেয়েদের অভ্যর্থনার জন্য গ্রেট হল দারুণভাবে সজ্জিত। ওইখানে প্রথমে খাওয়া-দাওয়া হবে। শত শত মোমের আলোতে সোনার থালা আর গবলেট (পানপাত্র) আলো পড়ে চমকাচ্ছে।

কিছু থালা হাওয়াতে ভাসছে! দেখতে দেখতে চারটে ছাত্রাবাসের ছেলে-মেয়েরা চারটে লম্বা টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল। পাঁচ নম্বর টেবিলের ধারে বসলেন স্টাফরা। হলটা ছেলেমেয়েদের হাসি-ঠাট্টা, কথায় গমগম করে উঠল। চারটে টেবিল, চারটে ছাত্রাবাসের; গ্রিফিন্ডর, হাফল পাফ, র‍্যাভেন ক্ল আর স্লিদারিং। হ্যারি, রন, হারমিওন আর নেভিল হলের এক পাশে স্লিদারিন, র‍্যাভেন ক্ল, হাফল পাফকে ছাড়িয়ে গ্রিফিন্ডরের পাশে বসে পড়ল। পাশেই নিয়ারলি হেডলেস নিক... গ্রিফিন্ডারের ভূত। মুক্তোর মত সাদা, মোটামুটি স্বচ্ছ, ভাল জামাকাপড় পরেছে। গলা থেকে প্রায় কাটা মাথাটা যাতে না দোলে তার জন্য গলায় শক্ত শক্ত গলাবন্ধ কোট পরেছে।

– শুভ সন্ধ্যা নিক ওর গ্রুপের ছেলে-মেয়েদের বলল।

– হ্যারি তখন ওর ট্রেইনারের থেকে জমা জল বের করতে ব্যস্ত।.... হ্যাঁ, ঈশ্বর যা করবার তা করেছ। আমার যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে, হ্যারি বলল।

তারপরই ও শুনতে পেল 'হ্যারি– হ্যারি'!

পাশ ফিরে দেখল ওর 'হিরো' তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কলিন ক্রিভে।

কেমন আছ কলিন? হ্যারি দারুণ খুশি মনে তাকাল কলিনের দিকে।

– হ্যারি একটা কিছু অনুমান কর। জানো আমার ভাই ডেনিস স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

– দারুণ খবর কলিন।

– দারুণ উত্তেজনা, কলিন চেয়ারে উঠে নাচতে নাচতে বলল– উঃ! কি ভাল হয় ও যদি গ্রিফিন্ডরে আসে। তুমি কিন্তু কাউকে খবরটা দেবে না, কলিন বলল।

নিক বলল– একই স্কুলে সাধারণত ভাই- বোনেরা একই হলে থাকে। তাই না? উইসলিদের দেখ, ওদের সাত ভাই-বোন সবাই গ্রিফিন্ডরে!

প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অনেক কাজ। ভোজ শুরু হবার আগে গ্রেট হল মুছে শুকনো করতে হবে। লোকজন নিয়ে তাই করছেন। ওরা দেখল একটা শূন্য চেয়ার। বুঝতে পারলো না সেটা কার!

ওদের স্কুলে এখনও 'ডার্ক আর্টস' বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য কোনও কোর্স চালু হয়নি। হারমিওন বলল– আশ্চর্য! ওটা তো দরকার। এর আগে টিচার আসেনি তা' নয়। এসেছিলেন, কিন্তু তিন মাসের বেশি কেউ টেকেনি। হ্যারির সবচেয়ে প্রিয় অধ্যাপক লুপিন, গতবছর স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যারি টেবিলে কোনও নতুন মুখ দেখতে পেল না।

হারমিওন বলল– এমনও হতে পারে কাউকে কর্তৃপক্ষ পাননি... কিন্তু তা বললেও ওকে খুবই উদগ্রিব দেখাল।

হ্যারি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টেবিল দেখল। হতাশ হল– নতুন মুখ একটিও নেই। চার্মস টিচার, ফ্লিট উইট, একগাদা কুশনের ওপর বসে গাছগাছরার অধ্যাপক প্রফেসর স্প্রাউটের পাশে অকারণে মুখটা গম্ভীর করে বসে রয়েছেন। উনি এস্ট্রোনমি বিভাগের প্রফেসর সিনিস্ট্রার সঙ্গে বকবক করছেন। তার অপর পাশে রয়েছেন তেল চকচকে চুলে 'পোসান' মাস্টার (বিষ তৈরি করেন জাদুশক্তির জন্য) স্নেইপ, হ্যারির ওকে একদম পছন্দ হয় না। স্নেইপও হ্যারিকে সুনজরে দেখলেন না। উনি জানেন গত বছরে হ্যারি আর রন সিরিয়সকে আজকাবান থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। লম্বা নেকো স্নেইপ, সিরিয়সের পরম শত্রু! নতুন নয়, তাদের স্কুল জীবন থেকে বৈরতা। স্নেইপের একপাশের আসন খালি, হ্যারি ভাবল

ম্যাকগোনাগলের হতে পারে। অন্যপাশে হেডমাস্টার সর্বজনপ্রিয় ডাম্বল ডোর। মাথায় বড় বড় চুল, বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়া শুভ্র দাড়ি। শান্ত সৌম্য চেহারা। সকলেই তাকে ভালবাসে যেমন... তেমনি শত্রু অনেক। মোমবাতির আলো পড়ে সিল্কের মত সাদা চুল দাড়ি কাঁচের মত ঝলসাচ্ছে। গায়ে সবুজ সিল্কের বড় মাপের আলখেল্লা। তাতে নানা সূচিশিল্প করা। তারা আর চাঁদের প্রতিকৃতিতে ভর্তি! ডাম্বল ডোর তার সরু সুর লম্বা আঙ্গুল থুতনিতে রেখে তন্ময় হয়ে কিছু ভেবে চলেছেন। হ্যারি ছাদের সিলিং-এ তাকাল। দেখে মনে হয় আকাশ। মেঘে ঢাকা কাল আকাশ। কাল আর রক্ত বেগুনি খণ্ড খণ্ড মেঘ সেই আকাশে ভেসে চলেছে। হ্যারি চোখ ফেরাতে পারে না... একদৃষ্ট তাকিয়ে থাকে; অথচ নতুন তো দেখেছে না। প্রথম যখন এসেছিলো হোগার্টে তখনও ছিল একই দৃশ্য!

রন হ্যারিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল– তাড়াতাড়ি... পেটে আমার ক্ষিধের আগুন জ্বলছে। আমি এখন একটা পুরো জলহস্তি পেলে কচকচিয়ে খেতে পারি। ওর হয়ত আরও কথা বলার ছিল; কিন্তু গ্রেট হলের ওক কাঠের বিরাট দরজা খোলার সাথে সাথে রন চুপ করে গেল। দেখল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল একদল প্রথম বর্ষের ছেলেদের নিয়ে আসছেন। হ্যারি আর রনের মতই এরা ভিজে চুপচুপে। কিন্তু তারা শান্ত। ওরা যেন সমুদ্র সাঁতরে এসেছে... জাহাজে চেপে নয়। সকলেই দারুণ ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। একটি ছেলেকে দেখে মনে হল ও হ্যাগ্রিডের মোলস্কিন (মোটা সুতি কাপড়ের) ওভারকোট গায়ে দিয়েছে। কোটটা এত বড় যে মনে হয় ও একটা কালো রঙ-এর ডিউক বা ওপরে রাজপুরুষের বেশ পরেছে। বিরাট কলারের ওপর ছোট মুখটা দারুণ প্রফুল্ল শুধু নয় উত্তেজিত। হ্যারি কলিনকে দেখে ভীষণ খুশি হয়ে দুটো বুড়ো আঙুল দেখাল।

ছাত্রছাত্রীরা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের সামনে একটা তে-পায়া স্টুল রাখলেন। তার ওপর একটা পুরনো, জীর্ণ, দাগওয়ালা জাদুকরের হ্যাট রাখলেন। প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সেই টুপির দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য যারা সেখানে জমা হয়েছিল তারাও তাকিয়ে রইল। সকলেই নীরব। তারপর টুপি মানুষের মুখের মত হাঁ হয়ে গেল। তারপর সেই টুপিটা গান গাইতে শুরু করল:

'হাজার বছর বা তারও আগে
যখন আমাকে সেলাই করে নতুন বানানো হয়েছিল
খ্যাতনামা চারজন জাদুকর ছিলেন,
আজও তাদের নাম অজ্ঞাত নয়,
ওয়াইল্ড মুরের অতি সাহসী গ্রিফিন্ডর,

গ্লেন থেকে এসেছিলেন ফেয়ার র‍্যাভেনক্ল,
ভ্যালি ব্রোড থেকে সুইট হাফলপাফ,
ফেন থেকে এসছিলেন শ্রুড স্লিদারিন
তারা– একই ইচ্ছা, আশা ও স্বপ্ন দেখেছিলেন
নতুন নতুন ছেলে-মেয়েদের জাদু শিক্ষার।
এইভাবেই হোগার্টের স্কুল শুরু হয়েছিল
স্কুলের প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতা
ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের
নামে চারভাগে ভাগ করেছিলেন, তাদের গুণের
প্রতি লক্ষ্য রেখে,
যারা সাহসী তারা গেল গ্রিফিন্ডরে–
খুবই বাকিদের থেকে ভিন্ন,
সবচেয়ে চালাকেরা গেল র‍্যাভেনক্লতে,
যারা কঠোর পরিশ্রমী তারা হাফলপাফে
ক্ষমতা লোভীরা অবশ্যই স্লিদারিনে
তারা যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তারা ভিড়ের
মধ্য থেকে তাদের গুণাগুণ দেখে ভাগ করেছিলেন,
এখন তো তারা নেই... পৃথিবী থেকে চলে গেছেন,
তাহলে, কেমন করে তোমরা কে কোথায় যাবে
ঠিক হবে?
গ্রিফিন্ডর আগেই ঠিক করে গেছেন–
আমার মাথায় তাঁর মাথা থেকে ফুঁ দিয়ে
কিছু ঘিলু ঢুকিয়ে দিবেন
যাতে আমি তাদের মত নির্বাচন করতে পারি!
এখন আমার কথা কান দিয়ে শোনো,
আমি আজও ভুল করিনি,
তোমাদের মনের মধ্যে ঢুকে
বলে দিতে পারি কোথায় তোমরা যাবে!'

গানের শেষে গ্রেটহলে হাততালি, হুড়োহুড়ি শুরু হল।

এবার বক্তৃতা দেবেন অন্যান্য প্রফেসররা। তারপর প্রফেসর ডাম্বলডোর উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দেবেন : এটাই প্রোগ্রাম।... তারপর খাবার পালা।

প্রফেসর গানের শেষে রোল করা একটা পার্চমেন্ট বার করলেন।

– যখন তোমরা তোমাদের নাম শুনবে মাথায় টুপিটা চাপিয়ে চেয়ারে বসবে।

হ্যাটটা বলে উঠল অ্যাকারকে স্টুয়ার্ট!

একটি ছেলে কাঁপতে কাঁপতে স্টুলে বসল। টুপিটা মাথায় পড়ল।

হ্যাট উচ্চস্বরে বলল– র‍্যাভেনক্ল!

স্টুয়ার্ট অ্যাকারলে মাথার টুপিটি খুলে দ্রুত র‍্যাভেনক্ল টেবিলের সিটে বসল। তখন হ্যারির চোখ পড়ল র‍্যাভেনক্ল সীকার- চো'র ওপর। সে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। হ্যারির হঠাৎ করে ইচ্ছে হল, সে র‍্যাভেন ক্ল-দের টেবিলে যেয়ে বসে। অদ্ভুত নিশ্চয়ই তাহলে হ্যারি হঠাৎ র‍্যাভেন ক্ল গ্রুপে বসতে চাইবে কেন!

- ব্যাডডক ম্যালকম!

স্লিদারিন!

হ্যারি লক্ষ্য করল ম্যালফয় ভীষণ জোরে হাততালি দিল।

– ব্র্যান স্টোন, এলিনর!

– হাফলপাফ

– কল্ডওয়েল ওয়েন!

'হাফলপাফ'

– 'ক্রিভে ডেনিস!... ও এগিয়ে গেল হ্যাগ্রিডের মতো বিরাট ওভারকোটটা সামলাতে সামলাতে। ঠিক সেই সময় হ্যাগ্রিড অন্য একটা দরজা দিয়ে হলে ঢুকলেন। সাধারণ মানুষের চাইতে দ্বি-গুণ লম্বাদেহ– তেমনি তিনগুণ চওড়া।

হ্যাগ্রিডের মাথায় বড় বড় চুল, কাল লম্বা দাড়ি। দেখলে অদ্ভুত এক অন্য জগতের মানুষ মনে হয়। হ্যারি, রন, হারমিওন জানে তার মত উদারচেতা মানুষ পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। স্টাফ টেবিলে বসে সকলের দিকে চোখ বোলালেন। দেখলেন ডেনিস ক্রিভে শান্ত হয়ে স্টুলে বসে। ওর টুপি বলছে না কোন্ ছাত্রাবাস ওর।

গ্রিফিন্ডর– টুপি বলে উঠল।

গ্রিফিন্ডরের সকলে হাততালি দিল। হ্যাগ্রিডও বাদ রইলেন না। ডেনিস ক্রিভে একগাল হেসে টুপিটা খুলে স্টুলের ওপর রেখে তাড়াতাড়ি ওর ভাইয়ের পাশে বসল।

গ্রিফিন্ডর পরপর তিন বছর লাগাতার ইন্টারহাউজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

'প্রিটচার্জড গ্রাহাম!

স্লিদারিন!

কুইরকে, ওরলো?

র‍্যাভেন ক্ল

এবং সবশেষে হুইটবাই, কেভিন হাফল পাফ!... বাছাই শেষ হল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল টুপি আর স্টুলটা নিয়ে হল ছেড়ে চলে গেলেন।

– এবার খাওয়া শুরু হবে, রন সোনার থালা আর কাঁটা চামচের দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে রইল।

প্রফেসর সহাস্যে হাত দুটো প্রসারিত করে সকলকে স্নেহ-ভালবাসা-স্বাগতম জানালেন– আমার তোমাদের মাত্র দুটো মাত্র দু'টো শব্দ বলার আছে।

ডাম্বলডোরের গুরু গম্ভীর গলা সমগ্র হলটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল প্রতিধ্বনিতে। **খাবার খাও।**

– দারুণ, দারুণ... শূন্য ডিমগুলো জাদুদণ্ডের প্রভাবে নিমেষের মধ্যে নানা সুস্বাদু খাবারে পূর্ণ হয়ে গেল।

বেচারা নিয়ারলী হেডলেস নিক রন-হ্যারি-হারমিওনের খাবার ভর্তি ডিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখ তার আর নড়ে না।

মুখ ভর্তি সেদ্ধ আলু নিয়ে রন হেসে বলল– আরে বিয়ারও আছে।

হেডলেস নিক বলল– শুধু আমাদের স্কুলে হয়, আর কোথাও নয়। তোমরা তো জানো না রান্নাঘরে গোলমাল হয়েছিল।

কেন কী হয়েছিল? হ্যারি বলল। মুখে ওর তখন একগাদা টুকরো টুকরো হাড়ছাড়া গরুর মাংশ!

হেডলেস নিক ওর গলার কলারটা সামান্য ওপরে তুলে বলল– পীভসকে বাদ দেওয়াতে ও খুব মনে ব্যথা পেয়েছে শুধু নয়, রাগও করেছে। ও একটা অসভ্য জংগলী, ব্যবহারটাও ভাল নয়, কথাবার্তার ছিরি-ছাঁদ নেই। তোমরা তো জান আমাদের একটা ভূত কাউন্সিল আছে! বেশিরভাগ সদস্য ওকে এই সুযোগ দিতে চাইলেও বাদ সাধলেন ব্লাডি ব্যারণ। বললেন, ওকে সভ্য মানুষদের ভোজে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না।

ব্ল্যাডি ব্যারণ আবার ফ্লিদারিং হাউজের ভূত। মোটামুটি স্বাভাবিক। কৃশকায়া, নীরব অবচ্ছায়া... রূপালী আর রক্তের মত লাল পোশাক পরে থাকে। স্কুলে ওই একমাত্র ভূত বা অপচ্ছায়া সে পীভসের মত বাঁদরকে রুখতে পারে।

'আমরা অন্য কিছু ভেবেছিলাম, তা রান্নাঘরে কী হয়েছিল? রন জিজ্ঞেস করল ফিস ফিস করে।

হেডলেস নিক বলল– ওকে পার্টিতে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না শুনে রান্নাঘরে বাঁদরামী শুরু করে। থালা-বাসন ছোঁড়াছুড়ি, কাঁচের বাসন ভাঙা... ওইসব যা ইচ্ছে তাই।

হারমিওনের হাত থেকে কমলালেবু রসে ভর্তি কাঁচের 'গবলেট' সটকে গিয়ে ভেঙে গেল। তারই ঝন ঝন শব্দ। টেবিলে মিষ্টিরস পড়ে আঠার মত আটকে রইল। পামকিনের জুস আরও অনেক কিছু। টেবিলের পাট পাট সাদা চাদরে নানান রঙ-এর ছাপ পড়ে গেল।

হারমিওন বলল– হোগার্টে কি হাউজ এলফ আছে?

হেডলেস নিক বলল– আছে। আশ্চর্য হয়ে হারমিওনের মুখের দিকে তাকাল– প্রায় একশ' হবে। ব্রিটেনে কোনও বাড়িতে এত সংখ্যক নেই।

– আজ পর্যন্ত তো আমি একটাও দেখিনি, হারমিওন বলল। দিনের বেলা ওরা কিচেন থেকে বেরোয় না, হেডলস নিক বলল। রাত্রে বাড়ি-ঘর সাফ করার জন্য বেরায়। তাই তুমি এদের। ভাল এলফরা ভালভাবেই থাকে।

– ওরা তো পারিশ্রমিক পায় নিশ্চয়ই?... অসুখ করলে ছুটি... অবসরের পর পেনসন এই সব পায়?

হেডলেস নিক হারমিওনের কথা শুনে খুব জোরে জোরে হেসে উঠল। এত হাসি যে গলার মাফলার সরে গেল, স্লিপার খুলে গেল। সামলে নিয়ে বলল, তারা এসব চায় না।

হারমিওন এমনিতেই খুবই কম খায়। নিকের কথা শোনার পর খাওয়ার প্লেট সরিয়ে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে রইল।

রন হাসল, বলল– আঃ হারমিওন, এত কথা কি ভাবলে চলে! বলতে বলতে অর্ধেক পুডিং হ্যারির হাঁটুর উপর ফেলে।... সরি হ্যারি রাগ করো না।

হারমিওনের কণ্ঠে বেদনা। বেদনা মিশ্রিত গলায় বলল– এলফরা এক কথায় ক্রীতদাস। ঈশ্বর এমনভাবে ওদের সৃষ্টি করেছেন যে না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে হিংস্র হতে। ক্রীতদাসদের তৈরি এই ডিনার। তোমাদের মনে ব্যথা লাগে না রন? অনেক অনুরোধেও হারমিওন একটা দানাও দাঁতে কাটলো না। গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

রন বলল– আ. কি মিষ্টি! ইচ্ছে করেই মিষ্টি গন্ধ হারমিওনের নাকের কাছে পৌঁছে দিল... আহা স্পটেড ডিঙ্ক, দেখ দেখ! চকলেট গেটু!

খাওয়া-দাওয়া শেষ। 'প্লেট দেখে পিপীলিকা কেঁদে যায়'.... ঠিক সেই সময় এলবাস ডাম্বলডোর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন... সঙ্গে সঙ্গে মুখরিত গ্রেট হল গভীর এক নিঃস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। শুধু ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ আর বৃষ্টির ছাটের জানালার কাঁচে।

– তো, ডাম্বলডোর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা এখন খাওয়া-দাওয়া করেছি, বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েছি (হারমিওন বলল– হুঁ) আমি তোমাদের সকলকে চুপ করে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।... তোমাদের কাছে আমি কিছু বলবো, আশা করি মনযোগ দিয়ে শুনবে।

– মি. ফিলচ্ আমাকে তোমাদের জানাতে অনুরোধ করেছেন... কিছু জিনিস ক্যাসেলে আনার যে বিধিনিষেধ ছিল তার থেকে কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ইও-ইওস, ফেঞ্জড ফ্রিসবীস এবং এভার-বেসিং বুমেরাংগস। পুরো লিস্ট...

প্রায় চারশ' সাঁইতিরিশ জিনিস। কারও ইচ্ছে থাকলে ফ্লিচের অফিসের নোটিশ বোর্ডে দেখে আসতে পার।

কথা কইতে কইতে ডাম্বলডোরের ঠোঁট দুটো শেষপ্রান্ত সামান্য কুঞ্চিত হল।

– তোমরা একটা কথা মনে রাখবে সব ছাত্র-ছাত্রীদের নিষিদ্ধ বনে ঢোকা সম্পূর্ণ মানা। তেমনি তৃতীয় বর্ষের নিচের ছাত্র-ছাত্রীদের হগসমেড গ্রামে যাওয়া নিষিদ্ধ।

– তোমাদের একটা দুঃখজনক সংবাদ জানানো উচিত, এ বছর কিডিচ কাপ খেলা হবে না।

– কী বললেন ডাম্বল ডোর? চাপাগলায় হ্যারি যেন নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল।

ডাম্বলডোর বলে চললেন– নতুন একটা ইভেন্টের জন্য এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। তবু আমার মনে হয় নতুন ইভেন্টটা তোমাদের সকলের ভাল লাগবে। তোমাদের শিক্ষকদেরও। আমি অতি আনন্দের সঙ্গে তোমাদের জানাচ্ছি 'ট্রাই-উইজার্ড' টুর্নামেন্ট হোগার্টে এই বছর হবে। সে কারণে আমরা এই কাজে ব্যস্ত থাকবো। তাই কিডিচ টুর্নামেন্ট করা সম্ভব হবে না।

মাঝ পথে ফ্রেড উইসলি বেশ জোরে জোরে বলল– স্যার আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। মুডি হলে আসার পর থেকেই একটা নীরবতা সমস্ত হলটা ছেয়ে রয়েছে।

প্রায় সকলেই হেসে উঠল আর 'সেই হাসি' ডাম্বলডোর যথাযথভাবে আকারে-ইঙ্গিতে প্রশংসা করলেন।

– শোনো ঠাট্টা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ মি. উইসলি, ডাম্বলডোর বললেন– তা হলে তোমাদের একটা গল্প বলতে হয় এক গ্রীষ্মে একটি অতি প্রাকৃত জন্তু, একটি কুৎসিত ডাইনি, এবং একটি অতি ক্ষতিকারক প্রেত... বন্দী হয়...

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার গলা খুক খুক করে সকলকে শুনিয়ে কেশে ডাম্বলডোরকে থামতে বললেন। এখন ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে এটা বোঝাতে চাইলেন।

– অবশ্য গল্প বলার সময়টা ঠিক নয়... না, তোমাদের আমি টুর্নামেন্ট বিষয়ে বলব ডাম্বলডোর বললেন– আমিও তোমাদের সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে পারব না... যারা সম্পূর্ণ জানে তারা ভুল টুল বললে আমাকে ক্ষমা করবে। সংক্ষেপে বলি... প্রায় সাতশ' বছর আগে এই টুর্নামেন্টের উদ্ভব হয়েছিল। তিনটি স্কুলের বন্ধুতাপূর্ণ প্রতিযোগিতা হোগার্টস, বকসব্যাটনস ও ডারমন্ট্র্যাংগ। ওই তিনটি স্কুলের মধ্যে থেকে তিনটি সেরা চ্যাম্পিয়নকে তাদের প্রত্যেককে একটি করে জাদু বিদ্যা দেখাতে হত। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ওই তিনটি স্কুলের একটিকে হোস্ট হতে

হতো। সকলেই একমত হয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের জাদুকর, জাদুবিদদের মধ্যে এ খেলার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। ভালই চলছিল... হঠাৎ বহু লোকের মৃত্যুর কারণে খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

হারমিওন উদ্বেগ ও ভয়ের সঙ্গে বলল– বহু মানুষের মৃত্যু? হারমিওনের উদ্বেগ বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পাত্তাই দিল না। তারা খেলা পুনরায় চালু করার জন্য আকুল। হ্যারি খেলাটি সম্পর্কে আরও আরও বেশি জানার জন্য ব্যাকুল। বহু বছর আগে অনেক লোকের মৃত্যু, খেলাটি চিরতরে বন্ধ জেনে হ্যারি বিস্মিত হয়। হ্যারি এর কোন কারণ খুঁজে পায় না।

– বহু রাজ্য টুর্নামেন্ট নতুন করে শুরু করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু কেউই কৃতকার্য হতে পারেনি। ডাম্বলডোর বললেন– যাই হোক আমাদের আন্তর্জাতিক ম্যাজিক্যাল কো-অপারেশন এবং ম্যাজিক্যাল গেমসের ডিপার্টমেন্ট মনে করেছেন ওই টুর্নামেন্টটি আবার চালু করা দরকার। আমরা বহু আলোচনা, পর্যালোচনার পর আমরা কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছি যেন কোনও চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ বা মেয়ে) কোনও বিপদ বা মৃত্যুর সম্মুখীন না হয়।

– এই বছরের অক্টোবরে বকসব্যাটনস আর ডারমস্ট্র্যাংগ স্কুল তাদের কিছু বাছাই করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের এখানে আসছে। তিনজন চ্যাম্পিয়ন ঠিক হবে হেললোওয়েনে। একজন নিরপেক্ষ বিচারক ঠিক করবেন কোন ছাত্র-ছাত্রী ট্রাই উইজার্ড কাপে প্রতিযোগিতা করতে উপযুক্ত। যারা উপযুক্ত হবে তাদেরকে প্রাইজমানী দেয়া হবে এবং তাদের স্কুলকে অভিনন্দিত করা হবে।

– আমি এতে অংশ নেব! ফ্রেড উইসলি উত্তেজিতভাবে তার টেবিলে পাশে বসা বন্ধুদের বলল।

হ্যারি প্রত্যেকটি হাউজ টেবিলের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের দিকে তাকাল। তারা যেন ছটফট করছে টুর্নামেন্ট শুরুর দিনটির জন্য।... সকলেই চায় হোগার্ট চ্যাম্পিয়ন হোক। কিন্তু স্কুলকে কে প্রতিনিধিত্ব করবে। সেটাই তো প্রতিযোগিতা, সেটাইতো গৌরব।

ডাম্বলডোর আবার বলতে লাগলেন– হল আবার স্তব্ধ। শুধু ঝমঝম বৃষ্টি আর তার কাঁচে আঘাতের শব্দ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে জানালার বাইরে ক্ষণিক চোখে পড়ে গভীর নিষিদ্ধ অরণ্য!

– আমি জানি তোমরা সবাই চাও দুটি স্কুলকে পরাজিত করে হোগার্টে কাপ নিয়ে আসতে।... বড় কথা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক যারা সিলেকশনের জন্য আসবেন তাদের বলা হয়েছে শুধু সতের বছর বা তার উর্ধ্বের ছাত্ররাই এই প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হবে।... ডাম্বলডোর হঠাৎ মুড পাল্টে বলতে শুরু করলেন–,

এই বয়সের রেস্ট্রিকসন ঘোষণা করাতে মনে হয় যমজ দুই উইসলি খুবই

চটেছে। কিন্তু উপায় নেই... খেলাটি মোটেই ছোটদের উপযুক্ত নয়। খুবই শক্ত ও বিপদের। আমার ব্যক্তিগত ধারণা বয়সের সীমারেখা খুবই প্রয়োজনীয়। কোনও রকম ভুরু কুচকে লাভ নেই।... ডাম্বলডোরের দুই নীল চোখ ফ্রেড আর জর্জের ওপর ন্যাস্ত হল– আমি চাই না, বিশেষ অনুরোধ করছি তোমাদের সতের বছর বয়স না হলে অযথা স্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করবে না।

– আগেই বলেছি অক্টোবরে ওই দুই স্কুলের প্রতিনিধিরা কথাবার্তা বলার জন্য আমাদের আমন্ত্রণে হোগার্টে আসছেন। আমি সর্বান্তকরণে আশাকরি তোমরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা করবে ও তাদের সহযোগিতা দেবে।... শুধু তাই নয় হোগার্টের যে চ্যাম্পিয়ন হবে তাকে তোমরা উৎসাহিত করবে।... থাকগে অনেক রাত হল। তোমরা ট্রেন জার্নি ও বৃষ্টিতে ভিজে খুবই ক্লান্ত। কাল সকালে উঠে পড়াশুনা শুরু করবে! শুতে যাও চটপট!

প্রথম ও শেষ পর্ব শেষ হল। ডাম্বলডোরকে দেখা গেল মুডির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। ছেলেমেয়েরা শুতে যাবার জন্য হৈ হৈ করে এনট্রেন্স হলের দিকে এগোল। এক ঝাঁক তরতাজা ফুল চলেছে ডাম্বলডোরের দিকে।

জর্জ উইসলি বলল– এই এপ্রিলে আমরা সতেরোতে পা দেবো। দেখি কে বাধা দেয়?

ফ্রেডেরও তাই মত।... একহাজার সোনার অর্থ, ছেলে-খেলা?

হারমিওন বলল– বন্ধুরা এবারে চল। এখানে কথা বলতে থাকলে শুধু তোমরাই থাকবে আর কাউকে পাবে না সবাই চলে যাচ্ছে।

ওরা পাঁচজন এনট্রেন্স হলের দিকে চলল।

ফ্রেড আর জর্জের একই কথা, দেখি ডাম্বলডোর কেমন করে আমাদের বাধা দেয়!'

– ইমপারসিয়ল জাজটি কে? কে ঠিক করবে কারা চ্যাম্পিয়ন?

– জানি না।

– ঠিক আছে, এক ডোজ 'পোসান' খেলে কেমন হয়? তাহলে বয়স বাড়বে। বয়সের পোসান!

– ডাম্বলডোর জানেন কার কত বয়স।

– কিন্তু উনি তো স্কুল চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করতে পারবেন না।

– মনে হয় ডাম্বলডোরের আমাদের ওপর রাগ আছে– তাই অংশগ্রহণ করতে দেবে না।

হারমিওনের মাথায় এক চিন্তা... অনেক মানুষ অকারণে মারা গেছে। হল ছেড়ে, করিডোর দিয়ে যেতে যেতে হারমিওন ভেবে চলল। কেন মারা গেছে? কী কারণে?

ওরা হই-চই করতে করতে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের সামনে মোটা মহিলার ছবির সামনে দাঁড়াল। 'পাশওয়ার্ড' না- বললে মোটা মহিলা দরজা খুলবে না।

– পাশ ওয়ার্ড?

জর্জ বলল– বাল্ডার ড্যাশ! নিচে এক কর্মকর্তা আমাকে বলেছে।

পোর্ট্রেট সরে গেলে... সামনেই অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ। ওটাই কমনরুমে যাবার পথ! গোলাকৃতি কমনরুমে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে ফটফট শব্দ হচ্ছে। হারমিওন উজ্জ্বল চোখে ফায়ার প্লেসের আগুন দেখতে লাগল। হ্যারি দূর থেকে শুনতে পেল হারমিওনের স্বর 'ক্রীতদাসী'। তারপরই মেয়েদের ডরমেটরিতে ও চলে গেল।

ওদের ডরমেটরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানালায় গাঢ় গোলাপি পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালে চারটে পোস্টার। ভিনস আর সিমাস অনেক আগে শুয়ে পড়েছে। ভিন ওর আয়ারল্যান্ডের কৃত্তিম গোলাপ ওর খাটের মাথার ওপর গেঁথে রেখেছে। তাছাড়া ভিক্টর ক্রামের পোস্টার! পুরনো 'ওল্ড হাম ফুটবল টিমের' পোস্টারও দেওয়ালে সেঁটে রেখেছে।

হ্যারি, রন, আর নেভিল রাতের ড্রেস পরে বিছানায় শুয়ে পড়লো। খুব সম্ভব একজন হাউস-এলফ ওদের বিছানা যাতে গরম থাকে ওয়ার্মিং প্যানস রেখে গেছে। গরম বিছানায় শুতে আরাম লাগল। বাইরে তখন সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অরণ্য থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে ঘরের জানালা কাঁপিয়ে দিয়ে চলেছে।

রন বলল– ফ্রেড আর জর্জ যদি দলে ঢুকতে পারে তাহলে দেখে নিও আমি ম্যানেজ করে নেব।

হ্যারি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে বলল– ধর যদি না পার। ওর এখন সামনে ভাসছে অজানা সেই টুর্নামেন্ট। কিন্তু ওর যে বয়স সতেরো হয়নি। কিন্তু ওতো হোগার্টিস কিডিচ চ্যাম্পিয়ন।... ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে– ও একজন স্কুলের প্রতিনিধি, গায়ে জার্সি... ও ট্রাই-উহাজার্ড টুর্নামেন্ট জিতেছে। সবাই ওকে ঘিরে ধরে হর্ষ-উল্লাস করছে।... ভাসা ভাসা... অনেক দর্শকের মাঝে ও যেন চোখে দেখতে পেল।

হ্যারি আপন মনে হেসে উঠল। ও যা মনের চোখে দেখল তা কি রন দেখতে পেয়েছে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ম্যাড-আই মুডি

সকালে ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে। তাহলেও গ্রেট হলে এসে দেখলো তখনও স্ফটিক ছাদের উপর আকাশ গভীর কালো মেঘে ঢাকা। ওরা সকালের নাস্তা খেতে খেতে দেখল অদূরে ফ্রেন্ড, জর্জ আর লী জোর্ডান তিন মাথা এক করে ফিস ফিস করে আলোচনা করছে। খুব সম্ভব সতের বছরের বেশি তারা কেমন করে হবে, এই নিয়ে ওদের আলাপ। কেমন করে কি করে ওরা ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্টে যোগ দেবে।

রন বলল– আজকের দিনটা খুব সুন্দর... বৃষ্টি পড়ছে না, মাঝে মাঝে রোদ উঠছে।... খেতে খেতে টাইম টেবিল দেখতে লাগল।

হারমিওন নরম টোস্টে মনের সুখে মাখন লাগাতে থাকে। রন বলল– আবার তুমি খাচ্ছ। দেখল হারমিওন মাখন ছেড়ে টোস্টে জ্যাম মাখাচ্ছে।

হারমিওন বলল– ভাবছি বেচারা এলফদের জন্য কিছু করা দরকার।

রন হেসে বলল– মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধার্ত।

হঠাৎ অনেকগুলো পাখা ঝাপটার শব্দ শোনা গেল। একটা নয় প্রায় একশ'টা প্যাঁচা ওর জানালা দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। ওদের পায়ে চিঠির বান্ডিল। হ্যারি ওদের দিকে এগোল। সবই ধূসর আর বাদামী। একটাও সাদা লক্ষ্মী পেঁচা নেই। পেঁচারা সব টেবিলের চারপাশে ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল চিঠি আর প্যাকেটের প্রাপকদের। একটা বিরাট তামাটে পেঁচা প্রায় গোঁত্তা মেরে নেভিলে লংবটমকে ওর কোলের ওপর একটা প্যাকেট ফেলে দিল। ওধারে ম্যালফয়ের টেবিলে একটা পেঁচা টফি, কেক, মেঠাই-এর প্যাকেট ফেলে দিল। হ্যারির কিছু আসেনি। ওর মনটা বিষণ্ন হলো। বিষণ্নতা কাটাতে পরিজ খেতে লাগল। ভাবল হেড উইগের

দেখা নেই কেন? তাহলে ওর কী বিপদ-আপদ হয়েছে?

সিরিয়স কী তাহলে ওর চিঠি পায়নি? হরেক রকম– মন আরও বিষণ্ন হওয়ার মতো যতোসব চিন্তা।

ও প্রফেসর স্প্রাউটের সঙ্গে দল বেঁধে চলল গ্রীন হাউজের দিকে। ওখানে স্প্রাউট ওদের কদাকার গুল্ম দেখালেন। হ্যারি জীবনে কখনও ওই রকম গাছ-গাছড়া গুল্ম দেখেনি। খোঁচা খোঁচা হয়ে মাটি থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই গাছ-গাছড়ায় ছোট ছোট গোটা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ।

প্রফেসর স্প্রাউট গাছগুলোকে দেখিয়ে বললেন, বুবোটিউবার্স! ওদের গোটা চিপে কষ বের করতে হয়।

– কী বার করতে হয়?

– কষ- দারুণ প্রয়োজনীয়।... অতএব অযথা নষ্ট করবে না। একটা পাত্রে রাখলেন। কষ বের করার সময় হাতে অবশ্যই গ্লাভস পরে নেবে। ড্র্যাগনের চামড়া দিয়ে বানানো গ্লাভস। হাতে লাগলে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস মনে হতে পারে। মানে টাটকা কষ। গাঢ় অতরলীকৃত।

কষের রঙ হলুদ। দারুণ পঁচা গন্ধ! ওরা ফল থেকে টিপে টিপে কষ বার করে বোতলে ভরল।... অনেকগুলো পাঁইট।

প্রফেসর স্প্রাউট বোতল ভর্তি কষ দেখে বললেন, ম্যাডাম পমফ্রে দেখে খুব খুশি হবেন। বোতলগুলোতে খুব সাবধানতার সঙ্গে ছিপি দিলেন।... দূরারোগ্য একনির জন্য ওষুধ বুবোটিউবার্স। মুখের ব্রণেও খুব কাজে লাগে।

হান্না অ্যাবট বলল– তাহলে তো ইলোইজ মিডজেন এটা ব্যবহার করতে পারে। ও হাফলপাফের ছাত্রী।

ওরা কাজ করতে করতে গুম গুম ঘণ্টাধ্বণি শুনতে পেল। ক্লাস শেষ হবার সংকেত! বিভিন্ন আবাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের গন্তব্যের দিকে ছুটল। হাফলপাফ ট্রান্সফিগাবেসনের আর গ্রিফিন্ডর হ্যাগ্রিডের কটেজের দিকে। ঠিক নিষিদ্ধ বনের মুখে হ্যাগ্রিডের কাঠ দিয়ে বানান কটেজ।

হ্যাগ্রিড দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। একহাতে তার কাল বোর হাউন্ড, ফ্যাংগের কলার ধরা। ওর পায়ের কাছে অনেক কাঠের বাক্স পড়ে আছে। ফ্যাংগ ছাড়া পাবার জন্য টানাহেঁচরা করছে। ও বোধহয় খালি বাক্সে কি আছে জানতে চায়। ছেলে- মেয়েদের পদশব্দে হ্যাগ্রিড ওদের দিকে তাকালেন। বাক্সের কাছে আসার পর শুনতে পেল বিস্ফোরণের শব্দ। যেন একটা ছোট বোমা ফাটার শব্দ যেন।

মর্নিং! হ্যাগ্রিড হ্যারি, রন ও হারমিওনের দিকে তাকিয়ে বললেন। হ্যাগ্রিড

বললেন বিয়ার চলবে?

রন বলল– আজ নয়।

হ্যাগ্রিড ওদের ঢাকনা খোলা ক্রেটের দিকে আঙুল দেখালেন– 'ইউরাগ'... সকুইলড ল্যাভেন্ডার ব্রাউন, পিছনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

ইউরাগ!... কোথায় যেন নামটা শুনেছে হ্যারি। কেমন যেন বিচ্ছিরি দেখতে। অনেকটা গায়ের খোসা ছাড়ান চিংড়ির মতো। দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে। প্রতিটি ক্রেটে প্রায় একশ'টা রয়েছে। ওদের শরীর থেকে পচা মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রতি মিনিট অন্তর ওদের পেছন থেকে জোনাকির মত স্পার্ক দিচ্ছে... ছোট ছোট বুদবুদ তৈরি হয়ে শব্দ করে ফেটে যাচ্ছে।

হ্যাগ্রিড বললেন– এদের খুব যত্ন করে রাখতে হয়। ভাবছি, এদের নিয়ে একটা প্রোজেক্ট করলে কেমন হবে।

– কী লাভ হবে? একটা শীতল কণ্ঠ পেছন থেকে বলল।

স্লিদারিনরা তখন এসে গেছে। সকলে পেছনে তাকালেই ম্যালফয়কে দেখতে পেল।

হ্যাগ্রিড সামান্য সময় নীরব থেকে কর্কশ স্বরে বললেন– ম্যালফয় এটা তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। ওরা দেখতে আকর্ষণীয় নয় বলে ওদের দিয়ে কোনও উপকার হবে না ভাবছ, তা নয়।

রন, হ্যারি, হারমিওন ও আরো অনেককে যারা যারা জানতে ইচ্ছুক তাদের হ্যাগ্রিড অদ্ভুত ক্রিয়েচার সম্বন্ধে বোঝালেন।

তারপর আবার বোঁ বোঁ শব্দের গর্জন। হ্যাগ্রিডের ক্লাশ শেষ হয়েছে।

'গুড ডে', হ্যারি চমকে লাফিয়ে উঠলো পেছন থেকে আসা শব্দটি শুনে। ট্রেলাওয়েনের সামনে বসেছিল হ্যারি। পেছনে তাকাতেই সে প্রফেসর ট্রেলাওয়েনকে দেখতে পেল।

ট্রেলাওয়েন রোগা লম্বাটে চেহারা। দৃষ্টিশক্তি কম তাই চোখে মোটা গ্লাসের চশমা পরাতে চোখ দুটো ড্যাবড্যাবে দেখায়। ট্রেলা, হ্যারির দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। যখনই হ্যারি তার সামনে দাঁড়ায় ট্রেলা তার কেমন যেন দুঃখ ভরা দৃষ্টি! দেন হ্যারির দিকে। ট্রেলা সব সময় গলায় মোটা মোটা কাঁচের বলের মত গোল মালা পরেন। গলায় সরু চেন, হাতে বালা। সবই সোনার- আলো পরলে চকচক করে।

হ্যারিকে ট্রেলা দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন– মনে হয়, তুমি মনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছ। আমার অন্তরের চোখ দিয়ে সব উপলব্ধি করতে পারি স্নেহের হ্যারি। তোমার সাহসী মুখ, আজ কেন এত বিষণ্ন তা আমি বুঝতে পারি। আমি জানি তোমার মনের দুশ্চিন্তা অকারণে নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে

অনেক বিপদের দিন অপেক্ষা করছে। – দুঃখের সঙ্গে বলছি খুবই বিপদের। তবে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠ আরও বেশি অস্পষ্ট হয়ে গেল... খুবই তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবে। রন হ্যারির দিকে তাকাল। ওকে দেখে মনে হয় না ট্রেলার ভবিষ্যদ্বাণীতে চিন্তিত। ট্রেলা একটা বড় হাতার আর্ম চেয়ার ফায়ারপ্লেসের কাছে টেনে এনে বসলেন। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন। লেভেন্ডর ব্রাউন আর পার্বতী প্যাটেল ট্রেলার খুব প্রিয় ছাত্রী। ওরাও ট্রেলার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বসল।

– আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আমাদের বিভিন্ন তারকা গ্রহদের গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে হবে। তাদের অশুভ- পূর্বলক্ষণ সম্বন্ধেও বেশি করে জানা দরকার। এটা তারাই বোঝে যারা তাদের গতির গাগনিক নৃত্য সম্বন্ধে জানে। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ তাদের প্রদত্ত রশ্মিতে নিয়ন্ত্রি হয়।

কিন্তু হ্যারি এসব ভাবনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফায়ার প্লেসের সুগন্ধে ওর ঘুম আসছে। প্রফেসর ট্রেলার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও তাকে মুগ্ধ করে রাখে না... আবার উড়িয়েও দিতে পারে না। আমার মনে হয়, হ্যারি নিজেকে বলে তুমি যা ভয় পাও তা সত্যি সত্যি ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু হারমিওন ঠিক কথা বলে.... হ্যারি বড় বেশি চিন্তা করে, প্রফেসর ট্রেলার সব ভবিষ্যদ্বাণী শঠতা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যারি সেই সময় কোনও স্বপ্ন দেখছে না। সিরিয়স ধরা পড়েছে... তা ট্রেলা জানবে কেমন করে? তবে ট্রেলার একটা কথা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না, গত টার্ম শেষ হবার সময় যখন তিনি ভোল্ডেমর্ট আবার আসতে পারে এমন এক সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন... এবং ডাম্বলডোর নিজেও বলেছেন, যা যা তিনি ভেবেছিলেন তা সত্য হতে পারে... হ্যারিও যখন তাকে বলেছিল...।

হ্যারি! রন আস্তে আস্তে বলল।

– কী...? হ্যারির তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সে সোজা হয়ে বসে সকলের দিকে তাকাল।

প্রফেসর ট্রেলা বললেন– আমি নিশ্চিত যে, তুমি শনির অমঙ্গলপূর্ণ প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেছ। তার কথার মধ্যে কেমন যেন একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠেছে।

হ্যারি বলল– শনি গ্রহ প্রভাবে জন্ম! মানে ঠিক বুঝলাম না। শয়তান শনির প্রভাবে।

– আমি বলতে চাচ্ছি তুমি যখন জন্মেছ তখন শনি তুঙ্গে ছিল। তাতে তোমার কালো চুল, তোমার খর্বকায় চেহারা... অকালে দুঃখজনক পরিস্থিতি... সেই দিক

দেখে আমি একরকম নিশ্চিত হয়ে এই কথাটা বলতে পারি আমার অতি প্রিয় হ্যারি, তুমি মধ্যশীতে জন্ম গ্রহণ করেছ তাই না?

– না, আমি জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেছি।

রন হাসি চাপতে গিয়ে খুক খুক করে কাসে।

আধঘণ্টা পর ট্রেলা সকলকে একটা গোলাকৃতি চার্ট দিয়ে বললেন– তোমাদের জন্ম তারিখ এবং সেই গ্রহের অবস্থা চার্টে পরিষ্কারভাবে লেখ। কাজটা একদম নিরস, অনেক হিসাব করতে হয়, টাইম টেবিল প্রয়োজন।

– আমি দুটি নেপচুন পেয়েছি... ট্রেলারের দেওয়া পার্চমেন্টের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল।

– আ... আ... আহ, রন প্রফেসর ট্রেলার অস্পষ্ট কথা বলার ভঙ্গি নকল করে।

ল্যাভেন্ডার ব্রাউন বলল– ওহ্ প্রফেসর, দেখুন... আমার জন্মের প্রভাব এক অদ্ভুত গ্রহের প্রভাবে! এই গ্রহটা কী প্রফেসর?

– উরেনাস্। প্রফেসর ট্রেলার চার্টটা দেখে বললেন।

রন মহামাতব্বর। সব সময় ফাজলামী করে। বলল– লেভেন্ডার তোমার ওই উরানাস গ্রহের অবস্থান কি দেখতে পারি?

দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেলা রনের কথা শুনতে পেলেন।... আর এজন্যই বোধ হয় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক হোমওয়ার্ক দিলেন।

হারমিওন বলল– এত হোমওয়ার্ক? প্রফেসর ভেক্টর কখনো এত হোম ওয়ার্ক দিতেন না।

ক্লাশ শেষ হলে সকলে ডিনার খাবার জন্য লাইনে দাঁড়াল। হ্যারি, রন, হারমিওন সকলের পেছনে যেয়ে দাঁড়াল। এমন সময় কে যেন উচ্চস্বরে ডাকল– উইসলি... আরে উইসলি! ওরা তিনজনে তাকাল।

দেখল ম্যালফয় ক্রাব আর গোয়েলে লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদের মুখ দেখে মনে হয় ওরা খুব খুশি।

রন বলল– হ্যাঁ বল। খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব।

ডেইলি প্রফেট কি লিখেছে দেখ বলে ম্যালফয় জোরে জোরে পড়তে লাগল:

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে আবারো ভুল

রিটা স্কীটার, বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন– মনে হয় ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের সমস্যা এখনও দূরীভূত হয়নি। সম্প্রতি কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপে সঠিকভাবে জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার জন্য ম্যাজিক মন্ত্রণালয় আবারো তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন। মন্ত্রণালয়ের এক জাদুকারিনীর নিখোঁজ হওয়ার বেশ কয়েকদিন পার হলেও তার সন্ধান দিতে না পারায় আর্নল্ড উইসলি গংরা তোপের মুখে পড়েছেন।

ম্যালফয় মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল।

এনট্রেন্স হলে সকলে শুনছে ও কি পড়ছে। ম্যালফয় বাকি অংশটা পড়ল

দু বছর পূর্বে আর্নল্ড উইসলি 'উড়ন্ত গাড়ি' কাছে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং গতকাল কতগুলো নোংরা ডাস্টবিনস রাখার জন্য মাগল পুলিশের সঙ্গে তার বচসা হয়। জানা যায় যে, মি. উইসলি ম্যাডআই মুডিকে সাহায্য করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ অরোর মন্ত্রণালয়ের কাজ থেকে অব্যাহতি পান যখন খুনের অভিপ্রায় ও করমর্দনের মধ্যে পার্থক্য কতখানি তা বলার মতো জ্ঞান যখন ছিল না। আশ্চর্যজনকভাবে উইসলিকে তার সুরক্ষিত বাড়িতে বাড়িতে গেলে তিনি দেখতে পান মুডি আবারো বিপদ ঘন্টা বাজিয়েছেন। মি. উইসলি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানাবিধভাবে মুডির সঙ্গে তার পরিচয় ও আলাপের প্রসঙ্গ আনেন। কিন্তু ডেইলি প্রফেটকে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তিনি কেন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়কে ঐদিন এই অমর্যাদাকর কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

ম্যালফয় একটা প্রায় ভাঙা বাড়ির ফটো দেখিয়ে বলল– এটা যদি বাসস্থান বলা হয়, তাহলে কী মানুষের উপযোগী বাসস্থান? তোমার বাবা- মায়ের একটি ছবিও রয়েছে দেখছি।

রন রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছে, সকলে ওরদিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি বলল– ম্যালফয় সংযত হয়ে কথা বল।... এস রন– ও ভুলেই গেছি, এবার গরম কালে তুমি তো ওদের বাড়িতে ছিলে, তাই না পটার? ম্যালফয় নাক সিঁটকাল– এবার বল মহিলা সত্যিই কি ওর মা, না এমনি একটা ছবি? বলত, ওর মা কী শুয়রের মত মোটা না ছবিতে ওই রকম উঠেছে?

হ্যারি বলল– তুমি তো তোমার মাকে চেন ম্যালফয়? ওদিকে হারমিওন ও হ্যারি রনকে চেপে ধরে রেখেছে। না হলে রন লাফিয়ে ম্যালফয়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ছিলো প্রায়।

– গোবরের মত মুখ যেমন নাকও তেমন। ম্যালফয় তোমার নাকের গোবরছাপটি কী তোমার মায়ের সূত্রে পেয়েছে?

ম্যালফয়ের বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল– পটার তুমি আমার মা'কে অপমান করবে না।

হ্যারি বলল– তাহলে তুমি তোমার হাঁড়ির মত মুখটা বন্ধ করে রাখ।

ব্যাংগ! তীব্র শব্দ।

অনেকেই চিৎকার জুড়ে দিল। হ্যারি ওর গালের এক পাশে সাদা গরম কিছু অনুভব করল। তৎক্ষণাৎ ও রোবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জাদুদণ্ডটা বার করতে যাবে

তখনই আবার সেই তীব্র শব্দ ব্যাংগ! তারই সঙ্গে প্রতিধ্বনি! সমগ্র হলটা কাঁপিয়ে দিল শব্দ ও তার ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিতে।

ও না! এ কাজ করবে না মেয়ে!

হ্যারি ফিরে তাকাল। দেখল প্রফেসর মুডি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এনট্রেন্স হলের করিডোর ধরে আসছেন। তার হাতে জাদুদণ্ড ও সেটা একটা সাদা জিনিসের দিকে তাক করে রয়েছে।.... সেই সাদা প্রাণীটি মাটিতে পড়ে কাঁপছে... ঠিক ম্যালফয় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই খানে।

এনট্রেন্স হল নীরব, কারও মুখে একটি শব্দ নেই। কিন্তু মুডি বড় অশান্ত। কিছু করা দরকার মুখের ভাবে প্রকট।... মুডি হ্যারির দিকে তাকালেন– অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক চোখটা দিয়ে তাকালেন, অস্বাভাবিক চোখের দৃষ্টি মাথার পিছন দিয়ে।

– তোমাকে কি আঘাত হানতে পেরেছিল, হ্যারি! তার গলার স্বর গম্ভীর হলেও গর্জনের মত।

– না, হ্যারি বলল– হানতে পারিনি।

– **তাহলে ছেড়ে দাও,** মুডি চিৎকার করে বললেন।

– হ্যারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল– ছাড়ব– কি?

–তুমি না, ওই ছেলেটাকে! মুডি ওর একটা হাত ক্রাবের কাঁধে রাখলেন। ওর দেহ হিম হয়ে গেছে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা অদ্ভুত সাদা জিনিসটা তুলতে গিয়ে পারলো না।

মুডি একটু একটু করে ক্রাবকে ছেড়ে সামনের ঐ সাদা প্রাণীটির দিকে এগুলেন। সাদা প্রাণীটি হঠাৎ অসম্ভব চীৎকার করে উঠল... তারপর ডানগিয়নের দিকে এগোতে লাগলো।

– আমি তা মনে করি না! মুডি গর্জন করে উঠল। আবার ওর দণ্ডটা সাদা বস্তুটার ওপর ছোঁয়াল। ছোঁয়াবার সাথে সাথে ওটা প্রায় সাত ফুট উঁচুতে লাফ দিয়ে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। তারপর ধেই ধেই করে উঠতে ও নামতে লাগল। আমি সেসব লোকদের পছন্দ করি না, যারা পেছন থেকে আক্রমণ করে, মুডি প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে বললেন। তখন সাদা প্রাণীটি লাফাচ্ছিল। মুডি আবার সাবধান করলেন, আর কখনো... কখনো এ কাজ করবে না।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ধীরে-সুস্থে আসছেন। বগলে তার এক গাদা বই।

মুডি শান্তভাবে হাত প্রসারিত করে বললেন– হ্যালো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

– কী নিয়ে ব্যস্ত মুডি? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন.... বলার সময় চোখে পড়ল নাচন কুঁদন সাদা প্রাণীটির প্রতি।

– শিক্ষা দান করছি, মুডি বললেন,

– শিক্ষা? মুডি ওটা কী আপনার ছাত্র?

ম্যাকগোনাগলের হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেল।

– হ্যাঁ, মুডি বললেন।

– না! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চিৎকার করে উঠলেন। দৌড়ে গেলেন সিঁড়ি পর্যন্ত। তার পর মুহূর্তে নিজের জাদুদণ্ডটা বার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক শব্দ হতেই দেখা গেল ড্র্যাকো ম্যালফয় ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে রয়েছে... ওর মাথার এক ঝাঁক চুল ছড়িয়ে রয়েছে ওর গোলাপি মুখের ওপর। তারপর কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– মুডি শাস্তি দিতে গিয়ে কখনই আমরা 'চেহারা' পাল্টে দেই না... নিশ্চয়ই তোমাকে ডাম্বলডোর বলেছেন?

– মনে নেই, বলতে পারেন, মুডি গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল। তবে ও যা অপরাধ করেছে তার জন্য শাস্তির প্রয়োজন ছিল।

– মুডি, আমরা ছুটির পর আটক করে রেখে শাস্তি দেই। অথবা হাউজের প্রধানকে অপরাধের ব্যাপারটা জানাই।

– ঠিক আছে, এরপরে আপনারা তাই করবেন, মুডি কথাটা বলে ঘৃণা ভরে ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ম্যালফয় অশ্রুভরা দুই চোখে তাকিয়ে রইল। অপমানে, যন্ত্রণায় ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বিড় বিড় করে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারলো না। শুধু শোনা গেল 'আমার বাবা'।

মুডি ওর কাঠের এক পা নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে চললেন। পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হল। – ভাল, ভাল তাই বলো তোমার বাবাকে। আমি তোমার বাবাকে তো জানি। তুমি তোমার বাবাকে ব্যাপারটা বলবে, অবশ্যই বলবে।

বলবে তোমার বাবাকে এই সম্বন্ধে। আমার মুখ থেকে শোনো– তোমাদের হেড অফ দি হাউজ হবে স্নেইপ।

–হ্যাঁ। ম্যালফয় একটু বিকৃত স্বরে বলল–

– আরও একটি পুরনো বন্ধু, মুডি হুংকার দিয়ে বলল– আমি তার সঙ্গে কথা বলব। মুডি ওর ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল ভূগর্ভস্থ অন্ধকার এক ঘরের দিকে।

রন অসম্ভব অসম্মানিত ও ভীষণ রেগে আছে।

হ্যারি-হারমিওন ওর দিকে তাকালে রন বলল– আমার সঙ্গে তোমরা কথা বলবে না বলে দিলাম।

তারপর ওরা গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসলে বন্ধু-বান্ধবরা ওকে ছেঁকে ধরল আসল ব্যাপারটা জানার জন্য।

– কেন নয়? হারমিওন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।

– আজকের অপমান আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে রাখব! রন বলল... ড্র্যাকো ম্যালফয়, নোংরা, কুৎসিৎ পোকা।

ওর কথা শুনে হ্যারি, হারমিওন দু'জনেই হেসে উঠল।

হারমিওন বলল, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল না এলে ও ব্যাটা অক্কা পেত।

– হারমিওন! রন অসম্ভব রেগে বলল– তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করে দিচ্ছ!

দু'একটা কথা বলার পর হারমিওন ওর খাওয়া শেষ করে ঘর থেকে চলে গেল।

হারমিওন চলে গেলে ফ্রেড উইসলি বলল– মুডী কত শান্ত দেখলে?

জর্জ বলল– একটু বেশি।

জর্জের পাশে লী জোর্ডান বসেছিল– বলল– 'সুপার কুল'। আজ আমরা তার সঙ্গে কথা বলব... উনি মানুষ চেনেন।

রন একটু ঝুঁকে পড়ে বলল– কী চেনেন?

– জানেন কখন কি করতে হয়।

– কি করতে হয় মানে? হ্যারি বলল।

– ডার্ক আর্টের সঙ্গে মোকাবিলা, ফ্রেড বলল।

রন ওর টাইম টেবিল খুঁজতে খুঁজতে বলল– বৃহস্পতিবারের আগে তো ওকে পাওয়া যাবে না। ওর গলায় হতাশার সুর।

চতুর্দশ অধ্যায়

আনফরগিভেবল কার্সেস

পরের দুটো দিন খুব সাদামাটা কাটল। তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। নেভিলে মিশ্রিত নির্যাস বানাতে গিয়ে (পোসান) দুটো কলড্রন ভাঙল। প্রফেসর স্নেইপ রেগে গিয়ে নেভিলকে শাস্তিস্বরূপ আটক করে রাখলেন। কেউ আইন ভাঙলে, দুষ্টুমী করলে 'আটক' শাস্তি দেন। নেভিলে ওই রকম শাস্তি মোটেই আশা করেনি।

রন, হ্যারিকে বলল– স্নেইপের রেগে থাকার আসল কারণ জান? হারমিওন তখন নেভিলকে ওর আঙুল থেকে জাদুমন্ত্রে ব্যাঙের ছাতা সাফ কিভাবে করতে হয় তা দেখাচ্ছিল।

– অবশ্যই, হ্যারি বলল– মুডি

সকলেই জানে স্নেইপ সত্য সত্যই 'ডার্ক আর্ট'-এর কাজ পছন্দ করে। চার-চারটে বছর চেষ্টা করেও পায়নি। এই বার নিয়ে পাঁচ বছরের দিকে পা- বাড়াল। আগে যেসব ডার্ক আর্টের শিক্ষক এসেছিলেন স্নেইপের কাউকে পছন্দ হয়নি। আর সেটা প্রকাশও করেছেন। কিন্তু মুডির সঙ্গে তার অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র বৈরীতা। হ্যারি অনেকবার লক্ষ্য করেছে– দু'জনে দেখা হলেও, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিশেষত মুডির ম্যাজিক্যাল অথবা স্বাভাবিক চোখ কোনটাই নয়। (মুডির একটা চোখ স্বাভাবিক অন্যটি জাদুতে ভরা। সেটা খুলতে পারেন, ধুতে পারেন আবার মাথার পিছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পারেন। প্রয়োজন হলে ম্যাজিক্যাল চোখ খুলে গ্লাসের জলে ধুয়ে নেন। সেই চোখ দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক)

হ্যারি চিন্তিতভাবে বলল– স্নেইপ কিন্তু মুডিকে ভয় পায়।

– ভেবে দেখ ম্যাজিকের প্রভাবে মুডি স্নেইপকে শিংওয়ালা ব্যাঙ বানিয়ে

দিয়েছেন, রন বলল– ওর চোখ কুয়াশায় আবৃত্ত... আর অন্ধকার ঘরে ঘুরছে স্রেফ একা একা।

গ্রিফিন্ডরের চতুর্থ বছরের ছেলেরা মুডির প্রথম 'শিক্ষা' যথাসময়ে শেষ করার জন্য সময়ের চেয়ে অনেক আগে এসেছে। বেল বাজার আগে ঘরের সামনে লাইন করে দাঁড়িয়েছে।

সব শেষে এসেছে হারমিওন। রনকে বলল– লাইব্রেরিতে ছিলাম।

রন বলল– লাইনে দাঁড়াও। সামনের বেঞ্চে বসার চেষ্টা করতে হবে।

ওরা সামনের বেঞ্চে বসা ম্যানেজ করে 'ডাক ফোর্সেস : অ্যা গাইড টু সেলফ প্রোটেকসনের' একটা কপি সামনে রাখল।

একটু পর শুনতে পেল মুডির কাঠের পায়ের শব্দ। মুডি ঠিক সময়মত ক্লাস নিতে আসছেন।

সকল সময়ের মতো এখনও অসম্ভব গম্ভীর হয়ে ক্লাসরুমে ঢুকলেন। পরনে তার বিরাট আলখেল্লা। তার শেষ প্রান্ত থেকে শুধু কাঠের পা দেখা যাচ্ছে।

– বই রেখে দাও, মুডি সব ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বসতে বসতে বললেন।

ছাত্রছাত্রীরা ঝটপট বই ব্যাগে রেখে দিল।

মুডি হাজিরা খাতা দেখে রোল কল শুরু করলেন। মুখ সেই একই রকম ভয়ার্ত। মাথার বড় চুলগুলো মুখে ঝুলে পড়ছে। সেগুলো এক হাতে সরিয়ে দিচ্ছেন।

শেষ নামটি 'উপস্থিত' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুডি বললেন, খুব ভাল।... ফট শব্দ করে খাতাটা বন্ধ করলেন।

– আমার কাছে আজকের এই ক্লাস সম্বন্ধে একটি চিঠি আছে। দিয়েছেন প্রফেসর লুপিন।... হ্যাঁ তোমরা বোগার্টস, রেড ক্যাপস, হিংকীপাংকস, গ্রিন্ডিলোস কাপপাস ও ওয়েরওলভসের লেখা পড়েছ ও মোটামুটি কেমন করে ডার্ক প্রাণীদের কুপোকাৎ করতে হয় জেনেছ।

ক্লাসে গুঞ্জন শোনান গেল।... কিন্তু আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা অভিশাপ সম্বন্ধে মনে হয় বেশ পিছিয়ে আছ।... তাহলে জাদুকরদের করণীয় কি তোমাদের জানা দরকার। এই একটি বছর তোমাদের আমি ডার্কদের কেমন করে মোকাবিলা করতে হয় শেখাব।

রন বলল– ঠিক বুঝতে পারলাম না, আপনি কি এরপর থাকবেন না?

রনকে ভাল করে দেখার জন্য মুডির ম্যাজিক্যাল চোখ বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। রন একটু যেন ভীত হল। কিন্তু পরমুহূর্তে মুডি হাসলেন। জীবনে এই প্রথম মুডিকে হাসতে দেখল হ্যারি! মুডির হাসার জন্য মুখটা সামান্য বাঁকা চোরা হল।

তাহলেও মুডি হেসেছেন... ব্যাপারটা সকলের ভাল লাগল। রনেরও আরও বেশি।

মুডি রনকে বললেন– বোধকরি তুমি আর্থার উইসলির পুত্র? তোমার পিতা কিছুদিন আগে বড়ই বিপাক থেকে রক্ষা করেছিলেন। হ্যাঁ, আমি এখানে এক বছর থাকবো। শেষকালে ডাম্বলডোর আমাকে অবসর নেবার পর এই পড়ানোর কাজটা দিলেন এরপর আমি এক নীরব অবসরে চলে যাব। কথাটা বলে অদ্ভুতভাবে হাসলেন আর নিজেই হাততালি দিলেন।

– তো সোজা আমরা এখন আসি অভিশাপ প্রসঙ্গে। অভিশাপ জেনে রাখবে নানা রূপে, নানাভাবে আমাদের ওপর অর্পিত হয়। আমি তোমাদের অভিশাপের 'উল্টো অভিশাপ' শেখাব। তোমাদের অবশ্য একটু বুঝতে সময় লাগবে কারণ তোমরা ছেলে মানুষ। তবে প্রফেসর ডাম্বলডোরের তোমাদের সাহস, বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী।... স্নায়ুর শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করে যদি কোনও অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির অসাধু জাদুকর তোমাদের ওপর অভিশাপ প্রয়োগ করে তা তোমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তোমাদের ওদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে যত শিগগির পার উল্টো অভিশাপ শিখতে হবে। সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে। আমি যখন কথা বলব তখন মিস ব্রাউন অন্য কাজ করা চলবে না। একটা কথা তোমরা কী জান কোন অভিশাপটা জাদুকরদের আইনে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়?

রন, হারমিওন ছাড়াও অনেকের মাথা নড়ে উঠল। চোখটা লেভেন্ডরের দিকে থাকলেও মুডি রনের কাছে যেন জবাবটা চাইলেন।

– আমার বাবার মুখে শুনেছি 'ইমপেরিয়স কার্সরা ওই রকম গোছের কিছু।

– হাঃ হাঃ চমৎকার, চমৎকার তুমি ছেলে... ঠিক বলেছ। তোমার বাবা তো জানবেই। এক সময় 'ইমপেরিয়াস কার্স করে মন্ত্রণালয়কে বড়ই বিপদে ফেলেছিল। কথাটা বলে মুডি দাঁড়ালেন। একটা পা কাঠের তাই সামান্য টলে টলে পড়লেন।... তারপর ডেস্কের ভেতর থেকে একটা কাঁচের 'জার' বার করলেন। সকলেই দেখলো জারের মধ্যে তিনটে বড় বড় মাকড়সা ঝুলছে ও উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। হারমিওন রনের মুখের দিকে তাকাল। রনের মাকড়সাকে বড় ভয় হারমিওন জানে।

মুডি ঢাকনা খুলে একটা মাকড়সা ধরলেন। সেটা হাতের তালুতে রাখলেন। এমনভাবে রাখলেন সব ছাত্র-ছাত্রীরা দেখতে পায়।... তারপর মুডি তার দণ্ডটা ওর চারপাশে ঘুরিয়ে বললেন 'ইমপেরিও'! তখন মাকড়সটা লাফ দিয়ে একটা সিল্কের ফুলের ওপর পড়ে এধার-ওধার করতে লাগল। অনেকটা ট্র্যাপিজ খেলার মত। তারপর সুতোটা ছিঁড়ে ডেস্কে লাফিয়ে পড়ল। তারপর চর্কিবাজির মত বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। মুডি দণ্ডটা ওর গায়ে ঠেকাতেই মাকড়সা পিছনের দুটো ল্যাকল্যাকে

পা দিয়ে দণ্ডটা চেপে ধরে তুর্কী নাচন করতে লাগল।

মুডি ছাড়া সকলেই মাকড়সার কাণ্ড কারখানা দেখে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

– দেখে খুব মজার মনে হচ্ছে তাই না? মুডি হুংকার দিলেন।... তোমাদের মধ্যে একজনকে ধরে মাকড়সার মত নাচাই তো কেমন লাগবে?

সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

– 'সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন', মুডি ধীরে ধীরে বললেন– মাকড়সা বারবার উঠবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

–আমি ওদের জানালার বাইরে ফেলে দিতে পারি, অবশ্যই এক সময় নিজেরাই যাবে... এখন যা চাই তা করতে পারি, এমনকি তোমাদের গলাতেও প্রবেশ করাতে পারি।

রন কথাটা শুনে আঁতকে উঠে গলা চেপে ধরল।

তোমরা জেনে রেখ বহু বছর আগে অনেক জাদুকর-জাদুকরি ছিল... ওদের 'আয়ত্ত্বে রাখতে হত ইম্পেরিয়াস অভিশাপের সাহায্যে, মুডি বললেন– হ্যারি জানে যখন ভোল্ডেমর্ট সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ছিল– তখনকার কথা। মন্ত্রণালয় জানতে চেষ্টা করেছিল কারা বাধ্য হয়ে করেছিল... আবার নিজ ইচ্ছায় করেছিল।

– ওই ইম্পেরিয়াস অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। আজ আমি তোমাদের সেই শক্তি প্রয়োগ শেখাতে শুরু করব। তার জন্য চাই সত্যিকারের চরিত্র শক্তি যা সকলে অর্জন করতে পারে না। যদি তোমরা না পার তাহলে এড়িয়ে চলাই ভাল। কেন ভাল তা আগেই বলেছি। সকলের পক্ষে লড়াই সম্ভব নয়। এছাড়া আরও কিছু অভিশাপ আছে, সেগুলোর নাম কে বলতে পারে? তার স্বর শুনে সকলেই তটস্থ হয়ে গেল।

মুডি মাকড়সা হাত দিয়ে তুলে জারের মধ্যে রাখলেন।

এসব ক্ষেত্রে হারমিওনই হাত তুলে থকে। কিন্তু এবার হারমিওনের সাথে নেভিলকেও হাত তুলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, হ্যারি। নেভিলের তাহলে প্রশ্ন করার সাহস আছে। নেভিলের প্রিয় সাবজেক্ট হার্বোলজি। সাধারণত হার্বোলজি ক্লাসেই সে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

– হ্যাঁ বল, বল কী বলতে চাও। মুডির চোখ নেভিলের দিকে ঘুরল।

নেভিল মিন মিন করে বলল– আমি একটির কথা জানি সেটি হলো, ক্রুসিয়াটাস অভিশাপ।

মুডি গভীরভাবে নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে এখন দুই চোখে তাকালেন।

– তোমার নাম তো লং বটম, তাই না? ওর ম্যাজিক্যাল চোখ হাজিরা খাতার দিকে নিবন্ধ হল।

নেভিল ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। কিন্তু মুডি ক্রুসিয়াটাস অভিশাপ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলেন না। তারপর স্বল্প সময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দ্বিতীয় মাকড়সাটি জার থেকে বার করলেন। ডেস্কের ওপর রাখলেন। মাকড়সাটা মরার মত পড়ে রইল। মনে হয় লড়তে ভয় পাচ্ছে।

– মুডি বলল– ক্রুসিয়াটাস অভিশাপ, মনে হয় তোমাদের আরও বেশি জানা দরকার। দণ্ডটা মাকড়সার গায়ে ছুঁইয়ে বললেন, 'এ এঙ্গরজিও'!

মাকড়সাটা ফুলতে শুরু করল। এমন ফুলে উঠল যে বড় বিষাক্ত মাকড়সার চেয়েও ওর পেট বড় হয়ে গেল। রন এই দৃশ্যটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তার বসার চেয়ারটি একটু পেছনে নিয়ে গেল।

মুডি আবার দণ্ড তুলে বললেন– ক্রুসিও!

তৎক্ষণাৎ মাকড়সার পাগুলো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তারপরই গড়াগড়ি দিতে দিতে ভীষণভাবে ছটফট করতে লাগল। তার কোনও সাড়াশব্দ নেই, কিন্তু হ্যারি একদম নিশ্চিত সে যদিও বলার শক্তি পায় তাহলে বেদম চেঁচাবে। মুডি তখনও তার দণ্ড ওর দেহ থেকে সরিয়ে নেয়নি।.... মাকড়সাটা আরও বেশি ছটফট করতে লাগল.... মারাত্মকভাবে।

'বন্ধ করুন'– হারমিওন উচ্চ-তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

হ্যারি দেখল হারমিওনকে! হারমিওন মাকড়সা দেখছে না, দেখছে নেভিলের অবস্থা! ওর হাত কাঁপছে, হাঁটু কাঁপছে, চোখ-মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হারমিওনের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে মুডি হাত তুললেন। মাকড়সার পা শিথিল হয়ে গেল। কিন্তু ওর কাঁপাকাঁপি থামল না।

'রিডিউসিও'– মুডি বলতেই মাকড়সা আবার আগের মতো হয়ে গেল। মুডি ওকে জারের মধ্যে রেখে দিলেন। বললেন, ক্রুসিয়াটাস অভিশাপ বা কার্স করে কাউকে আঘাত করা যায়, ছুরি-কাঁচির দরকার হয় না।

হারমিওন আবার দাঁড়াল। হ্যারি তখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

– কোনো জিজ্ঞাসা আছে? মুডি ওর দিকে তাকিয়ে বললেন।

– 'আভাদা কেডাভারা' হারমিওন খুব আস্তে বলল।

– আহ, মুডির মুখে হাসি– হ্যাঁ 'আভাদা কেডাভারা'.... হচ্ছে কার্স বিনষ্ট করার কার্স।

তৃতীয় মাকড়সা জারের তলদেশে অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল। মুডি মাকড়সাটাকে আঙ্গুল দিয়ে ধরে টেবিলে রাখল। আঙ্গুল ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু পারলো না।

মুডি হাত তুলল, হ্যারি হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠল।

'আভাদা কেডাভারা', মুডি গর্জন করে উঠল।

আভাডা কেডাভারা জাদুমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশ-বাতাস সবুজ হয়ে গেল– ঝড়ের শব্দ... কোনও এক অদৃশ্য শক্তি বাতাস দিয়ে সবকিছু ভেঙে-চুরে তচনছ করার জন্য যেন প্রস্তুত।... মাকড়সা হঠাৎ উল্টে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। সন্দেহ নেই মৃত। মেয়েরা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করল, রন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পিছু হটল।

মৃত মাকড়সাটা মাটিতে ফেলে দিল।

– 'ভাল লক্ষণ' নয়, মুডি শান্ত কণ্ঠে বললেন– খুব সুখকরও নয়। এর কোন প্রতিরোধ কার্সও নেই। একজনই মাত্র ওই কার্স থেকে জীবিত আছে, সে আমার সামনে বসে রয়েছে। কথাটা শুনে হ্যারির মুখ লাল হলো। সে অনুভব করলো সকলেই তারদিকে তাকিয়ে আছে।

তো, এমনভাবেই ওর বাবা-মা'র মৃত্যু হয়েছে... ঠিক ওই মৃত মাকড়সার মত। ওরাও কী নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ, তিনি অরক্ষিত ছিলেন? ওরা কী এ রকম সবুজ আলো... দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার আগে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছিলেন?

হ্যারি গত তিন বছর ধরে সারা দিনরাত ওর বাবা-মা'র নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে চলেছে... সেদিন সেই ভয়ঙ্কর রাতে কি ঘটেছিল? ওয়ার্মটেল কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ভোল্ডেমর্টকে ওর বাবা-মা'র ঠিকানা কে দিয়েছিল? কে তাদের কটেজে এসে খোঁজ নিয়েছিল? হ্যারির বাবাকে সর্বপ্রথমে কেমন করে ভোল্ডেমর্ট হত্যা করেছিল। জেমস পটার কেমন করে হ্যারিকে বাঁচানোর প্রয়াস করেছিলেন, যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন হ্যারিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর জেমসকে হত্যার পর ও লিলি পটারের দিকে এগিয়েছিল... বলেছিল ও হ্যারিকে হত্যা করবে। লিলি বলেছিল, হ্যারিকে হত্যা না করে যেন তাকে হত্যা করা হয়... প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল একমাত্র সন্তানের। কিন্তু নিষ্ঠুর ভোল্ডেমর্ট লিলির কথা শোনেনি... লিলিকে হত্যা করেছিল, হ্যারির ওপর জাদুদণ্ড ঘুরাবার আগে।

ডেমেন্টরদের সঙ্গে গত বছর লড়াইয়ের সময়ও তার মা-বাবার কণ্ঠস্বর শুনেছিল– ডেমেন্টরদের ওই রকম পৈশাচিক শক্তি।... তাদের প্রতিপক্ষদের সবকিছু ভুলিয়ে... দুর্বল করে... নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা করা।

মুডি আবার শুরু করলেন– যেন বহুদূর থেকে... হ্যারির তো তাই মনে হল... মুডির কথা শুনতে লাগল।

– ম্যাজিকের প্রতিরোধ শক্তি না থাকলে আভাদা কেডাভারা প্রয়োগ করা যায় না– এখন তোমরা তোমাদের নিজ নিজ দণ্ড বার করতে পার– আমার দিকে তাক করতে পার... ওই মন্ত্রটি বল, আমি মনে করি... প্রয়োগ করলে শুধুমাত্র আমার

নাক দিয়ে সামান্য রক্তক্ষরণ হবে, আর কিছুই হবে না। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। আমি কিন্তু তোমাদের সেই জাদুমন্ত্র ও তার প্রয়োগ আজ শেখাতে আসিনি।

– এখন বল, যদি তাকে প্রতিহত করার কোনও কার্স যদি না থাকে, তাহলে আমি কী দেখালাম?... 'কারণ তোমাদের জানা দরকার! তোমাদের জানতে হবে ভয়ঙ্কর শক্তি সম্পর্কে।

'তোমাদের থাকতে হবে' সর্বক্ষণ সতর্কতার মধ্যে! মুডি হুংকার দিয়ে বললেন, তার চিৎকারে সবাই তটস্থ হয়ে উঠল।

– এখন এই তিনটি কার্স আভাদা কেডাভারা, ইমপেরিয়াস এবং ক্রুসিয়াটাস, এগুলো ক্ষমাহীন কার্স! কোনও মানুষকে অকারণে এই তিনটের মধ্যে কোনও একটি প্রয়োগ করলে আজকাবানে যাবজ্জীবন কারাবাস। এই সত্যটা তোমাদের ভুললে চলবে না। তাই তোমাদের সেই প্রতিহত করার ক্ষমতা শেখাব। তার জন্য প্রস্তুতি দরকার, তোমাদের অস্ত্র দরকার... তাই তোমাদের সদাই অনুশীলন করতে হবে, অহর্নিশ... সীমাহীন সতর্কতা'

নাও এখন তোমরা যে যার লেখার কলম বার করে এই কথাগুলো লিখে নাও।

হ্যারি ও হারমিওনের কাছে ক্লাসটা তেমন জমলো না। মনে হল একটা 'ম্যাজিক শো' দেখল। খুবই মজাদার।

হ্যারি ও রনকে হারমিওন বলল– আমাদের যেতে হবে, তাড়াতাড়ি চল।

রন জিজ্ঞেস করলো– কোথায়, লাইব্রেরিতে? সেখানে মোটেই যাব না।

হারমিওন সাইড প্যাসেজ দেখিয়ে বলল– না, না সেখানে নয়, নেভিলের কাছে যাব।

নেভিল, প্যাসেজের মাঝপথে পাথরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনও ওর মুখে ভয়ের ছাপ। বড় বড় চোখ... যে ভয়ার্ত চোখে মুডির ক্রুসিয়াটাস কার্স দেখেছিল।

হারমিওন খুব আস্তে আস্তে বলল– নেভিল!

নেভিল হতভম্বের মত চারদিক তাকাল। – ও, হ্যালো। ওর গলার স্বর স্বাভাবিক নয়– দারুণ লেসন তাই নয়? এরপর একটু থেমে নেভিল আবার বললো, ভাবছি ডিনারের কথা। দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে, তোমাদের পায়নি?

হারমিওন নরম সুরে বলল– নেভিল তোমার শরীর ভাল আছে তো?

নেভিল বলল– ও হ্যাঁ, খুব ভাল আছি। দারুণ ডিনার... মানে আজকের লেসন... এখন কি খেতে যাবে?

রন হ্যারির দিকে থতমত হয়ে তাকাল।

– নেভিলের কী হয়েছে...?

ঠিক সে সময় খট খট শব্দ শুনতে পেল। দেখতে পেল মুডি নেভিলের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন– সব ঠিক আছে। চল আমার ঘরে... এক সঙ্গে বসে চা খাওয়া যাক।

নেভিল মুডির সঙ্গে চা খাওয়ার প্রস্তাবে আরও যেন ভয় পেয়ে গেল। ও কথাটা শুনে শুধু বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

মুডি তারপর ওর ম্যাজিক্যাল চোখ দিয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– তুমি? কেমন আছ হ্যারি?

– হ্যাঁ।

মুডির নীল চোখ কোটরের মধ্যে সামান্য কেঁপে উঠল।.... বললেন– সমগ্র ব্যাপারটা তোমাদের ভাল না লাগলেও, তোমাদের স্বার্থে জানা দরকার। ভান করে লাভ নেই, বাস্তবকে মেনে নিয়েছে আমাদের চলতে হবে। চল লংবটম। আমি তোমাকে কিছু মজার বই দেব।

নেভিল মুডির একটা হাত ধরে চলে গেল।

রন আর হ্যারি মুডির ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিক্যাল আর 'লেসন' সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে লাগল। তার ধার দিয়েও গেল না হারমিওন।

রন হ্যারিকে বলল– তার চেয়ে চল প্রফেসর ট্রেলারের কাছে। আজ রাতে একটা প্রেডিকসন দেখাবেন বলেছেন। বললেন, সময় লাগবে।

ওরা গ্রিফিন্ডের টাওয়ারের দিকে চলল। হ্যারির মাথায় ডিনারের কথা সারাক্ষণ বললেও হঠাৎ মুডির অক্ষমনীয় কার্সের কথা বলল।

– আচ্ছা ডাম্বলডোর আর মুডির মধ্যে সমস্যা হবে না তো?

– কেন?

– এই আমাদের– মানে মিনিস্ট্রি যদি জানতে পারে উনি আমাদের কার্স দেখিয়েছেন? হ্যারি বলল।

ওরা তখন কমনরুমে ঢোকার জন্য মোটা মহিলার পেট্রেটের সামনে দাঁড়িয়েছে।

– হতে পারে। তবে ডাম্বলডোর সব কাজ বুঝেসুঝে করেন। কিন্তু মুডি বেপরোয়া। তাই পদে পদে বিপদে পড়েন।

ওরা গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে দেখল খুব ভিড়। হল একটু ফাঁকা হলে যাবে এই ভেবে নিজেদের ডরমেটরিতে গেল। গিয়ে দেখল, নেভিল ওর বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটো লাল।

হ্যারি ওর পাশে বসে বলল– নেভিল তোমার শরীর ভাল আছে তো?

– হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল আছে। একটা বই দেখিয়ে নেভিল বলল– প্রফেসর মুডি

বইটা পড়তে বলেছেন। ম্যাজিক্যাল মেডিটারেনিয়ন ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড দেয়ার প্রপার্টিজ। প্রফেসর স্পাউট প্রফেসর মুডিকে বলেছেন, আমি মোটামুটি হারবলজিতে ভাল। একটা সুপ্ত গর্বের ভাব তার মুখে ছড়ালো।

নেভিলকে কখনো কোনো শিক্ষক পড়া শোনার বিষয়ে প্রশংসা করেনি। প্রফেসরস্প্রাউট এই প্রশংসা করে খুব ভাল কাজ করেছেন, এ ধরনের প্রশংসা প্রফেসর লুপিন ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য করে থাকেন।

হ্যারি, রন 'আনফগিং দ্যা ফিউচারের' কপি নিয়ে কমনরুমে চলে গেল। একটা খালি টেবিল পেয়ে সেখানে যেয়ে বসলো। সেখানে বসে আগামী মাসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে লাগল। এক ঘণ্টার পরও ওদের প্রোগ্রেস তেমন হল না। টেবিলটা ভরে গেল ছেঁড়া পার্চমেন্ট... আর অঙ্কের নানা সিম্বলস ইত্যাদিতে।.... মাঝে মাঝে ওদের প্রফেসর ট্রেলারের ওপর দারুণ রাগ হয়।

কাটাকুটি, অঙ্কের হিসাব করতে করতে রন বলল– আগামী সোমবার দেখছি আমার কাশি হবে... মার্স আর জুপিটরের কাছাকাছি অবস্থানের জন্য। রন হ্যারির দিকে তাকাল।

জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে দুই বন্ধুতে নানা কথাবার্তা বলল। গ্রহের প্রভাবে নানা ভবিষ্যদ্বাণীচিন্তা। একটু একটু করে কমনরুম ফাঁকা হতে লাগল। তারা সব শুতে চলে গেল। ক্রুকস্যাংকস একটা শূন্য চেয়ারে বসে ওদের দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রইল। হারমিওন বোঝে না কেন ওরা মূল্যবান সময় উল্টোপাল্টা কাজ করে নষ্ট করছে।

হ্যারি রন তখনও কমনরুমে, ওদের সামনে ক্রুকস্যাংক চেয়ারে বসে আছে, ওর প্রতীক্ষা হারমিওনের আগমনের... ঘর নিস্তব্ধ। জানালাটা বন্ধ... চাঁদের আলো জানালার কাঁচ ভেদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

– 'হেডউইগ! হ্যারি বলতে গেলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে জানালার কাছে গেল।... এক ধাক্কায় জানালার কাঁচের পাল্লা খুলে ফেলল।

হেডউইগ খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে হ্যারির টেবিলের ছড়ানো ছিটানো পার্চমেন্টের ওপর বসল। পার্চমেন্টে হ্যারির দুর্ভাগ্যপূর্ণ বা বিপজ্জনক ভবিষ্যতের গণনা ছিল।

– এসে গেছে! হ্যারি চিৎকার করে বলল।

রন হেডউইগের এক পায়ে বাধা থিক থিকে নোংরা পার্চমেন্ট দেখে বলল– নিশ্চয়ই তোমার চিঠির জবাব এনেছে।

হ্যারি চটপট হেডউইগের পা থেকে কাগজটা খুলে নিল। হেডউইগ হ্যারির হাঁটুর ওপর বসে করুণ সুরে ডাকতে লাগল।

হারমিওন রুদ্ধশ্বাসে বলল– হেডউইগ কী বলছে? হ্যারি চটপট চিঠিটা খুলল। ছোট চিঠি। লেখা দেখে মনে হয় তাড়াহুড়ো করে লেখা!

হ্যারি,
আমাকে এক্ষুণি উত্তরাঞ্চলে যেতে হবে। তোমার কপালের কাটাদাগের ব্যথা জ্বালা-যন্ত্রণার খবর নানা গুজব হয়ে আমার কানে এসেছে। যদি পুনরায় ওই যন্ত্রণা অনুভব কর তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাম্বলডোরকে জানাবে। খবর পেয়েছি ম্যাড-আই চাকুরি থেকে অবসর নেবার পরও ওকে তোমাদের স্কুলে শিক্ষকতায় জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে! তার মানে ও আগাম সঙ্কেত জানাতে পারবে, যদি অন্য কেউ এ কাজটি না করে থাকে।
আমি শিগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা করব। রন ও হারমিওনকে আমার শুভেচ্ছা, ভালবাসা জানিও। হ্যারি, সাবধানে থাকবে... চোখ সর্বদা খুলে রাখবে।
সিরিয়স

চিঠিটা পড়ার পর রন ও হারমিওনের মুখের দিকে তাকাল হ্যারি। ওরাও ওর দিকে তাকিয়েছিল।

'সিরিয়স তাহলে উত্তরাঞ্চলে যাচ্ছেন? সে কি ফেরত আসছে? হারমিওন নিচুস্বরে বলল।

রন বিভ্রান্ত, হ্যারি কি ব্যাপার বলত?

হ্যারি নিজের কপালে নিজেই আঘাত করতেই হেডউইগ ওর হাঁটুর উপর থেকে নেমে গেল।

হ্যারি অসম্ভব রেগে বলল– ব্যাপারটা মনে হয় সিরিয়সকে লেখা ঠিক হয়নি।

রন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল– কেন, এই কথা বলছ?

হ্যারি সজোরে টেবিলে চাপড় দিতেই হেড উইগ রনের চেয়ারে বসল। – মনে হয় ভেবেছেন আমি আসতে লিখেছিলাম। হয়তো ভাবছেন আমি দারুণ এক বিপদে পড়েছি! আমার তো কিছুই হয়নি, আমাকে সাহায্য করার কোনো কিছু নেই। এখানে এসে উনি কোনো বিপদে পড়ুক তা আমি চাই না।

হেডউইগ তখনও বিরক্ত করে চলেছে।

হ্যারি রেগে গিয়ে বলল– দাঁড়াও তোমাকে 'আউলারিতে' রেখে আসছি। ওখানে তোমার খাবার আছে।

কাল সকালে দেখা হবে এই বলে হ্যারি ঘুমোতে গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বক্সবেটন এবং ডার্মস্ট্র্যাংগ

খুব ভোরে হ্যারি বিছানা ছেড়ে উঠল। সারারাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। সিরিয়সকে কি লিখবে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। ভোরের আলো ঘরে এসে পড়েছে। হ্যারি রাতের পোশাক ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। রন তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ডরমেটরি থেকে বেরিয়ে ও কমনরুমে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে লেখার কাগজ ও কালি-কলম নিয়ে বসল। গতকালের কাগজপত্র ইত্যাদি তখনও টেবিলের উপর। ও লিখল

প্রিয় সিরিয়স,

আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে কাটা দাগটায় জ্বালা করছে। আগে যে চিঠিটা আপনাকে লিখেছিলাম তখন আমি আধঘুমে ছিলাম। আপনার এখানে আসার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। এখানে সবকিছুই ভালভাবে চলছে। আমার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করবেন না। আমার কপালের ব্যথা এখন আর নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

হ্যারি

তারপর হ্যারি ছবির গর্ত দিয়ে উপরে উঠে নিস্তব্ধ ক্যাসেলের (সাময়িকভাবে পীভস রয়েছে, ও হ্যারিকে দেখে একটা বড় টব ওর দিকে ফেলে দিয়ে ফোর্থ ফ্লোর করিডোরে চলে গেল) আউলারিতে পৌঁছল। আউলারি পশ্চিম টাওয়ারের ওপরে।

আউলারি ঘর একটা গোলাকৃতি পাথরের– খুব ঠাণ্ডা আর শুকনো। জানালার পাল্লায় একটাও কাঁচ নেই। মেঝেটা ঘাস-খড় দিয়ে ঢাকা। সেখানে প্যাঁচাদের বিষ্ঠা, মরা ইঁদুরের হাড় আর ধেড়ে ইঁদুরের কঙ্কাল। শত শত প্যাঁচা ওখানে থাকে।

ও দেখল সব প্যাঁচা ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ আবার ওর দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে হেডউইগকে দেখতে পেল। বেশ জোরে জোরে হেঁটে ওর সামনে দাঁড়াল হ্যারি। হেডউইগ তখন ঘুমাচ্ছে।

ওকে ঘুম থেকে তুলতে একটু সময় লাগল।

হেডউইগ ঘুমন্ত চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। তখনও গতকালের খারাপ ব্যবহারের জন্য ও বেশ রেগে আছে। তাহলেও হ্যারির মনে হল হেডউইগ ক্লান্ত, ও যেন পিগউইজেনকে কাজটা দেয়।... হ্যারি চলে যাচ্ছিল কিন্তু থামতে হল হেডউইগের বাড়িয়ে দেয়া একটা পা- দেখে। হ্যারি ছোট চিঠিটা ওর বড় বড় নখওয়ালা পায়ে বেঁধে দিতেই হেডউইগ আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল।

ব্রেকফাস্ট খাবার সময় হারমিওন বলল, তুমি ঠিক বলছো যে তোমার কপালের কাটা দাগে এখন ব্যথা করছে না, কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না।

– হয়েছেটা কী তাতে, হ্যারি বলল– আমার জন্য নিশ্চয়ই ওকে আজকাবানে ফিরে যেতে হচ্ছে না। রন হারমিওনকে বলল– ওসব কথা এখন রাখ।

হারমিওন আর কথা বাড়ালো না, কিছু বলতে যেয়েও থেমে গেল।

হ্যারি এর বেশ কয়েকটা সপ্তাহ সিরিয়সকে ভুলে থাকার চেষ্টা করল। আবারও এটা সত্যি প্রতিদিন সকালে উৎসুক হয়ে তার চিঠি পাবার জন্য বসে থাকে। রোজ রাতে সিরিয়সকে নিয়ে ভয়াল স্বপ্ন দেখে ও। স্বপ্ন দেখে লন্ডনের অন্ধকার এক রাস্ত ায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছে .. ডেমনটরসরা তাড়া করেছে। শংকা থেকে মন ভাল রাখার জন্য সে কিডিচ খেলে। কিন্তু উদ্বিগ্ন মনে খেলাও ঠিকমতো হয় না।

মুডির ক্লাস কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল প্রতিটি নতুন লেসনে। বিশেষ করে ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের ব্যাপারে।

একদিন মুডি ক্লাস নিতে নিতে বললেন– আমি এক এক করে সকলের ওপর পরীক্ষা চালাব। কথাটা শুনে সকলের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। প্রফেসর মুডি সকলের ওপর 'ইমপেরিয়স কার্স 'প্রয়োগ করবেন! সেটা কাল জাদুর প্রতিরোধের ক্লাস।

মুডি জাদুদণ্ড দিয়ে শুধু টেবিলটপ পরিষ্কার করলেন না; ঘরের মাঝখানটাও পরিষ্কার করলেন। হারমিওন বলল– কিন্তু আপনি বলেছেন, ওই জাদু প্রয়োগ বেআইনি! একজন মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা...?

ডাম্বলডোর বলেছেন, তোমাদের জন্য যা শেখানোর প্রয়োজন তাই শেখাব। হারমিওনের দিকে তার ম্যাজিক্যাল চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন... তারপর ভূতুড়ে দৃষ্টিতে হারমিওনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

– ঠিক আছে, তুমি না শিখতে চাইলে শিখবে না। যাক... তুমি তাহলে ক্লাসের

বাইরে যেতে পার।

মুডি একটা আঙ্গুল দিয়ে হারমিওনকে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। হারমিওনের মুখের রঙ বদলে গেল, বিড়বিড় করে কিছু বলতে চাইল... বলতে চাইল 'তার মানে এই নয় যে, ও ক্লাস ছাড়তে চেয়েছে।' হ্যারি আর রন হাসল। ওরা জানে হারমিওন কোনমতেই এই জরুরি ক্লাস মিস করতে চায় না, যদিও ওকে আবর্জনাও খেতে হয়, তা হলেও না।

মুডি ছাত্রছাত্রীদের লাইন করে দাঁড়াতে বলে এক এক করে তাদের ওপর ইমপেরিয়স কার্স প্রয়োগ করতে লাগলেন। হ্যারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ডিন টমাস কম করে তিনবার ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে জাতীয় সঙ্গীত গাইল। ল্যাভেন্ডর ব্রাউন চড়ুই পাখির মত কিচির-মিচির করতে লাগল। নেভিল পরপর কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত জিমনাস্টিক দেখাল। স্বাভাবিক অবস্থায় ও তা কখনোই করতে পারতো না। কেউ প্রতিরোধ করতে পারলো না। মুডি অবশ্যই সকলকে তাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

পটার এবার তোমার পালা। মুডি গম্ভীর স্বরে বললেন।

হ্যারি ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। মুডি তারপর জাদুদণ্ড তুলে পটারকে স্পর্শ করে বললেন– 'ইমপেরিও'!

স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ও 'ইমপেরিও' কানে যেতেই হ্যারি যেন অন্য এক মানুষ হয়ে গেল। দারুণ এক চাঞ্চল্যকর অনুভূতি! মনে হল ও যেন নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। শরীর মন পালকের মত হালকা হয়ে গেছে। মাথাটা হালকা... দেহমনে কোনও চাপ নেই। সুখের সাগরে ভাসছে সেই অবস্থাতে ম্যাড আই মুডির জলদগম্ভীর স্বর শুনতে পেল। সেই স্বর শূন্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করে অদ্ভুত এক সুরেলা প্রতিধ্বনি হতে লাগল– ডেস্কের ওপর দাঁড়াও... লাফিয়ে ওঠো ডেস্কে।

আদেশ পালন করার জন্য হ্যারি হাঁটু- বেঁকাল লাফ দেবার জন্য।

– ডেস্কের ওপর লাফিয়ে ওঠ।

– দেরি করছ কেন?

হ্যারির মস্তিষ্ক থেকে কে যেন বলে উঠল, যতসব বোকার মত কাজ। সত্যি ভেবে দেখ।

– ডেস্কের ওপর লাফিয়ে ওঠো।

না, আমি পারবো না। ধন্যবাদ। মস্তিষ্ক থেকে অন্য কেউ বলল। (এবার যেন কঠিনভাবে)। না, আমি লাফাতে চাই না।

লাফাও! এখনই!

তারপরই হ্যারি অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতর হল। ওর একই সঙ্গে লাফাবার ইচ্ছা আবার তারই সাথে সাথে অনিচ্ছা– পরিণতি হল সরাসরি ডেস্কে ওর মাথায়

আঘাত। তারপরই ওর মনে হল ওর শরীরের হাড়গোড় সব ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে... পায়ে কোনও শক্তি নেই, হাঁটু দুটো ভেঙে গেছে। ও শুনতে পেল মুডির গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর; এই রকমই হবে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে আবার ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তারপরই মাথার মধ্যে শূন্যতাবোধ আর থাকলো না, ব্যাথা উধাও হয়ে গেল। মাথার মধ্যে আর কিছু প্রতিধ্বনিও হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথা দ্বিগুণ হয়ে গেল। কি কি ঘটেছে সবই মনে হতে লাগল।

– তোমরা সবাই দেখ, দেখ সবাই পটার কেমন করে কাল ম্যাজিক প্রতিরোধ করেছে– সকলে মনোযোগ দাও ওর দু'চোখ এখান থেকে ওকে ভাল দেখতে পাবে। পটার তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। তোমাকে রোধ করা ওদের পক্ষে খুবই কঠিন।

ডার্ক আক্রমণের প্রতিরোধ সাঙ্গ হবার ঘণ্টাখানেক পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে রনকে হ্যারি বলল– এমনভাবে প্রফেসর বলেন, (মুডি হ্যারিকে বলেছিলেন... একবার নয়, চারবার প্রতিরোধ ক্রিয়াকলাপ করতে। তা না করলে 'কার্স' থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি হবে না)... যেন যেকোন মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি।

রন বলল– আমারও তাই মনে হয়। ও যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে বা নামে কখনও পর পর স্টেপে পা দেয় না। তড়াক তড়াক করে দুটো স্টেপ নামে বা ওঠে।

বেচারি রন! ম্যাড– আই মুডি ওকে বলেছেন, তোমার কোনও ভয় নেই। লাঞ্চের আগেই নর্মাল হয়ে যাবে। তবু নেভিলের চেহারা দেখে ওর ভয় আরও বেড়ে যায়। পটারের কথা আলাদা! 'মস্তিষ্ক বিকৃতিদের কথা বল...' রন লাঞ্চ খেতে খেতে কথাটা বলে পেছনে তাকাল। কথাটা ম্যাড আই মুডি কি শুনেছেন। দেখল মুডি বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন– শোনার সম্ভাবনা নেই।... মন্ত্রণালয়ের লোকেরা মুডিকে পছন্দ করে না এমনি এমনি নয়।..... তুমি সিমাসেরটা শুনেছো? ওকে স্পেল করার সময় সিমাসের 'বু-উ-উ' চিৎকার?... ঘটনাটা আবার 'এপ্রিল ফুল' দিনে। কি আর করা যায়, ডাম্বলডোর যখন বলেছেন, মানতেই হবে।

চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের যে পরিমাণ পড়ার বোঝা সেই টার্মে বইতে হবে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। অনেক বেশি কাজ করতে হবে। ট্রান্সফিগারেশনের হোম ওয়ার্ক দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা আঁতকে উঠলে ম্যাকগোনাগল তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন।

– তোমরা এখন জাদুবিদ্যা শিক্ষার একটি দরকারি স্তরে পৌছেছো, মিসেস ম্যাকগোনাগল চশমার আড়ালে চোখ বড় বড় করে বললেন– ' তোমাদের সাধারণ জাদুবিদ্যা শিক্ষার স্তর প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে।

ডিন টমাস বলল– তাহলে ফিফ্‌থ ইয়ারের আগে আমরা O.W.L পাবো না।

ওর কথায় হতাশা।

– নাও হতে পারে টমাস, তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে বা আস্থা থাকলে তোমরা সব রকমভাবে নিজেদের তৈরি করতে পারবে! শুনলে খুশি হবেন মিস গ্রেঞ্জার তোমাদের মধ্যে একজনই শজারুকে একটা সন্তোষজনক পিন কুশনে পরিণত করেছে। টমাস একটা কথা মনে রাখবে, মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তোমার পিন কুশন এখনও এমন অবস্থায় আছে যে কেউ তাতে পিন গুঁজতে গেলে বেগ পেতে হবে।

হারমিওনের কথাটা শুনে গাল লাল হয়ে গেল... মনে হল সে তার খুশি চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

হ্যারি ও রনকে প্রফেসর ট্রেলা বললেন, তোমরা দু'জনে হোমওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছ, শুনে ওরা খুশিতে ডগমগ। হোমওয়ার্ক ছিল 'ভবিষ্যৎ কথনের'। উনি সমস্ত ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ওদের 'হোমওয়ার্ক' পড়ে শোনালেন। খুব তারিফ করলেন। ভয় নেই, ভাবনা নেই... বুদ্ধিমানের সাথে হিসাব, আন্দাজ...! আগামী মাসের পরের মাসে এভাবে ভবিষ্যৎ গণনা করতে হবে তোমাদের কথাটা শুনে ওরা বেশ বিপদে পড়ল... ভবিষ্যৎ বিপত্তির কথা নতুন করে আর কি বলা যায়!

ইতোমধ্যে প্রফেসর বিন্স, (একজন ঘোস্ট যিনি জাদুবিদ্যার ইতিবৃত্ত পড়ান) ওদের আঠার শতাব্দীতে গবলিন (কদাকার ভূত) বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে রচনা লিখতে বললেন। আবার প্রফেসর স্নেইপ ওদের 'প্রতিষেধক ওষুধ' সম্বন্ধে গবেষণা করতে বাধ্য করলেন। নিরুপায় ছাত্রছাত্রীরা খুব মন দিয়ে গবেষণা করতে লাগল। স্নেইপ ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছেন বড়দিনের আগে তোমাদের মধ্যে কারও দেহে বিষ ঢুকতে পারে, তার জন্য প্রতিষেধক সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে। সে তো গেল, প্রফেসর ফ্লিটউইক ওদের সিলেবাসের বাইরে তিনটে বই মন দিয়ে পড়তে বললেন... বিষয় বিভিন্ন জাদুবিদ্যা বা জাদুমন্ত্রের সক্রিয় আদেশের শিক্ষা!

হ্যাগ্রিডও কেন বাদ যাবেন! হ্যাগ্রিডও অনেক কাজের চাপ বাড়িয়ে দিলেন। ওর প্রজেক্টের জন্য ছাত্রছাত্রীদের একদিন অন্তর ওর বাড়িতে যেয়ে ক্রিউটদের অস্বাভাবিক গতিবিধি নোট করতে হয়। ক্রিউটদের শারীরিক বৃদ্ধি অভাবনীয়। ড্রাকো ম্যালফয় সরাসরি যোগদানে আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি ওসব অদ্ভুত ক্লাস করবো না।

হ্যাগ্রিড ম্যালফয়ের কথাবার্তা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন।

– আমি যা বলছি তা তোমাকে করতেই হবে ম্যালফয়, হ্যাগ্রিড বললেন। যদি অবাধ্য হও তাহলে তোমার কাছে মুডির যে বই আছে তার থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ে

নেব। শুনলাম তোমাকে না-কি সাদা পোকা বানানো হয়েছিল, ম্যালফয়।

কথাটা শুনে গ্রিফিন্ডরের ছেলে- মেয়েরা সশব্দে হেসে উঠল। ম্যালফয় রেগে তেলে-বেগুনে আগুন। তখনও মুডির শাস্তি ওকে ভয়ানকভাবে ঘিরে রেখেছে। লেসন শেষ হবার পর হ্যারি- রন- হারমিওন খুশি মনে ক্যাসেলে ফিরে গেল। হ্যাগ্রিড ম্যালফয়ের বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছেন। গত বছর ম্যালফয় ওর বাবার সাহায্যে হ্যাগ্রিডকে স্কুল থেকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিল।

হলের প্রবেশ পথে ওরা গিয়ে দেখল প্রচন্ড ভিড়। ভেতরে ঢোকা দায়। চোখে পড়ল পাথরের সিঁড়িতে বিরাট সাইনবোর্ড রাখা আছে। অনেকেই পড়ার চেষ্টা করছে... কিন্তু পারছে না। রনের উচ্চতা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি, সে পায়ের সামনের আঙুলের ওপর ভর করে উঁচু হয়ে পড়ল।

ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট

আগামী ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যা ছ'টার সময় বোক্সবেটনস এবং ডার্মস্ট্র্যাংগ'র প্রতিনিধি দল হোগার্টে আসবেন। তাই স্কুলের ক্লাস নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগে শেষ হবে।

হ্যারি বলে উঠল– দারুণ। 'পোসানের' ক্লাস শুক্রবার শেষ! হা. হা. স্নেইপ আর আমাদের বিষাক্ত করতে পারবে না।

ছাত্রছাত্রীদের বই-খাতা স্কুলব্যাগ তাদের নির্দিষ্ট ডরমেটরিতে রেখে ক্যাসেলের সামনে দাঁড়িয়ে অতিথিদের স্বাগত জানাবে। তারপরই ওয়েলকাম ফিস্ট শুরু হবে।

– জনতার ভিড় থেকে হাফেলপাফের এরনি ম্যাকমিলন দীপ্তিময় দুই চোখে বলল– আর মাত্র এক সপ্তাহ। ফেডরিক জানে তো? খবরটা ফেডরিককে দিয়ে আসতে হবে।

রন ভাসা ভাসা ভাবে বলল– ফেডরিক? এরনি রনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ফেডরিককে খবর দিতে ছুটলো।

হ্যারি বলল, ডিগরি, ও নিশ্চয়ই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে।

– ওই বোকাটা... হোগার্ট চ্যাম্পিয়ন? রন কথাটা বলে হল্লা করে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগোল।

হারমিওন বলল– ও বোকা মোটেই নয়, তুমি ওকে পছন্দ করো না কেন আমি জানি... কারণ কিডিচ খেলায় ওরা গ্রিফিন্ডরকে হারিয়েছে। শুনেছি খুব ভাল ছাত্র

এবং ভালো প্রিফেক্ট।

হারমিওন এমনভাবে বলল যাতে ফেডরিককে নিয়ে আর কোনও কথা হয় না।

রন ব্যঙ্গ করে বলল– ও সুন্দর তো দেখতে তাই...!

হারমিওন বিরক্তি মাখা সুরে বলল– এমন কথা বলবে না। সুন্দর হলেই তাকে পছন্দ করতে হবে এমন কোনও ব্যাপার নয়।

রন মজা করে খিক খিক করে হাসল।

ক্যাসলের ছেলে-মেয়েরা টুর্নামেন্টের নোটিশ দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। সকলের মুখে একই কথা একই আলোচনা। অধীর আগ্রহ আগামী সপ্তাহে অতিথি আগমনের। হ্যারির কথা ভাবা কারও সময় নেই, উৎসাহ নেই। ট্রাই উইজার্ড টুর্নামেন্ট যেন দারুণ এক সংক্রামক জীবাণু। গুজবের পর গুজব। যার যা ইচ্ছে তাই বলে চলেছে। কে হোগার্ট চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য প্রতিযোগিতা করবে? অন্য দুই স্কুলে খেলোয়াড়দের স্ট্যান্ডার্ড কেমন? হোগার্টের সঙ্গে তফাৎ কোথায়।

ক্যাসেল নতুন সাজে সজ্জিত হল। পুরনো সব ফেলে নতুন আসবাবপত্র, ছবি, কার্পেট.... নানা রকম নব নব সাজ। কেয়ারটেকার ফ্লিচ... আরও বেশি কঠোর হয়ে গেল। সকলকেই টিপটপ থাকতে হবে। জামা, প্যান্ট, জুতো, কোথায় যেন কোনও ত্রুটি থাকে না। ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে হবে। প্রথম বর্ষের দু'একটি মেয়ে ফ্লিচের তাড়নায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম। রাগে তারা হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। অনাবশ্যক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ফ্লিচকে কেন বলে দিতে হবে– সকলের পেছনে ও লেগে থাকবে কেন?

ছাত্রছাত্রী কেন? কর্মচারীরাও রেহাই পায় না ফ্লিচের তাড়নায়।

প্রফেসর ম্যাকগোনাল ঢিলেঢালা লংবটমকে বললেন– দেখ কেউ যেন ধরতে না পারে তুমি অতি সাধারণ জাদুমন্ত্র বদলাতে পার না। তোমার অক্ষমতা যেন ডারমস্ট্র্যাংগ ধরতে না পারে।... বেচারি নেভিল ভুল করে ওর নিজের দুটি কান ক্যাকটাসে লাগিয়ে দিয়েছিল একবার।

তেরই অক্টোবর ছাত্রছাত্রীরা সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে ঘর দেখে অবাক! রাতারাতি সবকিছু বদলে গেছে– যেন রাজপুরীতে এসেছে। ঘরভর্তি সিল্কের ব্যানার প্রতিটি দেয়ালে ঝুলছে। প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসের জন্য আলাদা আলাদা। লাল আর সোনালী গ্রিফিন্ডরের, র‍্যাভেন ক্ল'র ব্রোঞ্জে ঈগল ছাপ, হাফেলপাফের- হলুদ ও কাল; স্লিদারিনের সবুজের সঙ্গে রূপালী সাপ। শিক্ষকদের টেবিলের পেছনে ঝুলছে সবচাইতে বড় আকারের ব্যানার : হোগার্টের অস্ত্রশস্ত্র, সিংহ, ঈগল, ভোঁদর, ইংরেজি 'এইচ'কে পেঁচিয়ে রয়েছে একটা সাপ।

গ্রিফিন্ডের টেবিলে ফ্রেড আর জর্জকে পেয়ে গেল, রন, হ্যারি– আর হারমিওন। দেখল ওরা আলাদা দু'জনে খুব ফিস ফিস করে কথা বলছে।

অস্বাভাবিক ভাব চোখে-মুখে। রন ওদের কাছে বসল। জর্জ খুব আস্তে ফ্রেডকে বলল– ঠিক আছে, তো কি হয়েছে। কিন্তু ও যদি আমাদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা না বলে... তাহলে চিঠি পাঠান ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা ওর হাতে ধরিয়ে দিতে হবে... ওতো চিরকাল আমাদের এড়িয়ে চলবে না।

রন বলল– কে তোমায় এড়িয়ে চলছে?

– কে আবার তুমি, ফ্রেড মেজাজ দেখিয়ে বলল।

– তুমি ভবঘুরে বা অলস বলতে কি বোঝাতে চাইছ? রন জর্জকে জিজ্ঞেস করল।

– তোমার মত একটি অপদার্থ ভাই-এর জন্য।

হ্যারি ওদের কাছে এসে বলল– ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে কিছু খবর-টবর পেলে? অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?

– কেমন করে চ্যাম্পিয়ন বাছাই হয় ম্যাকগোনাগলকে জিজ্ঞেস করতে ম্যাডাম স্রেফ বললেন– জানি না; জর্জ তিক্ত কণ্ঠে বলল। মুখটা ঝামটা দিয়ে বললেন, ওসব না ভেবে আমেরিকার ভালুকের চেহারা বদল সম্বন্ধে যা যা ক্লাসে বলেছি সেটা ভাল করে কর।

রন ভেবেচিন্তে বলল– আশ্চর্য ভালুকের চেহারা বদল করে লাভটা হবে কী? আমরা প্রতিযোগিতায় ভালো কিছু করতে পারি।... এর আগেও আমরা অনেক শক্তশক্ত কিছু করেছি।

– করেছি, কিন্তু বিচারকদের সামনে নয়, তুমিও না, ফ্রেড বলল– ম্যাকগোনাগল বলেছে, চ্যাম্পিয়নরা কেমন করে কাজ সুষ্ঠুভাবে করল তার ওপর নম্বর পায়।

হ্যারি বলল– বিচারক কারা হচ্ছেন?

– যে সমস্ত স্কুল অংশগ্রহণ করছে সেই স্কুলের প্রধানরা, হারমিওন বলল।... ও বলার সময় সকলেই ওর দিকে তাকাল। একটু অবাক হয়ে... কারণ ওই তিনটে স্কুলের প্রধানরা ১৭৯২ সালে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন।

অবাক হবার প্রধান কারণ: যারা শুনছে তারা খেলা সম্বন্ধে কোনও বই পড়েনি। 'অল ইন হোগার্টস' খুব একটা বিশ্বস্ত নয়, 'অ্যারিডাইজড হিষ্ট্রি অব হোগার্টস'... ঠিক মত বইয়ের টাইটেল হলে ভাল হত। অথবা 'অ্যা হাইলি বায়াসড অ্যান্ড সিলেকটেড হিস্টরি অফ হোগার্টস, সেই বইটাতে শুধু স্কুলের খারাপ দিকটার বর্ণনা আছে।

রন বলল– বই সম্বন্ধে তোমার অভিমত?

হারমিওন বলল– 'এলফস ঘর'! খুব জোর দিয়েই বলল– হাজার পাতার মধ্যে এক জায়গায় পাবে না হোগার্টের; অ্যা হিস্ট্রি... তে কোথাও এক অক্ষর শত শত

ক্রীতদাস সম্বন্ধে কিছু লিখেছে!

হ্যারি আর রন SPEW ব্যাজের জন্য দু'সিকল খরচ করেছে।

হারমিওন বলল– একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছো কারা তোমাদের বিছানার চাদর ধোয়, নিয়মিত বদলায়, ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালে, তোমাদের ক্লাসরুম সাফ– সুতরো করে, খাবার বানায়? তারা কাজের বদলে একটি সিকেল পারিশ্রমিক পায় না কারণ তারা ক্রীতদাস?

রন হারমিওনের কথা শোনার পর ছাদের সিলিং-এ তাকাল। সিলিং-এর রঙ বদলে গেছে... রোদে ঝাঁ চকচক। ফ্রেড-জর্জ কেউ কারও কথা শোনায় মন নেই। ওরা 'বেকন' নিয়ে ব্যস্ত। ফ্রেড- জর্জ কেউ SPEW ব্যাজ কেনেনি। ফ্রেড হারমিওনের দিকে না তাকালেও জর্জ তাকাল।

ও বলল– আচ্ছা হারমিওন তুমি কখনও কিচেনে গেছ?

– অবশ্যই না, হারমিওন সোজাসুজি বলল– আমি মনে করি না কাজটা ছাত্র-ছাত্রীদের।

আমাদের আছে, জর্জ বলল– অনেক ভাল রান্না সময়মত করে। আমার মনে হয় এলফদের কোনও অভিযোগ নেই। ওরা কাজটাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে।

– কারণ তারা অশিক্ষিত, তাদের জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত শুনে আসছে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের কাজ করতে হবে। হারমিওন রেগে গিয়ে বলল।

হঠাৎ হুস হুস শব্দ হ্যারির কানে এল। হারমিওন কথা বন্ধ করল– রন তাকাল হেডউইগের দিকে। ও হ্যারির পিঠের কাছে ঘুরছে। হ্যারির কাছে বসে ওর ডানা বন্ধ করল। তারপর পাটা বাড়িয়ে দিল।

হ্যারি সিরিয়সের পাঠান চিঠিটা হেড উইগের মধ্য থেকে খুলে নিল।

সুন্দর চেষ্টা হ্যারি,

আমি দেশেই আছি, তবে লুকিয়ে। আমি চাই হোগার্টে কি হচ্ছে, না হচ্ছে তোমার কাছ থেকে জানতে। হেডউইগকে দিয়ে চিঠি পাঠাবে না। প্যাঁচা পরিবর্তন করবে। আমার জন্য কিছু চিন্তা করবে না। নিজেকে সতর্ক রাখবে। তোমার কাটা দাগ সম্বন্ধে যা বলেছি ভুলবে না।

সিরিয়স।

কেউ যাতে শুনতে না পায় এমনিভাবে রন বলল– প্যাঁচা কেন বদলাতে বলছেন? হেড উইগকে সকলে দেখলেই তাকিয়ে থাকে, হারমিওন বলল– কারও পোষ মানে না। ও সাদা তুষারের প্যাঁচা। যতক্ষণ না খুঁজে পাবে ঘুরে বেড়াবে...

মানে যেখানেই সিরিয়স থাকুন না কেন... দেশী পাখিতো নয়।

হ্যারি চিঠিটা পাকিয়ে রোবের পকেটে রেখেছিল। ভাবতে থাকে ও কি আগের চেয়ে বেশি চিন্তিত না কম। ও মনে করল, ধরে নিল সিরিয়স সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে চায়। এমনভাবে যাতে ধরা না পড়ে (অথবা এমনও হতে পারে ও খুব নিকটেই আছে। যাতে চিঠির জবাব পেতে ওকে বেশিদিন আশা করে থাকতে হবে না।

ও হেডউইগের পিঠে হাত দিয়ে বলল– ধন্যবাদ হেডউইগ! হেড উইগ ওর মুখ গায়ের পালকে গুঁজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে গেল অরেঞ্জ জুসের পানপাত্রে (গবলেট)। ও ঠোঁট দুটো জুসে চোবাল... তারপর ঘুমুতে চলে গেল ওর গৃহে,আউলারিতে।

সেদিন সকলেই খুশি মনে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করছে। পড়াশুনায় কারও মনোযোগ নেই। সন্ধ্যাবেলা দুই স্কুলের অতিথিদের আসার অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে। ওদের কাছে তখন ট্রেলার 'পোসান' যেন কিছুই নয়। আধঘন্টা আগেই ছুটি হয়ে যাবে তবেই প্রতীক্ষা। ছুটির ঘন্টা বাজতেই ওরা তিনজন ছুটল গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে। যেমন ডাকে নির্দেশ ছিল তেমনভাবে -ব্যাগ জমা দিয়ে, আলখেল্লা টেনে খুলে একতলায় প্রবেশ হলে ছুটল।

প্রতিটি হাউজের হেডেরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের লাইনে দাঁড়াতে বললেন। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল খুঁত ধরবেনই। বললেন– উইসলি তোমার হ্যাট সোজা কর, রনকে বললেন, মিস পাতিল তোমার চুল থেকে অদ্ভুত জিনিসটা খুলে রাখ।

– তোমরা আমার পিছু পিছু চল।. ম্যাকগোনাগল প্রথমবর্ষের ছেলেমেয়েদের বললেন, সাবধানে চল, কোনও ধাক্কা-ধাক্কাধাক্কি নয়।

রন ঘড়ি দেখে বলল– আরে ছ'টা বাজে এখনও ওদের দেখা নেই; ও রাস্তার শেষে গেটের দিকে তাকাল– ওরা কখন আসছে, কেমন ভাবে আসছে জানবো কেমন করে? ট্রেনে?

হারমিওন বলল– ঠিক জানি না।

– তাহলে ঝাড়ুতে চেপে? ও তারাভরা আকাশের দিকে তাকাল।

রন বলল– পোর্টকিতে? ওরা অ্যাপারেট করতে পারে– ওরা যেখান থেকে আসছে হয়ত তাদের আইনে সতের বছরের কম বয়সের ছেলে- মেয়েদের অ্যাপারেট করার স্বাধীনতা আছে।

হারমিওন অধৈর্য হয়ে বলল– তোমরা হোগওয়ার্টের মাঠে অ্যাপারেট করতে পার... কতবার বলেছি তোমাদের বলত?

ওরা অন্ধকার মাঠের দিকে কোনও কিছুই নড়াচড়া দেখতে পেল না। হ্যারির খোলা জায়গায় বসে শীত শীত করতে লাগল... উ. আর কত দেরি করবে?...

এমনও হতে পারে (হ্যারি ভাবে).... বিদেশী ছাত্ররা নাটকীয়ভাবে আসার পরিকল্পনা করছে।

ওরা শুনতে পেল ডাম্বলডোরের গম্ভীর ভরাট গলা,– আহ্! আমার যদি ভুল না হয় তাহলে খুব সম্ভব বকসবেটনস প্রতিনিধিরা আসছে!

সমবেতভাবে হোগার্টের ছাত্ররা বলল– কই? কই? কোথায়?

ওরা দেখতে পেল নীল আকাশে ছোট একটা কিছু... ওদের ক্যাসেলের দিকে ঝড়ের বেগে নেমে আসছে। যত কাছে আসে ওটা বিরাট হতে থাকে।

প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী হর্ষধ্বনি করে উঠল– ড্র্যাগন!

ডেনিস ক্রিভে বলল– বোকার মত কথা বলবে না। ওটা একটা উড়ন্ত বাড়ি!

ডেনিসের অনুমান সত্যের আকার ধারণ করল। সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে দেখল বিরাট কালো আকারের একটা কিছু নিষিদ্ধ বাগানের গাছের ওপর দিয়ে দূরন্ত বেগে আসছে। ক্যাসেলের আলোতে ওরা দেখল একটা প্রকাণ্ড হালকা নীল রঙ-এর ঘোড়ায় টানা ক্যারেজ ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘোড়াগুলো টেনে আনছে একটা বিরাট বড় ক্যারেজ দেখতে বাড়ির মত। ঘোড়ার সংখ্যা কম করে এক ডজন হবেই। তাদের রঙ সোনালী, ল্যাজ সাদা। আকার হাতির মত।

সামনের সারিতে বসা ছেলে- মেয়েরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। সেই ঘোড়ায় টানা বাড়িটা তাদের দিকে ঝড়ের বেড়ে নেমে আসছে। সবচেয়ে বেশি ভয় পেল নেভিল। হাতির মত গ্যালমাইনস ঘোড়ারা ধপাস করে মাটিতে নামল। এক সেকেন্ড পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত ক্যারেজ (বাড়ি)। সেই সোনালী রঙ-এর ঘোড়াগুলো তাদের মাথা প্রচণ্ডভাবে নাড়তে লাগল। নাক মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে... চোখ রক্তবর্ণ।

হ্যারির চোখ পড়ল 'বাড়ি সদৃশ' ক্যারেজের দরজায়। দরজায় আঁকা রয়েছে কোট অব আর্মস (দুটি সোনালী দণ্ড ক্রস করা, দণ্ডের মুখ থেকে তারা নির্গত হচ্ছে)।

গাড়ি থেকে প্রথমে লাফিয়ে নামল একটি ছেলে। পরনে হালকা হালকা নীল রোব। সামান্য হোঁচট খেল নামার সময়। সে নেমে ভাজ ভাঙ্গলে সোনালী রঙ-এর সিঁড়ি ভাজ করা। ও নত হয়ে সকলকে অভিনন্দন জানাল। গাড়ির দিকে তাকাতেই হ্যারির চোখে পড়ল কালো চকচকে চামড়ার খুড়ওয়ালা এক জোড়া জুতার ওপর। অনেকটা বাচ্চা ছেলেদের বরফের উপর হাঁটার জুতার মত। তারপর গাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন এক দীর্ঘকায়া মহিলা। এত দীর্ঘকায়া মহিলা এর আগে হ্যারি দেখেনি। ওকে দেখে কেউ কেউ ভয়ে হাঁপাতে লাগল।

মহিলাকে দেখতে দেখতে হ্যারির মনে হল হ্যাগ্রিড ওর কাছে শিশু। ...তাহলেও কে কত দৈর্ঘ্য মাপার প্রশ্ন আছে। মহিলা হোগার্ট স্কুলের শিক্ষক,

শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে তিনি প্রবেশ বা এনট্রেন্স হলের সিঁড়ির মুখে পৌঁছলেন। উজ্জ্বল আলোতে হ্যারি দেখল মহিলা অতি সুন্দরী, মুখের রঙ অলিভফলের মত। বড় বড় দুই গভীর কালো চোখ। চোখ দুটো ভেজাভেজা। লম্বা নাক। নাতিদীর্ঘ চুল কাঁধের কাছে ক্লিপ দেওয়া। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো মার্টিনের রোব। গলায় গাদা গাদা দামি পাথরের হার আর আঙ্গুলে সেইরকম পাথরের আংটি। ডাম্বলডোর হাততালি দিতেই স্কুলের সকলেই একইভাবে হাততালি দিল। মেয়েরা দাঁড়িয়ে ভালভাবে মহিলাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

তিনি হেসে ডাম্বলডোরের দিকে এগিয়ে গেলেন। চকচকে মসৃণ হাত ডাম্বলডোরের দিকে প্রসারিত করলেন। লম্বায় ডাম্বলডোরের চেয়ে বেশি তাই সামান্য ঝুঁকে পড়ে হাতে চুম্বন করলেন।

– আমাদের সকলের প্রিয় মাদাম ম্যাকসিম, আপনার হোগার্টে আসার জন্য অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।

মাদাম ম্যাকসিম আন্তরিক স্বরে বললেন– ডাম্বলডোর... আমি আশা করি ভালো আছেন।

ডাম্বলডোর বললেন– ধন্যবাদ, খুবই ভাল আছি।

মাদাম ম্যাকসিম হাত তুলে বললেন– আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা গ্রহণ কর।

হ্যারি পেছন ফিরে দেখল প্রায় এক ডজন কিশোর-কিশোরী মাদাম ম্যাকসিমের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। শুধুমাত্র পাতলা সিল্কের রোবস পরার জন্য। কেউ ওভারকোট পরেনি। কেউ কেউ তাদের মাথায় বড় স্কার্ফ বা শাল দিয়ে ঢেকেছে। হ্যারির তাদের মুখ দেখে মনে হল হোগার্ট স্কুল দেখে ওরা শুধু মুগ্ধ নয়– অবাক হয়ে গেছে।

মাদাম ম্যাকসিম জিজ্ঞেস করলেন– কারকারফ এসেছেন? ডাম্বলডোর বললেন– যেকোনও মুহূর্তে আসতে পারেন। আপনি কি তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন? না চাইলে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। এখানে তো বেশ ঠাণ্ডা।

– খুব ঠাণ্ডা? মাদাম বললেন– জিরো তো নয়।

ডাম্বলডোর বললেন– আমাদের ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস কারও শরীর খারাপ হলে যথেষ্ট যত্ন নেবে।

হ্যারি রন কথাটা শুনে হেসে ফেলল। বলল– স্কুরেটস।

মাদামের মুখ দেখে মনে হল তার সন্দেহ আছে।

ডাম্বলডোর বললেন– সবকিছু হ্যাগ্রিডের ওপর ভার দেওয়া আছে ও দেখাশুনা করবে।

– দয়া করে মি. হ্যাগ্রিডকে বলবেন, আমাদের ঘোড়ারা হুইস্কি ছাড়া কিছু পান করে না।

ডাম্বলডোর নত হয়ে বললেন- চিন্তা করবেন না।

ডারমস্ট্র্যাংগের আসার অপেক্ষায় সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে মাদাম ম্যাকসিমের ঘোড়াদের 'হ্রেষাধ্বনি' শোনা যাচ্ছে।... কিন্তু তারপরই

হঠাৎ রন বলল– কিছু শুনতে পাচ্ছ?

হ্যারির কানে এল... ভীষণ এক শব্দ... অন্ধকার থেকে শাঁ শাঁ করে এগিয়ে আসছে। জলের ঢেউ আর স্রোতের শব্দ... ঘূর্ণির শব্দও। মনে হয় বিরাট একটা হোস পাইপ দিয়ে লেকের সব জল টেনে নিচ্ছে। ঘূর্ণিটা হ্রদের চতুর্দিকে ঘুরছে।

ওরা লেকের দিকে তাকাল। লেকের জল ঠিকই আছে– শুধু জলের উপরিভাগ স্থির নয় চঞ্চল। খুব সম্ভব লেকের জলের তলদেশে কিছু অস্থিরতা হয়েছে। জলের উপরিভাগ ফুটন্ত জলের মত বুগ বুগ বুগ শব্দ করে বুদ বুদের সৃষ্টি করছে। তারপর হঠাৎ জলের ওপর ঘূর্ণিস্রোত দেখা দিল। তারপর ঘূর্ণিস্রোতের মাঝ থেকে কালো এক স্তম্ভ উঠে এল।

হ্যারি রন আর হারমিওনকে বলল– ওটা জাহাজের মাস্তুল মনে হয়।

ধীরে ধীরে লেকের জলের ভেতর থেকে একটা মাঝারি আকারের জাহাজ ভেসে উঠল। চাঁদের আলো পড়ে সেটা অভূতপূর্ব চক চকে দেখাচ্ছে। দেখে মনে হয় অতি মূল্যবান এক জাহাজকে লেকের জলের ভেতর থেকে তোলা হয়েছে। তারপরই সেই ডুবন্ত জাহাজ সম্পূর্ণ ভেসে উঠে তির তির করে তীরের দিকে এগোতে লাগল।

তারপর সেই জাহাজ থেকে মানুষজন নামতে লাগল। তাদের কেমন যেন কালো কালো দেখাচ্ছে দূর থেকে। ওদের পেটগুলো ক্র্যাব আর গোয়েলের মত মোটাসোটা। না, তা নয়। এনট্রেন্স হলের কাছে ওরা দাঁড়ালে হ্যারি দেখল ওরা এমন এক ধরনের আলখেল্লা পড়েছে তার পেটের কাছটা বিভিন্ন ধরনের ফার দিয়ে তৈরি। ওর চুলের মত রূপালী চকচকে।

– ডাম্বলডোর! একজন উদাত্ত স্বরে বললেন– কেমন আছেন ডাম্বলডোর বলুন বলুন কেমন আছেন ডাম্বলডোর? – নবীন ও যৌবনোচ্ছল... তাজা, ধন্যবাদ! প্রফেসর কারকারফ, ডাম্বলডোর বললেন।

কারকারফের গলাটা সুরেলা ও অতিরিক্ত বিনয়ী। গায়ে আলো পড়তে ওরা দেখল কারকারফ প্রফেসর ডাম্বলডোরের মতই লম্বা ও রোগা। কিন্তু মাথার পাকা চুল ছোট ছোট, চিবুকের চুলের (ছাগলে দাড়ি) শেষ প্রান্ত সামান্য কোঁকড়ানো। সেই দাড়ি তার দুর্বল চিবুক ঢাকা দিতে পারেনি।.... ডাম্বলডোরের কাছে গিয়ে

করমর্দন করেও অনেকটা সময় হাত ধরে রইলেন।

কারকারফ হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন- আমার প্রিয় হোগার্ট ক্যাসেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হ্যারি লক্ষ্য করল তার দাঁতগুলো হলুদ বর্ণের। হাসলে চোখ বড় বড় হয় না; স্থির ও অবিচলিত থাকে।

এখানে এসে এত ভাল লাগছে যে কথায় বোঝানো যাবে না ভিক্টর তুমি এদিকে এস... এখানে এসে তোমার ভাল লাগবে... কিছু মনে করবে না ডাম্বলডোর? ভিক্টরের সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে... ওর শরীরটা তেমন ভাল নেই।

কারকাফ ওর একজন ছাত্রকে ডাকলেন। হ্যারিকে পাশ দিয়ে যাবার সময় হ্যারি ওকে লক্ষ্য করল। বেশ ছেলেটি... লম্বা নাক, মোটা দুই ভুরু। ওকে চিনিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

হ্যারিকে দেখে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে বলল– হ্যারি- আমি ক্রাম।

ষো ড় শ অ ধ্যা য়

দ্য গবলেট অব ফায়ার

আমি বিশ্বাস করি না! রন বলল। গলার স্বর ওর অবিশ্বাসের। হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রীরা ডারমস্ট্রাংগের ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে দাঁড়াল। ক্রাম, সত্যিই ভিক্টর ক্রাম।

হারমিওন বলল– ও একজন কিডিচ প্লেয়ার। রন তুমি এইটুকু শুধু জেনো।

রন যে কথাগুলো শুনল যেন সত্যিই নয়। ও হারমিওনের দিকে তাকাল– হারমিওন তুমি কী জান, পৃথিবীর মধ্যে ও একজন সবচেয়ে ভাল সীকার। আমার কোনও আইডিয়া নেই ও এখনও স্কুলে পড়ে।

একদল হোগার্ট স্কুলের ছাত্রদের পিছু পিছু তারা এনট্রেন্স হল যখন অতিক্রম করে গ্রেট হলের দিকে যাচ্ছিলো হ্যারি দেখল লী জোর্ডান লাফালাফি করছে ক্রামকে দেখার জন্য। কয়েকজন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্রী পাগলের মত তাদের পকেটে কিছু খুঁজছে– না না আমি বিশ্বাস করি না, ইস আমার কাছে একটা কলম নেই...। তোমরা কি জান ও একবার আমার হ্যাটে লিপস্টিক দিয়ে সই করেছিল?

মেয়েগুলো হারমিওনের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল– সত্যি! এখন তাহলে লিপস্টিক নিয়ে ঝগড়া কর।

রন বলল– আমি ওর অটোগ্রাফ আনতে পারি, তোমার কাছে কলম আছে হ্যারি?

হ্যারি বলল– না, ওপরে আমার ব্যাগে আছে।

ওরা গ্রিফিন্ডর টেবিলের কাছে গিয়ে বসল। রন এমন একটা জায়গায় বসল যেখান থেকে ক্রাম আর ডারমস্ট্র্যাংগ থেকে যেসব ছেলেরা এসেছে তাদের ভালভাবে দেখতে পায়। কিন্তু দেখলে কি হবে, ওদের বসার কোথায় জায়গা করা

হয়েছে জানে না। বক্সবেটন থেকে যারা এসেছে তারা র‍্যাভেনক্ল'র পাশে বসেছে। ওরা অবাক হয়ে গ্রেট হল দেখছে। ওদের মধ্যে তিনজন তখনও মাথায় স্কার্ফ আর শাল চাপিয়ে রেখেছে।

হারমিওন ওদের লক্ষ্য করছিল। বলল– এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়, আশ্চর্য আসার সময় ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্য ওভারকোট নিয়ে আসলেই তো পারত?

রন হিস হিস করে বলল– এদিকে এস, হারমিওন একটা বসার জায়গা করে দাও।

– কী বললে?

রন তিক্ততার সঙ্গে বলল– অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ভিক্টর ক্রাম আর তার বন্ধুরা (ডারমস্ট্র্যাংগ) স্লিদারিন গ্রুপের পাশে বসেছে। হ্যারি দেখল ম্যালফয় ক্যারি আর গোয়েল, ভিক্টর ক্রামরা ওদের পাশে বসার জন্য যেন গর্বে ফেটে পড়ছে। আরও দেখল ম্যালফয় একটু এগিয়ে গেল ক্রামের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

রন মুখ বেঁকিয়ে বলল– ওহ্ ঠিক আছে, ঠিক আছে ওকে তেল মারো। আমি বাজি ধরতে পারি ক্রাম ওর মতলব ঠিক ধরে ফেলবে। ও জানে লোকেরা সব সময় ওকে ঘিরে রাখে... কিন্তু ওদের থাকার কোথায় ব্যবস্থা করা হয়েছে জান? হ্যারি, আমরা তো ওকে আমাদের ডরমেটরিতে শুতে অনুরোধ করতে পারি? আমার রেডটা ওকে দিতে একটুও আপত্তি নেই। আমি একটা ক্যাম্প- খাটে শুতে পারি।

কথাটা শুনে হারমিওন ব্যাঙ্গ করল।

হ্যারি বলল– ওদের দেখে মনে হয় বকস বেটনদের চেয়ে ওরা খুশি।

ডারামস্ট্র্যাংগের ছেলেরা তখন গায়ে ফারকোট খুলে ফেলে তন্ময় হয়ে হলের কালো সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে। দু'একজন তো সোনার থালা আর গবলেট হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

ওরা স্টাফ টেবিলের দিকে তাকাল। দেখল ডাম্বলডোরের পাশে তিনটে চেয়ার কেয়ারটেকার এনে রাখল।... ডাম্বলডোরের পাশে তিনজন কে বসবে?

রনের সেদিকে খেয়াল নেই। ও তখনও ক্রামের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

দেখতে দেখতে গ্রেটহল পূর্ণ হয়ে গেল। সকলে যে যার সিটে বসলে ডাম্বলডোর, কারকারফ ও মাদাম ম্যাকসিম বসলেন। বক্সবেটনের প্রধান শিক্ষিকা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল। দু'একজন হোগার্ট স্কুলের ছাত্ররা হেসে উঠল। তাই ওরা একটু হকচকিয়ে গেল। মাদাম ম্যাকসিম না বসা পর্যন্ত ওরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। উনি ডাম্বলডোরের বাঁ পাশে বসলেন। ডাম্বলডোর তখনও দাঁড়িয়ে।... সারা গ্রেট হল তখন নীরব- নিস্তব্ধ।

সমবেত ভদ্রমহোদয়, মহিলা, ভূত এবং– বিশেষ করে অতিথিবৃন্দ, ডাম্বলডোর কথাটা বলে বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন– হোগার্টে আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু আনন্দিত নয়, অতিশয় গর্বিত। আমি স্কুলের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশাকরি ও বিশ্বাস করি হোগার্টে থাকার দিনগুলো আনন্দ-উৎসাহে ভরে উঠবে।

বোজবেটনের, মাথায় মাফলার বাঁধা একটি মেয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। হাসিটা তাচ্ছিল্যের সন্দেহ নেই।

হারমিওন মেয়েটির দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল– কেউই তো তোমাকে এখানে জোর করে বসিয়ে রাখেনি। চলে গেলেই তো পার।

ডাম্বলডোর একটু থেমে বললেন– ফিস্টের পর টুর্নামেন্ট অফিসিয়ালি শুরুর বিষয় ঘোষিত হবে, আমি এখন সকলকে ভোজের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা খাওয়া-দাওয়া করুন, আনন্দ করুন! কোনও রকম বিধিনিষেধ নেই।

কথাগুলো বলে ডাম্বলডোর বসতেই হ্যারি দেখল কারকারফ ডাম্বলডোরের সঙ্গে গভীর আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

প্রচুর খাদ্যসামগ্রী। এর আগে হ্যারির কোনদিনও চোখে পড়েনি। হাউজ এলফরা মুখ বুঁজে তাদের কাজ করে যেতে লাগল। প্রচুর দেশী-বিদেশী খাবার, পানীয়।

ডিস থেকে খাবার মুখে দেবার আগে এত খাবার হ্যারি নাম জেনে নিতে লাগল হারমিওনের কাছে। হারমিওন যতটা জানে ওকে বলে যেতে লাগল।

ভোজন পর্ব শেষ হলে ডাম্বলডোর আবার উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত হলটা একটা নতুন কিছু শোনার প্রতীক্ষা করতে লাগল। টেনসন সন্দেহ নেই। হ্যারি শোনার জন্য দারুণ উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল। জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা পেতে যাচ্ছে ও। অদূরে ফ্রেড জর্জ বসেছিল। ওরা ঝুঁকে পড়ে ডাম্বলডোরের প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দারুণ মনোযোগের সঙ্গে।

– সেই প্রতিক্ষিত শুভ সময়টি এসেছে, ডাম্বলডোর অগণিত চেনা-অচেনা মুখের দিকে হাসিহাসি মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন– কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাই ইউজার্ড টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। ছোট কৌটাটি (কাসকেট) আনার আগে আমি কিছু বলতে চাই–

- কী বলতে চান? হ্যারি বলল।

রন না জানার ভঙ্গিতে কাঁধ নাচাল।

– ব্যাপারটা... পদ্ধতি... মানে এই বছরে কি মেনে চলব তারই কার্য প্রণালী সম্বন্ধে। কিন্তু প্রথমত কিছু ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দিতে চাই, মি. বার্টিমিয়স ক্রাউচ হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কো-

অপারেশন, কলরব শোনা গেল– এবং মি. লুডো হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস। বেগম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর করতালি একটু বেশি হল মনে হয়। হয়ত তিনি 'বিটার' হিসেবে সকলে জানে অথবা সুন্দর চেহারার অধিকারী বলে। উনি হাত তুলে সকলের ভালবাসা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্রাউচ তার নাম ঘোষণার পর হাসলেন না বা হাত তুললেন না। কিডিচ ম্যাচ দেখার সময় ক্রাউচকে জাদুকরের পোশাক পরা দেখে হ্যারির কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল। ডাম্বলডোরের শুভ্র দাড়ি-গোফের কাছে ক্লাউচের টুথ ব্রাশের মত গোঁফ সম্পূর্ণ বেমানান! হ্যারির চোখে অদ্ভুত লাগল।

মি. বেগম্যান আর মি. ক্রাউচ ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্টের ব্যবস্থার জন্য গত কয়েকমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।... প্রফেসর কারকারফ ও মাদাম ম্যাক্সিম প্যানেল অব জাজেস থাকছেন অবশ্য আমিও আছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন প্রচেষ্টা বিচার করব।

'চ্যাম্পিয়ন' শব্দটা উল্লেখ করার সাথে সাথে ছাত্রদের একাগ্রতা আরও তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। খুব সম্ভব ওদের মধ্যে একটু যেন সক্রিয়তা অনুভব করলেন, তাই হেসে বললেন– মি. ফ্লিচ অনুগ্রহ করে কৌটাটি...।

ফ্লিচ সভাগৃহের একান্তে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে বসেছিলেন, ডাম্বলডোরের কথা শুনে হাতে একটা বড় কাঠের সিন্দুক নিয়ে ডাম্বলডোরের কাছে এলেন। সিন্দুকটার গায়ে মণিমুক্তার কাজ করা। দেখলেই মনে হয় বহু পুরনো দিনের। যেসব ছাত্ররা বসেছিল তাদের ওটা দেখার সাথে সাথে উত্তেজনা বেড়ে গেল। ডেনিস ক্রিভে সিন্দুকটা দেখার জন্য যে চেয়ারটায় বসেছিল তার ওপর দাঁড়াল। কিন্তু বেঁটে হওয়ার জন্য কিছুই দেখতে পেল না। মি. ক্রাউচ আর মি. বেগম্যান চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে কি করতে হবে না করতে হবে তা ইতোমধ্যেই পরীক্ষা করেছেন। ফ্লিচ সিন্দুকটা অতি সাবধানে টেবিলে রাখার সময় ডাম্বলডোর বললেন।... শুধু তাই নয়– প্রতিটি প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করেছেন। তিনটি করণীয় কাজ যারা স্কুল বছরে ভাগে ভাগে দেওয়া হবে। এবং তারা চ্যাম্পিয়নদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করবেন। যেমন তাদের জাদুবিদ্যা সম্বন্ধীয় সাহস– নির্ভীকতা– সিদ্ধান্ত নেবার মানসিকতা... এবং অবশ্যই তাদের সম্মুখ বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার দূর্বার সাহস ও ক্ষমতা। কথাগুলো শোনার পর ছাত্রদের গুঞ্জন শুধু শেষ হলো না সমগ্র সভাগৃহ ছেঁয়ে গেল নীরবতায়। এত বেশি নীরবতা যে, কারও শ্বাস পড়ছে না।

ডাম্বলডোর বলে চললেন– টুর্নামেন্টে জয়ী হতে শুধু তিনজন চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতার আসরে থাকবে। একজন করে প্রতিটি পার্টিসিপেটিং স্কুলের। তারা নির্বাচিত হবে তাদের কাছে দেয়া কাজের সাফল্যের ওপর। বলাবাহুল্য যে বেশি

নম্বর পাবে। সেই তিনজনের মধ্যে একজন প্রথম হয়ে ট্রাই উইজার্ড কাপ পাবে। বিচার করবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। কাপ হচ্ছে **'দ্য গবলেট অব ফায়ার'**।

ডাম্বলডোর তারপর নিজের জাদুদণ্ড বার করে সেই সিন্দুকের ঢাকনায় তিনবার ছোঁয়াতেই ঢাকনা ক্ল্যাক শব্দ করে ধীরে ধীরে খুলে গেল। ডাম্বলডোর মুখ নামিয়ে তার ভেতরে হাত পুরে একটা কাঠের তৈরি কাপ বার করলেন। অদ্ভুত সেই কাপ! এদো খেদো অমসৃণভাবে তৈরি। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নয়। অদ্ভুত সেই গবলেট (কাপ)! তার ভেতর থেকে নীল সাদা অগ্নিশিখা ধ্বক ধ্বক করে বেরোচ্ছে কানা পর্যন্ত। কখনও বেশি কখনও কম।

ডাম্বলডোর তারপর সিন্দুকের মুখটা বন্ধ করে তার ওপরে গবলেট (যেটাকে কাপ বলা হচ্ছে)টা অতি সাবধানে রাখলেন। এমনভাবে রাখলেন যাতে সকলে দেখতে পায়।

– স্কুলের ছাত্ররা– তোমাদের মধ্যে যারা চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় নাম দিতে চাও তাহলে তারা তাদের নাম, স্কুল একটা পার্চমেন্টে পরিষ্কারভাবে লিখে গবলেটে ফেলে দেবে... চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। আগামীকাল রাতে হ্যালোইন- গবলেট তিনজন, যারা তাদের স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য বিবেচিত হবে তাদের নাম জানিয়ে দেবে।

গবলেট আজ রাতে এনট্রেন্স হলে রাখা হবে– সেখানে কারও যেতে বাধা থাকবে না। বিশেষ করে যারা প্রতিযোগিতা করতে চাও।

– দেখতে হবে কোনও নির্ধারিত বয়সের কম বয়সের ছাত্ররা যেন লোভের বশবর্তি হয়ে নাম না দেয়, ডাম্বলডোর বললেন– আমি গবলেটের চারপাশে বয়সসীমার লাইন টেনে দেব। দেখতে হবে সতের বছরের কম বয়সের কেউ যেন সেই লাইনের ভেতরে ঢুকতে না পারে।

– সব শেষে বলতে চাই... যারা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে চাও তারা যেন এলে বেলে মনে না কর, 'গবলেট অব ফায়ার' একবার যাকে চ্যাম্পিয়ন সিলেক্ট করবে তাকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে থাকতে হবে। গবলেট নাম দাখিল করা– বলতে পার এক প্রকার জাদুর চুক্তি। একবার তুমি নির্বাচিত হলে মত পরিবর্তন করতে পারবে না। অতএব গবলেটে নাম দেবার আগে ভেবেচিন্তে দেবে। নাম দেবার আগে চিন্তা করবে, মানে খেলার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। এখন অনেক রাত হল– শোবার সময় হয়েছে... শুভরাত্রি সকলকে।

এনট্রেন্স হলের দিকে যেতে যেতে ফ্রেড বলল– ঠিক আছে, এজিং পোসান ব্যবহার করে সকলকে বোকা বানাবো। তাই না? আরে তুমি হাসছ? – গবলেট কিছুতেই তোমার বয়স সতের নয় ধরতে পারবে না।

হারমিওন বলল– তুমি যতই চেষ্টা কর 'গবলেট অব ফায়ার' তোমার বয়স

ধরে ফেলবেই ফেলবে। কোনও আশা নেই।

জর্জ বলল– আরে হ্যারি তুমি চেষ্টা কর... দেখবে তুমি সিলেকট হয়ে গেছ।

হ্যারির মাথায় এখন দুটো চিন্তা। এক সতের বছরের কম ছেলে-মেয়ে গবলেট অব ফায়ারে নাম দেবে না, দুই : ও টুর্নামেন্টে কাপ পেয়েছে তারই বর্ণাঢ্য স্বপ্ন! আবার ভাবল– 'ডাম্বলডোর যদি জানতে পারেন সতের বছরের কম বয়সের কোনও ছেলে-মেয়ে এজলাইন পেরিয়ে নাম দাখিল করে ফাঁকতালে নির্বাচিত হয়েছে! তাহলে কী হবে? হ্যারি ভয়ে কুঁচকে গেল।

রনের নাম দেবার কোনও ইচ্ছে নেই। ওর মাথায় ঘুরছে শুধু ক্রাম। ক্রাম গেল কোথায়? রন বলল– ডাম্বলডোর তো বলেননি ডার্মস্ট্র্যাংগ ছেলেদের কোথায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বলেছেন কী? রনের মনে দারুণ অস্থিরতা।

ওর প্রশ্নের জবাবে পেয়ে গেল। ওরা তো স্লিদারিন টেবিলে জটলা করছে। ওদিকে কারকারফ তার স্কুলের ছেলেদের শুতে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন।

– যাও তোমরা সব জাহাজে গিয়ে শুয়ে পড়। ভিক্টর এখন তোমার শরীর কেমন? ঠিকমত খেয়েছ তো? কিচেনকে বলে দেব তোমাকে মাফলড ওয়াইন পাঠাতে? কারকারফ বললেন।

রন লক্ষ্য করল ক্রাম ওর ফারকোট পরতে পরতে মাথা নাড়ল।

– প্রফেসর আমার জন্য একটু ওয়াইন পাওয়া যাবে না? ওদের স্কুলের অন্য একটি ছেলে বলল।

– আমি তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি না পোলিয়াকফ, কারকারফ বললেন– কথা বলার সময় বাবার স্নেহ কোথায় ভেসে গেল। – আমি দেখেছি তুমি আলখেল্লার সামনে দিয়ে আবার খাবার ফেলে দিয়েছ। সত্যি তুমি... লজ্জাজনক ব্যবহার করেছ। অতি অভদ্র ছেলে!

কথাটা বলে প্রফেসর কারকারফ তার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গেটের দিকে চললেন। ঠিক সেই সময় দরজার কাছে হ্যারি- রন- হারমিওন দাঁড়িয়েছিল। হ্যারি প্রফেসরের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল।

কারকারফ হ্যারিকে বললেন, ধন্যবাদ।

তারপরই কারকারফ হ্যারির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন উনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার স্কুলের ছাত্ররা, হেডমাস্টার থামতেই তারাও থেমে গেল। কারকারফ হ্যারির মুখের দিকে ভাল করে তাকালেন। চোখ পড়ল কপালের কাটা দাগে। ডারমস্ট্র্যাংগের ছেলেরাও হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি অনুভব করলো, তারা তাকে তাদের থেকে পৃথক একজন হিসেবে দেখে। যে ছেলেটি মাটিতে ইচ্ছে করে খাবার ফেলে দিয়েছিল– কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ইশারায় পাশের মেয়েটিকে হ্যারির কপালের কাটা দাগটা দেখাল। কে

যেন ভিড়ের ভেতর থেকে বলল– আরে ওতো হ্যারি পটার! প্রফেসর কথাটা শুনে পিছনে তাকালেন। দেখলেন– ম্যাড-আই মুডি তার কাঠের একটা পায়ে ভড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর জাদু চোখ ডারমস্ট্র্যাংগ হেডমাস্টারের মুখের দিকে বন বন করে ঘুরছে।

হ্যারি লক্ষ্য করল কারকারফের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। এক অব্যক্ত ভয় আর উত্তেজনায় সারা মুখ ছেয়ে গেল।

– তুমি! কারকারফ বললেন– মুডির দিকে তাকালেন... এমন একটা ভাব, সত্যি যে মুডি না অন্য কেউ!

– চিনতে পারছ না? মুডি দাঁত বার করে হেসে বলল.... তোমার যদি পটারকে কিছু বলার থাকে তো বলতে পার, তা না হলে রাস্তা আটকে রেখো না– আমাদের পথ ছাড়।

মুডি ঠিকই বলেছেন, কারকারফ গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেকেই যেতে পারছে না। ভিড় হয়ে গেছে।

আর একটি বাক্য ব্যয় না করে কারকারফ তার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চলে গেলেন। মুডি যতক্ষণ পারলো ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বিকৃত মুখে এক বিরক্তিকর গভীর অপছন্দের ছাপ!

পরেরদিন শনিবার। স্কুল বন্ধ তাই বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী দেরি করে উঠবে, ব্রেকফাস্ট খেতে দেরি করে আসবে। হ্যারি, রন, হারমিওন সপ্তাহের সাতদিন যথারীতি ওঠে, সবকিছুই মোটামুটি ঘড়ির কাটার মত করে। ওরা এনট্রেন্স হলে গিয়ে দেখল গোটা কুড়ি ছেলে- মেয়ে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ টোস্ট খাচ্ছে, বাকি সকলে 'গবলেট অব ফায়ার' দেখছে। সাধারণত হলের মাঝে যেখানে 'বাছাই টুপি' থাকে সেখানে একটা স্ট্যান্ডে গবলেট অব ফায়ার রাখা। তার চারপাশে দশ ফিট গোল অতিসূক্ষ্ম একটা সোনালী রেখা যার কথা ডাম্বলডোর বলেছিলেন, সতের বছরের কম ছেলে- মেয়েরা যাতে 'গবলেট অব ফায়ারে' নাম না ফেলতে পারে।

তৃতীয় বর্ষের একজন মেয়েকে রন জিজ্ঞেস করল– ক'জন নাম দিয়েছে?

– যারা দিয়েছে তারা সবাই ডারমস্ট্র্যাংগের ছেলে-মেয়ে। আমাদের কাউকে নাম দিতে আমি অন্তত দেখিনি মেয়েটি বলল।

হ্যারি বলল– কাল আমরা যখন শুতে গেলাম তখন কেউ কেউ নাম দিয়েছে।... আমি অবশ্য দিতাম না। ধরা পড়ে যেতাম। গবলেট যদি মিথ্যে লেখার জন্য গর্ব করে গিলে ফেলে আবার উগরে দিত? ফ্রেড হ্যারির কানে কানে জয় উল্লাসে বলল– কেল্লাফতে, আমি নাম দিয়েছি। রন, হারিমিওনের কানে ওর

গর্ব করে বলা কথাটা শুনতে পেল।

রন চম্‌কে উঠে বলল– আরে করেছ কি!

ফ্রেড বলল– বয়স কারচুপি পোসান (নির্মাণ); গোবরের মগজ!

জর্জ দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল– মাত্র এক ড্রপ... দু'জনের আলাদা আলাদা।... আমাদের বয়স কয়েক মাস বাড়ান, তার বেশি তো কিছু নয়।

– লী হি হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, হাজার গ্যালিওনস আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব।

হারমিওন বিপদের সংকেত দিয়ে বলল– আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা সফল হবে না, ভেব না ডাম্বলডোর না ভেবেচিন্তে এসব ব্যবস্থা করেছেন। কারচুপি হতে পারে জানেন।

ফ্রেড, জর্জ আর লী হারমিওনের কথায় গা করল না।

ফ্রেড, জর্জ আর লীকে বলল– প্রস্তুত? বেশ তাহলে এসো। আমি প্রথমে যাব। ওর কথা শুনে জর্জ আর লী কাঁপতে লাগল।

হ্যারি দেখল, ফ্রেড, একটা পার্চমেন্টের ছোট্ট স্লিপ ওর পকেট থেকে বার করল, তাতে লেখা 'ফ্রেড উইসলি– হোগার্ট'! ফ্রেড সীমারেখা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল, ডুবুরি যেমন পঞ্চাশ ফিট উঁচু থেকে জলে ঝাঁপ দেয় তেমনিভাবে শরীরটাকে নাচাতে লাগল। তারপর হলের সকলের চোখের সামনে খুব বড় দেখে একটা শ্বাস নিয়ে লাইনের ওপারে গেল।

হ্যারি ভাবল ফ্রেড কৃতকার্য হয়েছে– জর্জও অবশ্য ভাবল, বিজয়ী দলের মত ও ফ্রেডের পর সীমারেখা অতিক্রম করল। কিন্তু পর মুহূর্তে প্রচণ্ড হিস হিস শব্দ শোনা গেল, তখন দুই যমজ ভাই বৃত্ত রেখার বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক যেন কোনও এক অদৃশ্য শট-পুটার (যারা স্পোর্টসে লোহার বল ছোঁড়ে) ওদের ধরে বাইরে ফেলে দিল। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পাথরের তৈরি মেঝেতে পড়ে ব্যথায় ছটফট করতে লাগল দু'ভাই। অপমানে জর্জরিত হল চতুর্দিকে হাসি ও বিদ্রুপের শব্দে। আর মুহূর্তেই দু'জনেরই লম্বা সাদা দাড়ি হয়ে গেছে। যারা এনট্রেন্স হলে ছিল তারা ফ্রেড আর জর্জকে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ হয়ে যেতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল। শুধু ওরা কেন ফ্রেড আর জর্জও হাসতে লাগল... নিজেদের দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ হতে দেখে।

– 'আমি তোমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম'– প্রফেসর ডাম্বলডোর গ্রেট হল থেকে আসতে আসতে বললেন। ফ্রেড জর্জকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে ডাম্বলডোরের চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল। – তোমরা দু'জনে মাদাম পমফ্রের কাছে যাও। তিনি ইতোমধ্যে রেভেন ক্লর মিস ফসেট আর হাফলপাফের মি. সামার্সের চিকিৎসা করেছেন। দু'জনেই ঠিক করেছিলেন তাদের বয়স সামান্য

বাড়িয়ে দিতে, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তাদের দাড়ি তোমাদের মত এত সুন্দর নয়।

লী হাসিতে ফেটে পড়ল ওদের দেখে। ওরা দু'জনে হাসপাতালের দিকে যেতেই হ্যারি, রন, হারমিওন ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল।

সকালে গ্রেট হলের সাজ একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন হ্যালোউইন, ছাদের সিলিং-এ একগাদা বাদুড় ছেড়েছে, প্রতিটি কোণে কুমড়ো কেটে রেখেছে। হ্যারি, ডিন আর সিমাসের কাছে দাঁড়াল। ওরা হোগার্টের সতের বছর বা তারও বেশি বয়সের ছাত্রদের (যারা নাম দিতে পারে) সম্বন্ধে আলোচনা করছিল।

ডিন, হ্যারিকে বলল– শুনেছ ওয়ারিংটন অনেক ভোরে উঠে নাম দিয়েছে? আরে সেই স্লিদারিনের ছেলেটা খুব কুঁড়ে!

হ্যারি ওর বিরুদ্ধে কিডিচ খেলেছে। পাত্তা না দেয়ার মতো মাথা নাড়ল। ভেবেছিস স্লিদারিনের ছেলে চ্যাম্পিয়ন হবে?

হাফলপাফের ছেলেরা ডিগরির কথা বলছে। সিমাস ঘেন্নায় নাক সিটকে বলল... তবে আমি ভাবি না ও সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে ঝুঁকি নেবে কিনা।

কথার মাঝে হঠাৎ হারমিওন বলল– শোনো!

এনট্রেন্স হলে ছেলেরা জয়ধ্বনী করে চলেছে। ওরা আপন আপন চেয়ারে বসেছিল– দেখল অ্যাঞ্জেলিয়া জনসন হলে আসছে। মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি। লম্বা কালো মেয়ে। ও গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিমে চেজার হয়ে খেলেছিল। ওদের দেখতে পেয়ে অ্যাঞ্জেলিয়া ওদের কাছে বসে বলল–

আমি আমার নাম দিয়েছি! এই মাত্র দিলাম।

রন ওর দিকে তাকিয়ে বলল– বোকা বানাচ্ছ?

হ্যারি বলল– তাহলে তোমার বয়স সতের!

রন বলল– বেশ বলেছো! সতের না হলে তো ওর দাড়ি গজিয়ে যেত!

অ্যাঞ্জেলিনা বলল– গত সপ্তাহে আমার জন্মদিন ছিল।

হারমিওন বলল– গ্রিফিন্ডর থেকে কেউ নাম দিয়েছে শুনে খুব খুশি হলাম– আমি বলছি অ্যাঞ্জেলিনা তুমি নিশ্চয়ই থাকবে।

অ্যাঞ্জেলিনা বলল– ধন্যবাদ হারমিওন।

সিমাস বলল– ওই সুন্দর নাদুস দেখতে ডিগরির চেয়ে তুমি বেটার।

ব্রেকফাস্টের পর ওরা সকলে বলল– চল আমরা হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করে আসি।

রন বলল– সেই ভাল।

হারমিওন বলল– সত্যি আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। আমি হ্যাগ্রিডকে যোগ

দিতে বলিনি। দাঁড়াও ওপর থেকে আমি ব্যাজ নিয়ে আসছি।

বকসবেটনের ছেলে- মেয়েরা মাঠ থেকে ফ্রন্ট দরজার দিকে আসছে। ওদের মধ্যে রয়েছে ভীলা। ওরা গবলেট অব ফায়ারের দিকে পেছন করে ওদের পথ ছেড়ে দিল।

মাদাম ম্যাক্সিম ওর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এলেন। কেউ এখানে ওখানে নয়... লাইন বেঁধে। ওরা এক এক করে লাল দাগ পার হয়ে স্লিপে তাদের নাম লিখে নীল-সাদা আগুনের শিখাতে পার্চমেন্ট ফেলে দিল। এক একটি নাম গবলেটে পড়ে... কুঁকড়ে লাল হয়ে যায় তারপরই আগুনের স্পার্ক দেয়।

ভিলা গার্ল ওর নামের পার্চমেন্ট গবলেট অব ফায়ারে ফেলতে রন হ্যারিকে বলল– আচ্ছা যারা সিলেক্ট হবে না তারা কী করবে? শেষ পর্যন্ত থাকবে না ফিরে যাবে?

হ্যারি বলল– তাতো জানি না। মাদাম ম্যাক্সিম যখন বাছাইয়ের একজন বিচারক তখন একটা কিছু হবেই।

নাম দেবার পর বকসবেটনের ছেলে- মেয়েরা মাদাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে মাঠে ফিরে গেল।

রন ফ্রন্টডোরের দিকে তাকিয়ে বলল– গতরাতে ওরা কোথায় শুয়েছিল জান?

তখনই শুনতে পেল হারমিওনের পদশব্দ ও অনেকগুলো S.P.E.W. ব্যাজ নিয়ে আসছে।

রন লাফ দিয়ে বলল, চল চল দেরি হয়ে গেছে।

নিষিদ্ধ বনের সীমানায় যেখানে হ্যাগ্রিড ওর কেবিন বানিয়ে বাস করে তার কাছাকাছি পৌছতেই বক্সবেটনের ছেলে-মেয়েরা কোথায় শুয়েছিল– সেই রহস্য ভেদ হয়ে যায়। ওরা দেখল যে বিরাট ক্যারেজটা করে এসেছিল সেটা হ্যাগ্রিডের সদর দরজা থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে পার্ক করা রয়েছে। তার ভেতরে বেটনের ছেলে-মেয়েরা এক এক করে ঢুকে যাচ্ছে।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের দরজায় ঘা দিতেই ওর কুকুর ফ্যাংগ খুব জোরে ডাকতে লাগল।

হ্যাগ্রিড দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল– এসো এসো, তোমরা তো আমাকে ভুলেই গেছ!

ওরা দেখল হ্যাগ্রিড ওর সবচেয়ে পছন্দের পোশাক (ওদের কাছে বীভৎস!) পরেছে। বাদামী স্যুট, চেক চেক কমলা-হলুদ টাই। ওগুলো মোটেই বীভৎস্য নয়। ওর মাথার লম্বা লম্বা চুলে গ্রিজ মাখিয়েছে। গ্রিজ দেবার পর সিঁথি থেকে লম্বা চুল দু'ভাগে ভাগ করেছে। খুব সম্ভব বিলের মত পনিটেল করার বাসনা ছিল। কিন্তু মাথা ভর্তি চুলের জন্য তা সম্ভব হয়নি। হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হলেও চেপে

রাখল।... খুব সপ্রতিভভাবে বলল, স্ক্রেউটসরা কোথায়

– কোথায় আবার যাবে– কুমরো খেতে গেছে। হ্যাগ্রিড খুব খুশিতে ভরপুর হয়ে বলল। মুস্কিল হয়েছে ওরা নিজেদের মধ্যে অসম্ভব লড়াই করে। একটাতো মেরেও ফেলছে।

রন তখন হ্যাগ্রিডের তেল চুকচুকে চুলের দিকে তাকিয়েছিল। হারমিওন রনকে ইশারা করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলে বলল– না না তা কি করে সম্ভব।

– না সত্যি বলছি, হ্যাগ্রিড দুঃখিত স্বরে বলল। যদিও আমি ওদের আলাদা আলাদা বাক্সে রাখি। ওদের সংখ্যা এখন কুড়িটা।

হ্যাগ্রিডের 'বাসা' বলতে একটি কাঠের ঘর। তার এক কোণে একটা বিরাট খাট... চকরাবকরা লেপ। খাটের মতই বিরাট টেবিল- চেয়ার– ফায়ার প্লেসের সামনে রাখা। পাশেই কিছু বেকড হ্যাম। মৃত পাখি ছাদের সিলিং থেকে ঝুলছে। হ্যাগ্রিড বললেন– এবারে চা খাওয়া যাক। হ্যাগ্রিড চা বানাতে বানাতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে টুর্নামেন্টের কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

– দাঁড়াও তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। আগে কখনও দেখনি। তবে এই সম্বন্ধে আমার কিছু বলা ঠিক হবে না।

– বলুন, বলুন হ্যাগ্রিড। ওরা বলার জন্য চেপে ধরল।

– থাকগে, আমি খেলাটা বরবাদ করতে চাই না। তবে মনে হয় দারুণ জমবে। কে জানে এর পরের টুর্নামেন্টে থাকি কি না থাকি!

ওরা খুব বেশি কিছু না খেলেও হ্যাগ্রিডের সঙ্গে লাঞ্চ খেল।

তারপর ওরা হ্যাগ্রিডকে প্রথম কাজ কি হবে তা জানার জন্য সামান্য আভাস দিতে বলল। তারপর মাথায় চিন্তা– ফ্রেড আর জর্জের দাড়ি কি এখনো আছে!

দুপুরের দিকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। ওরা আগুনের ধারে বসে আগুন পোয়াতে লাগল। হ্যাগ্রিড ওর ভিজে মোজা আগুনের ধারে শুকোতে দিলেন।... হারমিওনের সঙ্গে আবার হাউজ এলফরদের নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল। হ্যাগ্রিড এলফদের পারিশ্রমিক দেয়ার বিরুদ্ধে। বললেন, পৃথিবীতে এসেছে ওরা মানুষদের সেবা করতে। পারিশ্রমিকের কথা বললে ওরা অপমানিত বোধ করে।

হারমিওন ব্যাজগুলো রেখে দিয়ে বলল– হ্যারি ডব্বিকে মুক্তি দিয়েছে... এখন ও কাজ করছে, কাজের পারিশ্রমিকও নিচ্ছে।

সাড়ে পাঁচটা বাজতে বাজতে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ওদের তাড়াতাড়ি ক্যাসেলে ফিরতে হবে হ্যালউইন ফিস্টের জন্য। তাছাড়া কারা কারা সিলেক্ট হল– তাদের নাম ঘোষণা হবে।

হ্যাগ্রিড বললেন– আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

তারপর হ্যাগ্রিড ওর খাটের পাশে রাখা আলমারি থেকে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। নাকে ওদের 'বিশ্রি একটা গন্ধ ধক করে লাগল। বিকট গন্ধে গা বমি বমি করতে লাগল।

রন কাশতে কাশতে বলল– হ্যাগ্রিড ওটা কি? কিসের গন্ধ?

হ্যাগ্রিডের হাতে বিরাট একটা বোতল! দেখতে খুব ভাল নয়।

হারমিওন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল– ওটা কী আপনার আফটার শেভিং ক্রিম।

হে. হে. ওডিকোলন, হ্যাগ্রিড বিড়বিড় করে বললেন– গন্ধটা একটু উগ্র, গন্ধটা যখন তোমাদের ভাল লাগছে না সরিয়ে রাখছি। হঠাৎ ও স্বভাবের বিপরীতভাবে বলল। যাকে বলা যায় ভদ্রভাবে... যেতে দাও।

হ্যাগ্রিড ওর কেবিনের বাইরে গিয়ে জানালার ধারে জলের কলে অনেকটা সময় ঘষে ঘষে হাত ধুলেন।

– গন্ধতো গেল, এখন চুল আর পোশাক? হ্যারি খাটো গলায় বলল।

– ওই দেখুন রন হঠাৎ জানালাটা দেখিয়ে বলল।

হ্যাগ্রিড হাত ধোয়া বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

হারমিওন, রন দেখল মাদাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে তার স্কুলের ছেলে-মেয়েরা ক্যারেজ থেকে লাইন বেঁধে টাওয়ারের দিকে চলেছে। পোশাক দেখে বলার অপেক্ষা রাখে না ফলাফল শুধু জানতে নয়, ওরা ভোজ খেতে চলেছে।

ওরা দেখল হ্যাগ্রিড আর মাদাম ম্যাক্সিম কথা বলছেন, কিন্তু কি বলছেন শুনতে পেলো না। হ্যাগ্রিডের চোখে বিস্ময়, খুব মোহিত হয়ে শুনছেন– ড্রাগন শিশুর দিকে তাকিয়ে নর্বাটের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

হারমিওন বলল– হ্যাগ্রিড খুব সম্ভব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

হ্যারি ওদের অন্তরঙ্গের মত কথা বলতে দেখে বলল– খুব সম্ভব ওদের আগে থেকে খুব বন্ধুত্ব। গার্লফ্রেন্ডও হতে পারে। ওরা সকলে হাসল।

মাদাম ম্যাকসিমের স্কুলের ছেলে-মেয়েরা তখন এনট্রেন্স হলের দিকে দল বেঁধে চলেছে।

ওরা তিনজন আর সময় নষ্ট না করে হ্যাগ্রিডের কেবিনের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। ঠাণ্ডাও বেশ। ওরা আলখেল্লা টেনে টেনে চলল। চতুর্দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

লেক থেকে ডারমস্ট্রাংগের দল দেখল ক্যাসেলের দিকে চলেছে। কারকারফের পাশে ভিক্টর ক্রাম। ক্রাম কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা চলেছে। ও হ্যারি, হারমিওন ও রনের আগেই সামনের দরজার কাছে পৌঁছেছে।

ওরা যখন মোমবাতি জ্বালানো গ্রেট হলে পৌঁছল তখন বেশ ভিড়। বলতে গেলে একটুও ফাঁকা নেই। 'গবলেট অব ফায়ার' যেখানে রাখা ছিল সেখান থেকে

ডাম্বলডোরের পাশের শূন্য চেয়ারের পাশে রাখা হয়েছে। ফ্রেড আর জর্জ ইতোমধ্যে পরিষ্কার করে দাঁড়ি গোঁফ কামিয়েছে। মুখ দেখেই মনে হয় দারুণ হতাশ।

হ্যারি, রন, হারমিওন তাদের চেয়ারে বসলে ফ্রেড বলল– মনে হয় অ্যাঞ্জেলিনা পাবে।

হারমিওন বলল– আমারও তাই মনে হয়।..... একটু পর জানা যাবে।

হ্যালোওয়েন ফিস্ট অন্য ভোজের চেয়ে একটু বেশি সময় নিল। এই নিয়ে এক সপ্তাহে দু'বার ফিস্ট। হ্যারির ফিস্টে অনাবশ্যক বেশি পদ একটুও পছন্দ হয় না। অপচয় মনে হয়।

খেতে খেতে সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ডাম্বলডোরের দিকে। প্রতীক্ষা কখন তিনি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াবেন।

সকলের চেটেপুটে খাওয়া শেষ হল। সোনার থালা আগের মত আবার চকচকে হয়ে গেল। হলের কলরব হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ডাম্বলডোর উঠে দাঁড়ালেন। তার এক পাশে মাদাম ম্যাক্সিম, অন্যপাশে কারকারফ। দু'জনের মুখ দেখে বোঝা যায় দারুণ চাপা উত্তেজনা। লাডো ব্যাগম্যানের মুখে অবশ্য কোনও উত্তেজনার ছাপ নেই। মাঝে মাঝে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন, চোখ পিটপিট করছেন। ওদিকে ক্রাউচকে দেখে মনে হয় তারও কোন ব্যাপারেই উৎসাহ, আগ্রহ নেই।

ডাম্বলডোর বললেন, ওয়েল, গবলেট অব ফায়ার তার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করেছে।... আরও মিনিট খানেক সময় নিতে পারে।

একটা কথা বলা আবশ্যক– যাদের বাছাই করা হবে তারা যেন তাদের জায়গা ছেড়ে হলের পাশের ঘরে চলে যায়– ডাম্বলডোর স্টাফ টেবিলের পেছনে দরজাটা দেখালেন! সেখানে যাবার পর তাদের প্রথমে কি করতে হবে জানানো হবে। এক কথায় প্রথম নির্দেশ!

কথাটা বলে ডাম্বলডোর তার হাতের জাদুদণ্ডটা প্রবলভাবে ঝাড়ু দেবার মত দোলালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতি নিভে গেল, শুধু কুমড়োর খোলের ফাঁকে ফাঁকে বাতিগুলো জ্বলতে লাগল। সমস্ত হলঘরটা আধা অন্ধকার হয়ে গেল। গবলেট অব ফায়ারের আগুন আরও তীব্রভাবে জ্বলতে লাগল। সাদা-নীল অগ্নি শিখা! এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সেই শিখা। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কেউ কেউ ঘড়িতে সময় দেখছে।

লী- জোর্ডান ফিস ফিস করে বলল– যেকোনও মুহূর্তে খবর জানা যাবে। ও হ্যারির সামনে দুটো সিট ছেড়ে বসেছিল।

গবলেটের ভিতরের আগুন হঠাৎ লাল হয়ে গেল। তার মধ্যে থেকে স্ফুলিঙ্গ

ছিটকোতে শুরু করল। তারপরই অগ্নিশিখার একটা লম্বা জিব বেরিয়ে এল। একটা পোড়া পার্চমেন্ট ফর ফর করে জিবের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত ঘরটা যেন হাঁফাতে লাগল।

ডাম্বলডোর পার্চমেন্টের টুকরোটা ধরে ফেললেন। সেটাকে ভাল করে পড়ার জন্য সামনে ধরলেন যাতে আগুনের শিখার আলোতে লেখা পড়তে পারেন। সেই শিখা আবার রূপ বদলেছে। লাল থেকে নীল-সাদা।

– ডারমস্ট্রাংগের চ্যাম্পিয়ন ভিক্টর ক্রাম। পরিষ্কার কণ্ঠে ডাম্বলডোর বললেন।

রন বলল– আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। খুবই স্বাভাবিক। হ্যারি দেখল ক্রাম চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে ডাম্বলডোরের কাছে গিয়ে মাথানত করল, তারপর নির্দেশমত অন্য ঘরে চলে গেল।

কারকারফ হাততালি দিয়ে বললেন– ব্রেভো, ভিক্টর। আমি জানতাম তুমি হবেই। এত জোরে বললেন যে সমস্ত হলটা যেন কেঁপে উঠল।

হাততালি– অভিনন্দন ধীরে ধীরে থেমে গেল। আবার সকলের দৃষ্টি গবলেটের দিকে। আবার সেটার আগুন লাল হয়ে গেল।... দ্বিতীয় পার্চমেন্টটা বেরিয়ে এল।

ডাম্বলডোর বললেন, চ্যাম্পিয়ন বক্সবেটন। ফ্লিউর ডেলাকৌর।

হ্যারি খুব জোরে জোরে বলে উঠল, রন ও সিলেক্ট হয়েছে। ডেলাকৌর অনেকটা ভীলার মত দেখতে। নাম শুনে শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। মাথার রূপালী চুলে ঝাঁকুনি দিল। র‍্যাভেন ক্ল আর হাফলপাফদের পাশকাটিয়ে ডাম্বলডোরের কাছে দাঁড়ালো।

গোলমালের মধ্যে হারমিওন বলল– ওহ্ দেখ, কেউ কেউ খুব হতাশ হয়েছে। হতাশা মানে ছোট করে দেখা, হ্যারি বলল। যে দু'টো মেয়ে নির্বাচিত হয়নি, তাদের চোখে অশ্রু।

ডেলাকৌর নির্দেশমত অন্য ঘরে চলে গেলে হলে আবার আগের নিস্তব্ধতা।

আবার গবলেট অব ফায়ার লাল হয়ে গেল। অগ্নিশিখা থেকে স্ফুলিংগ ছিটকোতে লাগল। এবারে যেন অগ্নিশিখা আরও ওপরে উঠে গেল। ডাম্বলডোর আগের মতই পার্চমেন্ট ধরলেন।

হোগার্টের চ্যাম্পিয়ন : সেডরিক ডিগরি।

'না' রন চিৎকার করে বলে উঠল। হ্যারি ছাড়া আর কেউ ওর প্রতিবাদ শুনতে পেলো না। হাফলপাফের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী আনন্দে 'নৃত্য' করতে লাগল। সেডরিকের নির্বাচনের অভিনন্দন আর করতালি যেন শেষ হয় না। ও হাসতে হাসতে টিচারস টেবিলের পিছনের চেম্বারে চলে গেল।

'অতি চমৎকার'– ডাম্বলডোর বললেন। সোরগোল থেমে গেলে ডাম্বলডোর

বললেন– তাহলে আমাদের তিনজন চ্যাম্পিয়ন বাছাই হল।... তোমাদের সকলের অভিব্যক্তি, আনন্দ, করতালি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে।

তোমাদের এই বাছাই প্রতিযোগিতায় অবদান কম নয়। সত্যিই তোমরা আন্তরিকভাবে আমাদের সাহায্য করেছ...।

বলতে বলতে ডাম্বলডোর হঠাৎ থেমে গেলেন। সকলেই পরক্ষণেই বুঝতে পারলো কেন থেমে গেলেন।

হঠাৎ ফায়ার অব গবলেট লাল হয়ে গেল। আবার স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল।... আবার একটি পার্চমেন্ট অগ্নি শিখা থেকে বেরিয়ে এল।

ডাম্বলডোর হাত বাড়িয়ে সেই পার্চমেন্টটা খপ করে ধরলেন। সামনে খুললেন। যে নামটা লেখা সেটা বেশ কয়েকবার পড়লেন মনে মনে। অনেকটা সময়, তিনি শুধু নয় হলের সবাই নীরব। সকলেই একদৃষ্টে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে... প্রতীক্ষা! ডাম্বলডোর গলাটা পরিষ্কার করে পড়লেন–

'হ্যারি পটার।'

সপ্তদশ অধ্যায়

দ্য ফোর চ্যাম্পিয়নস

হ্যারি চেয়ারে বসে আছে। 'গবলেট অব ফায়ার' হ্যারি পটারকে চতুর্থতম চ্যাম্পিয়ন বাছাই করেছে। ও জানে গ্রেট হলের শত শত চোখ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও অসম্ভব অবাক হয়ে গেছে। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। ও কী ঠিকমত নাম শুনতে পায়নি। কী করে সম্ভব! ওর নাম কী করে এখানে এলো!

আশ্চর্য! ও কারও অভিনন্দন শুনতে পেল না। ক্রুদ্ধ মৌমাছি দলের মত সকলের দৃষ্টি যেন ওকে সূচের মত হুল ফোটাচ্ছে। কেউ কেউ (বাইরের স্কুলের ছেলে- মেয়েরা) চেয়ার থেকে উঠে ওকে দেখছে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চেয়ার ছেড়ে উঠে লাডো বেগম্যান আর প্রফেসর কারকারফের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলার পর প্রফেসর কারকারফ ডাম্বলডোরের কানে কানে কিছু বললেন। ডাম্বলডোর কথা শুনতে শুনতে মৃদু হাসলেন, ভুরু কোঁচকালেন।

হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে তাকাল। ওরা সকলে দেখল গ্রিফিন্ডর হাউজের সব ছেলেমেয়েরা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

– আমি তো আমার নাম দিইনি, হ্যারি ভাসা ভাসা বলল– তোমরা তো সকলেই জান, আমি নাম দিইনি।

ওরাও হতবম্ব হয়ে গেছে।

প্রফেসর ডাম্বলডোর, ম্যাকগোনাগলকে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বললেন– হ্যারি পটার! দ্বিতীয়বার ডাকলেন; হ্যারি! এদিকে এস... অনুগ্রহ করে যদি আসতে চাও।

হারমিওন ওর কানে কানে কিছু বলে সামান্য কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল–

যাও... তোমায় ডাকছেন।

হ্যারি দাঁড়াল। ঝুলন্ত আলখেল্লাটা একটু গুটিয়ে নিয়ে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল। গ্রিফিন্ডর ও হাফলপাফের টেবিলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে মনে হল ওকে যেন অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। শত শত দৃষ্টির দিকে একবারও ও তাকাল না। গুঞ্জন ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগল। ডাম্বলডোরের টেবিলের কাছে পৌঁছতে যেন পুরো একটি ঘণ্টা লেগেছে এমনই ওর মনে হল।

ডাম্বলডোরের মুখে হাসি নেই। গম্ভীর স্বরে তিনজনকে যেমন বলেছিলেন তেমনিভাবে বললেন– ওই দরজা দিয়ে অন্য ঘরে যাও।

হ্যারি শিক্ষকদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল শেষ প্রান্তে বসে রয়েছে হ্যাগ্রিড। হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে হাসল। গ্রেট হল থেকে ডাম্বলডোরের নির্দেশিত ঘরে ঢুকে দেখল ঘরটা খুবই ছোট। দেওয়ালে পরপর লাইন করে সাজানো রয়েছে পেন্টিংস, জাদুকরিদের প্রোট্রেট অতি মনোরম একটি ফায়ারপ্লেস থেকে গনগন করে আগুন জ্বলছে।

প্রোট্রেটদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ওরা যেন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এক বিশীর্ণ জাদুকরী আর ফ্রেমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে অন্য এক ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেল। সেই ফ্রেমে একটা প্রোট্রেট– তার গোঁফ অক্টোপাসের মত। সেই কৃষ্ণকায়া জাদুকরী ওর কানে কানে কিছু বলল।

আগুনের কাছে গোল হয়ে বসেছিল; ক্রাম, ডেলাকৌর, আর ডিগরি। আগুনের শিখার আলো ওদের মুখে এসে পড়ছে। ওদের মুখের চেহারা প্রভাবিত করার মত। ক্রাম ওদের সঙ্গে বসে থাকলেও সামান্য দূরত্ব রেখেছে। চুল্লির উপরের তাকে হেলান দিয়ে বসেছে। সেডরিক দু'হাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যারি ঘরে ঢুকলে ডেলাকৌর ওর দিকে তাকাল। ওর মাথার রূপালী লম্বা চুলগুলো মুখের ওপর থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে সরাল।

ডেলাকৌর, হ্যারিকে দেখে বলল– আমাদের ডেকেছে নাকি? মেয়েটি ভেবেছে হ্যারি ওদের হলে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছে। হ্যারি বুঝতে পারলো না কেমন করে ব্যাপারটা ওকে জানাবে। ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল– ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে।... তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল ওরা কত লম্বা।

দরজার কাছে পদশব্দ শুনে হ্যারি পিছনে তাকিয়ে দেখল লাডো বেগম্যান ঘরে ঢুকছে। হ্যারির হাত ধরে লাডো ঘরে এগিয়ে গেলেন।

হ্যারির হাত চেপে ধরে বললেন, সুন্দর, দারুণ সুন্দর! বাকি তিনজনের দিকে তাকিয়ে অতি সুন্দরভাবে বললেন– ভদ্রমহোদয় ও মহিলা, আমি কী এর পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? অবিশ্বাস্য মনে হলেও... হ্যারি এখন চতুর্থ ট্রাইউইজার্ড চ্যাম্পিয়ন!

ভিক্টর ক্রাম সোজা হয়ে বসল। ওর বদমেজাজী মুখ কাল হয়ে গেল হ্যারির দিকে তাকিয়ে। সেডরিক নির্বিকার। হ্যারি বেগম্যানের মুখের দিকে তাকাল। মনে হল ব্যাগম্যান যা বলল তা যেন ঠিক শুনতে পায়নি। ডেলাকৌর মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ওপর পড়া চুলগুলো সরালো। মুখে মৃদু মৃদু হাসি, ও বলল, ওহ্ দারুণ জোক, মিস্টার বেগমেন।

জোক? বেগম্যান একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একই কথা বললেন– না, না, মোটেই না! গবলেট অব ফায়ার থেকে হ্যারির নাম বেরিয়ে এসেছে!

ক্রামের মোটা ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হল। সেডরিক যেমন আগে তাকিয়েছিল তেমনই ভদ্রভাবে হ্যারির মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

ফ্লেউর ডেলাকৌর ভুরু কঁচকালো– আমার মনে হয় কোনও একটা ভুল হয়ে গেছে। কথাগুলো বেগম্যানকে অবজ্ঞার স্বরে বলল। – ওকে দেখে তো মনে হয় না প্রতিযোগিতা করে সিলেক্ট হয়েছে। বয়সও মনে হয় কম।

বেগম্যান বলল– সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার; হ্যারির দিকে তাকিয়ে থুতনি চুলকোতে লাগল। মিটি মিটি হাসতেও লাগল।... কিন্তু এবছর থেকে তো বয়স সম্বন্ধে কড়াকড়ি হয়েছে... বিশেষ সতর্কতার জন্য... কিন্তু বুঝতে পারছি না, গবলেট থেকে কেমন করে ওর নাম ছিটকে বেরিয়ে এল।... আমার মনে হয় কোনও রকম কিছু উল্টো রাস্তা ধরে হয়েছে... রুলে স্পষ্ট করে লেখা আছে সতের বছরের কম হলে চলবে না।

আবার ঘরের দরজা খুলল, বেশ বড়সড় একটা দল ঘরে ঢুকল। প্রফেসর ডাম্বলডোর, মি. ক্রাউচ, প্রফেসর কারকারফ, ম্যাডাম ম্যাক্সিম, ম্যাকগোনাগল ও স্নেইপ। ঘরের দেওয়ালের অপরদিকে অনেক ছেলেমেয়ের গুঞ্জন শুনতে পেল হ্যারি। ম্যাকগোনাগল দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

– ম্যাডাম ম্যাক্সিম বললেন, তারা বলছে এই ছোট ছেলেটাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে!

'ছোট ছেলে' বলাতে হ্যারির মনে দারুণ ঘা দিল।

অপমানিত তো বটেই। পুঁচকে ছেলে ও?

ম্যাডাম ম্যাক্সিম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তখন তাকে আরও লম্বা দেখাল। এত লম্বা যে ঝাড় লণ্ঠনে মাথা ঠেকে গেল। বুক দুটো আরও ফুলে উঠল।....

একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন– এর মানে কী প্রফেসর ডাম্বলডোর? প্রফেসর কারকারফ বললেন– ডাম্বলডোর সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে। হোগার্ট থেকে কেন দুজন হবে? আমার মনে হয় রুলস খুব সম্ভব ভাল করে পড়িনি।

তীব্র বিরক্তিতে হাসলেন কারকারফ।

ম্যাক্সিম ওর বিরাট মাংসল হাতটা ডেলকৌরের কাঁধে রেখে বললেন– অসম্ভব,

হোগার্ট থেকে দু'জন হতে পারে না... খুবই অন্যায়- অবিচার হবে। ডেলাকৌরের কাঁধে রাখা হাতের আঙ্গুল থেকে নানা পাথরের আংটি আগুনের আলোতে ঝলসে উঠল।

কারকারফ বললেন– ডাম্বলডোর আপনার নিয়ম অনুসারে– বয়স বেঁধে দেওয়াতে ছোট ছেলেদের সিলেক্ট হবার কোনও সুযোগ নেই। কথাটা বলে আবার হাসলেন, ঠাণ্ডা চোখের দৃষ্টি আরও যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আগে জানলে আমরা আরও বাছাই করা ছেলে- মেয়ে নিয়ে আসতাম।

ডাম্বলডোর দৃঢ় অকম্পিত স্বরে বললেন– আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। স্নেইপ চুপ করে রইলেন। চোখে-মুখে তার মজাদার হাসির ছাপ!

প্রফেসর ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন.... হ্যারিও তাকে দেখছিল। ডাম্বলডোর তার অর্ধচন্দ্রের মত চশমার পেছনে উজ্জ্বল দুই চোখে কি জবাব দিতে চাইছেন।

– হ্যারি তুমি কী 'গবলেট অব ফায়ারে' তোমার নাম দিয়েছিলে? ডাম্বলডোর খুব শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন।

হ্যারি বলল– না।..... আবার প্রশ্ন করলেন– অন্য কেউ তোমার হয়ে জমা দিয়েছিল?

প্রশ্ন করার সময় প্রফেসর কারও দিকে তাকালেন না।

'না'– হ্যারি জোর দিয়ে বলল। ম্যাক্সিম বললেন– অবশ্যই ও মিথ্যে কথা বলছে।

স্নেইপ কিছু বলল না; কিন্তু ঘাড় নাড়ল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– ও নিশ্চয়ই বয়সসীমা লাইন পার হয়নি। আমরা সকলেই এই ব্যাপারে একমত হতে পারি।

– ডাম্বলডোর মনে হয় বয়সসীমা লাইন মার্ক করার সময় কোনও একটা ভুল করে ফেলেছেন, মাদাম ম্যাক্সিম বললেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল রেগে গিয়ে বললেন– ডাম্বলডোর আপনি খুব ভাল করেই জানেন আপনি কোনও ভুল করেননি! আশ্চর্য কি সব অর্থহীন কথাবার্তা! আমার বিশ্বাস হ্যারি কোনমতেই লাইন পার করেনি শুধু নয়, কোনও বয়স্ক ছাত্র ওর নাম জমা দেয়নি। ডাম্বলডোরও এই কথা বিশ্বাস করেন। এটাই সার কথা।

ম্যাকগোনাগল ক্রোধের সঙ্গে স্নেইপের মুখের দিকে তাকালেন।

কারকারফ আবার তোষামোদের গলায় বললেন– মি. ক্রাউচ... মি. বেগম্যান, আপনারা আমাদের ন্যায়বান বিচারক। আশাকরি আপনারা মেনে নেবেন হ্যারি পটারের বাছাই অতি নিয়ম বিরুদ্ধ হয়েছে!

বেগম্যান রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন... ক্রাউচের দিকে তাকালেন। ক্রাউচ

সামান্য অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। তাও অর্ধেক মুখ পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছিল। একটু আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ভাব। আধা অন্ধকার ওর বয়স যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কেমন যেন কঙ্কালের মত। যখন কথা বললেন তখন অস্বাভাবিকত্ব চোখে পড়েন– আমরা অবশ্যই রুল মেনে চলব। রুল পরিষ্কার বলেছে– গবলেট অব ফায়ার থেকে যাদের নাম বেরিয়ে আসবে অবশ্যই তাদের টুর্নামেন্টে নির্বাচিত প্রতিযোগী হিসেবে স্বীকার করতেই হবে।

বেগম্যান বললেন– ভাল কথা, আমরা রুল বুক সম্বন্ধে আগাগোড়া ওয়াকিবহাল। কারকারফ ও মাদাম ম্যাক্সিমের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আলোচনা ওই খানেই শেষ করতে হবে। আর তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই।

কারকারফ তার তোষামোদহীন গলায় বললেন– তাহলে আমি দাবি করছি আমার স্কুলের বাকি ছেলেরা আবার নাম দিক। তার মুখটি অতি অসুন্দর সন্দেহ নেই– আমাদের আবার 'গবলেট অব ফায়ার' নতুনভাবে রাখতে হবে। আমরা চাই প্রতিটি স্কুলে অন্তত দু'টি প্রতিযোগী হোক।... ডাম্বলডোর এটাই হবে সুস্থ বিচার!

– কিন্তু কারকারফ এটা আপনার অভিমত তো কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। টুর্নামেন্টের আগে 'গবলেট অব ফায়ারকে' পাওয়াতো সম্ভব হবে না, বেগম্যান বললেন।

– তাহলে তো ডারমস্ট্র্যাংগতো প্রতিযোগিতায় থাকবে না, কারকারফ একটু প্যাঁচ দিতে চাইলেন।

দরজার গোড়া থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বলল– ফাঁকা আওয়াজ। আপনি ইচ্ছে করলে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দেশে চলে যেতে পারেন না। আপনার চ্যাম্পিয়নও নয়। তাকে প্রতিযোগিতায় থাকতেই হবে। ম্যাজিক্যাল দায়বদ্ধতা, এই কথা মনে রাখবেন।

মুডি কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে ঢুকেছেন। কাঠের পায়ের শব্দ করতে করতে ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়ালেন। হাঁটার সময় কাঠের পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপে ক্র্যাক ক্র্যাক শব্দ হয়।

মুডি বললেন– কারকারফ এটা খুবই সোজা কথা। প্রতিযোগিদের শেষ পর্যন্ত থাকতেই হবে। কেউ যদি গবলেটে হ্যারির নাম দিয়ে থাকে তো জেনেই দিয়েছে, ও যদি সিলেক্ট হয় তাহলে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে ওকে।

– হোগার্ট যাতে দুটো চ্যাম্পিয়ন পায় সেই ভেবেই নাম দিয়েছে, মাদাম ম্যাক্সিম বললেন। একটা আপেলে দুটো কামড়।

কারকারফ বললেন, মাদামের সঙ্গে আমি একমত। এই রকম বেআইনি ব্যাপার বলবৎ থাকলে আমি বাধ্য হয়ে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে নালিশ করব।... এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশনেও।

– যদি কারও নালিশ করার কিছু থাকে তো... আছে পটারের, মুডি হুংকার দিয়ে বলল। এখনও পর্যন্ত ও একটা কথাও বলেনি।

– ও কেন নালিশ করবে? ফ্লেউর ডেলাকৌর রাগে ফেটে পড়ল। মেঝেতে পা ঠুকল। ও প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছে ফাঁকতালে। আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ আশায় বুক বেঁধে রয়েছি এক হাজার সোনার মুদ্রা!

এটা পাবার জন্য অনেকে প্রাণ দিতে পারে।

মুডি বললেন– হতে পারে, কেউ কেউ হয়ত ভাবছে পটার এক হাজার গ্যালিয়নের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

কথাটা শোনার পর কারও মুখে একটিও শব্দ নেই।

লাডো বেগম্যান খুবই উদ্বিগ্ন। ঘরময় পাঁয়চারি করতে করতে বললেন– আরে মুডি ওল্ড ম্যান... এসব কি কথা বলছ!

কারকারফ উচ্চস্বরে বললেন– প্রফেসর মুডি মনে করেন তার সকালটা ব্যর্থ হবে যদি না তাকে খুন করার দু'টি ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে না পারেন।... ইদানীং তিনি তার ছাত্রদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষা দিচ্ছেন... ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষা... যাকগে, তাহলেও ডাম্বলডোর এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার কিছু বক্তব্য আছে।

– আমি বুঝতে পেরেছি মুডি হুংকার দিয়ে বললেন– সব কিছু দেখে মনে হয় কোনও ধূর্ত জাদুকর ওর নামটা গবলেটে দিয়েছে।

মাদাম ম্যাক্সিম বিরাট মাংসল হাতটা তুলে বললেন– আহ্ আপনার এই অভিযোগের সমর্থনে কিছু আছে?

– হ্যাঁ, কারণ তারা একটা শক্তিশালী জাদুর বলে সকলের দৃষ্টির বাইরে কিছু করছে, মুডি বললেন– দারুণ একটা শক্তিশালী চার্মে গবলেটকে বোকা বানিয়েছে.... টুর্নামেন্টে তিনজনের বেশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে না সেটা বুঝতে দেয়নি... এমনই প্রভাবশালী চার্ম!.... আমার ধারণা ওরা পটারের নাম চতুর্থ একটি স্কুলের পক্ষে দিয়েছে... এমন ভাবে দিয়েছে যেন সেই স্কুলে পটার ছাড়া অন্য কেউ তার সমকক্ষ নয়।

কারকারফ ব্যঙ্গ করে বললেন– মুডি অপূর্ব আপনার চিন্তাশক্তি... দারুণ গবেষণা। শুনেছি... কিছুদিন আগে আপনি মাথায় এক সরীসৃপের ডিম মনে করে জন্মদিনের উপহার একটা বড় ঘড়ি ভেঙ্গে ছিলেন। বুঝতেই পারছেন– আপনার এইসব যুক্তিতর্ক ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না।

মুডি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন– সত্যিই তো, স্বার্থ বুঝে জটিল ব্যাপার অতি লঘু হয়ে যায়।...কারকারফ কাল জাদুকরের কারসাজি ধরা আমার কাজ।... অ্যালস্টর! ডাম্বলডোর মৃদু ধমকের সুরে বললেন। হ্যারি 'অ্যালস্টর' শুনে কার উদ্দেশ্যে

ডাম্বলডোর নামটা বললেন প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে মনে হল মুডির প্রথম নাম হচ্ছে অ্যালস্টর। মুডি চুপ করে গেলেন; কিন্তু কারকারফকে কিছু বলতে পেরেছেন এটাই তার মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। কারকারফের মুখ এখন আগুনের মত জ্বলছে।

ডাম্বলডোর গম্ভীর মুখে বললেন– কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল ঠিক বুঝতে পারছিনে। সবকিছু বিবেচনা করে আমাদের পটারের নাম মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।... তাহলে এটাই হল যে টুর্নামেন্টে হোগার্ট স্কুল থেকে সেডরিক আর হ্যারি দু'জনেই অংশগ্রহণ করছে। অতএব আর কিছু নয়।

– আহ্... কিন্তু ডাম্বলডোর!

– প্রিয় ম্যাক্সিম আপনার যদি কোনও বিকল্প থাকে তো বলতে পারেন।

মাদাম ম্যাক্সিম শুধু হাসলেন। একটি কথাও বলবেন না। একমাত্র মাদাম ম্যাক্সিম নয়– স্নেইপকে দেখে মনে হয় রেগে আগুন তেলে-বেগুন। কিন্তু কারকারফ, বেগম্যানকে দেখে মনে হল একটু কম উত্তেজিত।

সকলের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ডাম্বলডোর বললেন– এখন আমাদের দেখতে হবে আমরা কেমন করে ওদের চাল ব্যর্থ করতে পারি।... এখন আমাদের চ্যাম্পিয়নদের কি করতে হবে না করতে হবে নির্দেশ দেওয়া দরকার– তাই না? বার্টি আপনি কী সেই সম্মান স্বীকার করবেন? মি. ক্রাউচকে দেখে মনে হল দারুণ এক ভাবাচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

- নির্দেশ...! ও হ্যাঁ... প্রথম কাজের। বার্টি হ্যারিকে ও অন্যদের বললেন, প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার সাহসের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু আভাস দিতে চাই না। নিজের বিরুদ্ধে সাহসের লড়াই। একজন জাদুকরের এটাই হচ্ছে বিশেষ গুণ... ও খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রথম কাজ হবে ২৪ নভেম্বর... উপস্থিত থাকবেন দর্শক, ছাত্র-ছাত্রী ও প্যানেলের বিচারকরা।... চ্যাম্পিয়নরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য বা উপদেশ চাইতে পারবে না। প্রথম কাজে তারা শুধুমাত্র দণ্ড ব্যবহার করতে পারবে... এইসব কারণের জন্য চ্যাম্পিয়নদের এই বছরের শেষ পরীক্ষা থেকে অব্যহতি দেওয়া হচ্ছে।

কথাগুলো বলে ক্রাউচ ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন।

– ডাম্বলডোর এইটুকু যথেষ্ট, কি বলেন? ডাম্বলডোর ক্রাউচের মুখের দিকে সামান্য চিন্তিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন– ও হ্যাঁ অ্যালবাস মনে হয় ঠিক ব্যাখ্যা করেছেন।

বার্টি আজ কি আপনি হোগার্টে থেকে যাবেন না?

– দুঃখিত ডাম্বলডোর আমাকে মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে, মি. ক্রাউচ বললেন।

এখন আমরা খুব ব্যস্ত শুধু নয়, খুবই একটা সঙ্কটের মধ্যে চলেছি। আমি ইয়ং ওয়েদারবাইকে সব দায়িত্ব দিয়ে এসেছি... ও খুব চালাক-চতুর সন্দেহ নেই– একটু বেশি বলতে পারেন... সত্যি কথা বললাম।

– বেশ তাহলে সামান্য পানাহারে অংশ নিতে অবশ্যই আপত্তি নেই।

বেগম্যান বললেন– চলুন তাহলে বার্টি

মাদাম ম্যাক্সিম ফ্লেউরের কাঁধে হাত রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ওকে কিছু বলতে লাগলেন। হ্যারি কিছু বুঝতে পারলো না।... কারকারফও ক্রামকে বললেন। উভয়েই খুব উত্তেজিত মনে হল।

কারকারফ দারুণ চটে গেছে, মুডি ডাম্বলডোরকে সাপোর্ট করাতে। তাই মুডিকে হেয় করার জন্য বললেন– উনি মনে করেন সমস্ত সকাল ব্যর্থ হবে যদি না কম করে প্রতিদিন দু'জন তাকে খুন করার চেষ্টা করছে এমন একটা আবহাওয়া না বানান। তাই ছাত্রদের শেখাচ্ছেন খুনের ভয়। অদ্ভুত ব্যাপার ডাম্বলডোর... যাই হোক আপনি যা বোঝেন তাই করুন।

মুডি বললেন– কারকারফ ওইরকম শিক্ষা না দিলে ডার্ক আর্ট হামলা করলে বাধা দেবে কেমন করে।

ফয়সালা কিছু হল না। সকলেই এক এক করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ডাম্বলডোর সেডরিক আর হ্যারিকে বললেন– অনেক রাত হল, এবার তোমরা শুতে যাও। আমি নিশ্চিত গ্রিফিন্ডর আর হাফলপাফ তোমাদের সঙ্গে সেলিব্রেট করার জন্য আকুল হয়ে জেগে রয়েছে। ওদের বঞ্চিত করা কিন্তু খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে।

হ্যারি, সেডরিকের দিকে তাকাল। সেডরিক মাথা নাড়ল। তারপর ওরা ঘর থেকে চলে গেল।

গ্রেট হল তখন জনমানবশূন্য। মোমবাতিগুলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সামান্য পোড়া পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে।

সেডরিক হেসে বলল– তাহলে? তাহলে আমরা দু'জনে দু'দলের হয়ে আবার খেলতে নামছি!

হ্যারি বলল– তাইতো মনে হয়।...অন্য কি কথা বলবে ও খুঁজে পায় না। মাথার মধ্যে সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে গেছে। যেন ওর মাথার ঘিলু তছনছ হয়ে গেছে।

ওরা তখন এনট্রেন্স হলে পৌঁছেছে। সেখানে সামান্য অন্ধকার গবলেট অব ফায়ার নেই, শুধু একটা মশাল জ্বলছে। সেডরিক বলল–

– তো বল কেমন করে তুমি চান্স পেলে? কে তোমার নাম দিল?

– এতক্ষণ তাহলে তুমি শুনলে কী? আমি নাম দিইনি... এইটাই সম্পূর্ণ সত্যি

কথা।

– আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা পরে দেখা হবে।... হ্যারির মনে হল সেডরিকও ওর কথা বিশ্বাস করেনি।

সেডরিক মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ধরে ওপরে না গিয়ে ও ডান দিকে ঘুরল। হ্যারি দাঁড়িয়ে ওখান থেকে সেডরিকের নিচে নামার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তারপর ও একাই মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে।

রন আর হারমিওন ছাড়া কেউ কি ওর কথা বিশ্বাস করবে না? কেউ কেন ভাবছে না কোনওরকম অভিজ্ঞতা ছাড়া ও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে যেখানে তার প্রতিপক্ষদের তিন-চার বছরের ম্যাজিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা রয়েছে? এখন ওকে শত শত লোকের সামনে ম্যাজিক দেখাতে হবে... ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। হ্যাঁ, ইতোমধ্যে সে সম্বন্ধে ও গভীরভাবে ভেবেছে, ও নিয়মবিরুদ্ধ বাছাই হয়েছে, নিশ্চয়ই কোনও জোক, নয়ত স্বপ্ন.... যাই হোক না কেন কখনই ও প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াবে এমন হাস্যকর ভাবনা ওর মাথায় আসেনি।

কিন্তু সে না হলেও অন্তরীক্ষ থেকে কেউ একজন অবশ্যই ভেবেছে ও টুর্নামেন্টে থাকুক– এবং তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেন? ওকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। সে কথা ও ভাবছে না, তবে...।

ওকে চ্যাম্পিয়ন বানাতে চাইছে? হয়ত সফল হবে তাদের মনের ইচ্ছা। তাহলে কি কারসাজি করে হত্যা করতে চাইছে। তাহলে কি মুডির স্বাভাবিক নৈরাস্য চিন্তা? কেউ একজন মজা করার জন্য ওর নাম দেয়নি তো? কোনও একজন কী ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চাইছে না?

ওর প্রশ্নের উত্তর ও পেয়ে গেল। হ্যাঁ কেউ একজন ছলাকলা করে ওকে হত্যা করতে চাইছে। কবে থেকে? ও জন্মাবার পর থেকেই।

...তাহলে কি ভোলডেমর্ট? কিন্তু লর্ড ভোলডেমর্ট কেমন করে নিশ্চিত হবে যে, ওর নাম 'গবলেট অব ফায়ারে' দেওয়া হয়েছে। ভোলডেমর্ট তো শুনেছে বহুদূর এক দেশে আত্মগোপন করে আছে... একা, একেবারেই একা... দুর্বল শক্তিহীন। কিন্তু সেই বীভৎস স্বপ্ন দেখে কপালে কাটাদাগে অসম্ভব যন্ত্রণা- ব্যথা শুরু হয়েছিল। ভোলডেমর্ট তো একা ছিল না... ওকে ওয়ার্মটেলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছিল... হ্যারিকে হত্যা করার মতলবের কথা।

হঠাৎ সচকিত হয়ে গেল মোটা মহিলার সামনে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কখন সেখানে এসেছে জানে না। আরও আশ্চর্য হয়ে গেল ফ্যাট লেডি ফ্রেমে একা নয়। সেই শীর্ণকায়া জাদুকরী যাকে ও ছোট ঘরটার একটা ফ্রেম থেকে অন্য ফ্রেমে যেতে দেখেছিল। হ্যারি দেখল দু'জনেই ওর দিকে দারুণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ফ্যাট লেডি বলল– ভাল, ভাল, ভাল, ভাওলেট আমাকে সবকিছু বলেছে... যে ছেলেটাকে স্কুল চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গবলেট ফায়ার বাছাই করেছে। তাহলে?

হ্যারি ভাবলেশহীন চিত্তে বলল– পাগলের প্রলাপ। শীর্ণকায়া রেগে বলল– অবশ্যই না, হতে পারে না।

'ফ্যাট লেডি বলল, না না, যা হচ্ছে পাশওয়ার্ড'। কথাটা বলে ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেল। হ্যারিকে কমনরুমে যাবার রাস্তা করে দিল।

কোনও অদৃশ্য হাত, কম করে বার জোড়া হাত ওকে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে কমনরুমে ঢুকিয়ে দিল। একেবারে গ্রিফিন্ডরদের সামনে পৌছল। বলতে গেলে সবাই– কেউ বাদ নেই সকলেই হই চই করে উঠল, সকলের প্রশংসা ও সিটি বাজাতে লাগল।

ফ্রেড বলল– তুমি যে এখানে আসছ সেটা আগেভাগে জানানো উচিত ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হয় অর্ধেক বিরক্ত, অর্ধেক গভীরভাবে চিন্তিত।

জর্জ বেশ জোর দিয়ে বলল– তোমারতো দাঁড়িও গজায়নি তারপরও তুমি কি করে ম্যানেজ করলে?

– আসলে আমি কিছু করিনি, কীভাবে আমার নাম আসলো তার আমি কিছু জানি না।

অ্যাঞ্জেলিনা প্রায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, নিশ্চয়ই আমি করিনি, আমি গ্রিফন্ডরের।

কেটিবেল তীক্ষ্মভাবে বলল– ডিগরিকে কিডিচের হারের বদলা নিতে হবে তোমাকে হ্যারি।

– আমাদের কাছে অনেক খাবার। এস খাই।

– না, না, ফিস্টে অনেক খেয়েছি, আমার এখন ক্ষিধে নেই, হ্যারি বলল।

কিন্তু না বললে কি হবে? কেউ মানতে চায় না ওর ক্ষিধে নেই, যেমন সে গবলেটে নাম দেয়নি; এটাও কেউ ওর কথা মানতে চায় না। ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পারে, এখন আর কিছুই ভাল লাগছে না।... লী জর্ডন কোথা থেকে একটা গ্রিফিন্ডরের ব্যানার এনে হ্যারির সর্বাঙ্গে আলখেল্লার মত জড়িয়ে দিল। হ্যারির কোথাও পালাবার পথ নেই। বন্ধুরা ওকে চেপে ধরে শুধু বাটার বিয়র নয় আরও অনেক কিছু ওর মুখে ঠেলে দিল। আলুভাজা, চিনেবাদাম... আরও অনেক কিছু।

বারবার ওর মুখে একই কথা, 'আমি কিছু নিজে থেকে করিনি, আমি কিছু জানি না।

যেখানেই যায়- ঘরের বাইরে সকলেই ওকে তাড়া করে, আসল রহস্য জানতে চায়। কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে না।

অবশেষে ও এক কোণে আশ্রয় নিয়ে বলল– জর্জ আমি বড় ক্লান্ত আমাকে

তোমরা ঘুমুতে দাও।

ও চাইছিল– রন, হারমিওনকে। দু'জনের একজনেরও ও দেখা পেলো না। চোখ-কান বন্ধ করে ডরমেটরির দিকে ছুটল।

ঘরে গিয়ে রনকে দেখতে পেয়ে ও স্বস্তি পেল, শান্ত হল। রন ওর বিছানায় শুয়েছিল। ড্রেস বদলায়নি। হ্যারি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করার সময় ও মুখ তুলল।

হ্যারি বলল, কোথায় ছিলে? তোমার তো দেখা নেই।

রন হেসে বলল– হ্যালো।

হ্যারি মন মেজাজ এত বেশি খারাপ ছিলো যে খেয়ালই করেনি লী ওর গায়ে যে ব্যানারটা দিয়েছিল সেটা তখনও গায়ে জাপটে রয়েছে। রন দেখল হ্যারি ব্যানারটা খোলার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ওটা খুলে ফেলে হ্যারি এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

– হ্যারি কনগ্র্যাচুলেসন্স!

– মানে কি বলতে চাইছ? কনগ্র্যাচুলেসন্স? রন অদ্ভুতভাবে শ্লেষমাখা এমন এক ভঙ্গি করে হাসল দেখে হ্যারির একটুও ভাল লাগল না। হাসিটা মনে হল অনেকটা ভেংচিকাটার মত।

রন বলল– কেউ তো বয়সের লাইন পার হতে পারেনি, এমন কি ফ্রেড জর্জও না। তুমি পারলে কেমন করে? অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে?

হ্যারি রনকে দুঃখ দিতে চায় না। বন্ধু এবং ভাইয়ের মত। তাই খুব সংযত কণ্ঠে বলল– ওটা পরেও লাইন পার হওয়া সম্ভব নয়।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটার কথা আগে বলতে পারতে, তাহলে আমরা দু'জনেই তা পারতাম...। কিন্তু তুমি অন্য পথ নিলে, তাই না?

হ্যারি বলল– বিশ্বাস কর রন, আমি গবলেটে আমার নাম দিইনি। অন্য কেউ কিছু করেছে।

রন ভুরু কুঁচকে বলল– বা. অন্যের তোমার জন্য কি মাথা ব্যথা?

হ্যারি বলল– তা আমি জানি না... তবে বোধহয় আমাকে হত্যা করার জন্য এক ছক। কথাটা খুব নাটকীয় মনে হল।

রনের ভুরু আরও উপরে উঠে গেল। এত বেশি যে মাথার চুলে মিশে যাবে।

– যাকগে, সত্য কথাটা বললে আমি খুশি হব। তুমি আজ না বললেও, একদিন না একদিন সকলে রহস্যটা জানতে পারবে। কিন্তু হ্যারি এই সোজা কথাটা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না– কেন তুমি গোপন করছ, মিথ্যা বলছ। সত্যি কথাটা আমাকে বললে কোনও সমস্যা হবে না। মোটা মহিলার বান্ধবী ভায়লেট... আমাকে বিষয়টা বলেছেন। ডাম্বলডোর তোমাকে মনোনীত করেছেন। এক হাজার

গ্যালিয়ন পুরস্কার! আর তোমাকে বছরের শেষে পরীক্ষায় বসতে হবে না।

হ্যারি জোর দিয়ে বলল– আমি আবারো বলছি গবলেটে আমি নাম দিইনি।... হ্যারির এবার রাগ চড়তে থাকে।

– আচ্ছা খুব সুখের কথা, এমনভাবে বলল যা কিছু আগে সেডরিককে হ্যারি বলেছিল।

– আজ সকালে নয়, এ কাজটি তুমি গতরাতে করেছ। তাই কারও চোখে পড়েনি। আমাকে তুমি যতোটা গদর্ভ মনে করো– আসলে তা' নই।

হ্যারি বলল– তোমার কথায় কিন্তু তাই মনে হয়।

– তাই নাকি? রন বলল, ওর মুখে হাসি নেই। – যাও শুয়ে পড়। কাল সকালে তুমি একটি ফোটোকল অথবা ওই রকম একটা কিছু পেতে পার।

যে পর্দাটি দিয়ে রনের চারটে পোস্টার ঢাকা ছিল সেটা সে টেনে-খুলে ফেলল, হ্যারি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ওর দৃষ্টি লাল ভেলভেট পর্দার দিকে। ওর ধারণা এদের অন্তত একজন ওর কথা বিশ্বাস করবে।

অ ষ্টা দ শ অ ধ্যা য়

দ্য ওয়েইং অব দ্য ওয়ান্ডস

রোববার সকালে হ্যারির ঘুম ভাঙলে, একটু সময় লাগে বুঝতে শরীরটা কেন যুৎসই নয়– ভারি বিষাদ লাগছে। তাছাড়া চিন্তিত। তারপর গতরাতের সব ঘটনা ওর সামনে ভেসে ওঠে। ও ছেঁড়া পর্দা আর নিজের চারটে পোস্টারের দিকে তাকায়। ওর মন চাইছে রনের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বলতে যে ও নিজ থেকে করেনি। কিন্তু রন কোথায়? ভাল করে দেখেনি রন ওর খাটে শুয়ে আছে কি নেই। রনের বিছানা এলোমেলো শূন্য। ও নিশ্চয়ই একাই ব্রেকফাস্ট খেতে চলে গেছে।

হ্যারি রাতের পোশাক পাল্টে প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে কমনরুমের দিকে এগোয়। অনেকেরই তখন ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গেছে। ওকে দেখে সকলেই হৈ চৈ করে নতুন করে অভিনন্দন জানাতে থাকে। হ্যারির গ্রেট হলে যাবার ইচ্ছা চলে গেল। সকলেই ওকে নায়ক হিসেবে ভেবে চলেছে। ও গ্রিফিন্ডরদের সঙ্গে না গিয়ে ক্রিভে ব্রাদারর্সদের সঙ্গে বসে কথা বলতে ইচ্ছা করল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে মনে হল।

মন থেকে সেসব চিন্তা বাদ দিয়ে হ্যারি সুরঙ্গের কাছে গেল। ঠেলে দরজাটা খুলে দু'চার স্টেপ উঠতেই হারমিওনের মুখোমুখি হয়ে গেল।

হারমিওন ন্যাপকিনের জড়ান একগাদা টোস্ট হাতে নিয়ে যাচ্ছিল। হ্যারিকে দেখে বলল– হ্যালো... তোমার জন্য টোস্টগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম... একটু হাঁটতে যাবে?

হ্যারি হাসতে হাসতে বলল– উত্তম প্রস্তাব।

ওরা নিচে নেমে এনট্রেন্স হল পেরিয়ে, গ্রেট হলের দিকে না তাকিয়ে লেকের লনের দিকে চলল, ওখানে ডারমস্ট্রাংগ স্কুলের জাহাজ নোঙর করা আছে। লেকের

জলে জাহাজের প্রতিবিম্ব পড়ছে। একটু যেন কৃষ্ণবর্ণ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। টোস্ট কামড় দিতে দিতে নীরবে ওরা লেকের পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে গত রাতের সব কথাবার্তা, ঘটনা হারমিওনকে বলল।

হারমিওন, হ্যারির কথা একমনে শুনল, কোনও প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করল না। মনে হয় বিশ্বাস করল।

হারমিওন সব কথা শোনার পর বলল– আমি জানি, অবশ্যই তুমি দাগ পেরিয়ে গবলেটে পার্চমেন্ট দাওনি। ডাম্বলডোর তোমার নাম বলার পর আমি তোমার মুখ দেখেছি! কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কে তোমার নাম গবলেটে দিলো। মুডি ঠিক কথা বলেছেন তোমার নাম গবলেটে দেওয়া কোনও ছাত্রদের কাজ নয়। ওদের গবলেটকে বোকা বানানো বা ডাম্বলডোরের সতর্কবাণী উপেক্ষা করার সাহস হবে না।

হ্যারি ওকে বাধা দিয়ে বলল– তুমি রনকে দেখেছ?

হারমিওন জবাব না দিয়ে আমতা আমতা করতে থাকে।

– ও হ্যাঁ... মনে হয় ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল– তখন।

– ও কী তখনও বিশ্বাস করে আমি লাইন পেরিয়ে নিজ হাতে নাম দিয়ে এসেছি?

– না, বোধহয়... মানে আমার মনে তেমন সন্দেহ নেই। হারমিওন একটু বেখাপ্পা বলল।

– না, বোধ হয়, মানে কী?

– ওহ হ্যারি, তোমার আসল কথা বুঝতে এত সময় লাগে কেন? বুঝতে পারছ না, তুমি সিলেক্ট হয়েছ বলে ও একটু জেলাস!

– জেলাস? হ্যারি– অবিশ্বাসের সুরে বলল। – কিসের জন্য জেলাস? ও কি সকলের সামনে নিজেকে নিজে বোকা বানাতে চায়? তুমি বল?

হারমিওন গম্ভীর হয়ে বলল– শোনো, তুমি ভাল করেই জান– একমাত্র তোমাকেই সকলে মনোযোগ দিতে চায়। আমি জানি তার জন্য তুমি দায়ী নও। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে বলল হ্যারির রাগরাগ মুখ দেখে– আমি জানি সকলের মনোযোগ তুমি মোটেই পছন্দ করো না... কিন্তু... ওয়েল, তুমি জান.... রন কখনই ওর ভাইদের সঙ্গে বাড়িতে রেষারেষি করে না, তুমি ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমার নাম আছে। যখন তোমার কাছে লোকেরা আসে তখন ওর দিকে কেউ তাকায় না। কিন্তু তুমি ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে ওটা মেনে নেয়। আমি জানি; কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও ও আমাকে এসব কথা বলেনি। তাই মনে হয়...।

– দারুণ, দারুণ বলেছ, হ্যারি তিক্ত কণ্ঠে বলল– সত্যিই মহানুভবতা। ওকে বলবে। আমার স্থানটি আমি ওকে দেব এবং তার স্থানে আমি যাব, যখনই ও

চাইবে। যেখানেই যাই তখন সকলেই আমার কপালের কাটাদাগ নিয়ে অনেক রিসার্চ করে আলোচনা করে। আমার এ ভার সে বহন করুক।

হারমিওন অতি সংক্ষেপে বলল– দুঃখিত হ্যারি, আমি এ নিয়ে ওর সঙ্গে কোনও আলোচনা করতে চাই না।... দরকার মনে করলে তুমি নিজেই বলবে। বিবাদ মিটে যাবার এটাই একমাত্র পথ।

– আমি ওকে বোঝানোর জন্য ওর পেছনে পেছনে ছুটতে চাই না। হ্যারি কথাগুলো এত সশব্দে বলল যে, গাছের ওপরে বসে থাকা প্যাঁচাগুলো ভয় পেয়ে গাছ থেকে আকাশে উড়ে গেল।... ও বোধহয় বিশ্বাস করবে আমার ঘাড় ভেঙে গেলে খুব আনন্দ পাবে এই কথা শুনে।

হারমিওন বলল– বাজে কথা বলবে না।... ঘাড় ভাঙা মোটেই মজার ব্যাপার নয় হ্যারি। আমি ভাবছি এখন কি করা যায়.... আমাদের কি করতে হবে, তুমি ভাবছ না? চল, সোজা ক্যাসেলে গিয়ে ওকে ধরি।

– ঠিক বলেছ, ওর পাছায় একটা লাথি মারতে হবে।

– যা যা ঘটেছে তুমি সিরিয়সকে লিখে জানাবে। তোমাকে তো বরাবরই হোগার্টে যা ঘটছে জানাতে বলেছেন।... তুমি জানালে অবশ্যই তিনি সমাধান জানাবেন।

– কেমন করে?

– হ্যারি মনে রেখ যা ঘটেছে সেটা চেপে রাখার ব্যাপার নয়। খুবই মারাত্মক; হারমিওন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বলল। টুর্নামেন্টটা নামকরা, তুমিও টম-ডিক নয়। আমি খুবই আশ্চর্য হব যদি 'ডেইলি প্রফেট' এই ব্যাপারটা নিয়ে চুপ থাকে। তুমি 'সিলেকটেড' ওরা কোনমতেই ছোট করে দেখবে না। তোমার প্রতি ইউ- নো- হুর নজর আছে তা তুমি ভাল করেই জান। সিরিয়স তাই ব্যাপারটা বিশেষ করে জানতে চাইবে।

– ঠিক আছে, আমি অবশ্যই লিখব, হ্যারি বলল।

কথাটা বলে অবশিষ্ট্য টোস্ট ছুঁড়ে লেকের জলে ফেলে দিল। তারপর ওরা ক্যাসেলে ফিরে এল।

– কার প্যাঁচা আমি পাঠাই? হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল... আমাকে তো আবার হেড-উইগকে পাঠাতে নিষেধ করেছেন।

রনকে জিজ্ঞেস কর ওরটা পাওয়া যাবে কিনা– হ্যারি সোজাসুজি বলল– আমি ওরি কাছে চাইতে যাবো না।

– বেশ তাহলে স্কুল থেকে নাও।

ওরা দু'জনে আউলারিতে গেল। হারমিওন হ্যারিকে লেখার জন্য কলম, কালি আর পার্চমেন্ট কাগজ দিল সিরিয়সকে লেখার জন্য। হ্যারি প্যাঁচাদের দেখতে

দেখতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে লিখল

প্রিয় সিরিয়স,

আপনি বলেছিলেন, হোগার্টে যা কিছু ঘটবে আপনাকে জানাতে, তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি– আমি ঠিক জানি না আপনি শুনেছেন কিনা– ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট এ বছরে হচ্ছে, গত শনিবার রাতে আমাকে চতুর্থ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। আমি বলতে পারি না কে আমার নাম 'গবলেট অব ফায়ারে' দিয়েছে, কারণ আমি দিইনি। হোগার্ট থেকে হাফলপাফের সেডরিক ডিগরি চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হয়েছে।

এইটুকু লিখে হ্যারি থামল– চিন্তা করতে লাগল। গতরাত থেকে যে উদ্বেগের বিরাট বোঝা ওর বুকে চেপে বসে রয়েছে... সেই উদ্বেগের ব্যাপারে কিছু জানানোর প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু কেমন করে সাজিয়ে-গুজিয়ে সেটা লিখবে বুঝে উঠতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত কলমটা কালির দোয়াতে চুবিয়ে শুধুমাত্র একটি ছত্র লিখল চিঠির শেষে।

'আশাকরি আপনি ভাল আছেন, – হ্যারি।

– শেষ হয়েছে, হ্যারি হারমিওনকে বলল।... হ্যারি দাঁড়াল হাত ঘুরিয়ে প্যান্টের পেছন থেকে ঘাস-খড় ঝেড়ে নিল।... হেডউইগ সেই সময় উড়ে এসে ওর কাঁধে বসল। তারপর একটা পা বাড়িয়ে দিল।

– আমি তো তোমাকে দিয়ে চিঠি পাঠাতে পারবো না। কথাটা বলে স্কুলের প্যাঁচা খুঁজতে থাকে। আমাকে ওদের থেকে একটা বাছতে হবে।

হেডউইগ অসম্ভব শব্দ করে ডেকে উঠে আবার উড়ে গেল। ওড়ার সময় ওর একটা পায়ের নখ দিয়ে হ্যারির কাঁধে আঁচড় লেগে গেল।... হেডউইগ হ্যারির চারপাশে ঘুরতে লাগল। হ্যারি একটা বড় প্যাঁচার পায়ে চিঠিটা বেঁধে দিতেই ঝাঁ করে উড়ে গেল।

হেডউইগও নীল আকাশে ভেসে চলল। ও ভীষণ রেগে গেছে চিঠিটা ওকে না দিয়ে স্কুলের অন্য প্যাঁচাকে দেয়াতে।

ক্লাস শেষ হবার পর হাফলপাফ, গ্রিফিন্ডরের ছাত্ররা হ্যাগ্রিডের কেবিন থেকে চলে গেলে, হ্যাগ্রিড যেতে দিলেন না। না যেতে দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ওর সঙ্গে নিরিবিলিতে আলোচনা করা। হাফলপাফ আর গ্রিফিন্ডরের ছাত্ররা ইদানীং হ্যারিকে এড়িয়ে চলেছে।

ওরা গেছে তাদের স্ক্রিউটদের নিয়ে মাঠে।

হ্যাগ্রিড হ্যারিকে বললেন– তো তুমি একজন প্রতিযোগী। টুর্নামেন্ট স্কুল চ্যাম্পিয়ন।

হ্যারি শুধরে দিয়ে বলল– কয়েকজনের মধ্যে একজন। হ্যাগ্রিডের কুচকুচে কাল চোখ দুটো খুব রাশভারি দেখলে ওর মোটাসোটা দুই ভুরুর তলায়।

– তাহলে তুমি জানো না কে তোমার নাম দিয়েছে?

– আপনি অন্তত বিশ্বাস করতে পারেন আমি দিইনি; হ্যারি বলল।

– নিশ্চয়ই করি; হ্যাগ্রিড ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন।

– আমি শুধু নয়, ডাম্বলডোরের তাই মত।

– আমার খুব জানতে মন চায় কে করেছে, হ্যারি তিক্ত কণ্ঠে ঘরের ভেতর থেকে ওরা দু'জনে বাইরের লনে তাকিয়ে রইল। ওরা দেখল ক্রিউটদের নিয়ে সকলেই নাজেহাল। ওরা বেশ মোটাসোটা আর বড় হয়ে গেছে। দেখতে হয়েছে বড় বড় কাঁকড়া বিছে আর দীর্ঘ কাঁকড়ার মিশ্রণে। কম করে তিনফুট লম্বা, প্রচুর শক্তিশালী। এখন আর বর্ণহীন– শক্ত বহিরাবরণহীন নয়। হালকা হালকা চকচকে মোটা ছাল গায়ে। এখনও তাদের মাথা অথবা চোখ আছে কি নেই বোঝা যায় না। এত শক্তিশালী যে ধরে রাখা সম্ভবপর নয়।

হ্যাগ্রিড খুব খুশি হয়ে বলল– ওদের নিয়ে খুব মজা করছে ছেলে–মেয়েগুলো। ক্রিউট সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

হ্যারি চুপ করেছিল। হ্যাগ্রিড বললো– আহ আমিও জানি না হ্যারি। হ্যাগ্রিড বেশ লম্বা শ্বাস নিলেন। মুখে চিন্তার ছাপ।... স্কুল চ্যাম্পিয়ন... সবকিছুই ঘটে যাচ্ছে। তাই না?

হ্যারি কোনও জবাব দিল না। হ্যাঁ, একের পর এক কত কি ঘটে যাচ্ছে। হারমিওনের সঙ্গে লেকের ধারে হাঁটার সময় হারমিওন ওই একই কথা বলেছিল।

* * *

তারপরের ক'টা দিন হোগার্টে চরম দুঃখের দিন বলতে হয়। সব সময় মনে উদ্বেগ-অশান্তি। সতীর্থরা বলে, ও যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত তখন নাকি অযথা ঝগড়া-মারামরি করত। কিন্তু নানা গোলমালে- গণ্ডগোলে রন কখনও ওর পাশ থেকে সরে যায়নি– সবসময় সঙ্গ দিয়েছিল। হ্যারি ভাবে স্কুলের ছেলেদের বিশ্রি ব্যবহার, অশভ্য কথাবার্তা, সন্দেহ এর সবকিছুর মোকাবিলা করতে পারবে রন যদি অতীতের মত ওর পাশে থাকে। প্রকৃত বন্ধুর মত। কিন্তু রন নিজে থেকে এগিয়ে না এলে হ্যারি ওর সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ হবে না, নতুন করে ওকে বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করবে না।... তবু যাই হোক, চতুর্দিক থেকে বিশ্রী পরিবেশ বোঝার মত হয়ে

দাঁড়াচ্ছে। খুব একাকী মনে হয়।

ও হাফলপাফের ভাবনা-চিন্তা বুঝতে পারে– ওরা ওকে পছন্দ নাও করতে পারে– ওদের তো .দলের একজন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্লিদারিনদের নোংরা হিংসুটে অপমান– তার বেশিকিছু তাদের কাছ থেকে আশা করে না। ওদের গ্রুপের ছেলে-মেয়েদের কাছে ও খুবই অপ্রিয় কারণ কিডিচ খেলায় গ্রিফিন্ডরের কাছে জিততে পারে না। শুধু তাই নয় ইন্টার হাউজ প্রতিযোগিতায়ও। কিন্তু র‍্যাভেন ক্ল? ওরা তো ওকে সাপোর্ট করতে পারে... কিছু বেশি না হোক সেডরিকের মত। ওর ধারণা ভ্রান্ত; বেশিরভাগ র‍্যাভেন ক্লরা মনে করে ও পাগলের মত নানা রকমভাবে কারচুপি করে 'গবলেট অব ফায়ারে' নাম দেয়াতে ওর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। চালাকি... আগাগোড়া চালাকি করেছে হ্যারি।

তাছাড়া সেডরিককে দেখলেই বোঝা যায় ও চ্যাম্পিয়ন হবার যোগ্য নয়। সুন্দর দেখতে, সোজা নাক, মাথাভর্তি কাল চুল আর ধূসর দুই চোখ। বোঝা যাচ্ছে না হোগার্টের ছেলে- মেয়েরা কাকে বেশি পছন্দ করছে সেডরিক না ভিক্টর ক্রাম? হ্যারি চোখ এড়ায় না, সিক্সথ ইয়ারের মেয়েরা– যারা এতদিন ভিক্টরের অটোগ্রাফের জন্য ছোটাছুটি করত তারা এখন ছুটছে ফেডরিকের পিছু পিছু। লাঞ্চের সময় ফেডারিককে ভিক্ষা চাওয়ার মত অটোগ্রাফ চাইছে।

ইতোমধ্যে হ্যারি সিরিয়সের জবাব পায়নি। হেডউইগ রেগে আছে... এখন আর ধারে কাছে আসে না। ট্রেলা আরও চমৎকার! অদূর ভবিষ্যতে হেডউইকের মৃত্যু হবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সে তো আছেই; কিন্তু প্রফেসর ফ্লিটউইকের 'সামোনিং চার্মদের' অনুশীলনে এত খারাপ করেছে বলা যায় না– তাই ওকে অতিরিক্ত হোমওয়ার্ক করতে হচ্ছে। নেভিল ছাড়া সকলেই ওর যেন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্লিটউইকের ক্লাস শেষ হবার পর হ্যারির শুকনো মুখ দেখে হারমিওন বলল– প্রফেসর ফ্লিটউইক তো খুব সোজাসোজা পড়াচ্ছেন, ভাল করে বোঝাচ্ছেন, না বোঝার তো কোনও কারণ নেই। চুম্বকের মত সারা ক্লাস ঘোরেন। ডাস্টার, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট আর 'লুনা স্কোপ' নিয়ে তার কারবার– খুবই সোজা। আসলে তুমি ক্লাসে ওর কথা ভাল করে শোন না। তাই ক্লাস বোঝ না।

আশ্চর্য কেন এমন হল? দেখল সেডরিক একদল ছাত্রীদের সঙ্গে যাচ্ছে। যাবার সময় সকলে ওর দিকে তাকাল। ও যেন হ্যারি নয়– একটা বিরাট স্ক্রিউট!

হ্যারি আর হারমিওন লাঞ্চ খাবার পর যখন স্নেইপের অন্ধকার কারাকক্ষের সামনে দাঁড়াল, দেখল স্লিদারিনরা প্রত্যেকে বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী সবাই। হঠাৎ একনজরে হ্যারির মনে হল ওরা যেন S.P.E.W ব্যাজ

বুকে লাগিয়েছে... কিন্তু না, একইরকম ব্যাজ, লেখা জ্বলজ্বলে লাল অক্ষরে... কম আলোর আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজে লাল অক্ষরগুলো আরও যেন জ্বলজ্বল করছে। ব্যাজে লেখা:

সাপোর্ট সেডরিক ডিগরি-
আসল হোগার্ট চ্যাম্পিয়ন!

ম্যালফয় ওকে দেখে উচ্চস্বরে বলল, কেমন হয়েছে পটার?... আরও দেখ...?

ম্যালফয় ওর বুকে আটা ব্যাজে আঙ্গুল দিয়ে টিপতেই লেখাটা বদলে গেল।

পটার স্টিংকস পটার পচা

লেখা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্লিদারিনরা চিৎকার করে উঠল শুধু নয় খিল খিল করে হেসে উঠল। সকলেই ম্যালফয়ের মত বুকের ব্যাজ আঙ্গুল দিয়ে টিপল... পরিষ্কার করে ফুটে উঠল 'পটার স্টিংকস'। হ্যারির মুখ, গলা আগুনের মত গরম হয়ে উঠল।

হারমিওন স্লিদারিনের প্যানসি পার্কিনসন ও তার দলবলকে বলল, বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। স্লিদারিনের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে হাসছিল। সত্যি উদ্ভাবনী শক্তি আছে বলতে হবে।

রন, ডিন আর সিমাসের সঙ্গে একধারে দাঁড়িয়েছিল। ওদের সঙ্গে হাসাহাসি করছিল। হ্যারিকে দেখেও দেখল না।

ম্যালফয় একটা ব্যাজ হারমিওনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল– চাই?

– আমার অনেক আছে। আমার হাতে হাত লাগাবে না। এইমাত্র আমি হাত ধুয়ে এসেছি, আর নোংরা করতে চাই না, হারমিওন বলল।

হ্যারি রাগে ফুঁসছিল। ও জাদুদণ্ডটায় হাত দিল। অনেক দিনের বুকের মধ্যে জমাট বাধা রাগ ও শেষ করে দিতে চায়। সেখানে বেশ ভিড় জমে গেল।

– হ্যারি! হারমিওন বাধা দিল।

ম্যালফয় নিজের জাদুদণ্ডটা বার করে বলল– বেশ, বার কর পটার। মুডি এখানে নেই তোমাকে বাঁচানোর জন্য। সাহস থাকে তো বার কর তোমার জাদুদণ্ড।

দু'জনে- দু'জনের দিকে তাকাল। মাত্র এক সেকেন্ড!

'ফার্নানকুলাস'– হ্যারি জোরে জোরে বলল।

'ডেনসাওজিও'– ম্যালফয় আরও জোরে বলল।

দু'জনের জাদুদণ্ডের মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে এল। সেই আগুন একে অপরকে আঘাত করল। তারপর কোনাকুনি ছিটকে গেল। হ্যারির আগুন গোয়েলের গালে লাগল। ম্যালফয়ের হারমিওনের মুখে। গোয়েল মুখ নামিয়ে নাকে

হাত চাপা দিল। সেখানটায় ফোঁড়ার মত ফুলে উঠে– হারমিওন দারুণ আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

– হারমিওন! রন দৌড়ে ওর দিকে গেল। হ্যারি দেখল রন হারমিওনের হাতটা মুখ থেকে সরাতে চেষ্টা করছে। আগে থেকেই হারমিওনের সামনের দুটো দাঁত বড়। এখন সেই দুটো আরও বড় হয়ে গেছে। দাঁত দুটো বেড়েই চলেছে। দাঁত দু'টো লম্বা হওয়াতে ওকে অনেকটা উভচর প্রাণী 'বিবরের' মত দেখাচ্ছে।

হারমিওন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। – ওর দাঁত বেড়েই চলেছে।

– এই তোমরা এখানে কি সব করছ? স্নেইপ সেখানে এসে গম্ভীর তীব্র স্বরে বললেন–

স্লিদারিনরা নিজেদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবার আগেই স্নেইপ তার একটা হলুদ বর্ণের আঙ্গুল ম্যালফয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন– তুমি বল কি হয়েছে?

হ্যারি বলল– আমরা একই সময় দু'জনে দু'জনকে আক্রমণ করেছি।

– পটার আগে করেছে স্যার– ওই দেখুন গোয়েলের অবস্থা।

স্নেইপ এগিয়ে এসে গোয়েলকে দেখলেন। সারা মুখটা যেন বিষাক্ত ফাংগাসে ফুলে উঠেছে।

স্নেইপ বললেন– ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

রন তখন বলল– দেখুন স্যার, ম্যালফয় হারমিওনের কি অবস্থা করেছে। দেখুন, দেখুন স্যার।

ও জোর করে হারমিওনের মুখটা তুলে স্নেইপকে দেখাল। ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে হাত দিয়ে মুখটা চাপা দেয়ার। কিন্তু খুবই অসুবিধে। দাঁত দুটো তখন কণ্ঠা পর্যন্ত চলে এসেছে। প্যানসি পারকিনসন, স্লিদারিনের অন্য মেয়েরা হারমিওনের মুখের অবস্থা দেখে হি হি করে হেসে ফেটে পড়ল। স্নেইপের দৃষ্টির আড়ালে বার বার হারমিওনকে হাত দিয়ে দেখাতে লাগল।

স্নেইপ হারমিওনের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন– দেখছি দু'জনের একই অবস্থা।

হারমিওন রাগে, অপমানে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তারপর দৌড় দিল। দেখতে দেখতে ও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সৌভাগ্য বলতে হবে হ্যারি আর রন দু'জনেই একই সঙ্গে স্নেইপের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল। ওদের চিৎকার আর প্রতিধ্বনিতে স্নেইপ কিছুই ওদের কথার মানে বুঝতে পারলেন না। অদ্ভুত পরিস্থিতি! শেষ পর্যন্ত সামান্য বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা।

– দেখা যাক কি করতে পারি। রেশমের মত সুরেলা কণ্ঠে স্নেইপ বললেন।

পঞ্চাশ পয়েন্ট কাটবে গ্রিফিন্ডরের আর পটার ও উইসলির ডিটেনসন। যাও ঘরে যাও, অমান্য করলে সপ্তাহ খানেক ডিটেনসন হতে পারে।

হ্যারির কান ঝন ঝন করছিল। অবিচারের জন্য স্নেইপকে অভিশাপ দিতে মন চাইল। ও রনের সঙ্গে অন্ধকার কক্ষের পেছনে চলে এল। তারপর টেবিলের ওপর স্কুল ব্যাগটা শব্দ করে রাখল। রন রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। মনে হল দু'জনের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু তাহলেও ও ডিন আর সিমাসের পাশে বসে পড়ল। হ্যারি টেবিলের ধারে একা দাঁড়িয়ে রইল। ম্যালফয় স্নেইপের দিক থেকে পেছন ফিরল। ওর বুকে আঁটা ব্যাজটা আঙ্গুল দিয়ে টিপে বোকার মত হাসল।

ব্যাজে আবার ফুটে উঠল : 'পটার স্টিংকস'

ক্লাস শুরু হলে হ্যারি স্নেইপের দিকে তাকিয়ে রইল। বীভৎস ব্যাপারটা ভাবল।... যদি ওর জানা থাকত ক্রুসিয়েটাস কার্স... তাহলে ও মাকড়সার মত স্নেইপের পিঠে পড়ে ক্ষত- বিক্ষত করে দিত।

'আন্টি ডোর্টস' স্নেইপ বললেন, তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন। তার ঠাণ্ডা কাল চোখ জ্বল জ্বল করতে লাগল। আশাকরি তোমরা সকলে সব সরঞ্জাম নিয়ে এসেছ। এখন তোমরা সেগুলো যত্ন করে মেশাও তারপর তোমাদের মধ্যে একজনকে পরীক্ষা করতে বলব। স্নেইপ হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি জানে তারপর স্নেইপ কি বলবেন। স্নেইপ ওর সারা শরীর বিষাক্ত করে দেবেন। হ্যারির ইচ্ছা করল ওর কলড্রনটা তুলে ক্লাসের সকলের সামনে স্নেইপের তেল চকচকে মাথায় ছুঁড়ে মারে।

হ্যারির স্নেইপের মাথায় কলড্রন ছুঁড়ে মারার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কে যেন স্নেইপের ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের দরজায় নক করল।

ঘরে ঢুকলেন কলিন ক্রিভে। হ্যারির দিকে সোজা তাকিয়ে স্নেইপের ডেস্কের কাছে গেলেন।

– বলুন? স্নেইপ অসৌজন্যভাবে বলেন।

– স্যার আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে হ্যারিপটারকে উপরে নিয়ে যেতে পারি।

স্নেইপ কলিনের দিকে মুখ নামিয়ে তাকালেন। ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

স্নেইপ ঠাণ্ডা গলায় বললেন– হ্যারি পটারের পোসানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষ হতে আরও একঘণ্টা লাগবে। ক্লাস শেষ হলে ওপরে যাবে।

কলিনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

– স্যার, স্যার মি. ব্যাগম্যান ওকে ডাকছেন। কলিন সামান্য নার্ভাস হয়ে বলল।

– সব চ্যাম্পিয়নরা ওখানে গেছে... ফটো তোলা হবে।

হ্যারির কলিনের কথা একটুও মনে ধরছে না... বিশেষ করে একসঙ্গে ফটো তোলার ব্যাপারে। একবার রনের দিকে তাকিয়ে দেখল ও মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

স্নেইপ বললেন– খুব ভাল, খুব ভাল। পটার তোমার জিনিসপত্র এখানে রেখে ফটো তোলা হলেই চলে এসো। তারপর তোমার তৈরি প্রতিষেধক টেস্ট করা যাবে।

– স্যার, সঙ্গে ওর বইপত্র নিয়ে যেতে বলেছেন। কলিন ককিয়ে ককিয়ে বলল। 'সব চ্যাম্পিয়নরা–'

– খুব ভাল, অতি ভাল, স্নেইপ ঠাণ্ডা স্বরে বললেন। পটার তুমি তোমার জিনিসপত্র নিয়ে আমার সামনে থেকে যাও!

হ্যারি ওর স্কুলের ব্যাগটা পিঠে চাপিয়ে দাঁড়াল, দরজার দিকে পা বাড়াল।

স্লিদারিন ছাত্রদের ডেস্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের চারদিক থেকে ব্যাঙ্গে ফুটে উঠল : পটার স্টিংকস

হ্যারি ক্লাসরুমের দরজাটা বন্ধ করে করিডোরে দাঁড়ালে কলিন বলল– তুমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছ বলে সবাই এইসব বাঁদরামী করছে, তাই না? মজার ব্যাপার।

হ্যারি হেসে বলল– মজার ব্যাপার তো বটেই।... ওরা এনট্রেন্স হলের দিকে চলল।। খানিকটা যাবার পর হ্যারি বলল– ফটো দিয়ে কী হবে কলিন?

– মনে হয় 'ডেইলি প্রফেট' চাইছে।

হ্যারি বলল– দারুণ। পাবলিসিটি... পাবলিসিটি আমার দরকার। খুব বেশি প্রচার...।

হ্যারি ও কলিন ঠিক জায়গায় পৌছবার পর হ্যারি দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকার আগে কলিন বলল– গুড লাক! হ্যারি ঘরে ঢুকল।

ঘরটা ছোট একটা ক্লাসরুমের মত। ঘরের মাঝখানে অনেকটা খালি জায়গা করার জন্য সব চেয়ার- টেবিল দেয়াল ঘেঁষে রাখা। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে তিনটে টেবিল এক সঙ্গে রাখা। টেবিলের ওপরটা খুব লম্বা ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। সেই টেবিলের (তিনটে ঠেকিয়ে রাখা) সামনে পাঁচটা চেয়ার রয়েছে। তার মধ্যে একটাতে লুডো ব্যাগম্যান বসে আছেন। একজনের সঙ্গে কথা বলছেন যাকে হ্যারি আগে কখনও দেখেনি। তার পরনে টকটকে লাল রোব।

ভিক্টর ক্রাম স্বাভাবিকভাবে সকলের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখে তেমনি ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সেডরিক আর ফ্লেউর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আগে যেমন মেয়েটিকে গম্ভীর দেখেছিল তেমন নয়। খুব খুশি খুশি মন। মাঝে মাঝে স্বভাব মত মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে লম্বা

চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। ওর রূপালী চুলে মাঝে মাঝে আলো পড়ে চকচক করে উঠছে। একজন পেটমোটা লোক একটা বড় ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যামেরা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এক চোখ দিয়ে ক্যামেরা ফ্লেউরকে দেখছে। বেগম্যানের চোখ পড়ে গেল হ্যারির দিকে। চেয়ার ছেড়ে ওকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেলো না– আহা চ্যাম্পিয়ন নাম্বার ফোর এসে গেছে। এসো এসো এদিকে এসো। চিন্তার কোনও কারণ নেই... ম্যাজিক দণ্ড ওজন করার উৎসব। বাকি সব বিচারকরা এখনি এসে পড়বেন।

হ্যারি সামান্য হকচকিয়ে বলল– দণ্ড ওজন করার উৎসব?

প্রথাগতভাবে তোমারটা ওজন করতে হবে। নো প্রোবলেম। তোমার সামনে যেসব কাজ রয়েছে তার জন্য তোমার জাদুদণ্ড খুবই দরকারী যন্ত্র, বেগম্যান বললেন– এ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিরা ওপরে ডাম্বলডোরের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করছেন। তারপর ওরা এলে ফটো তোলা হবে। এনাকে হয়ত তুমি চেনো না। রিটা স্কীটার যে জাদুকরী রক্তলাল আলখেল্লা পরে বসেছিলেন তাকে দেখালেন বেগম্যান। বললেন, ডেইলি প্রফেটের হয়ে টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে একটা ছোট প্রতিবেদন লিখবেন।

– ঠিক বললেন না, খুব ছোট একটা কিছু হবে বলে মনে হয় না, রিটা বলল।

মহিলা মাথার চুল অদ্ভুতভাবে কার্ল করে বেঁধেছেন। বড় চোয়াল- খুব বে-মানান। চোখে তার মণি-মুক্ত খচিত চশমা। হাতে কুমীরের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ। আঙ্গুলের ইঞ্চি দুই লম্বা নখগুলো গোলাপী রঙ-এ রঞ্জিত।

– ছবি তোলা সেশনের আগে যদি হ্যারির সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে পারতাম তবে ভাল হত, রিটা বেগম্যানকে বললেন। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও হ্যারির ওপর নিবদ্ধ। – জানেনতো বয়সে সবচেয়ে ছোট চ্যাম্পিয়ন, ওর সম্বন্ধে একটু রং ফলাতে হবে তো!

– অবশ্যই, বেগম্যান বললেন– অবশ্য হ্যারির যদি কোনও আপত্তি না থাকে।

– না, নেই, হ্যারি বলল।

– চমৎকার! রিটা স্কীটার বললেন– কথাটা বলেই উল্কি দেওয়া আঙ্গুল দিয়ে খুব শক্ত করে হ্যারির হাতের উপরিভাগ ধরলেন। তারপর একটা দরজা খুলে হ্যারিকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

– ভেতরে বড় গোলমাল, নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে না, রিটা বললেন- আহা, বড় সুন্দর জায়গা। ছিমছাম নিরিবিলি! হ্যারি বলল– এখানের আলমারিতে আমাদের ম্যাজিক ঝাড়ু রাখা হয়। রিটা আবার বলল– সুন্দর, অতি সুন্দর নিরিবিলি জায়গা। সেখানে বসার কোন চেয়ার নেই। আছে একটা ফুটো বালতি আর কার্ডবোর্ডের বাক্স। রিটা হ্যারিকে বাক্সের ওপর বসিয়ে, নিজে বালতিটা উল্টো

করে বসল। খোলা দরজাটা উঠে বন্ধ করে দিতেই জায়গাটা আরও অন্ধকার হয়ে গেল। শুরু করা যাক!

রিটা ওর কুমিরের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে কয়েকটা মোমবাতি বের করে দণ্ডটা দুলিয়ে সেগুলো জ্বালালো। শূন্যে সেগুলো এমনভাবে রাখল যাতে ভাল করে দেখতে পাওয়া যায়।

– হ্যারি আশাকরি তুমি কিছু মনে করবে না, যদি আমি তাড়াতাড়ি লেখার জন্য দ্রুত লিখিয়ে পালক দিয়ে নোট করি?

তাহলে কথা বলতে বলতে নোট করতে সুবিধে হবে।

স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যাবে, কি বল?

হ্যারি বলল– আলোচনার বিষয়?

রিটা স্কীটারস হাসল। হ্যারি দেখল ওর কয়েকটা দাঁত সোনার। রিটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে লম্বামত অ্যাসিড সবুজ পালক আর কিছু পাকান পার্চমেন্ট বের করল। তারপর সেগুলো কোলের ওপর রাখল। পার্চমেন্টের পাশে সব মুছিয়ে জাদুর রাবার পালকটা রেখে সবুজ পালকটা দাঁতে চেপে ধরল। সেটা কয়েক মুহূর্ত পরে মজাসে কিছু খাচ্ছে তেমনিভাবে টানলো। পালকটা সামান্য কেঁপে উঠল।

– টেস্টিং... আমার নাম রিটা স্কীটার, ডেইলি প্রফেট, রিপোর্টার।

হ্যারি ঝট করে অ্যাসিড– গ্রীন পালকের দিকে তাকাতেই দেখল পালকটা কিছু লিখতে শুরু করেছে পার্চমেন্টে লম্বালম্বি :

অতি আকর্ষণীয় সুন্দর দেহী স্বর্ণাভ কেশযুক্তা রিটা স্কীটার, তেতাল্লিশ বর্ষীয়া, যার দুর্দান্ত পালক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মিথ্যা খ্যাতি ফুটো করে দিয়েছে–

– অতি সুন্দর, রিটা স্কীটার আবার বলল– পার্চমেন্টের ওপরের অংশটা ছিঁড়ল, মুড়ে সেটাকে হ্যান্ডব্যাগে রেখে দিল। তারপর হ্যারির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল– কী বল শুরু করা যাক। ট্রাউইজার্ড টুর্নামেন্টে যোগ দেবার– কি কারণে তোমার ইচ্ছা হয়েছিল?

– ও হ্যাঁ, হ্যারি বলল, কিন্তু পালক ওকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করল। ও কিছু না বললেও, কুইল খসখস করে লিখে চলল–

একটি কুৎসিত কাটাদাগ অতীতের দুঃখজনক এক ঘটনার চিহ্ন, হ্যারি পটারের সুন্দর মুখটা বিকৃত করেছে, ওর চোখ–

'কুইলের দিকে তাকিও না হ্যারি, রিটা বলল। অনিচ্ছায় হ্যারি রিটার দিকে তাকাল– এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও– কেন তুমি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে

মনস্থ করেছিলে হ্যারি?

হ্যারি বলল– আমি মনস্থ করিনি। তাছাড়া 'গবলেট অব ফায়ারে' কত নাম দেয়া হয়েছিল তাও আমি জানি না। অন্তত আমার নাম আমি দিইনি।

রিটা স্কীটার মোটা করে আঁকা ধনুকের মত একটি ভুরু তুলল। শোন হ্যারি ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমরা সকলে জানি তুমি নাম দাওনি– ও নিয়ে অযথা চিন্তা করবে না। আমাদের পাঠকরা একজন বিদ্রোহীকে ভালবাসে।

– আমি নাম দিইনি, কে দিয়েছে তাও জানি না।

– তোমার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে মতামত কী?

– আমি এখনও কিছু ভাবিনি।

– অতীতে চ্যাম্পিয়নরা মারা গেছে– তুমি জান? রিটা চটপট করে প্রশ্ন করল– সে সম্বন্ধে আদপেই তুমি কিছু ভেবেছ?

হ্যারি বলল– শুনেছি এবারে সে আশঙ্কা নেই।

পালকটা কাগজের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরতে থাকে– অনেকটা আইস স্কেটিং-এর মত।

– মনে হয় এর আগে তুমি চোখের সামনে মৃত্যু দেখেছ? কথাটা বলে রিটা হ্যারির জবাব শোনার জন্য আরও ঝুঁকে পড়ল।

– তোমাকে সেই মৃত্যু কতোটা আলোড়িত করেছে?

হ্যারি আবার বলল– ও হ্যাঁ।

– তুমি কী মনে কর অতীতের সেই মানসিক আঘাত তোমাকে... সেই জন্যই তুমি... মানে তোমার জানার প্রবল আগ্রহ, কেন তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

– আমি কোনও কারণেই নাম দিইনি হ্যারি বিরক্তির মুখে বলল।

– তোমার কি বাবা-মার কথা আদপেই মনে আছে?

– না।

– তুমি টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতায় নামছ একথা জানতে পারলে তারা কি মনে করতেন? দুশ্চিন্তা?

রাগ?

হ্যারি এবার সত্যি রেগে গেল। তারা তো বেঁচে নেই, অতএব কি মনে করতেন সে প্রশ্ন আসে কেমন করে? ও দেখল প্রশ্নটার জবাব না পেয়ে রিটা ওর দিকে তীব্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে। ভুরু কুঁচকেছে। হ্যারি ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কুইল কি লিখেছে দেখার জন্য তাকাল।

বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ আসতে ওর দুই অদ্ভুত গভীর সবুজ চোখ জলে ভরে গেছে।

তাদের কথা ওর স্মৃতিতে নেই।

লেখাটা পড়া হলে হ্যারি উচ্চস্বরে বলল– কে বলেছে আমার চোখ জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে?

রিটা কিছু বলার আগেই যে দরজার পাশে ঝাড়ু থাকে সেটা খুলে গেল। হ্যারি দেখল দরজার গোড়ায় ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখের দৃষ্টি দু'জনের ওপর।

'ডাম্বলডোর'– চিৎকার করে রিটা স্কীটার বলল। মুখ চোখ দেখে মনে হয় খুশিতে ডগমগ।

– কেমন আছেন? রিটা বলল। কথাটা বলে ও ওর পুরুষেলী হাতটা ডাম্বলডোরের দিকে বাড়িয়ে দিল।

– আশাকরি এই গরমকালে আমার লেখা ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব উইজার্ডস কনফারেন্স আপনি পড়েছেন।

অতি জঘন্য, ডাম্বলডোর বললেন। ও দুই চোখ কৌতুকে নাচতে শুরু করেছে।

–আমি আমার সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়েছি–

– কিছু মনে করবেন না ডাম্বলডোর মাঝে মাঝে আপনার মন্তব্য সকলে বলেছে 'সেকেলে'। – আমার কথা নয়, জনসাধারণ বলেছে।

ডাম্বলডোর বললেন– তোমার বিরক্তিকর কথাবার্তা, অহেতুক অভদ্রতার কারণ জানতে পারলে খুবই খুশি হবো রিটা।.... ব্যাপারটা পরে আলোচনা করা যাবে। ঝাড়ু ওজন বিলম্ব করার কোনও কারণ নেই।

হ্যারি ছাড়া পেয়ে বাঁচল। এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেডরিকের পাশে বসে পড়ল। ভেলভেট কভার দেওয়া টেবিলের দিকে তাকাতেই দেখল শূন্য চেয়ারগুলো আর শূন্যে নেই। পাঁচজনের মধ্যে চারজন বিচারক বসে রয়েছে– প্রফেসর করকারফ, মাদাম ম্যাক্সিম, মি. ক্রাউচ আর লাডো বেগম্যান। একটু পর রিটা স্কীটার ঘরে ঢুকে এককোণে বসে পড়লো। তারপর লেখাগুলো কোলের ওপর রেখে দ্রুত লিখিয়ে পালক মুখ দিয়ে 'চুষে' করে আবার পার্চমেন্টের ওপর রাখলেন।

ডাম্বলডোর নিজের আসনে বসে বললেন– মি. অলিভেন্ডারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আমি ধন্য। ডনি এখন চ্যাম্পিয়নদের জাদুদণ্ডের পরীক্ষা করবেন ও দেখবেন সেগুলো ঠিক আছে কিনা। টুর্নামেন্ট শুরু হবার আগেই চেকিং পর্ব শেষ হবে।

ডাম্বলডোরের কথা শুনে মি. অলিভেন্ডারকে দেখে চমকে উঠল হ্যারি। বৃদ্ধ জাদুকর! মানুষটি বড়ই চেনা। ভাবতে ভাবতে ওর মনে পড়ে গেল... তিন বছর আগে ডিয়াগন অ্যালেতে তো এরই কাছে জাদুদণ্ড কিনেছিল ও।

মি. অলিভেন্ডার ঘরের মধ্যস্থলে শূন্যস্থানে গিয়ে বললেন– ম্যাডাম ডেলাকৌর আপনারটা কি প্রথমে...?

ডেলাকৌর, অলিভেন্ডরের কাছে গিয়ে তার জাদুদণ্ডটা দিলেন।

– হুম, অলিভেন্ডার বললেন–

অলিভেন্ডর এক এক করে সেডরিক ও ক্রামের জাদুদণ্ড টেস্ট করলেন। কারও ওয়ান্ডে কোনও খুঁত পেলেন না। সকলেই খুবই যত্নের সঙ্গে রেখেছে।

হ্যারির ডাক পড়ল ও ক্রামের পাশ দিয়ে মি. অলিভেন্ডরের হাতে ওর জাদুদণ্ড দিল।

– আহ্, হ্যাঁ অলিভেন্ডর বললেন, ওর বিনীতদ্যুতি চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠল।... হ্যাঁ হ্যাঁ পটার তোমাকে আমার বেশ মনে আছে।

হ্যারির মনে পড়ে গেল। মনে হল গতকালই যেন অলিভেন্ডরের দোকান থেকে দণ্ডটা কিনেছে।

চার গ্রীষ্মের আগে ওর বয়স যখন এগার হ্যাগ্রিডের সঙ্গে মি. অলিভেন্ডরের দোকানে গিয়েছিল। হ্যারির মাপটা নিয়ে ওকে একের পর এক দণ্ড দেখিয়েছিল। শেষে হ্যারির উপযুক্ত একটা দণ্ড পেলেন। সেটা হ্যারিকে দেখিয়ে বলেছিলেন– দণ্ডটা হোল্লি দিয়ে (জামের মতো রসাল ফলযুক্ত চিরশ্যামল গাছ) তৈরি। এগার ইঞ্চি লম্বা একটা পালক ফনিক্সের লেজ থেকে নেওয়া। মি. অলিভেন্ডর খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন হ্যারির ওই দণ্ডটি মানানোর জন্য। বলেছিলেন 'অবাক কাণ্ড'। হ্যারি জিজ্ঞেস করেছিল 'অবাক কাণ্ড'... তার মানে। মি. অলিভেন্ডর বলেছিলেন, হ্যারি জাদুদণ্ডের সঙ্গে যে পালকটা আছে সেটা ফনিক্স পাখির। লর্ড ভোল্ডেমর্টের দণ্ডতে সেই একই পাখির পালক আছে।

হ্যারি সেই সংবাদ কাউকে বলেনি। ওর নিজের ওয়ান্ড খুব প্রিয়। ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। মি. অলিভেন্ডর আর বিশেষ কিছু বলেননি।

অন্যদের জাদুদণ্ড পরীক্ষা করতে অলিভেন্ডর যে সময় নিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি হ্যারি পটারের ফনিক্স পাখির পালক দেওয়া জাদুদণ্ড পরীক্ষা করতে সময় নিলেন।

ডাম্বলডোর বললেন– ধন্যবাদ, এবার তোমরা যেতে পার।... ডিনারও খেয়ে নিতে পার। হ্যারি যাবার আগে যে লোকটি কাল ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লাফিয়ে উঠে বলল– ফটো ডাম্বলডোর ফটো।

বেগম্যান একই কথা বললেন। – চ্যাম্পিয়ন্স এবং বিচারকদের গ্রুপ ফটো। রিটা তুমি কি মনে কর?

রিটা বলল– হ্যাঁ, ফটো তোলা আগে। ওর দৃষ্টি তখনও হ্যারির ওপর নিবদ্ধ। কিছু ফটো আলাদা নিলে ভাল হবে। গ্রুপ নয়।

ফটো পর্ব শেষ হলে হ্যারি ডিনার খেতে নিচে গেল। হারমিওনকে সেখানে চোখে পড়ল না। ও তখনও দাঁতের ব্যাপারে হাসপাতালে। ও টেবিলের শেষ প্রান্তে

'একাই' ডিনার খেল। তারপর গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে চলে গেল। অনেক বাড়তি কাজ শেষ করতে হবে। সামনিং চার্মিয়ের কাজও করতে হবে। ডরমেটরিতে রণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রন বলল– তোমার প্যাঁচা। ও হ্যারির বালিশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। লক্ষ্মী প্যাঁচা ওর জন্য বসেছিল।

হ্যারি বলল– ঠিক আছে।

রন বলল– আমাদের আগামীকাল রাতে আটক থাকতে হবে স্নেইপের অন্ধকার ঘরে।

কথাটা বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল রন, যাবার সময় হ্যারির দিকে তাকাল না। হ্যারি ভাবল রনের পিছু পিছু যাওয়া যায়, ওর সঙ্গে কথা বলতে। কেন কথা বলছে না সে জানা দরকার। কিন্তু ওর বিছানায় সিরিয়সের চিঠি নিয়ে প্যাঁচা বসে রয়েছে। চিঠিতে কি জবাব দিয়েছেন সেটাই জানা দরকার। হ্যারি প্যাঁচার পা থেকে চিঠিটা খুলে নিল।

হ্যারি,

আমি চিঠিতে তোমাকে কিছুই লিখতে পারছি না। মাঝপথে সেটা খোয়া যেতে পারে। আমাদের মুখোমুখি কথা বললে ভাল হবে। বাইশ নভেম্বর রাত একটার সময় তুমি কি গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে থাকতে পারবে?

আমি অন্যদের চেয়ে ভাল করে জানি তুমি নিজেকে নিজে সামলাতে পার। ডাম্বলডোর ও মুডি যখন তোমার কাছেই রয়েছেন তখন তোমাকে কেউ ছুঁতে সাহস করবে না। তাহলেও মনে হচ্ছে একজন তোমাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। ওই টুর্নামেন্টে তোমার যোগদান খুবই ভাবনার বিষয়। ডাম্বলডোরের উপস্থিতিতে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

হ্যারি, চতুর্দিকে চোখ রেখে চলবে। আমি অস্বাভাবিক কিছু জানাতে চাই। বাইশ নভেম্বর সম্বন্ধে তোমার মত আমাকে শীঘ্র জানাবে।

সিরিয়স

উনবিংশ অধ্যায়

দ্য হাংগেরিয়ান হর্নটেল

সিরিয়স জানিয়েছে ২২ নভেম্বর গভীর রাতে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে আসবে। তারপর ওর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ আলোচনা করবে। সেই ভাবনা গত পনের দিন ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চ্যাম্পিয়ন হবার আকস্মিক মানসিক ধকলটা একটু একটু করে কমে আসছে। অজাচিত ভয়ও কমছে। তবে ওর মন যে তোলপাড় করে চলছে, মানসিকভাবে এতটা দুর্বল সে কখনো হয়নি। স্লিদারিনের বিরুদ্ধে কিডিচ ম্যাচের আগের দূর্বলতার চেয়েও আরও যেন বেশি মানসিক দুর্বলতা। সকল সময়ই কি এ রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা ওকে বয়ে বেড়াতে হবে এবং এভাবেই কি ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে?

শত শত শত্রু-মিত্রদের সামনে অজানা-শক্ত জাদুপ্রদর্শন করার ব্যাপারে সিরিয়স কতটা সাহায্যে করতে পারবে ও জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর এক বন্ধু সামনে এসে দাঁড়ালে হ্যারি সব রকমের দুর্বলতা, অসহায়তা কাটিয়ে উঠতে পারে। সিরিয়সের সঙ্গে ওর একান্তে আলাপ-আলোচনা। সেই সময় দলছুট কেউ ঘরে থাকলে অসুবিধে হবার সম্ভাবনা... হারমিওনের সঙ্গে কথা বলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইতিমধ্যে ডেইলি প্রফেটে রিটার প্রতিবেদন ওকে নিদারুণ এক অস্বস্তিতে ফেলেছে রিটা আগামী টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে বলতে গেলে বিশেষ কিছুই লেখেনি। যা লিখেছে, সবই হ্যারিপটার আর ওর বৈচিত্র্যময় জীবন সম্বন্ধে। সেডরিক বা দূরের দুই বিদেশী স্কুল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু লেখেনি। প্রায় দিন দশেক আগে ডেইলি প্রফেটের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। তার কথা মনে হলেই হ্যারির পেটের মধ্যে শুধু জ্বলন নয়... অপমানেরও জ্বালা। রিটার যা মনে এসেছে তাই লিখেছে প্রতিবেদনে।

> আমার মনে হয় বাবা-মা'র কাছ থেকে আমি শক্তি পেয়েছি, আমি জানি তারা যদি বেঁচে থাকতেন আজকের হ্যারিপটারকে দেখে তাদের গর্বে বুক ফুলে উঠত... হ্যাঁ, মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাদের জন্য আমি কাঁদি, এ কথা স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাই না... আমি জানি টুর্নামেন্টের সময় কোন কিছু আমাকে আঘাত করতে পারবে না– কারণ তারা যেখানেই থাকুন না কেন আমাকে রক্ষা করবেন।

এখানেই শেষ নয় রিটা স্কীটার আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লিখেছে, অনেকের কাছে হ্যারি সম্পর্কে সে কথাবার্তা বলেছে।

> হ্যারি শেষ পর্যন্ত হোগার্টে ভালোবাসা পেয়েছে। ওর ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু কলিন ক্রিভ বলেছে, হ্যারিকে কখনো দেখা যায় না যে ও মাগল বংশে জন্মগ্রহণকারী অতি সুশ্রী হারমিওন গ্রেঞ্জার ছাড়া একা চলাফেরা করছে। মাগল বংশের রূপসী মেয়েটি হ্যারির মতই হোগার্টের অন্যতম সেরা ছাত্রী।

ডেইলি প্রফেট প্রতিবেদন ছাপার পর স্লিদারিন হাউজের ছেলে-মেয়েরা ওর জীবন এক রকম আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ওকে দেখলেই নানা মন্তব্য করে

– পটার তোমার একটা রুমাল চাই? যদি তুমি চেহারা বদলের পরীক্ষায় কেঁদে ফেল?

– কবে থেকে তুমি স্কুলের সেরা ছাত্র হলে? এই স্কুল কী তুমি আর লংবটম করেছ?

– হে, হ্যারি!

– হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যারি চেঁচিয়ে ওঠে, যখন ও একা একা করিডরে ঘোরাফেরা করে– আমি আমার মৃত মায়ের জন্য কাঁদি, হ্যাঁ আমি আরও কিছু করতে চাই।

– না তুমি তোমার পালক হাত থেকে ফেলে দিয়েছ।

– চো বলল, হ্যারির গাল লাল হয়ে গেল!

– ঠিক বলেছ, দুঃখিত চো, হ্যারি মাটি থেকে কলমটা তুলতে তুলতে বলল।

–মঙ্গলবারের জন্য আমার শুভ কামনা রইল, চো বলল–

আমি হলফ করে বলতে পারি তুমি ভাল করবে।

কথাটা শুনে হ্যারির নিজেকে অসম্ভব বোকা মনে হয়।

হারমিওন আসে হ্যারির অস্বস্তি ও তীক্ততা শেয়ার করতে। কিন্তু ও চুপ করে রইল নিরব দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়েদের দেখে। হ্যারি হারমিওনের অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণে রাখার কুশলতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

– দারুণ সুন্দর? হ্যারি? প্যানসি পারকিনসন জোরে জোরে বলল। রিটার প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর ওর এই প্রথম হারমিওনের সঙ্গে দেখা।– একটা ডোরাকাটা কাঠ বিড়ালের কি বিশ্লেষণ করছে ও।

– ওদের দিকে তাকিও না, ওরা মূর্খ... অবজ্ঞা কর; হারমিওন উঁচু করে অকম্পিত স্বরে বলল। উপেক্ষা কর হ্যারি।

কিন্তু হ্যারি কিছুই উপেক্ষা করতে পারছেনা। স্নেইপের সেই ক্লাস শেষে আটক থাকার পর রনের সঙ্গে আর একটা কথাও ওর হয়নি।

হারমিওন চায় না ওরা কথা বন্ধ করে থাকুক। দু'জনেরই ওপর ও রেগে আছে। কথা না বলার কী আছে?

হ্যারি বলে, আমার কোনও দোষ নেই, রন ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে কথা বলে না, দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। হ্যারি ওর সঙ্গে কথা বলবে যদি রন মেনে নেয় 'গবলেট অব ফায়ারে' ও নাম দেয়নি। মিথ্যুক বলার জন্য ক্ষমা চায়, দুঃখ প্রকাশ করে।

– আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করিনি? হ্যারি একগুঁয়ের মত বলল। এটা ওর সমস্যা।

– তুমি ওকে মিস করছো? হারমিওন অধৈর্য হয়ে বলে, কিন্তু আমি জানি ও তোমাকে 'মিস' করছে।

– না তোমার ভুল ধারণা।

* * *

টুর্নামেন্টের প্রথম কাজের আগে ঠিক হ'ল থার্ড-ইয়ার ও তার উর্ধ্বের ছেলে-মেয়েরা হগসমেড গ্রামে যাবার অনুমতি পাবে।

হারমিওন বলল– ভালই হল, অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য তুমি ক্যাসল থেকে মুক্তি পাবে। একঘেয়েমী থেকে বাঁচবে। অবশ্য সে রকম ও কিছু চাইছে না।

– রন যাবে না? হ্যারি প্রশ্ন করল– তুমি ওর সঙ্গে যেতে চাও না?

হারমিওনের কথাটা শুনে গাল লাল হয়ে যায়। বলল– না তা' নয়। ভাবছিলাম ওর সঙ্গে 'থ্রি ব্রুম স্টিকসে' দেখা তো হবে।

– না, হ্যারি- সোজাসুজি বলল।

– ওহ হ্যারি তুমি বোকার মতো কথা বলছ–।

– আমি যাব, কিন্তু আমি রনের সঙ্গে কথা বলবো না, আমি অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে ঘুরে বেড়াব।

– ঠিক আছে তাই পরবে– তাহলে...। হারমিওন তিক্তভাবে বলল– তুমি

আলখেল্লা পরলে তোমার সঙ্গে কথা বলবো কি করে? আমি কি করে বুঝব কার দিকে তাকাচ্ছি?

হ্যারি যা ভাবে তাই করে। গটগট করে ডরমেটরিতে গিয়ে আলখেল্লাটা পরে নিচে এলো। তারপর দু'জনে হগসসেডে চলল।

হ্যারির 'অদৃশ্য' হয়ে হারমিওনের সঙ্গে চলার দারুন মজা লাগল। মন হালকা হয়ে গেল- যেন ও হাওয়াতে ভাসছে। ও দেখল দলে দলে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে গ্রামের দিকে চলেছে। সকলেই সেডরিক ডিগরির ব্যাজ পরেছে। ওরা সেডরিককে সাপোর্ট করছে। তবে সুখের কথা ওদের কারও মুখে হ্যারি আর ওই স্টুপিড রিটার প্রতিবেদনের কথা নেই।

হারমিওন যেতে যেতে রাগতঃ স্বরে বলল– লোকেরা সব আমার দিকে তাকাচ্ছে। 'হানিডিউকস' থেকে আইসক্রিম খেয়ে বেরিয়ে এসে দু'জনে রাস্তায় দাঁড়াল– ওরা মনে করছে আমি পাগল। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি।

– তাহলে বেশি মুখ খুলবে না....।

– প্লিজ তুমি আলখেল্লাটা খুলে ফেল। এখানে মনে হয় কেউ তোমাকে আজে-বাজে কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দেবে না।

– হ্যাঁ যা বলেছ, পেছনে তাকিয়ে দেখ।

রিটা স্কীটার আর ওর ফটোগ্রাফার বন্ধু তখন 'থ্রি ব্রুমস্টিক' পাব থেকে বেরিয়েছে। ওরা ফিস ফিস করে কথা বলছে। ওরা হারমিওনের দিকে না-তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হ্যারি অদৃশ্য... রিটা ওর কুমিরের চামড়ার ব্যাগ দোলাতে দোলাতে চলেছে... ধাক্কা লেগে যেতে পারে তাই ও 'হানিডিউকের' দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

ওরা চলে গেলে হ্যারি বলল– ও মনে হয়, এই গ্রামে থাকে, বাজি ধরছি ও আমাদের প্রথম টাস্ক দেখতে আসবে। বলার সাথে সাথে ওর পেটের ভেতরটা অজানা ভয়ে গুড় গুড় করে উঠল। ওর অবস্থাটা হারমিওনকে ও জানালো না। প্রথম কাজের ব্যাপারে হ্যারি, হারমিওনের সঙ্গে কোন কথাই বলেনি। ওর একটা ধারণা জন্মেছে হারমিওন টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চায় না।

হারমিওন বলল– বাঁচা গেছে, ও গেছে। তারপর হাইস্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে বলল– 'থ্রি ব্রুমস্টিকে' গিয়ে বাটার বিয়র খেলে হয় না? বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, তাই না? যাকগে তোমার রনের সঙ্গে কথা বলতে হবে না। হ্যারি চুপ করে থাকা যেন ওর সহ্য হচ্ছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

'থ্রি ব্রুমস্টিকে' তিলধারণের স্থান নেই। বেশির ভাগই হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রীরা দখল করে বসে আছে। বিকেলে ছুটি উপভোগ করছে। তাছাড়া রয়েছে আরও অনেক জাদুকর (যারা পথে-ঘাটে জাদু দেখায়)। হ্যারি এই প্রথম তাদের দেখল।

হ্যারির মনে হল হগসমেড এমনি একটি ভিলেজ যাকে ব্রিটেনের অল-উইজার্ড ভিলেজ বলা যায়। ডান-ডাইনি,স্বর্গরাজ্য বলা যায়। ওরা গ্রামে গ্রামে... ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়। তবে ওরা উইজার্ডদের মতো নিজেদের জাদুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

অদৃশ্য হয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ান কষ্টকর। লোকেরা ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আবার হোঁচট খেয়ে কারও গায়ের ওপর পড়লে আর সাংঘাতিক ব্যাপার। হ্যারি নিজেকে ও অন্যদের বাঁচিয়ে কোণের দিকে একটা খালি টেবিলে বসল। হারমিওন ড্রিঙ্কস আনতে গেল। হ্যারির অনেক আগেই রনের ওপর চোখ পড়েছে। ও ফ্রেড, জর্জ আর লী জোর্ডানের সঙ্গে বসে গুলতানি করছে। ওর ইচ্ছে হল রনের কাছে গিয়ে ওর মাথায় একটা চাঁটি মেরে আবার নিজের সিটে এসে বসে। কিন্তু অনেক কষ্টে 'ইচ্ছে' টাকে চেপে রাখল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারমিওন ড্রিঙ্কস নিয়ে ফিরে এল। হ্যারিকে একটা বাটার বিয়র দিল। স্বাভাবিকভাবে ক্লোকের ভেতরে।

হারমিওন বিড়বিড় করে বলল– আমি সত্যি মহামূর্খ... বোকার মতো বসে আছি, করার কিছু নেই।... ও হ্যাঁ, তাই তো SPEW 'র কথা তো মনে ছিলো না! গ্রামের লোকদের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে হয়।

কথাটা বলে ও ব্যাগ থেকে একটা নোটবুক বার করল। সেই নোট বুকে ও SPEW সভ্যদের নাম ঠিকানা লিখে রাখে। হ্যারি দেখল লিস্টের সর্বপ্রথমে রন আর ওর নাম লেখা আছে। শর্ট লিস্ট! ওর মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে ওরা তিনজনে বসে লিস্ট তৈরি করেছিল। নিজেদের সেক্রেটারি আর ট্রেজারার করেছিল।

– হতে পারে, তুমি জান আমি সদস্য সংখ্যা বাড়াতে চাই। দেখা থাক চেষ্টা করে ভিলেজের বাসিন্দাদের সদস্য করা যায় কি না। হারমিওন এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে চিন্তামগ্ন হয়ে বলল। –যত পারা যায়।

– ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ বলছে, হ্যারি আলখেল্লার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বিয়ারে চুমুক দিল।..., হারমিওন কবে তোমার মাথা থেকে এলফদের ভূত নামবে বলত?

হারমিওন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল– যখন ওদের ভাল পারিশ্রমিক দেবে, ওরা ভাল ব্যবহার পাবে। ভাবছি ওদের জন্য কিছু করতেই হবে ... জানিনা তোমাদের স্কুল কিচেন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

– আমার কোনও ধারণা নেই। তুমি বরং ফ্রেড-জর্জকে জিজ্ঞেস কর, হ্যারি বলল।

হারমিওন আবার চিন্তা সাগরে ডুব মারল। হ্যারি পাবের লোকজন দেখতে

দেখতে বাটার বিয়ার খেতে লাগল। সকলেই হাসি-খুশি চনমনে। কাছের একটা টেবিলে বসে এরনি ম্যাকমিলন, হান্না অ্যাবট চকোলেট ফ্রগকার্ড খেলে চলেছে। দু'জনেরই বুকে 'সাপোর্ট সেড্রিক ডিগরি' আটকান রয়েছে। দরজার দিকে দেখল চো ওর একগাদা র‍্যাভেন ক্ল হাউজের বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরতর ভাবে আড্ডা দিচ্ছে।

ওর অবশ্য সেডরিক ব্যাজ নেই, নেই দেখে হ্যারি খুশি হল।

সকলেই আনন্দ করছে, হৈ হৈ করছে, আড্ডা দিচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে। তার মধ্যে একজন চুপ চাপ বসে থাকলে কার কি আসে যায়! ও কল্পনা করল ওর নাম যদি 'গবলেট অব ফায়ারে' না- আসত তাহলে হয়ত তখনকার আবহাওয়া অন্যরকম হত। তাহলে লুকোবার জন্য অদৃশ্য হ'বার আলখেল্লা পড়তে হ'ত না।... রন দূরে না বসে ওর সঙ্গে বসতো। তাহলে মনের আনন্দে আগামী মঙ্গলবার টুর্নামেন্টে কোন্ স্কুল জিতবে তা নিয়ে তর্কের ঝড় তুলতে পারত।

হ্যারির মনে হল বাকি তিনজনের অবস্থা কি রকম? যতবারই ও সেডরিককে দেখে ওকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে, একগাদা বন্ধুদের নিয়ে উত্তেজিত হয়ে গল্প করছে।... সকলে যত খুশি পড়াশুনো করছে, কাজ করছে, হোমওয়ার্ক করছে... আর ও ? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।... উঃ 'গবলেট অব ফায়ারে' নাম না এলে কত ভাল ছিলো। হয়ত বাকি তিনজন স্কুল চ্যাম্পিয়নের জন্য সে মারাত্মক কাজ সামনে আসছে তাতে চিন্তিত নয়। হ্যারি ডেলাকৌরকে করিডোরে মাঝে মাঝে দেখেছে। ঠিক যেমন প্রথম দেখেছিল তেমনই রয়েছে উগ্র আর অনমনীয়। লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করে।

হ্যারি সিরিয়সের কথা ভাবল। এখন ওর বুকের মধ্যে যে জমাট চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তবে খানিকটা কমলো। আর মাত্র বার ঘণ্টা পর রাত্রে ওর সঙ্গে কথা হবে। কমনরুমে আসবেন... আলোচনা হবে আর কিছুই নয়।

হঠাৎ ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। হারমিওন বলল– ওই দেখ হ্যাগ্রিড এসেছেন! হ্যাগ্রিড পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথার বড় চুলগুলো খোপা করে রাখেন নি... পিঠের ওপর খুলে রেখেছেন। হ্যাগ্রিডকে দেখল মুডির সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন। হাতে বিরাট এক পাত্র তাতে মদ ভরা। মুডি কোমরে বাঁধা ফ্লাস্ক থেকে পান করছেন। রেস্টুরেন্টের মালিক সুন্দরী ম্যাডাম রসমেরা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মুডিকে দেখছেন। টেবিল থেকে শূন্য গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি সরাছেন। কিন্তু মুডি কোনো অর্ডার দিচ্ছে না। মুডি তার দোকান থেকে কিছু না কিনে বাড়ি থেকে আনা পানীয় খাচ্ছেন ম্যাডাম রসমেরা মুখ ফুটে কিছু না বললেও মনে মনে অপমানিত বোধ করছেন। মুডি কখনও বাইরের কিছু খান না। গত ডিসেম্বর মাসে ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পাঠ্যক্রম পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, আমি নিজের খাবার নিজে বানাতে পছন্দ করি... না- হলে ডার্ক জাদুকররা কাপে খাবারে বিষ মিশিয়ে

দিতে পারে। সকলের সাবধানতা দরকার।

একটু পর হ্যাগ্রিড আর মুডি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন মনে হল হ্যারির। হ্যারি হ্যাগ্রিডকে হাত নাড়ল, তারপরই বুঝতে পারলো হ্যাগ্রিড ওকে দেখতে পাবেন কেমন করে? ও তো অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। মুডি কিন্তু লক্ষ্য করলেন। বেরিয়ে যেতে যেতে থেমে গেলেন। তার ম্যাজিকেল চোখের কাছে সবকিছুই তুচ্ছ। উনি পরিষ্কার হ্যারিকে দেখতে পেয়েছেন... হ্যাগ্রিডের পিঠে হাত দিয়ে কিছু একটা বললেন। তারপর ওরা দু'জনেই হারমিওনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাগ্রিড খুব উঁচুগলায় হারমিওনকে বললেন, ভাল আছ তো, হারমিওন।

হারমিওন হেসে জবাব দিল, হ্যালো।

মুডি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে টেবিলের কাছে এলেন। হ্যারি ভাবল মুডির নজর হারমিওনের SPEW লিস্টের দিকে। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে গেল মুডির কথায়–

সুন্দর আলখেল্লা পরেছ পটার।

হ্যারি হকচকিয়ে মুডির দিকে তাকাল। মুডির নাকের অনেকাংশ যে নেই সেটা কাছ থেকে বুঝতে পারে হ্যারি। মুডি হাসছেন হ্যারির দিকে তাকিয়ে।

– আপনি...আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন?

– হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমার চোখ দৃশ্য, অদৃশ্য সব কিছুই দেখতে পায়... অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরেও কিছু হবে না। সব সময় কিন্তু ওটা কাজে লাগে না, মুডি ধীরে ধীরে বললেন।

হ্যারি জানে হ্যাগ্রিড দেখতে পান না। মুডি নিশ্চয়ই হ্যাগ্রিডকে ব্যাপারটা বলেছেন।

হ্যাগ্রিড যেন হারমিওনের নোট বুক দেখছেন এমন ভাবে টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললেন,– আজ মাঝরাতে আমার কেবিনে এসে দেখা করো।... এই অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা অবশ্যই পরে আসবে।

হ্যাগ্রিড তারপর সোজা হয়ে জোরে জোরে বললেন,– তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল হারমিওন। কথাটা বলে হ্যাগ্রিড মৃদু হেসে মুডির সঙ্গে রেস্টুরেন্ট ছেড়ে চলে গেলেন।

হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বলল– কে জানে গভীর রাতে আমাকে ওর কেবিনে দেখা করতে বললেন কেন।

– তাই বললেন? হারমিওন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।– কে জানে কেন... কি বলবেন? তুমি যাবে কি যাবে না সেটা তোমার ব্যাপার; ও যেন একটু নার্ভাস.. দাঁত চেপে বলল– তাহলে তো তুমি সিরিয়সের সঙ্গে ঠিক সময় কমনরুমে গিয়ে কথা বলতে পারবে না।

এ কথা সত্যি... মধ্যরাতে হ্যাগ্রিডের কেবিনে যাওয়া মানে সিরিয়সের সঙ্গে যথাসময়ে দেখা না হওয়া। হারমিওন বলল,- যেতে পারবে না, হেডউইগকে পাঠিয়ে জানিয়ে দাও।

হ্যারি ভাবছে ভিন্ন কথা মত অন্য। ও চায় হ্যাগ্রিডের কেবিনে গিয়ে কি বলতে চাইছেন শুনেই টাওয়ারে ফিরে আসা, যাতে সিরিয়সের সঙ্গে কথা হয়। নিশ্চয়ই কোনও দরকারি কথা গোপনে বলতে চান। দরকার না হলে কখনই গভীর রাতে নিষিদ্ধ বনের সীমানায় আসতে বলতেন না।

* * *

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় হ্যারি অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা পরে নিয়ে কমনরুমের ভেতর দিয়ে পা-টিপে-টিপে একতলায় নামল। খুব ভোরে 'কাজ আছে' ভান করে সন্ধ্যায় শুয়ে পড়েছিল। কমনরুমে তখন দু' একজন বসেছিল। ক্রিভেরা দুই ভাই 'সাপোর্ট সেডরিক' ব্যাজ অনেকগুলো জোগাড় করে সেখানে 'সাপোর্ট হ্যারি পটার' লিখেছে। 'হ্যারি পটার স্টিংকস-এর স্থানেও তা-ই করেছে। এই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে। হ্যারি প্রোট্রেট হোলের মধ্য দিয়ে নিচে নেমে হারমিওনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পরিকল্পনা অনুসারে গভীর রাতের একটু আগে নিষিদ্ধ বাগানের সীমানায় হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে চলল। যাবার আগে মোটা লেডিকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেলো।

মাঠটা বেশ অন্ধকার। হ্যাগ্রিডের কেবিনে আলো জ্বলছে... সেই দিকে ওদের দৃষ্টি। বক্সব্যাটনের ক্যারেজেও আলো জ্বলছে। হ্যারি হ্যাগ্রিডের দরজায় নক করার সময় ক্যারেজ থেকে মাদাম ম্যাক্সিমের কথা শুনতে পেল।

এসে গেছ হ্যারি? হ্যাগ্রিড ফিসফিস করে দরজাটা খুলে বাইরে তাকিয়ে বললেন।

হ্যারি কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল– ঠিক সময়ে এসেছি। হ্যারি ওর অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা খুলে ফেলল।– কেন আসতে বললেন?

হ্যাগ্রিড বললেন– তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে ডেকেছি।

হ্যাগ্রিডের দারুণ উত্তেজনা। মাথার তেল চুকচুকে চুল মোটা চিরুনী দিয়ে আঁচড়েছেন। এত জট মাথায় যে চিরুনীর কিছু অংশ ভেঙে গিয়ে চুলে আটকে রয়েছে। কোটের বোতামের হোলে মস্ত বড় একটা ফুল গুঁজেছেন।

– কি দেখাবেন বলছিলেন? হ্যারি ভাবল হ্যাগ্রিড নিশ্চয়ই তার স্ক্রিউট ডিম দিয়েছে দেখাতে ডেকেছেন, নয়ত একটা তিন মুণ্ডুওয়ালা কুকুর কারও কাছ থেকে কিনেছেন সেটাকে দেখাতে চাইছেন।

– এস আমার সঙ্গে। আবার আলখেল্লাটা পরে নাও, হ্যাগ্রিড বললেন।– আমরা ফ্যাংগকে সঙ্গে নেবো না, ও পছন্দ করবে না।

– শুনুন হ্যাগ্রিড, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। একটার আগে আমায় ক্যাসেলে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু কথাটা যেন হ্যাগ্রিডের কানে পৌঁছল না। কেবিনের দরজাটা খুলে হ্যারিকে নিয়ে বাইরে এলেন... অন্ধকার ভেদ করে চললেন। হ্যারি হ্যাগ্রিডের সঙ্গে যেতে যেতে আশ্চর্য হয়ে গেল বক্সবেটনের ক্যারেজের দিকে হ্যাগ্রিডকে চলতে দেখে।

–হ্যাগ্রিড, এখানে কেন...?

–শুন, শুন, হ্যাগ্রিড চুপ থাকতে বললেন, তারপর ক্যারেজের দরজায় তিনবার তার সোনার হ্যান্ডেলওয়ালা জাদুদণ্ড দিয়ে টোকা দিলেন।

দরজা খুলে দাঁড়ালেন মাদাম ম্যাক্সিম। তার বিরাট দেহে একটা সিল্কের শাল জড়ান। হ্যাগ্রিডকে দেখে হাসলেন– আহ্ হ্যাগ্রিড আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন।

হ্যাগ্রিড মাথা নত করলেন।... মাদামের একটা হাত সোনার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার জন্য ধরলেন।

–হ্যারিকে নিয়ে ওরা ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে চললেন। ওখানে দেখল মাদামের বিরাট ডানাওয়ালা ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যারি ঠিক বুঝতে পারছে না হ্যাগ্রিড কি চান, কোথায় তাকে নিয়ে চলেছেন। উনি কী মাদামকে দেখাতে ডেকেছেন? হ্যারি তো রোজই একবার দু'বার ওকে দেখে। তাছাড়া যে কোনও সময় তো দেখা করতে পারে। এমন কিছু বড় মাপের মানুষ নয় মাদাম ম্যাক্সিম!

হ্যারি দু' জনের কথাবার্তা তেমন ভাল করে বুঝতে পারে না।

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি অসম্ভব বিরক্ত হলো। বারবার ঘড়িতে সময় দেখতে লাগল। হ্যাগ্রিডের কোনও কিছু দেখানোর উদ্দেশ্য রয়েছে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত সিরিয়স দেরি দেখে চলে যাবেন না তো- বেশি দেরি করলে হ্যারি আর ওদের সঙ্গে যাবে না। সোজা ক্যাসেলে ফিরে যাবে। হ্যাগ্রিড ওর বান্ধবীর সঙ্গে গভীর রাতের চাঁদের আলো উপভোগ করুক। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছে ক্যাসেল আর লেক দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। হ্যারি শুনতে পেল, আগে কিছু মানুষ চেঁচামেঁচি করছে... তারপরই হাজারটা কামান দাগার মতো কর্ণভেদী শব্দ!...গর্জন!

হ্যাগ্রিড মাদাম ম্যাক্সিমকে গাছের কাছে নিয়ে গেলেন, তারপর আর এলেন না। হ্যারি তাড়াতাড়ি ওদের পাশে দাঁড়াল... হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য ওর মনে হল ও যেন আনন্দ উৎসব উপলক্ষে উন্মুক্ত জায়গায় বনফায়ার দেখছে। লোকেরা ওদেরকে ঘিরে নাচানাচি করছে।... তারপরই বিস্ময়ে হ্যাঁ হয়ে গেল। ড্রাগনস!

ও দেখলো চারটে বিরাট আকারের ড্রাগন, ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা, ওরা ডিমে তা'দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে গর্জন করছে। ওদের ঘিরে রাখা হয়েছে কাঠের তক্তার খাঁচা করে। ওরা গর্জন করছে, ফোঁস ফোঁস করার সময় নাক দিয়ে আগুন ছিটকে বেরোচ্ছে শুধু তাই নয়, ওদের বিরাট হ্যাঁ করা মুখ দিয়ে হলহল করে আগুন অন্ধকার আকাশের দিকে উঠছে। মাটি থেকে দৈর্ঘে প্রায় পঞ্চাশ ফিট হবে। একটা ড্রাগন... গায়ের রং রূপালি-নীল... মাথায় ফুঁচলো শিং... জাদুকরদের দিকে তাকিয়ে তীব্র গর্জন করছে। এমনি সবুজ রং এর মসৃণ দেহের ড্রাগন বিরাট হ্যাঁ করে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। লাল রং-এর ড্রাগন- ওর দাঁতগুলো চকচকে তীক্ষ্ণ সোনার তৈরি স্পাইকের মতো। মুখ দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো আকাশে-বাতাসে আগুনের মেঘ ছড়াচ্ছে।... আর একটি কাল রং-এর... অনেকটা টিকটিকির মতো... ওদের খুব কাছেই বসে রয়েছে।

হ্যারি দেখল কম করে তিরিশটা জাদুকর... এক একটা ড্রাগনকে সাত-আটজন জাদুকর ওদের বশে রাখবার চেষ্টা করছে। ওদের গলায় চামড়ার বকলস আর মোটা লোহার শেকল পায়ে বাঁধা। হ্যারি কাল রং-এর ড্রাগনের চোখের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো লম্বালম্বি নয়– ওপর ও নিচে আর চোখের তারা দুটো বেড়ালের মতো। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভয়ে অথবা রাগে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ্যারির দারুণ অস্বস্তি লাগল।

হ্যাগ্রিড এগিয়ে এসো না, শিকল ধরে থাকা একজন জাদুকর বলল। ড্রাগনটা এত জোরে টান মারছে, যেকোনও সময় শিকল ছিঁড়ে যেতে পারে। –ওরা মুখ থেকে কম করে বিশ ফিট পর্যন্ত আগুনে ছোটাতে পারে। আমি হর্নটেলদের চল্লিশ ফিট পর্যন্ত দেখেছি, জাদুকরটি বলল।

হ্যাগ্রিড ড্রাগনগুলোর দিকে মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল– সত্যি বড় সুন্দর।

আর এক জাদুকর বলল– তেমন ভাল নয় তিন গোনার পর হঠাৎ স্টানিং স্পেল হচ্ছে। হ্যারি আরও দেখল প্রতিটি জাদুকর তাদের জাদুদণ্ড বার করল।

ওরা সকলে সমবেত কণ্ঠে বলল, স্টুপিফাই... স্টার্নিং স্পেল বন্ধ হয়ে আকাশের রকেটের মতো উড়ে গিয়ে ছোট ছোট তারার বৃষ্টি শুরু হল।... দেখতে দেখতে সব ড্রাগন শান্ত হয়ে বসে রইল।

– কাছে গিয়ে ওদের দেখবেন? হ্যাগ্রিড মাদাম ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস করল। ওরা ফেন্স পর্যন্ত গেলেন। পেছনে পেছনে হ্যারিও গেল। যে জাদুকর হ্যাগ্রিডকে কাছে আসতে মানা করেছিল... হ্যারি তাকে চিনতে পারলো– চার্লি উইসলি!

– ভাল আছেন হ্যাগ্রিড? চার্লি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। তারপর কথা বলার জন্য এগিয়ে এল। ওরা এখন শান্ত; ওদের আমি ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছি। ওদের

অবশ্য গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে ভাল... সবকিছু শান্ত থাকে... কিন্তু দেখলেন তো, একেবারেই অশান্ত ওরা শান্ত নয়, একেবারেই অশান্ত।

হ্যাগ্রিড বললেন– চার্লি তুমি এখানে কেন এসেছ? কাল ড্রাগনটার চোখ দুটো তখনও খোলা। হ্যারি দেখল ওর কাল চোখের ওপরে হলুদ লম্বা দাগ। তারই তলায় বেড়ালের মতো জ্বল জ্বলে চোখ।

চার্লি বলল– এটা হাংগেরিয়ান ড্র্যাগন।... তারপর তার নানা ব্যাখ্যা দিতে লাগল।

– আপনি মাদামকে সঙ্গে আনবেন জানতাম না হ্যাগ্রিড, চার্লি বলল।– চ্যাম্পিয়নদের এটা আগে থেকে জানা ঠিক নয়।... হয়ত ছাত্র-ছাত্রীদের, প্রতিযোগীকে ফাঁস করে দিতে পারেন উনি।

হ্যাগ্রিড বললেন, দুঃখিত, আমি এতোটা ভেবে দেখিনি।... এখনও তার চোখ সবক'টি ড্রাগনের দিকে।

চার্লি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল– খুব রোমান্টিক ডেটিং করেছেন কিন্তু!

চারটে ড্রাগন,... হ্যাগ্রিড বললেন। প্রতি চ্যাম্পিয়নের জন্য একটা ড্রাগন; তাই না? ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে?

চার্লি বলল– টুর্নামেন্ট কমিটি যে হর্নটেল ডিম দিয়েছে, খুবই মারাত্মক। কেন জানি না এমন চাইছে। ওদের ল্যাজের দিক সবচেয়ে মারাত্মক।

চার্লি আঙ্গুল দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ ড্র্যাগন দেখাল। হ্যারি দেখল ওদের ল্যাজের প্রতিটি ইঞ্চিতে একটা করে বর্শার মতো তীক্ষ্ণ ফলাকা। রং গুলো ব্রোঞ্জের মতো।

পাঁচজন চার্লির লোক কম্বলে করে গ্রানাইট-ধূসর রং-এর বিরাট বিরাট ডিম নিয়ে এসে ওদের পাশে খুব যত্ন করে রাখল। হ্যাগ্রিড এমন ভাবে তাকাল যেন ওগুলো পেলে খুব খুশি হয়।

– দেওয়া যাবে না হ্যাগ্রিড, সবগুলোতে গোনাগুনতি, চার্লি বলল।... যাকগে হ্যারি কেমন আছে? (হ্যারি গাছের পেছনে অদৃশ্য আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে ছিল)

– খুব ভাল, হ্যাগ্রিড বলল। তখনও ওর চোখ ডিমের দিকে। চার্লি গম্ভীর হয়ে বলল– আশা করুন এদের সঙ্গে লড়াই করবার পর যেন ওরা ভাল থাকে। তারপর মারাত্মক ড্রাগনদের দিকে তাকিয়ে বলল। আমি অবশ্য মামকে বলিনি হ্যারিকে প্রথম কাজে কি করতে হবে। মা তো খবর পাবার পর ভয়ে-ভাবনায় বাচ্চা বেড়ালের মতো কাঁপছেন। চার্লি ওর মায়ের গলার স্বর নকল করে বলল

'ওইটুকু ছেলেকে ওরা কি বলে টুর্নামেন্টে যোগ দিতে দিল! ওরা সবাই ভাল থাকুক। আশ্চর্য ওদের কী বয়সসীমা নেই।'

ডেইলি প্রফেটে খবরটা পড়বার পর কেঁদেকেটে অস্থির 'এখনও ও ওর মা-বাবার কথা ভাবে। ওকে রক্ষা কর প্রভু... আমি আগে জানলে!'

ড্রাগন, হ্যাগ্রিড, মাদাম ম্যাক্সিমের সঙ্গ ছেড়ে হ্যারি পালাতে পারলে বাঁচে। মাথায় ঘুরছে সিরিয়সের সঙ্গে ঠিক সময়ে দেখা করার। ও কিছু না জানিয়ে ক্যাসেলে ফিরে চলল।... ও দৌড়তে লাগল। হাতে মাত্র পনের মিনিট সময় আছে কমনরুমে ফায়ার প্লেসের সামনে সিরিয়সের সঙ্গে মুলাকাত করার।....কিছুক্ষণ আগে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে গিয়ে যা দেখে এসেছে... কাকে বলবে? ও প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে পড়ে গেল। চোখের চশমাটা সরে গেল। ও আলখেল্লা খুব শক্ত করে চেপে ধরল। খুব কাছ থেকে কে একজন বলে উঠল, আউচ, ওখানে কে?

হ্যারি দেখল আলখেল্লাটা ঠিক মতো আছে কিনা। যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ও উল্টে পড়ে ছিল অন্ধকারে তাকে দেখতে চেষ্টা করল।... কারকারফ দাঁড়িয়ে আছেন।

কারকারফ আবার বললেন– কে ওখানে? অন্ধকারের মধ্যে যার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাকে খুঁজতে লাগলেন। হ্যারি কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কারকারফ অনেকটা সময় খুঁজে যখন কাউকে দেখতে পেলেন না, ভাবলেন হয়ত কোনো জন্তুর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। কোনও কুকুর-টুকুর হতে পারে। তারপর তিনি যেখানে ড্রাগনরা রয়েছে সে দিকে চলে গেলেন।

হ্যারি খুব সর্তকভাবে ধীরে ধীরে দাঁড়াল। আবার দৌড়তে লাগল– হোগার্টের দিকে। হোগার্ট এখন অন্ধকারাছন্ন।

কারকারফ কেন ওখানে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে ওর কোনও সন্দেহ রইল না। জাহাজ থেকে বেরিয়ে খুব সম্ভবত প্রথম কাজ সম্বন্ধে জানতে চলেছেন।...যাবার সময় হয়তো হ্যাগ্রিড- মাদাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়ে যেতে পারে। তাহলে ঘন অন্ধকারে দূর থেকে দেখতে পাওয়া হয়ত সম্ভব নয়।... একটি মাত্র পথ ওদের কথাবার্তার শব্দ। মাদাম ম্যাক্সিমের মতো জানতে চান চ্যাম্পিয়েনের জন্য কি কাজ লুকিয়ে আছে। তা হলে সকলেই জেনে যাবে, শুধু একজন জানবে না- সে হলো সেডরিক!

হ্যারি ক্যাসেলে পৌছল। ফ্রন্ট ডোরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে মার্বল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জন্য হাঁফাতে লাগল। কিন্তু দাঁড়ালে চলবেনা। ফায়ার প্লেসে পৌছবার আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে।

ফ্যাট লেডির সামনে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ব্যালডারড্যাশ'! প্রোট্রেট হোলে ও তখন নাক ডাকছে।

ঘুমের ঘরে ফ্যাট লেডি কিছু বলল হ্যারি ঠিক বুঝতে পারলো না। ও এক সেকেন্ড দেরি না করে ও ভেতরে ঢুকে গেল। কমনরুম শূন্য।

হ্যারি তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হবার আলখেল্লা খুলে ফেলল। ফায়ার-প্লেসের সামনে আর্মচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। ঘরটা আবছা অন্ধকার। আগুন জ্বলছে... তাঁর থেকে যতটুকু আলো আসছে। কাছাকাছি একটা টেবিলে 'সেডরিক ডিগরি' ব্যাজ পড়ে। ক্রিভেরা খুব সম্ভব সেই 'পটার রিয়েলী স্টিংকস' ব্যাজগুলো বদলাবার চেষ্টা করছিল। হ্যারি পেছন ফিরে আগুনে শিখার দিকে তাকাল। তারপরই লাফিয়ে উঠল।

আগুনের মধ্যে সিরিয়সের মাথা 'বসে আছে'। বহুদিন পর হ্যারি মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলে উঠল, সিরিয়স... আপনি কেমন আছেন?

সিরিয়সকে অন্যরকম লাগছে। আগে দেখেছিল কৃশকায় আর বিমর্ষ মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা চুল, কাল কুচকুচে। এখন চুল ছোট ছোট ছাঁটা। মুখটাও ফোলা ফোলা... বয়স অনেক কম মনে হচ্ছে। হ্যারির কাছে যে ফটোটা আছে অনেকটা তারই মতো। ফটোটা হ্যারির বাবা-মা'র বিয়ের সময় তোলা হয়েছিল।

– আমার কথা বাদ দাও, তুমি কেমন আছ বল? সিরিয়স সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন।

–আমি... হ্যারি বলতে চাইল 'খুব ভাল'– কিন্তু বলতে পারলো না।... বহুদিন চুপ করে থাকার বাঁধ ভাঙল। ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটুও না থেমে বলে গেল।... বলল, কেন কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না আমি টুর্নামেন্টে নাম দিই নি। রিটা স্কীটার কেন ওর সম্বন্ধে আজেবাজে মিথ্যে কথা লিখেছে ডেইলি প্রফেটে, কেন ও মন খুলে স্বাচ্ছন্দ্যে সহজভাবে করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে না... এমন কি ওর প্রাণের বন্ধু রনও ওর কথা একটুও বিশ্বাস করতে চাইছে না। ওর সঙ্গে কথা বন্ধ। রন ওকে হিংসে করছে।... একটু আগে হ্যাগ্রিড আমাকে প্রথম কাজে কি করতে হবে তাও দেখিয়েছে- ড্র্যাগন, মারাত্মক ভয়াল ভয়াবহ ড্র্যাগনদের সঙ্গে লড়াই।...বলুন, সিরিয়স কোন অপরাধে আমি আজ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হয়েছি?

সিরিয়স উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালেন। এখনও ওর দৃষ্টি আগের মতো ঠিক আছে আজকাবান তা কেড়ে নিয়ে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে পরিণত করতে পারেনি। ভৌতিক দৃষ্টি! হ্যারিকে কোনও রকম বাধা না দিয়ে মনপ্রাণ খুলে সব কথা বলে যেতে দিলেন।... কিন্তু বললেন, ড্র্যাগনদের আমরা কব্জা করতে পারি হ্যারি।... কিন্তু তা করতে হবে এক মিনিটের মধ্যে- আমি এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না... আমি আগুন ব্যবহার করার জন্য জাদুকরী বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকেছি, তবে তারা যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। কয়েকটা বিষয় তোমায় সাবধান করে দিতে চাই।

কী বলুন, হ্যারি বলল। ওর মনটা হঠাৎ সামান্য দমে গেল। ড্র্যাগনদের

আসাটা খুবই চিন্তার বিষয়?

সিরিয়স বললেন, কারকারফ একজন ডেথইটার এবং ভোল্ডেমর্টের অনুচর। তুমি জান ডেথইটার কাদের বলা হয়?

– হ্যাঁ- ও- কেন?

– ও ধরা পড়েছিল। আমার সঙ্গে আজকাবানে... কিন্তু মুক্তি পেয়েছে।

– সেই কারণেই ডাম্বলডোর এই বছর একজন অররকে কে হোগার্টে এনেছেন... ও কি করছে না করছে লক্ষ্য করার জন্য। মুডি, কারকারফকে ধরেছিল। প্রথমেই ওকে আজকাবানে পাঠানো হয়েছিল।

কারকরফ কেমনভাবে ছাড়া পেল, হ্যারি খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল। ওর মস্তিস্ক অপেক্ষা করছে আরও একটা জঘন্য, অতিশয় বেদনাদায়ক খবর শোনার জন্য। –ওকে মুক্তি দিল কেন?

কেন আবার, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটা রফা করেছিল, সিরিয়স ঘেন্নায় নাকসিঁটকে বললেন। ও বলল, ও অন্যায় করেছে... ওর বদলে অনেক লোক আজ কারাবন্দি হল... ওই শয়তান মোটেই জনপ্রিয় ছিল না, আমি তোমায় হলফ করে বলছি। ও মুক্তি পাবার পর... তোমায় শুধু বলছি ও ডার্ক আর্ট শেখায় কাদের জান? যারা যারা ওর স্কুল থেকে পাস করে চলে যায় তাদের। তাহলে কী হ'ল? ডারমস্ট্রাংগ চ্যাম্পিয়েনের ওপরও গাফিলতি করবে না... কড়া নজরে রাখবে।

– ঠিক আছে, হ্যারি বলল– কিন্তু... তাহলে কী বলতে চান কারকারফ আমার নাম গবলেটে রেখেছিল? যদি রেখে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে হয় সে একজন দক্ষ অভিনেতা। আমার নাম আসাতে ও দারুণ রেগে গিয়েছে... আমি যাতে না আসতে পারি তার জন্য প্রচুর তর্কবির্তক করেছিল।

সিরিয়স বলল– ও যে একজন ভাল অভিনেতা তা' আমরা জানি। মিনিস্ট্রিকে ও যে সৎলোক, কোনও দোষ করেনি, তা বেশ ভাল করেই বুঝিয়েছিল মুক্তি পাবার জন্য কি বল তাই না?... যাক সে কথা আমাদের ডেইলি প্রফেটের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে... মনে রাখবে হ্যারি।

আপনি, আমি শুধু নয় সারা পৃথিবীর, হ্যারি তিক্ত কণ্ঠে বলল।

গত মাসে ওই স্কীটারের ডেইলি প্রফেটে লেখার পর হোগার্টে আসার সময় মুডিকে আক্রমন করা হয়েছিল।... হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করেই জানি ও লিখেছে ওটা একটা সাজানো ব্যাপার, সিরিয়স তাড়াতাড়ি বললেন।...

হ্যারিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন – ওকে আক্রমণ করার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। হয়ত কেউ ওকে হোগার্ট-এ আসতে বাধা দিয়েছিল। অনেকেই জানে মুডি থাকলে ওদের একটু অসুবিধে হয়।... বুঝলে মুডি মোটেই

বোকা লোক নয়। সব জানেন। সব বোঝেন। সেই জন্যই তো মিনিস্ট্রির ও একজন সুদক্ষ 'অরর'।

তো আপনার মত কী? হ্যারি বলল, তাহলে কারকারফ আমাকে খতম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে? কিন্তু... কেন?

সিরিয়স ধীরে ধীরে বললেন– আমি ইদানীং অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা শুনছি, সিরিয়স গম্ভীর হয়ে বললেন– ইদানীং ডেথইটাররা খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিডিচ ওয়ার্ল্ড কার্প খেলার সময় তারা তাদের তাগিদ দেখিয়েছিল– কী ঠিক বলছি না? মাঝে মাঝে ডার্কমার্ক ব্যবহার করছে... তারপর... তুমি কী শুনেছ মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের জাদুকরীকে পাওয়া যাচ্ছে না?

বার্থা জোরকিনস্, হ্যারি বলল।

ঠিক, ঠিক বলেছ। ও আলবিনিয়াতে হারিয়ে গেছে... মানে উধাও।... এবং এমন একটা গুজব আছে যে ভোল্ডেমর্টকে শেষ ওখানে দেখা গিয়েছিল।... মনে হয় জোরকিনস্ জানে ট্রিই-উইজার্ড কাপ শুরু হচ্ছে... তাই না?

তবে আমার মনে হয় না ও সোজা ভোল্ডেমর্টের কাছে গেছে। সিরিয়স বিমর্ষ হয়ে বলল– শোন, আমি বার্থা জোরকিনসকে ভালভাবেই জানি। ও হোগার্টে যখন পড়তো আমি আর তোমার বাবা এখানে তার চার বা পাঁচ বছরের সিনিয়র ছিলাম। নাম্বার ওয়ান মূর্খ। মাথায় কিছু নেই অথচ দেখায় সব জানে। কিছু জানে না। ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে টিকতে পারবে না হ্যারি। এত মুর্খ যে ওকে ফাঁদে ফেলা সহজ।

তো ভোল্ডেমর্ট টুর্নামেন্টের খবর রাখে? হ্যারি বলল। আপনার কি মনে হয় কারকারফ ওর নির্দেশে এখানে এসেছেন?

ঠিক জানি না; সিরিয়স বললেন, সত্যি আমি বলতে পারছি না। কারকারফ কখনই ভোল্ডেমর্টের কাছে যাবে না। যদি না ও জানে বিপদে-আপদে ভোল্ডেমর্ট ওকে ছাতা দিয়ে ওর মাথা রক্ষা করবে। মানে ভোল্ডেমর্ট খুবই শক্তিশালী।... তবে সে তোমার নাম গবলেটে রেখেছে... একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে রেখেছে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে টুর্নামেন্ট চলার সময় তোমার ওপর আক্রমণ হবে, আর সেই 'আক্রমণ' প্রচারিত হবে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে!

হ্যারি বলল– তাহলে খুব ভাল পরিকল্পনা বলতে হয়। ড্র্যাগন আমার কাছে ছেড়ে দিতে পারে। ওর চরেরা হয়ত সেখানে আছে।

ঠিক। তবে তুমি খুব সাবধানে ড্র্যাগনদের সঙ্গে লড়াই করবে। ড্র্যাগনরা খুবই শক্তিশালী। ওদের মন্ত্র দিয়ে আটকানো খুবই শক্ত। অন্তত দু'জন জাদুকর দরকার একটা ড্র্যাগনকে কাবু করে রাখতে।

হ্যারি বলল– আমি জানি, দেখেও এসেছি।... বাইরে পদশব্দ শোনা যেতেই হ্যারি থেমে গেল। প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে কে যেন আসছে!

আপনি যান, হ্যারি সিরিয়সকে বলল– কে যেন ঘরের দিকে আসছে।

ফায়ার প্লেসে একট 'পপ' শব্দ হ'ল।

সিরিয়স চলে গেলেন। ভয় পাবার কিছু ছিল না। পদশব্দ রনের। রনের পরনে লাল পাজামা, ঘরে ঢুকে ও হ্যারিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ঘরটার চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে তাকাল।

কার সঙ্গে কথা বলছিলে? রন বলল।

হ্যারি একগুয়ের মতো বলল– তাতে তোমার কী?... এত রাতে তুমিই বা এখানে এসেছ কেন?

রন বলল– ডরমেটরিতে তোমার বেডে তোমায় দেখতে পেলাম না... তাই।

বুঝেছি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে?

ভুল করছ। বেশ আমি চললাম আমার ঘরে।... তবে তুমি ভুল করছ।... যাকগে, তুমি তোমার আসন্ন সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

হ্যারি একটা 'পটার রিয়েলী স্টিংকস' ব্যাজ টেবিল থেকে নিয়ে সেটা হাত দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে রনের দিকে ছুঁড়ে মারল। ওটা সোজা গিয়ে রনের কপালে লেগে ছিটকে পড়ল।

যাও এখান থেকে, হ্যারি বলল,... মঙ্গলবার তুমি ওটা পরবে। কপালে কাটা দাগও থাকতে পারে... তুমি তো তাই চাও... তাই না?

হ্যারি দারুণ রেগে আছে। রন কাছে এলে ওকে একটা ঘুঁষিও মারতে পারে। চাইল রন-ও যেন পাল্টা আক্রমণ করে। কোনো উত্তর না দিয়ে রন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি দৌড়ে ঘরে চলে গিয়ে বিছানায় শুয়ে রাগে ফোস ফোস করতে লাগল। রনকে বিছানায় আসতে দেখল না।

বিংশ অধ্যায়

দ্য ফার্স্ট টাস্ক

সেদিন ছিল রোববার। সকাল বেলা উঠে যেমন তেমন করে ড্রেস পড়লো। কোনো মনযোগ ছিল না জামা পরায়। টুপিটাকে মোজা মনে করে পা গলালো। তারপর যখন বুঝলো এটা মোজা নয়, ওটা ফেলে মোজা নিল। তারপর যখন সবকিছু ঠিকঠাক পরে নিয়ে হারমিওনের খোঁজে বেরোল। হারমিওন তখন গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসে বসে জিন্নির সঙ্গে গ্রেট হলে নাস্তা করছে। ওর খাবার তেমন ইচ্ছে নেই, অপেক্ষা করতে লাগল হারমিওনের কখন পরিজ খাওয়া শেষ হবে। ওর খাওয়া শেষ হলে ওকে এক রকম টানতে টানতে আরও একবার হাঁটার জন্য নিয়ে গেল। হারমিওন অনেক ভোরে উঠে মর্নিং ওয়াক শেষ করেছে। – চলতে চলতে ওকে গত রাতে হ্যাগ্রিড ও ড্র্যাগনের কথা বলল। শুধু তাই নয় সিরিয়সের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে তাও।

কারকারফের কথা শুনে হারমিওন বিচলিত হলেও আরও বেশি ভয় পেল ড্র্যাগনের ভয়াবহ সব কথা শুনে। ওর মনে হল কারকারফের চেয়ে ড্র্যাগন আরও বেশি মারাত্মক! সমস্যা তো বটেই।

যাকগে মঙ্গলবার সন্ধ্যে পর্যন্ত ওসব কথা বাদ দাও, হারমিওন বেপরোয়া হয়ে বলল।– তারপর কারকারফ সম্বন্ধে ভাবা যাবে।

একই সমস্যা, ভয়... ইত্যাদি আলোচনা করতে করতে অন্তত কম করে তিনবার লেকের চার ধারটা ঘুরল। আলোচনা করতে লাগল ছোটখাট অতি সাধারণ জাদুমন্ত্র কেমন করে দুর্দান্ত ড্র্যাগনদের কাবু করতে পারা যায়। সমস্যার সমাধান হ'ল না, ছোট-খাট স্পেলের কথা মাথায় এলো না। শেষ পর্যন্ত ওরা লাইব্রেরিতে এসে বসল।... লাইব্রেরিতে ভয়ঙ্কর ড্র্যাগন সম্বন্ধে যত বই আছে, সব টেনে নামাল। যদি কিছু সূত্র পাওয়া যায়। দু'জনে সব বই পুংখানুপুংখ দেখতে লাগল।

টেলন- ক্লিপিং বাই চার্মস... ট্রিটিং সেকল রট... এটা ঠিক নয়, হ্যাগ্রিডের জন্তু-জানোয়ারদের কাছের বই। তাদের প্রতিপালনের বই।

'ড্র্যাগনদের মেরে ফেলা অতি কঠিন কাজ... কারণ তাদের শক্ত মোটা চামড়া, জাদুমন্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত। খুব শক্তিশালী জাদুমন্ত্র ছাড়া সেই চামড়া ভেদ করতে পারে না' কিন্তু সিরিয়স যে আমাকে বললেন শক্তিশালী জাদুমন্ত্রের প্রয়োজন নেই... খুব সাধারণ জাদুমন্ত্রে ওরা কাবু হবে।

দেখা যাক ছোটখাট জাদুমন্ত্র সংক্রান্ত বই... তারপর, হ্যারি বলল। ছুঁড়ে ফেলে দিল মেন হু লাভ ড্র্যাগন টু মাচ (যে সমস্ত মানুষ ড্র্যাগনদের খুব ভালবাসে) বাকি সব বই ফেরত দিয়ে ওরা দু'জনে পালা করে বইয়ের প্রতিটি পাতা মন দিয়ে পড়তে থাকে। হারমিওন বিড়বিড় করে পাতা প্রথম পাতার পড়ে উল্টোতে থাকে।– হ্যাঁ এইতো- সুইচিং স্পেল সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা রয়েছে... কিন্তু সুইচিং করার প্রয়োজন কিসের?... কোনোটাই সুবিধের মনে হয় না। ট্রান্সফিগার করলে কেমন হয়? কিন্তু অত বড় জন্তুকে কি ট্রান্সফিগার করা সম্ভব হবে? ম্যাকগোনাগল বলেছেন, আগে নিজেদের ওপর প্রয়োগ করতে।

কিন্তু কোন কিছুই ঠিক হল না। ক্রামকে আসতে দেখে ওরা লাইব্রেরি থেকে চলে গেল। ক্রাম লাইব্রেরির এক কোনায় বসে বই পড়তে লাগল।

* * *

হ্যারি সেই দিন রাত্রে একদম ঘুমোতে পারছেনা। সোমবার সকালে উঠে ভাবল বাঁচতে গেলে হোগার্ট থেকে পালিয়ে যেতে হবে। এর আগে এমন চিন্তা মাথায় আসেনি। কিন্তু গ্রেট হলে ব্রেকফাস্ট খেতে এসে ওর ভাবনা বদলে গেল। চারদিকে বন্ধু-বান্ধদের হৈ চৈ, আনন্দ, গল্প গুজব... ক্যাসেল ছেড়ে চলে গেলে অন্য কোথায় পাবে না। হয়ত মা-বাবার কাছে থাকলে জীবনটা অন্য রকম হত... কিন্তু মা-বাবা? তাদের কথা ওর মনে পড়ে না।

যাই হোক, এখানে থেকে ড্র্যাগনের মুখোমুখি হওয়া প্রিভেট ড্রাইভে ডার্সলে পরিবারের সঙ্গে থাকার চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। এই সব কথা ভেবে ওর মন শান্ত হল। ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি সেরে ও আর হারমিওন বাইরে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে দেখল হাফলপাফের টেবিল থেকে সেডরিক ডিগরি চলে যাচ্ছে।

সেডরিক ড্রাগন সম্বন্ধে হয়ত কিছু জানে না... তা হলে সে একমাত্র চ্যাম্পিয়ন যে জানে না। ম্যাক্সিম এবং কারকারফ নিশ্চয়ই ফ্লেউর আর ক্রামকে বলেছেন।

হ্যারি বলল– হারমিওন, তোমার সঙ্গে গ্রীন হাউজে দেখা হবে। তখন সে দেখল সেডরিক হল ছেড়ে যাচ্ছে। তুমি এগোও আমি তোমাকে ধরছি।

হ্যারি, তোমার লেট হয়ে যাবে... এখনই ক্লাসের ঘণ্টা বাজবে।

আমি তোমাকে ধরে ফেলব, ঠিক আছে?

হ্যারি যখন মার্বেল সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমেছে, সেডরিক তখন দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। ওর সঙ্গে সিক্সথ ইয়ারের অনেক ছেলেমেয়ে। হ্যারির ওদের সামনে সেডরিকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলো না। ওই ছেলেমেয়েগুলো রিটা স্কীটারের লেখা পড়ে পড়ে সকলকে শোনাচ্ছিল। হ্যারি সেডরিকের পেছনে পেছনে চলল... সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে। ও দেখল সেডরিক চার্মস করিডরের দিকে এগোচ্ছে।... তখন ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। ও নিজের জাদুদণ্ডটা টেনে বার করে খুব সাবধানে নিশানা করে বলল, 'ডিফিনডো'।

সেডরিকের ব্যাগটা ছিঁড়ে গেল। ব্যাগের মধ্য থেকে পার্চমেন্ট, পালক, বই-খাতা ছড়িয়ে পড়লো ফ্লোরে। তিন-চারটে কালির দোয়াত ভেঙে গেল।

ওর বন্ধুরা মাটিতে পড়ে থাকা বই-খাতা তুলেদিতে থাকে। সেডরিক ওর বন্ধুদের বলল, আমিই তুলছি, তোমরা যাও আর ফ্লিটউইককে বলবে... আমি একটু পর আসছি... যাও।

এই রকম একটা পরিস্থিতি হ্যারি মনে মনে কামনা করছিল। ও জাদুদণ্ডটা আলখেল্লার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল, অপেক্ষা করতে লাগল সেডরিকের বন্ধুদের ক্লাসরুমে চলে যাওয়ার। করিডর তখন শূন্য... সেডরিক আর হ্যারি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাই, সেডরিক বলল, তুলে নিল এক কপি এ গাইড টু অ্যাডভান্সড ট্রান্সফিগারেশন... সেটাও কালি মাখামাখি।– আমার ব্যাগটা হঠাৎ কেন জানি না ছিড়ে গেল... একেবারে নতুন ব্যাগ...।

সেডরিক, হ্যারি বলল– শুনেছ তো আমাদের প্রথম টাস্ক ড্র্যাগনস।

কী বললে? সেডরিক মুখ তুলে তাকাল।

ড্রাগনস্ ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, হ্যারি দ্রুত বলল... প্রফেসর ফ্লিটউইক যে কোনও সময়ে এসে পড়তে পারেন।– চারটে ড্র্যাগন এসেছে, একজনের জন্য এক একটা... আমাদের তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সেডরিক, হ্যারির দিকে সোজাসুজি তাকাল। হ্যারির মনে হল তারই মতো সেডরিক খবরটা শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছে। গত শনিবার থেকে হ্যারির মনে স্বস্তি নেই।

তুমি ঠিক বলছ? ভয়ার্ত স্বরে সেডরিক জিজ্ঞেস করল।

অবশ্যই, হ্যারি বলল– আমি স্বচক্ষে ওদের দেখে এসেছি।

কিন্তু তুমি ওদের পেলে কোথায়? আমাদের তো জানার কথা নয়।

আমি শুনেছি, হ্যারি বলল- (সত্যি কথাটা বললে হ্যাগ্রিড হয়ত বিপদে পড়তে পারে)– আমি ছাড়া অনেকেই জানে। এখন হয়ত ফ্লেউর, ক্রাম জেনে গেছে।

মাদাম ম্যাক্সিম, কারকারফ দু'জনেই ড্রাগন দেখেছেন।

সেডরিক কালিমাখা হাতে খাতা-বইপত্র, কুইল, পার্চমেন্ট ইত্যাদি তুলে ছেঁড়া ব্যাগটায় রাখতে রাখতে হ্যারির দিকে তাকাল। ওর চোখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ।

এসব আমাকে বলছ কেন?

হ্যারি ওর কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল। হ্যারি ভেবেছিল সেডরিক ওকে জিজ্ঞেস করবে নিজে দেখেছে কিনা। হ্যারি মনেপ্রাণে চায় না ওর সবচেয়ে শত্রুও যেন ওই সব দানব-সম ড্র্যাগনদের সামনে প্রস্তুতি না হয়ে সম্মুখীন হয়।

এমনকি ম্যালফয়, স্নেইপও নয়।

আমাদের জানার কোনও দোষ নেই। হ্যারি সেডরিককে বলল। – আমরা এখন একই পথের পথিক।

কিন্তু সেডরিক সব শোনার পরও যেন মন থেকে সন্দেহ সরাতে পারে না। হ্যারি শুনতে পেল এক পরিচিত কণ্ঠস্বর। ও পেছন ফিরল দেখল, মুডি একটা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসছেন।

বললেন,– আমার সঙ্গে চল পটার, ডিগরি তুমি এখন যেতে পার।

হ্যারি ভয়ে ভয়ে ম্যাড-আই মুডির দিকে তাকালো। ভাবল ওদের কথা কি শুনতে পেয়েছেন? প্রফেসর এখন আমার 'হারবোলজির' ক্লাস আছে।

থাকুক পটার আমার অফিসে চল।

হ্যারি, মুডির পিছু পিছু চলল। মনে দারুণ দুঃশ্চিন্তা! যদি শুনে থাকেন তাহলে? যদি মুডি জানতে চান কেমন করে ও ড্র্যাগনদের সংবাদ পেল! মুডি তাহলে কী ডাম্বলডোরের কাছে গিয়ে হ্যাগ্রিডের নামে নালিশ করবেন? তা- না করে হ্যাগ্রিডকে কাণ্ডহীন লোক ভাববেন?

হ্যারিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মুডি দরজা বন্ধ করেছিলেন।– হ্যারির দিকে তার দু' রকম চোখ দিয়ে তাকালেন। সাধারণ ও 'ম্যাজিক্যাল আই'।

মুডি ধীর শান্তস্বরে বললেন,– তুমি খুব চমৎকার কাজ করেছ পটার। হ্যারি কি বলবে ভেবে পায় না। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া মুডির কাছ থেকে আশা করেনি হ্যারি।

বস, মুডি বললেন। হ্যারি বসল, চারদিক তাকাল।

এর আগেও দু' একবার হ্যারি মুডির ঘরে এসেছে। প্রফেসর 'লকহার্ট ডে'তে। ঘরটা এখন নতুন করে ঢেলে সাজান হয়েছিল। দেওয়ালে নতুন প্লাস্টার, রং... দেওয়ালে বড় বড় লকহার্ট আর অন্যদের ফটো। লুপিন যখন ঘরটায় থাকতেন অন্য-রকম ছিল। নানা রকমের ছবি, ডার্ক ক্রিয়েচারদের স্পেসিমেন ক্লাসে পড়াশুনোর জন্য কিনতেন। এখন ভোল পাল্টে গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসে ঠাঁসা।

খুব সম্ভব মুডি যখন 'অরর' ছিলেন তখন সেগুলো ব্যবহার করতেন। টেবিলের ওপর রেখেছেন 'স্তিকোস্কোপ'। ওর কাছে একটা আছে তবে সেটা আয়তনে ছোট ঘরের একটা সোনার টিভি এরিয়ল। ওটা থেকে মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালে প্রচণ্ড বড় একটা আয়না ঝুলছে- তবে তাতে কোনও ঘরের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছেনা। তার মধ্যে ছায়ার মতো কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনটাই পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না।

হ্যারিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুডি বললেন– আমার 'ডার্ক ডিটেক্টর কেমন মনে হচ্ছে? সোনার এরিয়লটা দেখিয়ে হ্যারি বলল,– ওটা কী? – গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে 'সিক্রেসী সেনসর'। কোনও কিছু লুকিয়ে রাখলে অসত্য বললে ওটা ভাইব্রেট করে (কাঁপতে থাকে)। এখানে অবশ্য এটা তেমন কাজের নয়। সব ছাত্র-ছাত্রী শুধু গোপন করে না, মিথ্যেও বলে। যেদিন থেকে এটা রেখেছি ক্রমাগত ভাইব্রেট করে আর হুমহুম শব্দ করে। 'স্তিকোস্কোপও' একই ব্যাপার... চালু রাখলে পিপ পিপ পিপ শব্দ বন্ধ করে না– তাই বাধ্য হয়ে অফ করে রেখেছি।

আর ওই অদ্ভুত আয়না?

ওটাতে কেবল মাত্র শত্রুদের ছায়া পড়ে। দেখতে পাচ্ছোনা ওদের ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে? তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই, সাবধান হই যদি না ওদের চোখের সাদা অংশ না দেখি।... দেখতে পাই যখন আমার ট্রাঙ্ক খুলি।

মুডি খুক খুক করে হেসে জানালার ধারে বিরাট এক ট্রাঙ্ক দেখালেন। হ্যারি দেখল ট্রাঙ্কে পর পর সাতটা চাবির গর্ত। কেন পর পর সাতটা গর্ত। কি আছে ট্রাঙ্কে হ্যারি বুঝতে পারে না। মাথার ভেতরটা কেমন কেমন করে। মুডির কথায় ওর চিন্তা ব্যাহত হয়। স্বপ্নের জগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে ।

তাহলে তুম স্বচক্ষে ড্র্যাগন দেখেছ?

হ্যারি কিছু বলতে গিয়ে থমমত খেয়ে যায়। ভয় করতে থাকে- কিন্তু কোথায় দেখেছে সেডরিককে বলেনি।... অবশ্যই মুডিকেও বলবে না... কোথায় দেখেছে, কে দেখিয়েছে। বললেই হ্যাগ্রিড নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারেন। মুডি বুঝতে পারে হ্যারি কেন চুপ করে আছে।

– খুব ভাল কথা, মুডি মুখে ব্যথা পাওয়ার শব্দ করে চেয়ারে বসে কাঠের পাটা ছড়িয়ে ছিলেন। টুর্নামেন্টও 'চিটিং বলতে পার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত... চলে আসছে।

আমি কাউকে চিট করিনি, করবোও না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা হঠাৎ হয়েছে বলতে পারেন, হ্যারি পরিষ্কার কণ্ঠে বলল।

কথাটা শুনে মুডি হাসলেন- আমি তোমাকে কোনও দোষ দিচ্ছি না। আমি তো তোমার সম্বন্ধে ডাম্বলডোরকে ভাল কথাই বলি।...ডাম্বলডোর কখনও কাউকে

গোপন কথা বলেন না। কারকরফ আর মাদাম ম্যাক্সিম ডাম্বলডোরের মতো উঁচু মাপের মানুষ নয়। ওরা সব সময় সব ব্যাপারে ডাম্বলডোরকে হেয় করার চেষ্টা চালায়।

মুডি কথাগুলো বলে সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসার সাথে সাথে ওর 'ম্যাজিক্যাল আই' বন বন করে ঘুরতে লাগল। তাই দেখে হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেল, বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগল।- ভাবছ ড্র্যাগন পরীক্ষা কেমনভাবে উৎরোবে তাই না?

না তা' নয়।

ওয়েল, তোমাকে আমি কিছু বলবো না। আমি পক্ষপাত মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। তাইলেও তোমাকে কয়েকটা উপদেশ দিতে চাই। প্রথমটা হচ্ছে, নিজের শক্তি ও বুদ্ধির ওপর আস্থা।

দুটোই আমার নেই।

ভুল যদি বলি কিছু মনে করবে না। আমার মতে তোমার দুটোই আছে।...মনে মনে ভাব তোমার শক্তি সম্বন্ধে, মনোবল বাড়াও। তোমার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভাব। কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ?

হ্যারি, মুডীর কথা বুঝতে চেষ্টা করে.. কিসে ও শ্রেষ্ঠ?

কিডিচ খেলাতে। ও বোকার মতো বলল।

খুব ভাল, ঠিক কথা, মুডি বললেন ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।... আমি শুনেছি তুমি খুব দক্ষ ফ্লাইয়ার।

কিন্তু আমাকে ঝাড়ু ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, আমার কাছে শুধু জাদুদণ্ড থাকবে।

আমার দ্বিতীয় উপদেশ... ধরে নাও সাধারণ উপদেশ; মুডি বেশ জোর দিয়ে বললেন, তুমি খুব ছোট ছোট সুন্দর জাদুমন্ত্র ব্যবহার করবে... তাহলে তোমার যা চাওয়া তা পেয়ে যাবে। তোমার যা দরকার।

হ্যারি বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। ওর তো কোনও কিছু দরকার নেই।

যাকগে, যা বললাম... সেগুলো একত্রিত কর... করাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

হ্যারি নিজের গুণ সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। ও ভাল 'ফ্লাই' করতে পারে, প্রয়োজন হলে হিংস্র ড্র্যাগনকে শূন্যে তুলে দিতে পারে- তার জন্য চাই ওর একটা 'ফায়ারবোল্ট'।

ওর প্রফেসর স্প্রাউটের ক্লাসে যেতে পাঁচ-দশমিনিট দেরি হয়ে গেল। তার জন্য ও ক্ষমা চাইল।

হারমিওন। হ্যারি ফিস ফিস করে ওকে ডাকল। হারমিওন আমি তোমার

সাহায্য চাই।

...তুমি কি মনে কর আমি করছি না? হারমিওনও ফিসফিস করে জবাব দিল।

হারমিওন, 'সামনিং চার্ম' কেমনভাবে করতে হয় আমাকে শেখাবে... কাল বিকেলে সময় হবে?

* * *

তারপর হ্যারি খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম সব কিছু শিকেতে তুলে অনুশীলন করতে লাগল। ভুলত্রুটি হচ্ছে... তাও পরিশ্রম করে চলল। শিখতেই হবে... যেমন করে হোক শিখতেই হবে কঠোর পরিশ্রম করে।

'মনোযোগ দাও, হ্যারি মনোযোগ দাও'

তবুও পিছিয়ে গেলে চলবে না। মুডি বলেছেন, তোমার শক্তি আছে, সাহস আছে, বুদ্ধি আছে... সাহস করে এগিয়ে যাও।... অনুশীলনের জন্য ও ক্লাসে যোগ দিতে পারে না।

'সামোনিং চার্মস' ওকে আয়ত্ত্বে আনতে হবেই।

'প্রথম টাস্কের' দিন এসে গেল। স্কুলে, ছাত্রাবাসে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দারুণ টেনশন, উত্তেজনা। মধ্য দুপুরে সব ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রছাত্রীরা চ্যাম্পিয়নদের দেখার জন্য বেড়ার কাছে জড়ো হল। ওরা অবশ্য জানে না ওখানে ওরা কি দেখবে। যা কিছু জেনেছে... ভাসাভাসা। সত্য-মিথ্যে জানে না।

হ্যারি যেন সকলে থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কারা উৎসাহ দিচ্ছে, কারা ব্যাঙ্গ করেছে তা বুঝতে পারছে না– জানে না। ওকে যেতে দেখলে ব্যাঙ্গ করে বলে,– পটার চোখের জল মোছার জন্য অনেক টিস্যু পেপারের বাক্স জমা করে রেখেছি। প্রতিটি মিনিটে ও যেন অনড়-অচল হয়ে যাচ্ছে। এত বেশি যে.. ওর মনে হয় ও ড্র্যাগনের কাছে পৌছবার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে... তখন সামনে থাকে দেখবে তাকে অভিশাপ দেবে।

অদ্ভুতভাবে সেই 'সময়টা' এগিয়ে আসছে। ভীষণভাবে তালগোল পাকিয়ে লাফাতে লাফাতে।

– পটার চ্যাম্পিয়নদের মাঠে যাবার সময় হয়ে গেছে... প্রথম কাজের জন্য তোমায় তৈরি হতে হবে।

– ওক্কে, হ্যারি বলল– দাঁড়িয়ে উঠে সাহস সঞ্চয় করে বলল। হাত থেকে ওর কাঁটা চামচ মেঝেতে পড়ে গেল। পড়ার সময় শব্দটা যেন বেশি হল।

– হ্যারি গুডলাক, হারমিওন চাপা গলায় বলল– কোনো ভয় নেই!

– না না ভয় কিসের! হ্যারির গলার স্বর কেঁপে উঠল। নিজের কণ্ঠস্বর যেন

নিজেই চিনতে পারে না।

ও প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে গ্রেট হল ছেড়ে চলল। ম্যাকগোনাগলকে দেখে মনে হয় তিনিও হারমিওনের মতো চিন্তিত। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। হ্যারিকে চাঙ্গা করবার জন্য পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওর পাশে রইলেন। বাইরে তখন নভেম্বর মাসে শীত। ম্যাকগোনাগল হ্যারির কাঁধে হাত রাখলেন।

– অযথা ভয় পাবে না হ্যারি, ম্যাকগোনাগল বললেন– মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। সে-রকম কিছু হতে দেখলে আমরা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করব। আমাদের হাতের বাইরে কিছুই নেই। জদুদণ্ড আছে। তুমি তোমার শক্তি-সামর্থ্যের মত করবে। কেউ তোমার অমঙ্গল চায় না... তুমি ভাল আছে তো!

– হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ঠিক আছি, হ্যারি যেন নিজেকে নিজে বলল।

ম্যাগগোনাগল হ্যারিকে নিষিদ্ধ অরণ্যের সীমানায় যেখানে ড্র্যাগনরা রয়েছে সেখানে ওকে নিয়ে চললেন। ওরা এক ঝাড় বড় বড় গাছের সামনে দাঁড়াল। তবে পেছনেই এনক্লোজারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্যারি দেখল একটা বড় তাঁবু খাটান হয়েছে। ভেতরে যাবার রাস্তার মুখে... এমন ভাবে খাটান হয়েছে যে বাইরে থেকে ড্র্যাগনদের দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– এখানে দাঁড়াও। বাকি তিনজন চ্যাম্পিয়ন এলে তাদের সঙ্গে তুমিও ভেতরে যাবে।... বলার সময় তারও কণ্ঠস্বর কাঁপল।– একটু অপেক্ষা করতে হবে পটার। ওদিকে মিঃ বেগম্যান রয়েছেন, তিনি এসে তোমাদের নিয়ম-কানুন বলে দেবেন... গুডলাক!

– ধন্যবাদ, হ্যারি যেন বহুদূর থেকে কথাটা বলল! ম্যাকগোনাগল চলে গেলেন হ্যারিকে এনট্রেন্সের মুখে দাঁড় করিয়ে।

ফ্লেউর ডেলাকৌর অদূরে একটা ছোট কাঠের টুলে বসেছিল। ওকে ঠিক শান্ত দেখাচ্ছিল না... একটু যেন নেতিয়ে পড়েছে। ভিক্টর ক্রামকে একটু যেন বেশি বদমেজাজী দেখাচ্ছে। হ্যারির মনে হল ও যেন ভয় পায়নি দেখাতে চাইছে। সেডরিক খুব সম্ভব উত্তেজনা ও ভয় কাটাবার জন্য পাঁয়চারি করছে। হ্যারিকে দেখে ও হাসল। হ্যারিও হাসল। ওর হাসতে যেন কষ্ট হল। মুখের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে আছে। মনে হয় মাংসপেশিগুলোও তাদের কাজ ভুলে গেছে।– হ্যারি! ভাল আছে তো!, বেগম্যান হাসতে হাসতে উৎসাহ প্রদানের জন্য যেন বললেন। এস এস... ভেতরে এস... জবুথবু হয়ে থেকো না। স্বাভাবিক হও।

বেগম্যানকে হ্যারির দেখলে মনে হয় বিরাট একটা কার্টুনের কাট আউট।.. নিত্যকার মতো পরে রয়েছেন পুরনো ঢোলা আলখেল্লা, বেগম্যান ওদের দেখে বললেন,– বেশ, আমরা এখন সকলে এখানে রয়েছি। সময় এগিয়ে আসছে। দর্শকরা এলেই শুরু হবে। হ্যারি বেগম্যানকে দেখে মনে হল খুবই খুশি খুশি

ভাবে।... আমি তোমাদের এই ব্যাগটা দিচ্ছি। বেগম্যান বেগুনি-লাল রং এর একটা সিল্কের থলে দেখালেন।... এর ভেতর থেকে ছোট মডেল বের করবে... আসলের সামনে দাঁড়াবার জন্য। মানে, যে মডেলটা বের করবে সেটা হচ্ছে আসলের মডেল। নানা মডেল... নিলেই দেখতে পাবে।... আমি আরও কিছু তোমাদের জানাতে চাই... ও হ্যাঁ তোমাদের 'টাস্ক' হবে 'সোনার ডিম' সংগ্রহ!

হ্যারি, সেডরিকের দিকে তাকাল। ওর মুখে দেখে মনে হল বেগম্যানের কথা বুঝতে পেরেছে। আগের মতই ও তাঁবুর সামনে পাঁয়চারি করতে লাগল। হাঁটছে... এধার ওধার তাকাচ্ছে; কিন্তু বিষণ্ন-চিন্তিত। ডেলাকৌর আর ক্রামের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। এমন মুখ বন্ধ করে রয়েছে সে মুখ খুললেই অসুস্থ হয়ে পড়বে, অন্তত ওদের দেখে হ্যারির মনে হল। কে জানে ইচ্ছে করেই ওই রকম ভাব নিয়ে বসে রয়েছে।

একটু পর শত শত মানুষ টেন্টের পাশ দিয়ে চলতে লাগল। তারা হাসছে, হৈ হৈ করছে... নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করছে.. হ্যারির সেদিকে চোখ নেই। ওদের থেকে ও সম্পূর্ণ আলাদা-ভিন্ন জগতের লোক।... তারপর ওর চোখে পড়ল বেগম্যান একটা সিল্কের থলির মুখ খুলছেন।

– লেডিস ফাস্ট, বেগম্যান বললেন, থলেটা এগিয়ে দিলেন ডেলাকৌরের দিকে।

ও একটা কম্পিত হাতকে বেগম্যানের থলের মধ্যে ঢোকাল। তুলে আনল ছোট একটা ড্র্যাগনের মডেল সবুজ রং। মডেলের গলায় লেখা নম্বর 'দুই'। হ্যারি আগে থেকেই জানত ডেলাকৌর কোনও রকম আশ্চর্য হবার ভাব মুখে আনবে না, এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে রইল- তার প্রত্যাশা ঠিকই হয়েছে। হয়ত মাদাম ম্যাক্সিম কি হতে পারে আগে-ভাগে ওকে ওয়াকিবহাল করে রেখেছেন।

ক্রামের বেলায় যা ভেবেছিল তাই। ও একটা টকটকে লাল চাইনিজ বলের মাঝখানের অংশ তুলল। সেই বলের চারধারে লেখা নম্বর 'তিন'। ও সেটা দেখে একটুও ভুরু কোঁচকাল না– ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেডরিক থলেতে হাত ঢুকাল। ওর হাতে উঠল নীল-ধূসর রং-এর ছোট একটা জন্তুর নাক। নাম্বার 'ওয়ান' লেখা একটা কাগজ তাতে বাঁধা।... সবশেষে হ্যারি। তিনটে তোলা হয়েছে... বাকি রয়েছে একটা। হ্যারি সিল্কের থলিতে হাত ঢোকাল... তুলে নিল। হাংগেরিয়ান ড্র্যাগনের একটি মডেল। চার নম্বর। ওর দিকে তাকাতেই ড্র্যাগন তার দুটো ডানা মেলল। সরু সরু ধারাল দাঁত মুখব্যাঙ্গ করতে বেরিয়ে এল।

– খুব সুন্দর। এখন তোমাদের মডেলে নম্বর লেখা ড্র্যাগনের সামনে দাঁড়াতে হবে... ভাল করে দেখেছ তো? এখন তোমরা একটু বিশ্রাম নিতে পার... এখনই

ফিরে আসছি ডিগরির কাছে রিপোর্ট করে। হুইসেল শোনার সাথে সাথে তোমরা ঘেরা টোপের ভেতরে যাবে, বুঝতে পেরেছ?... হ্যারি একটু এধারে আসবে তোমার সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে চাই– বেগম্যান বলে গেলেন।

– ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যারি বেগম্যানের সঙ্গে তাঁবুর বাইরে চলে গেল।... ওকে নিয়ে বেগম্যান একটা গাছের তলায় দাঁড়ালেন। হ্যারির মুখের দিকে পিতৃস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন– ভাল বোধ করছে তো? তোমার কিছু চাই? –না, না আমার কিছু দরকার নেই, হ্যারি বলল। কি করবে কিছু ভেবেছ? কোনও কিছু ফন্দি আঁটছেন সেই রকম চাপাগলার বেগম্যান বললেন– আমি সব সময় মানুষজনের সঙ্গে মতবিনিময় করতে ভালবাসি... তুমি যদি চাও তো আমি..., আরও বললেন যতটা সম্ভব চাপাগলায়, তুমি খুব অসহায়, বল আমি তোমায় কি রকম সাহায্য করতে পারি।

– কিছু না, হ্যারি বলল। কথাটা বলার পর হ্যারির মনে হল বড় বেশি কঠিন স্বরে বলেছে। আমি ঠিক করে নিয়েছি আমি কি করব। ধন্যবাদ।

বেগম্যান আবার বললেন– ব্যাপারটা তোমার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেউ জানবে না।

– না, সত্যি বলছি আমার কোনও সাহায্য দরকার নেই।... হ্যারি বুঝতে পারে না লোকেরা কেন ওকে অসহায় মনে করছে। কখনও তো কারও কাছে 'অসুবিধে আছে' বলেনি। ও বলল– আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, আমি...।

ঠিক সেই সময় তীব্রভাবে বাঁশি বাজল।

বেগম্যান সচকিত হয়ে বললেন– ঈশ্বর রক্ষা করুন... আমি পালাই, কথাটা বলে বেগম্যান চলে গেলেন।

হ্যারি তাঁবুতে ফিরে এসে দেখল সেডরিক যাবার জন্য প্রস্তুত। হ্যারি শুভ কামনা জানাতে সেডরিক কোনও জবাব না- দিয়ে চলে গেল।

হ্যারি ফ্লেউর আর ক্রাম সেখানে বসেছিল সেখানে যাবার সাথে সাথে দর্শকদের চিৎকার শুনতে পেল, তার মানে সেডরিক এনক্লোজারে ঢুকে গেছে।... এমন সময় কানে এল বেগম্যানে ধারাবিবরণী একটুর জন্য মিস করল, আহাহা একটুর জন্য... ও রিস্ক নিচ্ছে... এই তার!... দারুণভাবে এগিয়েছে... ব্যর্থ হল।

তারপরই কানে এল তীব্র গর্জন... কর্ণবিদারক গর্জন। তার একটি মানে, সেডরিক ড্র্যাগনদের কাছে গেছে... সোনার ডিম তুলে নিয়েছে।

– দারুণ... দারুণ! বেগম্যান চিৎকার করে উঠলেন।... এখন বিচারকরা ওকে নম্বর দেবেন...!

কিন্তু কত মার্ক পেল বেগম্যান তার ধারাবিবরণীতে বললেন না। হ্যারির মনে হ'ল বিচারকরা ওর নম্বরটা হাতে নিয়ে তুলে ধরে দর্শকদের দেখাচ্ছেন।

– এখন আরও তিনজন আছে। বাঁশি বাজিয়ে বললেন– মিস ডেলাকৌর। হ্যারি দেখল ফ্লেউর কাঁপছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে। ও কারও দিকে না তাকিয়ে মাথা উঁচু করে টেন্ট ছেড়ে চলে গেল। হাতে তার জাদুদণ্ড। তাঁবুতে রয়ে গেল হ্যারি আর ক্রাম।

– আবার বেগম্যান ধারা বিবরণী শুরু করলেন।... ওহো আমার মনে হয় বুদ্ধিমানের মতো কাজ করল... প্রায় ধরে ফেলেছে... সাবধান... হায় ঈশ্বর, মনে হয়েছিল ও কৃতকার্য হয়েছে।

দশ মিনিট পর আবার দর্শকদের অভিনন্দন শুনতে পেল। তাহলে ফ্লেউর পেরেছে। একটু চুপচাপ... খুব সম্ভব ফ্লেউরের মার্ক দেখান হচ্ছে।... প্রচণ্ড করতালি শুনতে পেল হ্যারি।... তৃতীয়বার বাঁশি শুনল।

– ও এবার ক্রাম আসছে! বেগম্যান খুব জোরে জোরে বললেন। ক্রাম তাঁবুতে হ্যারিকে একা রেখে চলে গেল।

হ্যারি অব্যক্ত এক মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সারা শরীরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে... বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। ও সোজা হয়ে বসে তাঁবুর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। দশর্কদের সোরগোল যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কানে।... বেগম্যান বললেন– পেরেছে মিঃ ক্রাম পেরেছে... হ্যাঁ ও ডিম হাতে ধরে আছে!

তীব্র অভিনন্দন যেন ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। সেই ঝড় সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দেবে। ক্রাম কৃতকার্য হয়েছে।... এখন হ্যারির ডাক পড়বে। যে কোনও মুহূর্তে শুনতে পাবে ওর নাম।

হ্যারি দাঁড়াল। মনে হল ওর পা' দুটো যেন নরম তুলতুলে হয়ে গেছে বিলের ধারে গজিয়ে ওঠা গুল্মের মতো। ও অপেক্ষা করতে লাগল। ও বাঁশির শব্দ শুনতে পেল। ও সবরকম দুর্বলতা চেপে রেখে টেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সবুজ পাতার গাছের তলাদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনে তাকাল। সবকিছুই যেন ব্যস্তব নয়, রঙ্গিন স্বপ্ন মনে হল। শত শত মানুষের মুখ ওকে দেখছে দর্শক ভর্তি স্ট্যান্ড থেকে।... তারপরেই চোখে পড়ল হর্ণটেলের দিকে। সোনার ডিমগুলো পাশে রেখে গেঁড়ে বসে রয়েছে। ডান দিয়ে ঢেকে অশুভ, হলুদ দুই চোখ ওর দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে রয়েছে দানবের মতো-আঁশযুক্ত কুচকুচে কাল চতুস্পদ গিরগিটি। মাঝে মাঝে ফলাকাযুক্ত ল্যাজ জমিতে ঝাপটা দিচ্ছে... সেই ঝাপটায় জমি গর্ত হয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা দারুণ হৈ হৈ করছে, কর্ণভেদী চিৎকার করে চলেছে। তাদের চিৎকার বন্ধুত্বের না ব্যাঙ্গের ও জানে না। হ্যারির তাতে কিছু যায় আসে না। এখন যা করবার তাই ওকে করতে হবে।... সোনার ডিম তুলে আনতে হবে।

হ্যারি ওর জাদুদণ্ড তুলে ধরে চিৎকার করে বলল, অ্যাকিও ফায়ার বোল্ট।

দর্শকরা এখনও নীরব হয়নি। তাহলে কী ওর জাদুমন্ত্র কাজ করলো না? ব্যর্থ হল?

তারপরই ও দেখল ওর ফায়ার বোল্ট তীব্রভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ওর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ওকে তোলার জন্য অপেক্ষা করছে। দর্শকরা আরও গর্জন করতে লাগল... বেগম্যান কি বলছেন ওর কানে ঢুকল না। তাহলে কী হ্যারির কানে তালা লেগে গেছে? কিছু শোনা তখন ওর কাছে খুব প্রয়োজনীয় নয়।

ও ঝাড়ুতে বসে দু' ধারে পা ঝুলাল। তারপর মাটিতে পায়ের ঝটকা দিল। এক সেকেন্ড পর অদ্ভুত বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটল...। ও হু হু করে আকাশে উড়তে লাগল। দেখতে দেখতে নিচে দর্শকদের মুখগুলো বিন্দু বিন্দু হয়ে গেল। বিরাট হর্ণটেল কুঁকড়ে ছোট একটা কুকুরের বাচ্চার মতো হয়ে গেল।... ও তখন বুঝতে পারলো শুধুমাত্র মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ছে নয়... মনের সব ভয়ও উড়ে গেছে।... আবার ও সেখান থেকে আকাশে উড়েছিল সেখানে ফিরে এল।... ঠিক যেন কিডিচ ম্যাচের মতো। হর্নটেল যেন একটা বিরোধী পক্ষ।

ও ডিমের দিকে তাকাল... তার মধ্য থেকে সোনার ডিম লক্ষ্য করল। সিমেন্ট রং-এর আরও অনেক ডিমের মধ্যে সেটা জ্বল জ্বল করছে। ড্র্যাগন সেই ডিমটাকে সামনের দুটো- পা-বাড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। 'ঠিক আছে' হ্যারি আপন মনে বলল ও ভিন্নমুখী করার কৌশল... ওদিকে যাওয়া যাক। হ্যারির কৌশল কম নয়। ও ধাওয়া করে হর্নটেলকে পরাস্ত করবেই। নানাদিক থেকে সে ডাইভ দেওয়া শুরু করল।

বেগম্যান হাততালি দিয়ে বললেন– দেখ দেখ তোমরা সবাই দেখ... আমাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রতিযোগী সবচেয়ে কম সময়ে ডিম তুলে নিয়েছে... সোনার ডিম। হ্যারি সব রকম বাঁধা-বিঘ্ন কলা দেখিয়েছে।

হ্যারি এই প্রথম দর্শকদের হর্ষধ্বনি শুনতে পেল। সকলেই চিৎকার করছে, অভিনন্দিত করছে... তাদের সবকিছু যেন ওয়ার্ল্ডকাপের আইরিশ সাপোর্টারদের ছাপিয়ে গেছে। হ্যারি দেখল ড্র্যাগন-কীপার হর্ণটেলকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, মুডি, হ্যাগ্রিড এনট্রেন্সের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন... ওকে ফিরতে দেখে সকলেই দৌড়ে গেলেন। তাদের আনন্দ আর ধরে না হ্যারি 'প্রথম কাজ' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে।... ও মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে ফিরে এসেছে।

হ্যারি পটার যখন ফায়ার বোল্ট থেকে নামছে তখন ম্যাকগোনাগল বললেন, অপূর্ব, অদ্ভুত... হ্যারি পটার। তারপর ওর পিঠে যেখানে কেটে গেছে হাত রেখে সস্নেহে বললেন– বিচারকরা নম্বর দেবার আগে তুমি অবশ্যই মাদাম পমফ্রের সঙ্গে দেখা করবে। উনি এখন ডিগরির সঙ্গে কথা বলছেন।

হ্যাগ্রিড বলল– হ্যারি- তুমি পেরেছ, তুমি পেরেছ। আমি কী স্বপ্ন দেখিছি? চার্লি বলল– তুমি যাকে পরাজিত করলে সেই ড্র্যাগনটা সবচেয়ে মারাত্মক। আমার

মনে একটু ভয়ছিল। ও তাড়াতাড়ি হ্যাগ্রিডের সামনে থেকে পালাতে চায়। কে জানে, আনন্দের আতিশয্যে না বলে ফেলেন গতকাল হ্যারিকে ড্রাগনদের দেখিয়েছিলেন।

প্রফেসর মুডিও দারুণ খুশি। ওর ম্যাজিক্যাল চোখ সকেটের মধ্যে নাচছে।

বললেন– পটার তুমি সুন্দরভাবে ও সহজে 'কৌশলটা' প্রয়োগ করেছ।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– খুব খুশি হয়েছি... এখন তো আমাদের ফাস্ট এড টেন্টে যেতে হয়...।

হ্যারি তখনও হাঁফাচ্ছে। এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে দেখল মাদাম পমফ্রে দ্বিতীয় টেন্টের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটু যেন উদগ্রিব!

– ড্র্যাগন! কথাটা নিদারুণ বিরক্তির হয়ে বলতে বলতে মাদাম পমফ্রে হ্যারিকে ধরে টেন্টের ভেতরে নিয়ে গেলেন। টেন্টের ভেতর হ্যারি দেখল ছোট ছোট কিউবিকলস বানান। একটার মধ্যে সেডরিকের ছায়া দেখতে পেল। ওর মতন সেডরিক আঘাত পায়নি। অন্তত: বসে আছে। পমফ্রে হ্যারির কাঁধের ক্ষত পরীক্ষা করতে করতে কথার পর কথা বলে চললেন– গত বছরে ডেমেনটরস্, আর এবার ড্র্যাগনস। এর পরের বছর তাহলে কাদের আনবে? হ্যারি তুমি ভাগ্যবান... খুব সামান্য ক্ষত,... একটু পরিষ্কার করা দরকার–।

পমফ্রে ক্ষতটা সাবধানে এন্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার করে... তার ওপর জাদুদণ্ড ছোঁয়ালেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষতটা সেরে গেল।

– এক মিনিট চুপটি করে বসে থাক, তারপর যেও। কথাটা বলে পমফ্রে পাশের ঘরে গেলেন। হ্যারি শুনতে পেল, পমফ্রের কথা, এখন কেমন বোধ করছ ডিগরি?

হ্যারির বসে থাকার ইচ্ছে ছিলো না; কিন্তু ওষুধের জন্য বসে থাকতে হল। কিছু সময় বসে থাকার পর ও দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরে কি হচ্ছে দেখার প্রবল ইচ্ছে... টেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দু'জনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। বাইরে থেকে টেন্টে ঢুকছিল হারমিওন, ওর পেছনে রন।

হারমিওন-উল্লসিত হয়ে বলল– হ্যারি তুমি দারুণ বললে কম বলা হয়! হারমিওনের মুখে আঙ্গুলের দাগ। ভয়ে আঙ্গুল দিয়ে মুখ চেপে ধরার জন্য লাল লাল দাগ– তুমি অদ্ভুত তুলনাহীন!

কিন্তু হ্যারির হারমিওনের প্রশংসায় মন নেই। ও রনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ও এমন এক মুখ করে হ্যারির দিকে তাকিয়েছিল যেন ও একটা ভুত- হ্যারি নয়।

– হ্যারি, রন গম্ভীরে হয়ে বলল– যারা তোমার নাম গবলেটে দিয়েছিল... আমার দৃঢ়– ধারণা তারা তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টায় ছিল। গবলেটে নাম আসার

পর যে অবিশ্বাসের মধ্যদিয়ে দিন-সপ্তাহ গেছে সে গুলো এখন তারা ভুলে গেছে। চ্যাম্পিয়ন হবার পর এই প্রথম রন হ্যারির সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলল।

হ্যারি ক্ষীণকণ্ঠে বলল– ভাল, তাহলে তুমি আসল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে! তবে বুঝতে একটু বেশি সময় নিয়েছ।

হারমিওন দু'জনের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হ্যারির মনে হল রন কিছু বলতে চাইছে। দুঃখ প্রকাশ? না, হ্যারি রনের মুখে থেকে কিছু শুনতে চায় না।

রন কিছু বলার আগেই হ্যারি হেসে বলল– থাক তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওসব কথা ভুলে যাও।

– না, রন জোর দিয়ে বলল– আমার উচিত হয়নি।

– আঃ বললাম তো ভুলে যাও।

তখন দু' বন্ধু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

আনন্দে হারমিওন প্রায় কেঁদে ফেলল।

হ্যারি হকচকিয়ে বলল– আরে কান্নার কি আছে।

হারমিওন কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল– তোমরা দু'জনেই বোকা!

হারমিওনের কান্না থামানোর জন্য দু'জনেই ওকে জড়িয়ে ধরল।... তারপর তিনজনেই হৈ হৈ করতে করতে সেখানে পয়েন্ট ঘোষণা হবে সেদিকে ওরা দৌড়ল।– হ্যারি চল চল তুমি কত পেয়েছ এখনি ঘোষণা হবে।

হ্যারি সোনার ডিম আর ফায়ার বোল্ট নিয়ে টেন্ট থেকে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে ছুটল।

ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে এনক্লোজারের সীমানায় পৌছল।... তখন মাঠ থেকে ড্র্যাগনদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হ্যারি দেখতে পেল পাঁচজন বিচারক পাশাপাশি গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন। তাদের চেয়ারগুলো সোনার পাতে মোড়া।

রন বলল– প্রত্যেক বিচারকের মুঠোতে আছে দশ নম্বর। হ্যারি মাঠ থেকে বাঁকা চোখে দেখল প্রথম বিচারক– মাদাম ম্যাক্সিম-ওর একটা হাত তোলা। হাতে বেশ লম্বা মতো একটা চকচকে জিনিস রূপালি বিবর্ণে মোড়া এমনভাবে মোড়া দেখলে মনে হবে 'আট'।

– খুব একটা খারাপ নয়, রন বলল জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে।- আমার মনে হয় তোমার কাঁধের ক্ষতের জন্য দু'নম্বর কম দিলেন।

মিঃ ক্রাউচ ন' নম্বর দিলেন। রন হ্যারির পিঠ চাপড়ে জোরে জোরে বলে উঠল দারুণ! জনতা আরও আরও বেশি হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডাম্বলডোর দিলেন ন' নম্বর।

লাডো বেগম্যান- দশ

দশ! হ্যারি যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

এবার কারকারফ হাতের জাদুদণ্ড তুললেন। সামান্য সময়... তারপরই একটা নম্বর ওর দণ্ড থেকে বেরিয়ে এল– চার!

রন দারুণ ক্ষেপে গেল। মাত্র চার? চার কেন?... ইতর– সমাজের আবর্জনা... পক্ষপাতদুষ্ট... তুমি ক্রামকে দশ পয়েন্ট দিয়েছে।

কিন্তু হ্যারির কোনও ভ্রূক্ষেপ বা তাপ উত্তাপ নেই। কারকারফ ওকে শূন্য দিলেও কিছু মনে করতো না। রনের তার প্রতি ঘৃণা।– ওর পক্ষ হয়ে... হাজার পয়েন্টের সমান। রনকে অবশ্য ও কিছু বলল না, কিন্তু ওর শরীর-মন-হৃদয়-বাতাসের চেয়ে হালকা হয়ে গেল এনক্লোজার ছেড়ে যাবার আগে। শুধু রন নয় যারা গ্রিফিন্ডর হাউজের ছেলে-মেয়েদের জয়-উল্লাস কম নয়। সেডরিক শুধু নয়, সারা হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রী আকাশে হ্যারির সঙ্গে হর্ণটেলের লড়াই দেখেছে– তখন তারা আনন্দে মেতে উঠেছিল। স্লিদারিনদেন আর ও পরোয়া করে না... ও তাদের সঙ্গে লড়বার শক্তি রাখে।

চার্লি বলল– হ্যারি, তুমি আর ক্রাম দু'জনেই প্রথম হয়েছে!... আমাকে এখন মামকে আউল পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানাতে হবে, সঠিকভাবে প্রতিটি ঘটনা... কিন্তু এখনও যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ও হ্যাঁ, ওরা বলেছে আরও কিছুক্ষণ তোমায় অপেক্ষা করতে হবে... বেগম্যান টেন্টে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

রন বলল ও অপেক্ষা করবে, হ্যারি আবার তাঁবুতে ফিরে আসে। এখন টেন্টটাকে ওর অন্যরকম মনে হয়– বন্ধুপূর্ণ আর অন্তরঙ্গ।

ফ্লেউর, সেডরিক আর ক্রাম একসঙ্গে টেন্টে ঢুকল। সেডরিকের এক ধারের গালে কমলা রং-এর মোটা পেস্ট। বোঝাই যায় আগুনে ঝলসে যাওয়ার জন্য পমফ্রে প্রলেপ লাগিয়েছেন। ও হ্যারিকে দেখে হাসল।– নিশ্চয়ই ভাল আছ হ্যারি।

– তোমরা সবাই দারুণভাবে টাস্ক শেষ করেছ। বেগম্যান টেন্টে এক রকম লাফাতে লাফাতে এসে বললেন। মুখে হাসি, আনন্দে টগবগ করছেন। মনে হয় ওদের জয় যেন তারই জয়।... এখন তোমাদের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করতে চাই, বেগম্যান বললেন– সেকেন্ড টাস্ক হতে এখন অনেক দেরি, হাতে অনেক সময় পাবে। দিন ঠিক হয়েছে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ন'টা। এখন তোমাদের কিছু চিন্তা করার ব্যাপার আছে। তোমাদের হাতে যে সোনার ডিমগুলো রয়েছে... দেখবে সেগুলো খোলা... খোলা জায়গার জোড়গুলোও দেখ। এখন ডিমের ভেতরে কি আছে তোমাদের সমাধান করতে হবে... সমাধান হলে তোমরা দ্বিতীয় কাজ কি হবে জানতে পারবে... এখন প্রস্তুতি নাও। সবাই ভাল করে বুঝতে পেরেছ?... মনে হয় অবশ্যই। এখন তোমরা যে যার কাজে যেতে পার।

হ্যারি টেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে রনের কাছে দাঁড়াল। ওরা অরণ্যের ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগল... অনেকে সব শক্ত কথা আলোচনা করতে লাগল। হ্যারির ইচ্ছে সেডরিক ক্রাম আর ফ্লেউরের মুখ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনে... বিশদভাবে। হ্যারি হ্যাগ্রিডের সঙ্গে প্রথম যে সব গাছগুলোর অন্তরাল থেকে ড্র্যাগন দেখেছিল, তাদের প্রবল গর্জন শুনেছিল, দেখল এক জাদুকরি ওদের উঁকি মেরে দেখছে।

জাদুকরি আর কেউ নয় রিটা স্কীটার। আজ অ্যাসিড- সবুজ রোবস পরেছে। হাতে সেই দ্রুত লিখিয়ে পালক!

– অভিনন্দন হ্যারি! ও হ্যারির দিকে এগিয়ে এসে বলল...। – তোমার কী আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলার সময় হবে?... প্রশ্ন, ড্র্যাগনদের সামনে তুমি কেমন করে দাঁড়ালে। নম্বর দেওয়া সম্বন্ধে তোমার মনোভাব?

হ্যারি বলল– অবশ্যই একটা কথা বলতে পারি– গুডবাই। স্কীটারকে সাফ কথাটা বলে ও রনের সঙ্গে ক্যাসেলের দিকে চলল।

একবিংশ অধ্যায়

দ্য হাউজ–এলফ্ লিবারেশন ফ্রন্ট

প্রথম টাস্কে ও ড্র্যাগনদের কাবু করতে পেরেছে, সেই খবরটা সিরিয়সকে চিঠি দিয়ে জানানোর জন্য, সেই দিন সন্ধ্যে বেলা হ্যারি, রন এবং হারমিওন আউলারিতে পিগওয়াইজিয়নের খোঁজে গেল। যাবার পথে কারকারফ সম্বন্ধে সিরিয়স ওকে যা যা বলেছিলেন তা' ও রনকে বলল। কারকারফ সে এক 'ডেথইটার' সে খবরটা এখন হ্যারিবললেও রনের গোড়া থেকে ওই রকম একটা সন্দেহ ছিল। ওরা আউলারিতে পৌছল। রন বলল– তোমারও সন্দেহ করা উচিত ছিল হ্যারি।

– তোমার কি মনে আছে হোগার্টে আসার সময় ট্রেনে ম্যালফয় কি বলেছিল? ম্যালফয় বলেছিল, কারকারফ ওর বাবার বন্ধু। ওরা মুখোস পড়ে ঘুরে বেড়ায়। ওয়ার্ল্ড কাপে ওরাই হয়তো মুখোশ পড়ে দৌড়াচ্ছিল। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি হ্যারি... ওই কারকারফ তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য গবলেটে তোমার নাম দিয়েছিল... এখন তাহলে নিজে কতটা যে মূর্খ ভাল করেই বুঝতে পারছে।... তাই না? তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি, শুধু তোমার কাঁধে সামান্য আঁচড় লেগেছে। দাঁড়াও, আমি চিঠি পাঠাচ্ছি।

পিগওয়াইজিয়ন চিঠি দিয়ে আসতে হবে জেনে দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। হ্যারির মাথার ওপর ও ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে। বারবার ডাকতে থাকে। রন উড়ন্ত পিগওয়াইজিয়নকে খপ করে ধরে ফেলল; হ্যারি চিঠিটা ওর পায়ে বেঁধে দিল।

– আমার মনে হয় না অন্য কোনও টাস্ক প্রথম টাস্কের চেয়ে মারাত্মক হতে পারে। রন প্যাঁচাকে জানালার ধারে নিয়ে যেতে যেতে বলল– শোন আমি তোমাকে

আগেই বলেদিচ্ছি- তুমি টুর্নামেন্টে জিতবেই জিতবে। আমার দৃঢ় ধারণা সিরিয়াসলি বলছি।

হ্যারি বুঝতে পারে হয়ত রন অপরাধ বোধ থেকে কথাগুলো বলছে, গত কয়েক সপ্তাহের ওর অদ্ভুত আচরণের কথা ভুলতে চায়। তাহলেও হ্যারির খুব ভাল লাগল। হারমিওন আউলারির দেওয়ালে হেলান দিয়ে দু' হতে আড়াআড়ি করে বুকে রেখে ওদের কথা শুনতে লাগল।

হারমিওন ওদের কথার মাঝখানে বলল– হ্যারি টুর্নামেন্টের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ড্র্যাগন যদি প্রথম টাস্ক হয় তাহলে পরেরটা কত ভয়ংকর হবে ভেবে আমি আতঙ্কিত হচ্ছি। ভাবতেই পারছি না। এত বিশ্রী লাগছে। –তারপরও, একটু হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি– তাই না; রন বলল– তুমি প্রফেসর ট্রেলাওয়েনর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে কথা বলবে।

ও পিগওয়াইজেয়নকে খোলা জানালা থেকে আকাশে উড়িয়েদিল।... ওর পায়ে বাঁধা চিঠিটা শুধু আকারে লম্বা নয় ওজনেও ভারি। তাই ওর উড়তে বেশ বেগ পেতে হ'ল। হ্যারি চিঠিতে সিরিয়সকে প্রতিটি ঘটনা জানিয়েছে। হর্নটনেলের সঙ্গে আকাশে লড়াই থেকে সোনার ডিম সংগ্রহ পর্যন্ত।

একটু একটু করে পিগ অন্ধকার আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেলে রন বলল– চল আমরা নিচে গিয়ে তোমার ইনারপ্রাইজ পার্টির অবস্থাটা দেখে আসি হ্যারি। ফ্রেড-জর্জ মনে হয় কিচেন থেকে এবার খাবার-দাবার এনে রেখেছে।

সত্যি সত্যিই– ওরা যখন গ্রিফিন্ডরদের কমনরুমে গেল তখন ওদের গ্রুপের সব ছেলেমেয়ে প্রাণ খুলে হাসছে, নাচছে... হৈ হৈ রই রই করছে। হ্যারিকে দেখে আরও বেশি আননন্দে বে-সামলে হয়ে উঠল। টেবিলে পাহাড়প্রমাণ কেক, পামকিন জুস আর বাটার বিয়র বোতল। কোনও টেবিলে একটুও খাবার রাখার জায়গা নেই। লী-জোর্ডান নানা রকম ফায়ার ওয়ার্ক এনেছে- ফিলিবাস্টারের 'নোহিট' আর ওয়েট স্টার্টের ফায়ার ওয়ার্কস। খাওয়া-দাওয়া শুরু হলে ঘর মুখরিত হবে ছোট ছোট তারা আর স্ফুলিংগে। ডিন টমাস খুব ভাল ছবি আঁকে। নতুন নতুন চোখে পড়ার মতো ব্যানার তৈরি করে এনেছে... বেশিরভাগই আকাশে হ্যারির সঙ্গে হর্নটেলেদের লড়াই। সেডরিকও কিছু এঁকেছে। ও আগুনে মাথা গুঁজে রেখেছে।

হ্যারি এতদিন খাওয়া দাওয়ার কথা যেন ভুলে গিয়েছিল ভয় আর উত্তেজনায়। এখন তার সুস্বাদু খাবার দেখে প্রচন্ড ক্ষিধে, রন আর হারমিওনের সঙ্গে খেতে বসে গেল। রনকে পাশে বসিয়ে খেতে বসে যে কি আনন্দ তা কাকে বলবে! রনকে আবার ফিরে পেয়েছি, প্রথম টাস্ক ভালভাবে উতরে গেছে... দ্বিতীয় টাস্ক হতে অনেক দেরি আছে। এই তিনটের বেশী খুশি আর কি থাকতে পারে! তিন মাস তো

কম সময় নয়। দ্বিতীয় টাস্ক তিন মাস পরে...।

হর্নটেলের সোনার ডিম হ্যারি টেবিলের ওপর রেখেছে। লী- জোর্ডান ডিমটা তুলে বলল- হায় ঈশ্বর, দারুণ ভারি। হ্যারি তুমি এর মুখটা খোল। দেখা যাক এর ভেতরে কি আছে।

হারমিওন বলল– না-না খুলো না, ও নিজেই সমস্যার সমাধান বের করবে খেলার এটাই নিয়ম-কানুন।

– আমায় একাই খুঁজে বের করতে হবে ড্র্যাগনদের কাবু করার পদ্ধতি। ওর কথা হারমিওন ছাড়া কেউ শুনতে পেল না। হারমিওন বোকার মতো হাসল। লী- হ্যারির দিকে ডিমটা এগিয়ে দিল। হ্যারির কানে এল সমবেত কণ্ঠস্বর- হ্যারি ডিমের মুখটা খোল।

হ্যারি নখ দিয়ে মুখটার চারপাশে দাগ কাটল। ভেতরটা শূন্য- কিছুই নেই মনে হল। কিন্তু যে মুহূর্তে হ্যারি মুখটা খুলল বিকট এক শব্দে ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল।... এত বিকট শব্দ অনেকেই কখনো শোনেনি। তবে হ্যারি একবার প্রায় মাথাবিহীন নিক-এর ডেথডে পার্টিতে ভূতদের বাদ্য শুনে সারারাত ঘুমোতে পারেনি, এমন তার বীভৎস সুর ও শব্দ। কিন্তু এই বিশ্রী শব্দ ওটাকে ছাড়িয়ে গেছে।

ফ্রেড কানে আঙ্গুল পুরে বলল– বন্ধ কর! বন্ধ কর মুখটা হ্যারি। হ্যারি বন্ধ করে দিল। সিমাস ফিনিগ্যান বলল– কিসের শব্দ! অনেকটা ব্যানশির মতো (পরীর বিলাপ কান্না- পরী পরিবারের কারও মৃত্যু হলে ওই রকমভাবে বীভৎস বিলাপ করে)

নেভিল বলল, মনে হয় কাউকে যেন নির্যাতন করা হচ্ছে... তার কান্না।

জর্জ বলল– নেভিল বোকার মতো কথা বলবে না। চ্যাম্পিয়নদের ওপর কখনই কেউ ক্রুসিয়াটাস কার্স প্রয়োগ করবে না। শব্দ শুনে মনে হয়েছিল পার্সি ওর ঘরে বসে গান গাইছে। মনে হয় তুমি ওকে স্নানের সময় আক্রমণের কথা ভেবিছিলে।

সকলেই তারপর হৈ হৈ করে খাওয়া-দাওয়া শুরু করল। ফ্রেড বলল– জ্যাম টারট খেতে হবে। হারমিওন বলল, ফ্রেড মনে হচ্ছে, এই এলাহি খাবার-দাবার কিচেন থেকে এনেছো?... এলফরা মনে হল আমাদের জন্য জীবন দিতে পারে। সব সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে।... যাকগে একটু মাংসের রোস্ট দাও।

হ্যারি যখন রন, নেভিল, সিমাস, ডিনের সঙ্গে ডরমেটরিতে শুতে গেল... তখন রাত একটা বেজে গেছে। ওর চারটে পোস্টার ঢাকা দেবার জন্য পর্দা টানার আগে হ্যারি পকেট থেকে হ্যাঙ্গরিয়ন হর্নটেলের মডেলটা বের করে মাথার কাছে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে পর্দাটা টেনে

দিল। তারপর মনে হল হ্যাগ্রিড আগে-ভাগে ওকে বিকট ড্র্যাগনগুলো দেখিয়ে ভালই করেছিল।

* * *

ডিসেম্বরের শুরুতেই হোগার্টে বরফশীতল হাওয়া বইতে আর তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। অবশ্য বছরের সব সময় ক্যাসেলে দারুণ শীত।... হ্যারি যখনই ডারমস্ট্র্যাংগদের জাহাজের সামনে দিয়ে যায় জাহাজের কালো পতাকা ঠাণ্ডা হাওয়াতে পৎ পৎ করে উড়তে দেখলে ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে জাহাজটি গরম রাখার ফলে তার একটু উষ্ণ হাওয়া যখন ও যেতে যেতে অনুভব করে। ও মনে মনে ভাবে বক্সবেটনের ক্যারাভ্যানের ভেতরটা হয়ত আরও বেশি ঠাণ্ডা। ও লক্ষ্য করল হ্যাগ্রিড মাদাম ম্যাক্সিমের ঘোড়াগুলোকে বেশ যত্নের সাথে রেখেছে। সময় মতো ভাল ভাল খেতে দেয়– ড্রিঙ্ক, সিদল মল্ট হুইস্কি। ভাল ভাল দানা।

হ্যাগ্রিড খোলামাঠে ওর ক্লাস নিচ্ছিল। দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়াতে ছেলেমেয়েরা ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

হ্যাগ্রিড বলল– আমি ঠিক বলতে পারি না স্ক্রিউটদের কেমন শীতকালে শীত লাগে। ওদের আজ মাঠে নিয়ে এসে দেখছি।

এখন মাত্র দশটা স্ক্রিউট এসে ঠেকেছে। ওরা সুযোগ পেলেই একে অপরকে খেয়ে ফেলে। এক একটা এখন প্রায় দু' ফিট লম্বা। গায়ের ধূসর শক্ত চামড়া, দ্রুত ছুটে যাবার মতো শক্তিশালী পা, তীক্ষ্ণ দাঁত... ওই রকম বীভৎস প্রাণী হ্যারি জীবনে দেখেনি। বিরাট বিরাট বাক্সের ভেতর ওদের বন্দি করে নিয়ে এসেছে। তাতে রয়েছে বালিশ, আর নরম কম্বল।

– আমি এখন বাক্সের ঢাকনা খুলে দেব... তারপর দেখি ওরা কি করে।

কিন্তু স্ক্রিউটরা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে বাক্সের মধ্যে লেপ-তোষক-বালিশে লুকিয়ে পড়লো না। বরং বাক্স থেকে বের হয়ে ওরা কুমড়ো-সব্জি বাগান ধ্বংস করতে শুরু করল। ওদের তাণ্ডব দেখে বলতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা হ্যাগ্রিডের কেবিনে পালাল। তাদের মধ্যে ম্যালফয়, ক্র্যাব, গোয়েল তো আছেই। হ্যারি, রন, হারমিওন অবশ্য পালায়নি। ওরা হ্যাগ্রিডকে স্ক্রিউট ধরার জন্য সাহায্য করতে লাগল। ন'টা স্ক্রিউটকে ওরা অতিকষ্টে বাক্সে ভরতে পারলো। ওদের শরীরের নানা অংশ কেটে গেল-ওদের আক্রমণে। ল্যাজের আগুনে চামড়াও খানিকটা পুড়ে গেল। কিন্তু একটা তখনও বাইরে থেকে গেল।

বাকি জন্তুটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য হ্যারি আর রনকে জাদুদণ্ড বের করতে দেখে

হ্যাগ্রিড বাধা দিয়ে বেশ জোরে জোরে বলল– ওকে তোমরা কিন্তু ভয় পাইয়ে দিও না।... একটা দড়ি দিয়ে ওকে বাঁধার চেষ্টা কর... তবে সাবধানে, যেন আঘাত না-পাও।

ওরা দেখল রিটা স্কীটার এ সময়ে হ্যাগ্রিডের বাগানের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। গায়ে ম্যাজেন্টা রং-এর আলখেল্লা... উঁচু কলার। হাতে কুমিড়ের চামড়ার ব্যাগ। হ্যাগ্রিড তখন স্ক্রিউটটাকে ধরতে ব্যস্ত। ল্যাজের শেষাংশ থেকে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে... ইতোমধ্যে ক্ষেতটা তছনছ হয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড দড়িতে একটা ফাঁস করে স্ক্রিউটের গলায় কোনও রকমে পরিয়েছে।

– আপনি? হ্যাগ্রিড রিটা স্কীটারকে দেখে জিজ্ঞেস করল।

– রিটা স্কীটার! ডেইলি প্রফেটের সংবাদদাতা, রিটা বলল, হাসার সময় ওর সামনের সোনা বাঁধান দাঁত দুটো চকচক করে উঠল।

– মনে রাখবেন, ডাম্বলডোর বলেছেন, আপনি কখনও স্কুল চত্বরে আসবেন না। হ্যাগ্রিড বললেন। বলার পর স্ক্রিউটাকে টানতে লাগলেন।

রিটা এমন এক ভাব করল যেন হ্যাগ্রিডের কথা শুনতে পায়নি।

– এ সুন্দর সুন্দর জীবগুলোর কী নাম? রিটা আরও বেশি করে হেসে বলল।

– ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রিউট, হ্যাগ্রিড গম্ভীর হয়ে বললেন।

– সত্যি? রিটা বলল– যেন ওর কত আগ্রহ জানার!– এর আগে তো নাম শুনিনি। কোথায় এদের পাওয়া যায়?

হ্যারি লক্ষ্য করল হ্যাগ্রিডের কাল দাড়ির আড়ালে মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করছে হ্যাগ্রিড স্ক্রিউট কোথা থেকে পেয়েছেন?

হারমিওন একই সময়ে একই কথা ভাবছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল– দারুণ লোভনীয়, তাই না? হ্যারি তুমি কি বল?

– কি বললে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ দারুণ, হ্যারি বলল।

– আহ্– হ্যারি তুমি এখানে? রিটা চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল– তো আপনি ম্যাজিক ক্রিয়েচার পুষতে ভালবাসেন? আপনি এ সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান?

– হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, হ্যারি জোর দিয়ে হ্যাগ্রিডের হয়ে বলল। হ্যাগ্রিড ওর দিকে তাকালেন।

– বাঃ বাঃ সুন্দর রিটা বলল– সত্য অতি সুন্দর... অনেকদিন থেকে পড়াচ্ছেন?

হ্যারি লক্ষ্য করল রিটা শুধু ডিনের (ওর গালে একটা বড় কাটা দাগ আছে), ল্যাভেন্ডর (ওর রোবে ছাপা) ও সিমাসের (ওর পোড়া-আঙ্গুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা) দিকে এবং পরে ও হ্যাগ্রিডের কেবিনটা আড় চোখে খুঁটিয়ে দেখছে।

– বছর দুই হল, হ্যাগ্রিড বললেন।

– সুন্দর... আপনি কী আপনার এই পড়াশুনা সম্বন্ধে আমাকে একটা সাক্ষাৎকার দিতে ইচ্ছুক?... আমাদের কাগজের পাঠকদের কিছু জানাতে চান? প্রতি বুধবারে প্রফেটে জুলজিক্যাল (প্রাণি বিদ্যা) সম্বন্ধে একটা কলাম ছাপে– আশা করি আপনি নিশ্চয়ই জানেন... আপনি চাইলে আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারি।

-ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রিউট সম্বন্ধে? অবশ্যই পারেন, হ্যাগ্রিড খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

হ্যারির রিটা আর হ্যাগ্রিডের কথাবার্তা একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু রিটার সামনে কেমন করে বলবে সে কথা!... চুপ করে ওদের থ্রিক্রমস্টিকে মোলাকাৎ করবার কথা শুনল।... রিটা সাক্ষাৎকার চায় এই সপ্তাহের শেষে। তারপর ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বেজে উঠল ক্যাসেল থেকে।

– আচ্ছা অশেষ ধন্যবাদ, গুডবাই হ্যারি! রিটা হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে হ্যারিকে বলল। হ্যারি, রন আর হারমিওনের সঙ্গে ক্যাসেলে চলল।– তারপর রিটা বলল– আচ্ছা আগামী– শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা হবে মিঃ হ্যাগ্রিড।

হ্যারি যেতে যেতে বলল– হ্যাগ্রিড ভুল করলেন ওর ফাঁদে পা দিয়ে। রিটা যা ইচ্ছে তাই লিখবে।

হারওমিন বলল– বেআইনিভাবে হ্যাগ্রিড যেন স্ক্রিউট না নিয়ে আসে। ওদের ধারণা হ্যাগ্রিড এই রকম একটা কিছু করতে পারেন।

– 'অতীতে হ্যাগ্রিড অনেক বে-আইনি কাজকর্ম করেছেন, তা' সত্ত্বেও ডাম্বলডোর ওকে ছাড়িয়ে দেননি,' রন বলল, সবচেয়ে ভাল হবে যদি হ্যাগ্রিড স্ক্রিউট সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ না দেখান।

হ্যারি ও হারমিওন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

রন আবার হ্যারির ভালো বন্ধু হয়ে গেছে।

সেইদিন বিকেলে ওরা ভবিষ্যৎ কথনের ক্লাস খুব মজাসে উপভোগ করল। প্রফেসর ট্রেলা ওদের কাজকর্ম দেখে খুব খুশি। আরও খুশি হলেন ওরা যখন ওদের মৃত্যু কবে হবে তার ভবিষ্যৎ বাণী করল। সাধারণ মৃত্যু নয়, ভয়ার্ত মৃত্যু!... তারপরই ওদের প্লুটো (প্রাচীন গ্রীকদের পাতাল দেবতা সমরাজ) সম্বন্ধে চাপাহাসি শুনে রেগে গেলেন। (প্লুটোর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হাত আছে)।

– আমি মনে করি, ট্রেলা রহস্যমূলকভাবে বললেন এবং বলার মধ্যে তার বিরক্তি প্রকাশ পেল 'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ'– হ্যারিকে গতরাতে আমি যা দেখেছি 'ক্রিস্টাল গেজিং' দিয়ে সে-ও তা দেখে থাকতে পারে। আমি এখানে বসে কাজ করছিলাম... গোলাকার একটা কিছু আমাকে বলতে পার শক্তিহীন করেছিল।' আমি চমকে উঠে, সেই গোলাকার বস্তুর সামনে চুপ করে বসলাম... আমি স্ফটিক

তুল্য গভীরতম অংশ থেকে দেখলাম... বলত কী দেখলাম?

রন খুব আস্তে বলল– বিরাট এক কুৎসিৎ বাদুড়। তাছাড়া আর কি। হ্যারি ওর মুখটা নামিয়ে রাখতে খুব কষ্ট করতে হল।

– 'না, আমার প্রিয়জনের মৃত্যু।

পার্বতী আর ল্যাভেন্ডার ভয়ে দু' হাতে মুখ ঢাকল।

– হ্যাঁ, দেখলাম, ট্রেলা মাথা নামিয়ে বললেন,– সেই মৃত্যুদূত একটা শকুনের মতো আমার মাথার ওপর উড়তে লাগল... কাছে... আরও কাছে... ক্যাসেলের ওপর, ট্রেলা হ্যারির দিকে তীক্ষ্ণ ডাকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যারি তখন বিরাট এক হাই তুলল।

হ্যারি বলল– এর আগে যদি আটবার না দেখতেন তা হলে তার দেখাটা যথার্থ হত। ওরা ট্রেলার ঘর থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল।

– 'আমাকে যদি আটবার মরতে দেখেন, বা আমি শিঘ্রই মরব... তাহলে তো মেডিকেল মিরাকল বলতে হয়!

রন বলল– তুমি তাহলে বন্দিশিবিরে রাখার উপযুক্ত? সেই সময় ব্লাডি বেরনকে অন্যধার দিয়ে যেতে দেখল। ওর বড় বড় ফালা ফালা চোখ বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে যেন সবকিছু দেখছে – আমরা অন্তত: এর হোমওয়ার্ক করিনি। অবশ্য হারমিওনের কথা আলাদা... ও খুশিতে প্রফেসর ভিক্টরের দেওয়া গাদাগাদা হোমওয়ার্ক করে। ও যখন কাজ করে, তখন আমি করতে না পারলে খুব ভাল লাগে।

হারমিওনকে ওরা ডিনার খেতে আসতে দেখল না। লাইব্রেরিতেও না। লাইব্রেরিতে শুধু একজন বসে আছে-ভিক্টর ক্রাম। রন ভাবল, দারুণ সুযোগ। একা আছে ওর অটোগ্রাফ নেওয়া যাক। ভাবাই সার... ওর কাছে যাবে ঠিক সেই সময়ে চার-পাঁচটা মেয়ে ওকে ঘিরে ধরল। আর ওর কাছে যাওয়া হল না রনের।

রন গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে যেতে যেতে হ্যারিকে বলল – হারমিওন কোথায় গেছে বলতো।

ফ্যাট লেডির কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দেখল প্রায় দৌড়তে দৌড়তে হারমিওন আসছে।

ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ফ্যাট লেডি ভুরু তুলে দেখতে লাগল। হ্যারি।... হ্যারি এখনই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে... যেতেই হবে... দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে... প্লিজ চল।... প্লিজ চল।

ও হ্যারির একটা হাত ধরে... করিডর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। হ্যারি বলল– কী হয়েছে?

– তাড়াতাড়ি, ওখানে গেলেই দেখতে পাবে।

হ্যারি আর রন দৃষ্টি বিনিময় করল।

– চলো দেখে আসি। হ্যারি হারমিওনের সঙ্গে চলল।

ফ্যাট লেডি বলল– ওহে আমার জন্য তোমরা চিন্তা করো না। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি জেগে থাকব।

– ধন্যবাদ! রন পেছনে তাকিয়ে বলল।

হারমিওন ছ'তলায় উঠে সেখান মার্বলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এনট্রেন্স হলের কাছে নিয়ে যাবার পর হ্যারি বলল– হারমিওন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

– এক মিনিট, এক মিনিট পর স্বচক্ষে দেখবে, হারমিওন বলল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে যেখান দিয়ে সেডরিক ডিগরি গেছে সেই দরজার দিকে ওরা গেল। ওই খান দিয়েই সেডরিক 'গবলেট অব ফায়ার'-এ ওর আর হ্যারির নাম উগরে দেবার পর রাত্রি বেলা বেরিয়ে গিয়েছিল সেই দরজার গোড়ায় উপস্থিত হল। হ্যারি এই প্রথম ওই দিকে এল। হারমিওনের পিছু পিছু কয়েকটা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। জায়গাটা মাটির তলায় স্নেইপের বরফের মতো ঠাণ্ডা আর অন্ধকার করিডর নয়। গমগম করছে উজ্জ্বল টর্চের আলোতে চওড়া একটা করিডর। করিডরের দু' ধারের দেওয়াল নানা রকমের সুস্বাদু ফলের ছবিতে সাজান।

– কোথায় যাচ্ছে..., হ্যারি করিডর দিয়ে যেতে যেতে বলল– এক মিনিট দাঁড়াও হারমিওন।

– কেন? হারমিওন পেছনে তাকাল... ওর মুখে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে তার ছাপ।

হ্যারি বলল– আমি জানি তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।

ও রনের দিকে ঘাড় ফেরাল, হারমিওনের ঠিক পেছনে একটা জীবন্ত পেন্টিং-এর দিকে আঙ্গুল দেখাল।... পেন্টিংটা ফলভর্তি বিরাট ফল রাখার পাত্র!

– হারমিওন তুমি আবার আমাদের তোমার SPEW চক্করে নিয়ে চলেছ, রন বলল।

হারমিওন বড় বড় করে বলল, না-না মোটেই না... SPEW'র ব্যাপার নয়।... রন বাজে কথা বলার সময় নেই।

– নাম বদলে ফেলেছ, রন বলল– তাহলে নতুন নাম হাউজ-এলফ লিবারেসন ফ্রন্ট?... আমি কিন্তু কিচেনে গিয়ে ওদের স্ট্রাইক করতে বলতে পারবো না।

– আমি তোমাকে করতে বলছি না, হারমিওন অধৈর্য হয়ে বলল। আমি সবেমাত্র এখানে এসেছিলাম ওদের সঙ্গে কিছু আলোচনার জন্য... কিন্তু দেখলাম,–

হ্যারি চল চল তোমাকে দেখাতে চাই।

ও আবার হ্যারির হাত টানছিল। সেই বড় ফলপাত্রের ছবিটার কাছে নিয়ে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বিরাট একটা সবুজ নাশপতি স্পর্শ করল। ফলটা পোকার মতো কুঁচকে গিয়ে মুচকে হেসে উঠল।... তারপর সেটা হঠাৎ একটা বড়সড় সবুজ হ্যান্ডেলওয়ালা দরজা বনে গেল। হারমিওন হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিতেই দরজাটা খুলে গেল। তারপর হ্যারিকে এক রকম জোর করে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল।

হ্যারি বড় বড় চোখ করে দেখল গ্রেটহলের চেয়ে আরও এক বড় ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাথরের দেওয়ালে সারি সারি পেতলের পাত্র ও প্যান ঝুলানো- আলো পড়ে চকচক করছে। ঘরের এক কোণে বিরাট আকারের সবুজ একটা ফায়ার প্লেস... হঠাৎ ঘরের মাঝখান থেকে ছোট মতন একটা কিছু ওর দিকে সবেগে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল– হ্যারি পটার, স্যার। হ্যারি পটার!

পর মুহূর্তে চিৎকার করে ডাকা এলফটা প্রচণ্ডভাবে হ্যারিকে বুকে জাপটে ধরলো। হ্যারির সেই চাপে মনে হল ওর বুকে আর এক ফোঁটা হাওয়া নেই। ফানুস ফাটার মতো সব হাওয়া বেরিয়ে গেছে। কিছুতেই এলফটা ওকে ছাড়ছে না– এত জোরে চেপে ধরেছে যেন বুকের হাড়-পাঁজর সব ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে।

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল– ড-ডব্বি।

এলফটা যেন ওর নাভি থেকে বলে উঠল,– আমি ডব্বি স্যার!... ডব্বি কতদিন থেকে হ্যারি পটারকে দেখার আশায় বসে আছে, আজ হ্যারি পটার নিজেই ডব্বির কাছে এসেছে।

ডব্বি হ্যারি পটারকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল। হ্যারি দেখল টেনিস বলের মতো বড় বড় দুই চোখ জলে ভরে গেছে। দুঃখের নয় আনন্দের অশ্রু।

আগে যেমন ডব্বি দেখতে ছিল ঠিক তেমনই আছে, একটুও পরিবর্তন হয়নি। সরু পেন্সিলের মতো নাক, বাদুরের মতো কান, লম্বা লম্বা হাত পায়ের আঙ্গুল... শুধু পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে।

যখন ডব্বি ম্যালফয় পরিবারে ছিল ও... একটাই বালিশের কভারের মতো পোশাক পরত। একটাই পোশাক। এখন, যাই হোক সেই অদ্ভুত পোশাক পরে নেই।

কিন্তু এখন যেগুলো পরে আছে সেগুলো চকরা-বকরা! উইজার্ড কাপের সময় যা পরে এসেছিল তার চেয়ে অদ্ভুত। হ্যাটের বদলে মাথায় দিয়েছে চা গরম রাখার টুপি। টুপিতে নানা রকমের ব্যাজ পিন দিয়ে আটকান। বুকে ঘোড়ার খুরের নালের মতো টাই। পরনে বাচ্চাদের ফুটবল খেলার মতো ছোট প্যান্ট, বেঢপ মোজা। মোজা দুটোর মধ্যে একপাটি মোজা হ্যারি রেগে গিয়ে ডব্বিকে দেবার জন্য ম্যালফয়কে ছুঁড়ে মেরেছিল। সেটা ওর মনে আছে।... বলেছিল, এটা নিয়ে

ডব্বিকে মুক্তিদিন। অন্য পাটিটা গোলাপি আর কমলা রং-এর স্ট্রাইপ।

হ্যারি একটা আশ্চর্য হয়ে বলল– ডব্বি তুমি এখানে কি করছো?

– ডব্বি হোগার্টে কাজ করতে এসেছে স্যার। ডাম্বলডোর, ডব্বি আর উইঙ্কীকে এনেছেন স্যার।

– উইঙ্কী? হ্যারি বলল– ও কি এখানে আছে?

– হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ! ডব্বি বলল। তারপর হ্যারির একটা হাত ধরে চারটে লম্বা লম্বা টেবিলের মাঝখান দিয়ে কিচেনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। হ্যারি লক্ষ্য করল টেবিলগুলো ঠিক গ্রেটহলে যেমন টেবিল পেতে রাখা হয়েছে তারই অনুরূপ। টেবিলগুলো দেখে মনে হল ডিনারের শেষে ও গুলো সাফ করা হয়েছে... খুব সম্ভব এক ঘন্টা আগে। তারপর বাকি খাবার ওপর তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

ডব্বির সঙ্গে হ্যারি কিচেনে গিয়ে দেখল কম করে একশ' এলফ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডব্বির সঙ্গে হ্যারিকে দেখে ওরা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে হ্যারিকে স্বাগত জানাল। হ্যারি দেখল সকলেই একই ধরনের ইউনিফর্ম পরেছে। সকলের কাছে একটা ছোট তোয়ালে তাতে হোগার্টের লোগো ছাপা।

ডব্বি ইটের ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল– উইঙ্কী স্যার।

আগুনের ধারে উইঙ্কী একটা টুলের ওপর বসেছিল। ডব্বিব মতো ও অদ্ভুত পোশাক পরেনি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট স্কার্ট ব্লাউজ... ম্যাচ করা নীল হ্যাট। টুপিটা ওর প্রকাণ্ড দু' কানের গর্তে বাঁধা। দেখতে অদ্ভুত হলেও প্রত্যেকের পোশাক পরিষ্কার, কোথাও নোংরা নেই। মনে হয় সদ্য কিনে এনে পরেছে। উইঙ্কী অবশ্য ওর পোশাকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্লাউজে সুপের ছাপ, স্কার্ট কয়েক স্থানে পুড়ে গেছে।

হ্যারি বলল– হ্যালো উইঙ্কী।

কথাটা শুনে উইঙ্কীর ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপরই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর পিঙ্গল বর্ণের দু' চোখ ফেটে গাল দিয়ে ঝর ঝর করে চোখে জল পড়তে লাগল। কিডিচ ওয়ালর্ড কাপে উইঙ্কীকে হ্যারি ওই রকমভাবে কাঁদতে দেখেছিল।

হারমিওন বলল, কেঁদো না। এরপর উইঙ্কী, ডব্বি, হ্যারি, রন আর হারমিওন চলল কিচেনে। যেতে যেতে হারমিওন উইঙ্কীকে বলতে লাগল, কেঁদো না উইঙ্কী।... কাঁদে না। আমি বলছি।

কিন্তু উইঙ্কীর কান্না থামে না... আরও জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। ডব্বি হ্যারি পটারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

– হ্যারি পটার কী এক কাপ চা খাবেন? ডব্বি উইঙ্কীর কান্না ছাপিয়ে অনুরোধ

করল।

–হ্যাঁ, খেতে পারি, হ্যারি পটার বলল।

হ্যারি দেখল ওর কথা শেষ হতে না হতে দু'জন হাউজ- এলফ বড় একটা রূপালি ট্রেতে টিপট, কাপ ইত্যাদি তাদের তিনজনের জন্য নিয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া মিল্ক, জগ, বড় প্লেটে বিস্কুট।

রন বলল– দারুণ সার্ভিস তো! হারমিওন ওর দিকে শক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু কথাটায় এলফরা মনে হয় খুব খুশি। অনেকটা মাথানত করে ওরা চলে গেল।

হ্যারি বলল– ডব্বি তুমি এখানে কবে থেকে কাজ করছ? ডব্বি হ্যারির হাতে এক কাপ চা দিল।

– এক সপ্তাহ হল হ্যারি পটার স্যার। ডব্বি আনন্দে অধীর হয়ে বলল।

– ডব্বি এসেছিল প্রফেসর ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করতে।... আপনি তো জানেন স্যার একবার যদি কোনও হাউজ এলফের কোনও বাড়ি থেকে চাকরি যায় তার অন্য কোনখানে নতুন কাজ পেতে খুব অসুবিধে হয়।

আবার উইঙ্কী হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কান্না থামানোর কোনও প্রচেষ্টা কেউ করে না। টোম্যাটোর মতো নাকের ডগা কাঁদার সময় ফুলে ফুলে ওঠে।

– ডব্বি দু'– দুটো বছর স্যার কাজের জন্য ছুটে বেরিয়েছে। কিন্তু ডব্বি স্যার পায়নি। কারণ ডব্বি বিনা-বেতনে কাজ করতে চায় না স্যার! যেসব এলফরা কিচেনে কাজ করছিল তারা সবাই ঘুরে তাকাল। মুখে-চোখে ভয়ের ছাপ! ডব্বি বোধহয় শক্তকণ্ঠে বেফাঁস কথা বলেছে।

হারমিওন বলল– তোমাদের সকলের ভালর জন্যই তো তুমি এই দাবি করেছ।

–আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ মিস। ডব্বি দাঁত বের করে হেসে বলল– মিস সকলেই কাজ দিতে চায়, কিন্তু পারিশ্রমিক দিতে চায় না।

জাদুকররা হাউজ এলফদের পারিশ্রমিক দেয় না। পারিশ্রমিক চাইলে ডব্বির মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দেয় মিস! ডব্বি স্যার কাজ করতে ভালবাসে, কাজ করে পারিশ্রমিক নিয়ে ভালভাবে বাঁচতে চায়। ডব্বি ক্রীতদাস হতে চায় না– স্বাধীন হতে চায়, মুক্তি পেতে চায়!

হোগার্টের এলফরা এখন ভয়ে ডব্বির কাছ থেকে দূরে চলে গেল।... যেন ও সারা শরীরে মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে ঘুরছে। উইঙ্কী যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, কান্না থামায় না।

– এখন ডব্বি, উইঙ্কীর খোঁজ করতে যেয়ে দেখে, উইঙ্কীও মুক্ত। ডব্বি দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বলল।

ডব্বির কথা শেষ হবার সাথে সাথে উইঙ্কী ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে শুয়ে মুখ-মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদতে লাগল।

হারমিওন উইঙ্কীর পাশে বসে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু একটি কথাও বলল না।

ডব্বি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,– এমন কোনও পরিবার নেই যেখানে আমাদের দু'জনকে কাজ দিতে পারে? পরিবারে দু'জনের মতো কাজ নেই।... এই সব ভেবে ডব্বি স্যার উইঙ্কীকে নিয়ে প্রফেসর ডাম্বলডোরের কাছে এসেছিল। তিনি স্যার আমাদের দুঃখের কথা শুনে এইখানে এক সঙ্গে কাজ দিয়েছেন।

ডব্বি সে খুব সুখে আছে তা' জানাবার জন্য খুব ধীরে ধীরে কাঁদতে লাগল।

– প্রফেসর ডাম্বলডোর বলেছেন তিনি ডব্বিকে কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেবেন। যদি ডব্বি চায়। তো ডব্বি এখন মুক্ত, ক্রীতদাস নয় স্যার। প্রতি সপ্তাহে ডব্বি গেলিয়ন পারিশ্রমিক পায়।... মাসে একদিন ছুটি!

হারমিওন অসন্তোষের সুরে বলল– খুব একটা বেশি নয়! না মিস, ডাম্বলডোর ডব্বিকে দশ গেলিয়ন প্রতি সপ্তাহে দিতে চেয়েছিলেন এবং সাপ্তাহিক ছুটি। ডব্বি বলেই কাঁপতে লাগল। ওর মনে হল অত বেশি আরাম, অর্থ ওর মতো হতভাগ্যের প্রাপ্য নয়। কিন্তু মিস ডব্বি অর্থ চায় না- ডব্বি স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা সঙ্গে কাজ করতে চায়।

হারমিওন উইঙ্কীর পিঠে হাত রেখে আদরমাখা সুরে বলল– উইঙ্কী ডাম্বলডোর তোমাকে কত দেন?

আগে তো উইঙ্কী এমন এক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভাবেনি তাই কোনও জবাব দিতে পারলো না। বড় বড় চোখে ফ্যালফ্যাল করে হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ কান্নায় ভেজা... সামান্য চুপ থাকার পর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'উইঙ্কীর বদনাম আছে... কিন্তু উইঙ্কী এখনও কোনও পারিশ্রমিক চায় না উইঙ্কী এখনও এতটা অধঃপাতে যায়নি! মুক্তি পাওয়ার জন্য উইঙ্কী লজ্জিত!

– লজ্জিত? হারমিওন অদ্ভুত এক কথা শুনল।– কিন্তু উইঙ্কী, শোন, লজ্জিত যদি কাউকে হতে হয় সে হবে ক্রাউচ। তুমি নও। তুমি তো কোনও অন্যায় করনি। ক্রাউচ তোমার ওপর প্রচুর খারাপ ব্যবহার করেছিল। কথাটা শুনে উইঙ্কী ওর হ্যাটের গর্ত দুটো চেপে ধরল। এমনভাবে কান চেপে রইল যেন হারমিওনের কথা কানে না ঢোকে। তারপর সশব্দে বলল– তুমি আমার মাস্টারকে অপমান করছ! মিঃ ক্রাউচ অতি সজ্জন জাদুকর মিস! মিঃ ক্রাউচ খারাপ উইঙ্কীকে তাড়িয়ে ভাল কাজ করেছেন!

ডব্বি বলল, উইঙ্কী এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি হ্যারিপটার স্যার।

উইঙ্কী সে ক্রাউচের ক্রীতদাসী আর নেই সে কথাটা এখনও ভুলতে পারেনি। ও তাই যা মনে আসে তাই বলে, কিন্তু কাজে অন্যরকম।

হ্যারি বলল– হাউজ এলফরা তাদের মাস্টার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না?

– না স্যার না, ডব্বি বলল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।– হাউজ এলফরা ক্রীতদাস প্রথার একটা অংশ, স্যার। আমরা মাস্টারদের গোপন কথা জেনেও চুপ করে থাকি স্যার। তাদের পরিবারের মর্যাদায় আঘাত দিই না, তাদের বিরুদ্ধে কোনও খারাপ কথা বলি না– যদিও প্রফেসর ডাম্বলডোর ডব্বিকে কোনও প্রশ্ন করেননি, কিছু জানতেও চাননি। ডাম্বলডোর শুধু বলেছেন, আমরা মুক্তি পেয়েছি... একেবারে মুক্তি পেয়েছি।

ডব্বি হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে যায়, ভীত হয়। হ্যারির খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। হ্যারি নিচু হয়ে ওকে ধরে।

ডব্বি ফিস ফিস করে বলল– তিনি বলেন, চাইলে আমরা তাকে অদ্ভুত এক বুদ্ধিহীন বুড়ো লোক বলতে পারি।

কথাটা বলে ডব্বি ভয় পেয়ে হাসতে থাকে।

– কিন্তু স্যার ডব্বি কখনই তা চাইবে না হ্যারি পটার স্যার।... তারপরই নিজেকে শামলে নেয়।– ডব্বি প্রফেসর ডাম্বলডোরকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।... তার সব গোপন জিনিস ঠিকঠাক রাখতে গর্ব বোধ করে।

হ্যারি হেসে বলল, তা হলে তুমি ম্যালফয় সম্বন্ধে তোমার মন যা চায় বলতে পার। ডব্বির চোখ দুটো ভয়ার্ত হয়ে গেল।

– পারে, পারে ডব্বি পারে।, ইতস্তত: করে– ডব্বি হ্যারিপটারকে বলতে পারে... ওর পুরনো মাস্টার ডার্ক উইজার্ড (কাল জাদুকর)

কথাটা বলে ডব্বি কাঁপতে থাকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। নিজের সাহস দেখে নিজেই ভয় পায়। তারপরই একটা টেবিলের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে– খারাপ ডব্বি, খারাপ ডব্বি!

হ্যারি ওর টাই ধরে টান দিয়ে সোজা করে দাঁড় করায়... টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে আনে ডব্বিকে।

– ধন্যবাদ, ধন্যবাদ হ্যারিপটার ডব্বি বলল।... মাথাটা টিপতে থাকল।

হ্যারি হেসে বলল– তোমার একটু প্র্যাকটিস দরকার ডব্বি।

উইঙ্কী ওধার থেকে বলল,– প্র্যাকটিস? তোমার মাস্টারের বিরুদ্ধে বলার জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

– ওরা আমার আর মাস্টার নয় উইঙ্কী! ডব্বি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।...

– ডব্বি ওরা কি বলল, না বলল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, উইঙ্কী।

– ওহ্ তুমি খারাপ লোক ডব্বি।... বেচারি ক্রাউচের এখন উইঙ্কী ছাড়া কেমন

করে চলছে। ওনার আমাকে দরকার... আমার সাহায্য চান। আমি সারাজীবন তার দেখাশুনা করেছি... তার আগে আমার মা, নানী। তারা যদি জানতে পারে উইঙ্কী ছেড়ে চলে এসেছে... উইঙ্কী আর ক্রীতদাসী নয়...ওহ্ লজ্জার কথা... লজ্জার কথা!... কথাটা বলে উইঙ্কী দু' হাতে মুখ ঢাকল।

– উইঙ্কী, হারমিওন অনমিত না হয়ে বলল– আমার দৃঢ় বিশ্বাস মি. ক্রাউচ তোমাকে ছাড়া ভালই আছেন। আমরা তো সেদিন দেখেছি... তুমি জান?

– তুমি আমার মাস্টারকে দেখেছ? উইঙ্কী এক নিঃশ্বাসে বলল।

– হ্যাঁ দেখেছি। ক্রাউচ আর বেগম্যান দু'জনেই ট্রি- উইজার্ড টুর্নামেন্টের বিচারক।

– বেগম্যানও এসেছিলেন? উইঙ্কী থতমত খেয়ে বলল। হ্যারি– আশ্চর্য হয়ে দেখল উইঙ্কী আবার রেগে গেছে।– মি. বেগম্যান খুব খারাপ জাদুকর। ভীষণ খারাপ জাদুকর। আমার মাস্টার ওকে একদম পছন্দ করে না।... ওহ্... একদম না!

হ্যারি বলল– বেগম্যান খারাপ লোক?

– হ্যাঁ, সত্যই, উইঙ্কী বলল। ভীষণভাবে মাথা নাড়ল। আমার মাস্টার উইঙ্কীকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু উইঙ্কী সেসব কথা কাউকে বলে না। উইঙ্কী তার মাস্টারের গোপনীয়তা রক্ষা করে।... ও আবার কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে– আমার মাস্টার, আমার মাস্টার। উইঙ্কী এখন নেই, কে সাহায্য করবে।

উইঙ্কীর কোনও কথা বোধগম্য হলো না। ও শুধু কেঁদে যেতে লাগল। কিছু খেল না।

ওরা চা খেতে খেতে ডব্বির কথা শুনতে লাগল।

– ডব্বি এবার একটা জাম্পার কিনবে, হ্যারিপটার! ডব্বি খুশি মনে হ্যারিকে খোলা বুকটা দেখাল।

– আবার বল, কী বললে ডব্বি, রন বলল। আমি তোমাকে একটা জাম্পার দেব। মা বড়দিনের জন্য (ক্রিস্টমাস) আমার জন্যে কিনে দিয়েছেন। প্রতিবছর মা আমাকে একটা দেন। লাল রং হলে নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগবে না।

কথা শুনে ডব্বি অসম্ভব খুশি।

– তোমার জন্য ওটা হয়ত ছোট করতে হতে পারে, রন ডব্বিকে বলল– তুমি যে পোশাকটা পরে আছ তার থেকে সোয়েটারটা ভালই হবে।

ওরা যখন ফেরার চিন্তা করছে তখন অনেক এলফ ওদের ঘিরে ধরল। সকলেই ওদের জন্য কিছু না- কিছু দিতে চায়... চা স্ন্যাকস। হারমিওন খেতে চাইল না। ও ভারাক্রান্ত চোখে এলফদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের আন্তরিকতা দেখে খুশি ও ওদের জন্য মায়া হল। হ্যারি, রন যত পারলো ওরা যা দিয়েছে

পকেটে পুরলো।

ডব্বি বলল– হ্যারিপটার স্যার ডব্বি কি কখনও আপনার সাথে দেখা করতে পারে?

হ্যারি বলল– নিশ্চয়ই যখন তোমার ইচ্ছে হবে।

হারমিওন বলল– ওদের ভাগ্য এমনই। তাই তো ওদের কথা ভাবি।... তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল– ডব্বি এখানে কাজ করছে... ওকে দেখে বাকি সব এলফরা বুঝবে স্বাধীনতা কী। ওরাও পেতে চাইবে।

হ্যারি বলল– বেগম্যান সম্বন্ধে বেশি ভাবতে হবে না... সেই রকম কিছু মনে হয় না, মানে উইঙ্কী যা বলল।

হারমিওন বলল– খুব সম্ভব বলতে চায় উনি কোনো বড় ডিপার্টমেন্টের প্রধান নয়।

রন বলল– আমার মতে ক্রাউচের চেয়ে ভাল... যাই হোক না কেন বেগম্যানের রসবোধ আছে।

হারমিওন হেসে বলল– দেখো তোমার কথা পার্সি যেন শুনতে না পায়।

যাদের রসবোধ আছে তাদের সঙ্গে পার্সি কখনো কাজ করবে না। রন বলল, চকোলেট এ-ক্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে– পার্সি জোক বোঝে না এমনকি ডব্বির মত কেউ টি-কজি পড়ে নাচেও।

দ্বা বিং শ অ ধ্যা য়

দ্য আনএক্সপেকটেড টাস্ক

পটার! উইসলি! তোমরা কী মনোযোগ দিয়ে শুনবে? বৃহস্পতিবার ট্রান্সফিগারেশন ক্লাসে ওদের গল্পরত দেখে রেগে গিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তার কথা শুনেই হ্যারি ও রন সোজা হয়ে বসলো।

লেসনের শেষদিন; ওরা কাজও শেষ করেছে, গিনি-ফাউলকে ওরা গিনিপিগ-এ পরিবর্তন করে বড় খাঁচাতে বন্ধ করে ম্যাকগোনাগলের ডেস্কের ওপর রেখেছে। (নেভিলের গিনিপিগের গায়ে তখনো পালক রয়েছে) ব্ল্যাক বোর্ড থেকে তারা তাদের হোমওয়ার্ক কপি করে রেখেছে ইতোমধ্যে (উদাহরণ দিয়ে বল 'প্রজাতি পরিবর্তন করার সময় ট্রান্সফরমিং জাদুমন্ত্র অবশ্যই কোন কোন পথ অবলম্বন করতে হবে)। ক্লাস শেষ হ'বার ঘন্টা যে কোনও সময় বাজতে পারে। কিছুক্ষণ আগে ক্লাসের পেছনে ওরা ফ্রেড-জর্জের সঙ্গে জাদু দণ্ড দিয়ে তলোয়ার যুদ্ধ করেছে।

– রনের হাতে একটা টিনের টিয়া পাখি, হ্যারির হাতে রবারের সামুদ্রিক কড মাছ। ক্লাসের অন্যরা পেছনে ফিরে ওদের যুদ্ধ দেখছে।

– পটার ও রন তোমরা কী ছেলেমুনাষী করছো! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল রাগী রাগী চোখে ওদের দিকে তাকালেন। হ্যারি কড মাছ আর রন টিয়া পাখি মেঝেতে ফেলে দিল।– আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।

– ক্রিস্টমাস আসতে আর দেরি নেই– ট্রিই-উইজার্ড টুর্নামেন্ট আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সূবর্ণ সুযোগ করে দেয়। সামনের ক্রিস্টমাস উদযাপনের বল নাচে যোগদান করবে ফোর্থ ইয়ারের ও তার উপরের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা, তোমরা চাইলে অবশ্য নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বল নাচে অংশগ্রহণের

জন্য ডাকতে পার।

ঘোষণাটি শুনে ল্যাভেন্ডার ব্রাউন মুচকি হাসি দিল। পার্বতী পাতিল ওর দু'হাত ভাজ করে মুখ-চোখ এমনভাবে ঢেকে থাকলো যে দেখে মনে হচ্ছে– হাসি চাপার জোর চেষ্টা করছে। ওরা দু'জনেই হ্যারির দিকে তাকাল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এসব ভ্রুক্ষেপ করলেন না। হ্যারির মনে হল যা এইমাত্র ম্যাকগোনাগল হ্যারি ও রনকে বকবেন কিন্তু এই হাসির জন্য তিনি কিছুই বললেন না।

ম্যাকগোনাগল বললেন, যথারীতি রোব পরবে। ক্রিস্টমাস ডেতে বলড্যান্স সকাল আটটায় গ্রেট হলে শুরু হবে... মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সব ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

– মনে হয় এই সময় মেয়েরা কেউ চুল বাঁধবে না, চুল খোলা রাখার এই দিনটিতেই সুযোগ। কথা শুনে মনে হয় চুল বেঁধে রাখা তার মনোঃপুত নয়।

ল্যাভেন্ডার ওর ফিকফিক হাসির শব্দ যাতে প্রফেসরের কানে না যায় তাই মুখ চেপে রইল। প্রফেসর ম্যাগগোনাগলের চুলের দিকে তাকিয়ে হ্যারির মনে হল তার শক্ত করে বাঁধা চুল কিছুতেই খুলবেন না।

– কিন্তু তার মানে এই 'নয়', প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলে চললেন– হোগার্টের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চিরাচরিত ভদ্র ব্যবহার মেনে চলবে না। আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চাই, আমি খুবই অখুশি হব, যদি গ্রিফিন্ডরের ছাত্র-ছাত্রী সকলকে কোনওভাবে বিব্রত করে।

ক্লাস শেষ হ'বার ঘণ্টা বাজতেই ছাত্রছাত্রী বই খাতাপত্র ব্যাগের মধ্যে পুরে গুঞ্জন করতে করতে ক্লাস ছেড়ে চলে গেল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সেই কলরবের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে বললেন,– পটার তুমি যাবে না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। প্লিজ, একটু অপেক্ষা কর।

হয়ত, ওর মুণ্ডুহীন রবারের তিমিমাছ সম্বন্ধে কিছু বলবেন, সেই ভেবে হ্যারি মুখ গোমড়া করে টিচার ডেস্কের দিকে গেল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সব ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন– পটার, চ্যাম্পিয়নরা ও তাদের পার্টনার...।

– পার্টনার? হ্যারি বিস্ময়ে বলল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এমন ভাবে ওর দিকে তাকালেন যেন ও সব জেনেও ও বোকা সাজছে।

– তোমার পার্টনার মানে ইউল বলে, ম্যাকগোনাল নিস্প্রভ কণ্ঠে বললেন, মানে তোমার নাচের পার্টনার...।

হ্যারির শরীরের ভেতরটা কুঁকড়ে গেল– নাচের পার্টনার?... আমি তো বল ড্যান্স জানি না, ম্যাডাম।

– হ্যাঁ, তোমাকে নাচতে হবে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বিরক্তিমাখা মুখে বললেন, আর এ কারণে তো কিছু কথা তোমাকে বলতে চাই। প্রথাগতভাবে চ্যাম্পিয়ন আর তাদের পার্টনারেরা বল নাচ ওপেন করে।

হ্যারি মনে মনে নিজেকে কল্পনা করে নেয়– ল্যাজওয়ালা লম্বা হ্যাট– তার সঙ্গে একটি মেয়ে আন্টি পেটুনিয়ার মতো ফ্রিল দেওয়া পোশাক। আঙ্কেল-আন্টকে দেখেছে কোনও পার্টিতে গেলে ওই রকম পোষাক পরেন।

– আমি নাচে যোগ দেবো না।

– দিতেই হবে এই প্রথা বাধ্যতামূলক। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দৃঢ়ভাবে বললেন। মনে রেখ, তুমি হোগার্টের চ্যাম্পিয়ন, স্কুলের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে যোগ দিতেই হবে। অতএব পার্টনার তুমি যোগাড় করে নাও পটার। স্কুলে অনেক ছাত্রী আছে... তারা বল নাচে যেতে।

– কিন্তু আমি যে নাচতে জানি না, জীবনে কখনো নাচিনি।

– তুমি আমার কথা বোধহয় শোননি পটার। এমনভাবে বললেন যেন শোন নি কথাটা 'আদেশ'।

* * *

এক সপ্তাহ আগে, নাচের জন্য পার্টনারের কথা হ্যারিকে কেউ বললেই হাঙ্গেরিয়ন হর্নটেলের চেয়ে তেঁতো মনে হতো। এখন তো আর সেই অবস্থা নেই– হর্নটেলের কাজ শেষ... এখন একটি মেয়ে যোগাড় করার চেয়ে মনে হল হর্নটেলের সঙ্গে আর এক রাউন্ড লড়ে যাওয়া অনেক সহজ ব্যাপার।

ক্রিস্টমাসের ছুটিতে কেউ বাড়ি না যেয়ে হোগার্টে থাকতে চাইবে এর আগে কখনো দেখিনি। আর ওর বিষয়টা আলাদা, ও ছুটিতে যেতে চেতো না প্রিভেট ড্রাইভে যেতে হবে বলে। কিন্তু তখন তো সে বড় হয়নি। এই বছর চিত্রটি ভিন্ন, ফোর্থ ইয়ার বা তার ওপরের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রিস্টমাসের জন্য হোগার্টে থেকে যাবে। মেয়েদের সম্বন্ধে হ্যারির কোনো আগ্রহ-উৎসাহ নেই। করিডর দিয়ে যেতে গেলে ওদের ও দেখে, ওরা হাসে... হয়ত ভাব জমাতে চায়... হ্যারির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ছেলে-মেয়েদের কথা অবশ্য ওর কানে আসে। নাচের কথা, ড্রেসের কথা... ক্রিস্টমাস নাইটে হই-হুল্লোড় করার কথা। হ্যারি আগ্রহী নয়। হারমিওন এবং রনও তাই।

হ্যারি রনকে জিজ্ঞেস করল– আচ্ছা ওদের বুঝি জোড়ায় জোড়ায় না নাচলে চলে না? কেমন করে পার্টনার হতে বলা যায় বলত?

রন হেসে বলল– তাইতো একজনকে দরকার? মাথায় কারও নাম তোমার

এসেছে?

হ্যারি সে কথার জবাব দেয় না। মনে মনে অবশ্য একজনকে ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু সাহস হয় না প্রকাশ করতে।... চো' অবশ্য ও এক বছরের সিনিয়র... দেখতে খুবই সুশ্রী, ভাল কিডিচ প্লেয়ার... তাছাড়া হ্যারির মতো মুখ লুকিয়ে বসে থাকে না। ছেলেদের কাছে... বিশেষ।

রনের মনে হল হ্যারির মাথায় কার নাম খুব পাক খাচ্ছে।

বলল– শোন তোমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি একজন চ্যাম্পিয়ন শুধু নয় প্রথম টাস্কে হর্নটেলকে হারিয়েছ সব মেয়ে, তোমার সঙ্গে নাচতে পারলে খুশিতে ডগমগ হবে। লাইন দিয়ে বসে আছে তোমার ডাকের অপেক্ষায়। নতুন করে বন্ধুত্ব হবার পর রন খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। পুরনো তিক্ততা মনে ঠাই দেয় না।

তৃতীয় বর্ষের হাফলপাফের একটি মেয়ে সরাসরি ওর সঙ্গে নাচার প্রস্তাব রাখল। হ্যারি ওর প্রস্তাব শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই সরাসরি বলল– 'না'। মেয়েটি হতাশ হয়ে চলে গেল।... পরদিন দুটি মেয়ে হ্যারির কাছে 'প্রস্তাব' করল। একজন সেকেন্ড ইয়ারের (হ্যারির ভাবতেই ভয় হয়) অন্যজন ফিফথ ইয়ারের। এমন এক মুখের ভাব করে পার্টনার হবার কথা বলল যে হ্যারি প্রত্যাখান করলে মাথা ভেঙ্গে দেবে!

হাসি থামিয়ে রন বলল– মেয়েটা বেশ... মোটামুটি ভালই দেখতে।

হ্যারি বলল– আমার চেয়ে এক ফুট বেশি লম্বা, ভেবে দেখ ওর সামনে দাঁড়ালে কেমন লাগবে! নাচা তো দূরের কথা।

ক্রামের সঙ্গে হারমিওনের পার্টনার হয়ে নাচার কথা হ্যারির কানে আসতে লাগল– 'ও খুব বিখ্যাত এখন তাই সকলে চায় ওকে'। হ্যারির মনে হয় একমাত্র ও স্কুল চ্যাম্পিয় না-হলে কোনও মেয়েই স্বতঃস্ফুর্তভাবে ওর পার্টনার হতে চাইতো না। তারপর ভাবে, চো যদি নিজে থেকে ওর পার্টনার হতে চায়- তাহলে?

নাচ, নাচের পার্টনার এ-সব কথা বাদ দিলে হ্যারির মনে হয় স্কুল-চ্যাম্পিয়ন ও প্রথম টাস্কে ভালভাবে উৎরানোর পর থেকে ওর জীবনের ধারা যেন অন্যখাতে বইছে। নতুন এক জীবন! এখন আর করিডর দিয়ে যাবার সময় অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয় না। সন্দেহ নেই 'আবহাওয়া' পরিবর্তনে সেডরিকের যথেষ্ট হাত আছে। ড্র্যাগন সম্বন্ধে হ্যারি ওকে আগাম খবর দেয়ায় সেডরিক ওর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ! এখন আর সাপোর্ট সেডরিক ডিগরি ব্যাজ তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। ড্র্যাকো ম্যালফয় অবশ্য একটুও বদলায়নি। দেখা হলেই রিটা স্কীটারের ডেইলি প্রফেটের লেখা সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করে। সব সময় সুযোগ খোঁজে। রিটা স্কীটার হ্যাগ্রিডকে নিয়ে কোনও লেখা ডেইলি প্রফেটে তখনও কিছু লেখেনি।

হ্যাগ্রিডের কাছে রিটা ডেইলি প্রফেটে লেখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলেন–

ও ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার সম্বন্ধে খুব সম্ভব আগ্রহী নয়।... হ্যারি তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চেয়েছিল আমি কিছু বলিনি। শুধু বলেছি ডার্সলে পরিবারে যেদিন থেকে আমি ওকে রেখে এসেছিলাম– তখন থেকে ও আমার বন্ধু। রিটা অনাবশ্যক অনেক ব্যক্তিগত খবর জানতে চেয়েছিল। কিন্তু হ্যারি তো আমার বন্ধু ভুলি কেমন করে।... জিজ্ঞেস করে– চার বছরের মধ্যে একদিনও আপনার সঙ্গে বচসা করেনি? ক্লাসের কাজ ঠিকমত করে গেছে?

রন স্যালা মেন্ডার ডিমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল– হ্যাগ্রিড আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন হ্যারি এক নম্বরের বখাটে ছেলে, মন দিয়ে ক্লাস করে না, হোমওয়ার্ক করে না, ফাঁকিবাজ।

হ্যাগ্রিড বললেন– তা কেমন করে বলি! মনে হল রনের কথা শুনে দুঃখ পেয়েছেন।

হ্যারি গম্ভীর হয়ে বলল– রিটা স্কীটারের স্নেইপকে ইন্টারভিউ করেছে। ও আমার সম্বন্ধে যা মনে আসে তাই বলেছে হয়ত। পটার কবে থেকে স্কুলে এসেছে স্কুলের নিয়ম-কানুন মানে না, যা ইচ্ছে তাই করে।

হ্যাগ্রিড বললেন, স্নেইপ তাই বলেছে? কথাটা শুনে রন-হারমিওন জোরে জোরে হেসে উঠল।– হ্যাঁ হয়ত দু' একবার করেছে... তোমরাও কি করনি?

হ্যারি হাসতে হাসতে বলল– হ্যাগ্রিড, চিয়ার্স!

রন বলল– হ্যাগ্রিড, আপনি ক্রিস্টমাস বল নাচে আসছেন তো?

– হয়ত... আমি আসতে পারি, হ্যাগ্রিড বললেন– মনে হয় জম-জমাট হবে। ও হ্যাঁ হ্যারি, তোমার নাচের পার্টনায় কে হচ্ছে?

হ্যারি বলল– এখনও ঠিক হয়নি। কথাটা বলেই আবার ওর মুখ লাল হয়ে গেল। হ্যাগ্রিড নাচের ব্যাপারে আর আলোচনা করলেন না।

টার্মসের শেষের কটা দিন অসম্ভব হৈ চৈ হতে লাগল। ইউল বলের নানারকম গুজব রটতে লাগল, হ্যারি অবশ্য একটাও বিশ্বাস করে না। যেমন ডাম্বলডোর সেদিনের জন আটশ' ব্যারেল 'মালড মেড' মাদাম রোজমের্টার কাছ থেকে আনাচ্ছেন। অবশ্য এটা সত্যি যে তিনি ওয়েয়ার্ড বোনদের বুক করেছেন। তবে সত্যি বলতে কি তারা কে বা কি করে হ্যারি জানে না। তাছাড়া জাদুকরদের বেতার শোনার সুযোগ ওর নেই। তা হলেও WWN (উইজর্ডিং ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক) শুনতে শুনতে যারা বড় হয়েছে, তারা জানে ওটা বিখ্যাত মিউজিক্যাল গ্রুপ!

কিছু কিছু শিক্ষক যেমন লিটিল প্রফেসর ফ্লিট উইক বুধবারে তার ক্লাসে যখন দেখেন ছাত্রদের একদম পড়ায় মন নেই তখন তাদের লেসন শেখার বদলে মাঠে খেলতে যেতে বলেন। আর হ্যারির সঙ্গে 'সামঅনিং চার্মস' সম্বন্ধে আলাপ-

আলোচনা করেন, ফার্স্ট টাস্কের সময় কেমন করে ও ওটা ব্যবহার করেছিল। তবে সকলেই এরকম নয়, ছাত্রদের কোনো ছাড় দেন না, যেমন প্রফেসর বিনস।। গবলিন বিদ্রোহের নোট নিয়ে ব্যস্ত। ক্রিস্টমাস নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই। নেই কোনো উত্তেজনা।

সব ছাত্র-ছাত্রী টিচাররা আসন্ন ক্রিস্টমাসের অপেক্ষায়। হোমওয়ার্ক, দৈনন্দিন পড়াশুনাতে তেমন চাপ নেই। ঠাণ্ডাও পড়েছে জবরদস্ত।

হারমিওন কিন্তু ওর কাজ করে যায়। হোমওয়ার্ক ফাঁকি দেয় না হারমিওন পোসন নোট নিয়ে ব্যস্ত। রনকে তাসের ঘর বানাতে দেখে বলল– রন তুমি কিন্তু খুব ফাঁকি দিচ্ছ। পড়াশুনা ছেড়ে তাসের ঘর করছ!

হ্যারি বলল– বাদ দাও হারমিওন, এখন ক্রিস্টমাস, ও ফ্লাইং উইথ দ্য ক্যাননস পড়ছে। এইবার নিয়ে দশবার পড়া হবে। -আজেবাজে হোমওয়ার্ক করার চেয়ে ফায়ার প্লেসের কাছে আর্মচেয়ার টেনে নিয়ে গল্পের বই পড়া অনেক আনন্দের!

হারমিওন হ্যারির দিকেও কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমি সব সময় ভাবি তুমি কিছু না কিছু গঠনমূলক কাজ-কর্ম করবে। হ্যারি তোমার কী পোসানের অ্যান্টিডোট করার ইচ্ছে নেই?

– কী বললে? হ্যারি বলল।

হারমিওন বলল– সেই ডিম সম্বন্ধে!

– ওহো হারমিওন, এখনও অনেক সময় আছে, ফেব্রুয়ারির চব্বিশ পর্যন্ত। হ্যারি বলল।

ও সোনার ডিমটা ওপরের ঘরে ওর ট্রাঙ্কে রেখেছে। প্রথম টাস্কের উৎসব পার্টির পর দ্বিতীয়বার ওটার মুখ খোলেনি। এখনও পাক্কা আড়াই মাস সময় আছে। এখনও ওর মাথায় আসছে না পেঁচার তীব্র ডাকের মানে।

হারমিওন বলল– বেশ কয়েক সপ্তাহ তো সময় লাগবে জানতে! ঠিকমতো বোঝার, কি করতে হবে জানার। পরের টাস্কে তোমায় কি করতে হবে, তুমি যদি না জানো তাহলে তোমাকে একটি ইডিয়টের মতো দেখাবে, সকলেই বলবে পরের টাস্ক সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না।

– ওকে ছেড়ে দাও হারমিওন, ওর একটু ছুটির দরকার, রন বলল। বলার সাথে সাথে ওর তাসের ক্যাসেল হাওয়া এসে ভেঙে গেল। ও ভীষণ রেগে ভুরু কোঁচকাল।

– দারুণ দেখাচ্ছে তোমায় রন। যাও এবার তোমার আলখেল্লা পরে এস। তাহলেই হবে।

কথাটা বলল ফ্রেড-জর্জ। ওরা হ্যারি রন আর হারমিওনের টেবিলের সামনে

বসেছিল। তাসের ক্যাসেল ভেঙে পড়ার জন্য রনের খুব মন খারাপ। সব শেষ একটা কার্ড রাখতে গিয়ে হাওয়া এসে ভেঙ্গে দিল।

জর্জ বলল– রন তোমার পিগকে আমায় ধার দেবে?

– ও এখন একটা চিঠি ডেলিভারি দিতে গেছে। কেন তোমার কী দরকার? রন বলল। ওর মেজাজ খারাপ।

ফ্রেড ব্যঙ্গ করে বলল– কারণ জর্জ ওকে বল ড্যান্সে নিমন্ত্রণ করতে চায়।

জর্জ বলল– স্টুপিড। আমরা একটা চিঠি পাঠাতে চাই– বোকার মতো বকবক করবে না।

রন বলল– তোমরা কাকে চিঠি পাঠাবে শুনি!

– চুপ করে থাক রন, না চুপ থাকলে তোমার পিগকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব... মনে হয় এখনও তোমরা পার্টনার পাওনি। তাড়াতাড়ি কর... দেরি করলে ভাল ভাল মেয়ে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ফ্রেড বলল।

রন বলল– তোমার সঙ্গে কে নাচবে?

– অ্যাঞ্জেলিনা, ফ্রেড খোলাখুলিভাবে বলল।

– কী বললে? রন বলল অবাক হয়ে। – তুমি ওকে বলেছ?

– বেশ বলেছ, ফ্রেড বলল। কথাটা বলার পর এধারে-ওধার তাকিয়ে ডাকল– অ্যাঞ্জেলিনা ।

অ্যাঞ্জেলিনা তখন অ্যালিসিয়া স্পিনেটের সঙ্গে ফায়ার প্লেসের ধারে আড্ডা দিচ্ছিল।

– কী? ও ওখান থেকেই জবাব দিল।

– আমার সঙ্গে বল ড্যান্স করবে?

অ্যাঞ্জেলিনা সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে ফ্রেডের দিকে তাকাল।

– ঠিক আছে তাহলে, ও বলল। তারপর অ্যালিসার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ফ্রেড, হ্যারি আর রনের দিকে তাকিয়ে বলল– কিছু কেক এনে দাও।

তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাইতুলতে তুলতে ফ্রেড বলল– না যদি দাও, তাহলে আমরা স্কুলের প্যাঁচা পাঠাব। জর্জ চল।

ওরা চলে গেল রন ওর ভাঙা ক্যাসেলের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইল।

– আমাদেরও যেতে হবে, আমাদের এক জোড়া গবলিনের কথা ভেবে সময় নষ্ট করলে চলবে না।

হারমিওন ঢেঁকুর তুলে বলল– এক জোড়া কী?

রন রাগ করে বলল– ভালভাবেই জানো। আমি একাই চলবো তবু ইলোইজ মিডজেনের সঙ্গে যাবো না।

– ওর ব্রন এখন কম... আমার তো মনে হয় খুব ভাল মেয়ে।

রন বলল, ওর নাকটা হ্যাঁকা।

– ও তাই? হারমিওন রেগে গিয়ে বলল।... এক ফোঁটা নাচতে পারে না... ভাল দেখতে হলেই তোমার চলবে, ভাল!

রন বলল– ওহো শুনতে খুব ভাললাগে।

হারমিওন বলল– আমি চললাম, ঘুম পেয়েছে।

* * *

বক্সবেটন আর ডারমস্ট্র্যাংগদের মুগ্ধ করার জন্য হোগার্টের কর্মচারীরা সাজ-সজ্জা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। চতুর্দিকের সাজসজ্জা দেখে হ্যারির চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এর আগে স্কুল এমনটি চোখে পড়েনি। সিঁড়ির ব্যানিস্টার মার্বল সিঁড়ি, বারটি ক্রিস্টমাস ট্রি গ্রেটহলে... সবই ঝকঝকে তকতকে করে সজ্জিত।

এখনও হ্যারি চো'কে নাচের পার্টনার হবার অনুরোধ জানাতে পারেনি। তবে হ্যারি রনকে বলেছে, আমি যদি পার্টনার না পাই। আর তুমিও না... তাহলে তোমার চেয়ে আমাকে বেশি বোকা মনে হবে।

রন বিমর্ষ হয়ে বলল– আমার মনে হয় মোনিং মীরটল মন্দ হবে না। মোনিং এক ভূত... সে মেয়েদের টয়লেটে হানা দিয়ে বেড়ায়।

– হ্যারি... এমনিভাবে ভেবে ভেবে বসে থাকলে চলবে না। চল বেরিয়ে পড়ি। যা কববার আজই রাতে করতে হবে।... রন এমনভাবে বলল যেন একটা দুর্ভেদ্য দূর্গ জয় করতে চলেছে।... আমাদের দু'জনেরই নাচের পার্টনার যোগাড় হবে... আমার সঙ্গে একমত!

হ্যারি বলল– ঠিক আছে।

কিন্তু হ্যারি চো' কে পার্টনার হতে বলবে কখন? লাঞ্চে বা হিস্ট্রি অব ম্যাজিকের ক্লাসে যাবার পথে... কোনো সময়ই ও চো'কে একলা পায় না। সব সময় ওকে ঘিরে রয়েছে বন্ধু-বান্ধব।... বিরক্ত হয় হ্যারি, ওকি কখনও একালা হাঁটাহাঁটি করে না? বাথরুমে যাবার সময়ও না। যদি যায় তাহলে তো ওকে বলতে পারে মনের কথা। দুর্ভাগ্য! বাথরুমে যাবার সময়ও ও একলা যায় না। চার-পাঁচটি মেয়ে সঙ্গে থাকবেই। ওকে যদি এখন বলা না যায়, ওকে হয়ত কেউ পার্টনার করে নেবে।

ও স্নেইপের অ্যান্টিডোট পরীক্ষায় মন দিতে পারে না। প্রয়োজনীয় উপকরণ মেশাতে ভুলে যায় তাহলে তো পরীক্ষায় ও শূন্য পাবে! নম্বর পাওয়ার কথা ভাবে না, আশু প্রয়োজন নাচের পার্টনার।

ভাবতে ভাবতে ক্লাশ শেষ হবার ঘণ্টা বেজে গেল। হ্যারি তল্পিতল্পা গুটিয়ে

ডানজিয়ন দরজার দিকে চলল। বড় বেশি অন্ধকার মনে হল সেদিন।

হ্যারি, রন আর হারমিওনকে বলল– তোমাদের সঙ্গে ডিনারে দেখা হবে।– কথাটা বলেই ও ওপর তলায় উঠতে লাগল।

ওকে গোপনে চো'কে নাচের পার্টনার হবার কথা বলতেই হবে। সকলের সামনে নয়– একান্ত গোপনে।... ও ভিড়ে ঠাঁসা করিডরে চো'কে খুঁজতে লাগল।... হঠাৎ চোখে পড়ে গেল চো ডার্ক আর্টের প্রতিরোধ সম্বন্ধীয় লেখন শেষ করে ধীরে-সুস্থে আসছে।

হ্যারি সুযোগ হারাতে চায় না।

– চো? তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি? চো'কে ঘিরে যেসব মেয়েরা ছিল তারা হেসে উঠল।

– বেশ বল।... হ্যারির সঙ্গে বন্ধুদের নাকের ডগা দিয়ে চলল। হ্যারির ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল ও যেন সিঁড়ি থেকে পা ফসকে পড়ে গেছে।

– হ্যাঁ, হ্যারি বলল।

ওকে কথাটা বলতেই হবে। না বললে চলবে না। চো, হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারলো না।

– ওয়াংগোবল ওয়াইম? (আমার বল ড্যান্সের পার্টনার হবে?)

– দুঃখিত, চো বলল– বুঝলাম না।

– এ বলছিলাম বল ড্যান্সে আমার পার্টনার হতে চাও? হ্যারি বলল (কথা বলার সময় ওর মুখ লাল হয়ে গেল... কিন্তু কেন?)

চো বলল– সত্যি হ্যারি আমি খুব দুঃখিত! (ওকে দেখে হ্যারিরও তাই মনে হল) আমি একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি।

হ্যারি বলল– তাই।

হ্যারির মনে হল ওর সমস্ত শরীরটা সাপের মতো কিলবিল করছে... ও যেন নিজের মধ্যে নেই।

– ঠিক আছে, হ্যারি বলল– কোনও অসুবিধে নেই।

– সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত। চো আবার বলল।

হ্যারি বলল– ঠিক আছে, তাতে কী হয়েছে।

দু'জনে দু'জনের দিকে বেশ খানিকটা সময় তাকিয়ে থাকার পর 'চো' বলল– ওয়েল। বাই।

চো চলে যাচ্ছিল, হ্যারি বাধা দিল– কার সঙ্গে তুমি নাচবে?

– সেডরিক, সেডরিক ডিগরি।

– খুব ভাল, হ্যারি বলল,

নিজেকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করল হ্যারি।

ডিনারের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলেগিয়ে হ্যারি গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে এল, প্রতিটি পদক্ষেপ ওর কানে বাজতে লাগল চো'র কণ্ঠস্বর... সেডরিক সেডরিক ডিগরি।

সেডরিক সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হল ও একটি অপদার্থ। ওর মগজে কিছু নেই।

ফ্যাট লেডির সামনে দাঁড়িয়ে পাসওয়ার্ড বলল, ফেয়ারি লাইটস, গতকাল থেকে পাসওয়ার্ড বদলে গেছে।

হ্যারি কমনরুমে ঢুকে দেখল ঘরের এক কোণে রন পাংশু মুখে বসে রয়েছে। ওর সঙ্গে জিন্নি বসে খুব চাপাগলায় কথা বলছে। মনে হয় সান্ত্বনা দিচ্ছে।

হ্যারি ওদের কাছে চেয়ার টেনে এনে বসে বলল– কী ব্যাপার রন?

রন মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকাল। মুখে যেন ভয় লুকিয়ে রয়েছে।

– ভীষণ বোকামি করলাম... কেন করলাম জানি না, রন এলোমেলোভাবে বলল।

– কী বললে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– আমি জানি না কেন আমি ওকে বলতে গেলাম। আমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছিল... ছিঃ সে সময় অনেক লোক ওখানে ছিল। এনট্রেন্স হলে আমি তার পেছনেই ছিলাম, ও তখন ডিগরির সঙ্গে কথা বলছিল। আমি তার নিকটে আসতেই জিজ্ঞাসাটা করলাম!

রন কথাটা বলে দু' হাতে মুখ ঢাকল। কথাটা শুনে ডেলাকৌর আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি একটা পোকামাকড় বা ওই রকম কিছু। আমার কথার জবাবই দিলো না। জানি না, কেন আমি ওকে বলতে গেলাম। আমি লজ্জায় সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম।

হ্যারি বলল– সে ভিলার মতো। তুমি ঠিক বলেছিলে, ওর গ্র্যান্ডমাদারও ওই রকমই। যাকগে ওর দেমাগ নিয়ে ওকে থাকতে দাও। ও বোধ হয় জানে না ডিগরি চো চ্যাংগের সঙ্গে নাচবে, অযথা সময় নষ্ট করছে

রন মুখ তুলল।

– আমি এই মাত্র চো'কে আমার সঙ্গে নাচতে বলেছিলাম... ও সেডরিকের কথা বলল।

জিন্নি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল হাসি থামিয়ে।

– আশ্চর্য। খুব সম্ভব আমরা ছাড়া সকলে বোধ হয় পার্টনার পেয়ে গেছে। ভাবা যায় না। ও হ্যাঁ, নেভিল ছাড়া। বল তো, ও আর কাকে বলেছে, হারমিওন!

হ্যারি বলল– কী বললে? বাজে বকবে না, হতেই পারে না।

রন বলল– আমি জানি। কিন্তু, হারমিওন তো অন্য কথা বলে। নেভিলের সঙ্গে নাচার প্রশ্নই আসে না।

– এই, কথা থামাও, জিন্নি হারমিওনকে আসতে দেখে বলল।

হারমিওন পোর্ট্রেট হোল দিয়ে ঘরে ঢুকল।

– এই, তোমরা দু'জনে ডিনার খেতে যাওনি কেন? ওদের কাছে এসে হারমিওন জিজ্ঞেস করল।

জিন্নি বলল– কারণ... কারণ ওরা দু'জনের মন দারুণ খারাপ। কোনো মেয়ে ওদের সঙ্গে নাচতে চায় না!

জিন্নির কথায়, হ্যারি ও রন দু'জনেই রেগে গেল।– অনেক অনেক ধন্যবাদ জিন্নি! রন বলল।

– সব সুন্দর সুন্দর মেয়েরা অন্যদের কথা দিয়ে দিয়েছে রন, হারমিওন রনকে কোমল সুরে বলল। ইলজি সিডজেন তো বেশ ভাল দেখতে, তাই না?... থাকগে হতাশ হবে না, কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে।

হারমিওনের মুখে দিকে তাকিয়ে রন আশার আলো দেখতে পেল।

– হারমিওন, নেভিল ঠিক কথা বলেছে... যাইহোক তুমি একটি মেয়ে। হারমিওন তিক্ত কণ্ঠে বলল– বাঃ ঠিক ধরেছ।

– তুমি কিন্তু আমাদের একজনের সঙ্গে নাচতে পার! হারমিওন তৎক্ষণাৎ বলল– আমি তোমাদের সঙ্গে মোটেই নাচবো না। অন্য একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।

– আরে বাদ দাও, বাদ দাও... এখন আমাদের পার্টনার দরকার। সত্যি সকলেই পার্টনার যোগাড় করল আর আমরা দু'জন ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো বসে রয়েছি।

– বললাম তো আমি একজনকে কথা দিয়েছি।

– বাজে কথা বলছ, তুমি কাউকে কথা দাওনি। নেভিলকে তুমি ওকে চাও না তা-ই এ কথা বলেছিলে।

হারমিওন বলল– বাঃ আমি তাই বলেছি?... আমাকে একটি মেয়ে ভাবতে তোমার তিন তিনটে বছর লেগেছে। রন এ-কথা ভেব না তোমরা আমাকে মেয়ে মনে করোনি বলে, অন্য কেউ করবে না!

কথাটা বলে ঝড়ের মতো হারমিওন মেয়েদের ডরমেটরিতে চলে গেল।

রন বলল– ও আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে।... যাকগে জিন্নি তুমি তো হ্যারির পার্টনার হতে পার।

– অবশ্যই না। আমি নেভিলকে কথা দিয়েছি। যাক এবার আমাকে ডিনার খেতে যেতে হবে। কথাটা বলে হারমিওনের মতো পোর্ট্রেট হোল দিয়ে চলে গেল।

রন হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল।

সে সময় পোর্ট্রেট হোল দিয়ে পার্বতী, ল্যাভেন্ডর ঘরে ঢুকল, আর সময় নেই।

যা করার এখনই করতে হবে।

– এখানে দাঁড়াও, হ্যারি রনকে বলল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে সোজা পার্বতীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল– পার্বতী বলনাচে আমার পার্টনার হতে তোমার কি আপত্তি আছে?

পার্বতী খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। হ্যারি আলখেল্লার পকেটে হাতপুরে ওর হাসি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

– ঠিক আছে, তারপর, পার্বতীর মুখ লাল হয়ে উঠল। হ্যারি বলল,– ধন্যবাদ। পার্বতীর সম্মতিতে ও দারুণ খুশি। ল্যাভেন্ডরের দিকে তাকাল– রনের সঙ্গে তুমি নাচবে?

পার্বতী বলল,– ও তো সিমাসের সঙ্গে কথা বলেছে। পার্বতী ও ল্যাভেন্ডর দু'জনেই হি হি হি করে হেসে উঠল।

হ্যারি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

– এমন একজনের নাম বল যে রনের সঙ্গে নাচতে রাজি আছে।

– তোমরা হারমিওন গ্রেঞ্জারের কথা ভেবেছে; পার্বতী বলল।

– ওর একই অবস্থা...।

পার্বতী বেশ আশ্চর্য হল।

– তো কার সঙ্গে...? পার্বতী কৌতূহলী হয়ে বলল। হ্যারি স্রাগ করল,– জানিনা। রনের কথা তোমায় তো বললাম। পার্বতী-বলল– ঠিক আছে, আমার বোন পদ্মাকে বলে দেখি। ও র‍্যাভেন ক্লতে আছে। তোমাদের কোনও আপত্তি নেই তো?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ইউল বল

ছুটিতে প্রচুর হোমওয়ার্ক চতুর্থবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া সত্ত্বেও টার্ম শেষ হবার মুখে হ্যারি সে সম্বন্ধে নির্বিকার। ক্রিস্টমাসের আগের সপ্তাহটা হ্যারি যতটা পারে নিজেকে যুক্ত রাখল গ্রিফিন্ডর হাউজের বন্ধুদের সঙ্গে। ফ্রেড আর জর্জের খুব উৎসাহে এলফরা নানা রকম কেক, পেস্ট্রি, স্টু, স্যাডরি পুডিং বানাচ্ছে; কিন্তু ওদের বানান ক্যালরি ক্রিম দেওয়া যে কোন খাবার জিনিস সযত্নে পরিহার করছে। হ্যারির ওদের তৈরি টন-টাংগ-টফি খেয়ে ডাডলির অবস্থার কথা মনে আছে।

অসম্ভব শীত পড়েছে। ক্যাসেল, তার সংলগ্ন মাঠ তুষার আবৃত হয়ে আছে। নীল বক্সবেটনের বিরাট ক্যারেজকে দেখে চেনা যাবে না। হ্যাগ্রিডের কেবিনের (জিঞ্জার ব্রেড হাউজ) সেটাও তুষার আবৃত বরফের তৈরি বিরাট কুমড়োর মতো দেখাচ্ছে। ডারমস্ট্র্যাংগের জাহাজের রূপও বদলে গেছে। জাহাজের দরজা-জানালা-আশপাশে সব গর্ত বরফে ঢেকে চকচকে করছে। হোগার্ট স্কুলের কিচেনে হাউজ এলফদের মরবার ফুরসৎ নেই। সব সময় নানারকম সুস্বাদু খাবার, গরম স্টু, স্যাভরী পুডিং বানাতে ব্যস্ত! ফ্লেউর ডেলাকৌরের কোন জিনিসই মনোমত হয় না, একটা না একটা খুঁত বের করবেই। কোনও খুঁত ধরার মতো কিছু খুঁত না থাকলেও তবু মুখ বেঁকিয়ে বলল– ওগওয়ার্টসের (হোগার্ট) খাবারদাবারগুলো দারুণ গুরুপাকের, গ্রেটহল থেকে খাওয়া-দাওয়ার পর যেতে যেতে বলল। (রন আর হ্যারি এমন এক জায়গায় বসেছিল হাতে ডেলাকৌরের চোখে না-পড়ে)– এই রকম হেভি খাবার খেলে আমার কোনও জামা, প্যান্ট গায়ে আঁটবে না! আলখেল্লাও ফিট করবে না।

ফ্লেউর দল ছেড়ে চলে গেলে হারমিওন বলল– এটাই ট্রাজেডি!... ও নিজেকে দারুণ দেখতে মনে করে... তোমরাও কি মনে কর?

রন বলল– হারমিওন বল না কে তোমার সঙ্গে নাচবে?... রন বারবার একই প্রশ্ন করে যায় কলের গানের মতো; কিন্তু হারমিওন ভুরু কুঁচকে বলে– তোমাকে কেন বলব? বললেই তোমরা আমার পেছনে লাগবে।

ম্যালফয় পেছনে বসেছিল, বলল– ঠাট্টা করোনা উইসলি তুমি কাউকে বলের জন্য বলনি... তোমার প্রিয় মাড ব্লাডকেও বলবে না।

ক্রুদ্ধ হ্যারি আর রন চতুর্দিকে তাকাল; কিছু ওরা করে ওঠার আগেই হারমিওন সরবে বলে উঠল– হ্যালো প্রফেসর মুডি! ম্যালফয়ের মুডি নাম কানে আসতেই মুখ শুকিয়ে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে পেছনে চলে গেল। এধার ওধার তাকাল মুডিকে দেখার জন্য। মুডি তখন স্টাফ টেবিলের সামনে বসে গরম স্টু খতম করছেন।

হারমিওন তিক্ত গলায় ভীত-সন্ত্রস্ত ম্যালফয়কে বলল– তুমি একটি পাতলা সুতো... এক টানে ছিড়ে যাবে। তাই না ম্যালফয়... ঠিক বললাম না? ম্যালফয়কে উচিৎ শিক্ষা দিতে পেরে হারমিওন, রন হ্যারি হাসতে হাসতে মার্বেল সিঁড়ির কাছে গেল। রন আড়চোখে তাকিয়ে বলল,– হারমিওন... তোমার দাঁত...।

ও বলল– কেন কী হয়েছে?

– মনে হল অন্য রকম তাই বললাম।

– বদলে গেছে।

– অবশ্যই বদলে গেছে– তুমি কী আশা করেছ ম্যালফয়ের দেওয়া বিষদাঁতগুলো সযত্নে রাখব?

– না আমি বলছিলাম তা তোমার আগের দাঁত থেকে এখনটা ভিন্ন। এখন তো বেশ সেট করা দাঁত।

হারমিওন হঠাৎ দুষ্টু দুষ্টু মুখে হেসে উঠল। হ্যারি লক্ষ্য করল ওর হাসিটা আগের মতো নয়।

– ওহ, তোমাদের বলা যায়নি।... জাদুর মন্ত্রে যখন আমার দাঁত বড় হয়ে গেল... তখন হাসপাতালে গেলে ম্যাডাম পমফ্রে দাঁত ছোট করে দিয়েছেন। মা-বাবা অবশ্য জানতে পারলে খুশি হবেন না। তারা জন্ম থেকে যা আছে তা' বদলানোর পক্ষপাতি নন। আসলে ওরা তো ডেন্টিস্ট, দাঁত ঠিক করা আর ম্যাজিক এক মনে করেন না... আরে তোমাদের প্যাঁচা পিগইজিয়ন ফিরে এসেছে দেখছি।

রনের ছোট প্যাঁচাটি সিঁড়ির ব্যানিস্টারে লাফালাফি করছিল। ওর পায়ে পাকানো পার্চমেন্ট বাঁধা। যারা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে তারা পিগের নাচানাচি দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছে।..., দেখ দেখ ছোট কি কিউট প্যাঁচা!

রন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলল, অ্যাই বোকা প্যাঁচা চুপ! তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ওর পা থেকে পার্চমেন্ট খুলে নিল।..., তোমার কাজ যার চিঠি তাকে দেওয়া... নেচে গেয়ে সবাইকে দেখান নয়।

পিগউইজিয়ন রনের ঘুঁষি তোলা হাত 'থোড়াই কেয়ার' করে। কিন্তু ওর মাথার চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে সুন্দর করে ডাক দিয়ে উড়তে আর পারলো না। রন ওকে এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। তৃতীয় বর্ষের মেয়েদের ওই দৃশ্য দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

– ভাগো এখান থেকে, রন মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল।–, হ্যারি এটা ধর দেখি ওদের হাসির মজা দেখাচ্ছি। ও পিগের পা থেকে সিরিয়সের জবাবি চিঠিটা খুলে নিয়ে হ্যারি দিকে ছুঁড়ে দিলে হ্যারি ফ্লোর থেকে তুলে নিল। সিরিয়স কি লিখেছে পড়ার জন্য গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ওরা তিনজনে জানালার ধারে বসল। অন্ধকার জানালা... বরফ জমে একটুও আলো আসছে না।

হ্যারি চিঠিটা পড়ল

প্রিয় হ্যারি,

অভিনন্দন! তোমার হর্নটেল পরাস্ত করার সংবাদে আমি খুশি, তবে যে তোমার নাম, তোমার ক্ষতি করার জন্য গবলেটে দিয়েছিল সে কতটা দুঃখিত অথবা খুশি তা আমি বলতে পারবো না। আমি তোমাকে ড্রাগনদের চোখের দৃষ্টি অচল করার জন্য কনজাংকটিভিটিস কার্স সাজেস্ট করেছি।

হারমিওন ফিসফিস করল– ক্রাম খুব সম্ভব ওই কার্স প্রয়োগ করেছিল।

কিন্তু তোমার পদ্ধতিটাও ভালো ছিল, আমি অত্যন্ত খুশি।
আমার অনুরোধ, তুমি সবেমাত্র একটা টাস্কে উত্তীর্ণ হয়েছে। একবারও তারজন্য 'আত্মহারা' হবে না। যে তোমার নাম গবলেটে দিয়েছে, টুর্নামেন্টে তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য আরও অনেক ফাঁদ পাততে পারে সে। সর্বদাই সর্তক থাকবে। মনে রাখবে সে তোমার আশেপাশে ঘুরছে। বিপদে যাতে না পড়ো তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবে। আমি সব সময় তোমার কাছ থেকে অস্বাভাবিক যা ঘটবে তা জানতে চাই।

সিরিয়স

হ্যারি বলল– মুডি একই কথা বলেন 'সদা জাগ্রত থাকবে'। চিঠিটা পড়ে হ্যারি জামার পকেটে রেখেদিল। ও দেওয়ালে হালকা চাপড় মেরে বলল– আপনারা কী

মনে করেন আমি চোখ বন্ধ করে ঘুরে বেড়াই?

হারমিওন বলল– রাগের ব্যাপার নয় হ্যারি, ওরা ঠিক কথাই বলেন। মনে রেখ তোমাকে আরও দুটো টাস্ক বাকি। তোমার ডিমের ভেতরে কি আছে সেটা তোমার দেখা উচিত ছিল, তা এখনও তুমি দেখনি। তুমি দেখ এবং কি করতে হবে ঠিক করতে থাক। এটাই এখন প্রয়োজন, ওরা তাই বলেছেন।

রন বলল– হারমিওন, আমাদের হ্যারি বৃদ্ধ হয়ে গেছে, ও এখন ঘরে বসে বসে দাবা খেলতে চায়।

– হ্যাঁ তাই চাই, হল তো, হ্যারি রেগে গিয়ে বলল। তারপর হারমিওনের কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল– বেশ তাহলে ডিম খোলাই যাক; কিন্তু এই গন্ডগোলে খোলা সম্ভব নয়। এই সোরগোলে ডিম কি বলল শুনতে পাবো না?

– মনে তো হয় না, হারমিওন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাবা খেলা দেখতে লাগল। রন এখন চেকমেট দিয়েছে।

হ্যারির ক্রিস্টমাসের ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার কারণ বুঝতে বেশ সময় লাগল। ও চোখ খুলে দেখল বিরাট এক গোলাকার বস্তু ওর সামনে। ওর সবুজ দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে, আর ওর দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে রয়েছে, এত কাছে যে ওর নাক স্পর্শ করবে। 'ডব্বি' তুমি! হ্যারি ধরফর করে ঘুম থেকে উঠে বসল। এলফ থেকে দূরে সরতে গিয়ে, আরেকটু হলেই খাট থেকে পড়ে যেত হ্যারি, রেগে গিয়ে বলল, আর কখনো এরকম করবে না ডব্বি!

ডব্বি ওর বড় বড় আঙ্গুল মুখে রেখে প্রায় লাফিয়ে পিছু হটে বলল– ডব্বি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার! ডব্বি হ্যারি পটারকে হ্যাপি ক্রিস্টমাস জানাতে এসেছে... একটা উপহারও এনেছে স্যার! হ্যারি পটার বলেছিলেন, একদিন ডব্বির সঙ্গে দেখা করবেন স্যার!

– ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে রেখ ভবিষ্যতে তুমি আচমকা আমার ঘুম ভাঙাবে না, এত কাছে মুখটা আনবে না। হ্যারি বলল।

হ্যারি পর্দাটা সরিয়ে দিতে ঘরে সামান্য আলো এল। বেডের চশমাটা নিয়ে পড়ল। ওর ভয়ার্ত ডাকে রন, সিমস, ডিন আর নেভিলের ঘুম ভেঙে গেছে। সকলেই ওদের মোটা ঝুলন্ত বিছানা থেকে উঠে এলো।

সিমাস ঘুম ঘুম চোখে বলল, – কি হয়েছে তোমায় কেউ আক্রমণ করেছিল হ্যারি?

– না, ডব্বি... ডব্বি এসেছে আমার কাছে। তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাও।

সিমাস হ্যারির খাটের দিকে তাকিয়ে বলল– আরে, অনেক উপহার দেখছি। রন, ডিন, নেভিল ক্রিস্টমাস উপহারের কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। ওদের ঘুম উধাও

হয়ে 'উপহার' দেখার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

ডব্বি এখন লজ্জায় অবনত মস্তকে হ্যারির খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। হ্যারিকে ঘুম ভাঙিয়ে দারুণ এক অপরাধ করে ফেলেছে। ওরা দেখল ডব্বির 'গরম টুপিতে' ক্রিস্টমাস বাবল বাঁধা রয়েছে।

ও কাঁপা কাঁপা গলায় বলল– ডব্বির এই ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট কি হ্যারি পটার গ্রহণ করবেন?

হ্যারি বলল– নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই নেব।... আমিও তোমাকে কিছু দেব বলে রেখে দিয়েছি।

ডাঁহা মিথ্যে কথা। হ্যারি, ডব্বিকে দেবার জন্য কোনও উপহার আনেনি। তা' সত্ত্বেও ও ট্রাঙ্ক খুলে দুটো মোজা বের করল। ওর সবচেয়ে পুরনো শতছিন্ন গন্ধে ভরা হলুদ রংয়ের অপরিচ্ছন্ন মোজা।... তা আবার সেগুলো আঙ্কেল ভার্ননের থেকে পাওয়া। তা' একবছর তো হয়ে গেছে। ও মোজা দুটো ডব্বির হাতে দিয়ে বলল– সত্যি দুঃখিত..., মুড়ে রাখার একটুও সময় পাইনি– একেবারে ভুলেও গেছিলাম...।

কিন্তু এলফ ডব্বি, হ্যারির কাছ থেকে দুর্গন্ধ শতছিন্ন নোংরা মোজা জোড়া পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

– মোজা ডব্বির সবচেয়ে পছন্দ স্যার। ও নিজের পায়ের মোজা খুলে আঙ্কেল ভার্ননের মোজা পরতে লাগল। তারপর মোজা দুটো টেনে টেনে হাঁটু ছাড়িয়ে আর একটু ওপরে তুলে বলল– দোকানে তারা একটা দারুণ ভুল করেছে। ওরা দুটো মোজা একই রকম দিয়েছে।

রন বলল– ওহ হো, হ্যারি কেনার সময় ভুল করেছে। যাকগে তুমি এই দুটো মোজা নাও ডব্বি তাহলে আর অসুবিধে হবে না। রন বিছানায় বসে বসে ওর মোজা দুটো ডব্বির দিকে ছুঁড়ে দিল।– এই নাও তোমার জাম্পার।

ডব্বি উত্তেজনায় কথা বলতে পারছেনা।– স্যার খুব দয়ালু। চোখে ওর জল। হাতে মোজা আর জাম্পার নিয়ে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলল– ডব্বি জানে স্যার খুব বড় জাদুকর। হ্যারি পটার ডব্বির বন্ধু... কিন্তু ডব্বি জানে সে একজন দয়ালু, মহৎ লোক... সে স্বার্থপর নয়।

রন হ্যারির জন্য আনা ডব্বির উপহারের প্যাকেট খুলল। সুন্দর একটি 'কাডলে ক্যাননের হ্যাট'। টুপিটা মাথায় পরে বলল– আঃ।

ডব্বি একটা ছোট প্যাকেট হ্যারিকে দিল। হ্যারি খুলে দেখল– মোজা।

– ডব্বি নিজে বুনেছে স্যার, ডব্বি খুশিতে ফেটে পড়ে বলল– ডব্বি ওর পারিশ্রমিকের অর্থে উল কিনেছে স্যার।

দু' রকম রং-এর দুটো মোজা। একটা টকটকে লাল, অন্যটা সবুজ।

হ্যারি বলল– অসংখ্য ধন্যবাদ ডব্বি। মোজা দুটো ওর সামনে পরাতে, ডব্বির দু' চোখ আনন্দে জলে ভরে গেল।

– ডব্বি এবার যাবে স্যার। আমরা কিচেনে ক্রিস্টমাস ডিনার বানাচ্ছি। ডব্বি বলল।... তারপর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেল ডব্বি।

অনেকেই হ্যারিকে ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট পাঠিয়েছে। ডব্বির বেঢপ মোজার চাইতে অনেক ভাল সন্দেহ নেই। ডার্সলি খুবই সাধারণ একটা জামা পাঠিয়েছেন। খুব সম্ভব এখনও 'টন-টাংগ-টফির' কথা ভোলেন নি। হারমিওন একটা বই দিয়েছে 'কিডিচ টিম্‌স অব ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড'।

রন একটা বড় ব্যাগ, সিরিয়স একটা সুন্দর পেননাইফ– যে কোনও তালা খোলার একটি চাবি, হ্যাগ্রিড এক বাক্স ভর্তি মিষ্টি– সব ক'টাই হ্যারির অতি পছন্দসই। মিসেস উইসলি যথারীতি একটা জাম্পার (সবুজ রং-এর ড্রাগনের ছবি দেওয়া) তার সঙ্গে বাড়ির তৈরি পাই কিমা।

হ্যারি রন কমনরুমে হারমিওনের সঙ্গে দেখা হল। তারপর একসঙ্গে সকালের নাস্তা খেতে গেল। সকাল বেলা অনেকটা সময় গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে বসে সবাই মিলে আড্ডা দিল। সকলেই তাদের উপহার নিয়ে খুব খুশি– আনন্দে ভরপুর। তারপর গ্রেটহলে লাঞ্চ খেতে গেল। এলাহি ব্যাপার– রোস্টেড টার্কি, ক্রিস্টমাস পুডিং, একগাদা ক্যারি বাজেস, উইজার্ডিং ক্রাকারস...।

লাঞ্চ সেরে অনেকটা সময় গল্প-গুজব করে বিকেলের দিকে মাঠে বেড়াতে গেল। মাঠ-ঘাট-রাস্তায় তখন জমা বরফ। যাতায়াতের জন্য বক্সবেটন আর ডারমস্ট্র্যাংগের ছাত্র-ছাত্রীরা বরফ কেটে সড়ক বানিয়ে নিয়েছে। হারমিওন বরফের বল ছোড়া ছুঁড়িতে অংশ না- নিয়ে রন আর অন্যান্যদের স্নো-বল ছোঁড়া ছুঁড়ি দেখতে লাগল।

রন হারমিওনকে দেখে বলল,– পাক্কা তিন তিনটে ঘণ্টা কীভাবে কাটাবে? জর্জের ছোঁড়া একটা বেশ বড়সড় স্নো-বল রনের মুখে বাঁ-পাশে লাগল। আবার সেই একই কথা বলল– হারমিওন তা'হলে কার সঙ্গে নাচছ? কিন্তু কোনও জবাব না-দিয়ে হারমিওন ক্যাসেলের দিকে একাই চলে গেল।

গ্রেট হলে প্রোগ্রাম বিকেলের দিকে ক্রিস্টমাস চা, বল ড্যান্স আর ফিস্ট! সময় সন্ধ্যা সাতটা। আলো কমে আসতে সকলেই স্নো-বল খেলা ছেড়ে যে যার কমন রুমে চলে এল। ফ্যাট লেডি বান্ধবী ভায়োলেটের সঙ্গে ফ্রেমে বসেছিল। দু'জনেই মদ্যপান করেছে, সেই সঙ্গে আচ্ছামতো খেয়েছে চকলেট। উপহার পাওয়া চকলেটগুলোর বেশিটাই সাবাড় তো করেছেই, আর চকলেটের মোড়কগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশ নোংরা করেছে। ওর ছবির ফ্রেমের নিচে দেখো মোড়কের স্তূপ।

পাশওয়ার্ড বলে হ্যারি, সিমাস, রন, ডিন ও নেভিল ডরমেটরিতে ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য গেল। সকলেই খুব নিজেদের চেহারা আর সাজ পোশাক সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তবে রন একটু বেশি বেশি। বাবার বড় আয়নাতে দেখতে লাগল। রন মুখে মৃদু মৃদু হাসি। রোবটা ঠিক রোবের মতো বানায়নি... অনেকটা শার্টের মতো। আরও ম্যানলি যাতে দেখায় তার জন্য সার্বিং চার্ম গায়ে হাতে মাখল।

ডিন খবর পেয়েছে পার্বতী থাকছে হ্যারির সঙ্গে, আর ওর ছোট বোন পদ্মা রনের সঙ্গে বল ড্যান্সের জন্য। ডিন একটু জেলাস। বিড়বিড় করে ডিন বলল– আশ্চর্য হোগার্টের সবচেয়ে বেস্ট লুকিং গার্লকে ওরা দু'জনে কেমন করে ম্যানেজ করল।

রন হেসে বলল,– খুব সোজা 'চুম্বক'– হাতা থেকে একটা সুতো ছিঁড়তে লাগল সে।

কমনরুম এখন অপূর্ব এক রূপ নিয়েছে। নানা বয়সের নানা দেশের মহিলা-পুরুষ–ছেলে-মেয়ে। বিচিত্র তাদের পোষাক... স্বাভাবিক কালো পোশাক কেউ পরেনি। পার্বতী সিঁড়ির ধাপে হ্যারির অপেক্ষায় বসেছিল। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে... সেজেছে সুন্দর করে। মাথার কালো চকচকে সোনালী রিবন, দু'হাতের কব্জিতে সোনার ব্রেসলেট! ওকে হাসতে দেখে হ্যারির মনের মধ্যে ধুক-পুকানি কমে এলো:

– তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে পার্বতী, হ্যারি কি বলবে না বলবে ভেবে না পেয়ে বলল।

– ধন্যবাদ।– রন, পদ্মা তোমার জন্য এনট্রেন্স হলে অপেক্ষা করছে।

– ঠিক আছে, রন বলল,... হারমিওনকে দেখতে পাচ্ছিনা! পার্বতী কাঁধ নেড়ে বলল, চল আমরা নিচে যাই হ্যারি।

হ্যারি বলল– ঠিক আছে। ভাবছিল, কমনরুমে বসলে ভাল হত। পোর্টেট হোল দিয়ে যাবার সময় ফ্রেডের সঙ্গে দেখা হল। ফ্রেড চোখ টিপল।

এনট্রেন্স হলে প্রায় সকলেই এসে গেছে। সকলেই আটটা বাজার অপেক্ষায়, কখন গ্রেটহলের দরজা খোলা হবে।

পদ্মাকে, পার্বতী খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল, পদ্মাকেও পার্বতীর মতো আকর্ষণীয় লাগছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় রনের সঙ্গে নাচতে ওর খুব একটা উৎসাহ নেই।

– হায়, রন বলল। ওর দৃষ্টি কিন্তু হলের ভিড়ের দিকে। ও হ্যারির পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁটু মুড়ে দাঁড়াল। ডেলাকৌর দারুণ জামা পরেছে। রূপালী-ধূসর সার্টিনের রোবস। ওর সঙ্গে র‍্যাভেন ক্ল কিডিচের ক্যাপ্টেন রোজার ডেভিস।... ওরা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল, রন আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ও আবার জিজ্ঞেস করল,– হারমিওনকে দেখতে পাচ্ছি না। স্লিদারিনের কিছু ছাত্র-ছাত্রী তাদের ডানজুয়ান কমনরুম থেকে এনট্রেন্স হলে ঢুকল। ওদের সবার আগে ম্যালফয় পরনে কাল ভেলভেটের উঁচু কলারের রোবস। হ্যারির কাছে ওকে ঠিক ধর্মযাজকের মতো দেখাচ্ছে। প্যানসি পারকিনসন ম্যালফয়ের হাত ধরে রয়েছে। ও পরণে ফ্লিল দেওয়া ফিকে গোলাপি রং-এর রোবস। ক্রাব ও গোয়েল দু'জনেই সবুজ রোবস পরেছে। ওদের দেখে মনে হয় দুটো শ্যাওলা লাগা বড় পাথর। হ্যারি দেখে খুশি হল– যাক শেষমেষ ওরা পার্টনার পেয়েছে।

সামনের প্রকাণ্ড ওকের দরজা খুলতেই ডারমস্ট্র্যাংগ ছাত্রছাত্রীদের আসতে দেখা গেল। ওদের নিয়ে এসেছেন প্রফেসর কারকারফ। ক্রাম ওদের সবচেয়ে আগে। সঙ্গে একটি সুশ্রী মেয়ে পরনে সবুজ রোবস। হ্যারি- ওকে আগে দেখেনি।

দরজার ওধারে হ্যারি দেখল রঙ-বেরঙের বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। মাঠে শত শত জীবন্ত পরীরা হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে বসে রয়েছে। পেছনে গোলাপের বাগান।... হাতে বলগা হরিন নিয়ে রাখা সান্তাক্লসের মূর্তি।

তারপরই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে বলতে শোনা গেল,– অনুগ্রহ করে চ্যাম্পিয়নরা এখানে সমবেত হও!

ঘোষণা শোনার পর পার্বতী চনমন করে উঠল, হাতের বালা ঠিক করে নিল। হ্যারি আর পার্বতী, রনকে বলল এক মিনিট পরই তোমাদের সাথে দেখা হবে, কথাটা বলে ওরা দু'জনে ম্যাকগোনাগলের দিকে এগিয়ে গেল। অন্যরা ওদের যাবার জন্য পথ করেছিল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল লাল টার্টনের রোবস পড়েছেন, টুপির চারধারে কাঁটা গাছের ছোট ছোট ডালপালা লাগিয়েছেন। দেখতে খুব অসুন্দর লাগছে। চ্যাম্পিয়নের আর তাদের নৃত্যসঙ্গিনীদের বললেন,– দরজার একপাশে তোমরা দাঁড়িয়ে থাক। সকলে গ্রেট হলে চলে যাবার পর তোমরা ভেতরে যাবে। ফ্লেউর ডেলাকৌর আর রোজার ডেভিস দরজায় সর্বপ্রথমে দাঁড়াল। রোজার ফ্লেউরকে পার্টনার পেয়ে দারুণ সুখী। ফ্লেউরের দিক থেকে ওর দৃষ্টি সরাতে পারে না। নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে হয়। সেডরিক আর চো হ্যারির খুব কাছেই বসল। ওদের সঙ্গে যাতে কথা বলতে না-হয় হ্যারি তাই অন্যদিকে মুখ করে বসল।... কিন্তু ক্রামের পাশে কে? হ্যারি থতমত খেয়ে গেল ওর পার্টনারকে দেখে।

পার্টনার হারমিওন!

কিন্তু ওকে হারমিওনের মতো দেখাচ্ছে না। চুলের স্টাইল বদলেছে... এলোমেলো নয় সিল্কের মতো চকচক করছে। মাথায় একটা গিঁট দিয়েছে। ওর রোবস বেশ ছড়ান, রংটা কচি পাতার। দাঁড়ানর ভঙ্গিটাও অন্য রকম। সব সময় কুড়ি-বাইশটি বই দু' হাতে নিয়ে চলার জন্য সোজা হতে পারে না। এখন হাতে

বই নেই, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য মৃদু মৃদু হাসছে। সামনের বড় দুটি দাঁত ছোট করে দেওয়াতে হাসিটার তফাৎ চোখে পড়ে। হ্যারি বুঝতে পারে কেন ওকে এত খোঁজার পরও দেখা পায়নি।

–হায়, হ্যারি, ও বলল– হায় পার্বতী!

পার্বতী হারমিওনের দিকে তাকিয়ে থেকে বিশ্বাস করতে পারে না ও হারমিওন না অন্য এক মেয়ে।

সকলের দৃষ্টি যেন হারমিওনের ওপর।

সকলেই আসন্ন আনন্দোৎসবের জন্য সাগ্রহে হলে বসে থাকার পর ম্যাকগোনাগল চার জন চ্যাম্পিয়নকে তাদের পার্টনারদের সঙ্গে নিয়ে লাইন তার পিছু পিছু আসতে বললেন। টপ অব দ্য হলে একটা- টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সমস্ত হল শুভেচ্ছা-অভিনন্দন-করতালিতে ভরে উঠল। গোল টেবিলে বিচারকরা বসে আছেন।

হলের দেয়াল চকমকে রূপালি তারা, সুন্দর-সুন্দর ফেস্টুনে সাজান হয়েছে। অপূর্ব রং-এর বাহার– সোনালী, রূপালী যেখানে যেমনটি মানায়। হলে সব হাউজ টেবিল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শূন্যস্থানে ছোট ছোট টেবিল তার উপর লণ্ঠন জ্বলছে। এক একটা টেবিল বার জনের জন্য নির্দিষ্ট।

হ্যারি বেচারি নাচতে পারে না, পদক্ষেপ ঠিক হয় না। পার্বতী সম্পূর্ণ বিপরীত। ও দর্শকদের তার সাবলীলতায় মুগ্ধ করতে লাগল। মনে হল হ্যারিপটার একটা পোষা কুকুর, তার গলা বেল্ট আর চেন বেঁধে ওকে নিয়ে ছুটোছুটি করছে।... টপ টেবিলের কাছে হ্যারির রন-পদ্মার দিকে চোখ পড়ে গেল। রন বাঁকাচোখে হারমিওনকে দেখল। পদ্মা গোমড়া মুখে নাচতে হবেই বলে নেচে চলেছে। তবু রন ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

ডাম্বলডোর আনন্দের সঙ্গে হাসলেন; কিন্তু কারকারফ অন্য রকম... হারমিওন– ক্রাম ওর কাছাকাছি এলে রনের মতো মুখের ভাব করলেন। লালুডো বেগম্যান তার জাঁকজমক পোশাক পরে ছেলে মানুষ ছাত্র-ছাত্রীদের মতো আনন্দে হাততালি দিলেন। ম্যাডাম ম্যাক্সিম খুব একটা হৈ-চৈ না করে শান্ত-ভদ্রভাবে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করলেন। হঠাৎ হ্যারির মনে হয় সকলেই আছেন, কিন্তু ক্রাউচ? তার শূন্য চেয়ারে পার্সি উইসলি বসে আছে।

নাচের শেষে চ্যাম্পিয়নরা তাদের পার্টনারদের নিয়ে টেবিলের কাছে এলে পার্সি একটা খালি চেয়ার ওর পাশে রেখে হ্যারির দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। হ্যারি পার্সির চোখের নির্দেশ বুঝতে পেরে পার্সির পাশের খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। পার্সি দারুণ পোশাক পরেছে। নতুন নেভি ব্লু রোবস। পরিচ্ছন্ন- ফিটফাট। আত্মতৃপ্ত মুখের ভাব।

হ্যারিকে চাপাগলায় বলল– শুনে খুশি হবে আমি প্রমোশন পেয়েছি; এমন এক মুখোভাব আর স্বরে বলল,– যেন পুরো দুনিয়াটার ও একমাত্র শাসনকর্তা হয়েছে। আমি এখন মিঃ ক্রাউচের ব্যক্তিগত সহকারী। ক্রাউচের প্রতিনিধিত্ব করতে আসতে হয়েছে।

– তিনি এলেন না কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল। ডিনারে কলড্রনের তলা সম্বন্ধে বকবক করতে তার আর ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝি!

– ওয়ার্ল্ড কাপের পরেই উনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বয়স হয়েছে... তাহলেও কর্মঠ; কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লে কি আর করবেন। ওর মনটাও খুব বিশাল। ওই ওয়ার্ল্ড কাপ মন্ত্রণালয়ের জন্য বলতে পার লজ্জাজনক। তাছাড়া তার হাউজ-এলফের অসদাচরণে তিনি নিজে খুবই মর্মাহত। কি যেন নাম ওর...? ব্লিঙ্কি।... স্বাভাবিক কারণে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন... তো তার এখন এমন হয়েছে কারও সাহায্য ছাড়া কিছু করা সম্ভব না।... তারপর টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা করা... বেশ শক্ত কাজ... স্কীটারের উপদ্রপতো আছেই...। সে যাই হোক উনি এবার শান্তিতে ক্রিস্টমাস পালন করতে চান। ভিড় ভাল লাগে না তার।

হ্যারির খুব ইচ্ছে করল মি : ক্রাউচ এখনও ওকে 'ওয়েদারবাই' বলে ডাকেন কিনা। কিন্তু 'ইচ্ছেটা' সংযত করল।

তারপর ক্রিস্টমাস ভোজের নানা রকম সুস্বাদু খাবার তখনও আসেনি। টেবিল থালা-প্লেট-কাঁটা-চামচ ইত্যাদি সুন্দর করে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।– প্রত্যেক টেবিলে মেনুকার্ড রাখা। হ্যারি একটা মেনুকার্ড নিয়ে পড়তে পড়তে অর্ডার দেবার জন্য কোনও ওয়েটার দেখতে পেলো না। দেখতে পেল ডাম্বলডোরও মাথা নিচু করে মেনুকার্ড পড়ছেন... তারপর সামনে রাখা সোনার প্লেটকে বললেন, পর্ক চপ!

প্লেটভর্তি পর্ক চপস হাজির! সকলেই হ্যারির মতো ওয়েটারের কথা ভাবছিল। সেই ভাবনার পথ দেখালেন ডাম্বলডোর। তখন তাদের ইচ্ছানুসারে খাবারের নাম বলতেই প্লেটে খাবার ভর্তি হতে লাগল।।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকাল। ভাবল ডাম্বলডোরের নতুন 'উদ্ভাবন' ও কেমনভাবে গ্রহণ করেছে।... নিশ্চয়ই নতুন ব্যবস্থাটার পেছনে কিচেনের হাউজ এলফদের অনেক পরিশ্রম আছে। মনে হল, এই প্রথম যেন হারমিওন আর SPEW'র কথা ভাবছে না, ভিক্টর ক্রামের সঙ্গে গভীরভাবে কিছু আলোচনায় মগ্ন। কি খাচ্ছে সেদিকেও মন নেই।

হ্যারির মনে হল- এখনো পর্যন্ত তো ভিক্টর ক্রামকে কোনো কথা বলতে শোনেনি... তবে নিশ্চয়ই খেতে খেতে হারমিওনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলছে।

– হ্যাঁ আমাদেরও একটা ক্যাসেল আছে, তবে তোমাদের মতো বড়,

আরামদায়ক নয়। হারমিওনকে ও বলল।... আমাদের চারটে ফ্লোর আছে তবে প্রত্যেক ফ্লোরে একটি মাত্র আগুন জ্বলে ম্যাজিকের জন্য। আমাদের যে মাঠটা আছে সেটা তোমাদের মাঠের চেয়ে বড়... শীতকালে আমাদের তো সূর্য ওঠে না... সব সময় গভীর রাত্রি মনে হয়। তাই খুব একটা আনন্দ করতে পারি না।... তবে গ্রীষ্মকাল বড় সুন্দর। বড় বড় লেক, পাহাড়, অরণ্যের ওপর ফ্লাই করে বেড়াই।

কারকারফের গলা শোনা গেল, ও ভিক্টর (হাসল) তোমার কি আমাদের সাথে কিছু বলার নেই। তোমার বান্ধবী ছাড়া আমরাও তো আছি। আমাদের দিকে একটু তাকাও।

ডাম্বলডোর হাসলেন, চোখ দুটো কৌতুকে নাচতে লাগল–, ইগর,... তোমার কথা শুনে মনে ইচ্ছে তুমি মেহমান পছন্দ করো না।

কারকারফ বললেন,– ভাল কথা বলেছ ডাম্বলডোর। কথাবলার সময় ওর হলুদ হলুদ দাঁত বেরিয়ে এল। আমরা সকলেই নিজেদের অধিকৃত জায়গায় আবদ্ধ।... বল তাই না? আমরা কী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যা ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিয়ে চলি না? আমরা যে নিজেদের স্কুলের 'গোপনীয়তা সম্বন্ধে জানি সেজন্য কী আমরা গর্বিত নই এবং সেগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব নেই?

– ওহ্ আমি কিছু 'ধরে নিয়ে' ভাবি না। যা সত্য-তাই দেখি ও বলি। ইগর আমি নিশ্চিত নই যে, হোগার্টের সব সিক্রেট জানি, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু আজ সকালে আমি বাথরুমে যাবার সঠিক রাস্তাটা ঠিক করতে পারিনি। তাই দরজা খুলে দেখি সেটা বাথরুম নয়, একটা সুসজ্জিত ঘর, ওই রকম ঘর বিশ্বাস কর আগে কখনও দেখিনি- এ ঘরে নানা রকম সুন্দর সুন্দর চ্যাম্বার পটসের সংগ্রহ। আমি সেগুলো কাছ থেকে ভাল করে দেখবার জন্য যেতেই... দেখলাম সেই ঘরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এ বিষয়টি আমার জানা উচিত ছিল! মনে হয় সেই ঘরটায় যাবার বা দেখার সুযোগ সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, অথবা চাঁদের চতুর্থ দিনে।... অথবা স্বীকারের অত্যাধিক বাথরুম পেয়ে ব্লাডার ফুললে... ।

হ্যারির কাছে কথাগুলো তেমন অর্থবাহী না হলেও মনে হল ডাম্বলডোর 'সিক্রেসি' সম্বন্ধে বেশ মজা করে জবাব দিয়েছেন।

সকলেই মজাদার খাবারের সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মশগুল।

হ্যারি খেতে খেতে হলের চারপ্রান্ত ভাল করে দেখল। হ্যাগ্রিড কোথায় গেলেন? হ্যাঁ দেখতে পেয়েছে। হ্যাগ্রিড তার কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরে আর মাথার ডেলাডেলা চুলের অপর্যাপ্ত তেল মেখে একটা স্টাফ টেবিলে বসে আছেন। দৃষ্টি তার টপ টেবিলে। দেখল মাদাম ম্যাক্সিমকে দেখে হাত নাড়লেন। তিনি হাত

নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন। মোমবাতির আলোতে তার চশমার চৌকো কাঁচ দুটো চকচক করে উঠল।

খাওয়া পর্ব শেষ হলে ডাম্বলডোর হাতে জাদুদণ্ড নিয়ে দাঁড়ালেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরও দাঁড়াতে বললেন। তার হাতের দণ্ডটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

গবলেট অব ফায়ার বলে দণ্ডটি দোলাতেই সব টেবিল দেওয়ালের দিকে চলে গেলে ঘরের মধ্যস্থলটা ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর ডানদিকের দেওয়ালে জাদু বলে আরও একটা প্লাটফরম সৃষ্টি করলেন। সেই প্লাটফরমে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র রাখা হল। হ্যারি অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল। ভাবজগৎ থেকে ফিরে এল ওয়েরড সিস্টারদের স্টেজে দাঁড়াতে দেখে।

করতালিতে সারা হল মুখরিত হল। ওয়েরড দুই বোন দর্শকদের দিকে হাত তুলে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওদের বাদ্যযন্ত্র তুলে নিল। হ্যারি মুগ্ধ হয়ে স্টেজের দিকে তাকিয়েছিল। সব লণ্ঠন উধাও হয়ে গেছে... আর ও ছাড়া বাকি সব চ্যাম্পিয়ন তাদের পার্টনারদের নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পার্বতী হাতছানি দিয়ে হ্যারিকে ডেকে বলল– বসে আছ কেন, আমাদের এখন নাচতে হবে!

হ্যারি লম্বা রোবটা সামান্য তুলে এগিয়ে দঁড়াল। ওয়েরড বোনেরা তখন অতি ধিরে ধীর লয়ের শুর বাজাতে শুরু করেছে। হ্যারি এখন অতি উজ্জ্বল ড্যান্স ফ্লোরে দাঁড়াল। ও ইচ্ছে করে কারও দিকে তাকাল না। (অবশ্য আড় চোখে দেখল সিমাস ও ডিন হাত তুলল) পার্বতী ওর একটা হাত ধরে অন্য হাতটা ওর সরু কোমরে জড়াতে বলল।

হ্যারি অযথা ভেবে মরছিল। আগে যতোটা নার্ভাস হয়েছিল এখন তত নয়। বেশ স্বচ্ছন্দে পার্বতীর কোমর জড়িয়ে হাত ধরে বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। এবার শুধু চ্যাম্পিয়ন আর তাদের পার্টনারদের নাচ নয়, সকলেই যে যার পার্টনার নিয়ে নাচতে লাগল। হলে নানা রংয়ের আলো চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। রূপালী বাষ্পে হলটা ছেঁয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকরাও নাচছেন। মুডি তার কাঠের পা নিয়ে প্রফেসর সিনিস্টারা সঙ্গে নাচছে দেখে, হ্যারি পার্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসল। সকলের নার্ভাসনেস উধাও হয়ে গেছে। নাচে-গানে গ্রেটহল অপূর্ব হয়ে উঠল। গমগম করতে লাগল। নেভিল বারবার জিন্নির পায়ে অজান্তে পা ফেলাতে জিন্নি রেগে গেল। ডাম্বলডোর মাদাম ম্যাক্সিমের হাত ধরে ধীর তালে চক্রাকারে নাচছেন। তিনি লম্বায় এত ছোট যে মাঝে মাঝ তার মাথার পয়েন্টেড্ হ্যাটের একটা প্রান্ত মাদাম ম্যাক্সিমের চিবুকে ঠেকে তার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে।

মুডির কাছ দিয়ে পার্বতী যাবার সময় মুডি ম্যাজিকেল চোখ দিয়ে হ্যারিকে

দেখে বললেন,– দারুণ মোজা পরেছ দেখছি!

– ঠিক বলেছেন, হাউজ এলফ ডব্বি আমাকে উপহার দিয়েছে হ্যারি হাসতে হাসতে বলল।

পার্বতী হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে বলল– মুডির চোখ দেখলে ভয়ে গা শির শির করে। আমার মনে হয় এমন সুন্দর এক উৎসবে- আনন্দের দিনে ওই রকম চোখ নিয়ে আসতে দেওয়া ঠিক নয়।

ব্যাগপাইপ বাজার শেষের মধ্যে দিয়ে প্রথম পর্বের নাচ শেষ হতে হ্যারি যেন বন্দীত্ব থেকে ছাড়া পেল। ওয়েয়ার্ড দুই বোন বাজনা বন্ধ করেছে,... হল আবার আনন্দ ধ্বনি আর করতালিতে গমগম করে উঠল।

ওয়েয়ার্ড সিস্টার্স আবার নতুন গান শুরু করল। এবার দ্রুত তালে।

পার্বতী হাততালি দিয়ে বলল– অপূর্ব!

– আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না, হ্যারি সত্য কথা বলল না। কথাটা বলার পর পার্বতীকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোর ছেড়ে চলে গেল। তখন ফ্রেড-আঞ্জেলিনা গানের সঙ্গে পাগলের মতো নেচে চলেছে। দর্শকরা ওদের ধাক্কা লাগার ভয়ে পেছনে হটতে লাগল। রন-পদ্মার ঘাড়ের ওপর পড়ার অবস্থা!

– তোমার কেমন লাগল, রনকে হ্যারি- প্রশ্ন করল। হ্যারি ওর পাশে বসে এক বোতল বাটার বিয়র খুলল।

রন ওর কথার কোনও জবাব না দিয়ে হারমিওন- ক্রামের দিকে তাকাল। ওরা তখন পদ্মার কাছাকাছি নেচে চলেছে। পদ্মা তখন দু' হাত বুকে জড়ো করে গানের তালের সঙ্গে পা নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝে রনের দিকে 'বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। রন পদ্মাকে এরিয়ে যেতে চাইছে। একবারও পদ্মার দিকে তাকাচ্ছে না। পার্বতী আবার ফিরে এসে হ্যারির সামনাসামনি বসল। তারপরই বক্সবেটনের একটি ছেলে এসে ওকে নাচার জন্য অনুরোধ করতে পার্বতী হ্যারিকে বলল, তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?

হ্যারি তখন চো-আর সেডরিকের নাচ দেখছিল। কথাটা যেন ভাল করে ওর কানে যায়নি। হকচকিয়ে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলল– কি বললে?

একটু পরে হারমিওন ক্লান্ত হয়ে সামনে বসল। পার্বতী সেই চেয়ারটা খালি করে গেছে।

– হাই, হ্যারি বলল। রন কোনও কথা বলল না।

হারমিওন বলল– গরম লাগছে। রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

– ভিক্টর পান করতে গেছে, হারমিওন বলল। ওখনও ওর গালের লাল ছোপ ছোপ দাগ মেলাই নি।

রন হারমিওনের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, ভিক্টর? এখনও পর্যন্ত

ও তোমাকে ভিক্কি বলে ডাকতে বলেনি?

হারমিওন আশ্চর্য হয়ে রনের মুখের দিতে তাকাল।

– তাতে তোমার কী? হারমিওন বলল।

রন বলল– তুমি যদি না- জানো, তাহলে আমিও জানি না।.. কেন সে প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দিতে চাই না।

হারমিওন হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি শ্রাগ করল,– রন কী হয়েছে?

রন থুতু ফেলে বলল,– কী আবার, হারমিওন এখন হোগার্টে নয় ডারমস্ট্রাংগে বাস করছে। হ্যারির বিরুদ্ধে লড়ছে শুধু নয়, হোগার্টের বিরুদ্ধেও। শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা! সেটাই তুমি এখন আমাদের ছেড়ে করতে চলেছ!

হারমিওন চুপ করে রইল। তারপরই বলল– মুর্খের মতো কথা বলবে না। শত্রু! সত্যি শত্রু? তাই ওরা যখন এসেছিল তুমি শুধু আনন্দে নেচে উঠেছিলে শুধু নয় ভিক্টরের অটোগ্রাফ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলে। বুঝলে আমি নই, তুমি। ডরমেটরিতে ওর মডেল কে রেখেছে শুনি!

রন পুরনো কথা তুলতে চাইল না।... তোমরা যখন লাইব্রেরিতে ছিলে তখন ও তোমাকে ওর সঙ্গে আসতে বলেছিল। তাই না?

– হ্যাঁ বলেছিল... তাতে কী হ'ল? হারমিওনের মুখের চেহারা বদলে গেল।

– আর তুমি বোধহয় ওকে SPEWতে যোগ দিতে বলেছ?

– না, আমি বলিনি।... তুমি, যদি সত্যিই জানতে চাও- ও বলছে, আমি যখন লাইব্রেরিতে একা পড়াশুনা করি তখন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে প্রতিদিন সেখানে যায়। কিন্তু কখনো কথা বলতে সাহস করেনি!

হারমিওন কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বলল। ওর মুখটা রাগে– অপমানের আরও লাল হয়ে উঠল।

রন বিশ্রীভাবে বলল– ওহো, তাহলে ও এই বিষয়।

– তার মানে তুমি কী বলতে চাও, বলত। খুলে বলবে?

– সহজ কথা, অতি সোজা কথা। ও কারকারফের ছাত্র তাই না? ও জানে কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও... ও সুযোগ বুঝে হ্যারির ঘনিষ্ঠ হতে চায়, ওর কাছ থেকে ওর খবর সংগ্রহ করতে চায় নয়ত কাছাকাছি এসে ওকে হেয় করতে চাইছে।

হারমিওন এমনভাবে রনের দিকে তাকাল যেন ও হঠাৎ ওকে একটা চড় মেরেছে। কথা বলার সময় গলা কেঁপে উঠল– তুমি জানবে ও এখন পর্যন্ত আমাকে হ্যারি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ও করেনি।

রন এবার ভিন্নভাবে কথাটি বলল– দেখবে, এক সময় ও সোনার ডিমের ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাইবে। মানে লাইব্রেরিতে প্রসঙ্গক্রমে তোমার সঙ্গে এ

বিষয়ে আলোচনা করবে।

– অবশ্যই, আমি ওকে কোনওভাবেই সাহায্য করব না। হারমিওনকে দেখে মনে হয় ও খুব ক্ষিপ্ত, কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল।

– না, কখনই না... তুমি এমন কথা বলবে না রন।... তুমি কি জানো না আমি চাই টুর্নামেন্টে হ্যারি জিতুক? কি করে এই কথাটি তুমি আমাকে বললে। হ্যারি ও এটা ভালভাবেই জানে।

রন মুখ ভঙ্গি করে বলল– তোমার ভাবভঙ্গি দেখে কি তা মনে করা যায়!

হারমিওন সরু সরু গলায় জোর দিয়ে বলল– এই টুর্নামেন্টের আসল উদ্দেশ্য বিদেশী জাদুকরদের জানা... তাদের বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া।

রন চীৎকার করে বলল– কখনই না।... কে হারে, কে জেতে... সেটাই উদ্দেশ্য।

ওরা এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে যে এধার-ওধারে থেকে অনেকেই ওদের দিকে তাকাল।

...রন, হ্যারি ধীরস্থির কণ্ঠে বলল– আমি তো হারমিওনের ক্রামের সঙ্গে কথা বলাতে কোনও মতলব খুঁজে পাই না।

কিন্তু রন হ্যারির কথায় কর্ণপাত করে না।

রন বলল– যাও যাও দেখে এস তোমার ভিক্কি কোথায় একা একা ঘুরছে... হয়ত তোমাকেই পাগলের মতো খুঁজছে।

হারমিওন ঝট করে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল– ভিক্কি ভিক্কি বলবে না!... এক রকম ঝড়ের বেগে ড্যান্সফ্লোরের দিকে গিয়ে জনতার মধ্যে মিশে গেল।

রন হারমিওন চলে যাবার পর একটু রেগে গেলেও... মুখে হাসি ফুটে উঠল। পদ্মা এসে বলল– আমার সঙ্গে তুমি আরো নাচবে না?

– না। ওর দৃষ্টি তখনও হারমিওনের চলে যাবার দিকে।

– বেশ তাই। পদ্মা, পার্বতী আর বক্সবেটনের ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হা-র-মি-ওনকে দেখছো? কে যেন কাছ থেকে বিদেশী ভাষায় কথাটা বলল।

রন মুখ উঁচু করে দেখল ক্রাম ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে– হাতে দুটো বাটার বিয়র বোতল।

– বলতে পারি না, রন ক্রামের দিকে তাকিয়ে বলল। ওকে খুঁজে পাচ্ছো না?

– ওয়েল, তোমরা ওকে যদি দেখতে পাও তো বলো আমার কাছে পানীয় আছে... বলেই ও মন্থরগতিতে চলে গেল।

– ভিক্টরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে... রন?

কোথা থেকে পার্সি এসে হাজির। হাত রগড়াতে রগড়াতে বলল (ওকে খুব আত্মম্ভরী দেখাচ্ছিল), অতি চমৎকার... এইতো চাই... একেই বলে নিজেদের

মধ্যে জাদুময় বোঝাপড়া!

হ্যারিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পার্সি পদ্মার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসল। টপ-টেবিল তখন শূন্য। প্রফেসর ডাম্বলডোর, প্রফেসর স্প্রাউটের হাত ধরে নাচছেন। লুডো বেগম্যান, প্রফেসর ম্যাগগোনাগলের সঙ্গে। হ্যাগ্রিড আর মাদাম ম্যাক্সিম অনেক জায়গা নিয়ে নাচছেন। কারকারফের কোনও পাত্তা নেই। পরবর্তী গান শেষ হলে আবার সকলে হাততালি দিল। হ্যারি দেখল লাডো বেগম্যান, প্রফেসর ম্যাগগোনাগলের হাতে চুম্বন করলেন... তারপর জনতার ভিড়ে মিশে গেলেন। ঠিক সেই জর্জ- ফ্রেড এসে দাঁড়াল।

– ওরা কি ভাবে নিজেদের, মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের অবজ্ঞা করে চলেছে। ফ্রেড আর জর্জকে আসতে দেখে চুপ করার আগে ফিসফিস গলায় পার্সি বলল,... একেবারেই কোন সম্মান নেই।

লাডো বেগম্যান হ্যারিকে দেখে টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলেন।

পার্সি, বেগম্যানকে বলল– আমার দু' ভাই আপনাকে বিরক্ত করছে না তো?

– কী বললে? বিরক্ত? না না মোটেই না, বেগম্যান বললেন। আসলে ওরা আমাকে ওদের নকল জাদুদন্ডের কথা বলছিল। ভাবছি, আমি ওদের ওগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে বলব। আমি ওদের দু'একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেখব বলেছি। বিশেষ করে জুংকোস জোকশপের সঙ্গে।

পার্সি খুশি হল না। হ্যারি বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা মিসেস উইসলিকে বলে দিতে পারে। ইদানীং ফ্রেড আর জর্জের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলেছে। নকল জাদুদণ্ড বিক্রি করার প্ল্যান করছে!

বেগম্যান হ্যারিকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ তুলতেই পার্সি অন্য আলোচনায় চলে গেল।

– মি. বেগম্যান টুর্নামেন্টে কেমন চলছে, আপনার মনে হয়? আমাদের ডিপার্টমেন্ট তো খুব খুশি, 'গবলেট অব ফায়ার' নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও টুর্নামেন্টটা ঠিক মতো চলছে, আপনার কি মনে হয়?

– খুব ভাল, খুব ভাল, বেগম্যান সহাস্যে বললেন– অনেক আনন্দ দিচ্ছে। ও হ্যাঁ বার্টি কেমন আছে? আশ্চর্য ব্যাপার, ও কেন আসেনি বলত? লজ্জার ব্যাপার।

– ওনার শরীর তেমন ভাল নেই। দু'একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি, পার্সি নিজেকে বেশ উঁচুদরের অফিসার ভাব করে তেমন সুরে বলল। তবে আমি কাজ যেন পড়ে না থাকে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে চলেছি। মি. ক্রাউচের অনুপস্থিতিতে আমার কাজ বেড়ে গেছে। মি. ক্রাউচের সব কাজের দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপেছে।... ও, আপনি আলি বশিরের নাম শুনেছেন তো? শুনছি ও একজন

আন্তর্জাতিক স্মাগলার। বে-আইনিভাবে আমাদের দেশে ফ্লাইং কার্পেট পাচার করে আনার জন্য ধরা পড়েছে... শুনেছেন তো? তারপ ট্রান্সসিলভানিঅনসের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিষিদ্ধ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলছে। নতুন বছরে-ম্যাজিক্যাল সহযোগিতার বিভাগীয় কর্তার সঙ্গে আমার একটা মিটিং আছে।

রন, হ্যারিকে বলল– চল আমরা একটু হেঁটে আসি।... উঃ পার্সি কান ঝালাপালা করে দিয়েছে।

আরও একটু ড্রিঙ্কস দরকার ভান করে ওরা গ্রেটহল থেকে বেরিয়ে গেল...।

ফ্রন্টডোর খোলা ছিল... বাইরের রোজগার্ডেনের বাহারি আলো ঠিকরে পড়ছে। আরেকটু এগিয়ে যাবার পর ওরা একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে এসে পড়ল। তার চার পাশে ঝকঝকে পাকা-রাস্তা... রাস্তার দু' ধারে সুন্দর সুন্দর গাছ স্ট্যাচু। হ্যারির কানে এল অঝোর ধারায় জল পড়ার শব্দ... অনেকটা ঝরণা থেকে যেন জল পড়ার শব্দের মতো। রাস্তার ধারে কারুকার্য করা বেঞ্চের ওপর অনেকে বসে রয়েছে। রোজগার্ডেনের পেছনের দিকে একটা বাঁকা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে সামান্য একটু এগোতেই ওরা পরিচিত কণ্ঠের চাপা কথা শুনতে পেল। খুব একটা স্বাভাবিক কথাবার্তা নয়।

– ইগরকে নিয়ে যে সব ঘটছে সেদিকে তাকাবে না।

– সেভেরাস, তুমি ভান করে থাকতে পার না– যে কিছু ঘটছে না, কারকারফের কথায় চাপা কেউ যেন শুনতে না পায়।... দিনেদিনে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে, আমি ভীষণ ভাবছি, সে কথা অস্বীকার করতে পারছি না।

স্নেইপ চাঁচাছোলা গলায় বলল– পারছো না তো পালাও, তোমরা চলে গেলে, কেন গেছ সে ব্যাপারে আমি একটানা একটা অজুহাত খাড়া করব।... আমি আপাতঃ হোগার্ট ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি না।

স্নেইপ আর কারকারফ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। স্নেইপ ওর জাদুদণ্ড দিয়ে গোলাপ গাছের ঝোপ সরাতে সরাতে বেরিয়ে আসলো।

একটি মেয়ে ওদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখে স্নেইপ বললেন, ফসেট–হাফলপফের দশপয়েন্ট গেল! র‍্যাভেন ক্লর ও দশ নম্বর যাবে, স্টেবিনস! মেয়েটির দিকে একজনকে যেতে দেখে বললেন স্নেইপ, তারপরই চোখ পড়ে গেল হ্যারির ওপর।– তোমরা দু'জনে এখানে কি করতে এসেছ?... হ্যারির কারকারফের মুখের চেহারা দেখে মনে হল ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেছেন। ছাগল দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। আঙ্গুলগুলো কাঁপছে দাড়িতে হাত বুলোবার সময়।

– আমরা হাঁটতে বেরিয়েছি, হ্যারি স্নেইপকে বলল।– নিয়মের বাইরে নিশ্চয়ই নয়?

স্নেইপ খ্যাক খ্যাক করে বললেন,– বেশ হাঁট হাঁট। তারপর ওদের ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। যাবার সময় ওর কাল আলখেল্লা হাওয়াতে পৎপৎ করতে লাগল। কারকারফ হন্তদন্ত হয়ে স্নেইপের পিছু পিছু চললেন। হ্যারি- রন রোজগার্ডেনের চারপাশে ঘুরতে লাগল।

রন বলল– আচ্ছা কারকারফ এত উদ্বিগ্ন কেন বল তো?

হ্যারি আস্তে আস্তে বলল– জানি না, তবে হয়ত কোনও কারণ আছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা পাথরের তৈরি বলগা হরিণের সামনে দাঁড়াল। তার পেছনে বিরাট একটা ঝরণা চাঁদের আলোয় জল চকচক করছে। অদূরে একটা বেঞ্চের ওপর কালো কালো ছায়ার মতো দুটো বিরাট মূর্তিকে বসে থাকতে দেখে থমকে গেল। ওরা দু'জনে চাঁদের আলো পড়ে চকচকে ঝরণার জল মোহিত হয়ে দেখছে মনে হল। তারপরই হ্যারির কানে এল হ্যাগ্রিডের অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর।

– মাদাম আমি দেখেছিলাম, আমি জানতাম। হ্যাগ্রিড অদ্ভুত এক ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন।

ওরা দু'জন যেন বরফ হয়ে গেছে।... এমন একটা দৃশ্য দেখতে পারে ওরা ভাবেনি।... হ্যারি সামনে- পেছনে তাকাল। দেখতে পেল ফ্লেউর ডেলাকৌর আর রোজার ডেভিসকে। গোলাপ ঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।... হ্যারি রনের কাঁধে টোকা দিয়ে ওদের দিকে চোখ রাখল। হ্যারির ওদের দেখে মনে হল ওরা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কিছু আলোচনা করছে। ফ্লেউরের সঙ্গে ডেভিসকে দেখে রনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। হ্যারিকে জোর করে বলগা হরিণের পাথরের মূর্তির পেছনে আত্মগোপন করায় রন।

– তুমি কি করে জানলে 'হ্যাগ্রিড' মাদাম ম্যাক্সিম বললেন, গলায় ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ।

হ্যারি কথা বাড়াতে চাইল না। ও জানে ওরা লুকিয়ে কথা শুনছে জানতে পারলে হ্যাগ্রিড পছন্দ করবেন না। হ্যারি দু'কানে আঙ্গুল গুঁজে গুনগুন করে গান গাইতে চাইল যাতে ওদের কথা শুনতে না- হয়। ও মন- কানকে অন্যমনস্ক করার জন্য পাথরের বলগা হরিণের পেছনে একটা গুবড়ে পোকাকে গুটি গুটি হাঁটতে এগিয়ে যেতে দেখতে লাগল। কিন্তু পোকাটার চাইতে হ্যারির কান হ্যাগ্রিডের কথা শুনতে আগ্রহ বেশি।

– আমি জানি না তুমি আমার... মা, অথবা আমার বাবার মতো!

– আমি জানি না তুমি কী বলতে চাইছ হ্যাগ্রিড।

– আমার মায়ের মতো, হ্যাগ্রিড শান্তস্বরে বলল। তার চেহারা আমার এখন মনে নেই। আমার তিনবছর বয়সে মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। মা যেমন স্নেহপ্রবণ হন তেমন তিনি ছিলেন না... কেন তা' ঠিক জানি না। জানি না এখন তিনি বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন। মনে হয় এতদিনে মারা গেছেন।

মাদাম ম্যাক্সিম চুপ করে রইলেন। হ্যারি আবার পোকাটার গতিবিধির ওপর

নজর দিল। আগে কখনও হ্যাগ্রিডের শৈশবের কথা ওর মুখ থেকে শোনেনি।

মা চলে গেলে বাবা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। বাবা বেশ নরম প্রকৃতির ভাল মানুষ ছিলেন। আমার যখন দু' বছর বয়স তখনই বাবাকে তুলে আলমারির ওপর বসিয়ে দিতে পারতাম। অবশ্য বাবা যখন আমার উপর রাগ করতেন তখন। তারপরই বাবার রাগ উবে যেত; বাবা হাসতেন।... কথাগুলো বলতে বলতে হ্যাগ্রিডের ভরাটগলা কেঁপে কেঁপে উঠল। মাদাম ম্যাক্সিম একাগ্রচিত্তে হ্যাগ্রিডের শৈশবের কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন। মাঝে মাঝে ঝরণার জলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। স্কুলে ভর্তি হবার কিছুদিন পর আমার বাবা মারা গেলেন। ডাম্বলডোর সত্যই বড় দয়ালু মহান ব্যক্তি। আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।... তারপর হ্যাগ্রিড, মাদাম ম্যাক্সিমকে বললেন,– আমার সম্বন্ধে তো আপনাকে অনেক বললাম। এবার আপনার কথা বলুন।

কিন্তু মাদাম ম্যাক্সিম কোনও কথা না বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

খুব ঠান্ডা লাগছে, মাদাম বললেন। কিন্তু হ্যারির মনে হল দারুণ ঠাণ্ডা হোক আর যাই হোক... মাদাম ম্যাক্সিমের ঠাণ্ডা গলার স্বরের মতো নয়।... এবার আমরা যাই– হ্যাগ্রিডকে মাদাম বললেন।

হ্যাগ্রিড অদ্ভুত স্বরে বললেন,– এখন যাবেন না, আপনার মতো কারো সাথে আমার দেখা হয়নি।

-পরিষ্কার করে বলুন। কি বলতে চান, মাদাম আবার সেই রকম ঠাণ্ডা গলায় বললেন।

হ্যারির মনে হল হ্যাগ্রিডকে বলে, ওর কথার জবাব দেবে না। কিন্তু ও ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল। ঠাণ্ডায় ওর সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। আশা... আশা করতে লাগল... হ্যাগ্রিড যেন নীরব থাকেন।

হ্যাগ্রিড বললেন,– আপনি অর্ধ দানবী।

– এত সাহস আপনার? এর আগে কেউ আমাকে এমন কথা বলতে ভয় সাহস পায়নি।

ম্যাক্সিমের তীব্র গলার স্বরে শান্ত রাতের বাতাস জাহাজের সাইরেনের শব্দের মতো তীব্র হয়ে ফেটে পড়ল। হ্যারি দেখল অদূরে ফ্লেউর আর রোজার গোলাপের ঝোপ-ঝাড় থেকে চলে- গেল। – আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এমন অপমান করেনি। আমি অর্ধদানবী?... আমার দেহে বড় বড় হাড়?

ঝড়ের বেগে মাদাম ম্যাক্সিম চলে গেলেন। যাবার সময় ঝোপ-ঝাড়ে সামান্য ধাক্কা লাগতেই গাছের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা নানা রং-এর শত শত পরীরা বাতাসে উড়তে লাগল। হ্যাগ্রিড তখনও একদৃষ্টি মাদাম ম্যাক্সিমের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ অন্ধকার তাই ওর মুখের ভাব দেখতে পেলোনা হ্যারি। তারপর এক মিনিট পরে হ্যাগ্রিড উঠে পড়ে ক্যাসেলের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলতে লাগলেন।

হ্যারি, রনের হাতে মৃদুটান দিয়ে বলল, চল আমরা যাই। কিন্তু রন একটুও নড়ল না।

– কী হল, যাবে না? হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বলল।

রন, হ্যারির দিকে তাকাল। মুখটা অতি গম্ভীর...

– তুমি কী জান হ্যাগ্রিডও অর্ধদানব?

– না, হ্যারি বলল,- তো কী হয়েছে?

রনের দৃষ্টি থেকে হ্যারির বুঝতে বাকি রইল না ও জাদুকর পৃথিবীর কিছুই জানে না, কোনও তার অভিজ্ঞতা নেই। ডার্সলে পরিবারে বড় হয়েছে। তা' সত্ত্বেও জাদুকররা ধরে নিয়েছে সে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়। স্কুলে উপরের ক্লাসে ওঠার পর এই প্রশ্নটি একেবারেই কমে এসেছে। এখন অবশ্য ও বলতে পারে... বেশিরভাগ জাদুকর বলবে না 'তাতে কী?... এক বন্ধুর মা দানবী ছিল জেনে কোনো জাদুকর পরিবারের লোক কী তার মতো এ কথা বলবে!

রন বলল– ভেতরে চল দৈত্য-দানব, অস্বাভাবিক বৃহৎকায় মানুষ বলতে কি বোঝায় বলছি।.. চল।

ফ্লেউর আর রোজার ডেভিস খুব সম্ভবতঃ আরও কোনও নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে পড়েছে।

হ্যারি আর রন গ্রেটহলে ঢুকল। দেখল পার্বতী আর পদ্মা অদূরে বসে একদল ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। হারমিওন তখনও ক্রামের সঙ্গে নাচছে। ড্যান্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে দেওয়া একটা টেবিলের কাছে ওরা বসল।

হ্যারি এখন দানব- দানবী সম্বন্ধে জানতে উৎসুক। বলল– দানব-দানবীর সমস্যাটা কোথায়?

রন বলল– মানে..., হ্যারি শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না কি বলবে... ওরা খুব একটা ভালো না। রন জানে হ্যাগ্রিডের মা ছিলেন অর্ধ দানবী।... তা' হলেও হ্যারিকে ধীরে-সুস্থে বলবার চেষ্টা করল।

হ্যারি বলল– সমস্যা কোথায়! হ্যাগ্রিডের কি কমতি আছে।

রন ভারিক্কি চালে বলল– তুমি জাদুকর পরিবারে জন্মালেও, মাগল পরিবারে বড় হয়েছে।... যাকগে আমি জানি কোনও অপরাধ বা কমি নেই।... কিন্তু আমি জানি শিশু অবস্থা থেকেই হ্যাগ্রিড বিশ্রী 'এনগরজমেন্ট চার্ম' দেখে তার আবহাওয়াতে বড় হয়েছে। কথাটা কাউকে ও জানাতে চায় না।

– কিন্তু ওর মা দানবী হলে কি আসে যায়?, হ্যারি বলল।

–হ্যাঁ লোকেরা না জানলে কিছু যায় আসে না। কারণ সকলেই হ্যাগ্রিডকে জানে দানব-দানবীর মতো ও ভয়ঙ্কর নয়। রন হ্যারিকে খুব ধীরে ধীরে বলল।... কিন্তু হ্যারি, তুমি জাননা দানবরা অত্যন্ত অসৎ, বদমেজাজী, দূষিত ও খারাপ, ব্যাধিতে আক্রান্ত।... হ্যাগ্রিডও এই কথা বলেন, ওটা ওদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে... জন্মগত স্বভাব.. ওরা অনেকটা বলা যায় 'অতি প্রাকৃত প্রাণী' ওরা সব

সময় খুন- হত্যা-মারামারি নিয়ে থাকে। সকলেই জানে। এখন আমাদের দেশে ওরা নেই বললেই চলে তাহলেও...।

– তাহলে এখন ওরা কোথায় থাকে?

– একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অরোরর মারাও হচ্ছে অনেক। ওরা আসলে বহিরাগত... এদেশের আদি প্রকৃত প্রাণী নয়।... শোনা যায় আমাদের দেশে পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করে থাকে।

–মাদাম, হ্যাগ্রিডের কথায় এত রেগে গেলেন কেন জানিনা, হ্যারি বলল। (বিচারকদের সঙ্গে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন ম্যাক্সিম) – হ্যাগ্রিড যদি অর্ধদানব হন, তাহলে মাদাম অবশ্যই বিরাট বিরাট হাড়ও'লা দানবী। মনে হয় ডাইনোসরদের (অধুনালুপ্ত সরিসৃপ... আনুমানিক আশি ফুট দীর্ঘ) চেয়ে তার দেহের হাড় সামান্য ছোট।

হ্যারি-রন গ্রেটহলে বসে বসে বলড্যান্সের বাকি সময়টা দানব-দানবী নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিল। ওদের নাচার আর কোনও প্রবৃত্তি বা উৎসাহ নেই। হ্যারির একটুও মন চাইল না চো- সেডরিককে দেখতে। ওর মনে হল কোনও কিছুর ওপর প্রচন্ডভাবে লাথি মারে।

গভীর রাতে ওয়ের্ড বোনদের গান শেষ হলে... হলের সকলেই ওদের করতালি, হৈ-চৈ... নানা সুন্দর মন্তব্য দিয়ে অভিনন্দিত করল। দল বেঁধে সকলে ওদের এনট্রেন্স হলের মুখ পর্যন্ত পৌছে দিল। এত জমে উঠেছিল যে অনেকেই চাইছিল মধ্যরাতে শেষ না হয়ে বাকি রাতটুকু চলুক। কিন্তু হ্যারি আর বসতে চাইছিল না। ডরমেটরিতে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।... অন্তত ওর কাছে ক্রিস্টমাসের সন্ধ্যেটা হর্ষ আনন্দে কাটেনি।

এনট্রেন্স হলের মুখে ওরা হারমিওনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ও তখন ক্রামকে শুভরাত্রি জানাচ্ছিল। ক্রাম ডারমস্ট্রাংগ জাহাজে ফিরে যাবে। হারমিওন রনের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল। একটিও কথা ওর সঙ্গে না বলে মার্বেল পাথরের সিঁড়ির দিকে চলল। হ্যারি– রন ওর পিছু পিছু চলল। প্রায় অর্ধেক সিঁড়িটা পার করেছে তখন ওর নাম ধরে কেউ ডাকল।

– হে, হ্যারি!

হ্যারি পেছন ফিরে দেখল সেডরিক ডিগরি! হ্যারি দেখেছে চো ওর জন্য এনট্রেন্স হলের মুখে অপেক্ষা করছিল।

সেডরিক একরকম দৌড়তে দৌড়তে হ্যারির পাশে দাঁড়াল।

সেডরিকের মুখ দেখে হ্যারির মনে হল রনের সামনে ও কিছু বলতে চায় না। রনও মেজাজের সঙ্গে সেডরিকের দিকে তাকিয়ে গটগট করে চলে গেল।

রন উধাও হলে সেডরিকে বলল– শোন... তুমি আমাকে ড্রাগনের কথা আগে বলেছিলে-সত্যই কৃতজ্ঞ। তোমার সোনার ডিম সম্বন্ধে মনে আছে? তুমি কবে ডিমের মুখটা খুলবে তা ঠিক করেছো?

– হ্যাঁ খুলেছি, হ্যারি বলল।

– স্নান করতে যাও।

– মানে? হ্যারি কথাটার অর্থ না বুঝে পুরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

– বললাম তো স্নান করতে যাও।

– কী সব বকছ?

– বলছি স্নান করতে যাবার সময় ডিমটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও... সামান্য গরম জল দিয়ে মুখটা ঘষে ।... তখন ভাবতে সাহায্য করবে। আমার ওপর ভরসা রাখ, বিশ্বাস কর।

হ্যারি সেডরিকের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

– বললাম তো স্নান। প্রিফেকটদের বাথরুমে। চারতলার বোরিস দ্যা রিউইলডার্ডর স্ট্যাচুর বাঁ দিকে পাঁচতলায় যাবে। পাশওয়ার্ড হচ্ছে 'পাইন-ফ্রেশ'– দেরি করো না যাও...।

– আচ্ছা শুভরাত্রি।

চলে যাবার আগে আবার সেডরিক হাসল... তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে চো'র কাছে গেল।

হ্যারি একা একা গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে চলে গেল।... সেডরিকের কথাবার্ত ওর কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হল। স্নান করে ডিমের মুখে জল ঢাললেই জানতে পারবে ডিম কি আর্তনাদ করবে? সেডরিক তো ওকে বোকা বানাতে চাইছে না তো? সকলের সামনে হ্যারিকে কি হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে? চো'র কাছে ও যে সকলের সেরা তাই দেখাতে চাইছে?

হ্যারি পাশ ওয়ার্ড 'ফেয়ারি লাইটস' বলে কমনরুমে ঢুকল। অনেক রাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য ফ্যাটলেডী ওর ওপর খ্যাপল। ও দেখল রন আর হারমিওন কথা কাটাকাটি করছে। মাত্র দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে এমন জোরে কথা বলছে যেন ওরা সহস্র মাইল দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হারমিওন বলল– বেশ তোমার ভাল না লাগে তাতে আমার কিছু করার নেই। ওর চোখ-মুখ রাগে ফেটে পড়ছে। মাথার চুলের বাঁধন খুলে গেছে।

– আসছেবার চুপ করে বসে না থেকে আগে আমায় জিজ্ঞেস করবে।

রনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হারমিওন গট গট করে নিজের ঘরে চলে গেল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রিটা স্কীটারের স্কুপ

বক্সিং ডে'র দিন সকলে দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। আগের মতো গ্রিফিন্ডর কমনরুম অনেক শান্ত; কমনরুমে যারা বসে তারা প্রায় সকলেই মাথামুন্ডুহীন আলোচনা-গল্প করছে। যাদের ভাল লাগছেনা তারা চোখ বন্ধ করে বড় বড় হাই তুলছে। হারমিওনের মাথার চুল 'ফিটফাটে' নেই, আবার যে কে সেই, অনেকটা ঝোপের মতো। ও হ্যারির কাছে স্বীকার করেছিল, নাচের দিন মাথার চুলে সেটিং করার জন্য বেশ খানিকটা স্লীকইজির হেয়ার পোসান লাগিয়েছিল। কিন্তু সেই পোসান লাগানোর অনেক হেপা- তাই রোজ সম্ভব নয়। ও পা ছড়িয়ে বসে ওর বেড়াল ক্রুকুশ্যাঙ্ক-এর কানের তলা আদর করে আঙ্গুল দিয়ে চুলকাচ্ছে।

রন আর হারমিওন অলিখিত বোঝাপড়ায় এসেছে যে তারা অর্থহীন আজে-বাজে তর্ক-বির্তকের ভেতর যাবে না। মোটামুটি আবার বন্ধু হয়ে গেছে, যদিও আগের মত গভীর নয়। হ্যারি ও রন কোনো সময় নষ্ট না করে প্রথমেই হারমিওনকে ম্যাডাম ম্যাক্সিম আর হ্যাগ্রিডের কথাবার্তা কতটুকু শুনতে পেয়েছিল সবটুকু খুলে বলে। হ্যাগ্রিড 'অর্ধদানব' শুনে হারমিওন রনের মতই হতভম্ব!

হারমিওন বলল– আমার মনে ওই রকম এক সন্দেহ ছিল। এও জানি হ্যাগ্রিড 'দানব' নয়– কারণ পিওর দানবদের উচ্চতা কম করে বিশ ফিট হয়। কিন্তু এই সব হচ্ছে আমাদের দানবদের সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা এক মানসিকতা! যা আমার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। দানবরা সকলেই ভয়ঙ্কর নয়... আমাদের ওয়্যার উলভস (নিজেকে সাময়িকভাবে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করার মতো শক্তি) সম্বন্ধে কু-সংস্কারের মতো। এক রকমের গোঁড়ামি বলতে পারা যায়, ঠিক বলছি না?

রন এমনভাবে তাকাল, যেন কথার জবাবটা বেশ কড়া করে দিতে পারে, কিন্তু আর একটা ঝগড়ার মধ্যে ও যেতে চাইল না। জবাবটা ছিল হারমিওনের দৃষ্টির আড়ালে সায় না দেওয়ার জন্য মাথা নাড়া।

ছুটির প্রথম সপ্তাহটা ওরা নানারকমভাবে হোম ওয়ার্ক ফাঁকি দিয়েছে। ফাঁকি আর দেওয়া যাবে না। কাজ শুরু করতে হবে। ক্রিস্টমাসে অনেক কাজ, হৈ চৈ, হুড়োহুড়ি করে সকলেই ক্লান্ত। তাহলেও অন্যদের কথা না ভেবে হ্যারি নিজের কথা ভাবল, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, একটু নার্ভাস অনুভব করতে লাগল।

সবচেয়ে বড় ঝামেলা, ফেব্রুয়ারির চব্বিশ আর ক্রিস্টমাসের দিনের ব্যবধান খুবই কম মনে হল হ্যারির। তাছাড়া সোনার ডিমের মধ্যে কি আছে তার সমাধান সূত্র নিয়েও কোন কাজ-কর্ম হ্যারি করেনি। করতেই হবে, ফেলে রাখলে চলবে না। তাই ওর কাজ হল প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে ডিমটা ডরমেটরিতে বসে মুখটা খুলে কান পেতে থাকা। প্রতিদিনই আশা করে থাকে দ্বিতীয় টাস্কের একটা সূত্র পাবেই। কিন্তু কোনও কিছু শুনতে পায় না। মুখটা খোলে, নাড়া দেয়, কখনও ধীরে কখনও ভীষণ জোরে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিছুই শুনতে পায় না। মাঝে মাঝে রেগে মেগে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ব্যর্থতার ভয়ে ও কাবু হয়ে থাকে।

তাহলেও সেডরিকের ইঙ্গিত-পরামর্শ ও ভোলে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও সেডরিককে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু কেন ও জানে না। ওর দেওয়া ইঙ্গিত-পরামর্শ ছাড়াই যদি ক্লুর সমাধান করতে পারে, তাহলে তো ভালই। সেডরিক প্রথম টাস্কের আগে, হ্যারির কাছ থেকে যা যা শুনেছিল-তার প্রতিদান বোধহয় দিতে চায়। কিন্তু চো'র ব্যাপারটা এখনও ওর মাথা থেকে নামেনি। যা-হোক ও কারও প্রতিদান চায় না।

অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। মাঠের ওপর পুরু বরফ জমে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট-গ্রীন হাউজের দরজা জানালার ফ্রেম, কাঁচ সবকিছুতে বরফ, বাইরে থেকে দেখাই যায় না, তো হারবোলজির ঘরে গিয়ে কাজ ম্যাজিক্যাল প্রাণীদের দেখভাল করা ওই আবহাওয়াতে কিছু করা সম্ভব নয়। যাই হোক, ওরা হ্যাগ্রিডের কেবিনে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিলে হ্যাগ্রিডের বদলে ছোট ছোট ছাঁটা চুলের এক বুড়িকে দেখল। বৃদ্ধার সব চুল পাকা ও থুতনিটা লক্ষ্য করার মতো।

– এস ভেতরে এস... পাঁচ মিনিট আগে বেল বেজেছে, তাড়াতাড়ি কর, বৃদ্ধা বলল। ওরা মুখের তুষার সরাতে সরাতে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে দেখতে লাগল।

– আপনি কে? আপনাকে তো এখানে আগে দেখিনি? হ্যাগ্রিড নেই? রন সামান্য হতাশ হয়ে বলল।

– আমি, আমি প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক। গ্রাবলী প্ল্যাঙ্ক। আমি তোমাদের 'ম্যাজিক্যাল

প্রাণীদের দেখভাল বিভাগ'-এর একজন অস্থায়ী।

– হ্যাগ্রিড কোথায় গেছেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– ও অসুস্থ, প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক ছোট করে জবাব দিলেন।

হ্যারির কানে মৃদু ও অস্বস্তিকর হাসি এসে কানে বাজল। ও ফিরে দেখল স্লীদারিনের ছেলে- মেয়েরা শুধু নয়, ড্রেকো ম্যালফয় ও এসে গেছে ক্লাস করার জন্য। সকলেই বেশ খুশি ওরা কেউ প্রফেসর প্ল্যাঙ্ককে দেখে একটুও অখুশি নয়।

– তোমরা এদিকে এসো, প্রফেসর গ্রাবলী প্লাঙ্ক বললেন। ওরা দেখল বক্সবেটনের অনেকগুলো ঘোড়া বাইরে ঠকঠক করে কাঁপছে।... ওরা তিনজনে প্রফেসর প্ল্যাঙ্কের পিছু পিছু চলল। হ্যাগ্রিডের কেবিনে ওর ঘরের সামনে গিয়ে দেখল ঘরের সব পর্দা টানা। হ্যাগ্রিড কি ঘরে আছেন... অসুস্থ?

হ্যারি বলল– হ্যাগ্রিডের কী হয়েছে?... বেশ জোরে জোরে হেঁটে প্রফেসর প্ল্যাঙ্ককে ধরতে চেষ্টা করল।

– ঠিক আছেন, ভাবনার কিছু নেই।

– হ্যাঁ আমি ভাবছি, ওনার কী হয়েছে? হ্যারি দৌড়ে গিয়ে বলল।

প্রফেসর গ্রাবলি-প্ল্যাঙ্ক এমন ভাব করে রইলেন যেন হ্যারির কথা কানে ঢোকেনি। যেখানে ঘোড়াগুলো শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে, উনি সেটা ছাড়িয়ে অরণ্যের প্রান্তে এসে একটা গাছের কাছে দাঁড়ালেন। ওরা দেখল, একটা বড় আর খুব সুন্দর ইউনিকর্ন শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে (ইউনিকর্ন শক্তিশালী ইন্দ্রজালিক পবিত্র প্রাণী। ধরা খুব শক্ত। ওরা দেখতে খুব সুন্দর, পাখাগুলো চিকন। ওদের হত্যাকরা ভয়াবহ অপরাধ। যাদের হারাবার কিছু নেই, সবকিছু পাবার সম্ভাবনা আছে কেবল তারাই সেই অপরাধ করতে পারে)

অনেক ছাত্রী ইউনিকর্নকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল– উ-উ-উ কি সুন্দর দেখতে।

ল্যাভেন্ডর ব্রাউন বলল– ওঃ কি সুন্দর। একে ধরল কেমন করে? শুনেছি ধরা খুব শক্ত!

ইউনিকর্নটা এত শুভ্র যে বরফ তার কাছে ধূসর। ও সোনালী রং এর খুড় দিয়ে (খুব সম্ভব ভয় পেয়ে) মাটি খুঁড়ছিল। শিংওয়ালা মাথা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল।

প্রফেসর বললেন,– শোন তুমি ওর সামনে দাঁড়িও না। হ্যারিকে যেন চেপে ধরলেন। – ওরা ছেলেদের চাইতে মেয়েদের স্পর্শ ভালবাসে। মেয়েরা, তোমরা আগে আগে চল। খুব সাবধান ইউনিকর্নকে।

মিসেস প্ল্যাঙ্ক আর মেয়েরা ইউনিকর্নের সামনে দিয়ে চলল। ছেলেরা ঘোড়ার আস্তাবলের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

মিসেস প্ল্যাঙ্ক সামান্য দূরে চলে গেলে, হ্যারি রনকে বলল– তোমার কি মনে হয়, হ্যাগ্রিডের কি হয়েছে? স্ক্রীউটের কিছু?

ম্যালফয় পটারের কথা শুনে বলল– আরে তোমরা যা ভাবছো তা নয়, ওকে তো কেউ আক্রমণ করেনি। আসলে, ও নিজের কুৎসিত হাঁড়ির মতো মুখটা দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে।

হ্যারি তীক্ষ্ণ স্বরে বলল– এসব কথার মানে?

হ্যারির কথা শুনে ম্যালফয় রোবসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাজ করা পত্রিকা বের করল।

ম্যালফয় বলল– তুমি চাইলে পড়ার পর এটা রেখে দিতেও পার।

হ্যারি কাগজটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর পড়তে শুরু করল। রন, সিমাস, ডিন, নেভিল ওর ঘাড়ের পেছনে থেকে পড়তে লাগল। একটা ছোট প্রতিবেদন, হ্যাগ্রিডের ছবি দেওয়া, ছবিতে ওকে খলনায়কের মতো দেখাচ্ছে।

ডাম্বলডোরের মারাত্মক ত্রুটি

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা রিটা স্কীটার জানান, হোগার্টের ডাকিনীবিদ্যা ও জাদু স্কুলের মাথায় ছিটগ্রস্থ হেড মাস্টার মি. ডাম্বলডোর কোন বিবেচনা না করেই বিতর্কিত ব্যক্তিদের স্কুলে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি অ্যালস্টর ম্যাড-আই মুডিকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন। ডার্ক আর্ট প্রয়োগের প্রতিরোধ শেখানোর জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুডি মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য কুখ্যাত, ও একজন অবসরপ্রাপ্ত অরর। তার এই মনোনয়নে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের বড় বড় কর্তারা খুবই অসুখী হয়েছেন, তারা জানেন মুডির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তার বিরুদ্ধে মত পোষণ করলেই নয়, এমনকি কেউ যদি তার সামনে নড়ে চড়ে উঠে তাদেরকেও আক্রমণ করে থাকেন। একবার হোগার্টের অনেকেই মুডির সামনেই ওর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল। আধা পাগল ডাম্বলডোর মুডিকে 'কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস' (ম্যাজিক্যাল প্রাণীদের দেখ-ভাল) সর্ম্পকীয় শিক্ষাদানের জন্য কাজ দিয়েছেন।

রুবিয়স হ্যাগ্রিড নিজেই স্বীকার করেছেন, তাকে হোগার্ট স্কুল থেকে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় বিতাড়িত করা হয়েছিল। তাকেও 'গেম-কীপার' হিসেবে ডাম্বলডোর নিযুক্ত করেছেন। গত বছর হ্যাগ্রিড অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে অনেক যোগ্য প্রার্থীকে উপেক্ষা করে তাকে কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারসে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে হেডমাস্টারকে দিয়ে নিযুক্ত করিয়ে নিয়েছেন।

হ্যাগ্রিড একজন ভয়াবহ বিরাট আকারের হিংস্র চেহারার মানুষ। হ্যাগ্রিড

তার নবলব্ধ ক্ষমতাবলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বীভৎস প্রাণী দেখিয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে চলেছেন। ডাম্বলডোর সব জেনেও চোখ বন্ধ করে আছেন।

হ্যাগ্রিড তার ক্লাসগুলোতে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পঙ্গু করেছেন, যা সত্যিই ভয়ঙ্কর। চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ড্যাকো ম্যালফয় বলেছে, আমি ও আমার এক বন্ধু ভিনসেন্ট ক্রাবকে হিপোগ্রিফ আক্রমণ করেছিল, ওকে ফ্লবার ওয়ার্মস কামড়ে দিয়েছিল। আমরা সকলে হ্যাগ্রিডকে ঘৃণা করি, কিন্তু এসব প্রকাশ্যে বলতে ভয় পাই।

এত অঘটন হওয়ার পরও, হ্যাগ্রিডের মনে হয় ওই রকম ভয় ভীতিকর শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকার কোনও ইচ্ছে নেই। ডেইলি প্রফেটের সংবাদদাতার কাছে গত মাসে মি. হ্যাগ্রিড স্বীকার করেছেন ভয়ঙ্কর সব জন্তুদের সংকর ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রিউট সংখ্যা বাড়াচ্ছেন, যারা অতি ভয়ঙ্কর পাঁচটা তো হবেই। ওই রকম সাংঘাতিক বিপদজনক জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে ম্যাজিক্যাল প্রাণী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের লক্ষ্য রাখার কথা। মনে হয় হ্যাগ্রিড সকল বাধা-নিষেধের উর্দ্ধে।

এই প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞ্যেস করলে বলেন,আমি কিছু মজা করছি।

এটাই শেষ নয় 'ডেইলি প্রফেট' বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে মি. হ্যাগ্রিড একজন অকলুষিত রক্তের জাদুকর নন– যা তিনি সর্বদাই ভান করেন, শুধু তাই নয়, তিনি মানুষও নন। আমরা যা জেনেছি তার মা দানবী ফ্রিড উলফা, যার বর্তমান ঠিকানা অজানা।

গত শতাব্দী থেকে ওই রকম বর্বর দানবরা এখন আমাদের দেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছে তারা ওই ব্যক্তি **যার নাম বলা যায় না,** মাগলদের গণহত্যা করেছে। দেশে আত্মঙ্কের রাজত্ব চালাচ্ছে।

আবার অনেক দানবকে যারা যার নাম বলা যায় না'র হত্যালীলার সঙ্গী হয়েছে, তাদেরকে অরর'রা হত্যা করলেও, ফ্রিডউলফা নিহতদের মধ্যে একজন নন। খুব সম্ভবত: সে বিদেশে পালিয়ে অন্যান্য দানবদের সঙ্গে মিশে রয়েছে। বিদেশে পাহাড়-পর্বতে এখনও কিছু দানব আছে। যদি সেইসব দানবের বংশধররা 'কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস' শিক্ষা বিষয় পরিচালনা করে; তাহলে বলা যায় ফ্রিডউলফার পুত্র তার মা'র বর্বর আচরণ জন্মসূত্রে পেয়েছে।

একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, হ্যাগ্রিড সেই ছেলেটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পাতিয়েছে যে ইউ-নো-হুর ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। আবার হ্যাগ্রিডের মা, পালিয়ে যাওয়া দানব, যারা ইউ-নো-হুর দলের তাদেরকে সমর্থন করে। খুব সম্ভব হ্যারি পটার, তার প্রিয় বন্ধুটির অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিন্তু এখানে অ্যালবাস ডাম্বলডোরের অবশ্যই কর্তব্য রয়েছে, হ্যারি পটার ও তার বন্ধুদের সতর্ক করে দেওয়া। ওই অর্ধদানবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করা।

হ্যারি কাগজের বিশেষ সংবাদতার রিপোর্টটি পড়বার পর রনের দিকে তাকাল! রন রিপোর্টের বিষয়বস্তু শুনতে শুনতে 'থ' বনে গিয়েছিল।

ও বলল, এত খবর পেল কোথা থেকে?

কিন্তু সে বিষয়ে হ্যারি একটুও চিন্তিত নয়।

হ্যারি ম্যালফয়ের দিকে থুতু ফেলে বলল– আমরা সকলে হ্যাগ্রিডকে ঘৃণা করি এ কথার মানে কী? কেন ওর বিরুদ্ধে বিষাদগার করা হচ্ছে।... ফ্লবারওয়ার্ম ক্রাবকে কামড়েছে? আমি যতদূর জানি তখন ওর দাঁত উঠেনি যে ক্র্যাবকে কামড়াবে। ক্রাবের বেশ আত্মতৃপ্ত ভাব মনে হল।

ম্যালফয় বলল,– হ্যাগ্রিডের শিক্ষকের ভূমিকা তাহলে এখানেই খতম।

ম্যালফয়ের খুশিতে চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। অর্ধদানব... আমার ধারণা ওর অসুখ-টসুখ কিছু নয়... ওর যখন বয়স কমছিল তখন হয়ত এক বোতল স্কেলে-গ্রো গিলেছে। বাবা-মায়েরা ওকে ভয় পেতেন... ভাবতেন রাক্ষসটা হয়ত তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেয়ে ফেলবে। হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে ম্যালফয় হেসে উঠল।

– তুমি...।

প্রফেসর গ্রাবলী চিৎকার করে বললো, কথা বন্ধ কর, দয়া করে এ দিকে একটু মন দাও! মেয়েরা ইউনিকর্নের গায়ে তখন টোকা মারবে। হ্যারি লেখাটা পড়ে অসম্ভব ক্রুদ্ধ। কাগজটা হাতে নিয়ে রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। ইউনিকর্নের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল। প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক এখন ছেলে-মেয়েদের উঁচু গলায় ইউনিকর্ন সম্বন্ধে বলছেন, যেন পেছনে দাঁড়ানো ছেলেরাও শুনতে পায়।

ক্লাস শেষ হবার পর লাঞ্চ খেতে যেতে যেতে পার্বতী বলল– ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস বলতে ইউনিকর্নকে নেওয়া যায়, হ্যাগ্রিডের ওই মারাত্মক জন্তুগুলো নয়।

হ্যারি রেগে গিয়ে বলল– তাহলে হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে পারি?

– ওর সম্বন্ধে? পার্বতী বলল– ওকে গেমকীপার হিসেবে রাখা চলতে পারে।

বলড্যান্সের পর থেকে পার্বতী হ্যারি সম্বন্ধে আর কোনও আগ্রহ দেখায়নি। ওর ধারণা হ্যারি ওকে ডুবিয়েছে। নাচে কোনও মনোযোগ দেয়নি। তাহলেও এক গাদা ছেলে বন্ধু নিয়ে ভালই আছে পার্বতী। পরে সাপ্তাহিক ছুটির ভ্রমণে বক্সবেটনের ছেলেদের নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছে হগফমেডে।

গ্রেটহলে যেতে যেতে হারমিওন বলল– প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক সত্যি সুন্দর করে সব বুঝিয়ে দিলেন। ইউনি সম্বন্ধে যা যা বললেন তার অর্ধেকও আমার জানা ছিল না।

– এইটে দেখেছো? পড়। হ্যারি বলতে গেলে হারমিওনের মুখের সামনে

মেলে ধরলো ডেইলি প্রফেটে প্রকাশিত কাটিংটা।

পড়তে পড়তে হারমিওনের মুখ হা হয়ে গেল। রনের মতই তার লেখাটা পড়ার পর প্রতিক্রিয়া হল। ওই সাংঘাতিক মহিলা এত সব খবর কোথা থেকে পেল? হ্যাগ্রিড সেদিনের সাক্ষাৎকারে নিশ্চয়ই এ-গুলো বলেননি।

গ্রিফিন্ডরদের টেবিলে কাছে গিয়ে বলল– না, উনি বলতে যাবেন কেন। তারপর ধপাস করে চেয়ারে বসে বলল– আমাদেরকেও তো আগে এসব কথা বলেন নি। আমার ভাগ্যভাল... আমার সাথে স্কীটারের কথা হয়নি। আমার মনে হয় মহিলা বদ্ধপাগল। তার সম্বন্ধে যা যা লিখেছে... হ্যাগ্রিড অবশ্যই বলেননি। যা খুশি তাই লিখে যাচ্ছে।

– হতে পারে ও হ্যাগ্রিডের মাদাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে ক্রিস্টমাস বলে কথাবার্তা শুনেছে, হারমিওন শান্তভাবে বলল।

রন বলল– আমরা বাগানে মাদাম ম্যাক্সিমকে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখেছি। সে কথা তো তোমাকে বলেছি। যাইহোক ও ভবিষ্যতে স্কুলের ভেতর ঢুকতে পারবে না। হ্যাগ্রিড জানিয়েছেন ডাম্বলডোরকে বিষয়টি জানিয়েছেন। ওর এখানে ঢোকা নিষিদ্ধ।

– ওর কাছে অদৃশ্য হবার রোবস তো থাকতে পারে, খাবার নিতে নিতে বলল হ্যারি। হ্যারি এত রেগে আছে যে পাত্র থেকে চিকেন ক্যাসেরোল তুলতে ওর হাত কাঁপছে। -ঝাড়-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সকলের কথাবার্তা শুনে থাকতে পারে।

হারমিওন বলল– তুমি আর রনের মতো!

রন বলল– আমরা হ্যাগ্রিডের কথা মোটেই লুকিয়ে শুনিনি। আমরা ওখানে বেড়াতে গিয়ে শুনেছি।

সেই দিন-ই ডিনারের পর ওরা তিনজনে হ্যাগ্রিডের খবর নিতে ওর কেবিনের দিকে গেল। ওরা দরজা নক করতেই ফ্যাংগ তীব্রস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। হ্যাগ্রিড ঘরের ভেতর থেকে বললেন– কে?

– হ্যাগ্রিড আমরা, হ্যারি জোরে জোরে বলল।– দরজাটা খুলবেন।

হ্যাগ্রিড কোনও জবাব দিলো না। ওরা বাইরে থেকে ফ্যাঙ্গের দরজায় আঁচড় টানার শব্দ শুনতে পেল। রন একটা জানালার কাছে গিয়ে কপাটে ঘা দিতে লাগল। তাও হ্যাগ্রিড দরজা খুললেন না। কোনও জবাবও দিলেন না।

ফিরে যাবার সময় হারমিওন বলল– আশ্চর্য! উনি আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? উনি কি মনে করছেন যে, অর্ধ-দানব বিষয়টি আমাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে।

কিন্তু তারা না করলেও হ্যাগ্রিড করেন। পুরো সাত সাতটা দিন ওরা হ্যাগ্রিডের

কোনও দেখা পায়নি। গ্রেট হলে খেতেও আসেন নি।

গ্রাবলী প্লাঙ্ক হ্যাগ্রিডের একের পর এক ক্লাশ নিয়ে যাচ্ছেন।

হ্যারি যাতে ম্যালফয়ের টিটকারির উত্তর না করতে পারে এই কারণে টিচাররা কাছাকাছি থাকলে বলে,– আরে তুমি হাফব্রিড বন্ধুর অভাবে কষ্ট পাচ্ছ? হাতির মতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ না এই কারণে?

জানুয়ারির মাঝামাঝি 'হগসমেডে' যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। হারমিওন ভেবে ছিল হ্যারি যাবে না। হ্যারি যাবে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

–আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত যাবে না, কমনরুমে একা একা বসে বসে ডিম সংক্রান্ত কাজ করবে।

– ছাড় ও সব কথা। আমার মাথায় দারুণ একটা প্ল্যান এসেছে– হ্যারি মিথ্যে কথা বলল।

হারমিওন বলল– তাই... বাঃ বাঃ খুব ভাল কথা।

হ্যারির মনের মধ্যে কাজ না করার অপরাধ বোধ ঝাঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু দিলেও ও আমল দিল না। যাই হোক ভালই হবে, এটাই ও ভাবতে লাগল। হারমিওনের হ্যারির গলার স্বর, বলার ভঙ্গি তেমন পছন্দসই মনে হলো না। ভুরু কোঁচকাল। ওর হাতে এখনও পাঁচ সপ্তাহ সময় আছে, এর মধ্যে ডিমের ক্লু পাবেই... একটা কিছু করবেই। যদি হগসমেডে যায় তো হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা হতে পারে। হ্যাগ্রিডকে ফিরে আসতে বলবে হোগার্ট স্কুলে।

শনিবার ওরা তিনজনে ক্যাসেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাসেলের বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ভিজে রাস্তা দিয়ে গেটের কাছে পৌঁছল। লেকে নোঙর করা ডারমস্ট্র্যাংগদের জাহাজের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ডেকে ভিক্টর ক্রামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। পরণে শুধু সাঁতারের পোশাক। গায়ে চর্বি নেই, বেশ মজবুত শক্ত সমর্থ চেহারা। ওরা কিনারা থেকে দেখল ক্রাম দু'হাত বাড়িয়ে লেকের জলে ডাইভ দিল।

হ্যারি বলল– মনে হয় ছেলেটা পাগল! লেকের মাঝজলে ওর কাল মাথাটা দেখে বলল। জানুয়ারি মাসে বরফ ঠাণ্ডা জলে কেউ সাঁতার কাটে!

হারমিওন বলল– ওর দেশের ঠাণ্ডা আরও বেশি। আমার মনে হয় এখানে এসে ওর গরম লাগছে।

– তাই হবে।

হারমিওন বলল– তুমি জান ছেলেটি খুব ভদ্র, ভাল ছেলে। তোমরা যে রকম ভাবছো ওকে সে রকম সে মোটেই নয়। ও আমাকে বলেছে, আমাদের দেশটা ওর খুব ভাল লাগছে।

রন কথাটা শুনে চুপ করে রইল। সে ভিক্টর ক্রাম সম্বন্ধে কোনও কথা

আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু হ্যারি বক্সিং ডেতে ওর বিছানার তলায় একটা কাঠের তৈরি ছোট একটা বাহু দেখেছিল। মনে হয় মডেল থেকে কেটেছে। মডেলের গায়ে বুলগেরিয়ার কিডিচ খেলার রোব।

ওরা নরম কাঁদায় ভরা হাইস্ট্রিট দিয়ে নামার সময় হ্যারি শুধু উদভ্রান্তের মতো রাস্তার দু-ধারে তাকায়– আশা যদি হঠাৎ হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কোথায় কোনও দোকানে, পথে হ্যাগ্রিডকে দেখতে না পেয়ে হ্যারি বলল– আমরা যদি থ্রি ব্রুম স্টিকে যাই তো কেমন হয়?

পাবটা কখনই খালি থাকে না। ওরা ঢুকে দেখল তিলধারণের স্থান নেই। হ্যারি সবকটা টেবিলে তাকাল। হ্যাগ্রিডকে দেখতে পেল না। ওর মন খুব দমে গেল। ম্যাডাম রসমেট্রাকে ওরা তিনজনে তিনটে বাটার বিয়র অর্ডার দিল এবং ভাবল এখানে আসাটা অনাবশ্যক হল। তার চেয়ে হারমিওন যা বলেছিল– কমনরুমে বসে বসে ডিমের বিলাপ শোনা অনেক ভাল ছিল।

– আচ্ছা হ্যাগ্রিড তো অফিসেও যান না? কথাটা বলেই হারমিওন জোরে জোরে বলে উঠল– এই দেখ দেখ।

পাবের দেওয়ালে ছোট একটা আয়না লাগান। হ্যারি সেই আয়নাতে লুডো বেগম্যানের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। একটা অন্ধকার কোণে বসে রয়েছেন- সঙ্গে বেশ কয়েকটা গবলিন (বেটে ভুত/ অপদেবতা)। গবলিনদের সঙ্গে খুব চাপা হলেও দ্রুত কথা বললেন বেগম্যান। গবলিনরা প্রত্যেকেই তাদের হাত বুকে জড়ো করে রেখেছে, মুখ ভয়ার্ত।

হ্যারির মনে হল বেগম্যান থ্রি ব্রুমষ্টিকে ছুটি উপভোগ করতে এসেছেন, ট্রাই উইজার্ড টুর্নামেন্ট নেই, বিচারক হয়েও বসতে হবে না। আবারও বেগম্যানকে দেখল, ওকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে। অনেকটা সেই অরণ্যের মধ্যে ডাক মার্ক আসার আগের মতো বিচলিত। হঠাৎ বেগম্যান মুখটা সামান্য তুলতে হ্যারিকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন।

হ্যারি শুনতে পেল বেগম্যান ডবলিনদের বলল– অপেক্ষা কর, আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে আসছি। বেগম্যান দ্রুত পায়ে হ্যারির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেগম্যানের মুখে বিচলিত ভাবের বদলে শিশুসুলভ হাসি।

হ্যারি! বেগম্যান বললেন,– আরে তুমি কেমন আছ? ভাবছিলাম একদিন তোমার কাছে যাব! সব ভালভাবে চলছে তো?

হ্যারি বলল– ভালই, ধন্যবাদ।

– হ্যারি তোমার সঙ্গে কী দু' একটা ব্যক্তিগত কথা বলতে পারি? বেগম্যান উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

– তোমরা কথা বল, রন বলল। হারমিওনকে নিয়ে রন একটা ফাঁকা টেবিলের

খোঁজে গেল।

বেগম্যান, হ্যারির হাত ধরে একটু নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গেলেন। বেগম্যান বললেন, হ্যারি তোমার হর্নটেলের সঙ্গে আকাশযুদ্ধ সত্যই চমৎকার হয়েছিল। সেদিন তোমাকে অভিনন্দন জানান হয়নি। আমি খুশি, আমার অভিনন্দন..।

হ্যারি বলল– ধন্যবাদ। হ্যারি জানে শুধু এই কথা বলার জন্য বেগম্যান ওকে আলাদা করে ডেকে আনে নি। অভিনন্দন তো রন হারমিওনের সামনে করতে পারতেন। বেগম্যান মনে হয় তাড়াতাড়ি কিছু বলতে চান না। হ্যারি আড় চোখে দেখল বেগম্যান আয়নাতে অদূরে বসা গবলিনদের দিকে তাকালেন।

হ্যারি দেখল গবলিনরাও বেগম্যানের দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

– একেবারেই দুঃস্বপ্ন বেগম্যান চাপা গলায় হ্যারিকে বললেন। লক্ষ্য করলেন হ্যারির দৃষ্টি গবলিনদের ওপর।– ওদের ইংরেজি তেমন ভাল নয়... মনে করিয়ে দেয় কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপে বুলগেরিয়নদের।... তবে বুলগেরিয়ানরা ইংরেজি ভাল বলতে না পারলেও আকারে-ইঙ্গিতে কি বলছে বুঝিয়ে দিত। কিন্তু এরা যে কি বলাবলি করে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। আমি একটি শব্দ জানি ব্ল্যাড ভ্যাক... এর মানে 'গাইতি'। আমি অবশ্য শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না... ওরা ভাববে হয়ত গাঁইতি নিয়ে হুমকি দিচ্ছি। কথাগুলো বলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন।

– ওরা কী চায়? হ্যারি দেখল গবলিনরা বেগম্যানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ বেগম্যান অসম্ভব নার্ভাস হয়ে বললেন,– ও হ্যাঁ...।... ওরা বার্টি ক্রাউচের খোঁজে এসেছে।

– এখানে এসে খোঁজ করছে কেন? উনি তো লন্ডনে মন্ত্রণালয়ে বসেন। তাই না?

বেগম্যান বললেন,– আমার কোন ধারণা নেই– ক্রাউচ কোথায় আছেন।... শুনেছি কাজে আসছে না... তা প্রায় সপ্তাহ দুই হল। ওর সহকারী পার্সি বলছে, ও নাকি অসুস্থ। মনে হয় প্যাঁচা পাঠিয়ে কাজ-কর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। তুমি কিন্তু এই কথাগুলো কাউকে বলবে না। রিটা স্কিটার যেখানে সেখানে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে। এখন ও বার্টির অসুস্থতার ব্যাপার নিয়ে অদ্ভুত কিছু লিখে বসবে। হয়ত লিখে বসবে বার্থা জোরকিনসের মতো ও লাপাত্তা।

হ্যারি বলল– আপনি বার্থা জোরকিনস সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?

– না, বেগম্যান বললেন। আবার ওকে চিন্তিত দেখাল।... ওর খোঁজে লোক লাগিয়েছি। ভাবতে অদ্ভুত লাগে। আমার কাছে খবর আছে ও আলবেনিয়াতে ওর দ্বিতীয় কাযিনের (চাচাত/মামাত ভাই অথবা বোন) দেখা করেছে... তারপর সেখান থেকে দক্ষিণে ওর আন্টির কাছে।... তারপর হাওয়াতে উড়ে গেল!... কারও সঙ্গে

পালিয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে ও নয়। কিন্তু আমরা এখানে বসে করছি টা- কি?... গবলিন, আর জোরকিন্স নিয়ে বোকা বোকা কথা... এখন থাক, তোমার সাথে যে বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হলো টুর্নামেন্ট... তোমার সোনার ডিমের বিষয়টা কতদূর এগোল?

হ্যারি বলল, (মিথ্যে কথা), খুব একটা মন্দ নয়।

বেগম্যান বুঝতে পারলেন হ্যারি সত্যি কথা বলছে না।

– শোন হ্যারি, আমি যখন থেকে শুনেছি এই টুর্নামেন্টে তোমাকে কেউ নাম দিয়েছে বিষয়টি আমার খুবই খারাপ লেগেছে। তুমি নিজে যাওনি। (খুব আস্তে বললেন)... 'যদি' তুমি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।... ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি... আমার তোমাকে খুব ভাললাগে... আরও ভাল লেগেছে দুর্ধর্ষ ড্র্যাগনদের সঙ্গে লড়াইয়ে তোমার কুশলতা দেখে! এ বিষয়ে তুমি কী মনে কর।

হ্যারি বেগম্যানের বিরাট গোলাকার মুখে ছোট ছোট শিশুদের মতো নীল চোখের দিকে তাকাল।

– কাজটি আমাদের একা একা বের করতে হবে... তাই না?... খুব সতর্কতার সঙ্গে হ্যারি বলল, যাতে ম্যাজিক্যাল গেমস বিভাগের প্রধান মনে না করেন বেগম্যানকে অভিযুক্ত করছে ও।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ... তুমি যথার্থ কথা বলেছ হ্যারি, বেগম্যান অধৈর্য হয়ে বললেন,... কিন্তু মন চাঙা কর। আমাদের এখন হোগার্টের জয় চাই... আমরা সবাই তা চাই।

– আপনি সেডরিককে সাহায্যের জন্য বলেছেন? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

বেগম্যান সামান্য ভুরু কোচকালেন।

– না আমি বলি নি, বেগম্যান বললেন।– আমি আগেই বলেছি তোমাকে আমি পছন্দ করি... ভাবছিলাম যদি কোনও সাহায্যে আসতে পারি।

– ধন্যবাদ, হ্যারি বলল... আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান করে এনেছি, আর হয়ত দু' চারদিন সময় লাগতে পারে ডিমটাকে খোলার।

হ্যারি ঠিক জানে না কেন বেগম্যানের সাহায্য ওর দরকার নেই। বেগম্যানকে ও খুব ভাল করে জানে না, বেশ অপরিচিত এই কারণে। তার সাহায্য নেওয়া ওর কাছে মনে হয় ঠকানোর সমতূল্য। আর হারমিওন, রন অথবা সিরিয়সের কাছে পরামর্শ চাওয়া সেই পর্যায়ের নয় কী।

ফ্রেড আর জর্জ ওদের দিকে আসতে দেখে বেগম্যান চুপ করে গেলেন।

– হ্যালো মি. বেগম্যান, ফ্রেড হাসতে হাসতে বলল।– অনুমতি দিলে আপনার জন্য পানীয় আনতে পারি।

– না, ধন্যবাদ, বেগম্যান বললেন অপ্রাপ্ত হতাশা নিয়ে।

ফ্রেড ও জর্জ দু'জনেই হতাশ হল, সন্দেহ নেই। ওদের মনে হল বেগম্যানের

পানীয় গ্রহণ না করার জন্য হ্যারি দায়ী। এমন এক মুখ করে ওরা হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল।

বেগম্যান বললেন,– তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল হ্যারি, আচ্ছা আজ তবে চলি।... বেগম্যান চলে গেলেন।

বেগম্যান 'পাব' থেকে চলে গেলে গবলিনরাও ওর পিছু পিছু চলে গেল। হ্যারি গেল রন আর হারমিওনের কাছে।

হ্যারি আসার সঙ্গে সঙ্গে রন বলল– উনি কি চাইছিলেন?

– সোনার ডিমের ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইছিলেন।

হারমিওন বলল– ওটা তার উচিত হয়নি। মনে হয় ও খুব আঘাত পেল সাহায্যের কথাটা শুনে।– উনিতো একজন বিচারক... তাছাড়া তুমি তো সব সমাধান করে ফেলছ... তাই না হ্যারি?

হ্যারি বলল– মোটামুটি।

– শোন ডাম্বলডোর জানতে পারলে কিন্তু মোটেই খুশি হবেন না... ব্যাপারটা চিটিং হবে– হারমিওন বলল..., আমার মনে হয় উনি সেডরিককেও এই রকমভাবে সাহায্য করতে চাইছেন।

হ্যারি বলল– না, সেডরিককে বলেননি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

রন বলল– ডিগরিকে কেউ সাহায্য করলে কারও কিছু যাবে আসবে না।

হারমিওন বলল– বেগম্যানের সঙ্গে যেসব গবলিন বসেছিল তাদের দেখে খুব ভাল মনে হয় না।... বাটার বিয়রে চুমক দিল,– ওরা এখানে কি মতলবে এসে ছিল?

বেগম্যান বলছিলেন,– ওরা ক্রাউচের খোঁজ করতে এসেছিল।... ক্রাউচ এখনও অসুস্থ... অফিসে যাচ্ছেন না তাই।

রন বলল– হতে পারে, পার্সি ওকে স্লো পয়জনিং করছে। মনে মনে ভাবছে ক্রাউচ গেলে ওর সুবিধে হবে... ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল কো-অপারেশনের হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট হবে।

হারমিওন রনের দিকে তাকাল। এই সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ঠিক নয় তাকানোর মধ্যে ফুটে উঠল।– আশ্চর্য গবলিনরা মি. ক্রাউচের খোঁজ করছিল... তাদের কাজ তো ম্যাজিক্যাল প্রাণী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ অফিসে।

হ্যারি বলল– ক্রাউচ অনেক ভাষা জানেন, কথাও বলতে পারেন... হতে পারে ওরা ইন্টারপ্রেটার (দোভাষী) চাইছে।

রন বলল– হারমিওন তোমার ওদের জন্য চিন্তা হচ্ছে?... SPUG গঠন করতে চাও... বা ওই রকম একটা কিছু? সোসাইটি (S) ফর দ্যা প্রোটেকশন (P)

অব আগলি (U) গবলিনস (G) (কুৎসিত গবলিনদের রক্ষাকারী গোষ্ঠী)?

হারমিওন ব্যঙ্গ করে হাসল 'হাঃ হাঃ হাঃ– গবলিনদের রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। গবলিন বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রফেসর বিনসের মন্তব্য জান না?

রন– হ্যারি সমস্বরে বলে উঠল, না।

– তাহলে শোন, ওরা জাদুকরদের সাথে কিভাবে চলতে হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে, হারমিওন বলল। খুব তাড়াতাড়ি বারবার চুমুক দিয়ে বাটারবিয়র শেষ করে দিল। ওরা বুঝলে খুবই চালাক, হাউজ এলফ'র মত হাবাগোবা নয়... যে নিজের কথা ভাবে না।

রন দরজার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি সূচক কণ্ঠে বলল, ওহ্ হ।

ঠিক তখনই রিটা স্কীটার 'পাবে' ঢুকেছে। পোশাক পাল্টেছে... হলদে কলার মতো রং-এর রোব পরেছে। হাতের বড় বড় নখে শকিং পিংক নেল পলিশ লাগিয়েছে। সঙ্গে এক ভুঁড়িওয়ালা ফটোগ্রাফার! ওরা টেবিলের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে জায়গা খুঁজতে লাগল। ও কাছে এলে তিনজনে ওর দিকে তাকাল। ও খুব দ্রুত কিছু বলছে। মুখ দেখে মনে হয় কোনও কিছু হয়েছে তার জন্য ও খুব খুশি ফিস ফিস গলায় বলছে....

...মনে হয় আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না, কেন এমন হবে তুমি ভেবে দেখ। এখানে একদল গবলিনের সঙ্গে বসে কি আলোচনা করছিল? ওদের কি দেখাচ্ছিল... বাজে কাণ্ড-কারখানা সকলেই ওকে মিথ্যুক বলে জানে... ওই ম্যাজিক্যাল স্পোর্টস-এর প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া লুডো বেগম্যান... ওর সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে... তা না হলে ঠিক হবে না।

হ্যারি বেশ জোরে জোরে বলল– কারও সর্বনাশের চেষ্টা হচ্ছে নিশ্চয়ই?

ওর কথা শুনে পাবের অনেকে হ্যারির দিকে তাকাল, রিটা ওর অলংকৃত চশমার আড়ালে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

রিটা খুশিতে উপছে পড়ে বলল– আহ্ হ্যারি... তোমায় দেখে খুব ভাল লাগল। এস এখানে এসে বস।

– তোমার ধারে কাছেও আসতে চাই না, হ্যারি অসম্ভব রেগে বলল– তুমি হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে আজেবাজে কথা লিখেছ কেন?

রিটা স্কীটার ওর মোটা করে আঁকা দুই ভুরু উঁচু করল।

– আমাদের পাঠকের সত্য কথা জানার অধিকার আছে।... হ্যারি, আমি আমার কর্তব্য...।

–হ্যাগ্রিড আধা-দানব হলে পাঠকদের কি আসে যায়? হ্যারি আরও জোরে, বলল– তিনি তো কোনও দোষ করেন নি।

পাবে যারা ছিল, তাদের কারও মুখে একটুও কথা নেই ম্যাডাম রোজমেটা

বারের কাউন্টার থেকে দেখতে লাগলেন। এত বেশি নার্ভাস যে বোতল থেকে বিয়ার ঢালার সময় গেলাস থেকে উপছে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই। রিটা স্কীটার ছোট করে হাসল। তারপর কুমিরের চামড়ার হাতব্যাগ থেকে দ্রুত লিখিয়ে পালক বের করে বলল– হ্যারি তুমি হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে একটি ছোট সাক্ষাৎকার দিতে ইচ্ছুক?– মানে তাকে কতটুকু জান এই আর কি। সেই শক্তিশালী আধা-দানবের সঙ্গে বন্ধুত্ব... তার কারণ এইসব আর কি। তুমি কী ওকে ধর্ম পিতা বানাতে চাইছ?

হারমিওন কথাটা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ওর হাতে গ্লাসভর্তি বাটার বিয়র।– মনে হয় একটা গ্রেনেড ধরে রয়েছে। দাঁত কিড়মিড় করে বলল,– শয়তান মহিলা... তুমি তোমার কাগজে স্টোরি লেখার জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যতটুকু নিচে নামার... যাও। এখন তুমি লুডো বেগম্যানের মতো মানুষকে ধরেছ?

রিটা স্কীটার বলল– দুষ্টু মেয়ে বেশি চেঁচামেঁচি না করে চুপটি করে বসে থাক। যা জাননা তা বল না। রিটার চোখ দুটো লাল, এমনভাবে হারমিওনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ওকে গিলে খাবে। আমি লুডো বেগম্যানের সম্বন্ধে যা জানি, শুনলে তোমার মাথার চুল খাঁড়া হয়ে উঠবে।

হারমিওন বলল– চল রন, আমরা এখান থেকে যাই। ওরা পাব থেকে বেরিয়ে চলে এলো।

সকলের দৃষ্টি ওদের দিকে। হ্যারি দরজার মুখ থেকে রিটার দিকে তাকাল। দেখল রিটা ওর দ্রুত লিখিয়ে পালক দিয়ে একটা পার্চমেন্টে কিছু লিখছে।

রন যেতে যেতে খুব আস্তে আস্তে বলল– হারমিওন এবার তোমার পালা। চেষ্টা করুক! হারমিওন ক্ষিপ্তভাবে বলল, রাগেও থর থর করে কাঁপছে। ও আমাকে বাচ্চা ফাজিল মেয়ে বলল? আমি হ্যারি আর হ্যাগ্রিডের পেছনে লাগার মজা দেখাব।

– রিটা স্কীটারের সঙ্গে অযথা গোলমালে যেও না, রন বলল– মাটি ফুঁড়ে কিছু বের করে তোমার সম্বন্ধে লিখবে।

হারমিওন বলল– আমার বাবা-মা ডেইলি প্রফেট পড়েন না। তাছাড়া আমার লুকোবার কিছু নেই। হারমিওন প্রায় দৌড় দেবার মতো হাঁটতে লাগল। এত জোরে হাঁটছে যে রন ও হ্যারি ওর সঙ্গে তালরেখে হাঁটতে পারছেন। রন জানে হারমিওন রেগে গেলে আর হুশ থাকে না। একবার তো ম্যালফয়কে চড় মেরেছিল।

, এক রকম দৌড়তে দৌড়তে ওরা হ্যাগ্রিডের কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়াল। সেখান থেকে দেখল তখনও ওর ঘরের জানালায় পর্দা ঝুলছে। ওরা শুনতে পেল ফ্যাংগের মারাত্মক ঘেউ ঘেউ ডাক।

হারমিওন দরজা ধাক্কা দিতে দিতে বলল,– অনেক হয়েছে হ্যাগ্রিড, এবার দরজা খোলে। আমরা জানি আপনি এখানে আছেন। দানব না-মানব সে নিয়ে

কেউ মাথা ঘামায় না হ্যাগ্রিড... তবে ওই গর্দভ রিটাকে কর্মচ্যুত করতেই হবে। আপনি যা করবেন, বলবেন তাই হবে। প্লিজ দরজা খুলুন... আমাদের সঙ্গে একটি বার দাঁড়ান।

দরজা খুলে গেল। হারমিওন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। দেখল সামনে হ্যাগ্রিড নয় ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে।

ওদের তিনজনের উদবিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত মুখে ডাম্বলডোর বললেন,– শুভ সন্ধ্যা।

হারমিওন তো তো করে বলল– আমরা মি. হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

– তা' আমি বুঝতে পেরেছি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস। হারমিওন বলল,... না আমরা..।

ওরা তিনজনে হ্যাগ্রিডের কেবিনে ঢুকল। ফ্যাংগ হ্যারির ওপর আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসম্ভব জোরে শুধু ডাকা নয়, জিব দিয়ে হ্যারির কান চাটতে লাগল। হ্যারি তাড়া দিয়ে ফ্যাংগকে ভাগিয়ে দিল।

ওরা দেখল হ্যাগ্রিড ওর টেবিলে বসে আছেন, সামনে বড় মগে চা। দেখে মনে হয় কোনো কারণে ভেঙে পড়েছেন। মুখটা ফোলা ফোলা... চোখ দুটো বসে গেছে।

– হাই, হ্যাগ্রিড, হ্যারি বলল।

হ্যাগ্রিড মুখ তুলে তাকালেন।

তারপর বললেন– হ্যাঁ কি ব্যাপার? গলার স্বর কর্কশ।

ডাম্বলডোর বললেন– চা খেলে কেমন হয়! বলেই জাদুদণ্ডটা ঘুরপাক খাওয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে টিট্রে... কেক, প্রেসট্রি ইত্যাদি টেবিলের ওপর এসে গেল। ওরা তিনজনে চেয়ারে বসল।

সামান্য চুপ থাকার পর ডাম্বলডোর বললেন,– মিস গ্রেঞ্জার জোরে জোরে কি বলেছে শুনতে পেয়েছ হ্যাগ্রিড?

ডাম্বলডোরের কথা শুনে হারমিওনের মুখটা সামান্য লাল হয়ে গেল। কিন্তু ডাম্বলডোর হাসলেন। – হারমিওন, হ্যারি, রন মনে হয় তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়... যেভাবে রেগে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল... দরজা হয়ত ভেঙে যেত।

– হ্যাঁ আমরা জানতে চাই! হ্যারি বলল, হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে,– আপনি জানেন না ওই স্কীটার গরুটা। কথাটা শেষ না- করেই ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত স্বরে বলল– দুঃখিত প্রফেসর।

ডাম্বলডোর মৃদু হেসে বুড়ো আঙ্গুল নাচাতে নাচাতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন,– হ্যারি, আমি সামান্য সময় কালা হয়ে গেছিলাম, তোমার কথা শুনতে

পাইনি।

– আমরা বলতে চাই ওই মহিলা যা লিখবে আপনি কোনও প্রতিবাদ করবেন না, মেনে নেবেন? আপনি জানেন ও কী লিখেছে?

হ্যাগ্রিডের সবুজ চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গাল গড়িয়ে পড়ে ওর দাঁড়িতে মিশে গেল।

– হ্যাগ্রিড তোমায় আমি যা যা বলেছি তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি তোমাকে, তোমার সম্বন্ধে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবা, অভিভাবকরা যা লিখেছেন দেখিয়েছি।... লিখেছে, আমি যদি তোমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিই... তাহলে তাদেরও কিছু বলার আছে।

– না না ডাম্বলডোর সকলে নয়, সকলে নয়... হ্যাগ্রিড বলল।

– সত্যি হ্যাগ্রিড তুমি যদি চাও সারা দুনিয়ার লোক তোমার জনপ্রিয়তা মেনে নেবে ও তুমি সারা জীবন তোমার এই কেবিনে কাটাতে পারবে।– ডাম্বলডোর তার আধখানা চাঁদের মতো চশমা দিয়ে হ্যাগ্রিডের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।– মনে আছে আমি যখন এই স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে আসি... আমার পরিচালনা সম্বন্ধে নালিশ জানিয়ে একটি চিঠিও আসেনি; কিন্তু এখন সব কিছু বদলে গেছে, যাচ্ছে। আমাকে পড়াশুনা নিয়ে থাকতে হয়... কারও সঙ্গে কথা-টথা তেমন বলতে ভাল লাগে না।

– জানি, কিন্তু তুমি তো আমার মতো অর্ধদানব নয়।

– হ্যাগ্রিড, আপনি তো জানেন ডার্সলেরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে!

– হ্যারি তুমি সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছ। তোমার মা-বাবা জাদুকর আর ওরা মাগল।... আমার আপন ভাই অ্যাবেরফোর্থ অবৈধভাবে একটা ছাগলের ওপর জাদু প্রয়োগের জন্য তাকে আসামি করা হয়েছিল। অন্তত: কাগজে-কলমে তাই আছে। কিন্তু অ্যাবেরফোর্থ ভয় পায়নি। ও মাথা উচু করে চলত, কেননা ও জাদু প্রয়োগ করেনি, স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করত।

হারমিওন বলল– আমাদের ছেড়ে যাবেন না হ্যাগ্রিড। হ্যাগ্রিডের চোখের জল পড়া থামে না।

ডাম্বলডোর দাঁড়ালেন। বললেন,– হ্যাগ্রিড আমি আপনার পদত্যাগ পত্র নিলাম না। আপনি যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনই পড়িয়ে যান।

ডাম্বলডোর ধীরে ধীরে হ্যাগ্রিডের কেবিন থেকে চলে গেলে হ্যাগ্রিড বললেন, ভালো মানুষ, ডাম্বলডোর সত্যই মহৎ।

হ্যাগ্রিড চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন,– তোমাদের আমি আমার পিতার ছবি খুব সম্ভব দেখাই নি। দেখিয়েছি?

হ্যাগ্রিড ঘরে গিয়ে একটা ফটো নিয়ে এলেন। ছোটখাট এক জাদুকরের সঙ্গে

হ্যাগ্রিড!... সাত আট ফিট লম্বা হ্যাগ্রিডের কাধে বসে ছোটখাট এক মানুষ। পাশেই একটা আপেল গাছ। তার উচ্চতা দেখে হ্যাগ্রিডের উচ্চতা বোঝা যায়। শক্ত-সমর্থ চেহারা, মুখে দাঁড়ি-গোঁফ নেই।.. 'ছবিটা তোলা হয়েছিল আমি হোগার্টে ভর্তি হবার সময়ে। আমার তখন এগার বছর বয়স। তার দু' বছর পর বাবার মৃত্যু।... বাবার মৃত্যুর পর আমাকে গেমকীপারের কাজ করতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে ভরসা করবে, বিশ্বাস হারাবে না। নতুন, পুরনো দিনের কথাবার্তা বলে অনেক সময় কেটে গেল। হ্যাগ্রিড আর আগের মতো নয়। নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছেন। এই বার ফিরতে হবে।

যাবার সময় হ্যাগ্রিড বললেন,– হ্যারি 'সোনার ডিম' সম্বন্ধে তোমার কাজ-কর্ম শেষ হয়েছে? দ্বিতীয় টাস্কের সময় তো এসে গেল।

হ্যাগ্রিডের কাছে হ্যারি কেমন করে মিথ্যে কথা বলবে! হ্যাগ্রিড তো সাধারণ মানুষ নয়। হ্যারির প্রিয় বন্ধু, পিতার বন্ধু... ডাম্বলডোরের বন্ধু শুধু নয় অতি বিশ্বস্ত লোক!

হ্যারি, রন, হারমিওন খুশি মনে ক্যাসেলের দিকে চলল। হ্যাগ্রিড চাইছেন, হ্যারি টুর্নামেন্টে জিতুক। বিছানায় শুয়ে হ্যারির মনে হল সোনার ডিমের ওজন অনেক বেশি... ওকে সব আত্মভিমান বিসর্জন দিয়ে কাজটা করতে হবে। দেখতে হবে সেডরিক যা বলেছে তা সম্ভব কিনা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দ্য এগ অ্যান্ড দ্য আই

সোনার ডিমের রহস্য জানতে কতটা সময় তাকে স্নান করতে হবে তা হ্যারির জানা ছিল না। তাই হ্যারি ঠিক করল দিনে নয় রাত্রে স্নান করবে– তাহলে যতটা সময় লাগার ততটা সময় সে বাথরুমে থাকতে পারবে। সেই বাথরুম সবাই ব্যবহার করতে পারে না। তাই তার কাজে বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সেডরিকের কাছ থেকে ও আরো কিছু জেনে নিতে চায় না... কিন্তু দেখাই যাক, এই ভেবে ও প্রিফেক্টদের বাথরুমে যাওয়া ঠিক করল।

কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে। কেয়ারটেকার ফিলচের চোখে ধূলো দেওয়া সম্ভব নয়। এর আগে একবার মাঝরাতে ডরমেটরি থেকে বেরিয়ে ও ফিলচের হাতে ধরা পড়েছিল। সেই রকম আবার কিছু ঘটুক হ্যারি তা চায় না। গোপনে আর সতর্কতার সঙ্গে কাজ শেষ করার জন্য অদৃশ্য হবার আলখেল্লা ব্যবহার করতে হবেই। এছাড়াও মরাডরস ম্যাপ সঙ্গে রাখতে হবে। আইন ভঙ্গ করার জন্য সেটা একটা দরকারি সহায়ক হ্যারির কাছে। মানচিত্রটা দিয়ে সম্পূর্ণ হোগার্টের– কম সময়ে যাওয়া, গোপনীয় পথগুলো, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল– ক্যাসেলে যারা থাকে তাদের গতিবিধি জানা যাবে। মানচিত্র সামনে রাখলেই কে কোথায় রয়েছে, কোথায় হাঁটাহাঁটি করছে, কোন পথ ধরে যাচ্ছে, আসছে সবই সামনে ফুটে উঠবে। এমনকি বাথরুমে কেউ যাচ্ছে কিনা তা'ও জানতে পারবে।

বৃহস্পতিবার দিন মাঝরাতের আগে হ্যারি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে আলখেল্লাটা পরে পা টিপে টিপে নিচে নামল। হ্যাগ্রিড সেদিন রাতে ওকে যেভাবে ড্রাগন দেখিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এবার রন মোটা মহিলাটিকে পাশওয়ার্ড (কলা-পিঠা) দিয়ে দরজা খোলাল এবং হ্যারিকে পার করল। তারপর সে 'গুডলাক' জানিয়ে যত

তাড়াতাড়ি পারে কমনরুমে চলে গেল।

গায়ে আলখেল্লা, হাতে ম্যাপ, ভারি সোনার ডিম নিয়ে হ্যারি সেডরিকের দেওয়া নির্দেশ মতো চলল। করিডরে চাঁদের আলো পড়েছে... করিডর ফাঁকা, নিশ্চুপ। হ্যারি বোরিস দ্যা বেউইলভার্ড মূর্তির কাছে গিয়ে সেডরিকের দেওয়া পাশওয়ার্ড 'পাইন ফ্রেশ' বলে বন্ধ দরজাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। হ্যারি ভেতরে ঢুকে গা থেকে অদৃশ্য আলখেল্লাটা খুলে চার দিকে তাকাল। বাথরুমটা দেখতে দেখতে মনে হল সে যদি ক্লাস ক্যাপ্টেন হতো তাহলে এমন সুন্দর বাথরুম ব্যবহার করতে পারতো। স্নানঘরে আলো বলতে ছোট্ট ছোট্ট মোমবাতি দেওয়া অতি সুদৃশ্য একটা ঝাড় লণ্ঠন। ঘরের সব কিছুই শ্বেত পাথরের– এমন কি ঘরের মেঝের মাঝ খানের সুইমিং পুলটাও। তার চারধারে প্রায় একশটা সোনালি রং-এর ট্যাপ। তাতে বিভিন্ন রং-এর দামী পাথর সেট করা। একটা ডাইভিং বোর্ডও রয়েছে। জানালাগুলোতে ঝুলছে সাদা লিনেন কাপড়ের বড় বড় পরদা, এক কোণে সাজানো রয়েছে তোয়ালে। দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো একটি মাত্র ছবি ঝুলছে, একটি সোনালি চুলের সুন্দরী মেয়ের। মেয়েটি সমুদ্রের ধারে একটা পাথরে শুয়ে ঘুমাচ্ছো। ও যতবারই নাক ডাকছে... মুখে পড়া সোনালি চুলগুলো উড়ছে।

হ্যারি হাতের মানচিত্র, সোনার ডিম আর অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা মেঝেতে রেখে সামান্য এগোল। এত নিঃস্তব্ধ যে ওর পদশব্দে দেওয়ালে প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

রাজকীয় বাথরুমটার চৌবাচ্চার দু'একটা জলের ট্যাপ খুলতে চাইল হ্যারি। ভাবল সেডরিক ওকে ঠকায়নিতো। বাথরুমে স্নান করলে সোনার ডিমের রহস্য কেমন করে ফাঁস হবে? যাই হোক, এসেছে যখন দেখাই যাক। ও তোয়ালে, ডিম, মানচিত্র আর অদৃশ্য হওয়ার আলখেল্লাটা সুইমিং-পুলের পাশে এনে রাখল। তারপর হাঁটু গেঁড়ে বসে দু' একটা ট্যাপ খুলল।

বিভিন্ন ট্যাপে বিভিন্ন রংয়ের পানি বুদ বুদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল। একটায় ফুটবলের মতো বড় গোলাপি আর নীল বুদ বুদ, দ্বিতীয়টায় ঘন বরফসাদা ফোম। এত ঘন যে হ্যারি অনায়াসে তার ওপর শুয়ে থাকতে পারে। তৃতীয়টি থেকে বেরিয়ে এল বেগুনি রংয়ের সুগন্ধ মেঘ। সেই মেঘটা জলের ওপর ভাসতে লাগল। হ্যারির দারুণ মজা লাগল। স্নান করার কথা যেন ভুলে গেল। ট্যাপগুলো কখনও বন্ধ করে, কখনও খোলে।

তারপর যখন পুলটা কানায় কানায় গরম জলে ভর্তি হয়ে গেল হ্যারি ফোম আর বাবল দিয়ে মনের সুখে স্নান শেষে সব ট্যাপ বন্ধ করে দিল। পুলটা এত গভীর যে জল মাথা ছাড়িয়ে উঠে। ওর স্নানের শব্দে বাথরুমটা ভরে উঠল।

হ্যারি তারপর ডিমটা হাতে নিয়ে ভিজে হাতে মুখটি খুলল। নানারকম শব্দে বাথরুমটা গমগম করে উঠল। ভয়ে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মুখটি বন্ধ করে দিল হ্যারি। এত জোরে শব্দ হচ্ছে যে, যেকোনও সময় ফিলচের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তারপর আবার সন্দেহ হল সেডরিক ওকে ঠকাচ্ছে নাতো! সঙ্গে সঙ্গে ও সুইমিংপুল থেকে লাফিয়ে উঠে আসতে গিয়ে হাত থেকে ডিমটি বাথরুমের মেজেতে আছড়ে পড়ল। তারপর শুনতে পেল কে যেন কানের কাছে এসে বলল

'আমি যদি তুমি হতাম তা হলে ডিমটি জলের ওপর রাখতাম।'

হঠাৎ ওই রকম কথা শুনে হ্যারি হকচকিয়ে একগাদা বাবল খেয়ে ফেলল। তারপর দেখল– গম্ভীর মুখে একটি মেয়ে (খুব সম্ভব ভূত) একটা ট্যাপের ওপর পায়ের ওপর পা তুলে বসে রয়েছে। হ্যারি ওকে দেখে চিনতে পারলো– 'মোনিং ম্যারটল (চির হরিৎ গুল্ম)। যার ফোঁপানি সাধারণত শুনতে পাওয়া যায় বাথরুমের বাঁকানো পুলের তিন ধাপ নিচে।

– হ্যারি অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে বলল– মারটেল! তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? স্নান করার সময় তো আমি কাপড় খুলে ফেলেছি।

ফোম এত ঘন যে তা ভেদ করে বোধ হয় ওর কথা মারটেলের কানে ঢুকল না। হ্যারির মনে হলো মেয়েটা যখনই বাথরুমে ঢুকেছে তখন থেকে গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে।

– তুমি যখন পুলে নেমেছে, তখন আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম। মোটা কাঁচের চশমার মেয়েটি চোখ ছোট ছোট করল, বছরের পর বছর আমাকে তোমায় দেখতে হবে না।

আমার অবশ্য মেয়েদের বাথরুমে আসা ঠিক হয়নি।

– সে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। তোমার কাজের জন্য এখানে আসতে হয়েছে।

মারটেলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ অতীতের কথা বলল হ্যারি।

এরপর হ্যারি ডিমটা ফোমভর্তি জলে ডুবিয়ে মুখটা খুলল, এবার কিন্তু আগের মতো বিকট শব্দ করে উঠল না। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো গলগল সুরে গান। জলের ভেতর থেকে সেই গানের অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না হ্যারি।

– গানের শব্দ শুনতে গেলে তোমাকে জলে ডুব দিতে হবে, মার্টেল বলল। গোড়া থেকেই ও হ্যারির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

হ্যারি খুব বড় করে একটা দম নিয়ে জলে ডুব দিল, জলের তলায় পাথরের ওপর বসে ও সেই সোনার ডিমের ভেতর থেকে অদ্ভুত সমবেত কণ্ঠের গান শুনতে পেল। হাতে ডিমটা নিয়ে গভীর আগ্রহে ও গান শুনতে লাগল

'এসো খুঁজে বের কর, যেখান থেকে আমাদের গান শুনতে পাচ্ছ,
আমরা স্থলে গাইতে পারি না,
আর যখন তুমি আমাদের খুঁজবে, ভেবে দেখবে:
আমরা যা পেয়েছি তা তুমি ভীষণভাবে হারাবে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমাকে চেয়ে থাকতে হবে
যা আমরা পেয়েছি সেটা উদ্ধার করতে,
কিন্তু এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল– কোনও আশা নেই
বড্ড দেরি– উধাও হয়েছে... আর তো ফিরবে না।'

হ্যারি জলের তলা থেকে ওপরে ভেসে উঠল। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল।

– আমাদের গান শুনেছ?

– শুনেছি।

– তাহলে কোথা থেকে গান গাইছি পেয়েছ খুঁজে?

– 'না, আমি তোমাদের গান আবার শুনতে চাই', হ্যারি আবার জলে ডুব দেয়।

হ্যারি আরও জলের তলায় ডুবে যায় সেই গান মনে রাখার জন্য। তারপর কিছুক্ষণ জলে সাঁতরে বেড়ায়, গভীরভাবে চিন্তা করে, ম্যারেটল বসে বসে ওকে লক্ষ্য করে। এর আগে হ্যারি ম্যারেটলকে এত খুশি দেখেনি, অবশ্য আরেকদিন তাকে সুখি সুখি দেখাচ্ছিল যেদিন 'পলিজুস পোসান' দিয়ে হারমিওন ওর মুখময় লোম আর বেড়ালের ল্যাজ কবে দিয়েছিল।

হ্যারি জলের গভীর থেকে ওপরে ভেসে উঠে ভাবে– যদি জলের তলায় যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় তাহলে তারা জলের জীব! হ্যারি সেই কথাটা বলাতে ম্যারেটল হ্যারির দিকে তাকিয়ে বোকা বোকা হাসল।

ম্যারেটল বলল– ঠিক এই প্রশ্নটাই ডিগরি ভেবেছিল। ও ওখানে শুয়ে শুয়ে আপন মনে কথা বলেছিল... অনেক অনেক সময় ধরে... তখন আর একটিও বুদবুদ ছিল না।

– জলের তলায়..., হ্যারি খুব ধীরে ধীরে বলল।– ম্যারেটল, হ্রদে অনেক ছোট ছোট মাছ ছাড়া আর কে থাকে?

– ওহ্ অনেক রকমের, ও বলল, আমি জলের তলায় মাঝে মাঝে যাই..., অনেক সময় উপায় থাকে না- যেতে হয়... যদি আমার টয়লেট অন্য কেউ ব্যবহার করে।

হ্যারি পাইপের ডগায় মারটেল কীভাবে বাথরুম করে এসব না ভেবে ওকে

ঘোরাতে বলল– জলের তলায় এমন কেউ আছে যে মানুষের গলায় কথা বলে? প্রতীক্ষা করে জবাবের।

হ্যারির চোখ পড়ল দেওয়ালের তন্দ্রালু মারজেড মৎসকুমারীর দিকে। বলল– ম্যারেটল ওখানে কি মৎস কুমারী নেই?

– 'বাঃ খুব ভাল', ও বলল... ওর চশমার মোটা কাঁচ স্থির তারার মতো ঝিকিমিকি করে উঠল– 'ডিগরির কথাটা ভাবতে অনেক সময় লেগেছিল!... ওই মেয়েটার তন্দ্রাভঙ্গ পর্যন্ত', ম্যারেটল মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মৎসকুমারীর দিকে দারুণ বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টিতে ওর বিষন্ন মুখের দিকে তাকাল। – 'মৎসকুমারীর ডানা ঝলসে উঠল'।

ঠিক বলেছি না? হ্যারি উত্তেজিত হয়ে বলল– দ্বিতীয় টাস্ক শুরু হবে খুঁজে বের করতে হবে তোমার অনুগামীদের জলের তলায়... আর... আর।

কথাগুলো বলতে বলতে হ্যারি অনুভব করল, ওর ভেতরে যে ভাবনা জমা হয়েছিল সেগুলো বের করার জন্য কে যেন পেটে ঘুষি মারার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। হ্যারি কখনও ভাল সাঁতারু নয়। তেমন প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা পায়নি। ছোটবেলায় ডাডলি পেয়েছিল (খালাত ভাই আঙ্কেল ভার্ননের অপদার্থ ছেলে); কিন্তু আন্ট পেটুনিয়া (খালা), আঙ্কেল ভার্নন... ভেবেছিল সাঁতার না শেখাই ভাল। জলে নেমে সাঁতার না জানার জন্য ডুবে মরবে)... তাই ওকে ডাডলির সঙ্গে আর সাঁতার শিখতে দেয়নি। বাথরুমে বাথটা বেশ বড়ই বলতে হবে.. কিন্তু যে লেকে ম্যারেটলের কথায় গান শুনতে গিয়েছিল সেটা অনেক বড়... গভীর। মৎসকুমাররা নিশ্চয়ই তলদেশে বাস করে।

হ্যারি বলল, ওখানে আমি কেমন করে নিশ্বাস নেব?

কথাটা শুনে ম্যারেটলের দু' চোখ জলে ভরে ওঠে।

– মূর্খ! রুমালের বদলে আলখেল্লার এক কোনা দিয়ে চোখ মুছে ম্যারেটল বলল।

– মানে? হ্যারি হতভম্ব হয়ে বলল।

– আমার সামনে নিশ্বাস নেবার কথা বলছ? ম্যারেটল তীক্ষ্ণস্বরে বলল। ওর গলা সারা বাথরুমে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।– আমি তো পারি না... কখনও পারিনি... অনেক বছর নয়।– ও রুমালে মুখ চাপ দিল। অশ্রু মুছলো।

হ্যারির মনে পড়ল ম্যারেটলের মৃত্যু। ম্যারেটল তার মৃত্যুর বেদনা বহন করে চলেছে। ওর মতো অন্যকোনও ভূতেরা তা মনে রাখে না। দুঃখিত, হ্যারি হড়বড়িয়ে বলল..., আমি কোনো কিছু না ভেবে কথাটা বলেছি। ভুল হয়ে গেছে, মনে ছিলো না।

– ও হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যারটলের মৃত্যু খুব সহজেই ভোলা যায়, ফোলা ফোলা চোখে

ম্যারটল বলল।

– আমি যখন বেঁচে ছিলাম কেউ একদিনের জন্যও আমাকে দৃষ্টির বাইরে রাখেনি। আমার দিকে ঘণ্টার ঘণ্টা আমার জন্য অপেক্ষা করত। আর আমি, তাদেরই অপেক্ষায় আমি বসে থাকতাম।

অলিভ হর্নবী বাথরুমে ঢুকে বলল– 'তুমি আবার এখানে বসে রয়েছে ম্যারেটল? প্রফেসর ডিপের্ট আমাকে তোমার খোঁজ নিতে বললেন।' আমার শরীর দেখে সে মুগ্ধ, ওঃ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার কথা ভোলেনি। আমি সবসময় ওর পাশে পাশে থেকেছি... ওর ভাইয়ের বিয়ের দিন আমি আজও মনে করি।

কিন্তু হ্যারির ম্যারেটলের একটি কথাও কানে যাচ্ছে না... ওর কানে বাজছে অনুগামীদের সমবেত কণ্ঠের গান। 'আমরা তোমার একটা জিনিস নিয়েছি তুমি যেটার অভাব সবসময় অনুভব করবে। কথাটা শুনে মনে হয় যেন ওর কোনো জিনিস চুরি করে নেবে... কিন্তু তাকে তা ফিরে পেতেই হবে... ওর থেকে ওরা কি নিয়েছে?

– তারপর ও ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বলে দিল আমি যেন অলক্ষিতভাবে ওর কাছে ঘোরাফেরা না করি।... তাই ফিরে এসে এই টয়লেটে বাসা বেঁধেছি।

– হ্যারি ভাসা ভাসা ভাবে বলল– ভাল– আমাকে আর দেখতে পাবে না। চোখ বন্ধ কর আবার... কর, আমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি।

হ্যারি বাথটাবের তলা থেকে সোনার ডিমটা তুলে আনে। তোয়ালে দিয়ে গায়ের জল মোছে। জামা-কাপড় পরে নেয়।

বিলাপী ম্যারেটল বিষণ্নভাবে বলল– আবার একদিন তুমি বাথরুমে এসে আমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলবে? হ্যারি এখন অদৃশ্য হওয়ার আলখেল্লা হাতে নিয়েছে।

– আচ্ছা চেষ্টা করব, হ্যারি বলল। ও জানে এই বাথরুমে আর আসার কোনও আশা নেই। একমাত্র আছে, যদি ক্যাসেলের ওদের সব বাথরুম অকেজো হয়ে যায়।

– আবার দ্যাখা হবে ম্যারেটল, আজ আসি। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

ম্যারটেল বিষণ্নভাবে বলল– বাই, বাই। হ্যারি তখন অদৃশ্য হওয়ার আলখেল্লা পড়ে ফেলেছে।

বাইরে অন্ধকার করিডোরে এসে হ্যারি ম্যাপটা চোখের সামনে ধরে দেখল পথ ফাঁকা, কিছু নেই।

এক বিন্দু আকা দেখে বুঝল ফ্লিচ আর মিসেস নরিস ওদের অফিসে রয়েছেন। একমাত্র পিভস জেগে. ওপর তলা থেকে ট্রফি রুমের আশপাশে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে পা-বাড়াতেই ম্যাপে একটা কিছু ওর চোখে ধরা পড়ল, এমন একটা কিছু স্বাভাবিক নয়– অস্বাভাবিক অদ্ভুত! পিভস ছাড়াও স্নেইপের অফিসের বাঁ ধারের কোনের দিকে একটা বিন্দু ঘুরছে। বিন্দুটি কিন্তু 'সিভেরাস স্নেইপের' নামে তলায় নয়... রয়েছে বার্টেমিয়স ক্রাউচ এর নামের তলায়।

চলমান বিন্দুর দিকে হ্যারি তাকিয়ে রইল। ক্রাউচ অসুস্থ, নাচের পার্টিতে আসতে পারেন নি, তবে এত রাতে হোগার্টে এসেছেন কেন? ক্রাউচের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ও মানচিত্রের দিকে দারুণ বিস্ময় কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। বিন্দুটা স্থির নয় স্নেইপের ঘরের চারদিকে ঘুরছে।

হ্যারি যত তাড়াতাড়ি পারে ডরমেটরিতে সোনার ডিম, মানচিত্র আর অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা নিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। ও রনের মতো সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামতে গিয়ে হাতে যা কিছু ধরা ছিল নিয়ে হড়কে পড়ল। হাতের সব জিনিস সব ছিটকে পড়ল শুধু নয় রেলিংয়ে একটা পা আটকে গেল। ওর চোখের সামনে দিয়ে সোনার ডিম সিঁড়িতে দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে চলল– এমন এক শব্দ করে যেন বিরাট ড্রাম গড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ডিমের মুখের ঢাকনাটা খুলে গিয়ে নানা রকম শব্দ বেরিয়ে আনতে লাগল। কখনও তীব্র কখনো নরম।

কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে আলখেল্লাটা, আর মানচিত্রটা তুলে নিল হ্যারি। ধরা পরে যাওয়ার আশঙ্কায় ও চটপট অদৃশ্য হবার আলখাল্লাটা পরে নিল। ভয় ভাবনায় ও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

হ্যারি স্কুলের কেয়ারটেকার পিভসের গলা শুনতে পেল। সেজেগুজে ফিলচ্ স্ত্রী আর তার বেড়াল নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছিলেন।

– আশ্চর্য! পিভস সারারাত তুমি লাফালাফি করে বেড়াও, কোথায় কি হচ্ছে দেখ না? ফিলচের কণ্ঠস্বর।

ফিলচ্ নিচে নেমে ডিমটাকে দেখে ডিমের মুখ বন্ধ করে দিতেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। রাগে গড় গড় করতে করতে বললেন,– তুমি চ্যাম্পিয়নের সোনার ডিম চুরি করতে এসেছিলে?

ততক্ষণে গোলমাল শুনে ঘটনাস্থলে স্নেইপ এসে গেলেন। স্নেইপকে আসতে দেখে হ্যারির ভয়-ভাবনা আরও বেড়ে গেল। ব্যাপারটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একসা করবেন।

– কী ব্যাপার ফিলচ্?

– প্রফেসর আমার মনে হয় পিভস ডিমটা চুরি করে পালাতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দিয়েছে।

স্নেইপ বললেন,– পিভস.. কিন্তু ডিমটা তো আমার অফিসে থাকার কথা। কিন্তু পিভস আমার অফিস ঘরে ঢুকবে কেমন করে।

ফিলচের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেইপ বললেন,– অন্যায়, চ্যাম্পিয়নদের ক্লু ডিম... আসল ব্যাপারটা জানতে তদন্ত করতে হবে।

– করুন প্রফেসর, কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই পিভস কাণ্ডটা করেছে।

স্নেইপ বললেন,– অফিসের দিকে আসার সময় করিডরে কে টর্চ জ্বালিয়েছে? অফিসে গিয়ে দেখি আমার অবর্তমানে কে বা কারা আমার আলমারি খুলেছে কাগজপত্র ঘেটেছে...। আপনি ডিমের কথা বলছিলেন; আমার ঘরেছিল... অবশ্যই আমার ঘরে ওটা ছিলো না।

– তাহলে পিভস কিছু করেনি...। ডিমটাও ছুঁড়ে ফেলেনি...?, ফিলচ বললেন।

– আমি জানি ও করেনি, করতে পারে না, স্নেইপ বাধা দিয়ে বললেন। আমি নিজে মন্ত্র পড়ে অফিস সিল করেছি। একমাত্র কোনও জাদুকর ছাড়া খোলার সাধ্য নেই। কথাটা বলে স্নেইপ সিঁড়ির নিচের দিকে তাকালেন... ফিলচ আসুন আমার সঙ্গে ব্যাপারটা দেখা যাক।... যে ঘরে ঢুকেছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

– আমি যাব... হ্যাঁ কিন্তু প্রফেসর...।

কথাটা বলে ফিলচ সন্দেহের দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে তাকালেন। হ্যারি গোড়া থেকেই ফিলচের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে পিভসকে ছেড়ে দেবার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। হ্যারি নিজের মনে মনে বলল, 'যাও'... ও গেলে হ্যারি বাঁচে... যাও স্নেইপের সঙ্গে 'যাও'। ওদিকে মিসেস নরিস ফিলচের পায়ের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন। হ্যারি পরিষ্কার বুঝতে পারলো ওর সারাদেহে স্নান করার সময় যে অপূর্ব গন্ধ ছড়াচ্ছিল তা ও অদৃশ্য থাকলেও নাকে না আসার কোনও কারণ নেই।... ভাবছেন বাথরুমে অত বেশি সুগন্ধ দেবার কোনও কারণ নেই।

– একটা মোদ্দা কথা প্রফেসর, ফিলচ মুখে দুঃখ দুঃখ ভাব এনে বলল,– এইবার আমি সরাসরি হেডমাস্টার স্যার-এর কাছে পিভসের ব্যাপারে নালিশ করব। আশা করি এইবার আমার কথা ডাম্বলডোর শুনবেন। আমি জানি পিভস ছাত্রদের জিনিসপত্র হাতায়... আমি হাতে-নাতে ধরেছিলাম ওকে।... আমি ওকে ক্যাসল থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব।

– ফিলচ আমি ওই হল্লাবাজ ভূতের কথা শুনতে চাই না। এটা আমার অফিস...।

ক্লাংক ক্লালক, ক্লাংক। শব্দ হল।

স্নেইপ মাঝপথে আলোচনা থামিয়ে দিলেন।

দুজনেই সিঁড়ির নিচে তাকালেন।

হ্যারি দেখল ম্যাড-আই-মুডি ওদের দু'জনের মাঝে সামান্য পরিসরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন।

স্বাভাবিকভাবে মুডি অদ্ভুত পোশাক পরেছেন... বেড়াতে যাওয়ার গায়ে জীর্ণ-

ময়লা রোবস, তার ওপর চাপিয়েছেন নাইটশার্ট। যথারীতি লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়ালেন।

– কি হে পার্টি হচ্ছে?

ফিলচ বলল,– প্রফেসর আর আমি গোলমাল, প্রচণ্ড শব্দ শুনে এখানে এলাম। দেখলাম হল্লাবাজ পিভস হল্লা করছে... যা হাতের কাছে পাচ্ছে ফেলে দিচ্ছে। তারপর আরও সাংঘাতিক ব্যাপার, প্রফেসর স্নেইপ দেখলেন ওর অফিসঘরে কেউ সিল ভেঙে ঢুকেছে।

– তুমি চুপ কর, স্নেইপ ফিলচকে ধমক দিলেন।

হ্যারি দেখল মুডি সিঁড়ির ধাপের কাছে দাঁড়ালেন। ওর ম্যাজিক্যাল চোখ– স্নেইপকে দেখতে লাগল, তারপর ওর দিকে।

হ্যারির বুক ধ্বক করে উঠল। জানা কথা মুডি তার 'ম্যাজিক্যাল আই' দিকে ওকে দেখতে পাবেন। তার সেই চোখের কাছে কেউ কিছু গোপন রাখতে পারে না। ও স্বচক্ষে সব দেখতে পাচ্ছে। স্নেইপ নাইটশার্ট পরে রয়েছেন, ফিলচ হতভম্ব হয়ে ভারি ডিমটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নিজে? রেলিংয়ে পা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কেউ না-পারুক মুডি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।... মুডি ঠোঁট বেকিয়ে হাসলেন। আশ্চর্যও হলেন, স্বাভাবিকভাবে কয়েক সেকেন্ড দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুডি হাসি থামিয়ে ওর নীল চোখের দৃষ্টি স্নেইপের ওপর ফেললেন।

– আমি কী ঠিক শুনেছি? মুডি ধীরে ধীরে বললেন।– বলছেন কেউ আপনার অফিসঘরে ঢুকেছিল?

– খুবই মারাত্মক, স্নেইপ বললেন তিক্তভাবে।

মুডি বললেন,– বের করতে হবে... কে আপনার অফিসঘরে ঢুকেছে বা ছিল। তাই না?

স্নেইপ বলল,– একজন ছাত্র আমি হলপ করে বলতে পারি। হ্যারি লক্ষ্য করল স্নেইপের কপালে শিরা দপদপ করছে। আগেও এমন ঘটনা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত স্টোর থেকে পোসানের উপকরণ চুরি গেছে। চুরির একমাত্র উদ্দেশ্য ছাত্ররা বে-আইনিভাবে যা ইচ্ছে তাই বানাচ্ছে।

মুডি বললেন,– আপনি ঠিক জানেন? এছাড়া অন্য কিছু নয়? অন্য কিছু লুকিয়ে রাখছে না?

হ্যারি দেখল মুডির কথা শুনে স্নেইপ দারুণ চটে গেছেন। পাতলা মুখটা কালো হয়ে গেছে। রগের শিরাগুলো আরও বেশি ফুলে উঠেছে।

স্নেইপ খুব আস্তে অথচ মারাত্মক সুরে বললেন– আপনি ভাল করেই জানেন আমি কোনও কিছু গোপন করি না। আপনি আমার অফিস তো বেশ ভালভাবেই

সার্চ করেছিলেন।

মুডি বক্রহাসি হেসে বললেন, ওটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে স্নেইপ... তাছাড়া ডাম্বলডোর আমাকে বলেছিলেন সবসময় সতর্ক থাকতে ও চোখ খোলা রাখতে।

স্নেইপ বললেন, ডাম্বলডোরের আমার ওপর প্রচুর আস্থা আছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না যে, আপনাকে আমার অফিসঘর সার্চ করতে বলেছিলেন।

মুডির গলার স্বর গর্জন করে ওঠে– হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করেন। তাকেও সকলে বিশ্বাস করে... বিশ্বাস করার মতো মানুষ। তাহলেও মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটে... কি বলতে চাই বুঝতে পেরেছেন?

স্নেইপ হঠাৎ এক মজার কাণ্ড করে বসলেন। ডান হাত দিয়ে বাঁ-হাতটা চেপে ধরে কাঁপাতে লাগলেন। এমনভাবে যেন কেউ তার হাতে প্রচণ্ডভাবে ঘা দিয়েছে।

মুডি হো হো হো করে হেসে বললেন– যাও একটু ঘুমিয়ে নাও।

– আমি কোথায় যাব না যাব তা আপনি বলার কে? স্নেইপ রাগে ফেটে পড়ে বললেন– দিনের বেলা বা রাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঘুরেফিরে দেখার মতো অধিকার আমারও আছে।

– বেশ তাই করুন। মুডি বললেন। মুডির কথার মধ্যে চতুরতার ইঙ্গিত!

– খুবই ভাল, মাঝে মাঝে অন্ধকার করিডরে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ মিলবে।

দারুণ এক ভয় হ্যারিকে যেন পেছনে থেকে ছোরা মারল। ও দেখল মুডি মরেডারস মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মানচিত্রটা ওর থেকে ছটা-স্টেপ পরে পড়ে রয়েছে। স্নেইপ, ফিলচের দৃষ্টি পড়বার আগেই হ্যারি ওর রোব দিয়ে হাওয়া করে মানচিত্রটা উড়িয়ে দিতে চাইল, সাথে সাথে মুডির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইল, ওটা আমার। নিজস্ব!

স্নেইপ হাত বাড়িয়ে মানচিত্রটা নিতে গেলেন, চোখেমুখে চোর ধরে ফেলেছি এমন এক কেল্লাফতের ছাপ!

'এসিও পার্চমেন্ট'!

মানচিত্রটা হাওয়াতে ওপরে ওঠে স্নেইপের আঙ্গুল সামান্য ছুঁয়ে মুডির হাতে এল।

– তাইত... কখন যে আমার পকেট থেকে এটা পড়ে গেছে... আহাঃ আমার জিনিস আমি পেয়ে গেছি–।

কিন্তু স্নেইপের কাল চোখ মুডির হাতের মানচিত্র আর ফিলচের কাছে সোনার ডিমের দিকে।

স্নেইপ দুই আর দুইতে চার হয় সেটা ভাল করে জানে...।

– পটার..., যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে বলল।

মুডি মানচিত্রটা মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল,– কী ব্যাপার... কী আবার হল?

পটার! স্নেইপ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল... যেখানে হ্যারি দাঁড়িয়ে পা-আটকে সেইদিকে তাকাল... যেন হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়েছে।

– ওই ডিমটা পটারের, ওই পার্চমেন্টের মানচিত্রটাও পটারের। আমি ওটা আগে দেখেছি, দেখেই বুঝতে পেরেছি! আমি হলফ করে বলতে পারি পটার এখানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, ওর গায়ে অদৃশ্য হবার আলখাল্লা রয়েছে!

অন্ধরা যেমন হাত বাড়িয়ে চলে তেমনি ভাবে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, হ্যারি দেখতে পাচ্ছে ওর বড় আকারের নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে, হ্যারিকে শুঁকে শুঁকে ধরার জন্যে। হ্যারি একটু পিছনে হেললো... যাতে স্নেইপের হাত ও গায়ে না লাগে। কিন্তু যেরকমভাবে হাত বাড়াচ্ছে যে কোন সময়ে ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

মুডি বেশ জোরে বললেন, আহাহা স্নেইপ কি পাগলের মতো হাত বাড়িয়ে ঘুরছ, ওখানে কেউ নেই, থাকলে ব্যাপারটা আমাকে হেড মাস্টারকে জানানো আমার কর্তব্য (অন্যায় খোঁজার ব্যাপারে)। তুমি কোনো কিছু না জেনে, না বুঝে- হ্যারি পটার, হ্যারি বলে ধেই ধেই করে নেচে চলেছে! দরজা ভাঙা আর ডিম পড়ার সঙ্গে হ্যারি পটারের কি সম্পর্ক, আমি বুঝতে পারছি না।

– বুঝতে পারছেন না? স্নেইপ আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাত দুটো বাড়ালেন... হাতটা প্রায় হ্যারির বুকে এসে লাগে এমন অবস্থা!

– মানে? মানে খুব সহজ! ডাম্বলডোর জানতে চান অকারণে কারা ওর পেছনে লেগেছে, মুডি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন,... খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে গেলেন (মুডি ম্যাজিক আই দিয়ে দেখতে পান সবই)– স্নেইপ কর্তব্য পালনে আমি খুবই উদগ্রীব।... টর্চলাইটের আলো ফেললেন নিজের কাটা-ছেঁড়া মুখের ওপর যাতে নাকের কাছে অপকৃত মাংস পিণ্ড আর কাটা দাগ আরও প্রকট ভাবে দেখা যায়।

স্নেইপ থতমত খেয়ে মুডির মুখের দিকে তাকালেন... হ্যারি স্নেইপের মুখের ভাব দেখতে পেলো না। দু'জনেই নিশ্চল, নির্বাপণ স্নেইপ তারপর ওর হাত নামিয়ে নিলেন।

বললেন– আমি ভেবেছিলাম (গলার শব্দ হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে) পটার হয়ত এখানে ঘোড়াফেরা করছে, রাতের অন্ধকারে করিডরে করিডবে ঘোরা ওর বিশ্রী স্বভাব, আগেও করত, ওকে এইসব করতে দেওয়া ঠিক হবে না প্রফেসর মুডি... ওর সুরক্ষার জন্যই...।

– তাই, মুডিও নরম সুরে বললেন, ওহো আপনি যে পটারকে এত ভালবাসেন, ওর মঙ্গল চান... আগে জানতাম না প্রফেসর। সত্যি আপনি কী

অন্তর থেকে চান?

সামান্য সময় দু'জনেই চুপচাপ রইলেন। দু'জনেই দু'জনের দিকে তখনও তাকিয়ে। ঘটনাস্থলে মিসেস নরিস এসে হাজির। বিকটভাবে বেড়ালের ম্যাও... ও, ডাক দিলেন। কিন্তু কোথা থেকে তার নাকে আসছে হ্যারির গায়ের গন্ধ। গন্ধটা স্নেইপের পায়ের কাছ থেকে আসছে কেন?

স্নেইপ কাটাকাটা গলায় বলল,– আমি শুতে চললাম।

– খুব ভাল, খুব ভাল, সারারাত শুয়ে শুয়ে ভাবুন, প্রফেসর মুডি বললেন।... ফিলচ তুমি কী ডিমটা আমায় দেবে?

– না! ডিমটা এমন ভাবে বুকে চেপে রেখে বলল যেন ওটি তার প্রথম সন্তান!– 'প্রফেসর মুডি... এটা পিভসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ!

– আমি জানি ডিমটা চ্যাম্পিয়নের প্রপার্টি, কেউ চুরি করেছে, ওটা আমাকে দিয়ে দাও, মুডি বললেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডিমটা মুডির হাতে তুলে দিল ফিলচ। ফিলচ নরিসকে দেখে খুব খুশি হয়েছে, এমন এক আনন্দ প্রকাশ করে মিসেস নরিসের দিকে তাকাল। মিসেস নরিস অদৃশ্য হ্যারির 'দিকে' তাকালেন (যদিও সে অদৃশ্য) – দু' এক সেকেন্ড বা ওই রকম। তারপরই চলে গেলেন। ফিলিচও সেখান থেকে চলে গেলেন। মিসেম নরিসকে খুশি করার জন্য বললেন,– ভেব না সকালেই আমি প্রফেসর ডাম্বলডোরকে বিষয়টা অবশ্যই জানাব। বলতে হবে পিভস কেমনভাবে কাজকর্ম ঢিলে-ঢালাভাবে করছে। খুব জোড়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। মুডি ওর জিনিসগুলো শেষ সিঁড়ির ধাপে রেখে পা- টেনে টেনে খুব পরিশ্রম করে হ্যারি যেখানে আটকা পড়ে ছিল সেখানে এলেন।

বললেন– আজ খুব বেঁচে গেলে পটার! আমি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যারি তো তো করে বলল... ও হ্যাঁ... আপনার জন্যই– ধন্যবাদ।

– এটা কী পটার? মুডি পকেট থেকে 'মানচিত্রটা' বের করে খুলতে খুলতে বললেন।

– হোগার্টের মানচিত্র, হ্যারি বলল। ও আশা করেছিল মুডি ওর আটকে যাওয়া পা'কে রেলিং থেকে মুক্ত করবেন। ওর পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।

– মেরিলিনের দাঁড়ি, মুডি চাপাগলায় বললেন। চোখ কিন্তু তার হ্যারির যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে। মনে হচ্ছে কোন গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র পটার। মুডির ম্যাজিক্যাল আই বন বন করে ঘুরতে লাগল।

– হ্যাঁ, খুবই দরকারী, হ্যারি বলল।– প্রফেসর মুডি আমার একটা পা রেলিংয়ে আটকে রয়েছে, আপনি কী খুলে দিতে সাহায্য করবেন?

– কী বললে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ কেন পারবো না, অবশ্যই...।

মুডি, হ্যারির হাত ধরে টান দিলেন। হ্যারির পা খুলে গেল। ওরা সিঁড়ির এক ধাপ ওপরে উঠল।

মুডির চোখ তখনও পটারের সেই 'আজব মানচিত্রে!'– পটার... মুডি খুব আস্তে বললেন..., তুমি কী বলতে পার কে স্নেইপের অফিস ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকেছে? আমি বলছিলাম মানে এই মানচিত্রটা তো তুমি দেখেছ।

– হ্যাঁ বলতে পারি। মি. ক্রাউচকে দেখেছি।

মুডির ম্যাজিক্যাল আই মানচিত্রের ওপর বন বন করে ঘুরতে লাগল। দেখতে দেখতে আকস্মাৎ একটু যেন শঙ্কিত হলেন।

– ক্রাউচ?... তুমি ঠিক বলছ? তুমি কি নিশ্চিত পটার?

– কোনও সন্দেহ নেই, হ্যারি বলল।

– না ওকে তো এখন দেখতে পাচ্ছি না, ক্রাউচ? খুবই রহস্যজনক বলতে হবে। মুডি একাগ্রচিত্তে সামনে রাখা মানচিত্রটা দেখতে লাগলেন। হ্যারি পরিষ্কার বুঝতে পারলো ক্রাউচের নাম বলাতে মুডি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছেন। কি ভাবছেন খুবই জানতে মন চাইল। ভাবল, জিজ্ঞেস করা সমীচিন হবে কিনা। সন্দেহ নেই ক্রাউচের নাম বলাতে খুব চিন্তিত। তাহলেও ওকে এই মাত্র তিনি একটা দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে সবেমাত্র মুক্ত করেছেন।

– আচ্ছা প্রফেসর মুডি, আপনার কী মনে হয়, কেন ক্রাউচ গভীর রাতে স্নেইপের ঘরে সিল ভেঙ্গে ঢুকেছিলেন?

মুডির 'ম্যাজিক্যাল আই' মানচিত্র ছেড়ে হ্যারির মুখেল দিকে ঘুরতে লাগল।

অদ্ভুত গভীর এক দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি দেখে হ্যারির মনে হলো মুডি হয়ত ভাবছেন বলবেন কি বলবেন না। বললেও কতটা বলবেন।

– বুঝে নাও পটার, মুডি শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করলেন। তারপর বললেন, লোকদের ধারণা বুড়ো ম্যাড আই-এর কালজাদুকরদের ধরা পারা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।... বার্তি ক্রাউচের কাছে ম্যাড আই শিশু।

তখন তিনি মানচিত্রটা তন্নতন্ন করে দেখছেন। হ্যারি কিছু জানার জন্য ছটফট করতে লাগল।

– প্রফেসর মুডি..., হ্যারি বলল, আপনি কি মনে করেন কিছু অমঙ্গল হতে পারে... চক্রান্ত চলছে... ক্রাউচ।

– হ্যাঁ হ্যাঁ সেই রকমই কিছু, মুডি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন। তুমি জান? হ্যারি ভাবল প্রশ্নটা করে ও বাড়াবাড়ি করেনি তো! মুডি তো মনে করেন না হোগার্টের বাইরে কোনও সংবাদটংবাদ রাখে? কথার প্রসঙ্গে হয়ত সিরিয়াসও এসে যেতে পারেন।

– আমি কিছু জানি না, হ্যারি বলল!– মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে

যাচ্ছে, তাই বলছিলাম। ডেইলি প্রফেটেও খবর বেরোচ্ছে... কাল মার্ক... ওয়ার্ল্ড কাপের সময়, তারপর ডেথইটার... আরও কি সব মুডির দুটি চোখই বড় বড় হয়ে উঠল।

– পটার তুমি অতি বুদ্ধিমান ছেলে, মুডির 'ম্যাজিক্যাল আই' আবার মানচিত্রের ওপর পড়ল।– ক্রাউচও হয়তো ওইরকম কিছু চিন্তা করেন। ওই রিটা স্কীটার নানারকম লিখছে শুধু নয় রটিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই সব কারণে লোকেদের উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। কথাটা বলে মুডি মুচকি হাসলেন। তারপরই মানচিত্রের বাঁ- দিকের কোণে তাকালেন। বললেন, দেখছি একজন ডেথইটার– যততত্র অবাধে ঘুরছে।

হ্যারি মনে একই প্রশ্ন!

– হ্যাঁ শোন পটার, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, মুডি বললেন। হ্যারি জানে, প্রশ্নটি, মানচিত্র (মারউডের ম্যাপ) কোথা থেকে ও পেয়েছে। মানচিত্রটি জাদুকরদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় অস্ত্র বলা যায়। সে এক ঘটনা... কেমন করে ওর হাতে এসেছে। দোষী সে একা নয়, ওর বাবা, ফ্রেড ও জর্জ, উইসলি প্রফেসর লুপিন (ওদের কাল আর্টসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শিক্ষক) সকলেই দোষী মুডি প্রশ্ন করে 'মরাউডার' মানচিত্র হ্যারির মুখের সামনে ঘোরাতে লাগলেন।– এটা কী তুমি কিছুদিনের জন্য আমাকে ধার দিতে পারবে পটার?

মানচিত্রটি হ্যারির অত্যন্ত প্রিয়। তাহলেও স্বস্তিপেল এই কথা ভেবে যে, কোথা থেকে মানচিত্রটা ও পেয়েছে মুডি এ কথাটা জিজ্ঞ্যেস করেনি বলে। করলে তো আরো বিপদে পড়ত।

– হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই।

– খুউব ভাল ছেলে তুমি, মুডি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন।– আমি এটার সদ্ব্যবহার করতে পারব। অনেক দিন থেকে এই রকম একটার খোঁজে ছিলাম। ঠিক আছে পটার, এখন তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা মুডির অফিস ঘরের সামনে দাঁড়াল।

মুডি হ্যারির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– তুমি অরর (একরকম উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা) হতে চাও?

– না, হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বলল।

– ভেবে দেখ... ও হ্যাঁ, আমি ভাবছি, ওই ডিমটা তুমি শুধু শুধু নিয়ে যাওনি নিশ্চয়ই তোমার কোনো কাজ ছিল... আমি কী সত্যি বলছি?

– না, শুধু শুধু নয়। আমি ক্লু বের করবার চেষ্টা করে চলেছি। মানে সেকেন্ড টাস্কের ক্লু। ওই ডিম থেকে পাওয়া যাবে...।

– সেই কাজটা রাত্রে করিডরে ঘুরে-ফিরে করতে হবে? আচ্ছা আবার কাল

সকালে দেখা হবে।

মুডি মরেডার মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

হ্যারি স্নেইপ ও ক্রাউচের কথা ভাবতে ভাবতে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে চলল। এসবের মানে কী, ক্রাউচ কেন অসুস্থতার ভান করছেন। হোগার্টে তো তার অবাধগতি। লুকিয়ে রাত্রে আসার তো দরকার ছিল না। স্নেইপ তার ঘরে কি লুকিয়ে রেখেছেন, কেন ভেবেছেন? সেটা কী?

মুডিই বা হঠাৎ ওকে অরোর (তালাশি গোয়েন্দা) হতে উপদেশ দিলেন কেন? উপদেশটা খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই। ও নিজের ঘরে এসে আলখেল্লা আর ডিমটা ট্রাঙ্কে খুব সাবধানে রেখেদিল।

ভাবলো– ও যদি বলে 'অরোর' হতে চায়, তাহলে বন্ধুদের মনোভাবটা কি হবে, এটা ভাবার চেষ্টা করল।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

দ্য সেকেন্ড টাস্ক

হারমিওন কিছুটা শুষ্ক কণ্ঠেই বলল, হ্যারি তুমি বলেছিলে ডিমের ক্লু পরীক্ষার কাজ তোমার হয়ে গেছে!

– আস্তে বল কেউ শুনতে পাবে, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলল। –কেমন কাজ করছে আমার দেখার প্রয়োজন, ঠিক আছে না?

চার্ম ক্লাসে হ্যারি, রন ও হারমিওন পেছনের একটা বেঞ্চে বসে আলোচনা করছিল। সেদিন ওদের সামনিং চার্মের অনুশীলন করার ক্লাস ছিল। প্রফেসর ফ্লিটউইক সব বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে কেমন করে ব্যানিশিং চার্ম (বিতাড়ন জাদু) দিয়ে প্রতিরোধ করবে ছাত্র-ছাত্রীদের সে সম্বন্ধে তত্ত্ব বোঝালেন। তত্ত্বটি ভাল হলেও কাজ ভাল করেনি।

– ডিমের প্রসঙ্গ এখন ভুলে যাও, বুঝলে? হ্যারি ফিসফিস করে বলল, তখন প্রফেসর ফ্লিটউইক ছাত্র–ছাত্রীরা কি করছে দেখার জন্য ঘুরছিলেন। –আমি তোমাদের স্নেইপ আর মুডি সম্বন্ধে কিছু বলব, একটা ঘটনা ঘটেছে।

ফ্লিটউইকের ক্লাসটা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা, আলোচনার জন্য স্বর্গরাজ্য বলা যায়। হ্যারি গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা বলল। তা প্রায় আধা ঘণ্টা তো হবেই।

– তোমার কি মনে হয়– মুডি শুধু স্নেইপ নয় কারকারফের ওপরও নজর রাখছেন?

আমি ঠিক বলতে পারব না ডাম্বলডোর কি করতে বলেছেন; কিন্তু তিনি তাই করছেন, হ্যারি বলল ঘরের মধ্যে উল্টা-পাল্টা কিছু হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে। মুডি বলছেন, স্নেইপকে তিনি এখানে রেখে দিয়েছেন, তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ বা

ওই রকম কিছু।

রন চোখ বড় বড় করে বলল, –কী বললে? হ্যারি আমার মনে হয় মুডির সন্দেহ স্নেইপ তোমার নামটা গবলেট অব ফায়ারে দিয়েছেন! হারমিওন বলল, – ওহ রন এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। আমরা এর আগে একবার ভেবেছিলাম স্নেইপ হ্যারিকে মেরে ফেলতে চান, কিন্তু শেষে জানা গেল তিনিই হ্যারির প্রাণ রক্ষা করেছেন, ব্যাপারটা মনে আছে? কথার মধ্যে ওরা ওদের পরীক্ষার কাজও চালাতে লাগল।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকাল, ভাবল, সত্যি বলতে কি, স্নেইপ একবার ওর জীবন রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু হ্যারির বাবাকে পছন্দ করতেন না। যখন তারা স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনা করতেন তখন থেকেই। সে কারণে হয়ত হ্যারিকে পছন্দ করেন না, হতে পারে। স্নেইপ সুযোগ পেলেই হ্যারির পয়েন্ট কেটে নেন, শাস্তি দিতে ভোলেন না, ওকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হোক, এমন কথা বলেন।

– হারমিওন বলল, আমি মুডির কথার গুরুত্ব দেই না। বুঝলে ডাম্বলডোর এত মূর্খ নন। তুমি জান প্রফেসর লুপিন আর হ্যাগ্রিডকে যখন কেউ কাজ দেয়নি, একমাত্র ডাম্বলডোর ওদের ডেকে চাকরি দিয়েছেন। স্নেইপকেও সে সময়ই চাকরি দিয়েছিলেন। যদিও স্নেইপ সকল সময় কিছু না কিছু দোষত্রুটি করেই থাকেন।

– স্নেইপ একটা শয়তান! তা না হলে 'ডার্ক উইজার্ড ক্যাচারস' (যারা কাল জাদু করে তাদের ধরা)... ওরা অফিসে কেন ঢুকে তল্লাশি করবেন? তাহলে...? রন বলল।

হারমিওন রনের কথার কান না দিয়ে বলল– মি. ক্রাউচ যেন ভান করছেন তিনি অসুস্থ? কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় বিষয়টা, তাই না? ইয়ুল বল নাচে আসতে পারলেন না অথচ যখন তার নিজের প্রয়োজন গভীর রাতে বের হয়েছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার!

রন বলল– তুমি ক্রাউচকে কেন পছন্দ করো না আমি জানি... কারণ সে-ই এলফ উইঙ্কীর কারণে...।

ওরা দু' জনে প্রতিরোধের পরীক্ষার জন্য কুশন ছোড়াছুড়ি করতে লাগল।

* * *

সিরিয়স হ্যারিকে জানিয়েছিলেন তাকে যেন হোগার্টে কি ঘটছে না ঘটছে তা জানায়। সেই রাতেই হ্যারি ব্রাউন আউল মারফত সিরিয়সকে ক্রাউচের দরজা ভেঙে স্নেইপের অফিসে ঢুকে কাগজপত্র সরানো, মুডি আর স্নেইপের কথাবার্তা সবই পরিষ্কার করে লিখে জানাল।

তারপরই সে জলের তলায় একঘণ্টা ডুবে থেকে প্রাণে বেঁচে থাকা যায় কেমন করে, সেই সমস্যা নিয়ে ভীষণভাবে ভাবতে লাগল। বেশি আর দেরি নেই চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আসতে। সেই দিনটির জন্য ওর এই সমস্যাটি প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তো হ্যারি বলতে গেলে দিন-রাত লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়া শুরু করল। যদি কোথায় এমন এক জাদুমন্ত্র পাওয়া যায় যার সাহায্যে মানুষ জলের মধ্যে 'অক্সিজেন' ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। হ্যারি– হারমিওন-রন সন্ধ্যা বেলা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বইতে মুখ গুঁজে রইল। হ্যারি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছ থেকে লাইব্রেরীর রেস্ট্রিকেটেড সেকশনে যাবার অনুমতি পেয়েছে। লাইব্রেরিয়ান মাদাম পিনস-এর কাছ থেকে অনেক রকম সাহায্য পেয়েও হ্যারি বই ঘেঁটে ঘেঁটে কিছু পেল না, যাতে ও একঘণ্টা জলের তলায় থাকতে পারে।

নানা রকম গুজব হ্যারিকে প্রচুর দুর্বল করে দিতে লাগল। ক্লাসের পড়াশুনাতে মন বসে না, আবার আগের মতো হোমওয়ার্ক জমা হতে থাকে। ক্লাসরুম থেকে লেকের দিকে তাকালে বুক দুরু দুরু করতে থাকে। লৌহ-ধূসর ঠাণ্ডা বরফের মতো জল দেখে মনে হয় বহুদূরের চাঁদের মতো যেন দূরে রয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা যেন জাদুমন্ত্রে অতি দ্রুত গতিতে ঘুরছে, এক ঘণ্টা যেন এক মিনিট! কে জানে সেই চব্বিশ তারিখ এত তাড়াতাড়ি আসছে কেন? আর মাত্র পাঁচটা দিন সময় হাতে। এর মধ্যে ওকে বেঁচে থাকার 'মন্ত্র' জানতেই হবে।

আর মাত্র এক সপ্তাহ!

আর মাত্র তিনদিন!

দু'দিন হাতে থাকতে হ্যারি টেনশনে অস্থির, তার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। সোমবার ব্রেকফাস্টে, ওর সুখকর সময় এলো, ফিরে এল ব্রাউন প্যাঁচা সিরিয়সের চিঠি নিয়ে। ও উদগ্রীব হয়ে প্যাঁচার পা থেকে গোল করে পাকান পার্চমেন্ট খুলে নিল। দেখল এক লাইন মাত্র লিখেছেন। সবচেয়ে ছোট চিঠি।

প্যাঁচা মারফত ও যেন অবশ্যই জানায়, কবে হগসমেডে সাপ্তাহিক ছুটি।

এত ছোট চিঠি! নিশ্চয়ই পার্চমেন্টের পেছনে আরও কিছু লিখেছেন! কিন্তু না... পেছনের দিকটাও শূন্য!

– পরবর্তী সাপ্তাহিক ছুটি! হারমিওন বলল। ও সিরিয়সের লেখা এক লাইন চিঠিটি হ্যারির পেছন থেকে পড়ে ফেলেছে। ও বলল– শোন আমার পালকটা নাও আর উত্তর দিয়ে প্যাঁচাটাকে সোজা ফেরৎ পাঠাও।

হ্যারি সিরিয়সের চিঠির পৃষ্ঠার পেছনেই 'দিনটি' লিখে বাদামি প্যাঁচার পায়ে

বেঁধে ওকে উড়িয়ে দিল। কিন্তু ও ভুলে গেল, সেদিনের রাতের ঘটনা- মুডি ও স্নেইপের কথা লিখতে। ডিমের ক্লু ওর মাথায় এমন জট পাকিয়েছে যে এ মুহূর্তে অন্য কিছু আর ভাবতে পারছে না।

রন বলল– হগসমেডে সম্বন্ধে কেন জানতে চান বুঝতে পারলাম না।

হ্যারি বলল– কেমন করে বলবো।... প্যাঁচাকে দেখে মনের মধ্যে যে খুশির জোয়ার- এসেছিল তা মিটে গেল। – চল, কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিচারসে যাওয়া যাক।

আজও ইউনিকর্নের লেশন মন দিয়ে ওরা করতে লাগল। ফিরে আসার পর হ্যাগ্রিড ভালই পড়াচ্ছে। প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাংক থেকে সে মন্দ নয়, হয়তো তা প্রমাণ করার জন্য।

আজ ও ইউনিকর্নের শাবক ধরতে পেরেছে। তারা বড় ইউনিকর্নের মতো নয়, সোনার মতো রং। পার্বতী আর ল্যাভেন্ডর, বাচ্চা দুটোকে দেখে বেজায় খুশি... তারা শুধু নয় প্যানসি পারকিনসন অনেক কষ্টে ওর খুশির ভাব চেপে রাখে।

হ্যাগ্রিড ক্লাস নেবার সময় বললেন– ওদের বড় অবস্থায় ধরা সহজ। বছর দুই বয়স হলে ওদের রং রূপালি হয়ে যায়। চার বছর বয়স হলে বাচ্চা দেয়, সাত বছর বয়সে সাদা ধবধবে হয়ে যায়। ওদের গায়ে গলায় হাত দিতে ভয় পেও না। তোমরা ওদের চিনি দলা করে খেতেও দিতে পার।

ছাত্র-ছাত্রীরা যখন বাচ্চা ইউনিকর্ন দেখতে ব্যস্ত, হ্যারিকে তখন ঝিমিয়ে বসে থাকতে দেখে হ্যাগ্রিড বললেন– হ্যারি তোমার শরীর ভাল আছে তো?

হ্যারি বলল– হ্যাঁ।

– ভয় পেয়েছ?

– খুব সামান্য, হ্যারি বলল।

হ্যাগ্রিড তার বিরাট মোটা হাতটা হ্যারির কাঁধে রাখতেই হাতের ভারে ও একটু যেন দেবে গেল। বললেন– তুমি যখন হর্নটেলদের সঙ্গে লড়াই করছিলে... মিথ্যে বলছি না, সত্যি একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমি জানি তুমি সব ঠিকঠাক করতে পারবে। তাই একটুও চিন্তিত নই। তুমি পরীক্ষায় ঠিক উতরে আসবে। ও হ্যাঁ ডিম সম্বন্ধে কাজকর্ম শেষ হয়েছে?

হ্যারি মাথা নাড়ল। তাহলেও বলতে পারলো না পুরো একটি ঘণ্টা জলের তলায় থাকলে অবস্থাটা কি হবে। বাঁচবে, না মরবে? ও হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকাল...।

– ভয় পেও না। হ্যারি। তুমি ঠিক পারবে, হ্যাগ্রিড ওকে সাহস দিয়ে বললেন। আবার হ্যারির কাঁধে আদরের চাপড় দিলেন।

– সাহস হারাবে না হ্যারি, তুমি কখনও বিফল হবে না হ্যারি।

হ্যাগ্রিডের থাবায় ও যেন আরও ইঞ্চি দুই কর্দমাক্ত মাটিতে যেন দেবে গেল। আবার বললেন– আমি জানি... আমি অনুভব করছি তুমি জিতবে, হেরে যাবে না।... তুমি জিতবেই হ্যারি।

হ্যারি চাইল না, হ্যাগ্রিডের মন দমে যায়, মুখের হাসি মিলিয়ে যায় ওর 'আসল' কথা শুনে। যে সে এখনো জানে না জলের তলায় কিভাবে বাঁচতে হয়। বাচ্চা ইউনিকর্নদের দেখে দারুণ মজা পেয়েছে, সেটা দেখাবার জন্য মুখে হাসি টেনে এনে ও অন্য ছেলেমেয়েদের দলে মিশে গেল।

* * *

দ্বিতীয় টাস্কের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, হ্যারির মনে হতে লাগল ও যেন রাত্রের দুঃস্বপ্নের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। ও ভাবল কোন অলৌকিকভাবে যদি একটা নির্ভরযোগ্য জাদুমন্ত্র (স্পেল) পেয়ে যায় তাহলে সেটা ভালভাবে রপ্ত করতে সারারাত লেগে যাবে। কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হল? কেন ও সোনার ডিম পেয়েও আগে থেকে কাজ করেনি? কেন ও ক্লাসে কাজের কথা না ভেবে অন্য কথা ভাব কোনো শিক্ষক একবারও যদি বলতেন, জলের তলায় কেমন করে নিশ্বাস নেওয়া যায় তাহলে কি এমন হত? কিন্তু কেউ এক কণা আভাস দেননি।

সূর্যাস্তের পর ওরা তিন বন্ধু লাইব্রেরিতে গেল। ম্যাজিক মন্ত্রের যত বই আছে তার পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল... যদি কিছু পেয়ে যায় কোনও বইয়ের পাতায় ওয়াটার শব্দটা চোখে পড়লে ওর বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ভাবে নিশ্চয়ই কিছু পেয়ে যাবে।... লেখা আছে 'দু পাঁইট জল, আধ পাউন্ড টুকরো টুকরো ম্যানড্রেট (আলুর মতো) পাতা আর একটি গোলাপ...'।

রন একটা বই দেখতে দেখতে বলল,– বৃথা পরিশ্রম! মনে হয় কিছু মিলবে না।... পুকুর বা দিঘি শুকিয়ে ফেলার কিছুই নেই... ড্রটটচার্ম (শুকনো করার জাদুমন্ত্র) সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি।... সম্পূর্ণ একটা হ্রদ (লেক) শুকিয়ে দেওয়া দূরের ব্যাপার।

হারমিওন বলল– আছে আছে... নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। কথাটা বলে মোমবাতিটা দূর থেকে কাছে টেনে আনল।... ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা 'পুরনো এবং ভুলে যাওয়া ডাকিনীবিদ্যা এবং জাদুমন্ত্র' বইটাতে ও প্রায় মুখ গুঁজে বলল– মনে হয় এমন কোনো টাস্ক নেই যা করা যাবে না।

– না-ও পারা যেতে পারে, রন বলল।

হারমিওন বলল,– রন তোমার উল্টোপাল্টা কথা বলা থামাবে? সব জিনিসই সুষ্ঠুভাবে করার একটা পদ্ধতি আছে। একটা না একটা কিছু থাকতে বাধ্য!

হ্যারির মুখ দেখে মনে হয় লাইব্রেরিতে কোনও কিছু না পেয়ে খুবই ক্ষুব্ধ! সবটাই মনে করে ব্যক্তিগত অপমান ছাড়া কিছুই নয়। আজ পর্যন্ত কোনও কাজে ও অকৃতকার্জ হয়নি।

হ্যারি বলল– আমি জানি আমার কি করা উচিত ছিল। ও 'কৌশুলিদের জন্য কৌশল' বইটা দেখতে থাকে। তারপর মুখ তুলে বলল– সিরিয়সের মতো 'অ্যানিমেগাস' শেখা উচিত ছিল।

রন বলল– যখন ইচ্ছে তখন নিজে গোল্ড ফিশ হয়ে যেতে পার না।

হ্যারি বলল– তাহলে ব্যাঙ!... হ্যারি খুবই ক্লান্ত!

– বুঝলে অ্যানিমেগাস, শিখতে অনেক সময় লাগে। তারপর শেখার পর তোমার রেজিস্টার করা, আরও অনেক কিছু আছে। হারমিওন বলল। যাকগে শুরু করা যাক 'জাদুকরী ধাঁধাঁ এবং সমাধান' হারমিওন পড়তে লাগল, তালিকা বানান... যাকগে মনে রেখ... তোমাকে অবশ্যই তোমার নাম লিখিয়ে নিতে হবে জাদুর অনুচিত প্রয়োগ অফিসে... জানাতে হবে কি জন্তু হবে, আর তোমার লক্ষ্য, তাহলে তুমি আইন ভঙ্গ করতে পারবে।

হ্যারি পরিশ্রান্ত গলায় বলল– হারমিওন আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমি খুব ভাল করেই জানি আগামীকাল সকালে ব্যাঙের রূপ নিতে পারবো না।

হারমিওন 'উইজার্ডিং ডায়লেমা' শব্দ করে বন্ধ করল, বলল– বাজে কোনও কাজের বই নয়... কারা তাদের নাকের চুল বাড়িয়ে রিং করতে চায়?

ফ্রেড উইসলি দূর থেকে বলল,– আমার কোনও অসুবিধে নেই।

হ্যারি, রন, হারমিওন দেখল ফ্রেড আর জর্জ!

রন বলল– তোমরা লাইব্রেরিতে কেন এসেছ হে!

– কেন আবার তোমাদের খুঁজতে। শোন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হারমিওনকে ডেকেছেন।

– কেন? হারমিওন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল। ফ্রেড বলল– বলতে পারি না। ওনাকে দেখে দারুণ ক্রুদ্ধ মনে হয়েছে।

জর্জ বলল,– তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন। এর বেশি কিছু জানিনে।

রন হারমিওন, হ্যারির দিকে তাকাল। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। তবে কী ম্যাকগোনাগল জানতে পেরেছেন যে কাজটা হ্যারির একা করার কথা, তা দুই বন্ধুর সাহায্যে দিন রাত করে চলেছে!

হারমিওন রনের সাথে ম্যাকগোনাগলের ঘরে যেতে যেতে হ্যারিকে বলল– ফিরে এসে কমনরুমে আবার দেখা হবে। ওদেরও মুখ দেখে মনে হয় খুবই চিন্তিত।... শোন যতগুলো পার বই নিয়ে যেও।

হ্যারি চিন্তিত মুখে বলল– আচ্ছা।

রাত আটটার সময় মাদাম পিনসে লাইব্রেরিতে এসে সব বাতি নিভিয়ে দিলেন। তারপর হ্যারিকে একরকম ঘর থেকে চলে যাবার জন্য তাড়া করলেন। হ্যারি যতগুলো বই নিতে পারে, কোন রকমে বগলদাবা করে গ্রিফিন্ডর কমনরুমে এল। বইগুলো টেবিলে রেখে ঘরের একটা কোন বেছে নিয়ে একটার পর একটা মোটামোটা বইয়ের পাতা উল্টোতে লাগল। ম্যাডক্যাপ ম্যাজিক ফর ওয়েকি ওয়ার লকস এ কিছু নাই, এ গাইড টু মিডিয়েভ্যাল সরসরিতেও না।... সাত-আটটি বই ভাল করে পড়ে একটাতেও কোনও নির্দেশ পেলো না।

কোথা থেকে ক্রুক শ্যাংকস এসে ওর কোলে আরাম করে বসে পড়ল।... প্রায় সব বই শেষ হয়ে গেলেও বন ও হারমিওনের পাত্তা নেই।

হ্যারি নিজের মনে বলল, থাক পাওয়া গেল না। চোখ বুঁজে বসে থাকতে থাকতে, ওর বিরোধী পক্ষের সকলের হাসাহাসি, বিদ্রূপ কানে আসতে লাগল। দু' কানে আঙ্গুল দিয়েও কানে আসতে লাগল ঠাট্টা, তামাশা, হাসাহাসি। তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই 'পটার স্টিংকস'। ফ্রেউর ডেলকৌর বলছে... ও তো বাচ্চা ছেলে।

হ্যারি তারপর ভীষণ রেগে লাফ দিয়ে উঠল। বেড়ালটা ওর কোল থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভীষণ রেগে হ্যারির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

হ্যারি ততক্ষণে প্যাঁচান সিঁড়িতে পা দিয়েছে। ডরমেটরিতে গিয়ে অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা পরে আবার ওকে লাইব্রেরিতে যেতে হবে।... সারারাত ওখানে বসে বই ঘাঁটতে হবে।

লুমস। প্রায় পনের মিনিট পরে লাইব্রেরি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে বলল : লুমস, দরজাটা খুলে গেল। ঘরে আলো নেই। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা টর্চের মতো জ্বালিয়ে যেসব বই ওর দরকার র‍্যাক থেকে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল।... সম্মোহন আর জাদুমন্ত্র, মের পিপল আর জল দৈতে, বিখ্যাত জাদুকর-জাদুকরীদের প্রসঙ্গ, জাদু আবিষ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বহু পুরনো বই... তাছাড়া জলের তলায় বেঁচে থাকার উপায়'... বই ও গোগ্রাসে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে সময় দেখার জন্য ঘড়ি দেখতে লাগল।

পড়তে পড়তে নিদারুণ আশঙ্কা আর ক্লান্তিতে ওর দু' চোখ বন্ধ হয়ে এল। বহু চেষ্টাতেও ও দু' চোখ খুলতে পারলো না। মনে হল ও প্রিফেক্টের বাথরুমও আবার গেছে, সেখানে বাথটবের কিনারায় বসে জলাশয়ের ধারে বিরাট একটা পাথরের চাঁই–এর ওপর বসে রয়েছে জলকন্যা। ও জলে পড়ে গিয়ে (জলটা বুদ বুদ করছে) একটা ছিপির মতো হাবুডুবু খেতে লাগল। জলকন্যা ওর ফায়ার বোল্টটা (ঝাড়ু) হাতে নিয়ে উঁচু করে বলল– এস এস এটা নেবে না! কথাটা বলে

ও খনখনিয়ে হেসে উঠল– এস লাফ দিয়ে তোমার ফায়ার বোল্টটা নিয়ে যাও পটার।

– আমি পারবো না, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। দিয়ে যাও দিয়ে যাও বলছি... । জলের তলায় তলিয়ে না যায় তার জন্য হাত তুলল।

কিন্তু মৎস্যকুমারী হ্যারিকে ওর ফায়ারবোল্ট ঝাড়ুর মুখ দিয়ে গুঁতো দিল, আবার সেই রকমভাবে হাসতে লাগল।

– ওটা সরিয়ে নাও, আমার পেটে ব্যথা লাগছে... উঃ! লাগছে।

– হ্যারিপটার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন, স্যার!

– আঃ লাগছে, হাত সরাও... খোঁচা দিও না। হ্যারি বলল।

– ডব্বিকে হ্যারি পটারকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য খোঁচা দিয়েছিল। ডব্বি বলল।

হ্যারি চোখ খুলল। কোথায়- বাথরুম? ও তো তখনও লাইব্রেরিতে বসে আছে। ওর গা- থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোক খুলে গেছে ঘুমিয়ে পড়ার সময়। একটা গাল 'হোয়ার দেয়ার ইজ অ্যান্ড ওয়ান্ড, দেয়ার ইজ অ্যাওয়ে' বইটার পাতায় চেপে আছে। ও চটপট সোজা হয়ে বসল। চশমাটা ঠিক করে পরে নিল,... চশমার কাঁচ দুটো ভোরের সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল।

– হ্যারি পটারের তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন। ডব্বি অনুরোধের সুরে বলল।

– হ্যারি পটারের তাড়াতাড়ি যেতে হবে; ডব্বি বলল– সেকেন্ড টাস্ক দশ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে– আর হ্যারি পটার...।

– দশ মিনিট? হ্যারি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।– দশ মিনিট... মাত্র দশ মিনিট?

হ্যারি হাত ঘড়িতে সময় দেখল। ডব্বি ঠিক বলেছে। এখন বেজেছে, ন'টা বেজে কুড়ি মিনিট। মনে হল বিরাট একটা ভারি কিছু ওর বুকে এসে পড়েছে... সেখান থেকে পেটে।

– তাড়াতাড়ি হ্যারি পটার; হ্যারির জামার হাত ধরে টেনে বলল। – আপনাকে যেতে হবে... বাকি সব চ্যাম্পিয়নরা লেকে এসে গেছে।

হ্যারি হতাশ হয়ে বলল,– অনেক দেরি হয়ে গেছে ডব্বি, আমি টাস্কে অংশ নেব না... আমি জানি না কেন...।

– হ্যারি পটারকে টাস্কে যেতেই হবে! এলফ আবার বলল– ডব্বি জানে হ্যারি পটার ঠিক বইটা পায়নি... তাই ডব্বি সেটা বের করে রেখেছে!

– কী বললে? হ্যারি বলল,– কিন্তু তুমি তো জান না সেকেন্ড টাস্ক কী?

– ডব্বি সব জানে স্যার... হ্যারি পটারকে লেকের জলের ভেতরে গিয়ে ওর হুইজি (Wheezy) খুঁজতে হবে।

– কী খুঁজতে হবে?

– সেরপিপলদের কাছ থেকে তার 'হুইজি' ফেরত নিয়ে আসতে হবে।

– হুইজি সেটা আবার কী?

ডব্বি ওর মেরুন রংয়ের রনের দেওয়া সোয়েটারে টান দিল।

– কি বললে?... ওরা রনকে আটকে রেখেছে জলের তলায়?

– না গেলে হ্যারি পটার কেমন করে... এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করবে...।

হ্যারি মুখস্তের মতো বলল– আশা নেই। ভয়ে ভয়ে এলফের মুখের দিকে তাকাল।... অনেক অনেক দেরি হয়ে গেছে... ও ফিরে আসবে না। ডব্বি তুমি বল এখন আমায় কি করতে হবে?

এলফ সবুজ রংয়ের হড়হড়ে গোলাকার জিনিস পকেট থেকে বের করে অনেকটা ধূসর-সবুজ ইঁদুরের ল্যাজের মতো লতপতে। – এখনই আপনাকে লেকে যেতেই হবে। স্যার– 'জিল্লি উইড' খেতে হবে।

হ্যারি, ডব্বির 'জিল্লি-উইডের' দিকে তাকিয়ে বলল,– ওটা নিয়ে কী করতে হবে?

– এটা ডুব দেবার আগে খেতে হবে। হ্যারি পটারকে জলের তলায় নিশ্বাস নিতে সাহায্য করবে স্যার!

– ডব্বি, হ্যারি একটু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,– শোনো... তুমি সব জেনে বলছ তো?

হ্যারির মনে পড়ে গেল... ভুলতে পারে না ওর ডান হাতের হাড় জখম হবার পর ডব্বির সাহায্য।

ডব্বি নিশ্চিত হয়ে বলছে, স্যার! এলফ আন্তরিকতার সঙ্গে বলল– ডব্বির সকলের সব কথা কানে আসে, স্যার। ও একজন হোগার্টের ভৃত্য... ওকে ক্যাসেলের সব কাজ করতে হয়... বাতি জ্বালান, ঘর পরিষ্কার করা, আগুন জ্বালান... ডব্বি স্টাফরুমে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ও প্রফেসর মুডির আলাপ শুনেছে... ওরা পরের টাস্কের কথা বলছিলেন... ডব্বি কখনও তার হ্যারি পটারকে তার 'হুইজিকে' হারাতে দিতে পারে না!

হ্যারি, ডব্বির কথা শুনে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হবার আলখেল্লা খুলে ফেলে, ব্যাগের মধ্যে রেখে, 'জিল্লিউইডটা'-ডব্বির হাত থেকে একদম ছিনিয়ে নিয়ে লাইব্রেরি থেকে ছুটল লেকের দিকে।

ডব্বি বলল– ডব্বিকে এখন কিচেনে যেতে হবে, স্যার!... ডব্বি হ্যারি পটারের খেলা দেখতে পারবে না, স্যার।... গুডলাক!

– তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে ডব্বি! হ্যারি করিডর দিয়ে যেতে যেতে বলল... ও এখনও সময় আছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা ব্রেকফাস্ট সেরে গ্রেটহল থেকে তাড়াহুড়ো করে লেকের দিকে

চলেছে। হ্যারি তাদের একরকম ধাক্কা দিয়ে লেকের দিকে ছুটল। হ্যারিকে দেখে দর্শকরা হৈচৈ করে উঠল। হ্যারি দেখল বিচারকরা লেকের অপর পারে গ্যালারিতে বসেছেন। তাদের প্রতিবিম্ব লেকের জলে পড়েছে। লেকের জল স্থির নয়, বুদ বুদ করছে। ও দেখল সেডরিক, ফ্লেউর আর ক্রাম বিচারকদের পাশে বসে রয়েছে। ওরা দেখতে পেল হ্যারি হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে আসছে।

– আমি এসে গেছি, হ্যারি ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। জল-কাদা এমনভাবে ছিটতে লাগল যে ফ্লেউরের রোবস-এ লেগে গেল।

একজন বেশ গম্ভীর গলায় বললেন– তুমি কোথায় ছিলে?... টাস্ক শুরু হবার তো সময় হয়ে গেছে!

হ্যারি বিচারকদের দিকে তাকাল। ক্রাউচ নেই... তার জায়গায় বসে রয়েছে পার্সি। ক্রাউচ তা হলে আসতে পারেননি।

লাডো বেগম্যান বললেন,– আর দেরি নয় পার্সি।

হ্যারি দেখল পার্সি উইসলি ওকে দেখে স্বস্তি পেয়েছে।.. ও বলল,– ওকে একটু নিশ্বাস নিতে দিন!

ডাম্বলডোর, হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কিন্তু কারকারফ আর মাদাম ম্যাক্সিমের মুখ দেখে মনে হয়, তারা একটুও খুশি নয় হ্যারিকে দেখে। ওরা হয়ত ভেবেছিলেন হ্যারি ভয় পেয়ে আসবে না।

হ্যারি দু'হাঁটুতে হাত রেখে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে। কিন্তু সময় নেই বিশ্রামের। লাডো বেগম্যান চারজনকে লেকের ধারে নিয়ে গিয়ে দশ ফিট অন্তর অন্তর দাঁড় করালেন। হ্যারি দাঁড়াল লাইনে সবার শেষে। ওর পাশে ক্রাম। ও পরেছে সাঁতারের পোশাক ও হাতে জাদুদণ্ড।

বেগম্যান ফিস ফিস করে বললেন,– তোমাদের সব ঠিক আছে তো?... আশাকরি কি করতে হবে। তোমরা ভাল করে বুঝতে পেরেছ?

হ্যারি ওর পাঁজরগুলো মালিশ করতে করতে বলল– হ্যাঁ।

বেগম্যান ঘুরে বিচারকদের চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর দণ্ডটা কণ্ঠনালীতে চেপে (ওয়ার্ল্ডকাপে যেমন করেছিলেন) বললেন 'মনোরম!' তার কণ্ঠস্বর লেকের গভীর কালো জলের ওপর দিয়ে ঢেউ ঢেউ খেলে ওধারের দর্শকদের স্ট্যান্ডে গিয়ে পৌঁছল।

– বন্ধুরা আমাদের চ্যাম্পিয়নরা দ্বিতীয় টাস্ক শুরু করার জন্য প্রস্তুত। আমার বাঁশির নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের কাছ থেকে যা নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা ওদের আবার ফিরে পেতে একঘণ্টা লাগবে। এক... দুই– তিন!

ঠাণ্ডা বাতাস...! সবকিছু যেন বরফ করে দিচ্ছে সেই বাতাস। সকলেই হি হি হি করে কেঁপে কেঁপে উঠছে... বেগম্যান হুইসেল ঠোঁটে লাগিয়ে তীব্রভাবে

বাজালেন। হুইসেলের তীক্ষ্ণশব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

চ্যাম্পিয়ন কারা, তারা কি করছে বা ভাবছে সেদিকে হুঁস নেই। হ্যারি ওর জুতো- মোজা খুলে ডাব্বির দেওয়া 'জিল্লিউইড' পকেট থেকে বের করে তার থেকে খানিকটা নিয়ে মুখের ভেতর চালান করল। তারপর লেকের জলে নেমে একটু করে ডুব দেবার জন্য এগোতে লাগল।

জল এত ঠাণ্ডা মনে হল ওর পায়ের চামড়া আগুনে ঝলসানোর মতো ঝলসে গেল। জলের তলায় ছোট ছোট পাথরের নুড়িগুলো পায়ের চাপে সরে যেতে লাগল। যত জোরে পারে জিল্লি উইড চিবিয়ে গিলে যেতে লাগল। তলতলে, রবারের মতো... অনেকটা অক্টোপাসের নরম শরীরের মতো। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে হ্যারি থামল। বাকি অংশটা গিলে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল কোনও রকম প্রতিক্রিয়ার জন্য।

ওর কানে আসতে লাগল ওর বিরোধী পক্ষের ছাত্র-ছাত্রী আর দর্শকদের বিচিত্র হাসি-বিদ্রূপ! কোনও রকম জাদুশক্তি না দেখিয়ে কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে থাকাতে তো সকলেই বোকা ভাববে, হাসবে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ- করবে। শরীরের যে অংশটা জলের বাইরে হিম-শীতল বাতাস যেন বরফ করে দিতে লাগল। মাথার চুলগুলো ঠাণ্ডা বাতাসে খাড়া খাড়া হয়ে গেল। কানে আসতে লাগল স্লিদারিয়নদের টিটকারি আর হাসি।

তারপর হঠাৎ মনে হল একটা অদৃশ্য বালিশ ওর মুখ আর নাক চেপে ধরল। নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল; কিন্তু পারলো না। মাথার ভেতরে কিছু যেন লাফালাফি করতে লাগল। বুকের ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা, গলার দু'পাশে তীব্র ব্যথা। ও দু'হাতে কণ্ঠলালী চেপে ধরতে মনে হল দু'কানের তলায় দুটো বড় বড় মাংসের টুকরো বরফশীতল হাওয়াতে দুলছে। হ্যারির মাথার ভেতর কিলবিল বন্ধ হয়েছে। আর কোনও কিছু না ভেবে কারও দিকে না তাকিয়ে ও জলে ডুব দিল। লেকের ঠাণ্ডা জলের প্রথম ঢোঁকটা পেটে যেতেই ওর মনে হল প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তারপর আরও দু-তিন ঢোঁক জল খাবার পর মনে হল কানের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে অক্সিজেন কুলু কুলু করে যেতে শুরু করেছে। ও দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে লাগল। হাত দুটো জলের ভেতর সবুজ আর আবছা কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেছে।... ও এঁকে-বেঁকে ওর নিজের পা দুটোর দিকে তাকাল... দেখল পাতা দুটোও মাকড়সার জালের মতো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। দেখে মনে হল মাছের ডানার মতো...।

জল এমন আর বরফের মতো ঠান্ডা মনে হচ্ছে না... বরং কুসুম কুসুম গড়ম অনায়াসে সাঁতরে যাবার মতো হালকা। ওর পায়ের পাতা দুটো লতপত করছে।

সমস্ত দেহটা হালকা হয়ে গেছে অবাধগতিতে জলের ভেতর ঘোরা ফেরার জন্য। সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, পিটপিট করে আর তাকাতে হচ্ছে না। তাহলেও সাঁতরাতে সাঁতরাতে লেকের তলদেশ তখনও যায়নি। ও আরও তলায় ডুবুরির মতো ডুব দিল। প্রায় জলের তলায় পৌঁছে গেল, অদ্ভুত এক শান্ত, সুন্দর পরিবেশ। প্রায় অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন পটভূমি। এত ঘন কুয়াশা যে দশ ফিটের দূরের কিছু দেখা যায় না। সেই অঞ্চলে হ্যারি বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। জীবনে এত আনন্দ ও পায়নি। কত রকমের ছোট ছোট সবুজ রংয়ের লতা-পাতা, চিরহরীৎ গাছ-গাছালি... চারপাশে ছড়িয়ে আছে মণি মাণিক্যের মতো পাথরের নুড়ি। ও প্রকৃতির অপূর্বতার মধ্যে নিজেকে সঁপে আনন্দে বিভোর হয়ে মাছের মতো সাঁতরাতে লাগল।

ওর পাশ দিয়ে ছোট ছোট রূপালী মাছগুলো শাণিত ফলার মতো ওকে হালকা ধাক্কা দিয়ে সরে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে চোখে পড়ল বিরাট আকারের কাল রংয়ের কিছু ভেসে যাচ্ছে। কাছে আসতে দেখল সেগুলো বিরাট বিরাট গাছের খন্ড। তাদের গায়ে লেপ্টে রয়েছে সবুজ শ্যাওলা আর গুল্ম।... কিন্তু চ্যাম্পিয়নদের তো ও দেখতে পাচ্ছে না... মের পিপলস, রন কোথায় গেল? চারদিকে চোখে পড়ছে সবুজ তাজা ঘাস বেশ বড় বড়... বিস্মৃত সবুজ মাঠ। হ্যারি প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ পেছনে থেকে কে যেন ওর গোড়ালিতে টান দিল। পেছন ফিরে দেখল একটা গ্রিন্ডিলো (ক্ষুদ্র শিং-ওয়ালা জল দৈত্য)। ও গোড়ালিটা চেপে ধরে রইল। ওর সূঁচলো দাঁতগুলো শাণিত ছুরির মতো বেরিয়ে রয়েছে। হ্যারি গ্রিন্ডিলোকে সম্মোহিত করার জন্য মাকড়সার মতো সরু সরু আঙ্গুলগুলো পকেটে ঢোকাল জাদুদণ্ডের জন্যে। তারই মধ্যে আরও তিন-চারটে গ্রিন্ডিলো ঝোপেড় আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ধরে টানাটানি করতে লাগল। 'রিনাশিও' হ্যারি দণ্ডটা হাতে নিয়ে ওদের দিয়ে তাকিয়ে গর্জে উঠল। কিন্তু গর্জনই সার... শব্দের বদলে মুখ থেকে বুদবুদ বেরিয়ে এল। জাদুদণ্ডের মুখ থেকে ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। ওদের সর্বাঙ্গ গরম জল লেগে লাল লাল ছোপে ভর্তি হয়ে গেল।... হ্যারি ওর পা- টেনে নিয়ে আবার সাঁতরাতে লাগল। কোথা থেকে আরও ডজনখানেক গ্রিন্ডিলো এসে ওকে তাড়া করল। আঁকড়ে ধরতে গেলে হ্যারি ওদের লাথি মেরে হটাতে লাগল।... শেষ পর্যন্ত ওরা পরাস্ত হয়ে ওদের গাছ-পালার আস্তানায় পালিয়ে গেল। হ্যারি সাঁতারের গতি কমিয়ে দণ্ডটা পকেটে রেখে দিল। তারপর আবার চারদিকে তাকাল। নানা রকম বিচিত্র শব্দ কানে আসতে লাগল। কোনটাই অশ্রুতিমধুর নয়।

মাঝে মাঝে সেই শব্দ বিলুপ্ত হতে লাগল।... হঠাৎ সাঁতরাতে সাঁতরাতে ওর

মনে হল ও জলের আরও যেন অনেক গভীরে এসে পড়েছে।

– কেমন লাগছে হ্যারি পটার?

হ্যারির ঝাপসা ঝাপসাভাবে চোখে পড়ল কাঁদুনে মারটল (Myrtle) সামনে ভেসে যাচ্ছে। কাছে আসার সময় ওর মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে দুটো চোখ ড্যাব ড্যাব করে হ্যারিকে দেখছে।

– মারটল! হ্যারি জোরে জোরে ওর নামটা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখদিয়ে একটি শব্দও বের হল না। শুধু বড় দেখে দু' একটা বুদবুদের সৃষ্টি করল। কাঁদুনে মারটল হাসল।

– তুমি ওধারটায় যেতে চাও? কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে যাবো না, আমি ওদের একটুও পছন্দ করি না; কাছে গেলেই ওরা আমাকে তাড়া করে।

হ্যারি ওর হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা তুলে কাঁদুনে মারটলকে ধন্যবাদ জানাল। আবার এধার-ওধার সাঁতরাতে লাগল। খুব সাবধানে, বিশেষ করে ঝোপঝাড় এড়িয়ে... কে জানে কোথায় গ্রিন্ডিলোরা লুকিয়ে আছে!

কম করে হ্যারি কুড়ি মিনিট একনাগাড়ে সাঁতরে বেড়াল। যেখানে ও পৌঁছেছে, সেখানটায় কর্দমাক্ত জল। চাঁই চাঁই কাল কাদা। তার ওপর এদিকে যাবার সময় জল আরও ঘন আর ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে হ্যারির কানে আসতে লাগল টুকরো টুকরোভাবে ভূতুড়ে সুরের গান :

'ঘণ্টা খানেক ওগো তোমায় দেখতে হবে,
তোমার আমরা যা নিয়েছি সবই তুমি পেয়ে যাবে...'

আরও আরও জোরে হ্যারি সাঁতরায়, তারপর দেখতে পেল গভীর থকথকে কাদার মধ্যে বিরাট এক পাহাড় সদৃশ কাল পাথর। পাথরের গায়ে খুব সম্ভব মারপিপলদের অঙ্কিত ছবি; তাদের হাতে বর্শা,– তাড়া করছে বিরাট একটা সামুদ্রিক মাছকে। সেই গান শুনতে শুনতে পাহাড়ের মতো বিরাট পাথর ছাড়িয়ে ও অন্যধারে চলে গেল

'আধা সময় গেছে তোমার, আর করো না দেরি
মরে পঁচতে না চাও যদি তো খোঁজ কর তাড়াতাড়ি...'

হঠাৎ সেই পাহাড়ের আনন্দ থেকে কারা যেন ওর দিক লক্ষ্য করে অবিশ্রান্ত ভাবে নানা আকারের পাথর ছুঁড়তে থাকে। এলোপাতাড়ি। হ্যারি সামান্য দূর থেকে যারা ছুঁড়ছে তাদের মুখ দেখতে পেল। প্রিফেটদের বাথরুমে সে মৎস্যকন্যা দেখেছিল তার মতো কারও মুখ নয়।

ওদের গায়ের রং ধুসর, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বন্য মানুষের মতো লম্বা লম্বা চুল। চুলের রং গাঢ় সবুজ, চোখ হলুদ বর্ণের দাঁতগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা। গলায় রংয়ের ছোট ছোট গোল পাথরের নুড়ির মালা। হ্যারির দিকে ওরা তেরছা চোখে তাকিয়ে রইল। কেউ কেউ পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ওকে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। ওদের মাছের মতো শক্তিশালী বিরাট ল্যাজ মাঝে মাঝে জলে ঝাপট দিলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হতে লাগল।... ওদের প্রত্যেকেরই হাতে ফলক দেওয়া বল্লম।

হ্যারি প্রাণপণ শক্তিতে ওদের কাছ থেকে সরে আসার জন্য সাঁতার কাটতে লাগল। আরও অনেক ছোট ছোট পাথরের তৈরি বসতবাড়ি এধার-ওধারে দেখতে পেল। কোনও কোনও বসতবাড়ির সামনে পেছনে ফুলের বাগান। একটা বাড়ির সামনে পোষা একটা গ্রিন্ডিলো দেখতে পেল। মারপিপলরা তাদের বাড়ির চারদিক থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। সকলেই হ্যারির দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকায়। মাকড়সার মতো হাতের আঙ্গুল দিয়ে কেউ কেউ ওকে দেখায়। হ্যারি একটা কোনে আত্মগোপন করে রইল। তখন অদ্ভুত একদৃশ্য ওর চোখে পড়ল।

হ্যারি দেখল কাঁচারাস্তার ধারে শ্রেণীবদ্ধ গ্রামের বাড়ির মতো বাড়ি থেকে পিল পিল করে মারপিপলরা বেরিয়ে এসে ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। ঠিক তাদের মাঝখানে বিরাট আকারের একটা মূর্তি। মূর্তিটার কোনও ছিরিছাঁদ নেই পাথর কেটে বানান। মূর্তিটা মারপিপলের। ওরা সকলে মূর্তিটাকে কেন্দ্র করে গান গাইছে। সেই মূর্তির পায়ের কাছে চারজনকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মারেরা তাদের গানের সাথে সাথে চ্যাম্পিয়নদের ডাকছে।

চারজনের মধ্যে মাঝখানে রন আর ওর দু'পাশে হারমিওন আর চো চ্যাংগ। আরও একটি অল্প বয়সী মেয়ে, বছর আটেক বয়স হবে তার। মাথা ভর্তি রূপালী চুল। হ্যারির বুঝতে অসুবিধে হলো না- মেয়েটি ফ্লেউর ডেলাকৌরের বোন। ওদের দেখে মনে হল ওরা জেগে নেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওদের মাথাগুলো দুলছে। মুখের ভেতর থেকে স্রোতের মতো জলের- বুদবুদ বেরিয়ে আসছে।

হ্যারি ভয়ে ভয়ে, মনে দারুণ আশঙ্কা নিয়ে হোস্টেজদের (মারপিপলদের কাছে বন্দীরূপে আটকে রাখা) ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য এগোতেই, বিস্মিত হলো দেখে যে কেউ ওকে বল্লম তুলে আক্রমণ করলো না। যেমন ভাবে ভাসছিল তেমন ভাবে ভাসতে লাগল। শেকড়-বাকড় দিয়ে বানান দড়িটা বেশ মোটা... পাকাপোক্ত। ওর মনে পড়ে গেল ক্রিস্টমাসে সিরিয়সের উপহার দেওয়া একটা ছুরি। সেটা তো ও ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে এসেছে। এখন আর ফিরে গিয়ে চকচকে ছুরিটা আনার কোনও উপায় নেই। তাহ'হলে উপায়?

ও চারদিকে তাকাল। অনেক মারেরা হতে বর্শা-বল্লম নিয়ে ওদের চারজনকে ঘিরে রেখেছে। প্রায় সাত ফুট লম্বা-লম্বা সবুজ দাড়ি শার্কের মতো বড় দাঁতওয়ালা

একজন মারপিপলদের কাছে সাঁতরে গিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে তার হাতের বল্লমটা ওকে দেবার জন্য অনুরোধ করল।

মারপিপল শুধু হেসে বলল– আমরা কাউকে সাহায্য করি না। ওর গলার স্বর রুক্ষ আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

হ্যারি মারমুখী হয়ে বলল– এগিয়ে এস! কথার বদলে ওর মুখ থেকে শুধু বুদ বুদ বেরিয়ে এল। তারপর হাত থেকে বল্লমটা ছিনিয়ে নিতে গেলে ও ঝাঁকি মেরে পেছনে হটে গেল।

লেকের তলদেশে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ইতস্তত: পড়ে রয়েছে। হ্যারি ড্রাইভ দিয়ে সেখানে গিয়ে নুড়ির ভেতর থেকে খাঁজকাটা একটা নুড়ি বেছে নিয়ে মূর্তির সামনে দাঁড়াল। যে দড়িটা দিয়ে রনকে ওরা বেঁধে রেখেছে সেটা কাটার জন্য নুড়ির দিয়ে কোপাতে লাগল। বেশকিছুটা সময় লাগলেও খোদাতে খোদাতে মোটা দড়িটা কেটে গেল। রন মুক্ত হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। তবে জলের তলায় তলিয়ে না গিয়ে কয়েক ইঞ্চি ওপরে। তখনও ও অচেতন।

হ্যারি আবার চারদিকে তাকাল। একজনও চ্যাম্পিয়নের কোনও হদিশ নেই। ওরা তাহলে এখন কী করছে? এত দেরী করছে কেন? ও হারমিওনের দিকে তাকিয়ে সেই খাঁজকাটা পাথরের টুকরোটা দিয়ে রনের মতই হারমিওনের বন্ধনটা কাটতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ কয়েকটা শক্ত সমর্থ হাত ওর হাত চেপে ধরল। প্রায় আধডজন মারপিপল ওকে হারমিওনের কাছ থেকে টেনে নিয়ে গেল। ঠিক আগের মতই ওরা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল।

একজন বলল,– তুমি শুধু তোমার হোস্টেজকে (রন) নিয়ে যেতে পার। বাকিদের ছেড়ে দাও।

– না, যাবো না, হ্যারি মুখ থেকে কথার বদলে বুদবুদ বেরিয়ে এল।

– তোমার 'টাস্ক' শুধু তোমার বন্ধুকে উদ্ধার করা, অন্যদের কথা ভাবতে হবে না।

হ্যারি হারমিওনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তীব্রস্বরে বলল– সেও আমার বন্ধু। কথার বদলে দু' ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একরাশ রূপালী বুদ বুদ বেরিয়ে এল– আমি চাই না ওদের মৃত্যু!

চো'র মাথাটা হারমিওনের কাঁধে রাখাছিল। ছোট ছোট রূপলী চুলওয়ালা মেয়েটার মুখটা ভূতুড়ে সবুজ আর বিবর্ণ। হ্যারি মার পিপলদের সঙ্গে লড়াই করে অগ্রসর হতে চাইলো, কিন্তু ওরা ওকে ধরে রেখে আরও অট্টহাসিতে হাসতে লাগল। আর সব চ্যাম্পিয়নরা কোথায় লুকিয়ে আছে? ওর কি রনকে জলের ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে ফিরে এসে হারমিওনকে নিয়ে যাবার বা আর বাকিদের নিয়ে

যাবার কি সময় হবে? সময় দেখার জন্য ও হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর হ্যারি দেখল মার পিপলরা ওর মাথার ওপরে আঙ্গুল তুলে উত্তেজিতভাবে কিছু দেখাচ্ছে। হ্যারি ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল সেডরিক ওদের দিকে সাঁতরে সাঁতরে আসছে। ওর মাথার ওপরে, চারধারে গাদা গাদা বুদ বুদ... ওর শরীরটা অদ্ভুত চওড়া আর মাত্রাছাড়া লম্বা দেখাচ্ছে।

– হারিয়ে গেছলাম! অসম্ভব আতঙ্কপীড়িত ওর মুখের ভাব। ফ্লেউর আর ক্রাম আসছে। সেডরিক বলল।

হ্যারির মন থেকে সব দুঃশ্চিন্তা দূর হলো। ও দেখল সেডরিক পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে চো'কে মুক্ত করল। তারপর ওকে তুলে নিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

হ্যারি, ক্রাম আর ফ্লেউরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ওরা এখনও আসছে না কেন? এদিকে তো সময় চলে যাচ্ছে। গানে তো বলেই দিয়েছে একঘণ্টার বেশি হলে হোস্টেজেদের হারাতে হবে!

হঠাৎ মারপিপলরা দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। যারা হ্যারিকে ধরে রেখেছিল তাদের হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল। ভয়ভীতি মুখে পেছনে তাকিয়ে রইল। হ্যারি পেছনে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট দৈত্যের মতো একটা কিছু জল কেটে কেটে তাদের দিকে আসছে। ওর দেহটা মানুষের মতো হলেও ওর নাক নেই, লম্বা শুঁড়... মাথাটা হাঙরের মতো...। সন্দেহ নেই ও ক্রাম। নিজের রূপ বদলেছে (ট্রাম্‌স– ফিগারেসন করে)... তবে খুবই ভয়াবহ।

'হাঙর-মানুষ' সোজা হারমিওনের কাছে গিয়ে, ওকে বেঁধে রাখা দড়িটা কটমট শব্দ করে কাটতে শুরু করল। অসুবিধে ওর দাঁতের পাটি নিয়ে। ঠিকমত লাগেনি, তাই তাড়াতাড়ি কাটতে পারছে না। ক্রামের দড়িকাটা দেখে হ্যারি শঙ্কিত হলো। সামান্য অসাবধান হলে হয়ত হারমিওন দু'টুকরো হয়ে যাবে। হ্যারি তাই হারমিওনকে বাঁচাতে ওর ক্রামের পিঠে খুব জোরে মেরে ওর হাতের ধারাল পাথরটা ক্রামের দিকে এগিয়ে দিল। ক্রাম পাথরটা নিয়ে দড়ি কেটে কেটে হারমিওনকে মুক্ত করল। দড়ি কাটতে ওর এক সেকেন্ডও সময় লাগলো না।

হারমিওনকে ধরে একবারও পেছনে না- তাকিয়ে জলের উপরিভাগে উঠতে লাগল।

কিন্তু... হ্যারি চিন্তায় পড়ল। ফ্লেউরকে ফেলে যায় কেমন করে? হাতে সময় নেই। দারুণ উত্তেজনায় ও ছটফট করতে লাগল ফ্লেউরের দেখা নেই কেন?

ক্রাম হারমিওনের দড়ি কাটার পর পাথরটা ফেলে দিয়েছিল। হ্যারি ডুব দিয়ে পাথরটা তুলে আনল। কিন্তু হ্যারিকে ওরা রন আর ছোট মেয়েটির কাছে যেতে না

দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা বার করে বলল– পথ ছাড় বলছি।

মুখ থেকে শুধু বুদ বুদ বেরোল... কথা নয়। তাহলেও ও মারপিপলদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সম্ভবত ওরা হ্যারিকে বলল বুঝতে পেরেছে... কারণ ওরা হাসি বন্ধ করেছিল। ওদের হলুদ বর্নের চোখ হ্যারির জাদুদণ্ডের দিকে পড়তেই... ভয় পেয়ে গেল।

– আমি তিন গুনব! কিন্তু মুখ দিয়ে কথার বদলে বুদ বুদ বেরোল। তাই হ্যারি হাতের তিনটে আঙ্গুল তুলে দেখাল যাতে ওরা বুঝতে পারে কি বলল।... 'এক' (একটা আঙ্গুল ও নামাল)... 'দুই' (দ্বিতীয়টা নামাল)

ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হ্যারি এক মুহূর্তে সময় নষ্ট না করে মূর্তির পেছন থেকে এক হাতে ছোট মেয়েটার কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে অচৈতন্য রনের রোবটা চেপে ধরল।

অনেক কসরৎ করে হ্যারি রন আর ছোট মেয়েটাকে নিয়ে জলের ওপর ভাগে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল। ওপরে দ্রুত ওঠার জন্য হাত ও পা'র ফ্লীলার ব্যবহার করতেপারছে না, কারণ দু'জনকে দু'হাতে তুলতে হচ্ছে। পা'ও আটকে যাচ্ছে ওদের শরীরে। ওর মনে হল দুটো আলুর বস্তা দু' হাতে নিয়ে ওপরে উঠছে। লেকের জল গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না... ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। মার পিপলরা ওকে ঘিরে রয়েছে বুঝতে পারলো। ওরাও ওর সঙ্গে ওপরে উঠছে দল বেঁধে। মনে হল... ওরা কী সময় শেষ হলে আবার টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে? গানের কলির মতো 'পচে মরে' পড়ে থাকবে? ওরা কী সম্ভবত মানুষ খায়?

রন আর মেয়েটিকে নিয়ে জলের উপর ভাগে উঠতে হ্যারির খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার ওর গলা ব্যথা করতে লাগল। ঘন ঘন মুখের ভেতর জল ঢুকতে লাগল তাহলেও ভাবনা হল অন্ধকার ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে। ওপরে মুখ তুলে সামান্য দিনের আলো দেখতে পেল। জল ভেদ করে আলো আসছে।

হ্যারির শরীর, একটু একটু করে যেন অসাড় হয়ে আসছে... পায়ে ফ্লিপার নেই। মস্তিষ্কে জল ঢুকেছে, অক্সিজেন কম, নিশ্বাস নিতে পারছে না। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। আরও একটু উঠতেই... মাথা তুলে দেখল জলের ওপরে ভেসে উঠেছে। চতুর্দিক থেকে ওর ভেজা মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁটার মতো বিঁধছে, তাহলেও আর কষ্ট নেই- প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পাচ্ছে। ও হাঁফাতে হাঁফাতে রন আর ছোট মেয়েটাকে তুলে ধরল।

দর্শকরা ওদের দেখে আনন্দে, উত্তেজনায় চিৎকার, করতালি, হর্ষধ্বনিতে যেন ফেটে পড়ল। ওরা হয়ত ভেবেছিল তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই-ভয় আতঙ্ক ভুল প্রমাণ করল। রন আর মেয়েটি তাদের বন্ধ চোখ খুলল। মেয়েটির

চোখে-মুখে তখনও ভয় আর সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে নিজেই যেন বুঝতে পারছে না। কিন্তু রন মুখ থেকে একরাশ জল বের করে উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল– আমি এত ভিজে গেছি কেন?... প্রশ্নের পর চোখ পড়ল ফ্লেউরের ছোট বোনের দিকে– তুমি একে এখানে এনেছ কেন?

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল– ফ্লেউর আসতে পারেনি, তাই আমি ওকে ফেলে আসতে পারিনি?

রন বলল,– ধ্যাৎ কি বকবক করছ। তুমি সেই গানটা মন দিয়ে শোননি, শুনেছ? ডাম্বলডোর থাকতে আমরা সবাই জলে ডুবে মরব, পচে যাব? না, না, না, আমাদের একজনকেও জলে ডুবে তিনি মরতে দেবেন না। – কিন্তু সেই গান?

– তোমরা সময় সীমার মধ্যে ফিরে আসতে পারছ কি না সেটাই আসল বিষয়, রন বলল– আশা করি জলের তলায় তুমি নায়ক হতে গিয়ে সময় নষ্ট কর নি।

হ্যারির একই সঙ্গে নিজেকে শুধু মূর্খ নয়, বিরক্তির কারণ মনে হল। ভাবল রন ঘুমিয়েছিল, ভালই ছিল। ওকে তো সেই সব ভয়ঙ্কর জিনিস জলের তলায় দেখতে হয়নি।

হ্যারি বলল– চল, আমরা জল থেকে উঠে পড়ি। আমাদের দু'জনকেই তুমি সাহায্য কর। ছোট মেয়েটা মনে হয় ভাল সাঁতার জানে না।

সকলে মিলে ফ্লেউরের বোনকে লেকের তীরে তুলল। সেখানে বিচারকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রায় কুড়িটি মারপিপল বিচারকদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমনভাবে যেন 'গার্ড অব অনার' দিচ্ছে।... গানও গাইছে সেই বিরক্তিকর সুরে।

হ্যারি দূর থেকে দেখল মাদাম পমফ্রে হারমিওন, ক্রাম, সেডরিক আর চো'র সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছেন। ওরা কখন উঠেছে ও জানে না। ওদের গায়ে মোটা কম্বল চাপানো। ডাম্বলডোর আর বেগম্যান তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওদের জন্যে। পার্সি আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে দৌড়ে আসছে। আরও দেখল মাদাম ম্যাক্সিম ফ্লেউরকে যেন ধরে রাখতে পারছেন না। ফ্লেউর আবার লেকের জলে নামার জন্য পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে।

– গ্যাবরিয়েলে! গ্যাবরিয়েলে! ও কী বেঁচে আছে...? কোনও আঘাত লাগেনি তো?

হ্যারি শুধু বলতে পারলো 'ও ঠিক আছে'– বেশি কিছু বলতে পারলো না। দারুণ ক্লান্তি... দম ফুরিয়ে গেছে... কথা বলার শক্তি নেই। চ্যাঁচাক ফ্লেউর, প্রাণ ভরে চ্যাঁচাক।

পার্সি রনকে ধরে ধরে নিয়ে চলল বেগম্যান আর ডাম্বলডোর, হ্যারিকে সোজা দাঁড় করালেন। ফ্লেউর ওর ছোট বোনকে আদর করতে লাগল। মাদাম ম্যাক্সিম

সেখান থেকে চলে গেলেন।

মাদাম পমফ্রে হ্যারিকে গ্রিন্ডিলো... বা অন্যসব বিষয় বলতে মানা করলো, কারণ কারকরফ সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারির কথা শুনছিলো। পমফ্রে হারমিওনদের মতো হ্যারিকে মোটা কম্বলে মুড়ে রাখলেন। এত আঁট করে জড়িয়ে রাখলেন যেন স্ট্রেট জ্যাকেট পরে আছে (পাগলদের আয়ত্তে আনার জন্য শক্ত আঁট-সাঁট জামা পরান হয়)... আর জোর করে গরম 'পোসান' গিলিয়ে দিয়েছে। হারমিওন চিৎকার করে বলল– হ্যারি... হ্যারি তুমি দারুণ করেছ... তুমি একা সব কিছু করেছ।

– হ্যাঁ। হ্যারি ডব্বি সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কারকারফকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চুপ করে গেল। দেখল কারকারফ শুধু ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। কারকারফ শুধু একমাত্র বিচারক, যিনি সিট ছেড়ে উঠেননি শুধু নয়, ওদের ফিরে আসাতে তার মুখে খুশির আভাস দেখা যায়নি। বা হ্যারি, রন আর ফ্লেউরের বোন নিরাপদে ফেরাতেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেননি।

তারপর ওরা শুনতে পেল লাডো বেগম্যানের গুরুগম্ভীর জাদুভরা কণ্ঠ। ছাত্র-ছাত্রীরা, দর্শকরা সকলেই শান্ত হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন

– উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা সবদিক বিচার করে সঠিক নির্ণয়ে পৌঁছেছি। লেকের জলের তলায় যা যা সত্যই ঘটেছে তা আমাদের মারচিফ টেইনেস মারকাস বলেছেন, এবং তার ভিত্তিতে আমরা প্রতিটি চ্যাম্পিয়নকে পঞ্চাশ নম্বরের ভিত্তিতে নম্বর প্রদানে উপনীত হয়েছি...

– মিস ফ্লেউর ডেলাকৌর যদিও সে সূচারুরূপে বাবলে-হেড-চার্ম প্রদর্শন করেছে, কিন্তু তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময় গ্রিন্ডিলোরা আক্রমণ করেছিল, এবং সে হোস্টেজেদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে তাকে পঞ্চাশের মধ্যে পঁচিশ পয়েন্ট আমরা প্রদান করছি।

দর্শকরা হর্ষধ্বনি দিল।

– আমার তাহলে শূন্য পাওয়া প্রাপ্য, ডেলাকৌর শুষ্ক কণ্ঠে বলল।

– মি. সেডরিক ডিগরি, সেও বাবলে-হেড-চার্ম ব্যবহার করেছিল। প্রদও সময়সীমা এক ঘণ্টা পার হয়ে এক মিনিট দেরিতে ফিরলেও ও প্রথম ওর হোস্টেজকে নিয়ে ফিরেছে। হাফলপাফের দর্শকরা সেডরিককে প্রচণ্ডভাবে বাহবা দিতে থাকে। হ্যারি লক্ষ্য করল চো সেডরিকের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে আমরা ওকে সাতচল্লিশ পয়েন্ট দিচ্ছি।

হ্যারি দমে গেল। সেডরিক সময়সীমার বাইরে গেছে এক মিনিট মাত্র তাহলে ও?

– মি. ভিক্টর ক্রাম... অসম্পূর্ণ ট্রান্সফিগারেসন করেছে... মোটামুটি সেটা কার্যকরী হয়নি। ও হোস্টেজকে নিয়ে মি. ডিগরির পর পৌঁছেছে। আমরা ওকে

চল্লিশ পয়েন্ট দিচ্ছি।

হাততালি দিতে দিতে গর্বিত হয়ে তাকালেন কারকারফ ক্রামের দিকে।

মি. হ্যারি পটার খুব দক্ষতার সঙ্গে 'জিল্লিউইড' ব্যবহার করেছে, বেগম্যান বলে চললেন। অবশ্য ও সবার শেষে ফিরে এসেছে... এক ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর। যাইহোক মার-চিফটেনেস জানিয়েছেন মি. পটার সর্বপ্রথম হোস্টেজদের কাছে পৌঁছেছিল, দেরি করার প্রধান কারণ তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা– তার নিজস্ব হোস্টেজ ছাড়াও যারা রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে নিয়ে ফেরা। এটা ওর সাহসি মানসিকতা... তার মূল্য আছে।

রন ও হারমিওন হ্যারির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

– বেশিরভাগ বিচারক– এবং আমি, (কারকারফের দিকে শুষ্কভাবে তাকালো) মনে করি তার ওই কর্তব্যপরায়ণতা... খুবই দৃষ্টান্তস্বরূপ... ফুলমার্ক পাওয়ার যোগ্য... যাইহোক মি. পটারকে দেওয়া হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট। হ্যারি অবশ্যই হতাশ হল। প্রথম স্থান অধিকার করতে পারলো না। রন-হারমিওন সামান্য আশ্চর্য হল... হ্যারির দিকে তাকিয়ে অন্যদের সঙ্গে হাততালি দিতে লাগল।

রন চিৎকার করে বলল,– দুঃখ করবে না হ্যারি... তুমি অসামান্য সাহস দেখিয়েছ।

ফ্লেউর খুব শব্দ করে হাততালি দিলেও, ক্রামকে দেখে মনে হয় খুব খুশি হয়নি। ক্রাম হারমিওনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে দেখল ও হ্যারিকে চিয়ার্স জানাতে ব্যস্ত।

– আগামী চব্বিশ জুন সূর্যাস্তের পর তৃতীয় ও ফাইনাল টাস্ক হবে।, বেগম্যান বললেন।– চ্যাম্পিয়নদের বিষয়বস্তু জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের সকলকে চ্যাম্পিয়নদের সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় টাস্ক সুষ্ঠুভাবে শেষ হতেই মাদাম পমফ্রে চ্যাম্পিয়ন ও হোস্টেজদের আপন আপন ক্যাসেলে গিয়ে ভিজে পোশাক পরিবর্তন করার আদেশ দিলেন। হ্যারি খুশি। এখন আর কোনও আশঙ্কা ও দুঃশ্চিন্তা নেই... অন্তত চব্বিশ জুন পর্যন্ত।

ও ক্যাসেলে যেতে যেতে ঠিক করল আবার যখন হগসমেডসে যাবে তখন ডব্বির জন্য এক জোড়া মোজা কিনবে, যাতে ও সারা বছর সেটা পরতে পারে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্যাডফুট রিটার্নস

'দ্বিতীয় টাস্কের' পরে প্রধান আলোচনা বিষয় হয়ে উঠল জলের তলায় চার চ্যাম্পিয়ন ও হোস্টেজেদের নানা চমকপ্রদ ঘটনা। হ্যারি বলে, আর রন পাশে বসে বসে ঘটনার ভিন্ন বর্ণনা করে। রন বলে, তার কাল্পনিক বাহাদুরির কথা। হ্যারি লক্ষ্য করল রন কখনই একই ঘটনার একই বিবরণ দেয় না। প্রথমে, যা প্রকৃত ঘটনা তাই বলেছিল, হারমিওনের বিবরণের সঙ্গে একই রকম। সে যাকগে প্রকৃত ঘটনা হলো: ডাম্বলডোর প্রত্যেক হোস্টেজকে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অফিসে এনে জাদুমন্ত্রে ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিয়ে ছিলেন। বলে ছিলেন, তোমরা নিরাপদে ফিরে আসবে, জলের তলা থেকে ফেরার পর তোমাদের ঘুম ভাঙবে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে রন, কিডন্যাপিং ও তার সঙ্গে ওর একার রোমাঞ্চকর লড়াই ইত্যাদির গল্প ফেঁদে বসল। একা ওর পঞ্চাশ জন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মারপিপলদের সঙ্গে লড়াই... শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয়। এইসব আত্মপ্রশংসা।

এমনি ভাবেই দিন-মাস গড়াতে গড়াতে মার্চ মাস এসে গেল। শীত নেই... গরম হাওয়া লেগে ওদের হাত-পা-মুখ শুকিয়ে যেতে লাগল। মাঠে গেলেই গ্রীষ্মের দাপট। চিঠিপত্র ও ঠিকমতো যায় না, আসে না। প্যাঁচারা অন্য কাজে ব্যস্ত। হ্যারি সিরিয়সকে বাদামী প্যাঁচা মারফত হগসমেডের তারিখ জানিয়েছিল তার জবাব শুক্রবার প্রাত:রাশের সময় এসেছে। প্যাঁচার অবস্থা কাহিল, ওর এক ডানা শক্ত হয়ে আছে! হ্যারি তাড়াতাড়ি সিরিয়সের জবাব খুলে পড়ার আগেই প্যাঁচা উড়ে পালাল। ওর ভয় আবার না ওকে বাইরে পাঠায় হ্যারি!

আগের চিঠির মতই এবারের চিঠিও ছোট

শনিবার বিকেলে দুটোর সময় হগসমেডের (ডারভিস অ্যান্ড বেনগেস-এর পরে) রাস্তার শেষে প্রাচীরের কাছে থাকবে, সঙ্গে যতটা পারবে খাবার-দাবার নেবে।

রন চিঠিটা পড়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল– এর আগে কখনও তিনি হগসমেডে ফিরে আসেন নি?

হারমিওন বলল– আমার তো তাই মনে হয়, তাই না?

– আমার তো বিশ্বাস হয় না, হ্যারি চাপা উত্তেজনায় বলল।– যদি ধরা পড়ে যান...।

রন বলল– আমি শঙ্কিত। ডেমেন্টরসদের চোখ এড়িয়ে চলা কঠিন। এই না যে এখানে ডেমেন্টরসরা নেই।

হ্যারি সিরিয়সের চিঠিটা পাঠ করতে করতে ভাবল– সত্যি কী ও সিরিয়সের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডবল ডোজ পোসান খেয়ে হ্যারি উত্তেজনা কমিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে ডানজিয়নস্ যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

স্নেইপের ক্লাসরুমের সামনে ম্যালফয়, ক্রেব আর গোয়েল... প্যানসি পারকিনসনের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। আরও কিছু স্লিদারিয়নের ছাত্রীও। সকলেই ঝুঁকে পড়ে একটা কাগজ পড়ছে। প্যানসির হাতে– 'উইচ উইকলী'। কাগজের প্রথম পাতায় একটি কোঁকড়া কোঁকড়া চুলওয়ালা জাদুকরীর ছবি। মেয়েটি দাঁত বের করে হাসছে আর হাতের দণ্ড দিয়ে একটা বড় স্পনজ কেক দেখাচ্ছে।

– গ্রেঞ্জার ছবিটা ভাল করে দেখবে? তোমার ভাললাগার খোরাক থাকতে পারে, প্যানসি খুব জোরে জোরে হারমিওনকে বলল। হারমিওন ছবিটা দেখে হকচকিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় স্নেইপের ক্লাসরুমের দরজা খুলে গেলে স্নেইপ ওদের সকলকে ঘরের মধ্যে আসতে বললেন।

বরাবর হ্যারি, রন আর হারমিওন স্নেইপের ক্লাসে একবারে শেষে বসে। স্নেইপ ওদের দিকে পেছন ফিরে পোসানের উপকরণ ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় হারমিওন প্যানসির দেওয়া 'উইচ উইকলী'টা ডেস্কের তলায় রেখে পাতা ওল্টাতে লাগল। সেন্টার পেজে পেয়ে গেল হারমিওন যেটা খুঁজছিল। হ্যারি ও রন খবরটা পড়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল। খবরের উপরে হ্যারি পটারের একটা রঙীন ছবি ও তলায় 'হ্যারি পটারের গোপন ব্যথা' শিরোনামে লেখা

রিটা স্কীটার লিখেছেন, একটি বালক একটু অন্যরকম– ছেলে মানুষ হলেও সম্ভবত সে আকস্মিক বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক তাড়নার ভুগছে। বাবা-মার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাদের ভালবাসায় বঞ্চিত চৌদ্দ বছরের হ্যারি পটার ভেবেছিল ওর হোগার্টের বান্ধবীর কাছ থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। বান্ধবী

মাগল পরিবারে জন্ম হারমিওন গ্রেঞ্জার। ওর কোনো ধারণা ছিল না যে আবার একটি তীব্র মানসিক আঘাত পাবে। পূর্বের ব্যক্তিগত মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে আরও একটি সংযোজনা।

মিস গ্রেঞ্জার একটি সাধারণ মেয়ে হলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে। মনে হয় ও বিখ্যাত বিখ্যাত জাদুকরদের সংঘর্ষে আসতে চায়... যা হ্যারি পটার সে পর্যায়ে পড়ে না। বুলগেরিয়া সীকার ভিক্টর ক্রামের (গত আন্তর্জাতিক কিডিচ কাপের হিরো) হোগার্টে আসার পর থেকেই মিস গ্রেঞ্জার সঙ্গে তার অনুরাগ চলেছে। ক্রাম কোনও রকম ঢাক ঢাক গুড় গুড় না- করে গায়ে পড়া মিস গ্রেঞ্জারকে গরমের ছুটিতে বুলগেরিয়ায় যাবার নেমন্তন্ন করেছে এবং বলেছে এর আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে ওর তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

মনে হয় মিস গ্রেঞ্জারের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ওই দু'টি ছেলেকে প্রভাবিত করেছে।

চতুর্থ বর্ষের সুন্দরী ছাত্রী প্যানসি পারকিনসনের ভাষায় মেয়েটি মোটেই সুশ্রী নয় অতি চালাক মেয়ে। লাভ পোসান খাইয়ে ছেলেদের ছলনা করছে।

'লাভ পোসান' হোগার্টে বানান ও খাওয়া নিষিদ্ধ। আশাকরি আমার এই লেখার সত্য-মিথ্যা প্রফেসর ডাম্বলডোর তদন্ত করে দেখবেন। ইতোমধ্যে হ্যারি পটারের সুভাকাঙ্ক্ষীরা অবশ্যই চাইবে ভবিষ্যতে ও যেন ওর হৃদয়-মন এক যোগ্য মেয়েকে দান করে।

– আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, রন হারমিওনকে প্রতিবেদনটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল– বলেছিলাম না রিটা স্কীটারকে ক্ষেপিও না! তোমাকে ও একটি স্কারলেট ওম্যান (খারাপ মেয়ে... স্বভাব চরিত্র যাদের ঠিক নেই) বানিয়েছে!

হারমিওন হেসে ফেলল। মুখের মধ্যে কোনও আক্রোশ বা আশ্চর্য হবার ভাব অন্তর্হিত।

– 'স্কারলেট ওম্যান'? ও কথাটা বলল, হাসি চেপে রনের মুখের দিকে তাকাল।

– ওই রকম চরিত্রের মেয়েদের... মা বলেন। রন খুব আস্তে আস্তে বলল, পাছে কেউ না শোনে। ওর কান দুটো রাগে রক্ত বর্ণ!

হারমিওন কাগজটা পাশের একটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, হাসতে হাসতে বলল,– এ' ছাড়া রিটা আর কি করতে পারে, এমনি করে নিজেকে খেলো করছে। পুরনো জঞ্জাল ছাড়া কিছু নয়।

ও স্লিদারিনদের দিকে তাকাল, দেখল ওরা সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে, প্রতিবেদনটা পড়ে হারমিওনের মানসিক বিপর্যয় হয়েছে কিনা সমানে দেখে

চলেছে। ও প্রতিবেদনটা পড়ে গায়ে মাখেনি এমন একটা মনোভাব ওদের জানাবার জন্য 'তাচ্ছিল্যভরা হাসিতে' মুখটা ছাপিয়ে দিল। তারপর ওরা তিনজনে 'উইট শার্পেনিং' নির্যাস বানাবার প্রয়োজনীয় উপকরণের প্যাকেট খুলতে লাগল।

মিনিট দশ পরে হারমিওন মণ্ডগুলো গুবড়ে পোকাভর্তি একটা পাত্রে রেখে বলল– আচ্ছা এত কথা রিটা স্কীটার জানলো কেমন করে বলত?

– কেমন করে? রন এক মুহূর্ত দেরি না করে বলল– তুমি 'লাভ পোসানস মেশাওনি?... সত্যি করে বল?'

হারমিওন গুবড়ে পোকাগুলো পেটাতে পেটাতে ভুরু কুঁচকে বলল,– রন বোকার মতো কথা বলবে না বলে দিচ্ছি... না, ও কেমন করে জানলো ভিক্টর আমাকে গরমের ছুটিতে বুলগেরিয়া যাবার ইনভাইট করেছে?

কথাটা বলার সময় হারমিওনের মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই রনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

– কি বললে? রন সশব্দে ওর উপরকণ দিয়ে বানান পিন্ডগুলো রেখে দিল।

– লেকের জল থেকে তোলার সময় আমাকে অর্ধ চেতন অবস্থায় মনে হয় ওই রকম একটা কথা বলেছিল। হারমিওন আস্তে আস্তে বলল,– ওর মুণ্ডুটা তো হাঙরের মুণ্ডু হয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর আমরা কম্বলমুড়ি দিয়ে মাদাম পমফ্রের নির্দেশে শুয়েছিলাম, তারপর বিচারকদের কাছে যাবার সময় আমাকে একবার ফিসফিস করে বলেছিল, যাতে কথাটা ওরা শুনতে না পান। ও বলেছিল, তোমার যদি অন্য কোনও কাজ না থাকে তাহলে গরমের ছুটিতে আমাদের...। আর কথাটা শুনে তুমি কি বললে? রন মন্ডগুলো একত্র করে ডেস্কের ওপর রেখে হাসতে হাসতে বলল। ডেস্কের ওপর মণ্ডটা প্রায় ছ' ইঞ্চি উঁচু করল যাতে হারমিওনকে কথা বলার সময় দেখতে পায়।

হ্যাঁ ক্রাম ওকে বলেছিল। ক্রামের আগে কেউ ওকে ওই ভাবে বলেনি। হারমিওনের মুখটা আরও লাল হয়ে গেল। হ্যারি হারমিওনের শরীরের উত্তেজনা বোধ হয় বুঝতে পারলো; কিন্তু সোজা কথাটা ভেবে পায় না রিটা স্কীটার জানলো কেমন করে? রিটার কাছে কি অদৃশ্য হবার আলখেল্লা আছে? হতেও পারে... ও সেটা গায়ে জড়িয়ে ওদের আশপাশে ছিচকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রন আবার বলল,– কথাটা শুনে তুমি কী বললে?

– আমি? আমি তখন তোমার আর হ্যারির চিন্তায় মগ্ন ছিলাম।

– মিস গ্রেঞ্জার তোমার ব্যক্তিগত কথা শুনতে কেউ চায় না। হারমিওনের কানের কাছে কে যেন মৃদু ধমকে বলল। আমি চাই ক্লাস চলাকালীন তুমি কথা বলবে না। গ্রিফিন্ডরের দশ পয়েন্ট কাটা গেল।

স্নেইপ ডেস্কের তলা থেকে কাগজটা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন।... তখন

ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী ওর দিকে তাকিয়ে। ম্যালফয় সুযোগ বুঝে স্নেইপের প্রায় অন্ধকার ক্লাসরুমে 'পটার স্টিংকস' স্টিকারটা তুলে হ্যারিকে দেখাল।

স্নেইপ বললেন,– ওহ্ ম্যাগাজিনও পড়ছ দেখি! উইচ উইকলি। আরও দশ পয়েন্ট গেল গ্রিফিন্ডরদের। স্নেইপের কাল চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল।

–পটার তাহলে তুমি খবরটা কেটে নিয়ে (প্রেস কাটিং) নিজের কাছে রেখে দাও। ঘরটা স্লিদারিয়নেদের হাসিতে গমগম করে উঠল। বিশ্রী মুখ করে স্নেইপ প্রতিবেদনটা উচ্চস্বরে পড়তে লাগলেন। হ্যারি রাগে ছটফট করতে লাগল।

– "হ্যারি পটারের... হৃদয়ের গোপন ব্যথা" ডিয়ার পটার ব্যথা তোমার কিসের? স্নেইপে প্রতিবেদনটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে পড়লেন, তার পড়াশুনে স্লিদারিয়নরা তুমুলভাবে হেসে উঠে। স্নেইপ পুরো দশ মিনিট সময় নষ্ট করলেন।

স্নেইপ কাগজটা দল পাকাতে পাকাতে বললেন, হ্যারি পটার ভবিষ্যতে যেন ওর হৃদয়-মন এক যোগ্য মেয়েকে দান করে...'। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন,– মনে হয় এবার থেকে তোমাদের আলাদা আলাদা আমার ক্লাসে বসা দরকার। তাহলে ভালবাসা-টালবাসার গল্প না করে পড়ায় মন দিতে পার। উইসলি তুমি যেমন আছ তেমন থাক, মিস গ্র্যাঞ্জার তুমি মিস পারকিনসনের পাশে, পটার ওই টেবিলটা আমার কাছে নিয়ে এস হ্যাঁ... হ্যাঁ... টেনে আন... তুমি এখানে বসবে। ক্ষুব্ধ হ্যারি পোসান তৈরি করার সব উপকরণ গামলার (কলড্রন) মধ্যে রেখে স্নেইপের সামনের শূন্য টেবিলটায় রাখল।

স্নেইপ শান্তভাবে বললেন, ওইসব প্রেমের খবর তোমার মাথাটা আরও বেশি ফুলিয়ে দিয়েছে পটার। ছাত্র-ছাত্রীরা সোরগোল থামালে স্নেইপ আবার ক্লাস শুরু করলেন।

হ্যারি খুব ভালকরেই জানে স্নেইপের ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলে, করতে পারলে খুশি হন। অতীতেও করেছেন, ও নম্বর কেটে নিয়েছেন।

হ্যারি আদা টুকরো টুকরো করে কলড্রনে রাখতে লাগল। কাটার সময় রাগে ওর হাত কাপতে থাকল। স্নেইপের কথা যাতে না শুনতে হয় তার জন্য মন দিয়ে ক্লাসওয়ার্ক করতে চেষ্টা করল।

স্নেইপের ক্লাসরুমের বন্ধ দরজায় কেউ নক করতে স্নেইপ বললেন, 'আসুন'। এখন তার গলার স্বর স্বাভাবিক। কারকারফ ঘরে ঢুকে ছাগল দাঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে লাগলেন। মুখ দেখে মনে হয় খুব রেগে রয়েছেন।

– আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। স্নেইপ কথাগুলো এমনভাবে বললেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শুনতে না পায়। স্নেইপের কাছাকাছি রয়েছে হ্যারি। কারকারফের কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে রইল।

ক্লাস শেষ হবার পর আপনার সঙ্গে কথা বলব মি. কারকারফ, স্নেইপ

বললেন। কিন্তু কারকারফ অপেক্ষা করতে চান না।

– আমি দেরি করতে চাই না। যা বলার এখনি বলা ভাল... হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলতে এসেছি... আপনি কিন্তু আমাকে এড়িয়ে চলছেন সিভেরাস।

– ক্লাস শেষ হবার পর... স্নেইপ বাধা দিলেন।

হ্যারি ওদের কথা শোনার জন্য ও একটা মেজারড্ কাপে অ্যারমাডিলো বাইল ঢালতে লাগল সন্তর্পণে। কারকারফকে দেখে মনে হল খুবই উদ্বিগ্ন। স্নেইপ খুব রেগে আছেন। কারকারফ ঘরের বাইরে না গিয়ে ক্লাসরুমে উত্তেজিত হয়ে পাঁয়চারি করতে লাগলেন। স্নেইপ যদি ক্লাস শেষে, ওর সঙ্গে কথা না বলে চলে যান, এই আশঙ্কায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

– কী এমন আর্জেন্ট কথা? হ্যারি স্নেইপকে বলতে শুনল।

হ্যারি আড়চোখে দেখল কারকারফ জামার বাঁ-হাত গুটিয়ে হাতে কিছু স্নেইপকে দেখালেন।– দেখেছেন? ভাল করে দেখুন।

– হাতটা সরান, স্নেইপ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন।

– কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই দেখলেন...।

– এ বিষয়ে, আমরা পরে কথা বলব, প্রফেসর। কথাটা বলে, স্নেইপ পটারের দিকে তাকিয়ে বললেন,– পটার তুমি কী করছ?

– প্রফেসর আমি আমার আরমাডিলো বাইল পরিষ্কার করছি। কথাটা বলে হ্যারি ছেঁড়া কাপড়টা স্নেইপকে দেখাল।

কারকারফ দুম দুম পদশব্দ করে স্নেইপের ঘর থেকে চলে গেলেন।

ক্লাস শেষ হবার পর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে হ্যারি রন ও হারমিওনকে ঘটনাটা জানাতে দৌড় দিল।

* * *

পরদিন দুপুরে ওরা ক্যাসেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। মেঘহীন ফট ফটে আকাশ। হালকা রোদ মাঠে এসে পড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আবহাওয়া ভাল। হগসমেডে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা রোবস খুলে ফেলে পিঠে ঝুলিয়ে নিল।

হ্যারির হাতে সিরিয়সের খাবারের ক্যারিয়র। অনেক ডিম সিদ্ধ, পাঁউরুটি, ফ্লাক্সভর্তি কদুর রস। সবই লাঞ্চ টেবিল থেকে তুলে এনেছে।

ডব্বিকে একটা উপহার দেবে বলে গ্লাডর‍্যাগস্ উইজার্ড ওয়্যার- তে ঢুকল। নানারকম সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ-মোজা ওখানে পাওয়া যায়।... তারপর ওরা হাইস্ট্রিটে গিয়ে ডারভিস অ্যান্ড ব্যানজেসের দিকে এগোল। রাস্তাটা গ্রামের মুখে শেষ হয়েছে।

হ্যারি আগে কখনও এ দিকটায় আসেনি। আঁকাবাকা সরু রাস্তাটা হগসমেড থেকে গ্রামের দিকে চলে গেছে। ছোট ছোট কিছু কটেজ কটেজের সামনের বাগানগুলো বেশ বড় বড়। ওরা একটা পাহাড়ের কোল ধরে হাঁটতে লাগল। অদূরে হগসমেড তারা ছায়া এসে পড়েছে পাহাড়ের কোলে। সরু রাস্তার শেষে একটা স্টাইল (রাস্তা থেকে গ্রামে ঢোকার পথ। দু'ধারে বেড়া... হাঁটার জন্য ছোট ছোট ধাপ) দেখতে পেল। স্টাইলের কাছে সিরিয়স আসতে লিখেছেন।

ওরা পরিচিত একটি কাল কুকুর দেখল। তার মুখে কয়েকটা খবরের কাগজ।

হ্যারি ওর কাছে গিয়ে বলল– হ্যালো সিরিয়স।

হ্যারি কাল লোমওয়ালা কুকুরটা (সিরিয়স) হ্যারির খাবারের ক্যারিয়রটা শুঁকতে লাগল। ল্যাজ নাড়তে লাগল। তারপর ওদের গ্রামের ভেতর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। হ্যারি-রন-হারমিওন ওর পিছু পিছু আকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে উঠতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা ওপরে উঠার পর ওরা একটা সর্পিল পাহাড়ি রাস্তার সামনে দাঁড়াল।

বেশ খানিকটা সর্পিল দূর্গম পথ হাঁটার পর সিরিয়সকে আর দেখতে পেলো না। যেখান থেকে সিরিয়স মিলিয়ে গেলেন, সেখানে ওরা পাহাড়ে ঢোকার একটা সরু ফাটল দেখতে পেল । ওরা সেই ফাটল দিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে ভেতরে ঢুকল। তারপরই দেখল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা গুহা, খুব অস্পষ্ট আলো জ্বলছে। সেই গুহার শেষে একটা বড় চাই পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছোট্ট ঘোড়া হিপপোগ্রিফ (বাকবিক)। অর্ধেক ধুসর রং- এর ঘোড়া, আধা-দানব ঈগল পাখি বাকবিকের কমলা রং-এর ভয়ার্ত চোখ ওদের দেখে মশালের মতো আলো জ্বলে উঠল। ওরা তিনজনেই ওকে দেখে মাথা নোয়াল। কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে উদ্ধত ভাবে তাকিয়ে বাকবিক (অর্ধ ঘোড়া-অর্ধ ঈগল) উটের মতো ওর সামনের হাঁটু দুটো মুড়লো... হারমিওনকে এগিয়ে এসে ওর লোমওয়ালা গলায় আদর করতে বাধা দিলো। হ্যারি কিন্তু তার 'গড ফাদার সিরিয়সকে' দেখতে পেল। সিরিয়সের গায়ে জীর্ণ ধূসর রং-এর কম্বলের রোবস (ছোট আলখেল্লা), আজকাবান থেকে পালিয়ে আসার সময় একই রকম রোবস পরে ছিলেন সিরিয়স। মাথার চুলগুলো আরও লম্বা হয়েছে। ক্যাসেলে আগুনের ভেতর থেকে মুখ বাড়ানোর সময় একই রকম অগোছাল আর ঝাকড়া ঝাঁকড়া। তবে বেশ শীর্ণ হয়ে গেছেন।

হাত থেকে পুরনো 'ডেইলি প্রফেট' ফেলে দিয়ে সিরিয়স কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'চিকেন'! চিকেন এনেছো?

হ্যারি খাবারের ক্যারিয়ারের ভেতর থেকে চিকেন লেগ আর রুটি বের করে দিল।

– ধন্যবাদ! সিরিয়স বললেন– এখানে কিছুই খেতে পাই না, কতদিন আর

ইদুঁর হয়ে হগসমেডে খাবার চুরি করে খাওয়া যায়! সিরিয়স গোগ্রাসে চিকেন আর রুটি খেতে লাগলেন।

হ্যারি বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বলল– এখানে আপনি কেমন করে থাকেন, কি করেন? খাওয়া-দাওয়ার কী খুব কষ্ট?

– গড ফাদারের কর্তব্য পালন করি, সিরিয়স বললেন। চিকেন লেগ কচর-মচর করে চিবুতে লাগলেন।– আমার সম্বন্ধে চিন্তা করবেনা। আমি অ্যানিমেগাস করে কুকুর হয়ে বেশ রয়েছি।

তখন সিরিয়স হাসিমুখে ছিলেন। কিন্তু একটু পরে হ্যারির চোখে মুখে উদ্বেগ-চিন্তা দেখে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার শেষ চিঠি অনুযায়ী আমি তোমাদের স্পটে থাকতে চেয়েছিলাম। যাকগে দিন দিন সব কিছু জটিল হয়ে উঠছে। কেউ কাগজ পড়ার পর ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেগুলো আমি চুরি করি, তুমি আমাকে দেখে বুঝতে পারবে না, একমাত্র আমি নই, অনেকেই যা ঘটছে, বা ঘটতে পারে তার জন্য খুবই চিন্তিত।

সিরিয়স গুহার মেঝেতে পড়ে থাকা একটা হলুদ বর্ণের ডেইলি প্রফেটের দিকে তাকালেন, রন সেটা তুলে নিয়ে খুলল।

হ্যারি তখনও সিরিয়সের দিকে চিন্তিত হয়ে তাকিয়ে, খানিকক্ষণ পর বলল যদি আপনাকে ধরতে পারে? যদি আপনাকে দেখতে পায়?

– তোমরা তিনজন আর ডাম্বলডোর ছাড়া আর কেউ জানে না যে আমি 'অ্যানিমেগাস' হয়ে কুকুরের রূপ নিয়েছি, সিরিয়স বললেন। তখনও চিকেনের ঠ্যাং খাওয়া শেষ করেননি।

রন দুটো ডেইলি প্রফেট দিল। প্রথমটার শিরোনাম মিষ্ট্রি ইলনেস অব বার্তেমিয়স ক্রাউচ (বার্তেমিয়স ক্রাউচের রহস্য জনক অসুস্থতা); দ্বিতীয়টা: মিনিষ্ট্রি উইচ স্টিল মিসিং মিনিষ্টার ফর ম্যাজিক নাও পার্সোনেলী ইনভলবড (মন্ত্রণালয়ের জাদুকর এখনও পর্যন্ত লা-পাত্তা, ম্যাজিকমন্ত্রী এখন ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে জড়িত)

হ্যারি, ক্রাউচ সম্বন্ধে লেখা (সংবাদ পত্রের ভাষায় স্টোরি) পড়তে লাগল: নভেম্বর থেকে আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি... তার বাসস্থান শূন্য... সেন্ট... মাংগোস, ম্যাজিক্যাল ব্যাধি সংক্রান্ত হাসপাতাল কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার... মন্ত্রণালয় অতি অসুস্থতার গুজব সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ।

হ্যারি ধীর স্থির ভাবে বলল,– এমন ভাবে ব্যাপারটা পরিবেশন করছে যাতে মনে হয় তার মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু তিনি এত অসুস্থ নয় যে চলাফেরা করতে পারছেন না।

রন সিরিয়সকে বলল– আমার ভাই মি. ক্রাউচের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে

বলছে, বেশি কাজ করার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

হ্যারি বলল– শেষবার আমি যখন খুব সামনে থেকে তাকে দেখেছিলাম, তখন তাকে অসুস্থ মনে হয়েছিল।... যেদিন রাতে আমার নাম 'গবলেট অব ফায়ার' থেকে বেরিয়ে এসেছিল।.

হারমিওন বলল– উইঙ্কীকে তাড়াবার শাস্তি ক্রাউচ ভোগ করছেন বলতে পার। কথাটা বলে হারমিওন বাকবিককে আদর করতে লাগল। বাকবিক তখন সিরিয়সের ফেলে দেওয়া চিকেনের হাড় চিবুচ্ছিল।

– আমি বাজি ধরে বলতে পারি তখন তিনি এলফকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এখন সে অবস্থাতে আছেন, তাড়াবার কথা ভাবতে পারেন না। কেউ তাকে এখন দেখভাল করার নেই।

রন বলল,– হারমিওনের হাউজ এলফদের নিয়ে তোমার এই এক পাগলামী!

সিরিয়স কথাটা শুনে খুশি হলেন,– কী বললে ক্রাউচ ওর হাউজ এলফেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?

হ্যারি বলল,– কিডিচ ওয়ার্লড কাপের সময়। তারপর ও ডার্ক মার্কের আবির্ভাব, উইঙ্কীর হাতে ওর জাদুদণ্ড, ক্রাউচের রাগ... ইত্যাদির ঘটনা সিরিয়সকে এক এক করে বলল।

হ্যারির কথা শেষ হলে সিরিয়স গুহার ভেতর পাঁয়চারি করতে লাগলেন। হ্যাঁ কি বলছিলে, (সিরিয়স আরও একটা চিকেন লেগ নিলেন) তুমি প্রথমে এলফকে টপ বক্সে দেখেছিলে...ও ক্রাউচের জন্য নির্দিষ্ট সিটে বসেছিল– তাই না? ঠিক বলেছি?

হ্যারি-রন-হারমিওন এক সঙ্গে বলল,– হ্যাঁ।

– কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রাউচ মাঠে আসেনি?

– না, হ্যারি বলল।– শুনলাম খুব ব্যস্ত ছিলেন তাই...।

সিরিয়স কোনও কথা না বলে গুহাতে পায়চারি করতে লাগলেন, হ্যারি টপবক্স থেকে চলে আসার আগে তোমার পকেটে 'তোমার দণ্ডটা' আছে কি নেই চেক করেছিলে?

হ্যারি সামান্য সময় ভেবে নিয়ে বলল– না, অরণ্যে যাবার আগে ওটা আমার দরকার হয়নি। আমি পকেটে হাত পুরে 'একের ভেতর বহু' দূরবীক্ষণ যন্ত্র পেয়েছিলাম। কথাটা বলে ও সিরিয়সের দিকে তাকাল।– তাহলে আপনি বলছেন যে মার্ক ব্যবহার করেছিল, সে-ই টপবক্স থেকে আমার দণ্ডটা চুরি করেছিল?

– সম্ভবত, সিরিয়স বললেন।

হারমিওন উইঙ্কীর পক্ষে বলল– তাই বলে উইঙ্কী হ্যারির দণ্ড চুরি করেনি।

– অবশ্য, এলফ টপবক্সে একা বসে ছিলো না, সিরিয়স বললেন। ভুরু কুঁচকে

আবার বললেন– তোমার পেছনে কে বসেছিল মনে আছে?

হ্যারি বলল– অনেক লোক; বুলগেরিয়ান মন্ত্রীরা, কর্নেলিয়স ফাজ... ম্যালফয়রা...।

'ম্যালফয়রা' কথাটা অসম্ভব জোরে রন বলল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি লুসিয়স ম্যালফয় ছিলেন!

– আর কেউ? সিরিয়স জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যারি জবাব দিল– আর কেউ নয়।

হারমিওন ওকে মনে করিয়ে দিল– লাডো বেগম্যানও ছিলেন... মনে নেই?

– ও হ্যাঁ... বেগম্যান অ্যানাউন্স করছিলেন।

সিরিয়স অস্থির হয়ে বললেন,– আমি অবশ্য বেগম্যান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, তবে শুনেছি উইমবোর্ন ভিমরুলের খেদাড়ে হয়ে মাঝে মাঝে কাজ করতেন। লোকটি কেমন তোমাদের মনে হয়?

– মন্দ নয়। উনি ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্টে প্রথম টাস্কে আমাকে অনেক না চাইতেও সাহায্য করেছেন। হ্যারি বলল।

– এবারে করেছেন? জানি না কেন করেছেন। সিরিয়স আরও বেশি গম্ভীর হয়ে বসলেন।

–বলছিলেন... আমাকে খুব পছন্দ করেন, হ্যারি বলল।

সিরিয়স বললেন,– হ্যাঁ, বুঝলাম... পছন্দ করেন।

হারমিওন সিরিয়স কে বলল,– ডার্কমার্কের বাড়ি ফেরার একটু আগে তাকে আমি অরণ্যে দেখেছিলাম।... তোমাদের মনে আছে হ্যারি?

– মনে আছে; কিন্তু উনি তো অরণ্যের মধ্যে ছিলেন না... গোলমালের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

– গিয়েছিলেন? জানলে কেমন করে? হারমিওন বলল।... তারপর কোথায় আবার এসেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জান?

রন রেগে গিয়ে বলল– তাহলে তোমার ধারণা লাডো বেগম্যান ডার্কমার্ক প্রয়োগ করেছিলেন?

হারমিওন দৃঢ়ভাবে বলল– সম্ভবত তাই। উইঙ্কী করতে পারে না।

রন, সিরিয়সের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল– আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি ওর হাউজ এলফদের সম্বন্ধে দারুণ এক দূর্বলতা আছে।

সিরিয়স হাত তুলে রনকে থামতে বললেন– কথাটা হচ্ছে, যখন ডার্কমার্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল, এলফকে হ্যারির দণ্ডটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তাহলে ক্রাউচ কি করছিল?

হ্যারি বলল– ঝোপ জঙ্গল দেখতে গেলেন; কিন্তু সেখানে ওকে ছাড়া কাউকে

পাননি।

সিরিয়স বললেন– অবশ্যই... কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে?... কিন্তু সেখানে নিজের এলফ! শেষ পর্যন্ত ওকে বরখাস্ত করলেন?

হারমিওন ব্যাঙ্গস্বরে বলল– হ্যাঁ, ওকে বরখাস্ত করলেন এই কারণে যে ও নিজের তাঁবুতে ছিলো না শুধু নয়... ভিড় ভাঙ্গায় পদদলিত হয়েছিল।

রন বলল– হারমিওন এবার তুমি এলফদের একটু বিশ্রাম দাও...।

কিন্তু সিরিয়স রনের মন্তব্য শুনে মাথা নেড়ে বললেন– রন, আমার মনে হয় ক্রাউচ সম্বন্ধে ওর মাপজোখ তোমার চেয়ে একটু বেশি। শোন, যদি তুমি একজন মানুষ সে ভাল কি মন্দ বিচার করতে চাও, তাহলে সবার আগে সে তার অধীনস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে সেটা দেখবে, অবশ্যই তার সমান একই স্তরের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের তুলনা নয় ।

সিরিয়স তার বড় বড় দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন– বার্তি ক্রাউচ যে সব উল্টাপাল্টা কাজ কর্ম করছে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে ওর অবদান ও পরিশ্রম কম ছিল না। তা সত্ত্বেও ও মাঠে আসেনি... আগে তো অসুস্থতার জন্য একদিনও ছুটি নেয়নি।

হ্যারি বলল– আপনি আগে থেকে ক্রাউচকে জানেন?

কথাটা শুনে সিরিয়সের মুখ ভয়াবহ হয়ে গেল।... অনেকটা, হ্যারি যখন প্রথম তাকে দেখেছিল... সেই ভয়ঙ্কর রাতের মতো যখন হ্যারির ওকে দেখে খুনি ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি।

– ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে আমি খুব ভাল করেই চিনি, সিরিয়স সামলে নিয়ে বললেন। ও তো আমাকে আজকাবান জেলে পাঠানোর আদেশ জারি করেছিল। অবশ্য কোনও বিচার ছাড়াই। কী বললেন? রন–হারমিওন একই সঙ্গে বলে উঠল।

হ্যারি বলল,– আপনি তামাশা করছেন।

– মোটেই না, সিরিয়স চিকেনের অনেকটা মাংস মুখে পুরে বললেন। তোমরা কি জান সেই সময় ক্রাউচ 'ম্যাজিক্যাল আইন ও প্রয়োগকারী বিভাগের' কর্তা ছিলেন?

ওরা তিনজনেই মাথা নাড়ল।

সিরিয়স বললেন – পরবর্তী মিনিষ্টার অব ম্যাজিকের জন্য ওকে ঠিক করা হয়েছিল। ও খুব বিখ্যাত জাদুকর সন্দেহ নেই, বার্তি ক্রাউচ অসম্ভব ইন্দ্রজালিক ক্ষমতা রাখে তবে ও ক্ষমতালোভী। কোন কালেই ভোল্ডেমর্টের দলের নয়। কথাগুলো বলে হ্যারির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অবশ্যই ক্রাউচ সব সময় অশুভের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাহলেও, আরও অনেকে অশুভের বিরুদ্ধে... যাকগে তুমি ছোট মানুষ এসব কথা বুঝবে না।

রন বলল– বাবা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় ওই রকম বলছিলেন। ওর স্বরে বিরক্তির ছাপ। আমাদের ওপর ভরসা করে দেখুন।

সিরিয়সের মুখে হাসির আলো ফুটে উঠল– ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।

গুহার ভেতরে ঢুকে, ফিরে এসে সিরিয়স বললেন– কল্পনা করতে পার, ভোল্ডেমর্ট আবারও হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে। তোমরা জানোনা কারা তার পক্ষে, কারা ওর হয়ে কাজ করে চলেছে, বা কারা করছে না। তোমরা ভাবতে পারো সে এখন কতটা শক্তিশালী। ও ভয়ঙ্কর লোকদেরকে (ডার্কমার্কদের) মানুষের প্রাণ নাশ ও ক্ষতি করার জন্য নিজেকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে; কিন্তু তাদের সেই কুকর্ম বাধা দেবার বা নিয়ন্ত্রণ করার কারও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। আমি, তুমি, সকলেই তাই ওর ভয়ে উৎকণ্ঠিত।... তোমার পরিবারের লোকজন... বন্ধু-বান্ধব... সকলেই প্রতি সপ্তাহে নৃশংসভাবে খুন-জখম হত্যার খবর আসে। কত মানুষ উধাও হয়ে যায়, ভয়াবহভাবে অত্যাচারিত হয়। ম্যাজিক মন্ত্রণালয় অসহায় হয়ে ভোল্ডেমর্টের কীর্তিকলাপ দেখে যাচ্ছে। তারা জানে না ও বুঝতে পারছে না ক্ষমতালোভী ভোল্ডেমর্টকে কেমন করে বাগে আনবে। মাগলদের কাছে তাই সব কিছু গোপন করে রাখছে। কিন্তু নিরপরাধ মাগলদেরও, নৃশংসভাবে ও অবাধে সে তার সব ভয়াবহ অনুচর ডার্কমার্কদের দিয়ে হত্যা করে চলেছে। ভয়, আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা সব জায়গায়...।

ভোল্ডেমর্ট আর তার সাগরেদদের 'শায়েস্তা' করার জন্য ক্রাউচ যে পথ বেছে নিয়েছিলেন... শুনেছি প্রথম প্রথম খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল, তবে বর্তমানে শুনেছি...। সেই কারণে মন্ত্রণালয়ে ওর খুব তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হতে লাগল। ক্ষমতায় আসার পর ক্রাউচ ভোল্ডেমর্টের সাগরেদদের দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে লাগলেন, গোপনে যারা খোঁজ-খবর নেয়, সেই আরোরদের নতুন নতুন ক্ষমতা দিলেন। হত্যা করার ক্ষমতা, ধরার নয়। উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমাকে বিনাবিচারে সোজা নৃশংস ডেমেন্টরদের (জেলের গার্ড) হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ক্রাউচ হিংসার বদলে হিংসা শুরু করলেন। সন্দেহভাজনদের 'অমার্জনীয় কার্স' ব্যবহারের অনুমোদন দিলেন। আমার মতো কাল বা অশুভদের চাইতে বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। অনেকে তার পক্ষে গেল, কারণ তারা ভাবল ক্রাউচের নিষ্ঠুর দমননীতি ঠিক। অনেক অযোগ্য জাদুকর-জাদুকরীকে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে ঢুকালেন। যখন ভোল্ডেমর্ট অন্তর্ধান হল, ধরে নিতে পার ক্রাউচ তখন শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। তারপর কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটল...। এইটুকু একদমে বলে সিরিয়স হাসলেন।– ক্রাউচের ছেলে একদল ডেথইটারদের (ভোল্ডেমর্টের নৃশংস কাজের সাগরেদ। ওরা মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে প্রাণ নেয়) সঙ্গে ধরা পড়েছিল।

পরে ওরা আজকাবান কারাগার থেকে পালিয়েছিল। তাই ভোল্ডেমর্টের দলে ওরা আবার যোগ দিয়েছে। পুনরায় ভোল্ডেমর্টকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

হারমিওন হতবাক হয়ে বলল– ক্রাউচের ছেলে ধরা পড়েছিল? সিরিয়স বলল– অবশ্যই, মাংসহীন হাড়গুলো বাকবিকের খাবার জন্য ছুঁড়ে দিয়ে বললেন।

– সন্দেহ নেই ছেলের ব্যাপারে বার্টি খুবই আঘাত পেয়েছিল। ওর উচিত ছিল অফিসের কাজে অহেতুক বেশি সময় না দিয়ে, পরিবারের লোকজনদের কিছু সময় ওর দেওয়া উচিত ছিল, কী বল? মাঝে মধ্যে অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। তাহলে ছেলের ব্যাপারে জানতে পারত।

হ্যারি বলল– ক্রাউচের ছেলে কী ডেথইটার?

– বলতে পারি না, কোনও ধারণা নেই। তবে ছেলেটা তাদের দলের সাথে ধরা পড়েছিল। বা ভাগ্য খারাপ- ভুল পথে, ভুল সময়ে চলছিল, অনেকটা হাউজ এলফের মতো।

হারমিওন বলল– ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে ক্রাউচ চেষ্টা করেন নি?

সিরিয়স অদ্ভুতভাবে হো: হো: করে হেসে উঠলেন। হাসিটা হিংস্র নেকড়ে বাঘের গর্জনের মতো। ক্রাউচ ছেলেকে মুক্ত করবে? হারমিওন আমার ধারণা ছিল তুমি মানুষ চেনো। ম্যাজিকমন্ত্রী হ'বার জন্য ক্রাউচ হেন কাজ নেই করতে ছাড়েনি। তুমি দেখেছ ও একজন ভাল ও সৎ হাউজ এলফকে তাড়িয়ে দিল, কারণ ও 'ডার্কমার্কের' ব্যাপারে ক্রাউচকে জড়িত করে ছিল। তাহলে বুঝতে পারছ মানুষটি কেমন! নিজেকে অতি কর্তব্যপরায়ণ ও সৎ মানুষ প্রচার করার জন্য নিজের ছেলেকে বিনা বিচারে আজকাবানে পাঠিয়েছে। লোককে দেখাতে চেয়েছে...। যাকগে সে সব কথা।

– নিজের ছেলেকে ডেমেনটরসের হাতে তুলে দিলেন? হ্যারি ধীরস্থিরভাবে বলল।

– ঠিকই বলেছ, সিরিয়স বললেন –দেখাতে চেয়েছে 'আমি কত সৎ ন্যায়পরায়ণ... নিজের ছেলেকেও ছাড়ি না।'... আজও আমার চোখে সেই দৃশ্য ভাসে। আমি দেখেছিলাম, ডেমেনটরসরা ওকে ধরে বেঁধে নিয়ে এল। সবই দেখেছি আমার সেলের লোহার গারদের ফাঁক দিয়ে। আমার সেলের কাছেই ওকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, মাত্র উনিশ বছর তার বয়স! সন্ধ্যে হলেই ও সেলের মধ্য থেকে মা... মা... বলে কাঁদত। তারপর ও চুপ হয়ে যেত। সকলেই তাই যায়। কেউ কেউ গভীর রাতে কাঁদতে থাকে, চেঁচাতে থাকে। সিরিয়স চোখ বন্ধ করলেন।

হ্যারি বলল– এখনও আজকাবানে আছে?

না– সেখানে আর থাকলো কই। ওকে ধরে নিয়ে আসার এক বছর পর

শুনেছি মারা গেছে।

– মরে গেছে?

সিরিয়স তিক্ত কণ্ঠে বললেন– ও একা নয়, আজকাবানে কেউ মরে, কেউ উন্মাদ হয়ে যায়। অনেকেই খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে মরে যায়। খুব কমই সেখানে বাঁচে। ডেমেনটররা বলে দেয় কবে মরবে। মৃত্যুর পর, তাদের আত্মীয়-স্বজনকেও দেখতে দেওয়া হয় না। ওর বাবা মন্ত্রণালয়ে বড় অফিসার ছিলেন তাই তাকে ও তার স্ত্রীকে ছেলের মৃত্যুর আগে দেখতে দেওয়া হয়েছিল। সেল থেকে সেই শেষবার আমি ক্রাউচকে দেখেছিলাম। ছেলের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত ও অবহেলিত মিসেস ক্রাউচ বেশিদিন বাঁচেননি। দূর্ভাগা ছেলের মতই তার মৃত্যু... পুত্র শোক। শুনে আশ্চর্য হবে মৃত্যুর পর ক্রাউচ ছেলের মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে আসেনি। কারাগারের বাইরে ডেমেনটররা (জেলের গার্ড) ওকে কবর দিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি।

কথাটা শেষ করে সিরিয়স ঘেন্নায় সব খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু পামকিন জুস পান করতে লাগলেন।... তারপরই নায়কের মৃত্যু। কর্নেলিয়স ফাজ উচ্চ পদ পেয়ে গেলেন। 'ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশানল ম্যাজিক্যাল অপারেশনের' অফিসে ক্রাউচকে এলেবেলে করে রাখা হয়েছে।

সকলেই নীরব। হ্যারির চোখে ভাসছিল ক্রাউচকে দৃষ্টির দৃশ্য। কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা শেষ হবার পর ক্রাউচের অবাধ্য হাউজ এলফের অরণ্যের ঝোপে ভীত হয়ে বেরিয়ে আসার দৃশ্য। 'ডার্কমার্ক' প্রয়োগের পর উইঙ্কীর অবস্থা ক্রাউচের ছেলের কথা... ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে পতনের কথা।

হ্যারি সিরিয়সকে বলল মুডি বলেন, সে সব জাদুকর কাল জাদু (অশুভ) করে তাদের ধরতে ক্রাউচ এখন ব্যস্ত।

সিরিয়স বললেন– শুনেছি। তুমি আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাও তো বলি, ও এখন অন্তত: একজন ডেথইটারকে ধরে, ওর অতীতের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়।

রন বলল– তার জন্য ভোররাতে স্নেইপের অফিসে তালাভেঙে ঢোকার কি কারণ থাকতে পারে?

সিরিয়স বললেন– নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো মানে হয় না।

রন উত্তেজিত হয়ে বলল– নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

সিরিয়স বললেন– তবে শোন, ক্রাউচ স্নেইপ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য টুর্নামেন্টে বিচারক হয়ে আসেনি। ওই রকম বদখচ কিছু না করে রেগুলার হোগার্টে এসে স্নেইপের ওপর চোখ রাখতে পারত।

– তাহলে স্নেইপ...।

– শোন তোমরা কি ভাবছ সে সম্বন্ধে আমি একটুও উতলা নই।

ডাম্বলডোর, স্নেইপকে বিশ্বাসের পাত্র মনে করেন। হারমিওন বলল।

রন বলল– হারমিওন, আমরা সবাই জানি ডাম্বলডোর বিরাট এক ব্যক্তি। তার মানে এই নয় যে একজন চালাক কাল ম্যাজিক করা জাদুকর তাকে বোকা বানাতে পারবে না।

– কেন, স্নেইপ, হ্যারিকে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় বাঁচিয়ে ছিলেন? ওকে তো নাও বাঁচাতে পারতেন... মরতে দিলেন না কেন?

– আমি বলতে পারি না– হতে পারে, ভেবেছিলেন না বাঁচালে ডাম্বলডোর ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

– এ বিষয় আপনার কী মত সিরিয়স? হ্যারি চীৎকার করে বলল-

হারমিওন ও রন কানে আঙ্গুল দিল।

সিরিয়স বললেন– রন, হারমিওনের বক্তব্যের মধ্যে অর্থ আছে। কথাটা বলে ওদের দিকে তাকালেন।– কবে থেকে স্নেইপ হোগার্টে পড়াতে শুরু করেছে, আমি ভেবে পাই না কেন ডাম্বলডোর ওকে কাজ দিয়েছেন। স্নেইপ সর্বদা 'ডার্ক আর্টের' ভক্ত। স্কুলেও সে এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ছিল। রোগা, মাথাভর্তি তেল চুকচুকে চুল... দেখতে ছিল অসুন্দর। হ্যারি- রন সিরিয়সের মুখে স্নেইপের ছাত্র জীবনের চেহারার বর্ণনা শুনে ফিক ফিক করে হাসল।... শুনলে অবাক হবে যখন ও স্কুলে পড়তে এসেছিল তখন অনেক কার্স জানত। সেভেন্থ ইয়ারের অর্ধেক ছাত্ররাও তা জানতো না। স্লিদারিন দলে যারা ছিল প্রায় সকলেই ওরা বলতে গেলে ডেথইটার হয়েছে। যেমন, সিরিয়স আঙ্গুল গুনে গুনে বললেন– রজিয়ার, উইলস্কি... ওদের অররা মেরে ফেলেছিল ভোল্ডেমর্টের পতনের এক বছর আগে। লেসস্ট্রাঞ্জরসরা বিবাহিত দম্পতি এখন আজকাবানে আছে। আভেরী– ওর কোনও পাত্তা নেই। তবে যতদূর জানি স্নেইপকে কেউ ডেথইটার– বা ওই রকম কিছু বলে না। ওদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়েনি। স্নেইপ মহা ধূর্ত ও সবসময় বিপদ দেখলেই পড়ে।

রন বলল– স্নেইপ আর কারকারফ দু'জনে বন্ধু; কিন্তু খুব বেশি লোককে জানতে-টানতে দেয় না।

হ্যারি রনের কথা শেষ হওয়া মাত্র বলে উঠল– কাল যখন 'পোসান' ক্লাসে প্রফেসর স্নেইপের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন তখন ওর মুখখানা দেখেছিলে! কারকারফ স্নেইপের সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছিলেন। তখন বলছিলেন, স্নেইপ নাকি ইদানীং ওকে এড়িয়ে চলছেন। কারকারফকে দেখে খুবই বিচলিত মনে হয়েছিল। স্নেইপের কাছ থেকে কিছু জবাব চেয়েছিলেন; কিছু একটা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যে কি দেখতে পাইনি।

সিরিয়স গুহার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে হতাশার ভাব করলেন। – তাহলেও

কথাটা সত্যি সে ডাম্বলডোর স্নেইপকে বিশ্বাস করেন। স্নেইপের ওপর ডাম্বলডোরের যে বিশ্বাস বা আস্থা আছে তা অনেকের ওপরে নেই। তবে ও যদি ভোল্ডেমর্টের অনুগামী হয়ে কোনোদিন কাজ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই ওকে হোগার্টে শিক্ষকতা করতে ডাম্বলডোর দেবেন না।

– তাহলে মুডি আর ক্রাউচ কেন স্নেইপের অফিসে ঢুকতে চেয়েছেন? রন একগুঁয়ের মতো বলল।

সিরিয়স ধীরে ধীরে বললেন– আমি কখনই মনে করি না ম্যাড আই হোগার্টে এসে প্রতিটি শিক্ষকের অফিস সার্চ করেছেন। ডার্ক আর্টসের তার প্রতিরোধ খুবই স্পষ্ট। আমি ঠিক জানি না মুডির কারও ওপর আস্থা আছে বা নেই; এ কথা আমি মুডির পক্ষ নিয়ে বলতে পারি ও কখনও কাউকে হত্যা করেন নি। সব সময় মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অতিমাত্রায় শক্ত মানুষ সন্দেহ নেই; কিন্তু কখনই ডেথইটারসদের পর্যায় নিজেকে টেনে আনেননি। ক্রাউচ, যদিও... তার ব্যাপারটা অন্যরকম... সত্যি কি তিনি অসুস্থ? তাই যদি হয় তাহলে স্নেইপের অফিসে কেন গেলেন...। টপ বক্সে না যাওয়া, টুর্নামেন্টে বিচারক হয়ে না থাকা কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপার!

কথাগুলো বলতে বলতে সিরিয়স থেমে গেলেন। তখনও তার চোখ গুহার দেওয়ালে। বাকবেক তখন ঘনঘন পাথরের মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে কিছু হাড়টার আছে কিনা খুঁজছে।

শেষে সিরিয়স বনের দিকে তাকালেন। তুমি বলেছিলে না তোমার ভাই এখন ক্রাউচের ব্যক্তিগত সহকারী। জিজ্ঞেস করতো সম্প্রতি ও ক্রাউচকে দেখেছে কিনা?

রন বলল– দেখা হলে জেনে নিতে চেষ্টা করব। পার্সির সঙ্গে ক্রাউচের সম্পর্ক ভাল।

– এটাও জানার চেষ্টা করবে বার্থা জোরকিন্স সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা, সিরিয়স বললেন। দৃষ্টি তার ডেইলি প্রফেটের দ্বিতীয় কপির দিকে।

হ্যারি বলল– বেগম্যান বলছিলেন ওরা জানে না।

– ও হ্যাঁ কাগজওয়ালাকে সে-রকম কিছু বলেছেন, সিরিয়স বললেন। –অনেকদিন থেকে বার্থাকে আমি জানি। জানিনা ইদানীং তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তবে বার্থা ভুলোমনের কিন্তু পরচর্চা করবার জন্য স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অবশ্য ওই পরচর্চা করার জন্য ওকে অনেক ভুগতে হয়েছে। বিপদে পড়েছে। ও কখন চুপ করে থাকতে হয় জানে না। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে মাঝে মধ্যে ওকে 'বোঝা' মনে করতে লক্ষ্য করেছি। হতে পারে সেই কারণে বেগম্যান ওর থাকা না থাকাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ করেন না।

সিরিয়স খুব বড় দেখে একটা হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন–

এখন কটা বেজেছে?

হ্যারি দেখল ওর ঘড়িটা বিকল হয়ে আছে।

হারমিওন বলল– সাড়ে তিনটে...।

সিরিয়স বললেন– তোমাদের এখন স্কুলে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। তারপর হ্যারির দিকে বিশেষভাবে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– গোপনে তুমি স্কুল থেকে চলে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর আমি চাই না। বুঝতে পেরেছ? তেমন প্রয়োজন হলে এখানে ছোট ছোট চিঠি পাঠিও। তেমন কিছু ঘটলে খবর পেলে খুশি হব। বিনা অনুমতিতে তুমি হোগার্ট থেকে কোথাও যাবে না, তাই যদি করো তাহলে 'কেউ একজন' তোমাকে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ পাবে।

হ্যারি বলল– ড্র্যাগন আর দু'একটা গ্রিন্ডিলোস ছাড়া আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ আক্রমণ করেনি।

সিরিয়াস বিরক্তিকর মুখে ওর দিকে তাকালেন– তাতে আমার কিছু যায় আসে না, টুর্নামেন্ট শেষ হলে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলব, জুনের আগে নিশ্চয়ই না। ও হ্যাঁ আর একটা কথা, কারও সঙ্গে আমার প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা শুনলে ভুলেও আমার নাম মুখে আনবে না, বলবে 'লাপাত্তা' মনে থাকবে তো?

সিরিয়স হ্যারির হাতে খালি খাবারের কৌটো আর ফ্লাস্ক ফিরিয়ে দিয়ে বললেন– চল, তোমাদের গ্রামের সীমান্তে ছেড়ে আসি। দেখি ফেলে দেওয়া একটা ডেইলি প্রফেট সংগ্রহ করতে পারি কিনা।

তারপরই সিরিয়স বিরাট এক কাল কুকুর হয়ে গেলেন। কুকুর রূপী সিরিয়সের সঙ্গে ওরা পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। ওরা বিদায় নেবার আগে সিরিয়সের অনুমতি নিয়ে ওর (কুকুর) মাথায় হাত বুলাল, গ্রাম ছেড়ে হগমেড হয়ে হোগার্টের দিকে চলল।

রন বলল– কে জানে, পার্সি ক্রাউচ সম্বন্ধে এত কথা জানে কিনা। জানলেও হয়ত ভ্রূক্ষেপ করবে না, আরও বেশি করে ওর পক্ষ নেবে। পার্সি আইন মেনে চলে, বলবে ক্রাউচের ছেলের চাইতে আইন বড়।

হারমিওন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল– পার্সি নিশ্চয়ই, কোনও কারণে নিজের পরিবারের লোককে ডিমেনটরদের হাতে ছেড়ে দেবে না।

রন বলল– আমি জানি না। ও যদি জানে আমরা ওর চাকরির উন্নতির পথে অন্তরায়, বুঝতেই পারছ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পার্সি কি করবে?

এনট্রেন্স হলের পাথরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতেই ওদের নাকে এল গ্রেটহল থেকে ডিনারের ভাল ভাল খাবারের গন্ধ।

রনের খাবারের খুশবো পেয়ে সিরিয়সের কথা মনে পড়ে বলল– বেচারা বৃদ্ধ এখন 'লাপাত্তা'। দুঃখ হয় তার কথা ভাবলে! খাওয়া-থাকার ঠিক নেই। বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করে আছেন । একমাত্র ডাম্বলডোর ওর কষ্ট লাঘব করতে পারেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

দ্য ম্যাডনেস্ অব মিস্টার ক্রাউচ

রবিবার হ্যারি, রন এবং হারমিওন ব্রেকফাস্ট খাবার পর পার্সিকে সিরিয়সের কথামতো, মি. ক্রাউচকে সম্প্রতি দেখেছে কিনা জানার জন্য একটা চিঠি দিতে প্যাঁচাদের আস্তানায় গেল। হেডউইগ বেশ কিছুদিন বেকার বসে আছে, তাই ওকে বাইরে পাঠানো দরকার। চিঠি নিয়ে আউলারির জানালা দিয়ে আকাশে উড়ে যাবার পর ডব্বিকে নতুন মোজা দেবার জন্য কিচেনে গেল।

ওদের দেখে হাউজ এলফরা দারুণ খুশি। খাতির করার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আবার চা-বানাতে লাগল। ডব্বি মোজা পেয়ে অসম্ভব খুশি।

ও বিনয় করে বলল– হ্যারি পটার ডব্বিকে খুব ভালবাসেন। কথাটা বলার পর ও আবেগে কাঁদতে লাগল। বড় বড় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে দু'গাল ভেসে যেতে লাগল।

হ্যারি বলল– ওই 'জিল্লিউইড' দিয়ে তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ, ডব্বি। তোমার মতো আর কেউ নেই।

রন এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে বলল– ডব্বি কেক-টেক পাবার আশা আছে? একলেয়ার কেকগুলো দারুণ বানিয়েছিলে সেদিন।

হারমিওন রেগে গিয়ে বলল– আরে এইমাত্র তো তুমি ব্রেকফাস্টে পেট ভরে খেয়ে এসেছ, আবারও খেতে চাইছ?

রন বলার সাথে সাথে, রূপোর প্লেটে চারজন এলফ কেক নিয়ে হাজির। হ্যারি নরম তুলতুলে তাজা কেক দেখে বলল– লাপাত্তাকে (সিরিয়স) আমাদের কিছু কেক পাঠালে ভাল হয়।

রন বলল– বাঃ চমৎকার, পিগকে পাঠাও।... শোন তোমাদের কিছু বেশি

কেক আছে? দিতে পারবে?

এলফরা রনের কথা শুনে দারুণ খুশি হয়ে মাথানত করে কেক আনতে ছুটল।

হারমিওন এধার-ওধার তাকিয়ে বলল– ডব্বি, উইঙ্কীকে দেখতে পাচ্ছিনে? কোথায় গেছে?

– উইঙ্কী...? ওইতো আগুনের পাশে বসে আছে মিস। ডব্বি গলে পড়ে আঙ্গুল দিয়ে উইঙ্কীকে দেখাল।

– আরে তাইতো?... লক্ষীসোনা ওখানে বসে আছ কেন? হারমিওন উইঙ্কীর দিকে তাকিয়ে বলল।

হ্যারিও তাকাল। গতবার যেমন দেখেছিল তেমনই একটা টুলে বসে রয়েছে। অসম্ভব ময়লা স্কার্ট-ব্লাউজ, পেছনে ধোয়া-কাল রং-এর দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে। ওর হাতে এক বোতল বাটার বিয়র। টুলে বসে দুলছে। মাঝে মধ্যে আগুনের দিকে জলভরা চোখে তাকাচ্ছে। অতিরিক্ত বিয়র পানের জন্য হেঁচকি তুলছে। ওদের দেখে ঘনঘন হেঁচকি তুলতে লাগল।

ডব্বি হ্যারির কানের কাছে বলল– রোজ দু' বোতল করে বিয়র খাচ্ছে।

– বাটার বিয়র তো তেমন কড়া নয়, হ্যারি বলল।

ডব্বি মাথা নেড়ে বলল– হাউজ এলফের কাছে স্ট্রং স্যার।

উইঙ্কী আবার খুব শব্দ করে হেঁচকি তুলল। যারা প্লেটে করে কেক নিয়ে এসেছিল উইঙ্কীকে দেখে খুব একটা খুশি হলো না। মুখ দেখে মনে হল খুবই বিব্রত।

– উইঙ্কী সব সময় প্যান প্যান করে চলেছে হ্যারি পটার, ডব্বি দুঃখভরা কণ্ঠে বলল– উইঙ্কী এখান থেকে চলে যেতে চাইছে হ্যারি পটার। উইঙ্কী এখনও মনে করে মি. ক্রাউচ ওর মাস্টার স্যার,... ডব্বি ওকে অনেক বুঝিয়ে বলেছে, এখন ক্রাউচ নয়, প্রফেসর ডাম্বলডোর ওর এখন মাস্টার।

– আরে উইঙ্কী, হ্যারি উৎফুল্ল হয়ে উইঙ্কীর কাছে গিয়ে বলল।... মি. ক্রাউচ এখন কোথায় আছেন কেউ জানে না- তুমি জান? টুর্নামেন্টে বিচারক হয়ে আসার কথা ছিল, তাও আসেন নি।

হ্যারির কথা শুনে উইঙ্কী হেঁচকি থামিয়ে নড়ে বসল। বড় বড় চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে কাঁদকাঁদ হয়ে বলল– মাস্টার...মাস্টার কোথায় আছেন কেউ জানে না? উইঙ্কী এখনো মনে করে মি. ক্রাউচ তার মাস্টার।

– হ্যাঁ, হ্যারি বলল।– খবরের কাগজ লিখছে মি. ক্রাউচ নাকি অসুস্থ। 'প্রথম টাস্কের' পর আর আমাদের ওকে চোখে পড়েনি।

উইঙ্কী আরও বেশি দুলতে দুলতে হেঁচকি তুলে বলল– আমার মাস্টার অসুস্থ? ওর তলার ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে লাগল।

হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে বলল– আমরা শুনেছি সত্য-মিথ্যা জানি না।

– ও হো হো মাস্টারের এখন উইঙ্কীকে দরকার! উইঙ্কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল– মাস্টার তো নিজে কিছুই করতে পারেন না।

হারমিওন বলল– অন্যেরা তাহলে কেমন করে?

উইঙ্কী আগের মতো কেঁদে কেঁদে হেঁচকি তুলতে তুলতে বলল– উইঙ্কী শুধু মাস্টার ক্রাউচের বাড়ির কাজ করে না। হাত থেকে বিয়রের বোতল ছিটকে মেঝেতে পড়ল। নোংরা ব্লাউজটা ভিজে গেল।– মাস্টার উইঙ্কীকে বিশ্বাস করেন, আস্থা রাখেন... অনেক দরকারী, গোপনীয় কাজ-টাজ...।

হ্যারি কথাটা শুনে সচকিত হয়ে বলল– কী বললে–?

উইঙ্কী তখন বিলাপ করে চলেছে। বিয়র বোতল থেকে বিয়র চলকে পড়ছে।

– উইঙ্কী তার মাস্টারের সব গোপন তথ্য ঠিক করে রাখে। কথাটা বলে উইঙ্কী আরও বেশি দুলতে আর হেঁচকি তুলতে লাগল। তুমি তার বিষয়ে কেন নাক গলাচ্ছ...?

ডব্বি রেগে গিয়ে বলল– উইঙ্কী, হ্যারি পটারের সঙ্গে ওই রকম ভাবে কথা বলবে না। হ্যারিপটার খুব সাহসী, মহৎ মানুষ। হ্যারিপটার অন্যের ব্যাপারে কখনও নাক গলায় না! এমন কথা বলা অন্যায়।

– হ্যাঁ গলায়, আমার মাস্টারের ব্যক্তিগত আর গোপন কথা জানতে চায় (হেঁচকি)... উইঙ্কী খুব ভাল, সৎ হাউজ এলফ... উইঙ্কী চুপ করে থাকে... লোকেরা উইঙ্কীকে অযথা উত্ত্যক্ত করছে (হেঁচকি)।... কথা বলতে বলতে আচমকা উইঙ্কী টুল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। তারপর সকলকে অবাক করে ভীষণ জোরে ও নাক ডাকতে থাকে। বিয়রের শূন্য বোতলগুলো কিচেনের শক্ত মেঝেতে গড়াগড়ি যায়।

প্রায় ছ'জন হাউজ এলফ উইঙ্কীকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে এল। ওরা দারুণ বিরক্ত হয়েছে ঘটনায়। একজন এলফ মেঝে থেকে বোতলগুলো চটপট তুলে নিল, বাকিরা একটা চেক টেবিল ক্লথ এনে ওকে যাতে কেউ না দেখতে পায় তেমন ভাবে পর্দা ঝুলিয়ে দিল।

একজন এলফ মাথা দোলাতে দোলাতে লজ্জিত স্বরে বলল– আমরা খুবই লজ্জিত স্যার, উইঙ্কীকে দেখে দয়া করে আমাদের বিচার করবেন না।

হারমিওন বলল– ও মনে হয় বড় দুঃখী। ওকে এমনিভাবে ঢেকে না রেখে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, উৎসাহ দাও।

হাউজ এলফ বলল– আমায় ক্ষমা করবেন মিস, হাউজ এলফদের দুঃখিত হবার কোনও অধিকার নেই, মাস্টারদের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। দুঃখিত হবার সময় কোথায়?

– ঈশ্বরের দোহাই। আমার কথা মন দিয়ে শোন, হারমিওন রেগে গিয়ে

বলল। তোমাদের জাদুকরদের মতই রাগ দুঃখের অধিকার আছে। পারিশ্রমিক, ছুটিরও... তাছাড়া ভাল পোশাকেরও। মাস্টার যা বলবে... তা সব করতে হবে না। ডব্বিকে দেখ!

ডব্বি মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল– মিস আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। হাউজ এলফদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, কিচেনে হঠাৎ এক দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে। ওরা হারমিওনের মুখের দিকে স্তম্ভিত ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হারমিওন হয় পাগল, নয়তো মারাত্মক মেয়ে।

একজন এলফ হ্যারির হাতে অনেক হ্যাম, কেক, ফল দিয়ে বলল– আপনার খাবার।... গুড বাই।

ডব্বি উনুনের কাছে উইঙ্কীর পাশে দাঁড়িয়েছিল, কিচেনের সব ছোট-বড় এলফদের রন-হ্যারি- হারমিওনকে ঠেলে বাইরে পাঠাতে দেখে বলল– মোজার জন্য ধন্যবাদ হ্যারি পটার।

রন রেগে বলল– হারমিওন তুমি কী কথা না বলে থাকতে পার না? আমরাতো এলফদের কাছ থেকে মি. ক্রাউচ সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারতাম।

এলফরা ইতোমধ্যে কিচেনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওদের কাছ থেকে ক্রাউচের কোনও খবর পাওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। উইঙ্কীর কাছ থেকে অবশ্যই না।

– মনে হয় ক্রাউচের ব্যাপারে তুমি খুব চিন্তিত। তোমার শুধু একটাই ধান্দা সেটা হলো খাবার, হারমিওন রনের ওপর রেগে গিয়ে বলল।

সেদিনটা বড় অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল হ্যারির। রন আর হারমিওন কমনরুমে হোমওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত। ওর পড়ায় মন নেই।... সিরিয়সের জন্য রাখা খাবারগুলো ও বেঁধেছেঁদে আউলারিতে গিয়ে পাঠিয়ে দিল। পিগের পক্ষে একা একগাদা খাবার নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই আরও দুটো শিক্ষানবিশ প্যাঁচাকে সঙ্গে পাঠাল।... হ্যারির মন একেবারেই ভাল নেই। ও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিষিদ্ধ অরণ্য থেকে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস গাছের পাতা উড়িয়ে দিয়ে আসছে তারই শনশন শব্দ। লেকের জলের ছোটছোট ঢেউ ডারমস্ট্র্যাংগ জাহাজে ধাক্কা খেয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। হ্যাগ্রিডের কটেজের চিমনির ধোয়ার চারধারে একটা ঈগল ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্যাঁচাদের আড্ডায়, ক্যাসেলের কাছে এসে বিকটভাবে ডাক দিয়ে উঠছে। তারপরই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঈগল পাখিটা। ও অস্পষ্টভাবে দেখল হ্যাগ্রিড ওর কেবিনের সামনে দারুণ বিক্রমে মাটি কোপাচ্ছে। মনে হয় কিচেন গার্ডেনের বেড তৈরি করছেন। একটু পর দেখল মাদাম ম্যাক্সিম বক্সবেটনস ক্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাগ্রিডের কেবিনের সামনে দাঁড়ালেন। মনে হল হ্যাগ্রিডের সঙ্গে কিছু

আলাপ-আলোচনা করছেন। হ্যাগ্রিড কোদালে ভড় দিয়ে দাঁড়িয়ে, হ্যারির মনে হলনা হ্যাগ্রিড মাদামের সঙ্গে বেশি কথা বলতে চান। দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে মাদাম ম্যাক্সিম তার ক্যারেজে চলে গেলেন।

হ্যারির ইচ্ছে নেই গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে কমনরুমে গিয়ে রন আর হারমিওনের তর্কাতর্কি শোনার। হ্যারি উদাস নয়নে দেখল হ্যাগ্রিড মাটি কুপিয়ে যাচ্ছেন। একটু একটু করে আঁধার নেমে এল। হ্যারি আর কিছু দেখতে পেলো না। আউলারির প্যাঁচাগুলো তখন জেগে গেছে অন্ধকার রাতে ডেকে চলেছে ওদের কর্কশ গলায়।

* * *

পরদিন সকালে হ্যারি দেখল রন আর হারমিওনের খারাপ মেজাজ কেটে গেছে। দেখে ভাল লাগল, হ্যারি স্বস্তি পেল। হাউজ এলফরা রেগে রয়েছে তাই ভাল খাবার-দাবার দেবে না ভেবেছিল রন; কিন্তু ব্রেকফাস্টের বহর দেখে রনের ভুল ভাঙ্গল। যেমন প্রতিদিন সকালে খাবার পাঠায়, আজকেও তেমনই।

প্যাঁচা ফিরে এলে, হারমিওন তাকাল নিশ্চয়ই ভাল খবর এনেছে।

রন বলল– পার্সি বোধহয় কোনও জবাব দেয়নি। গতকালই তো হেডউইগকে পাঠিয়েছিলাম।

– চিঠি নয়, হারমিওন বলল– আমি ডেইলি প্রফেটের নতুন গ্রাহক হয়েছি, স্লিদারিনদের কাছে থেকে খবর শুনে শুনে আমি ক্লান্ত।

হ্যারি বলল– ভালই করেছ! তারপর প্যাঁচার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল– ওহো! হারমিওন মনে হয় তোমার ভাগ্য ভাল।

একটা ধূসর প্যাঁচা হারমিওনের কাছে পিঠে ঘুরছে।

ওকে দেখে হতাশ হয়ে বলল– আরে খবরের কাগজ তো আনেনি দেখছি।

ও আশ্চর্য হয়ে গেল। ধূসর প্যাঁচাটা ছাড়াও চারটে লক্ষ্মী প্যাঁচা ওর প্লেটের কাছে বসল। তাছাড়া আর একটা বাদামী রং-এর প্যাঁচা, তার সঙ্গে আবার একটি বাচ্চা।

হ্যারি বলল– আরে ক'টা কাগজের গ্রাহক হয়েছে? কথাটা বলে হারমিওনের সামনে রাখা গবলেটটা সরিয়ে রাখল।

সবক'টা ছোট-বড় প্যাঁচা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করেছে কে আগে হারমিওনকে চিঠি দেবে।

হারমিওন এক এক করে সব ক'টা চিঠি ওদের পা থেকে খুলে নিয়ে প্রথমটা খুলে পড়তে পড়তে বলল– সত্যি!... মুখ লাল হয়ে গেল।

রন বলল– কে লিখেছে, কী লিখেছে?

হারমিওন চিঠিটা হ্যারির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল– পড়।

হ্যারি চিঠিটা দেখল। হাতে লেখা নয়... ছোট এক টুকরো ছাপা কাগজ। মনে হয় ডেইলি প্রফেটে থেকে কেঁটে কাগজে গাম দিয়ে আটকেছে।

তুমি একটি দুষ্টু মেয়ে। হ্যারি পটার তোমার চেয়ে ভাল মেয়ে পাবার যোগ্য।
চলে যাও, যেখান থেকে তুমি এসেছ মাগল।

সবক'টি চিঠির ভাষা বক্তব্য একই।... নানাভাবে হারমিওনকে উত্ত্যক্ত করেছে। সবই হ্যারি পটারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে।

হারমিওন শেষ খামটি খুলল। খুলতেই পেট্রল, আঠা আরও কিছু মিশ্রিত জিনিসে ভরা ওর হাতে লাগতেই বিরাট হলুদ ফোস্কা পড়ে গেল। অনেকটা ফোড়ার মতো।

রন বলল– 'বাবোটিউবার পাস'! খামটা শুঁকল।

যন্ত্রণায় হারমিওন কেঁদে ফেলল। একটা ন্যাপকিন দিয়ে আঠাল পদার্থটা হাত থেকে মুছতে গেলে আঙ্গুল গুলোতে অসহ্য ব্যথা আর জ্বালা শুরু হয়ে গেল। দেখে মনে হল দু'হাতে মোটা দস্তানা পড়েছে।

হ্যারি বলল– তোমার এখনই হাসপাতালে যেতে হবে। চিঠি দিয়ে প্যাঁচাগুলো এক এক করে খোলা জানালা দিয়ে উড়ে গেল।

– ব্যাপারটা প্রফেসর স্প্রাউটকে জানাতে হবে।

হারমিওন যন্ত্রণাকাতর মুখে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে রন বলল– আমি একবার নয়, অনেক বার রিটা স্কীটারের বিরুদ্ধে যেতে মানা করেছি। চিঠিটা দেখ... হারমিওনের ফেলে যাওয়া একটি চিঠি সে পড়ল

আমি উইচ উইকলী পড়েছি। দেখেছি তুমি হ্যারি পটারকে ল্যাজে খেলাচ্ছ।
ছেলেটা জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে.. আর ধোঁকা দিও না। শীঘ্রই তোমাকে
একটি বড় দেখে বড় খামের পুরে কার্স চিঠি পাঠাচ্ছি...।

হারমিওনকে হারবোলজির ক্লাস করার জন্য ফিরতে না দেখে রন-হ্যারি গ্রীন হাউজের দিকে চলল। ওখানে কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারসের ক্লাস হয়। ওরা যেতে যেতে ম্যালফয়, হ্যারি আর গোয়েলকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখল। প্যানসি পারকিনসন্ ওর বখাটে স্লিদারিয়ন হাউজের বন্ধুদের সঙ্গে মুখ টিপে টিপে হাসছে। হ্যারিকে দেখে প্যানসি এগিয়ে এসে কিছু যেন জানে না এমন এক মুখের ভাব করে বলল– পটার তোমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক কী 'কাট' হয়ে গেছে? সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে ওকে খুব উতলা দেখলাম!

হ্যারি ওর দিকে তাকালো না, কথার জবাব দেওয়া দূরের কথা। জানতে দিতে চাইল না 'উইচ উইকলী' নোংরা নোংরা বিরক্তিকর জিনিস ছাপিয়ে কতটা ওদের বিরক্ত করেছে।

হ্যাগ্রিড গতবারে ইউনিকর্ন সম্বন্ধে ক্লাস নিয়েছিলেন। আজ নতুন ক্লাস নেবেন। তাই কেবিনের সামনে পায়ের কাছে সদ্য আসা একটা কাঠের বাক্স খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হ্যারি বাক্সটা দেখে দমে গেল। আবার নতুন কোনও ব্যাপার নয় তো? কাছে গিয়ে দেখল বাক্সের মধ্যে রয়েছে তুলোর মতো নরম নরম কয়েকটা কাল রং-এর ছোট ছোট প্রাণী। নাকগুলো শুয়োরের মতো লম্বা ছুঁচলা। সামনের পায়ের পাতাগুলো অদ্ভুত চ্যাপ্টা, অনেকটা তাসের ইস্কাপনের মতো। চোখ পিট পিট করছে। মনে হয় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ও দেখছে, দেখে অবাক হয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড বললেন– এদের বলা হয় নিফ্‌ফেলরস। খনির গর্তে এদের পাওয়া যায়। এরা চকমকে জিনিস পছন্দ করে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ।

পার্সি পারকিনসন ঝুঁকে পড়ে নিফ্‌লারস দেখছিল, হঠাৎ ওদের মধ্যে একটা লাফিয়ে উঠে আর কিছু না পেয়ে পারকিনসনের হাতের ঘড়িটায় কামড় দিল। পারকিনসন ভয় পেয়ে চিৎকার করে পিছু হটে গেল।

খুব প্রয়োজনীয় সঞ্চিত সম্পদ আবিষ্কার, হ্যাগ্রিড খুশি মনে বলল। ভাবছিলাম এদের নিয়ে কিছু মজা করব। ও দিকে তাকাও? হ্যাগ্রিড সদ্য কোপান কিছু মাটি দেখালেন। হ্যারি তাহলে প্যাঁচাদের আস্তানার জানালা থেকে হ্যাগ্রিডকে মাটি কোপাতে দেখেছিল। আমি কিছু সোনার মুদ্রা এর মধ্যে পুঁতে রেখেছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নিফ্‌লারসকে তুলে কোপান মাটির ওপর ছেড়ে দিয়ে সোনার কয়েন তুলে আনলে তাকে আমি প্রাইজ দেব, ও হ্যাঁ ধরবার আগে কিন্তু দামী জিনিস পত্র কাছে রাখলে চলবে না।... নাও একটা নিফ্‌লারস তুলে নিয়ে ছেড়ে দাও।

হ্যারি হাতঘড়ি খুলে পকেটে রেখে বাক্স থেকে একটা নিফ্‌লারস তুলে নিল। জন্তুটা লম্বা নাক দিয়ে হ্যারিকে শুঁকতে লাগল। হ্যারি দেখে মনে হল ওরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে ভালবাসে।

– প্রত্যেকের জন্যে তো আমি আলাদা আলাদা করে নিফ্‌লারস এনেছি। একটা বাকি রইল কেন? কে নেই? হারমিওনকে দেখছিনে!

রন বলল– ও হাসপাতালে গেছে।

হ্যারি বলল– পরে আপনাকে কারণ বলব। দেখল পার্সি পারকিনসন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এর আগে ওরা এত মজার ব্যাপার দেখেনি।... প্রত্যেকটা নিফ্‌লারস কোপান মাটির মধ্যে ঢুকে গেল (এমনিভাবে যেন জলের ভেতর ঢুকছে) তারপর মাটির ভেতর থেকে মুখে করে, এক একটা সোনার মুদ্রা নিয়ে এসে তাদের হাতে দিল।

রনের নিফ্‌লারস সব চেয়ে বেশি সোনার মুদ্রা তুলে আনল। রনের পকেট সোনার কয়েনে ভরে উঠল।

রন বলল– দারুণ, আমরা কী এগুলো পোষার জন্য কিনতে পারি প্রফেসর?

– পার; কিন্তু তোমার মা পছন্দ করবেন না। এরা সম্পদ খুঁজতে গিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলতে পারে।

নিফ্‌লারসগুলো তখনও মাটির ভেতর ঢুকছে আর মুখে সোনার মুদ্রা নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

হ্যাগ্রিড বললেন– আমি মাত্র একশ'টা মুদ্রা রেখেছি। মনে হয় ওদের তোলা শেষ হয়েছে।... ও ওই তো হারমিওন আসছে!

রন, হ্যারি দেখল হারমিওন ধীরে ধীরে মাঠ পেরিয়ে ওদের দিকে আসছে। দু' হাতে মোটা ব্যান্ডেজ। মুখ অপ্রসন্ন। পার্সি পারকিনসন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

– দেখা যাক তোমরা কে কেমন করলে, হ্যাগ্রিড বললেন– এখন যে যার মুদ্রা গুনে দেখ।

দেখা গেল রনের নিফ্‌লারস সবচেয়ে বেশি কৃতকার্য হয়েছে। হ্যাগ্রিড বললেন– কয়েনগুলো লেপরেচাউন সোনার। কয়েক ঘণ্টা পর উঠে যাবে।

প্রাইজ হিসেবে রন পেল প্রচুর হানিডিউক চকোলেট। লাঞ্চ খাবার ঘণ্টা বেজে যেতেই হ্যারি, রন, হারমিওন ছাড়া সকলেই ক্যাসেলে খেতে চলে গেল। ওরা হ্যাগ্রিডকে নিফ্‌লারস বাক্সে রেখে দিতে সাহায্য করল। কাজ করতে করতে হ্যারির হঠাৎ চোখ পড়ে গেল ম্যাদাম ম্যাক্সিমের ক্যারেজের দিকে। দেখল মাদাম ম্যাক্সিম ক্যারেজের খোলা জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

হ্যাগ্রিড, হারমিওনের হাতে মোটা ব্যান্ডেজ দেখে বললেন,– তোমার হাতে কি হয়েছে হারমিওন।

হারমিওন সকালে পাওয়া হেট মেলের কথা গড় গড় করে বলে গেল। খামের মধ্যে 'বাবোটিউবার পাসের' কথাও।

হ্যাগ্রিড, হারমিওনকে বললেন– চিন্তা করো না... আমিও তোমার মতো চিঠি পেয়েছি... সবই রিটা স্কীটারের 'ডেইলি মেলে' লেখার পর। লিখেছে, তুমি রাক্ষস-দানব, যত শীঘ্র পার এদেশে ছেড়ে চলে যাও। তোমার মা নিরীহ লোকেদের হত্যা করেছেন, ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে লেকের জলে ডুবে মর, এই সব জঘন্য কথা।

– না, অবিশ্বাস্য, হারমিওন রেগেমেগে বলল।

হ্যাগ্রিড নিফ্‌লারসদের বাক্সে ভরে কেবিনের দেওয়ালের দিকে রাখতে রাখতে বললেন,– ওই রকম চিঠি যদি পাও তো খামের মুখ না খুলে আগুনে পুড়িয়ে দেবে।

হ্যারি, হারমিওনকে বলল– তুমি দারুণ একটা ক্লাস মিস করেছ। রন, নিফ্‌লারসগুলো দারুণ না!

রনের হ্যারির কথায় কান দেবার সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি পারে হ্যাগ্রিডের দেওয়া চকলেট গবাগব খেতে লাগল।

রন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। চকলেট খাওয়া বন্ধ করে দিল।

– কী ব্যাপার, চকলেটে কি অন্য রকম গন্ধ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– না, তুমি আমাকে সোনার কথা আগে বলনি কেন? রন বলল।

– সোনা? হ্যারি বলল।

– আরে যে সোনাগুলো তোমাকে কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপের সময় দিয়েছিলাম, রন বলল– আমি তোমাকে 'লেপরেচৌয়ান' সোনা দিয়েছিলাম দুরবীন কেনার জন্য, সেগুলো উবে গেছে কেন তুমি আমাকে আগে বলনি?

হ্যারির, রনের কথা বুঝতে সময় লাগে।

– ওহ্..., হ্যারি বলল। মনে পড়ে গেল সোনার কয়েনের কথা। ধ্যাৎ আমার কিছু মনে নেই। আমি লক্ষ্যই করিনি আছে কি নেই..., আমি আমার ম্যাজিক দণ্ডের ব্যাপারে চিন্তায় ছিলাম... মনে নেই?

এনট্রেন্স হল দিয়ে ওরা গ্রেটহলে লাঞ্চ খেতে ঢুকল।

রন বলল– খুব ভাল কথা। প্লেট ভর্তি রোস্টেড বিফ, ইয়র্কশায়ার পুডিং ওর সামনে– তোমার তখন এত টাকা যে তার মধ্যে পকেটভর্তি 'গ্যালিয়নস্' চলে গেলেও খেয়াল করে নি?

– শুনো সেদিন রাত্রে সোনার-দানা ভাববার কথা একবারও মনে আসেনি, হ্যারি বলল।

রন বলল– 'লেপরেচৌয়ান' সোনা উবে যায় আমার জানা ছিলো না। আমি ভেবেছিলাম কেনার জন্য দাম নিচ্ছ। ক্রিস্টমাসে 'ছাজলে ক্যানন টুপি' আমাকে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি।

– ওসব কথা বাদ দাও তো, হ্যারি বলল।

রন কাঁটা চামচে একটা সেদ্ধ আলু বিঁধিয়ে দেখতে দেখতে বলল– দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি।

রনের কথাশুনে হ্যারি, হারমিওনের মুখের দিকে তাকাল। রনের কথা শুনে কি বলবে ভেবে পায় না। হঠাৎ বলার উদ্দেশ্য কী?

রন বলল– চুলোয় যাক সবকিছু। কিছু বেশি অর্থ রোজগারের জন্য ফ্রেড জর্জ যা করছে, দোষ দিই না। আমারও ইচ্ছে-করে তাই করতে, আমার কাছে নিফ্লারস থাকলে ভাল হত।

রনকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে হারমিওন বলল আসছে বছর ক্রিস্টমাসে তোমাকে ভাল উপহার দিতে হবে। এই রন মুখ গোমড়া করে একদম বসে থাকবে না, শরীর খারাপ হবে। রনকে খুশি করার জন্য হারমিওন আবার বললেন, আর

যাই হোক তোমার আঙ্গুল আমার মতো পূঁজে ভর্তি নয়। হারমিওনের ছুরি-কাঁটা চামচ নিয়ে খেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। আঙ্গুলগুলো ফুলে আছে, ব্যথা কমছে না। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ও রাগে ফেটে পড়ে বলল– ওই স্কীটারটাকে আমি ঘেন্না করি!... আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব বলেছিলাম।

* * *

পরের সপ্তাহেও হারমিওনের কাছে নিয়ম করে 'হেট মেল' আসতে লাগল। হ্যাগ্রিড 'ওগুলো' পুড়িয়ে ফেলতে বলেছেন, হারমিওন হ্যাগ্রিডের উপদেশ মত তাই করতে লাগল। মাঝে মধ্যে ওর শুভাকাঙ্ক্ষিরা হাউলার পাঠল, সেগুলো গ্রিফিন্ডার টেবিলে ফেটেও গেল। হলের ছেলে-মেয়েরা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকাতেই হারমিওন লজ্জায় পড়েন। যারা 'উইচ উইকলি' পড়ে না, তারাও হ্যারি-ক্রাম- হারমিওনের ত্রিকোণ প্রেমের' কথা জেনে গেল। হ্যারি আর কতজনকে, কতবার বলবে– হারমিওন ওর গার্ল ফ্রেন্ড নয়, বন্ধু।

ও হারমিওনকে সান্ত্বনা দিল– সময়ে এই সব ব্যাপার-স্যাপার সকলে ভুলে যাবে। আমাদের ভ্রূক্ষেপ না করাই ভাল। ওদিকে পাঠকরাও রিটার আমাকে নিয়ে একঘেয়ে কচকচানি পড়তে পড়তে বোর হয়ে যাবে।

হারমিওন রাগে ফেটে পড়ে বলল– আশ্চর্য! ওর তো মাঠে ঢোকা বারণ, তা সত্ত্বেও, কি করে ও মাঠেতে কে কি 'ব্যক্তিগত' কথা বলল, জানল কেমন করে!... সে যাক, রিটার কাছে তো অদৃশ্য হবার আলখেল্লা নেই যে স্কুল চত্ত্বরে ঢুকবে আর কেউ দেখতে পাবে না।

রন বিরক্ত হয়ে বলল– হারমিওন আমার কথা শোন, রিটাকে নিয়ে সময় নষ্ট না- করলেও চলবে।

– না! হারমিওন অনমনীয় স্বরে বলে উঠল। আমি জানতে চাই ভিক্টরের সঙ্গে আমি কি কথা বললাম, বা ও বলল- সেটা রিটা স্কীটার জানল কেমন করে? হ্যাগ্রিডের মা'র অতীত-বর্তমান জানল কেমন করে?

হ্যারি বলল– হয়ত তোমার কথা জানার জন্য বাগিং ডিভাইস লাগিয়ে জেনেছে।

রন কোনও তাপ-উত্তাপ না দেখিয়ে বলল– বাগিং ডিভাইস! সেটা আবার কী?

হ্যারি গোপনে লুকানো মাইক্রোফোন রেখে রেকর্ডিং সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলল।

রন মুগ্ধ হয়ে শুনল, হারমিওন, রিটা স্কীটার সম্বন্ধে যবনিকাপাত করে বলল– আচ্ছা তোমরা হোগার্টস অ্যা হিস্ট্রি পড়েছ?

– পড়ে কি হবে? রন বলল।– তুমি তো জান ওটা আমাদের মুখস্থ। আমরা

জানতে চাই তুমি পড়েছ কি না।

– ও গুলো মাগলরা ম্যাজিকের পরিবর্তে ব্যবহার করে– ইলেকট্রিসিটি, কমপিউটার রাডার... ওই রকম সব জিনিসপত্র– কিন্তু এভাবে হোগার্টের খবর নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এখানে 'ঘাসের তারের' বাধা দেওয়া আছে। আর আকাশে-বাতাসে চতুর্দিকে ম্যাজিক। না রিটা আনাচে-কানাচে লুকিয়ে ঘুরে ঘুরে আড়িপেতে খবর সংগ্রহ করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে কেমন করে করে আমি যদি জানতে পারি, ওই রকম করা সম্পূর্ণ বেআইনি...।

রন হারমিওনকে আবার বলল– রিটা আর তার লেখা বিরুদ্ধতা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও কাজ নেই? কেমন করে রিটা স্কীটারের প্রতি নেওয়া যায় তা কি আমাদের ভাবতে হবে না?

হারমিওন একটু থেমে আবার বলল– আমি তোমাদের সাহায্য চাইনি– যা করার আমি নিজেই করব। তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ও গটগট করে পাথরের সিঁড়ির দিকে চলে গেল, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। হ্যারির কোনও সন্দেহ নেই হারমিওন লাইব্রেরিতে গেছে।

দ্রুত হেঁটে যাওয়া হারমিওনকে রন চিৎকার করে বলল– ফেরার সময় বাক্স ভর্তি স্টিকার নিয়ে আসবে 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি রিটা স্কীটার'।

হারমিওন অবশ্য হ্যারি বা রনকে রিটার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ নেবার সাহায্য করতে অনুরোধ করল না। সামনে ইস্টারের ছুটি... অনেক হোমওয়ার্ক আর পড়াশুনা আছে। হ্যারি ভাবল হারমিওন তো আড়িপাতার মেথড সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারে... তাছাড়া আরও অনেককিছু। হোমওয়ার্ক নিয়ে ও ল্যাজে-গোবড়ে। তার মধ্যেও নিয়ম করে সিরিয়সকে খাবার পাঠাতে লাগল। গত গ্রীষ্মে ডার্সলে পরিবারে থেকে, ক্ষিধের কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। খাবারের সঙ্গে 'নোট' পাঠাতে লাগল আপাতত জানাবার কিছু নেই। ওরা পার্সির জবাবের আশায় ধৈর্য ধরে দিন কাটাতে লাগল।

ইষ্টার হলিডে শেষ হবার পর হেডউইগ ফিরে এল পার্সির সংবাদ নিয়ে। পার্সি ওর চিঠির সঙ্গে ইষ্টার এগ (ডিম) পাঠিয়েছে। অবশ্য মিসেস উইসলি পাঠাতে বলেছেন, বেশ বড় বড় ডিম, তাছাড়া বাড়িতে বানান টফি। হারমিওনকে বাড়ি থেকে ছোট মুরগির ডিম পাঠিয়েছে। পার্সির পাঠান ডিম আর টফি দেখে ওর মুখ ভার হয়ে গেল।

বলল– আমার মনে হয় তোমার মা ভুলেও উইচউইকলি পড়েন না, রন পড়েন কী?

রনের তখন মুখভর্তি টফি। বোধ হয় খাবার তৈরির রেসিপি পড়েন।

হারমিওন দুঃখভরা ক্লান্ত মনে ওকে পাঠান ছোট ডিমের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হ্যারি উৎসাহিত হয়ে বলল– পার্সি কী লিখেছে তুমি পড়বে না হারমিওন। পার্সি খুব ছোট করে লিখেছে পড়ে বিরক্তিকরও মনে হল।

আমি অনবরত ডেইলি প্রফেটকে বলে চলেছি মি. ক্রাউচ-এর বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন তাই বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাড়ি থেকে নিয়মিত প্যাঁচা মারফৎ নানা নির্দেশও পাঠাচ্ছেন না, আমি কিন্তু তাকে স্বচক্ষে দেখিতে না। তা' হলেও আমার উপরওয়ালার হাতের লেখা জানবো না এমন কথা নয়। ওই সব আজগুবি গুজব নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। কোনও বিশেষ প্রয়োজন বা কাজ না হলে তুমি আমাকে অযথা বিরক্ত করবে না, শুভ ইস্টার।

* * *

সামার টার্মে সাধারণত: হ্যারিকে কিডিচ খেলার কঠিন প্রশিক্ষণ নিতে হয়। হ্যারির তাই প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকতে হয়।

এই বছর অন্য ব্যাপার। ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্ট... শেষ টাস্ক, তার জন্য অনেক ভাবনা, চিন্তা- তৈরি হওয়া কিন্তু তার জন্য কি করতে হবে ও জানে না। শেষ পর্যন্ত মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ট্রান্সফিগারেসন ক্লাসের পর হ্যারিকে যেতে দিলেন না। বললেন, আজ রাত ন'টার সময় তোমাকে কিডিচ পিচে যেতে হবে।... মিস্টার বেগম্যান সেখানে থাকবেন। তোমাদের তৃতীয় টাস্কে কি করতে হবে না করতে হবে বুঝিয়ে দেবেন।

তো সেদিন সাড়ে আটটার সময় রন আর হারমিওনকে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে শুভরাত্রি জানিয়ে হ্যারি চলল ম্যাকগোনাগলের আদেশ মত। এনট্রেন্স হল পেরোবার সময় ওর সেডরিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও হাফলপাফের কমনরুম থেকে আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেডরিক বলল– কি করতে হবে মনে হয়? কিছু আভাস পেয়েছ?

খুব ঠাণ্ডা আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

– ফ্লেউর আন্ডারগ্রাউন্ড সুরঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে ভাবছে আমাদের গুপ্তধন বের করতে হবে!

– খুব একটা খারাপ হবে না, হ্যারি বলল। যদি তাই হয় তা হলে হ্যাগ্রিডকে বলবে একটা নিফ্‌লারস দিতে... ও কাজটা করে দেবে।

ওরা গল্প করতে করতে কিডিচ স্টেডিয়ামের অন্ধকার লনে পৌঁছল। তারপর দুটো স্ট্যান্ডের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে কিডিচ পিচে গেল।

যেতে যেতে হঠাৎ সেডরিক থেমে গিয়ে বলল– আমাদের এখানে ডেকেছেন কেন জান?

না; হ্যারি বলল।

আগের মতো কিডিচ পিচটা মসৃণ নয়। দেখে মনে হয় কেউ যেন পিচের ওপর যার যার ছোট ছোট লম্বা দেওয়াল তুলেছে। সোজা নয়, আঁকা-বাঁকা ও অপরিকল্পিত।

হ্যারি বলল– ওগুলো দেয়াল নয়, ছোট ছোট গাছ দিয়ে বেড়া বানান হয়েছে। হাতের কাছে বেড়াটা দেখতে দেখতে বলল। কে যেন হাসি হাসি গলায় বলল– তোমরা কে?

ওরা দেখল লাডো বেগম্যান ক্রাম আর ফ্লেউরকে নিয়ে পিচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হ্যারি, সেডরিক গুল্মের বেড়া টপকে বেগম্যানের কাছে গেল। হ্যারিকে দেখে ফ্লেউর হাসল। ওর এখন আর হ্যারির ওপর বিরাগ নেই। হ্যারি লেকের জলের তলা থেকে ওর ছোট বোনকে তোলার পর ওর মনোভাব বদলে গেছে।

শেষ হেজটা বেড়া দেওয়ার গাছ পার হয়ে বেগম্যানের কাছে হ্যারি, সেডরিক এলে বেগম্যান খুশি হয়ে বললেন,– কী? কি মনে হচ্ছে? হেজগুলো খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে, না? একমাসের মধ্যে হ্যাগ্রিড ঝোপগুলোকে হেজ কুড়িফুট লম্বা করে দেবেন।... চিন্তার কোনও কারণ নেই। তোমাদের কিডিচ পিচ, এই টাস্কটা হলে নতুন হয়ে যাবে। হাঃ হাঃ বলত এখন আমি কি ভাবছি?

সকলেই নীরব। তারপর–

ক্রাম বলল– গোলক ধাঁধা!

বেগম্যান, বললেন– ঠিক ধরেছ। তৃতীয় টাস্ক খুবই সোজাসুজি ব্যাপার। গোলক ধাঁধার মাঝখানে ট্রাইউইজার্ড কাপটি রাখা হবে। আঁকাবাকা গুল্মের বেড়া পেরিয়ে, যেমন করেই হোক... লাফিয়ে দৌড়িয়ে... যে প্রথম কাপটি ছুঁতে পারবে সে পাবে ফুলমার্ক... মানে পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ। ফ্লেউর বলল– তাহলে আমাদের এই হেজগুলো পার হতে হবে?

– খুব সোজা হবে না, মাঝে মধ্যে গতি ব্যাহত করার ব্যবস্থা থাকবে, মানে বাধা থাকবে। বেগম্যান হাতের বলটা পিচে বাউন্স করতে করতে বললেন।– হ্যাগ্রিড নানারকম জন্তুটন্তু দিচ্ছেন, তাছাড়া জাদুমন্ত্র দিয়ে পথ আটকানো হবে সেটাও তোমাদের ব্যর্থ করতে হবে। এই নানারকমের বাঁধা দেওয়ার জিনিস থাকবে যাতে অবাধে দৌড়ে, টপকে এসে ছুঁতে না পার।... বেগম্যান সেডরিক আর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।... সবাই একসঙ্গে ঢুকবে। তোমাদের আগে পৌঁছনোর জন্য অবশ্য ধাক্কা-ধাক্কি করতে হবে... অবশ্য নির্ভর করছে

তোমাদের সামনে নানারকম বাধার ওপর। দারুণ মজার ব্যাপার না?

হ্যারি, হ্যাগ্রিডের কাছে মাত্র দুটি জন্তু দেখেছে... সম্ভবতঃ তাই পাঠাবেন। খুব একটা মজাদার কিছু হবে বলে মনে হল না। ও বাকি তিন চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে হাসল।

–তোমাদের যদি কোনও প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এখন টাওয়ারের ফিরে যেতে পারি কী বল? বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে। হ্যারির পাশাপাশি বেগম্যান চললেন। যেতে যেতে হ্যারির মনে হল এবারেও যেন বেগম্যান ওকে সাহায্য করতে চান। ঠিক সেই সময় ক্রাম, হ্যারির পিঠে টোকা দিয়ে বলল–

– তোমায় একটা কথা বলতে পারি?

হ্যারি সামান্য আশ্চর্য হয়ে বলল– হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

– চল একটু হেঁটে হেঁটে কথা বলি।

– অবশ্যই, হ্যারি বলল।

বেগম্যান মনে হয় বিরক্ত হয়েছেন। বললেন– আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করব হ্যারি?

– না, ধন্যবাদ মি. বেগম্যান... আমি ঠিক ক্যাসেলে পৌঁছে যাব।

ওরা দু'জনে স্টেডিয়াম ছেড়ে মাঠে দাঁড়াল। কিন্তু ক্রাম ওদের জাহাজে যাবার পথটা ধরলো না।... ও অরণ্যের দিকে চলল।

– ও দিকে আমরা যাচ্ছি কেন? হ্যারি হ্যাগ্রিডের কেবিন পার হতে হতে বলল।

– ক্রাম বলল, জোরে জোরে কথা বলবে না, কেউ শুনতে পাবে।

ঘোড়ার আস্তাবল পার হয়ে ওরা অরণ্যের মুখে ঢালাও রাস্তায় দাঁড়াল। ক্রাম একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

বলল– আমি জানতে চাই, মানে তোমার সঙ্গে হারমিওনের সম্পর্কের বিষয়ে।

হ্যারি এই মুহূর্তে ক্রামের মুখ থেকে হারমিওন সম্বন্ধে প্রশ্ন আশা করেনি, ভেবেছিলো গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছু। ও একটু আশ্চর্য হয়ে ক্রামের মুখের দিকে তাকাল।

– তেমন বিশেষ কিছু না, হ্যারি বলল। কিন্তু ক্রাম ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। হ্যারির তখন ক্রামের লম্বা-চওড়া চেহারার দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। ও আমার বন্ধু, আমি ওর পারিবারিক বন্ধু, মোটেই আমার গার্ল ফ্রেন্ড নয়। কখনও হবেও না। সবই ওই স্কীটার মহিলার নোংরামি। যা ইচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে।

– হারমিওন দেখি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেফেরে। ক্রাম এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকাল যেন ও ধামাচাপা দিতে চাইছে আসল ব্যাপারটা – হ্যাঁ

বললাম তো আমরা ছোটবেলাকার বন্ধু।

হ্যারি ভাবতে পারছেনা ভিক্টর ক্রাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কিডিচ প্লেয়ার ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওই সব কথা বলছে কেন! যেন ও আর হ্যারি সত্যি প্রতিবন্ধী!

– সত্যি বলছ? কখনই ও তোমার গার্লফ্রেন্ড নয়?

– না, না। হ্যারি জোর দিয়ে বলল।

ক্রাম মনে হল খুশি হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড হ্যারির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল– তুমি খুব ভাল ফ্লাই কর। প্রথম টাস্কে তোমায় লক্ষ্য করেছি।

হ্যারি হেসে বলল– ধন্যবাদ! তারপর ক্রামের দিকে তাকিয়ে নিজেকে খাটো মনে হলনা। আমিও তোমাকে বিশ্বকাপে খেলতে দেখেছি। তুমি অসাধারণ কিডিচ প্লেয়ার।

কে যেন গাছের পেছন থেকে, ক্রামের পেছনে, বলতে গেলে কোনো রকম শব্দ না করে দাঁড়াল। হ্যারির ওই রকম শব্দ শোনা, অস্বাভাবিক কিছু দেখা অরণ্যের মধ্যে নতুন নয়। ও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ক্রামের হাত ধরে টান দিল।

– কি করছ?

হ্যারি গাছের ওধারে যেখানে পদশব্দ শুনেছে সেদিকে তাকাল। ও রোবের মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে জাদুদণ্ডটা বের করতে চাইল।

তারপরই বিরাট ওক গাছের পেছন থেকে বেশ লম্বা এক মানুষ ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। চট করে হ্যারি ওকে দেখে চিনতে পারলো না, তারপরই চিনতে পারলো, মি. ক্রাউচ!

ওকে দেখে মনে হল বহু পথ হেঁটে এসেছেন ও অতি ক্লান্ত, চলতে যেন আর পারছেন না। রোবটা জীর্ণ, বিশেষ করে হাঁটুর কাছে। ছেঁড়া রোব থেকে রক্তাক্ত দুটি হাঁটু দেখা যাচ্ছে! সারা রোবে ইতস্ততঃ রক্তে ভেজা, মুখে আঁচড়ের দাগ, দাড়ি-গোঁফ কামান নয়, খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। আপন মনে বক বক করছেন, হাত পা নাড়ছেন যেন সামনে কেউ দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন। হ্যারির ক্রাউচকে দেখে মনে হল, অভুক্ত ময়লা জীর্ণ বেশভূষা পরা একজন অতি দারিদ্র ভবঘুরে-যার থাকবার জায়গা নেই, আহার জোটে না। এই রকম এক ভবঘুরেকে ডাসলেদের সঙ্গে বাজারে গিয়ে দেখেছিল। সেই ভবঘুরে ক্রাউচের মতো নিজের মনে বকবক করছিল। অর্থহীন অসংলগ্ন কথা। আন্ট পেটুনিয়া ডাডলিকে টেনে নিয়ে অন্যদিকে চলে যান।

ক্রাম ক্রাউচের দিকে তাকিয়ে বলল– উনি একজন বিচারক ছিলেন না? তোমাদের এক মিনিস্ট্রিতে তো উনি ছিলেন...।

হ্যারি ঘাড় নাড়লো। ক্রাউচের কাছে যাবে কি যাবে না ভেবে নিয়ে ক্রাউচের কাছে ধীরে ধীরে গেল। ক্রাউচ, হ্যারির দিকে তাকালেন না, সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলেন, হ্যাঁ কাজটা করার পর ওয়েদারবাই, ডাম্বলডোরের কাছে প্যাঁচা পাঠিয়ে জানিয়ে দিও কতজন ডারমস্ট্রাংগ থেকে ছাত্র-ছাত্রী টুর্নামেন্টে আসবে। কারকারফ এইমাত্র জানিয়েছে, বার জন হবে।

হ্যারি খুব সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল– মি. ক্রাউচ!

তারপর আরেকটা প্যাঁচা মাদাম ম্যাক্সিমকে পাঠাবে, তাহলে কতজন ছাত্র-ছাত্রী তিনি আনবেন জানতে পারবে। এখন কারকারফ বলছেন বার... তাই করো ওয়েদারবাই... করবে তো? হ্যারি দেখল ওই কথা বলতে বলতে ক্রাউচের চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ক্রাউচ গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন... মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করতে লাগলেন। তারপর টলমল করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

– মি: ক্রাউচ? হ্যারি এবার খুব জোরে জোরে বলল– আপনার শরীর ভাল আছে তো?

ক্রাউচের চোখ দুটো বনবন করে ঘুরতে লাগল। হ্যারি ক্রামের দিকে তাকাল... ও হ্যারির পেছনে পেছনে গাছের দিকে দাঁড়িয়েছিল। ক্রাউচের দিকে সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

– কী হয়েছে ওনার?

হ্যারি বলল– বুঝতে পারছি না। শোন, তুমি বরং এখন যাও... পারো তো সঙ্গে কাউকে নিয়ে এস –।

– ডাম্বলডোর! ক্রাউচ হাঁফাতে হাঁফাতে লাগলেন। হ্যারির রোবটা হাত বাড়িয়ে ধরে কাছে টানলেন, চোখ হ্যারির কপালের দিকে– আমার দরকার... ডাম্বলডোর...।

– ঠিক আছে, হ্যারি বলল। – আপনি যদি দাঁড়াতে পারেন আমরা তাহলে ওদিকটায় যেতে পারি।

– আমি খুব বোকার মতো কাজ করেছি,... মি. ক্রাউচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ওকে দেখে একেবারে উন্মাদ মনে হয়... চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে মনে হয় কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে।

হ্যারি বলল– উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন মি. ক্রাউচ, আমি আপনাকে ডাম্বলডোরের কাছে নিয়ে যাব।

মি. ক্রাউচ অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন। খুব অস্পষ্ট ভাবে বললেন– তুমি কে?

– আমি স্কুলের একজন ছাত্র, হ্যারি বলল। ক্রামের সাহায্যের জন্যে ওর দিকে

তাকাল। ক্রাম দারুণ ভয় পেয়েছে ক্রাউচকে দেখে। ওর ভয়ার্ত মুখ।

– না তুমি নও...ওর? ক্রাউচ ফিস ফিস করে বললেন। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে লালা বেরোতে লাগল।

– না, হ্যারি বলল। যদিও সে ক্রাউচ হযবরল পাগলের মতো কি বলছেন... এক বর্ণও বুঝতেও পারি নি।

– ডাম্বলডোর?

হ্যারি বলল– হ্যাঁ তাই।

ক্রাউচ, হ্যারিকে জাপ্টে প্রায় ধরে ফেললেন। হ্যারি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু ক্রাউচের শক্তি অনেক বেশি।

– অমঙ্গলের সংকেত! ডাম্বলডোর...!

– আমি আপনাকে ডাম্বলডোরের কাছে নিয়ে যাব যদি যেতে চান, হ্যারি বলল। – এখনই চলুন মি. ক্রাউচ, আমি ডাম্বলডোরের কাছে নিয়ে যাব...। এবার হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে মি. ক্রাউচ বললেন।

– অশেষ ধন্যবাদ, ওয়েদারবাই। তুমি দেখা করিয়ে দেবার পর তোমাকে এককাপ চা খাওয়াবো। আমার স্ত্রী... ছেলে, এখনই এসে পড়বে, মি. আর মিসেস ফাজের সঙ্গে আজ রাতে আমরা কনসার্ট শুনতে যাব।

ক্রাউচ আবার সামনের গাছের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে লাগলেন... হ্যারি যে তার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। হ্যারি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলো... কখন যে ক্রাউচ ওকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝতেই পারেনি। এমনই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

– তুমি জানো আমার ছেলে বারোটা O.W.L পেয়েছে... এই ক'দিন আগে। খুব সন্তোষজনক। হ্যাঁ। আপনাকে ধন্যবাদ, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব গর্বের ব্যাপার। হ্যাঁ, তুমি যদি অ্যানডোরান মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক থেকে মেমোটা আমার জন্য আনতে পার, ভাল হয়। আমি তাহলে একটা জবাবের মুসাবিদা করতে পারি। হ্যারি ভাবলো, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না ডাম্বলডোরকে জানাতে হবে।

হ্যারি ক্রামকে বলল– তুমি এখানে ওনার সঙ্গে থাক, আমি ডাম্বলডোরকে এখনই ডেকে আনছি, আমার দেরি হবে না... খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ডাম্বলডোরের অফিসটা আমি জানি।

ক্রাম ভয় পেয়ে বলল– উনি মনে হয় পাগল...। ক্রাউচ তখনও গাছের সঙ্গে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছেন।... ধরন দেখে মনে হল গাছ নয় এখন পার্সির সঙ্গে কথা বলছেন।

– আপনি এর সঙ্গে অপেক্ষা করুন, হ্যারি ক্রাউচকে কথাটা বলে ও উঠতে

যাবে, ক্রাউচ ওকে ছাড়লেন না। হ্যারিকে আবার জোর করে দু' হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে রাখলেন।

– আমায়...ছেড়ে... যেও না, ক্রাউচের দু'চোখ আবার ফুলে উঠল - সবদোষ আমার... বার্থা... মৃত... সব আমার দোষ... আমার ছেলে... আমার দোষ... ডাম্বলডোরকে বলবে... হ্যারিপটার... ডার্কলর্ড (ভোল্ডেমর্ট)... শক্তিশালী... হ্যারি পটার।

– আমায় ছাড়লে তবে তো আমি যাব, মি. ক্রাউচ, হ্যারি বলল। কথাটা বলে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে হ্যারি ক্রামের দিকে তাকাল– আমাকে একটু সাহায্য কর... দাঁড়িয়ে দেখছো কী?

ক্রামকে দেখে মনে হয় ও-কি করবে না করবে স্থির করতে পারছেনা।... ও পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে ক্রাউচের পাশে দাঁড়াল।

হ্যারি, ক্রাউচের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ক্রামকে বলল– মি. ক্রাউচকে এখানে আটকে রাখ। ডাম্বলডোরকে নিয়ে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে।

ক্রাম অসহায়ের মতো বলল,– হ্যারি তুমি আমাকে একলা ফেলে যেও না। হ্যারি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন অরণ্যের ভেতর থেকে বাইরে এসে ক্যাসেলের দিকে দৌড়তে লাগল। মাঠের কাছে এসে দেখল, বেগম্যান ফ্লেউর সেডরিক নেই, ওরা চলে গেছে।

হ্যারি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওক গাছের তৈরি সামনের দরজার সামনে দাঁড়াল, তারপর শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল।

– শের- শেরবেট লেমন, ও হাঁফাতে হাঁফাতে পাশওয়ার্ড বলল।

এটাই ডাম্বলডোরের অফিসে যাবার লুকনো সিঁড়ি। অন্তত দু'বছর আগেও এই 'পাশওয়ার্ড'টা ছিল।... দূর্ভাগ্য! 'পাশওয়ার্ড' বদলেছে। দরজাটা খুললো না, কেঁপে কেঁপে উঠল। হ্যারি দরজার সামনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

– খোলো! হ্যারি চিৎকার করে বলল – খোল শিগগিরি খোলো কিন্তু ওর চেঁচানো ব্যর্থ... দরজা খুললো না... ও হতাশ হয়ে অন্ধকার করিডরে দাঁড়িয়ে রইল।... ডাম্বলডোর কী তা হলে স্টাফ রুমে আছেন?... ও সেই দিকে চোখ-কান বন্ধ করে ছুটল।

পটার!

হ্যারি থমকে দাঁড়িয়ে এ'ধার-ও'ধার তাকাতে থাকে।

স্লেইপ ছাদের জল বেরিয়ে যাবার নলের কাছে গোপন সিঁড়ি বেয়ে হ্যারির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন– এখানে তুমি কি করছ পটার? হ্যারি স্লেইপের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল– প্রফেসর ডাম্বলডোরের সঙ্গে এখনই আমার দেখা করা

দরকার। মি. ক্রাউচ অরণ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন... উনি চাইছেন... মনে হয় ওর শরীর ভাল নেই।

স্নেইপ অবাক হয়ে বললেন– কি সব আজেবাজে কথা বলছ? ওর কাল চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। – যত সব বাজে কথা।

হ্যারি গলা ফাটিয়ে বলল– মিঃ ক্রাউচ! মন্ত্রণালয়ের... মনে হয় খুব অসুস্থ বা অন্য কিছু... অরণ্যে একা রয়েছেন... ডাম্বলডোরকে আসতে বলছেন! আমাকে 'পাশওয়ার্ডটা' বলুন।

– পটার... হেডমাস্টার এখন খুব ব্যস্ত, স্নেইপ বললেন। ওর শুকনো চ্যাপ্টা মুখে তীর্যক হাসি!

– আমাকে ডাম্বলডোরকে জানাতেই হবে ব্যাপারটা।

– তুমি কী আমার কথা শুনতে পাওনি পটার?

হ্যারির স্নেইপের মুখ দেখে মনে হল ক্রাউচের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছেন, বেশ মজা পাচ্ছেন, তার কণামাত্র সহানুভূতি নেই হ্যারির কথায়।

– শুনুন, হ্যারি রেগে বলল। – ক্রাউচ এখন বিপদগ্রস্ত, ভারসাম্য হারিয়েছেন... বলছেন, ডাম্বলডোরকে কোনও একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চান।

ঠিক সেই সময়েই স্নেইপের পেছনে পাথরের দেয়াল সরে গেল। দেখল ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে। পরনে সবুজ রং-এর বড় আলখেল্লা, মুখে অদ্ভুত এক হাসি।

– কোনও সমস্যা...? হ্যারি ও স্নেইপকে দেখতে দেখতে ডাম্বলডোর বললেন।

স্নেইপ কিছু বলার আগেই হ্যারি বলল– প্রফেসর... মি. ক্রাউচ এখন... অরণ্যে রয়েছেন... আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন!

হ্যারি ভেবেছিল ওর কথা শুনে ডাম্বলডোর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কিন্তু না, কোনও প্রশ্ন না করে বললেন– চল, আমার সঙ্গে চল।

ডাম্বলডোর স্নেইপের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে করিডর ধরে হ্যারির সঙ্গে চললেন। স্নেইপ জল নিষ্কাশনের পাইপের পাশে বোবার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মার্বেল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ডাম্বলডোর বললেন– উনি কি বলছিলেন, হ্যারি এবার শান্ত হয়ে ভাল করে বল।

– বলছেন, কোনও একটা ব্যাপারে আগে থেকে আপনাকে সাবধান করে দিতে চান; হ্যারি একদমে বলে গেল। – বলছিলেন, তিনি নাকি সাংঘাতিক কিছু করেছেন... ছেলের কথা বললেন... বার্থা জোরকিনস্... আর আর ভোল্ডেমর্ট... বললেন, ভোল্ডেমর্ট আবার শক্তিশালী হয়েছেন...।

– তাই বললেন, ডাম্বলডোর অন্ধকার মাঠের ভেতর হ্যারির সঙ্গে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন।

– কেমন যেন এলোমেলো কথা বলছেন, সুস্থির নয়... বলতে পারছেন না কোথায় রয়েছেন, অরণ্যে কেমন করে এলেন। মনে হচ্ছিল আপন মনে পার্সি উইসলির সঙ্গে কথা বলছেন।... তারপরই আপনার কথা বললেন... আমি তাকে আগলাবার জন্যে ভিক্টর ক্রামকে রেখে এসেছি।

– তাই? ডাম্বলডোর তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।... ডাম্বলডোর জোর কদমে হাঁটতে লাগলেন। এত জোরে যে তার সঙ্গে তাল রাখার জন্য হ্যারি এক রকম দৌড়াতে লাগল।– আর কেউ মি. ক্রাউচকে দেখেছে?

– না, হ্যারি বলল।– ক্রাম আর আমি গল্প করছিলাম... বেগম্যান আমাদের তৃতীয় টাস্কে কি করতে হবে বললেন... আমি আর ভিক্টর ক্রাম রয়ে গেলাম... অরণ্যের দিকে যেতেই দেখলাম মি. ক্রাউচ আসছেন।

– ওরা কোথায়? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন, বক্সবেটনের ক্যারেজ অন্ধকারে আবছা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি সেদিক তাক করে দেখালো, সেখানে.....।

– ও দিকটায়। হ্যারি, ডাম্বলডোরকে গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে হাঁটতে লাগল।

– ভিক্টর! হ্যারি উচ্চস্বরে বলল।

কেউ কোন জবাব দিলো না।

– ওরা তো- এখানেই ছিল, হ্যারি ডাম্বলডোরকে বলল।... কাছে পিঠে নিশ্চয়ই আছে।

– লুমোস, ডাম্বলডোর হাতের জাদুদণ্ডটা জ্বালিয়ে ওপরের তুলে বললেন।

তীক্ষ্ণ আলো... একটার পর একটা গাছের আড়ালে আলো ফেলতে লাগলেন ডাম্বলডোর। কোথাও ক্রাউচ বা ভিক্টরের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে গাছের তলাতেও আলো ফেলছেন! চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে গেলেন ডাম্বলডোর।... একটা গাছের তলায় কে যেন শুয়ে রয়েছে। হ্যারি সে দিকে দৌড়ে গেল, দেখল ক্রাম গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে।

ক্রাউচের কোনও চিহ্ন নেই। ডাম্বলডোর হেঁট হয়ে অচৈতন্য ক্রামের বন্ধ দু' চোখের পাতার একটা পাতা ধীরে ধীরে তুললেন।

– জ্ঞান হারিয়েছে! ডাম্বলডোর স্বভাবসিদ্ধ নরম সুরে বললেন। জাদুদণ্ডের আলো পড়ে ডাম্বলডোরের অর্ধচন্দ্রের মত চশমার কাঁচ ঝিক ঝিক করছে। ডাম্বলডোর আরও দু'একটা গাছের দিকে আলো ফেললেন।

– আমি কাউকে ডেকে আনতে পারি?... মাদাম পমফ্রে! হ্যারি বলল।

কোথাও যেতে হবে না, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

ডাম্বলডোর জাদুদণ্ডটা উঁচু করে হ্যাগ্রিডের অন্ধকার কেবিনের দিকে ফেললেন। হ্যারি দেখল ডাম্বলডোরের জাদুদণ্ডের মুখ থেকে রূপোলি সরু আলো কি করে পড়ছে... মাঝে মধ্যে গাছের পাতায় ফেলছেন... মনে হয় যেন গাছের পাতায় পাতায় ভূতুড়ে পাখি বসে রয়েছে। তারপর ডাম্বলডোর আবার ক্রামের দিকে ঝুঁকে পড়ে তীব্র আলোটা ওর মুখে ফেললেন, তারপর বিড় বিড় করে বললেন, 'এনারভেট'।

ক্রাম চোখ খুলল। অসম্ভব হতবুদ্ধি অবস্থা ওর। ডাম্বলডোরকে দেখে উঠে বসতে গেল। কিন্তু ডাম্বলডোর ওর পিঠে হাত রেখে ওকে শুইয়ে দিলেন। উঠতে দিলেন না।

– একজন আমাকে আক্রমণ করেছিল, অস্পষ্ট স্বরে ক্রাম বলল। কোথায় আঘাত করেছে দেখানোর জন্য একটা হাত মাথায় রাখল।– ওই বুড়ো পাগলটা আমার মাথায় মেরেছে। পটার কোথায় গেছে দেখছিলাম ঠিক সেই সময় পেছন থেকে মারল।

– আরও একটু শুয়ে থাক, ডাম্বলডোর বললেন।

ওদের কানে এলো ভারি পায়ের চলার থপ থপ শব্দ। দেখল হ্যাগ্রিড হাতে তার ধনুক নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আসছেন।

– প্রফেসর ডাম্বলডোর! বড় বড় চোখে হ্যাগ্রিড বললেন।– হ্যারি কি ব্যাপার...।

ডাম্বলডোর বললেন– হ্যাগ্রিড আপনি কি অনুগ্রহ করে প্রফেসর কারকারফকে এখানে আসতে বলবেন। ওনার ছাত্রকে আক্রমণ করা হয়েছে, এরপর আপনি দয়া করে প্রফেসর মুডিকে একটু সজাগ করে দেবেন...।

– কোনও প্রয়োজন নেই ডাম্বলডোর। বড় বড় নিশ্বাস ফেলে মুডি বললেন।– আমি এসে গেছি। মুডি পা- টেনে টেনে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। মুডি জাদুদণ্ডও ডাম্বলডোরের মতো প্রজ্জ্বলিত।

– চুলোয় যাক আমার ল্যাংড়া পা! আগে আসতে পারতাম... কী হয়েছে? স্নেইপ আমাকে ক্রাউচ সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন–।

– ক্রাউচ? হ্যাগ্রিড ভাবালো শূন্য কণ্ঠে বললেন।

– হ্যাগ্রিড অনুগ্রহ করে কারকারফকে খবর দিন।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ তাইতো। হ্যাগ্রিড অন্ধকারে বড় বড় গাছের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন।

– কে জানে বার্টি ক্রাউচ কোথায় গেলেন। এখন তো আমাদের তাকে খুঁজে বের করা দরকার। ডাম্বলডোর মুডিকে বললেন।

– ও মুডি তার দণ্ডের আলো জ্বেলে ঘন অরণ্যের মধ্যে পা টানতে টানতে চলে

গেলেন।

হ্যাগ্রিড আর ফ্যাংগ ফিরে না-আসা পর্যন্ত ডাম্বলডোর আর হ্যারি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একটু দেখলেন কারকারফ হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। গায়ে রূপালি ফার, খুব বিষন্ন আর উত্তেজিত।

ক্রামকে গাছের তলায় পড়ে থাকতে দেখে বললেন– কী ব্যাপার?... কি সব কাণ্ডকারখানা...!

ক্রাম উঠে বসে বলল– আমায় কেউ পেছন থেকে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।... মি. ক্রাউচ, এই রকম নাম হবে ।

– ট্রাইউইজার্ড জাজ তোমাকে আক্রমণ করেছিলেন?

– ইগর, ডাম্বলডোর বলতে শুরু করার আগেই কারকারফ তার গায়ের ফারটা ক্রামের গায়ে মুড়ে দিলেন। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ কারকারফ।

ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন– আপনি আর আপনার মিনিস্ট্রি বিশ্বাসঘাতক! আপনারা আমাদের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে এখানে আনিয়েছেন ডাম্বলডোর! কোনোরকমই এই প্রতিযোগিতাকে সমানে সমানে বা স্বচ্ছ বলা চলে না। প্রথমত: হ্যারি পটার কম বয়স্ক তাও ওকে ঢুকিয়েছেন। এখন দেখছি আপনার মিনিস্ট্রির বন্ধু- আমার চ্যাম্পিয়নকে সু-পরিকল্পিতভাবে বের করে দিতে চাইছে! ডাম্বলডোর আমি অন্যায়ের গন্ধ পাচ্ছি, সমগ্র ব্যাপারটায় দুর্নীতি! আপনি, আপনি ডাম্বলডোর... নানা মিষ্টিকথা বলে সকলকে বিভ্রান্ত করেছেন। আপনার বিবাদ মেটান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। আপনি নিজেকে কি ভেবেছেন!

কথাগুলো একটানা বলে কারকারফ ডাম্বলডোরের পায়ের কাছে ঘ্যাঁক করে এক গাদা থুতু ফেললেন। হ্যাগ্রিড এক মুহূর্তে সময় নষ্ট না-করে কারকারফের ফারের কোটের একটা কোনা ধরে ওকে তুলে ধরে সামনের গাছের দিকে ছুঁড়লেন।

কারকারফ আঘাত পেয়ে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন। হ্যাগ্রিড বললেন– ক্ষমা চান কারকারফ! হ্যাগ্রিড পা দিয়ে চেপে ধরল কারকারফকে। ঘুষি মারত এগিয়ে যেতেই ডাম্বলডোর চিৎকার করে বললেন– না, না হ্যাগ্রিড, খবরদার মেরো না।

হ্যাগ্রিড হাত সরিয়ে নিতেই বড় একটা গাছের ডালের মতো গাছটার তলায় কারকারফ লুটিয়ে পড়লেন। কিছু গাছের পাতা আর শুকনো ছোট ছোট ডাল কারকারফের ওপর খসে পড়ল।

ডাম্বলডোর বললেন– হ্যাগ্রিড আপনি অনুগ্রহ করে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ওর ক্যাসেলে দিয়ে আসুন।

হ্যাগ্রিড ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল– আমার এখান থেকে যাওয়াটা ঠিক হবে না, আমি এখানে থাকি হেডমাস্টার।

ডাম্বলডোর আবার বললেন–ওকে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে সঙ্গে করে নিয়ে যান হ্যাগ্রিড।... হ্যারি আমি চাই তুমি সেখানেই থাকবে। কোন কাজ যদি তুমি করতে চাও, প্যাঁচা মারফত চিঠি পাঠাতে চাও- সেগুলো আগামীকাল সকাল পর্যন্ত মূলতুবি রাখবে। কি, আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

হ্যারি বলল– হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ভেবে পেলেন না এই মুহূর্তে প্রফেসর ডাম্বলডোর কেমন করে বুঝতে পারলেন–ও ঘরে ফিরে পিগউইগ মারফত সিরিয়সকে যা ঘটেছে সেটা সবিস্তারে জানাতে চাইছে।

হ্যাগ্রিড গাছের তলায় হতবাক হয়ে পড়ে থাকা কারকারফের দিকে ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল– হেডমাস্টার, আপনার কাছে ফ্যাংগকে রেখে গেলাম। ফ্যাংগ বেশি ঘেউ ঘেউ করবে না। শুভরাত্রি হেডমাস্টার।

হ্যাগ্রিড হ্যারিকে বলতে গেলে এক রকম বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন।

বক্সবেটনের বিরাট ক্যারেজের কাছে পৌঁছে হ্যাগ্রিড বললেন, কারকারফের সাহস তো কম নয়। ও ডাম্বলডোরকে যা মুখে আসে তাই বলল। ডাম্বলডোর নাকি তোমাকে প্রথম করাতে চায়। খুবই চিন্তিত মনে হল। এর আগে আমি কখনও কোনও দিন হেডমাস্টারকে এত চিন্তিত দেখিনি।... আর তুমি..?

হ্যারি, হ্যাগ্রিডের গলার স্বর শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। – বলি তুমি ওই দাম্ভিক ছেলেটার সঙ্গে ওখানে কেন এসেছিলে? হ্যারি ও এখানকার নয়, ডারমস্ট্র্যাংগ থেকে এসেছে হ্যারি। ওকে নিয়ে তো ম্যাগাজিন অভব্য কথা লিখছে। মুডি তোমায় কিছু বলেন নি?

এনট্রেন্স হলের মুখে এসে হ্যারি বলল– হ্যাগ্রিড, ক্রাম খুব ভাল ছেলে। আমাকে ও বিপদে ফেলতে চায়না। ও আমার সঙ্গে হারমিওন সম্বন্ধে নিভৃতে কথা বলতে এসেছিল।

হ্যাগ্রিড সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন– এ বিষয়ে আমি হারমিওনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওই বিদেশীদের সঙ্গে যত কম কথা বলবে তত ভাল। ওদের আমি বিশ্বাস করি না।

হ্যারি বলল– মাদাম ম্যাক্সিম ও তো বিদেশী। তাহলে ওনার সঙ্গে কথা বলেন কেন?

– ওর সম্বন্ধে আমার কাছে কিছু বলবে না, হ্যাগ্রিড বললেন।– আমি ওকেও পছন্দ করি না।...

ফ্যাটলেডির কাছে এসে 'পাশওয়ার্ড' বলে হ্যারি কমনরুমে গিয়ে দেখল রন, হারমিওন উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রয়েছে।

হ্যারি ওদের যা যা ঘটেছে সব বলল। অবশ্য ডাম্বলডোর আগামী কাল পর্যন্ত চিঠি পাঠানো মুলতুবি রাখতে বলেছেন। ও আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছে না।

উনত্রিশতম অধ্যায়

দ্য ড্রিম

হারমিওন ওর কপাল টিপতে টিপতে বলল– তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়– হয় মি. ক্রাউচ ভিক্টরকে আক্রমণ করেছিলেন, নয়ত অন্য কেউ, মানে ভিক্টর যখন অন্যদিকে তাকিয়েছিল তখন দু'জনকেই আক্রমণ করেছিল।

রন কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলল– কোনও সন্দেহ নেই মি. ক্রাউচই আক্রমণ করেছেন, তাই হ্যারি আর ডাম্বলডোর ছুটে আসার আগেই দৌড়ে পালিয়েছেন।

হ্যারি মাথা নেড়ে বলল– আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ক্রাউচের আক্রমণ কোনো শক্তিই ছিলো না।

হারমিওন বলল– তোমায় কতবার বলেছি হোগার্টের মাঠে বা জঙ্গলে একা একা ঘুরবে না? সিরিয়সও তোমাকে সাবধান করেছিল।

– বেশ তাহলে ধরা যাক, রন জোরে জোরে বলল।– ক্রাম, ক্রাউচকে মেরেছে... তারপর বোকা বানাবার জন্য গাছের তলায় পড়েছিল।

হারমিওন চোখ বড় বড় করে বলল– তারপর মি. ক্রাউচ উবে গেলেন, তাই না?– ওহো... মানে...।

সকালের দিকে ওদের কোনও ক্লাস ছিলো না। খুব সকালে উঠে ওরা ডরমেটরি থেকে বেরিয়ে প্যাঁচাদের আস্তানায় সিরিয়সকে চিঠি পাঠানোর জন্য হাজির হল। ওখানে দাঁড়িয়ে ফোলা ফোলা চোখে শিশিরসিক্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। গত রাতে দেরি করে শুয়েছে, উঠেছেও অনেক ভোরে। ঘুম ভাল করে হয়নি, তাই তিনজনেরই চোখ ফোলা ফোলা।

হারমিওন, হ্যারিকে বলল– আচ্ছা আর একবার বল মি. ক্রাউচ উল্টোপাল্টা কি বলছিলেন?

হ্যারি বলল– আমি তো আগেই বলেছি ওর কথার মধ্যে... মানে উল্টোপাল্টা বলছিলেন যেমন– ডাম্বলডোরকে সাবধান করে দেওয়া, হ্যাঁ বার্থা জোরকিনসের নাম করেছিলেন... মনে হয় তিনি মারা গেছেন...বলেছিলেন, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য তিনি দায়ী নিজের ছেলেরও নাম উল্লেখ করেছিলেন...।

– সবই তার দোষ বলছিলেন তাই না? হারমিওন রসিয়ে বলল।

হ্যারি বলল– মনে হয় ভারসাম্য হারিয়েছিলেন, বলছিলেন ছেলে-স্ত্রী এখনও বেঁচে আছে, আবার পার্সির সঙ্গে অফিসের কাজের কথাও বলছিলেন, ইন্সট্রাকশন দিচ্ছিলেন একটা গাছকে।

রন বলল– মনে পড়েছে, ইউ-নো-হু সম্বন্ধে কি বলছিলেন?

হ্যারি বলল– আরে কতবার এক কথা বলব? বলছিলেন ইউ-নো-হু আরও শাক্তিশালী হয়েছে।

তিনজনেই চুপ করে রইল।

তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে রন বলল– এই যে তুমি বললে, মনে হয় তার মাথা ঠিক ছিলো না? তাহলে মন হয় সব কথা প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

– ভোল্ডেমর্টের নাম বলার সময় একটুও প্রলাপ বা অসংলগ্ন মনে হয়নি। হ্যারি রনের ঠাট্টা ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবে মনে হয় ঠিকভাবে বলার প্রাণপন চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু পারছিলেন না। বারবার ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করার কথা বলছিলেন।

হ্যারি জানালা থেকে সরে গিয়ে ঢালু ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। প্যাঁচাদের থাকার অর্ধেক দাঁড় প্রায় শূন্য, মাঝে মধ্যে প্যাঁচারা দাঁড়ে এসে বসছে আবার খোলা জানালা দিয়ে হুস করে উড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার রাতের শিকার ইঁদুর ঠোঁটে করে নিয়ে আসছে।

– স্নেইপ যদি ডাম্বলডোরের কাছে যেতে আমাকে না-আটকাতেন তাহলে আমরা হয়ত ঠিক সময় ওখানে পৌছতে পারতাম, হ্যারি তিক্ত কণ্ঠে বলল। উনি বললেন, হেডমাস্টার দারুণ ব্যস্ত পটার, কি সব বকছ পটার? এইসব মাথা খারাপের কথা। আমাকে আটকাবার কোনও কারণ ছিলো না স্নেইপের। উনি আমাকে ডাম্বলডোরের কাছে চলে যেতে দিতে পারতেন।

রন সঙ্গে সঙ্গে বলল– হয়ত স্নেইপ তোমাকে ওই স্থানে ফিরে যেতে দিতে চাননি। আচ্ছা কত তাড়াতাড়ি স্নেইপ ওখানে যেতে পারতেন? তোমার চেয়েও আগে? ডাম্বলডোরকেও হারিয়ে দিতেন?

হ্যারি বলল– মানুষ থেকে বাদুর হলে...।

হারমিওন বলল, ঠাট্টা-তামাশা রাখ। আমাদের এখন প্রফেসর মুডির সঙ্গে

দেখা করার দরকার। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মি. ক্রাউচকে পেলেন কিনা আমাদের জানতে হবে।

হ্যারি বলল– প্রফেসর মুডির কাছে একটা মারাউডাবস ম্যাপ (যদিও সেটা ওর) থাকলে খুব সুবিধে হত।

ক্রাউচ সীমানার বাইরে চলে গেলে ম্যাপ দিয়ে কিছুই হত না রন বলল।

হারমিওন ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে 'শু' শব্দ করল। সাবধান করে দিল।

হ্যারির কানে এল দু'জনের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পদ শব্দ আর তাদের তর্কবিতর্ক। ওদের দিকেই তারা আসছে। যত এগিয়ে আসে, স্পষ্ট শুনতে পায় তাদের কথা।

– ব্ল্যাকমেল ছাড়া কিছুই নয়... আমরা কিন্তু অনেক ভোগান্তিতে পড়তে পারি।

– আমরা ভদ্র হবার অনেক চেষ্টা করেছি। এখন ওর মত নোংরা হতে হবে। ও যেসব কাজ করেছে, মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক সেটা জানুক, একেবারেই চায় না।

– আমি কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় না-করে বলছি, তুমি যদি লিখে জানাও তো সেটা ব্ল্যাকমেল ছাড়া অন্য কিছু হবে না।

– তুমি যদি বেশ মোটা রকম কিছু পাও, তাহলে ব্যাপারটা কানে তুলবে না, নালিশ করবে না। তাই না?

প্যাঁচার আড্ডার দরজা শব্দ করে খোলার শব্দ হল। ফ্রেড আর জর্জ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ওদের তিনজনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রন আর ফ্রেড একই প্রশ্ন একই সঙ্গে করল।

– তোমরা এখানে কিসের জন্য এসেছ?

– চিঠি পাঠাতে, হ্যারি আর রন একই সঙ্গে বলল।

হারমিওন ফ্রেডকে বলল– এই সময়ে?

ফ্রেড হাসল– তোমরা যদি জানতে না চাও আমরা কেন এসেছি, তাহলে আমরাও তোমাদেরটা জানতে চাবো না।

হ্যারি দেখল ফ্রেডের হাতে সিল করা একটা খাম। ফ্রেড ইচ্ছে করেই হোক বা এমনিতে, খামটা এক হাত থেকে অন্য হাতে রাখার সময় ঠিকানা-নাম দেখতে পাওয়া গেল।

– যাকগে আমরা তোমাদের আটকে রাখছি না, ইচ্ছে করলে যেতে পার, ফ্রেড দরজাটা দেখাল।

রন যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল, বলল– কাকে তোমরা ব্লেকমেল করছ?

ফ্রেডের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। হ্যারি তখন জর্জ ফ্রেডের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল।

ফ্রেড বলল– বোকার মতো কথা বলবে না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ফ্রেড ও জর্জ- পরস্পরের দিকে তাকাল।

তারপর ফ্রেড বলল– রন কতবার তোমায় বলা হয়েছে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না? তুমি কী তোমার নাক যেমনটি আছে তেমন রাখতে চাও?... অযথা কেন...

– তোমরা যদি কাউকে ব্লেকমেল করার কথা ভাব, তাহলে আমার বাধা দেবার অধিকার আছে জর্জ ঠিকই বলেছে শেষে তুমি বিপদে জড়িয়ে পড়বে।

জর্জ বলল– বললাম তো– ঠাট্টা করছিলাম। কথাটা বলার পর জর্জ ফ্রেডের হাত থেকে খামটা নিয়ে কাছাকাছি একটা লক্ষ্মী প্যাঁচার পায়ে বেঁধে দিল। তুমি দেখি আমাদের প্রিয় বড় ভাইয়ের মতো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছ রন, নিজের চরকায় তেল দাও, অচিরে প্রফেট হয়ে যাবে।

রন তেজের সঙ্গে বলল– না; তা আমার দরকার নেই।

জর্জ প্যাঁচাটাকে হাতে নিয়ে জানালার কাছে এসে উড়িয়ে দিল।

তারপর রনের দিকে তাকিয়ে জর্জ হেসে বলল– চললাম, পরে দেখা হবে।

ওরা চলে গেলে হ্যারি, রন আর হারমিওন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হারমিওন বলল– মনে করবে না গতরাতে ব্যাপারটা ওরা কিছু জানে না।

হ্যারি বলল– আমার তো মনে হয় না। তা হলে ওরা এর মধ্যে সবাইকে বলে বেড়াত, ডাম্বলডোরকেও।

রনের মুখে নিদারুণ অস্বস্তির ছাপ।

হারমিওন সেটা লক্ষ্য করে বলল– ব্যাপার কি, কী ভাবছ?

– বলতে পারছি না, রন বলল– ইদানীং লক্ষ্য করছি ওরা দু'জনে অর্থের পেছনে ছুটছে, যখনই ওদের কাছে যাই অর্থ ছাড়া অন্য কিছু বলে না।

– যা ইচ্ছে করুক; কিন্তু ব্ল্যাকমেল? হ্যারি বলল।

– জোক শপের ব্যাপার হয়তো। ভেবেছিলাম ওরা মাকে রাগাবার জন্য বলে; এখন ওদের কাজকর্ম দেখে মনে হয় শপ খুলতে ওরা বদ্ধপরিকর। মনে হয় একটা খুলবে। আরতো একটা বছর হোগার্টে থাকবে, তারপর ভবিষ্যত তো দেখতে হবে। বাবা কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। ওদের কাজ শুরু করার জন্য সোনা দরকার। কোথা থেকে পাবে!

হারমিওন একটু বিস্মিত হলো। বলল– ঠিক আছে, সবই মানলাম; কিন্তু সোনার জন্য বেআইনি কাজ করতে হবে?

রন বলল– ওরা কি করছে না করছে সঠিক জানি না। সত্যি কি অবাক হবো না যদি ওরা বেআইনি কাজ করছে বা ভবিষ্যতে করে?

হারমিওন বলল– বুঝলে রন, সরকারের আইন স্কুলের আইন নয়। ব্ল্যাকমেল

করা অপরাধ! এ কারণে ওদের জেল হতে পারে, পার্সিকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। পার্সি জানলে ভাল হয়।

রন কথাটা শুনে বলল– তুমি পাগল হলে নাকি? ও একটি ক্রাউচ, জানতে পারলে ওদের জেলে পুরে দেবে। কথাটা বলে ও খোলা জানালার দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। একটু আগে ফ্রেড আর জর্জ ওখান দিয়ে প্যাঁচা পাঠিয়েছে। যাকগে চল ব্রেকফাস্ট খাবো না?

হারমিওন পেচানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, প্রফেসর মুডির সঙ্গে কথা বলা... মানে এত তাড়াতাড়ি, ঠিক হবে কী?

রন বলল– ঘুম থেকে সাতসকালে ওকে তুললে দারুণ ক্ষেপে যেতে পারেন। রেগে-মেগে আমাদের ছুঁড়ে ফেলেও দিতে পারেন। অপেক্ষা করাই ভাল।

'ম্যাজিকের ইতিহাসের' ক্লাস শেষ হতেই ওরা ডার্ক আর্টস ক্লাসরুমের দিকে ছুটতে ছুটতে চলল। দেখল প্রফেসর মুডি ঘর থেকে বেরোচ্ছেন।

ওদের মুডিকে দেখে মনে হল খুব ক্লান্ত। ওনার স্বাভাবিক চোখটা ক্ষীণ মুখটাও স্বাভাবিক নয়।

ভিড় ঠেলে মুডির দিকে ওরা এগিয়ে গেল। হ্যারি বলল– প্রফেসর মুডি?

মুডি হুংকার দিয়ে বললেন– হ্যারি পটার, এদিকে আমার ঘরে তোমারা এসো। ওরা ঘরে ঢোকার পর মুডি পা টেনে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হ্যারি অন্য কোনও কথা না বলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, কাল মি. ক্রাউচকে খুঁজে পেয়েছিলেন?

– না, মুডি বললেন। তারপর পা টেনে টেনে নিজের বসার জায়গায় বসে কাঠের পাটা 'আঃ' শব্দ করে খুলে ফেলে সযত্নে পাশে রাখলেন।

– ম্যাপটা ব্যবহার করেছিলেন? হ্যারি বলল।

– হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই; মুডি বললেন, ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক মদ্যপান করলেন। অনেক খুঁজেও ম্যাপে ধরা গেলো না।

রন বলল– তাহলে 'ডিসপারেট' করেছিলেন?

– রন মাঠ থেকে সেটা সম্ভব নয়, হারমিওন বলল।– অন্য কোনও উপায়ে ক্রাউচ সম্ভবতঃ উধাও হয়ে গেছেন। আপনি কি বলেন প্রফেসর? মুডির ম্যাজিক্যাল চোখ নেচে উঠে হারমিওনের দিকে স্থির হল।

– তুমি দেখছি ভাল 'অরর' হবার ক্যারিয়র বেছে নেবে। তুমি সঠিক অনুমান করেছ মিস গ্র্যাঞ্জার।

প্রশংসা শুনে হারমিওনের গালটা লাল হয়ে গেল।

হ্যারি বলল– তিনি অদৃশ্য ছিলেন না। আমাদের ম্যাপে 'অদৃশ্য' মানুষকে দেখা যায়। মনে হয় মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

– নিজের শক্তিতে, হারমিওন বলল– অথবা অন্যকেউ বাধ্য করেছিল।

– হ্যাঁ হ্যাঁ কেউ হয়ত তার ঝাড়ুতে চাপিয়ে নিয়ে গেছে, সেটাও হতে পারে তাই না? রন বলল। কথাটা এমনভাবে বলল যেন ওকে মুডি হারমিওনের মতো ভবিষ্যতে 'অরর' হতে পারে বলে তারিফ করবেন।

মুডি বললেন– কিডন্যাপের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

– তাহলে আপনি কী মনে করেন তিনি হগসমেড কোথায়ও আছেন? রন বলল।

মুডি মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন– হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। একটা বিষয় সুস্পষ্ট তিনি এখানে নেই।

কথাটা বলে মুডি বড় করে একটা হাই তুললেন। মুডির অনেক দাঁত নেই। এখন আসল কথা বলি। ডাম্বলডোর চাইলে তোমরা 'তদন্তকারী' হতে পার। তাছাড়া এখন যা অবস্থা ক্রাউচের বিষয়ে এর বেশি কিছু করা যাবে না। ডাম্বলডোর মিনিস্ট্রিকে সব জানিয়েছেন, আশা করা যায় মিনিস্ট্রি, যা করার তা করবে। পটার তুমি এসব মাথায় না এনে তোমার তৃতীয় টাস্কের কথা ভাব।

হ্যারি বলল– ও হ্যাঁ সে তো ভাবতেই হবে।

হ্যারি সেই যে ক্রামের সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে অরণ্যের মুখে গিয়েছিল, এরপর থেকে, আর ম্যাকগোনাগলের কথা, তৃতীয় টাস্কের কথা একটা বারও ভাববার সময় পায়নি।

– সব পারবে, ঠিক উৎরে যাবে। মুডি থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বললেন। ডাম্বলডোর বলেছেন তুমি সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছবে। প্রথম বছরে 'ফিলোসফার স্টোনস?' তুমি সেটাকে গার্ড দিতে কত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়েছ। কাটাও নি?

রন বলল– আমরাও সাহায্য করেছিলাম- আমি ও হারমিওন।

মুডি হাসলেন। বললেন– খুব ভাল কথা, তাহলে ওকে অনুশীলন করার সময়ও সাহায্য কর। হ্যারি জিততে না পারলে আমি খুবই আশ্চর্য হব। আমি জানি সে জিতবেই। তা হলেও সবসময় চোখ খুলে রাখবে, সর্তক থাকবে। সাবধানে মার নেই। কোমরে বাধা ফ্লাস্ক থেকে মুডি আবার অনেকটা তরল পদার্থ, গলায় ঢাললেন। তারপর ম্যাজিক্যাল আই দিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন। দেখলেন লেকের জলে ভাসমান ডারমস্ট্রাংগ জাহাজের সবচেয়ে বড় মাস্তুলের ওপর পতাকাটা পৎ পৎ করে উড়ছে।

* * *

তারপর দিন সকালে ওদের প্যাঁচাকে দিয়ে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়স।

হ্যারি,

তুমি কি মনে কর না যে অরণ্যে রাত্রি বেলা ভিক্টর ক্রামের সঙ্গে যাওয়াটা ছেলে মানুষি কাজ হয়েছে তোমার? আমি চাই তুমি প্রতিজ্ঞা করে আমাকে জানাও যে ভবিষ্যতে তুমি একা বা অন্য কারও সঙ্গে রাত্রিবেলা কোথাও যাবে না। হোগার্টে বর্তমানে একজন মারাত্মক মানুষ রয়েছে। আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার যে ওরা ক্রাউচকে ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। তুমি কয়েক ফিট দূরে থাকার জন্য বেঁচে গেছ। তোমাকে ওরা হত্যা করতে পারতো।

এ কথা জানবে, 'গবলেট অব ফায়ার' থেকে তোমার নাম আকস্মিকভাবে বেরিয়ে আসেনি। তোমাকে যদি কেউ হত্যা করতে, আক্রমণ করতে চায়– তাহলে সেটাই হবে ওদের শ্রেষ্ঠ সুযোগ। সব সময় তুমি রন ও হারমিওনের কাছাকাছি থাকবে। ছুটির পর কখনই গ্রিফিন্ডর টাওয়ার ছেড়ে ঘোরাফেরা করবে না। তৃতীয় টাস্কের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হবে। 'স্টানিং– ডিসআর্মিং' খুব বেশি করে অনুশীলন করবে। দু' একটা জাদুমন্ত্র বা সম্মোহন তোমাকে কাবু করতে পারবে না, ব্যর্থ হবে। তুমি ক্রাউচের ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের ভাল-মন্দ ভেবে চলবে। আমি তোমার আমাকে 'কথা দিয়ে' চিঠির উত্তরের আশায় রইলাম। আবার বলছি কখনই সীমার বাইরে রাত্রিতে যাবে না।

সিরিয়স

উনি কে যে আমাকে সীমানার মধ্যে থাকতে উপদেশ দেন? হ্যারি সিরিয়সের চিঠিটা রোবের পকেটে রাখতে রাখতে ব্যথিত হয়ে বলল। স্কুলে থাকতে নিজে কি করেছেন?

হারমিওন বলল– মনে রেখ সিরিয়স তোমার গডফাদার। মুডি বা হ্যাগ্রিডের মতো। তোমার বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তিত তাই তোমাকে লিখেছেন, তুমি কী-তাদের কথা শোনো না!

– আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে আক্রমণ করেনি, কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, হ্যারি বলল।

হারমিওন বলল– অবশ্যই গবলেট অব ফায়ারে তোমার নাম দেওয়া ছাড়া। কোনও কারণের জন্য ওরা তোমার নাম দিয়েছে নিশ্চয়ই। একথা ভুলে যাবে না হ্যারি। 'লাপাত্তা' সঠিক বলেছেন, হতে পারে তারা তাদের নাম গোপন করেছে, হতে পারে তারা তোমাকে ধরার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

হ্যারি অধৈর্য হয়ে বলল– শোন, ধরে নেওয়া যাক 'লাপাত্তা' (সিরিয়সের ছদ্ম নাম) ঠিক বলেছেন, তারা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে, হতে পারে নাম গোপন রেখে তাদের এই কাজটা করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। হতে পারে, ক্রামকে সম্মোহন করে ওরা ক্রাউচকে কিডন্যাপ করেছিল। তাহলে নিশ্চয়ই তারা আমাদের গাছের কাছাকাছি ছিল– তাই না? কিন্তু তারা আমি ওখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। তাহলে এটাই স্পষ্ট, আমি তাদের টার্গেট নই।

– কিন্তু অরণ্যে তোমাকে হত্যা করলে কখনই দুর্ঘটনায় তোমার মৃত্যু হয়েছে বলে চালাতে পারতো না, হারমিওন বলল।– কিন্তু টাস্ক করার সময় যদি তুমি মারা যাও...।

– ক্রামকে ওরা আক্রমণ করেনি। করেছিল কী? হ্যারি বলল।– সেই সময় আমাকেও সাফ করে দিল না কেন? এমনও একটা অজুহাত সৃষ্টি করতে পারত যে আমি আর ক্রাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ওই রকম কিছু একটা করেছি।

হারমিওন বোঝাবার আপ্রান চেষ্টা করে বলল,– হ্যারি তোমার মনোভাব আমি মোটেই বুঝতে পারছিনে। তবে আমি জানি নানারকম সব উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে।... ভাবতে আমার ভাল লাগে না। আমার মতে মুডি ও 'লাপাত্তা' ঠিক বলেছে,... তোমাকে অন্যকিছু ভাবনা মাথায় না-রেখে থার্ড টাস্কের কথা ভাবা উচিত। তুমি আজই লাপাত্তাকে লিখে জানাও– তুমি তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, বুঝেছ?

* * *

হোগার্টের মাঠ যে এত সুন্দর হ্যারির আগে চোখে পড়েনি। যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছে। তারপর কয়েকটা দিন হ্যারি হারমিওন ও রনের সঙ্গে ছুটির সময়টা লাইব্রেরিতে কাটাল। জাদুমন্ত্র বিষয়ক বই পড়া ছাড়াও মাঝে ফাঁকা ক্লাসরুমে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল তিনজনে। হ্যারি 'স্টানিং স্পেল' সম্বন্ধে আরো বেশি করে পড়াশুনা আর বইপত্র ঘাটতে লাগল। এর আগে ও কখনও 'স্টানিং স্পেল' ব্যবহার করেনি। মুস্কিল এই যে ওই স্পেলটা রন বা হারমিওনের ওপর পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেটাও সম্ভব নয়।

রন লাঞ্চ টাইমে বলল– সবচেয়ে ভাল হবে মিসেম নরিসকে কিডন্যাপ করা। করতে পারবো আমরা?

হারমিওন 'অ্যারিথমেনসির' ক্লাসে যাবার সময় রন আর হ্যারিকে বলল,– তোমরা তোমাদের ক্লাসে যাও, ডিনারের সময়ে দেখা হবে।

হ্যারি আর রন প্রফেসর ট্রেলনের 'ভবিষ্যৎ কথন' ক্লাসের জন্য তার ঘরের

দিকে চলল। রন বলল,– ঘরটায় দারুণ গরম। সব সময় প্রফেসর ট্রেলন ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। নর্থ টাওয়ারে 'ভবিষ্যৎ কথনের' ক্লাসরুম। করিডর দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। উঁচু জানালা থেকে করিডোরে সোনার মতো চকচকে রোদ এসে পড়েছে । বাইরের আকাশ নীল, মনে হয় যেন নীল রঙ করা।

রন একটুও মিথ্যে বলেনি। প্রায় অন্ধকার ঘরটায় শুধু এক কোণে আগুন জ্বলছে, এত গরম যে মনে হয় যেন ফার্নেস। সমস্ত ঘরটায় সুগন্ধিতে ভারি হয়ে আছে। পর্দা ঢাকা একটা জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাথাটার ভেতর মনে হল কিছু সাঁতার কাটছে।

প্রফেসর ট্রেলনে তার ডানাওয়ালা বিরাট আর্ম চেয়ারে বসলেন। সামনে ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী। ট্রেলনে বড় বড় চোখ করে বললেন– আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা, আমরা গ্রহ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ কথনের' কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি। আজ আমাদের মার্সের (মঙ্গলগ্রহের) প্রভাব সম্বন্ধে পরীক্ষার অসাধারণ সুযোগ পাব কারণ এই গ্রহ বর্তমানে খুবই আকর্ষণীয় স্থানে অবস্থান করছেন। তোমরা সকলে এইদিকে তাকাও, তোমাদের দেখার সুবিধে জন্য আলো কমিয়ে দিচ্ছি।

কথাটা বলে ট্রেলনে দণ্ডটি ঘোরাতেই সব আলো চলে গেল। এখন আলো বলতে ঘরে যে আগুন জ্বলছে। প্রফেসর ট্রেলনে নিচু হয়ে তার চেয়ারের তলা থেকে সৌরজগতের গ্রহণক্ষত্রাবলীর একটা ছোট মডেল বের করলেন। সেটা রয়েছে একটা কাঁচের গোলাকার গম্বুজের ভেতর। ন'টি গ্রহ ও জ্বলন্ত সূর্যের চার পাশে প্রতিটি চাঁদ তাদের নিজেদের গতিপথে ক্ষীণ আলো বিচ্ছুরিত করছে। সব ক'টি গ্লাস বলের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম বাতাসে ঝুলছে।

মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে নেপচুন সে মনোরম ত্রিকোণ সৃষ্টি করছে, প্রফেসর ট্রেলনে সেটা দেখাবার সময়, হ্যারি খুব একটা মনোযোগ দিয়ে দেখল না, শুনলোও না। অতি উগ্র সুগন্ধী বাষ্প ওর শরীরকে ধৌত করে দিল। মৃদুমন্দ বাতাস খোলা জানালা দিয়ে এসে ওর মুখের ওপর ঝাপটা দিতে লাগল। পর্দার অন্তরাল থেকে একটা অজানা কীটের মিষ্টি ডাক কানে ভেসে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে ওর দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। ও একটা বড় ঈগল- প্যাঁচার ওপর বসে, দেখল নীল আকাশের নিচে পাহাড়ের কোলে একটা আইভি গাছে ঢাকা পুরনো বাড়ি। যত নিচে নামে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগে। তারপর, ঈগল পাখি আর ও, সেই বাড়ির দোতলায়, একটা অন্ধকার ভাঙা জানালার সামনে থামল। তারপর, ওরা উড়তে উড়তে অস্পষ্ট একটা গলির শেষপ্রান্তে একটা ঘরের সামনে থামল। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে পাখির পিঠে বসে ভেতরে গেল, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর, ঘরের সব জানালা বন্ধ। হ্যারি প্যাঁচার পিঠে আর বসে নেই। এখন ও দেখছে, ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল, চেয়ারের দু'পাশে দু'টি কাল ছায়া

মেঝেতে বসে রয়েছে... দু'জনেই অতিচঞ্চল।

দুটির মধ্যে একটি বিরাট সাপ, অন্যটি একটি মানুষ...বেঁটে... মাথায় টাক... চোখ দুটো তার অনুজ্জ্বল... তীক্ষ্ণ নাক... ও কম্বলে বসে বড় বড় শ্বাস ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্যাঁচাটা যে চেয়ারে উড়তে উড়তে বসেছিল সেই চেয়ারে একজন বসে... তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে ঠাণ্ডা শিরশিরে গলায় বলল– ওয়ার্মটেল তোমার ভাগ্য ভাল, সত্যি তুমি ভাগ্যবান, তোমার সাংঘাতিক ভুল সবকিছু ধ্বংস করেনি। ও মরে গেছে।

মেঝেতে বসে থাকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা বন্ধ না করে বলল– মাই লর্ড, আমি... আমি অতিশয় আনন্দিত... অতিশয় দুঃখিত..।

– নাগিনি– সেই শীতল কণ্ঠ বলল।– তোমার ভাগ্য খারাপ... ওয়ার্মটেলকে তো তোমার জন্য ছেড়ে দেবো না। যাকগে, তার জন্য দুঃখ করবে না। এখনও তো হ্যারি পটার আছে।

সাপ হিস্ হিস্ শব্দ করল। হ্যারি সাপের সরু লক্‌লকে জিব দেখতে পেল। প্রতি হিস হিস শব্দের সাথে সাথে জিব বেরিয়ে আসছে।

– এখন শোন ওয়ার্মটেল, শীতল কণ্ঠে বলল– তুমি আমার আরও একটু সাবধানবাণী মনে রাখবে। আমি এরপর তোমার আর কোনও ভুল সহ্য করবো না।

– মাই লর্ড আর কখনও ভুল হবে না, আমায় ক্ষমা করুণ লর্ড।

চেয়ারের গভীরতা থেকে ছোট দণ্ডের মুখ দেখতে পেল হ্যারি। দণ্ডটা ওয়ার্মটেলের দিকে প্রসারিত। 'ক্রুসিও' শীতল কণ্ঠে বলল।

ওয়ার্মটেল আর্তনাদ করে উঠল, এমন এক আর্তনাদ যেন ওর দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরাতে আগুন লেগে গেছে। ওয়ার্মটেলের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে হ্যারির মাথা ঝন ঝন করে উঠল, কপালের কাটা দাগে তীব্র যন্ত্রণা যেন তপ্ত লোহা চেপে ধরেছে। হ্যারিও ওয়ার্মটেলের মতো তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, ভোল্ডেমর্ট তার চিৎকার শুনতে পেল, জেনে গেল হ্যারি পটারের উপস্থিতি।

– হ্যারি! হ্যারি!... ওর স্বপ্ন... দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল।

হ্যারি চোখ খুলল! দেখল, ও প্রফেসর ট্রেলনের ঘরের মেঝেতে হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে রয়েছে। ওর কপালের কাটা দাগের যন্ত্রণা তখনও প্রশমিত হয়নি- দারুণ জ্বালা-যন্ত্রণা। ওর চোখ দিয়ে হু হু করে জল বেরোচ্ছে। ব্যথাটা স্বপ্নে দেখা নয়- সত্য। ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী ওকে ঘিরে রয়েছে। রন ওর মুখের দিকে ভীত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

রন বলল– তুমি ঠিক আছ তো হ্যারি?

প্রফেসর ট্রেলনেকে দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। বড় বড় চোখে হ্যারিকে বললেন– কী ব্যাপার পটার? আগে-ভাগে সতর্ক করে দেওয়া? অপছায়ার

আবির্ভাব? তুমি কী দেখেছ?

হ্যারি মিথ্যে কথা বলল– কিছু নাতো। ও উঠে বসল, তখনও ওর শরীরের ভেতরটা থর থর করেছে। ও চারপাশে তাকাল, সামনে একটা কালছায়া... সেই ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ভোল্ডেমর্টের শীতল, গা শির শির করা কণ্ঠস্বর।

– তো তুমি তোমার কপালের কাটাদাগে- হাত চেপে ধরেছিলে! তুমি মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছিলে, আমাকে তুমি খুলে বল, এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

হ্যারি প্রফেসর ট্রেলনের দিকে তাকাল।

– আমি হসপিটালে যেতে চাই, আমার খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে হ্যারি বলল।

– তুমি নিশ্চয়ই আমার ঘরে অভূতপূর্ব আলোকদৃষ্টির কম্পনে উদ্দীপিত হয়েছিলে! প্রফেসর ট্রেলনে বললেন।– তুমি এখন চলে গেলে বাকি সুন্দর জিনিসগুলো দেখতে পাবে না।

হ্যারি বলল– মাথা ধরা কমান ছাড়া আমি কিছুই দেখতে চাই না।

হ্যারি দাঁড়াল। তারপর ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রনকে বলল– পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

হ্যারি চলে যাওয়াতে প্রফেসর ট্রেলনে দুঃখিত হলেন চোখে-মুখে দারুণ হতাশার ছাপ পড়ল। যেন তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সিরিয়স ওকে বলেছিলেন, আবার যদি মাথার যন্ত্রণা হয়, কাটাদাগ চুলকোয়, জ্বালা করে তাহলে কি করতে হবে। সেই কথাটা মেনে হাসপাতালে না গিয়ে ও সোজা ডাম্বলডোরের অফিসের দিকে চলল। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'স্বপ্নের' কথা ভাবতে লাগল। স্বপ্ন বলে যেন মনে হয় না। প্রিভেট ড্রাইভে থাকতে ওই রকম এক স্বপ্ন দেখেছিল, প্রতিটি সেকেন্ডের কথা, ঘটনা, ওর মনে আছে। ভোল্ডেমর্টের ওয়ার্মটেলকে শাসানি, ওয়ার্মটেলের কান্না, সাপের হিস হিস শব্দ... সবকিছুই। প্যাঁচা একটা শুভ সংবাদ আনাতে ওয়ার্মটেলের মারাত্মক অপরাধ প্রশমিত হয়েছে, কেউ মারা গেছে... তাহলে ভোল্ডেমর্ট কী ওয়ার্মটেলকে সাপের মুখে ছেড়ে দেবে না।.. হ্যারি কী তার বদলে সাপের খাদ্য হবে।

হ্যারি করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাম্বলডোরের অফিসের দরজার পাশে পাথরের সিংহমুখের সামনে দাঁড়াল। পাশওয়ার্ডটা কিছুতেই মনে আসে না। তবু একবার শোনা পাশওয়ার্ডটা অনেক চেষ্টা করে মনে এনে ও বলল– 'শেরবেট লেমন্'।

বাঘের মুখটা একটুও নড়ল না।

– ঠিক আছে, হ্যারি মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর একের পর এক

পাশওয়ার্ড বলতে লাগল; পিয়ার ড্রপ, এর-লিকোরাইস, ওয়াল্ড ফিজিং হুইজবী, ড্রবুলসম বেস্ট ব্লোইং গাম, বাটি বটস এভরি ফ্লেভার বিনস... দরজা তবু খোলে না। হ্যারি রেগে গিয়ে বলল,– দরজা খুলতে পারছে না। আমার যে ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করা দরকার... খুব জরুরি কাজ!

বাঘের মুখ তবু নড়ে না।

হ্যারি লাথি মারল। ফল হল পায়ে যন্ত্রণা।

এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলল– চকোলেট ফ্রগ, সুগার স্কুইল, ককরোচ ক্লাস্টার!

গারগইল জীবন্ত হয়ে উঠল, সামান্য পাশে সরে গেল। হ্যারি ওর দিকে পিটপিট করে তাকাল।

– ককরোচ ক্লাস্টার? ও আবার বলল, আরে আমি তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম।

হ্যারি সময় নষ্ট না করে দেওয়ালের ফাটল দিয়ে গিয়ে পেঁচানো চলন্ত সিঁড়ির একটা ধাপে পা রাখল। সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ হতেই সিঁড়ি ওপরে উঠতে লাগল। থামল একটা চকচকে পালিশ করা এক কাঠের দরজার সামনে। দরজায় পেতলের ডোর- নকার।

ঘরের ভেতরের কথাবার্তা ওর কানে এল। ও সিঁড়ির পা-দানি থেকে নেমে দরজায় নক না, করে কথা শুনতে লাগল।

কর্নেলিয়াস ফাজের গলা; ডাম্বলডোর আমি তো এর মধ্যে কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, দেখতেও পাচ্ছি না। বেগম্যান বলছে বার্থা ইচ্ছে করেই লুকিয়ে আছে। আমি ধরে নিচ্ছি... এর মধ্যে আমরা ওকে খুঁজে বের করতে যেহেতু পারিনি... কিন্তু পেলেও কিছুই হতো না, কারণ আমাদের কাছে ওর আত্মগোপন বার্টি ক্রাউচের হদিস না পাওয়ার সাথে কোনো সংযোগের প্রমাণ নাই।

মুডির হুংকার– মিনিস্টার, বার্টি ক্রাউচের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন?

ফাজ, আমার চোখের সামনে দুটি সম্ভাবনা অ্যারস্টর। হয় ক্রাউচ উন্মাদ হয়ে গেছে... সেটাই সম্ভব, আমি আশাকরি আপনারা মেনে নেবেন, ক্রাউচের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে সেটাই সম্ভব মনে হয়। তাই পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অথবা, আমি আপনার বর্ণিত সেই জায়গাটা না দেখে কিছু অভিমত দিতে পারছিনে, আপনি বলছেন জায়গাটা বক্সবেটন ক্যারেজ পার হয়ে। আর সে-ই মহিলাটিকে তো আপনি ভাল করেই জানেন।

– উনি সুদক্ষ নাচিয়ে শুধু নন একজন বিচক্ষণ হেডমিস্ট্রেস; ডাম্বলডোর শান্ত সুরে বললেন।

ফাজের রাগত কণ্ঠ, ডাম্বলডোর শুনুন, আপনি কী হ্যাগ্রিডের মুখ চেয়ে মহিলার প্রতি সহানুভূতি শীল নন? আমার মতে দু'জনেই হার্মলেস নয়। হ্যাগ্রিডকে আপনি

ভয়ে খাতির করেন।

ডাম্বলডোর; আমি মাদাম ম্যাক্সিম বা হ্যাগ্রিড, কাউকে সন্দেহ করছি না।

কর্নেলিয়স; আমার মনে হয় আপনি অযথা সন্দেহ করছেন।

মুডি; আমরা কী আলোচনা এখানে শেষ করতেন পারি?

কর্নেলিয়স; ঠিক আছে তাহলে চলুন জায়গাটা দেখে আসি।

মুডি; তার জন্য আলোচনা শেষ করতে বলছি না। পটার আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডাম্বলডোর। সে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

তিরিশতম অধ্যায়

দ্য পেনসিভ

অফিসের দরজা খুলে গেল। হ্যালো পটার তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? এস এস বাইরে কেন, ভেতরে এস, মুডি ওকে দেখে বললেন।

হ্যারি ঘরের ভেতর গেল। এর আগে হ্যারি মাত্র একবার ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে এসেছিল। অতি চমৎকার গোলাকৃতি ঘর। দেওয়ালে ডাম্বলডোরের আগে যারা হেডমাস্টার- হেডমিসট্রেস ছিলেন তাদের ফটো লাইন করে টাঙানো রয়েছে। সকলের চোখ দেখে মনে হয় ঘুমাচ্ছেন। নিশ্বাসের তালে তালে তাদের বুক উঠানামা করছে।

কর্নেলিয়স ফাজ ডাম্বলডোরের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে, গায়ে পিনস্ট্রাইপড আলখেল্লা (ক্লোক)। হাতে লেবু রংয়ের বোলার হ্যাট।

হ্যারি, একটু এগিয়ে এসে আমুদে আমুদে মুখ করে বললেন, কেমন আছ?

খুব ভাল, হ্যারি মিথ্যে বলল।

আমরা, যেদিন রাতের বেলায় ক্রাউচ মাঠে এসেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, ফাজ বললেন। তুমি তাকে দেখেছিলে, তাই না?

হ্যারি বলল, হ্যাঁ। ও ভাবল, বাইরে থেকে তাদের কথা কিছু শোনেনি ভান করা ঠিক হবে না। বলল, আমি সেদিন মাদাম ম্যাক্সিমকে কোথাও দেখিনি। অবশ্য যদি উনি লুকিয়ে না থাকেন।

ডাম্বলডোর হাসলেন। অবশ্য ফাজ তার হাসি দেখতে পেলেন না। চোখ দেখে মনে হয় খুব মজা পেয়েছেন।

হ্যাঁ... ঠিক আছে, ফাজ বললেন। ফাজকে খুব বিপাকে পড়েছেন দেখে মনে হয়। – আমরা এখন মাঠেতে একটু হেঁটে আসব। হ্যারি, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে তুমি তোমার ক্লাসে যাও।

হ্যারি ডাম্বলডোরকে সচকিতে দেখে বলল, আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে এসেছিলাম প্রফেসর। ডাম্বলডোর ওকে খুঁটিয়ে দেখলেন।

বেশ তো আমরা না ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমাদের মাঠের ব্যাপারটা দেখে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না বলে মনে হয়। ডাম্বলডোর বললেন।

ওরা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলেন। মিনিটখানেক পরে হ্যারি মুডির কাঠের পায়ের খটখট শব্দ শুনতে পেল। নিচের করিডরে সেই শব্দ একটু একটু করে বিলীন হয়ে গেল।

হ্যালো ফকেস। ফকেস ডাম্বলডোরের অতি প্রিয় ফনিক্স পাখি। (রূপকথার পাখি। এরা নিজে নিজে পুড়ে মরে ভস্ম হতে নরদেহ ধারণ করে পুনরুজ্জীবিত হত।) ফকেস অনেক রাজহংসীর মতো বড় আকারের। ওর গায়ে লাল টকটকে পোশাক, পালকগুলো সোনার। হ্যারির 'হ্যালো' শুনে সোনার দাড়ে বসা ফকেস পুচ্ছ নাচাতে নাচাতে চোখ পিটপিট করল।

হ্যারি ডাম্বলডোরের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল। বেশ খানিকটা সময় হোগার্ট স্কুলের অতীত দিনের হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেসের ফটোর দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা সবাই ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে ঝিমুচ্ছেন। ও বসে বসে অরণ্যের ঘটনা ভাবতে লাগল। মাঝে মধ্যে কপালের কাটা দাগে হাত বুলোতে লাগল। এখন আর ব্যথা নেই।

এখন ওর মনে কোন অস্থিরতা নেই, ডাম্বলডোরের অফিসে না থাকারই কথা, একটু পর তো ও ডাম্বলডোরকে ওর স্বপ্নের কথা বলবে। হ্যারি ডেস্কের পেছনে দেয়ালের দিকে তাকাল, দেখল একটা তাকে জোড়াতালি দেয়া জীর্ণ সর্টিং হ্যাটটা দাঁড় করান রয়েছে তার পাশেই একটা গ্লাসকেস, তাতে রয়েছে অপূর্ব একটা রূপার সোর্ড। সোর্ডের খাপে লালপাথর সেট করা। টুপিটা দেখেও চিনতে পারলো। দ্বিতীয় বর্ষের সময় ওই সর্টিং হ্যাটটা টেনে বের করেছিল। এই সোর্ড-এর মালিক গডরিক গ্রিফিন্ডরের, ওর হাউজের প্রতিষ্ঠাতা। ও যখন লড়াই করতে করতে প্রায় আশা ছেড়েছিল তখন ওই সোর্ডটা ওর অনেক সাহায্যে এসেছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও দেখতে পেল বেশ খানিকটা রূপালী আলোর রেখা সেই গ্লাসকেসের ওপর পড়ে নাচছে আর ঝিকমিক করছে। আলোটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্য এধার-ওধার তাকাল। দেখল ওর পেছনে একটা কাল রংয়ের আলমারির ভেতরে রাখা একটা রূপালী জিনিস থেকে রূপালী আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। আলমারির পাল্লাটা ভাল করে বন্ধ নয়। হ্যারি ওটা বন্ধ করবে না করবেনা ভেবে এদিকে তাকাল.. তারপর আলমারিটার কাছে গিয়ে পাল্লাটা সম্পূর্ণ খুলে দিল।

ও দেখল আলমারির ভেতরে রয়েছে একটা পাথরের গামলা। গামলার কানায়

অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতীক আর অক্ষর খোদাই করা রয়েছে। হ্যাঁ গামলা থেকেই তো আলোটা বিকরিত হচ্ছে। আলোটা গ্যাসের না জলীয় ঠিক বুঝতে পারলো না। উজ্জ্বল সেই আলোটা স্থির নয়, ঘুরছে। অনবরত গতিপথ বদলাচ্ছে। গামলার ভেতরে চারপাশে জল। বাতাস লেগে টলটল করছে, তারপরই অনেকটা মেঘের মতো খণ্ড খণ্ড, ঘূর্ণির মতো ঘুরছে। ওর দেখতে দেখতে মনে হল আলো একটু একটু করে তরল পদার্থে পরিণত হচ্ছে, অথবা বাতাস কঠিন পদার্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না হ্যারি।

ওর দু'হাত অদ্ভুত সেই জলীয় পদার্থ স্পর্শ করতে চাইল। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর জাদু রাজ্যে থেকে এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোনও অজানা জিনিস স্পর্শ করা মূর্খের কাজ। হ্যারি রোবের পকেট থেকে জাদুদণ্ড বের করে চারদিকে তাকাল, গামলার রূপালী পদার্থের ওপর ভাগটা ঘূর্ণির মতো বনবন করে ঘুরতে লাগল।

হ্যারি তারপর আলমারির ভেতরে মুখটা ঢোকাল। ততক্ষণ রূপালী পদার্থটা অনেক স্বচ্ছ হয়ে গেছে, দেখে মনে হয় একটা কাঁচ। কাঁচের কাছে মুখ নিয়ে দেখতে পেলো নিচে রয়েছে প্রকাণ্ড এক অন্ধকার ঘর। অনেকটা কারাগৃহের মতো। ঘরের ছাদে একটা গোল গর্ত। সেই জানালার মতো গোল বড় ছিদ্র দিয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতরটা দেখতে পেল। ঘরটা পাতালগৃহের মতো।

ঘরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। একটা দরজা বন্ধ। ঘরে কোনও জানালা নেই। ঘরের দেয়ালে গোঁজা রয়েছে মশাল! ও মুখটা স্বচ্ছ কাঁচ থেকে প্রায় দু'ইঞ্চি ফারাক রাখল। দেখল সেই পাতাল ঘরের দেয়ালের লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চে লাইন করে বসে রয়েছে বিভিন্ন বয়সের জাদুকর-জাদুকরী। ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা রয়েছে একটি চেয়ার। চেয়ারের হাতলের দু'ধারে মোটা মোটা লোহার শিকল। চেয়ারে কেউ বসলে যেন তাকে বাঁধা হবে।

কিন্তু যে ঘরটা ও দেখছে সেটা কোথায়? নিশ্চয়ই হোগার্টে নয়, ক্যাসেলে আজ পর্যন্ত ওইরকম ঘর চোখে পড়েনি। তাছাড়া গামলার তলায় যাদের দেখছে সবাই তো বয়স্ক, কিন্তু হ্যারি যতদূর জানে হোগার্ট স্কুলে এত সংখ্যক শিক্ষক নেই। ও ভাবল– এমনও তো হতে পারে ওরা কারও জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যারি ওদের মাথায় চোঙ্গা মতো টুপি ছাড়া মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ওরা সকলেই একদিকে তাকিয়ে রয়েছে– কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। গামলাটা গোল, তার তলায় যে ঘরটা দেখছে সে চতুষ্কোন! হ্যারি বুঝতে পারছে না কিসের জন্য ওরা ওখানে বসে রয়েছে। ভাল করে দেখার জন্য মুখটা আরও নামিয়ে নিল।

ওর নাকের আগাটা সেই অদ্ভুত পদার্থে ঠেকল যার ভেতর দিয়ে ও দেখছিল।

ডাম্বলডোরের অফিস ঘরটা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, হ্যারি সামনের দিকে ছিটকে পড়তেই, গামলার ভেতরেও সেই অদ্ভুত পদার্থে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ভাগ্য ভাল ওর মাথাটা বেসিনের তলায় পাথরে লাগেনি। ও একটা প্রচণ্ড শীতল ও কাল পদার্থের মধ্যে পড়ে গেল, অনেকটা যেন কাল ঘূর্ণির আবর্তে।

তারপরই দেখল সেই ঘরটার এককোণে ও একটা বেঞ্চে বসে রয়েছে। ও যে গোল গর্তের ভেতর দিয়ে অন্ধকার ঘরে পড়ে গেছে সেটার দিকে তাকাল। কিন্তু গর্তের বদলে দেখল সেখানে একটা কাল পাথর।

ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে হ্যারি এধার ওধার তাকাল। ঘরের মধ্যে যেসব জাদুকর-জাদুকরী (সংখ্যায় প্রায় ২০০০ হবে) ওর দিকে তাকাচ্ছে না। আশ্চর্য! চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে সিলিং থেকে নিচে পড়ে গেল, কেউ লক্ষ্য করল না। হ্যারির বেঞ্চে, ওর পাশে যে বসেছিল তার দিকে ফিরে হ্যারি নিস্তব্ধ ঘরে অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠল। ও দেখল ডাম্বলডোর ওর পাশে বসে রয়েছেন।

প্রফেসর, হ্যারি চাপাস্বরে বলল– আমি অতি দুঃখিত, আমি ইচ্ছে করে এখানে আসিনি। আমি আপনার ঘরের ক্যাবিনেটের গামলা দেখছিলাম... আমি... আমরা এখন কোথায়?

কিন্তু ডাম্বলডোর একটুও নড়লেন না বা কথা বললেন না। এমন ভাব দেখালেন যেন হ্যারির উপস্থিতি টের পাননি। অন্যসব জাদুকরের মতই তিনি ঘরের এক কোণে তাকিয়ে রইলেন, সেখানে ও দেখতে পেল একটা দরজা।

হ্যারি হতবুদ্ধি হয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল, তারপর নির্বাক ভিড়ের দিকে, তারপর আবার ডাম্বলডোরের দিকে।

এর আগেও হ্যারি একবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিল। এমন একটা জায়গায় সেখানে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেন বা তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। এবারও একটা সম্মোহিত ডায়রির পাতা থেকে পড়ে গেছে। যদি ও কোন ভুল না করে থাকে, তাহলে আবার সেইরকম কিছু একটা ঘটেছে।

হ্যারি ওর ডান হাতটা তুলে ইতস্তত করে ডাম্বলডোরের মুখের সামনে তরঙ্গায়িত করল। ডাম্বলডোর চোখের পাতা বন্ধ করলেন না। হ্যারির দিকে তাকান তো দূরের কথা, এক ইঞ্চিও নড়লেন না। হ্যাঁ, হ্যারি বুঝতে পারলো... ভাবলো, ডাম্বলডোর কোন মতেই ওকে অবহেলা করতে পারেন না। তিনি চিন্তায় ডুবে আছেন এবং এই ডাম্বলডোর স্বাভাবিক ডাম্বলডোর নয়। হ্যাঁ তাহলেও বেশিদিনের কথা নয়, যে ডাম্বলডোর ওর পাশে বসে রয়েছেন এখন তার চুল রূপালী হয়ে গেছে, কিন্তু জায়গাটা কোথায়? জাদুকররা কার জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যারি ঘরের ভেতরটা আবার ভাল করে দেখল। ওপর থেকে দেখে ঘরটাকে মাটির তলায় মনে হয়েছিল, এখন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। ঘরটা ঠিক ঘর নয়... অন্ধকার পাতালপুরী। ঘর নিরানন্দ ও ভীষণ দর্শন ঘরের দেয়ালে কোন ছবি নেই, কোন সাজগোছ নেই; শুধু লাগালাগি সারিবদ্ধ বেঞ্চি, এমনভাবে রাখা যে সেখানে বসে

ঘরের মাঝখানে রাখা শিকলবাঁধা হাতলওয়ালা চেয়ারটাকে কোনও বাধাছড়া পরিষ্কার দেখতে পায় সকলে।

হ্যারির ঘরটা সম্বন্ধে কোনরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে (সেখানে ডাম্বলডোর ওর পাশে স্থানুর মতো বসে রয়েছেন) ও পদশব্দ শুনতে পেল। পাতালপুরীর ঘরের এক কোণের বন্ধ দরজা খুলে গেল, তিনজন ঢুকল, একজন আর সাথে দু'জন ডিমন্টের (কারাগৃহের রক্ষী)।

হ্যারির শরীরের ভেতরটা বরফশীতল হয়ে গেল। ডিমেন্টররা দীর্ঘদেহী, মুখে কাপড় ঢাকা। ওরা লোকটিকে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে রাখা শৃঙ্খল লাগান আর্ম চেয়ারের কাছে গেল। সেই লোকটার দুটো হাত দু'জন ডিমেন্টর ধরে রেখেছে। ওদের হাতগুলো লাল, দেখে মনে হয় পচে গেছে। যাকে ওরা ধরে রয়েছে দেখে মনে হয় জ্ঞান হারাতে বেশি সময় নেই। হ্যারি জানে ডিমেন্টররা ওকে ছুঁতে সাহস করবে না, ওরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

হ্যারি চেয়ারে বসা লোকটির দিকে তাকাল, বসা লোকটি, কারকারফ!

ডাম্বলডোরের মতো বৃদ্ধ নয়। সতেজ যুবকের মতো। মাথার চুল আর ছাগলদাড়ি, কাল ও চকচকে। এখন তার গায়ে সেই সুন্দর ফারকোট নেই। গায়ে পাতলা জীর্ণ ময়লা রোবস (আলখেল্লা) গায়ে শিকল বাধা। তিনি চেয়ারে বসে অনবরত কাঁপছেন। হ্যারি দেখল হঠাৎ সেই শিকলগুলো উজ্জ্বল সোনার আকার ধারণ করল।

হ্যারির বাঁ-ধার থেকে কে যেন সজোরে বলল, ইগর কারকারফ! হ্যারি কথাটা কেবল দেখার জন্য পাশ ফিরল। দেখল ক্রাউচ ওর পাশের বেঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রাউচ বেশ চটপটে, চুল কাল, মুখে বলিরেখা নেই। দৃষ্টি সতর্ক!

মন্ত্রণালয়কে সাক্ষ্য ও তথ্য দেবার জন্য আজকাবান থেকে আনা হয়েছে মি. কারাকারফকে। আপনি বলেছেন, আপনার কাছে অনেক তথ্য ও গোপন খবর আছে দেবার। এবার বলুন...

কারাকারফ সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন; কিন্তু আষ্টে-পৃষ্ঠে শিকল এটে থাকার জন্য পারলেন না।

আছে স্যার, অনেক বলার আছে, কারকারফ ভীত হয়ে বললেন।

হ্যারি কারকারফের গলায় তোষামোদের সুর শুনতে পেল।

কারকারফ বললেন, আমি মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করতে চাই, আমি জানি মন্ত্রণালয় ডার্কলর্ডের প্রত্যেকটি অনুচরদের ধরতে চায়, আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে চাই।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কোন কোন জাদুকর জাদুকরী গভীর মনোযোগ দিয়ে শৃঙ্খলিত কারকারফকে দেখতে লাগল। তাদের মুখে অবিশ্বাসের

ছাপ! হ্যারি ডাম্বলডোরের দিক থেকে এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, নোংরা...!

লোকটি ম্যাড-আই-মুডি। একটু ভিন্ন দেখাচ্ছে তাকে। চোখে ম্যাজিক্যাল আই নেই। স্বাভাবিক দুটি চোখ। সেই দুই চোখে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কারকারফের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ।

মুডি ফিস ফিস করে ডাম্বলডোরকে বললেন, ক্রাউচের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করেছে। ওকে ধরতে আমার পাক্কা ছয় মাস সময় লেগেছে। আরও কিছু নাম দিতে পারলে ক্রাউচ ওকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবে।

যতই চেষ্টা করুক বাঁচার, আমি ওকে সোজা 'ডিমেন্টরদের' হাতে তুলে দেবই দেব।

ডাম্বলডোর তার নাক দিয়ে ঘরঘর শব্দ করলেন।

ওহো আমি একদম ভুলে গেছি, আপনি ডিমেন্টরদের নাম শুনতে চান না। মুডি কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

না, ডাম্বলডোর শান্তভাবে বললেন– খুব ভাল করেই জানেন সে কথা। আমার বিশ্বাস মন্ত্রণালয় খুব অবিবেচকের মতো কাজ করছে ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

কিন্তু, ওর মতো নোংরা স্বভাবের লোক...। মুডি সাধারণভাবে বললেন।

মি. ক্রাউচ বললেন, আপনি বলছেন প্রমাণস্বরূপ আপনার কাছে অনেক নাম আছে কারকারফ, শোনা যাক তাদের নাম।

কারকারফ তড়িঘড়ি করে বললেন; কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে হিহু মাস্ট নট বি নেমড, সবসময় তার কাজ গোপন রাখেন– আমি বলতে চাই ওর সমর্থকরা, আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমিও তার মধ্যে একজন। আমি এখন অতীতের কার্যকলাপের জন্য খুবই দুঃখিত...ও।

মুডি বললেন, বলতে থাকুন।

আমরা কখনই আমাদের দলের প্রতিটি লোকের নাম জানি না।... একমাত্র তিনিই জানেন।

খুবই চালাকের মতো এগিয়ে যাওয়া– তাই না... যেমন আপনার মতো কিছু লোক কারকারফ, তাদের সকলকে দলভুক্ত করতে বাধা দিয়েছেন।

মি. ক্রাউচ বললেন, তা সত্ত্বেও আপনি বলছেন আপনার কাছে আমাদের দেবার জন্য কিছু নাম আছে?

কারকারফ বললেন, হ্যাঁ আমি ঠিক বলেছি। তারা সবাই অতি সক্রিয় অনুগামী... সব আমার নিজের চোখে দেখা... তারা লর্ডের কথা শুনছে। আমি সম্পূর্ণভাবে তাকে ছেড়ে এসেছি ও অভিযুক্ত করার জন্য এই তথ্য দিচ্ছি। আমি... আমি তার সঙ্গে থাকার জন্য তীব্রভাবে অনুশোচনা করছি... এত বেশি যে সহ্য

করতে পারছি না।

মি. ক্রাউচ বললেন, তাহলে নামগুলো?

কারকারফ একটা বড় শ্বাস নিয়ে বললেন, অ্যান্টনিন ডলোহোভ। আমি তাকে অসংখ্য মাগলদের অত্যাচার করতে দেখেছি... এবং যারা ডার্ক লর্ডের বিরুদ্ধে তাদেরও...।

মুডি বিরবির করে বললেন, তাকেও সাহায্য করেছেন।

ক্রাউচ বললেন, আমরা তাকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করেছি। আপনাকে ধরার অল্প কিছু পরেই।

কারকারফ বড় বড় চোখে বললেন, সত্যি? আ- আমি শুনে সত্যি আনন্দিত হলাম।

ক্রাউচ বললেন, আর কেউ?

ও হ্যাঁ, রোজিয়ার... ইভান রোজিয়ার।

ক্রাউচ বললেন, রোজিয়ার তো বেঁচে নেই। ও ধরা পড়ার চাইতে লড়াই করতে চেয়েছিল। এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হয়।

কারকারফ বললেন, রোজিয়ারই যথেষ্ট, কথা বলার সময় কারকারফ ভীত হলেন। হ্যারির বুঝতে বাকি রইলো না, তার দেওয়া খবর মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কোনও কাজে লাগবে না।... যেদিকে ডিমেন্টররা দাঁড়িয়েছিল কারকারফ সেদিকে তাকালেন। ডিমেন্টররা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এক চুলও না নড়ে... অপেক্ষা করছে।

ক্রাউচ বললেন, আর কেউ?

কারকারফ বললেন, ট্রেভার্স... ম্যাককিনিনসকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল। ও ইম্পেরিয়স কার্সের একজন দক্ষ। অসংখ্য লোককে বীভৎস কাণ্ড করাতে সাহায্য করেছে। রুকউড, একজন গুপ্তচর ও হি-হুকে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য মিনিস্ট্রির ভেতর থেকে পাচার করেছে।

ক্রাউচ বললেন, কী বললেন, রুকউড! সামনে বসা এক জাদুকরীকে ইশারা করলেন। মেয়েটি একটি পার্চমেন্ট কাগজে কিছু ফট ফট করে লিখল, অগাস্টাস রুকউড... রহস্য বিভাগ।

কারকারফ বললেন, এই ব্যক্তিটি আমি জানি মন্ত্রণালয়ে ভাল পদে অধিষ্ঠিত জাদুকরদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিরাট এক জাল সৃষ্টি করেছিল– উদ্দেশ্য 'গোপন তথ্য' সংগ্রহ।

ক্রাউচ বললেন, ট্রেভার্স ও মালসিবার, ঠিক আছে। খুব ভাল কথা কারকারফ, যদি আপনার বক্তব্য শেষ হয়ে থাকে... আপনাকে আজকাবানে ফিরে যেতে হবে... তারপর আমাদের সিদ্ধান্ত...।

- না, এখনও শেষ হয়নি, কারকারফ দারুণ হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন।

মশালের আলোতে হ্যারি দেখল কারকারফ দরদর করে ঘামছেন। ওর কাল চুল আর দাড়ির সঙ্গে গায়ের সাদা চামড়া দারুণ এক বৈষম্য।

- স্নেইপ, কারকারফ চিৎকার করে বললেন, সেভেরাস স্নেইপ!

ক্রাউচ কঠিন স্বরে বললেন, স্নেইপকে এই কাউন্সিল মুক্ত করেছেন, তাছাড়া ডাম্বলডোর তার জামিন হয়েছেন।

কারকারফ চিৎকার করে বললেন, না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার জন্য পারলেন না। বললেন, সেভেরাস স্নেইপ একজন ডেথইটার ছিল, আমার বক্তব্যে মিথ্যা নেই।

ডাম্বলডোর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন–, এই ব্যাপারে আমার আগেই সাক্ষ্য দেয়া হয়ে গেছে। একথা মিথ্যা নয় যে, স্নেইপ অতীতে একজন ডেথইটার ছিলেন। লর্ড ভোল্ডেমর্টের পতনের আগেই আমাদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছেন... শুধু তাই নয়, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের হয়ে গুপ্তচরেরও কাজ করেছেন। আমি যেমন 'ডেথইটার' নই, তেমনি স্নেইপও নয়।

হ্যারি পেছন ফিরে মুডিকে দেখল। ম্যাড-আই-মুডির চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ!

– ঠিক আছে কারকারফ, ক্রাউচ গম্ভীর হয়ে বললেন। আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আমি আপনার কেস পুনরায় বিবেচনা করব। এখন আপনাকে আজকাবানে ফিরে যেতে হবে।

মি. ক্রাউচের কণ্ঠস্বর একটু একটু করে ম্লান হয়ে গেল। পাতালপুরীটা যেন ধোঁয়াটে ছিল, সেটাও মিলিয়ে যেতে লাগল, এক এক করে সবকিছুই। তারই মধ্যে হ্যারি নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, ও ছাড়া সবকিছুই ঘূর্ণাবর্তের মতো অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।

তারপরে আবার অন্ধকার হিমশীতল পাতালপুরী উদ্ভাসিত হয়ে গেল। হ্যারি দেখল এখন ও অন্য একটা বেঞ্চে বসে রয়েছে। সেই বেঞ্চটা আগের অন্যান্য বেঞ্চের চাইতে উঁচু। ওর বাঁ-ধারে বসে আছেন মি. ক্রাউচ। আগের মতো গম্ভীর নেই, স্বাভাবিক পরিবেশ। দেয়ালের ধারে বসে থাকা জাদুকর-জাদুকরীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে... এমন এক ভাব ওরা যেন কোনও খেলাধুলা দেখতে এসেছে। হ্যারির অদূরে বসে থাকা এক জাদুকরীকে চোখে পড়ল। ওর মাথায় ছোট ছোট সোনালী চুল, পরণে ম্যাগনেটা রোবস। একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের পালক দাঁতে কামড়াচ্ছে। মেয়েটি সন্দেহ নেই রিটা স্কীটার। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যধারে তাকাল। এবারও ডাম্বলডোর ওর পাশে বসে রয়েছেন। পরণে অন্য রোবস। ক্রাউচকে অতিশয় ক্লান্ত, বেশি মাত্রায় রোগা দেখাচ্ছে। হ্যারির মনে পড়ে গেল অন্য একদিন, অন্য এক পরিস্থিতি, এক ভিন্ন

বিচারালয়। অভিযুক্তরাও ভিন্ন।

কোণের দিকে দরজাটা খুলে যেতেই লুডো বেগম্যান ঘরে ঢুকলেন।

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন বেগম্যান। আগের মতো ছোট-খাট নয়, কিডিচ খেলোয়াড়দের মতই লম্বা-চওড়া পেশিবহুল চেহারা নাকটা থ্যাবড়া নয়। শিকল লাগানো চেয়ারে বসার সময় বেগম্যান ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। কারকারফের মতো কেউ তাকে শিকল দিয়ে বাঁধলো না। বেগম্যান দর্শক আর দু'একজন জাদুকর-জাদুকরীদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন ও মৃদু হাসলেন।

– লাডো বেগম্যান, ডেথইটারসদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দেবার জন্য কাউন্সিল অব ম্যাজিক্যাল ল'র সামনে আপনাকে আনা হয়েছে; ক্রাউচ বললেন, আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি আমরা বিচার করেছি ও এখন আমাদের রায়দানের মুখে পৌঁছেছি। আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা খণ্ডিত করার জন্য যদি আপনার আরও কিছু বক্তব্য থাকে তা রায়দানের পূর্বে বলতে পারেন।

হ্যারি নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না লুডো বেগম্যান একজন ডেথইটার? 'একমাত্র', বেগম্যান অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, জানি আমি মহামূর্খ!

এই কথা শুনে সামনে বসা দু'একজন জাদুকর হো হো করে হেসে উঠল। ক্রাউচ মনে হল তাদের জোরে হাসাটা পছন্দ করলেন না। ক্রাউচ বেগম্যানের দিকে অতি কঠোর ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তুমি ভুলেও একটি সত্যি কথা বলনি খোকা। কে যেন ডাম্বলডোরকে হ্যারির পেছন থেকে শুকনো কণ্ঠে বলল। হ্যারি পেছনে তাকিয়ে দেখল ম্যাড আই মুডি। যথাস্থানে ঠিক বসে আছেন।

ক্রাউচ বললেন, লাডো বেগম্যান, ভোল্ডেমর্টের সমর্থনকারীদের কাছে তথ্য আদান-প্রদানের সময় আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই জঘন্য অপরাধের জন্য আপনাকে আমি আজকাবানে কারারুদ্ধ করে রাখার জন্য আমার মত দিচ্ছি। কমপক্ষে

কিন্তু রায় শোনার পর সামনের বেঞ্চে বসে থাকা জাদুকর জাদুকরীরা দাঁড়িয়ে পড়ে, মাথা নেড়ে, এমনকি ঘুষি তুলে প্রতিবাদ জানাল। বেগম্যান কলকল ধ্বনির ভেতর বললেন, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি ওই তথ্য পাচার সম্বন্ধে আমার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ওর নীল চোখ বিস্ফোরিত হল।– কণা মাত্র না। বৃদ্ধ রুকউড আমার পিতার বন্ধু। আমার কখনও কোনদিন সন্দেহ হয়নি যে তিনি ইউ নো হুর লোক, আমি ভেবেছিলাম, আমাদের কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি। রুকউড বলেছিলেন, আমাকে মিনিস্ট্রিতে একটা চাকরি করে দেবেন... আপনারা জানেন আমার কিডিচ খেলার পর্ব শেষ হলে আমি মনে করি, বা আমার মনে

হয়েছিল আমি একটি ছোটখাট কাজও পাবো না।... পাওয়া সহজ নয়।

আবার ভিড়ের মধ্য থেকে চাপা হাসির রোল।

পাতালঘরের ডানদিকে তাকিয়ে ক্রাউচ তীক্ষ্মস্বরে বললেন, দোষী কি নির্দোশ এর জন্য ভোট গ্রহণ প্রয়োজন। সেসব জুরি কারাবাসের পক্ষে তারা দয়া করে হাত তুলবেন।

হ্যারি ডান ধারে তাকাল। একজনও হাত তুললেন না। অনেক জাদুকর, দর্শকরা হর্ষে, উল্লাসে হাততালি দিতে লাগল। তাদের মধ্যে এক জাদুকর উঠে দাঁড়ালেন।

ক্রাউচ খেঁকিয়ে বললেন, কিছু বলার আছে?

আমরা মি. বেগম্যানকে তার ইংল্যান্ড দলের হয়ে গত শনিবার তুর্কীর বিরুদ্ধে অসামান্য কিডিচ খেলার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি, জাদুকর এক নিশ্বাসে কথাটা বলে গেলেন।

মি. ক্রাউচ অসম্ভব রাগে ফেটে পড়লেন। সারা পাতালঘর বেগম্যানকে হই হই করে অভিনন্দন দিতে লাগল। বেগম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন... মাথানত করে স্মিত হাসলেন।

বেগম্যান ঘর ছেড়ে চলে গেলে মি. ক্রাউচ ডাম্বলডোরের কাছে এসে থুতু ফেলে বললেন, জঘন্য... রুকউড তাহলে ওকে অবশ্যই চাকরি জোগাড় করে দেবে, যেদিন লাডো বেগম্যান আমাদের মন্ত্রণালয়ের কাজে যোগ দেবে সেদিনটি মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ দুঃখের দিন হবে সন্দেহ নেই।

পাতালঘরে নেমে এসেছে নীরবতা– শুধু এক রোগা ডিগডিগে শুকনো চেহারার জাদুকরী ক্রাউচের পাশে বসে খুব আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মুখে তার রুমাল চাপা... হাত কাঁপছে। হ্যারি মি. ক্রাউচের দিকে তাকাল, তার মুখ শুকনো... আগের চেয়ে বৃদ্ধ... ওর কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপদপ করছে।

পাতালঘরের কোণের দিকে দরজা আবার খুলে গেল। ক্রাউচ বললেন, ওদের ভেতরে নিয়ে এস। নিস্তব্ধ পাতালঘর গমগম করে উঠল, প্রতিধ্বনিত হল তার আদেশ।

ডিমেন্টররা চারজনকে ধরে বেঁধে ঘরে ঢুকল। হ্যারি দেখল ঘরের সকলে একইসঙ্গে ক্রাউচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কানে কানে কিছু বলাবলি করছে।

ডিমেন্টররা চারজনকে পাশাপাশি চারটে শিকল দেয়া চেয়ারে বসাল। চারজনের মধ্যে একজন মোটা লোক ক্রাউচের দিকে উদাসিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একজন রোগা ও ভীত লোক, ও ঘরের সকলের দিকে তাকাল...। একজন

মহিলা, মাথায় তার ঘন চকচকে কাল চুল, চোখে বোরখা আবৃত... শিকল লাগানো চেয়ারে এমন এক ভঙ্গি করে বসল যেন চেয়ারটা সিংহাসন। আর একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে দেখেই মনে হয় ভীষণ ভয় পেয়েছে, মাঝে মধ্যে শিউরে উঠছে ও কাঁপছে। ওর মাথায় খড় রংয়ের ছোট ছোট পাতলা চুল। গায়ের চামড়া ধবধবে। যে রোগা মহিলা ক্রাউচের পাশে বসেছিলেন তিনি চেয়ারে বসে কখনও সামনে, কখনও পেছনে দোলা খাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। চোখের জল রুমাল দিয়ে মুছছেন।

ক্রাউচ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, চেয়ারে বসিয়ে রাখা চারজনের দিকে তাকালেন। মুখে প্রবল ঘৃণার ছাপ।

'তোমাদের' কাউন্সিল অব ম্যাজিক্যাল ল'-এর সামনে হাজির করা হয়েছে, পরিষ্কার কণ্ঠে মি. ক্রাউচ বললেন। তোমাদের ঘৃণ্য জঘন্য অপরাধের শাস্তির কথা শোনাবার জন্য।

সেই খড় রংয়ের চুলের ছেলেটি বলল, বাবা, অনুগ্রহ করে উনাকে থামাও, আমি অপরাধ করিনি।

আদালতে এই রকম কথা আমরা আগেও অনেক শুনেছি, ক্রাউচ চীৎকার করে বললেন ছেলের করুণ কথা ওর তীব্র গলার স্বরে চাপা পড়ে গেল।– তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ-তথ্যাদি দিয়ে অভিযোগ শোনা হয়েছে। তোমরা চারজন কর্তব্যরত 'অররকে ধরার জন্য অপরাধ করেছ। ফ্রাংক লংবটমকে ক্রুসিয়াস কার্স প্রয়োগ করেছ। নিশ্চিত ধারণা যে তোমরা নির্বাসিত হি-হু... যার নাম উচ্চারণ করা অবশ্যই ঠিক নয়, তার বর্তমান ডেরার খবর রাখ।

–, বাবা, আমি কিছু করিনি, কিছু জানি না... আমাকে দয়া করে ডিমন্টরদের হাতে তুলে দেবেন না। শপথ করে বলেছি আমি জানি না, ছেলেটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

ক্রাউচ আরও বললেন, তুমি ও তোমরা ফ্রাঙ্ক লংবটমের স্ত্রীর ওপর নিষিদ্ধ ক্রসিয়স কার্স প্রয়োগ করেছিলে, যখন তিনি তোমাদের কোন খবর দিতে রাজি হননি। তোমরা হি হু, যার নাম উচ্চারণ করা ঠিক হবে না তাকে, পুনরায় পুরনো শক্তিতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছ। এবং তার অতীতের হিংসাত্মক কার্যকলাপ পুনরায় চালু করার মদদ দিচ্ছ।... এখন আমি মাননীয় জুরিদেব রায় প্রার্থনা করছি।

ছেলেটি আর্তনাদ করে উঠল– মা।

ক্রাউচের পাশে বসে থাকা শীর্ণ মহিলা আগের মতো সামনে-পেছনে দুলতে দুলতে ফোঁপাতে লাগলেন।– না, না না বাবাকে নিষেধ কর আমি সেই কাজ করিনি, আমি কোনও দলে ছিলাম না!

ক্রাউচ বললেন, যারা শাস্তির পক্ষে তারা দয়া করে হাত তুলুন। আমার মতে এই জঘন্য অপরাধের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ডানদিকে বসা জাদুকর-জাদুকরী সকলে একযোগে হাত তুলল। দেয়াল লাগোয়া যারা বসেছিল তারা আনন্দে-উচ্ছাসে ফেটে পড়ল। তাদের চোখে প্রতিহিংসা- বর্বর আনন্দোচিত জয়ের হাসি, মুখরিত হয়ে উঠল প্রায় অন্ধকার কারাকক্ষ... পাতালপুরী।

ছেলেটি আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমায় আজকাবান জেলে পাঠিও না বাবা, আমি কোন অপরাধ করিনি।

ডিমেন্টটররা তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল আজকাবানে নিয়ে যাবার জন্য। ওরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। মহিলা অপরাধী ক্রাউচকে বলল, শোন 'ডার্কলর্ড' আবার ফিরে আসছেন, ক্রাউচ! আমরা আজকাবানে থেকে তার পুনঃ আবির্ভাবের অপেক্ষা করব। উনি অবশ্যই আমাদের যথাযোগ্যভাবে পুরস্কার দেবেন... আমরাই তার বিশ্বস্ত অনুচর! আমরাই শুধু তাকে খুঁজেছি! সাবধান ক্রাউচ।

কিন্তু ছেলেটা প্রবল শক্তিতে হাত-পা ছুঁড়ে ডিমেন্টরদের বাধা দিতে লাগল ওরাও তাদের প্রবল শক্তি দিয়ে ছেলেটিকে ধরে রাখল। চারজনের কঠোর শাস্তি শুনে 'পাতালঘরে' উপস্থিত সবাই নাচানাচি করতে লাগল।

ছেলেটি ডিমন্টরদের সঙ্গে যেতে যেতে বলল, আমি আপনার ছেলে... আপনার ছেলে... বিনা দোষে এমন শাস্তি দেবেন না।

ক্রাউচ জোরে জোরে বললেন, নানা তুমি আমার ছেলে নও, আমার কোনও ছেলে নেই।

শীর্ণ মহিলা শাস্তি শোনার পর যে চেতনা হারিয়েছেন তা ক্রাউচ ভ্রুক্ষেপই করলেন না।

ডিমেন্টররা ওকে নিয়ে যাও, ক্রাউচ বললেন, বলার সময় মুখ থেকে থুতু ছিটকে বেরোল।

ডাম্বলডোর বললেন, এবার আমাদের অফিসে ফিরে যেতে হবে হ্যারি।

হ্যারি চমকে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখল, ডাম্বলডোর দেখছেন, ডিমেন্টররা ক্রাউচের ছেলেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

– চল, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারির কনুইতে হাত ছোঁয়ালেন। হ্যারির মনে হল ও বাতাসে ভাসছে... চোখের সামনে থেকে পাতালপুরী একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।... চতুর্দিক অন্ধকার। মনে হল ও খুব আস্তে আস্তে ডিগবাজি খাচ্ছে... তারপরই দেখল ডাম্বলডোরের রৌদ্রজ্জ্বল অফিসে ও বসে রয়েছে। আলমারিতে রাখা পাথরের বেসিনটা ঘরের তীব্র আলোতে ঝকমক করছে। ডাম্বলডোর ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

হ্যারি তোতলাতে তোতলাতে বলল, আলমারির একটা পাল্লা খোলা ছিল। ওটা বন্ধ করা আমার উচিতও হয়নি।

জানি, ডাম্বলডোর বললেন। তারপর গামলাটা তুলে ডেস্কের কাছে নিয়ে গিয়ে চকচকে টেবিল টপের ওপর রেখে দিলেন। তারপর হারিকে ওর সামনে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

হ্যারি গামলার দিকে তাকিয়ে বসল। বেসিনের ভেতরের পদার্থ আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। রূপার মতো সাদা... অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে।

হ্যারি আমতা আমতা করে বলল, ওগুলো কী?

এইগুলো? একে বলা হয় 'বিষণ্নতা', ডাম্বলডোর বললেন। আমি মাঝে মধ্যে দেখি, আমি আশা করছি আমার মনোভাব বুঝতে পারছ... আমার অনেক ভাবনা ও স্মৃতি মস্তিষ্কের মধ্যে বোঝাই হয়ে রয়েছে। যখন কোনও চিন্তা মাথার মধ্য থেকে বের করে দিতে চাই, আমি 'বিষণ্নতা' ব্যবহার করি। তখন 'বিষন্নতা' চিন্তাকে গামলার মধ্যে ফেলে দেয়, সময় পেলে সেটা পরীক্ষা করি। যখন তারা একটা আকার ধারণ করে তখন ধরনটা খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়, বুঝতে পারলে?

তাহলে ওই পদার্থ আপনার চিন্তা কমিয়ে রাখে? হ্যারি কথাটা বলে তরল পদার্থের দিকে তাকাল।

দেখবে কেমন করে করি? ডাম্বলডোর তার আলখেল্লা থেকে জাদুদণ্ড বের করে পাকা চুলে ছোঁয়ালেন। ছোঁয়াতেই কিছু চুল তাতে লেগে রইল। তারপরই হ্যারি দেখল মাথার ভেতর থেকে রূপালী কিছু পদার্থ বেসিনের জলীয় পদার্থের সঙ্গে মিশে গেল। বুঝলে, আমার বিষণ্ন ওই বেসিনের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশল। এবার কাছে এসে দেখ।

হ্যারি গামলার মুখ নামিয়ে তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। দেখল ওর মুখ পাত্রের ভেতর সাঁতরাচ্ছে।

ডাম্বলডোর তারপর দণ্ডটা পাত্রের চারপাশে ঘোরালেন। তারপর ভেসে উঠল স্নেইপ, কারকারফের মুখ।

ডাম্বলডোর তার অর্ধচন্দ্র চশমার কাঁচ দিয়ে হ্যারিকে দেখলেন। বললেন, এটা সংযোগ করা, এই সংযোগ করতে কারও সাহায্যের দরকার হয় না।

হ্যারি দেখল, পাত্রে বারবার স্নেইপের মুখ ভেসে উঠেছে।

– বুঝলে আমার অফিসে যখন প্রফেসর ফাজ এসেছিলেন, তখন আমি 'পেনসিভ' ব্যবহার করেছিলাম। চলে গেলে ভুলবশতঃ ঠিকমত পাল্লাটা ভাল করে বন্ধ করিনি, স্বাভাবিকভাবে সেই জন্য তোমার দৃষ্টি ওদিকে পড়েছিল।

হ্যারি বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর।

ডাম্বলডোর শুধু মাথা নাড়লেন।

কৌতুহল অন্যায় বা পাপ নয়। ডাম্বলডোর বললেন, তবে আমাদের সবসময় সতর্কতার সঙ্গে কৌতুহল মেটাতে হবে। তারপর ম্যাজিক দণ্ড দিয়ে তার চিন্তা তরল পদার্থকে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, হঠাৎ একটি বছর ষোল বয়সের মেয়ে গামলার ভেতর ঘুরতে লাগল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি হ্যারি ও ডাম্বলডোরকে দেখলই না। ও বলল, স্নেইপ আমাকে সম্মোহন করেছিল প্রফেসর ডাম্বলডোর, আমি কিছু করিনি, শুধু ওকে 'টিজ' করছিলাম। বলেছিলাম, তুমি ফ্লোরেন্সকে চুম্বন করেছ, আমি দেখে ফেলেছি... গত বৃহস্পতিবার গ্রীন হাউজের পেছনে...।

ডাম্বলডোর বিষণ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখে বললেন, কিন্তু কেন বার্থা, তুমি কেন ওর পেছনে পেছনে গিয়েছিলে।

মেয়েটি আর ঘুরছে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বার্থা? হ্যারি অস্ফুট স্বরে ওরদিকে তাকিয়ে বলল...। ইনি কী বার্থা জোরকিনস?

ডাম্বলডোর বললেন, হ্যাঁ...। আবার তার চিন্তা দেখার জন্য গামলার তরল পদার্থকে দণ্ড দিয়ে নাড়াতে লাগলেন। আবার সেটা রূপালী রং হয়ে গেল। হ্যাঁ ও বার্থা, আমাদের স্কুলের ছাত্রী ছিল।

'পেনসিভে' ডাম্বলডোরের মুখ তীব্রভাবে উদ্ভাসিত করল। হ্যারির দেখে মনে হল ডাম্বলডোর বড় বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ডাম্বলডোরের বয়স বাড়ছে হ্যারি জানে... তাহলেও এত বৃদ্ধ হয়ে যাবেন ভাবতে পারেনি।

হ্যারি, কি যেন বলতে এসেছিলে তুমি? এক্ষুণি বলে ফেলো, আমাকে আবার চিন্তার ভেতরে ঢুকে যেতে হবে।

প্রফেসর কিছুক্ষণ আগে আমি ক্লাসে ছিলাম ভবিষ্যৎ কথন তারপর সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বল, তারপর ঘুমে কি দেখলে।

লর্ড ভোল্ডেমর্ট। ওয়ার্মটেলকে নির্যাতন করছে। আপনি নিশ্চয়ই ওয়ার্মটেলের নাম শুনেছেন, চেনেনও তাকে।

হ্যাঁ, অবশ্যই তারপর কী দেখলে বল।

ভোল্ডেমর্ট প্যাঁচার কাছ থেকে বার্তা পেয়ে জেনেছেন, এমন একটা কিছু দোষ বা ভুল ওয়ার্মটেল করেছে সেটা মারাত্মক হলেও তিনি শুধরে নিয়েছেন। কে একজন মারাও গেছে। তারপর বললেন, ওয়ার্মটেল সাপের মুখ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনলাম। ভোল্টেমর্টের চেয়ারের পাশে বিরাট এক সাপ ছিল। ওয়ার্মটেলকে বললেন এখন সাপ তোমার বদলে হ্যারিকে খাবে। তারপর

ওয়ার্মটেলের ওপর ক্রুসিয়াস কার্স প্রয়োগ করলেন... আমার কপালের কাটা দাগটা অসম্ভব জ্বালা আর ব্যথা করতে লাগল। তারপরই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরও আমার ব্যথা কমল না।

ডাম্বলডোর কেবল ওর দিকে তাকালেন।

এই স্বপ্ন দেখেছি, হ্যারি বলল।

আচ্ছা, ডাম্বলডোর বললেন। আচ্ছা এই বছর অন্য কোনও সময়ে তোমার কাটা দাগে ব্যথা হযেছে? গরমকালে তুমি একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওইরকম একটা কিছু দেখে?

আপনি কি করে জানলেন প্রফেসর? হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।

তুমি কী মনে কর সিরিয়সের সঙ্গে তোমার চিঠির আদান-প্রদান হয়, তার আমি কোনও খবর রাখি না? সিরিয়স হোগার্ট ছাড়ার পরও আমাকে ছাড়েনি, আমিও তাকে ছাড়িনি। তোমার সব খবরই আমি সিরিয়সের কাছ থেকে পাই। আমিই ওকে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। ওটাই ওর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তোমরা তো দেখে এসেছো?

ডাম্বলডোর চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পাঁয়চারি করতে লাগলেন। একটু পরপর কপালে দণ্ড ছোঁয়াতে লাগলেন। ছোঁয়াবার পর উজ্জ্বল রূপালী চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে এসে 'পেনসিভের' সঙ্গে মিশতে লাগল।

প্রফেসর? হ্যারি খুব ধীরে বলল।

ডাম্বলডোর পাঁয়চারি থামিয়ে হ্যারির দিতে তাকালেন।

আমাকে ক্ষমা করবে, ডাম্বলডোর খুব আস্তে আস্তে বললেন। তারপর ডেস্কে বসলেন।

- কেন আমার কাটা দাগে ব্যথা লাগে, জ্বালা করে প্রফেসর?

ডাম্বলডোর গভীর দৃষ্টিতে হ্যারিকে দেখলেন। তারপর বললেন, তোমার ওই কাটা দাগ জ্বালা করে ব্যথা লাগে, যখন লর্ড ভোল্ডেমর্ট তোমার খুব কাছে আসে, যখন তোমার কোনও ক্ষতি করার মতলব আঁটে। তোমার প্রতি ঘৃণার ভাব তার মনের ভেতর দানা বাঁধে।

কিন্তু কেন?

কারণ তুমি আরও এমন. এক কার্সের সঙ্গে সংযুক্ত যা কার্যকরী হয়নি; ডাম্বলডোর বললেন, কার্সটা সাধারণ নয়।

তাহলে, আপনি কী মনে করেন যে স্বপ্নটা দেখেছি সেটা সত্য হবে?

সম্ভবত, ডাম্বলডোর বললেন, আমি বলছি বিশ্বাস করার কারণ আছে। হ্যারি তুমি কী স্বপ্নে ভোল্ডেমর্টকে স্বচক্ষে দেখেছ?

না, হ্যারি বলল, শুধু চেয়ারের পেছনটা। কিন্তু দেখার তো কিছুই ছিলো না-

ছিল কী? আমি বলতে চাই, তার কী দেহ আছে? কিন্তু বুঝতে পারছি না দেহ না থাকলে জাদুদণ্ড কেমন করে ধরেন? হ্যারি খুব ধীরে ও আস্তে বলল।

সত্যি তো? ডাম্বলডোর বিড়বিড় করলেন- সত্যি তো...।

দু'জনেই অনেকটা সময় নীরব। ডাম্বলডোর সারা ঘরে পাঁয়চারি করতে লাগলেন, আর মাঝে মধ্যে কপালে দণ্ড ঠেকিয়ে উজ্জ্বল রূপালী চিন্তা পেনসিভ ফেলতে লাগলেন।

হ্যারি শেষে বলল, আপনি কি মনে করেন ও আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে প্রফেসর?

ভোল্ডেমর্ট? পেনসিভের দিকে তাকিয়ে হ্যারিকে দেখলেন। আমি একমাত্র আমার সন্দেহের কথা তোমাকে বলতে পারি।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের দিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার মনে হল উনি হঠাৎ আগের চেয়েও বেশি বৃদ্ধ ও কাহিল হয়ে পড়েছেন।

– ভোল্ডেমর্ট ক্ষমতা আয়ত্তে আনার পর শুধু শুনতে পাই নিরীহ মানুষের অন্ত র্ধানের কথা। ভোল্ডেমর্ট শেষ যেখানে ছিল সেখান থেকে বার্থা জোরকিনস কোনরকম চিহ্ন না রেখে উধাও হয়েছে। মি. ক্রাউচও তাই... আমাদের মাঠ থেকেই। তৃতীয় অন্তর্ধান এক মাগল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি মিনিস্ট্রি সেই বিষয়টিতে একেবারেই কোনো গুরুত্ব দেয়নি। যেহেতু সে ছিল মাগল (যারা জাদুকর নয়)। ওর নাম ফ্রাঙ্ক ব্রাইস, যেখানে ভোল্ডেমর্টের পিতা জন্মেছেন, বড় হয়েছেন সেই গ্রামে তিনি থাকতেন। গত আগস্ট মাস থেকে তার আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। শোন, আমি মাগলদের সংবাদপত্র পড়ি, আমার মন্ত্রণালয়ের বন্ধুরা অবশ্য পড়েন না।

ডাম্বলডোর হ্যারির মুখের দিকে অতি গম্ভীরভাবে তাকালেন। এই রকমের অন্ত র্ধান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, মনে হয়, এর সঙ্গে কোনো শক্তি যুক্ত আছে। মন্ত্রণালয় অবশ্য আমার সাথে একমত নয়– বোধহয় তুমি এ বিষয়ে শুনে থাকবে, মানে যখন তুমি আমার ঘরের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে।

দু'জনেই আবার নীরব। ডাম্বলডোর একের পর এক মাথার ভেতর থেকে চিন্তা বের করে নিচ্ছেন, হ্যারির মনে হল এইবার তার চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু তার কৌতুহল ওকে চেপে বসিয়ে রাখল।

প্রফেসর? ও আবার বলল।

হ্যাঁ, বল হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন।

আমি যখন 'পেনসিভে', তখন আদালতে যা দেখেছি, সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি?

অবশ্যই, ডাম্বলডোর ভারি স্বরে বললেন। আমি অনেকবার আদালতে

যোগদান করেছি, কিন্তু কিছু কিছু বিচার আমার মনে বারবার ফিরে আসে, বিশেষ করে এখন যা দেখেছ...

তুমি সেই বিচার চলাকালে আমাকে দেখেছ? একটায় ক্রাউচের ছেলের? ওরা নেভিলের বাবা-মায়ের প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন? ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন।

আরও বললেন, তুমি কি জান কেন নেভিল ওর বাবা-মার কাছে না থেকে গ্রান্ডমাদারের কাছে থেকে বড় হয়েছে?

হ্যারি জানে না, এমনভাবে মাথা নাড়ল। গত চার বছরে ওরা একই ক্লাসে পড়েও এই ব্যাপারটা একবারও মাথায় আসেনি।

হ্যাঁ, নেভিলের বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ ওরা আদালতে তুলেছিল, ডাম্বলডোর বললেন। প্রফেসর মুডির মতো ওর বাবা ফ্র্যাঙ্ক একজন অরব ছিলেন। ভোল্ডেমর্টের ক্ষমতাচ্যুতির পরেই তার বিষয়ে জানার জন্য তাকে ও তার স্ত্রীকে নির্যাতন করা হয়েছিল। হয়তোবা তুমি তা শুনে থাকবে।

ওরা তো মৃত? হ্যারি বলল।

না মৃত নয়। কথাটা এমন এক বিরক্তির সঙ্গে বললেন– হ্যারি আগে কখনও তাকে এমনভাবে কথা বলতে শোনেনি। ওরা পাগল হয়ে গেছেন। ম্যাজিক্যাল ম্যালাডিস অ্যান্ড ইনজুরিস সেন্ট মাংগোম, হাসপাতালে আছেন। আমার ধারণা নেভিল মাঝে মধ্যে ঠাকুমার সঙ্গে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যায় ছুটিছাটার দিন। ওরা ছেলেকে দেখে চিনতে পারেন না।

হ্যারি দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হয়ে বসে রইল। গত চার বছরে একবারও নেভিলের মুখ থেকে খবরটা শোনেনি, এমনকি জানবার চেষ্টাও করেনি।

ডাম্বলডোর বললেন, লংবটমরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ভোল্ডেমর্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পরই তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল– অথচ সে সময় লোকেরা মনে করতো তারা নিরাপদে আছেন। তাদের ওপর এই বর্বরোচিত আঘাত মানুষজনের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল মানুষ। এইরকম প্রতিক্রিয়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। মিনিস্ট্রি অবশ্য চাপের মুখে দুস্কৃতিকারীদের ধরার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল... কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কিছু করা সম্ভব হয়নি।

হ্যারি বলল, মি. ক্রাউচের ছেলে হয়ত জড়িত ছিল না।

ডাম্বলডোর বললেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।

আরও দুটি প্রশ্ন করার জন্য হ্যারি ছটফট করছিল; কিন্তু সেগুলো তো জীবিত মানুষদের অপরাধ প্রসঙ্গে।

বলছিলাম ব্যাগম্যানের কথা।

আজ পর্যন্তও কোন ডার্ক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত আছে এমন অভিযোগ আমি শুনিনি, ডাম্বলডোর কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে বললেন।

হ্যারি বলল, স্নেইপ ভোল্ডেমর্টকে আর সমর্থন করে না তার প্রমাণ কি প্রফেসর?

ডাম্বলডোর হ্যারির প্রশ্নসূচক দৃষ্টির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, ব্যাপারটা আমার আর স্নেইপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক হ্যারি।

হ্যারি বুঝতে পারলো, ডাম্বলডোরের সঙ্গে ওর কথাবার্তা শেষ হয়েছে– এবার যেতে হবে। ডাম্বলডোরকে আগের মতো চিন্তিত দেখাচ্ছে না। শান্ত মুখ।

ডাম্বলডোর বললেন, হ্যারি।

হ্যারি তখন দরজার গোড়ায় পৌঁছে গেছে। শোন, তুমি কিন্তু নেভিলের মা-বাবার সম্বন্ধে কারও কাছে কোন কথা বলবে না। প্রয়োজন হলে তখন ও নিজেই বলবে।

– আচ্ছা প্রফেসর, হ্যারি বলল।

– আর একটা কথা।

হ্যারি পেছন ফিরে তাকাল, দেখল ডাম্বলডোর 'পেনসিভের' কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গামলার তলা থেকে রূপালী আলো তার মুখে এসে পড়েছে, তাকে আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। ডাম্বলডোর হ্যারিকে এক মুহূর্ত দেখে বললেন, তোমার তৃতীয় টাস্ক ভালোভাবে হোক আমি তোমার শুভ কামনা করি।

এ ক ত্রি শ ত ম অ ধ্যা য়

দি থার্ড টাস্ক

ডাম্বলডোর তাহলে জানে ইউ নো হু আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে, রন চাপা গলায় বলল।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের ঘর থেকে ফিরে এসে পেনসিভে কী কী দেখেছে, ডাম্বলডোরের সাথে তার আলোচনার সকল বিষয়, রন আর হারমিয়নকে শুধু নয় সিরিয়সকেও প্যাঁচা পাঠিয়ে জানিয়েছে।

অনেক রাত পর্যন্ত কমনরুমে বসে ওরা গল্প করল; কিন্তু হ্যারির চিন্তা দূর হল না। ডাম্বলডোর কেন তার মাথার রাজ্যের দুঃশ্চিন্তা পেনসিভে রেখে তার চিন্তা লাঘব করেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা জমা হলে সেগুলো বের করার কেন প্রয়োজন এটাই ডাম্বলডোর বোঝাতে চেয়েছিলেন।

রন কমনরুমের আগুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। হ্যারির মনে হল রন যেন শীতে কাঁপছে। কাঁপছে কেন, ঘরটা তো বেশ গরম।

রন বলল, মানে এই দাঁড়াল যে, তিনি স্নেইপকে বিশ্বাস করেন, তার ওপর আস্থা আছে। ও অতীতে একজন ডেথইটার (রক্ত চোষা) জেনেও!

– হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়, হ্যারি বলল।

হারমিওন তাদের কথাবার্তার এই দশ মিনিটের মধ্যে একটা কথাও বলেনি। ও কপালে হতে রেখে হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। ওকে দেখে হ্যারির মনে হল 'পেনসিভ' ব্যবহার করেছে।

- রিটা স্কীটার; হারমিওন এতক্ষণে মুখ খুললো।

রন বলল, আরে তুমি এখনও ওই রিটা স্কীটারকে নিয়ে আছ!

মোটেই না, ওর সম্বন্ধে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। হারমিওন মুখ না তুলে

এমনভাবে বলল, যেন ওর হাঁটুকে বলছে। আমি তার একটা কথা ভাবছি, মনে আছে থ্রি ব্রুমস্টিকে সে বলেছিল, তোমাদেরও মনে থাকতে পারে; একথাটা বলেছিল না?...'আমি লাডো বেগম্যান সম্বন্ধে যা জানি... শুনলে তোমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে।' স্কীটার আদালতে উপস্থিত ছিল রিপোর্টও করেছিল। ও নাকি জানে বেগম্যান ডেথইটারদের কাছে খবরাখবর পাঠিয়েছে, আর মনে আছে উইঙ্কীর কথা... 'মি. বেগম্যান অতি খারাপ এক জাদুকর' ও ছাড়া পাওয়াতে ক্রাউচ অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়েছিল।

শুনেছি, কিন্তু বেগম্যান তো কোনোকিছু ভেবে ইনফরমেশন দেননি– দিয়েছেন কী?

হারমিওন কাঁধ নাচাল।

ফাজ মনে করেন মাদাম ম্যাক্সিম ক্রাউচকে আক্রমণ করেছিলেন? রন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল।

হ্যারি বলল, ক্রাউচ বক্সবেটনের ক্যারেজের কাছ থেকে অন্তর্ধান হয়েছিলেন বলেই সন্দেহটা করছেন।

রন বলল, আমাদের কিন্তু সে কথা মাথায় আসেনি। একটা কথা খুব ভাল করে মনে রাখবে মাদাম ম্যাক্সিমের শরীরে দানবের রক্ত আছে; কিন্তু সেটা স্বীকার করতে তিনি চান না।

হারমিওন বলল, অবশ্যই করেন না। –মনে আছে রিটা যখন হ্যাগ্রিডের মায়ের ইতিবৃত্ত লিখেছিল, তখন তার অবস্থা কি হয়েছিল, ফাজকেও দেখ, ঝট করে তার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন– ওর দেহেও দানবের রক্ত আছে। কে ওইরকম কুসংস্কারের ধার ধারে? যদি আমি হতাম, নির্দ্বিধায় বলতাম আমার বড় বড় হাড় আছে।

হারমিওন হাতঘড়িতে কটা বেজেছে দেখল।

আমাদের তো কোনও ক্লাস ওয়ার্কের কাজ করা হয়নি, কালকেই তো 'ইমপেন্ডিমেন্ট জিনক্স' (বাধা বিপত্তির) এর ক্লাস। হ্যারি এবার তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, মনে হয় খুবই ক্লান্ত।

ডরমেটরিতে গিয়ে হ্যারি নেভিলের বিছানার দিকে তাকাল। ডাম্বলডোরকে ও কথা দিয়েছে নেভিলের বাবা-মা সম্বন্ধে কোনও কথা কাউকে বলবে না। রন-হারমিওনকেও ও বলেনি। ও ভাবল একটা ছেলের মনে কতটা দুঃখ পেতে পারে– যদি তার বাবা-মা তাকে দেখেও চিনতে না পারেন। ওর বাবা-মা নেই বলে মানুষের কাছে সহানুভূতি পায়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নেভিলের আরো বেশি সহানুভূতি সকলের কাছ থেকে পাওয়া উচিত। যারা মি. আর মিসেস লংবটমকে অত্যাচার করেছে তাদের প্রতি ওর ঘৃণা আর আক্রোশ উপছে পড়ল। ক্রাউচের

ছেলের কথাও মনে হল। চোখের সামনে ভাসছে তার কান্না আর ডেমেন্টরদের পৈশাচিক ব্যবহার... ছোট একটা ছেলেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ও তাড়স্বরে কাঁদছে... বাবা ক্রাউচ অতি নিষ্ঠুর... ছেলেটির কথা, ও রুগ্নশীর্ণ মায়ের জ্বালা একবারও মনে হয়নি। শুনেছে ছেলেটি এক বছর আগে কারাগৃহে মারা গেছে।

ভোল্ডেমর্ট! মশারীর চাঁদোয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবল শয়তান ভোল্ডেমর্ট ওদের সুখের সংসারটা ছিন্নভিন্ন করেছে।

* * *

রন আর হারমিওনের পরীক্ষার পড়া রিভাইস করা শেষ হবে তৃতীয় টাস্ক শুরু হবার দিন। কিন্তু ওরা পরীক্ষার পড়ার ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথাসম্ভব হ্যারির মনোবল বাড়াতে ও অন্যান্য ব্যাপারে অনবরত সাহায্য করে চলেছে।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার সাতদিন আগে তৃতীয় টাস্ক হবে, তার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন। জুন মাস থেকেই সকল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। হ্যারি সময় পেলেই বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের অনুশীলন করে। আগের দুটি টাস্কের চাইতে তৃতীয় টাস্ক অনেক সোজা মনে হয়।... যদিও বিপদ এখানে বেশি। মুডি ঠিকই বলেছেন, হ্যারিকে হিংস্র জন্তু আর মন্ত্রমুগ্ধ বাধা পার করার পথ বের করতে হবে। ওর মনে হয় শেষ টাস্কের অসুবিধাগুলো অতিক্রমের উপায় বের করার যথেষ্ট সময় আছে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, হ্যারিকে লাঞ্চের সময় ওর ট্রান্সফিগারেশনের শূন্য ঘরটা ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন।

হ্যারি খুব তাড়াতাড়ি ইমপেডিমেন্ট জিঙ্ক (বাঁধা অতিক্রম করার জাদুমন্ত্র), বিডাক্টর (পথের ওপর সলিড বস্তু পড়ে থাকলে তা চূর্ণ করা), চতুর্মুখী স্পেল। (হারমিওন শিখিয়েছে, যাতে ওর দণ্ড উত্তরের দিকনির্দেশ দেয়... তাহলে বুঝতে পারবে ঠিক পথে চলেছে কিনা সেই ঝোপের মধ্যে); তাহলেও 'শিল্ড চার্ম' এখনও রপ্ত করতে পারেনি। (ছোটখাট কার্স/অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অস্থায়ী অদৃশ্য দেওয়াল সৃষ্টি করা)।

হারমিওন বলল, এখনও পর্যন্ত তুমি ভালই করছ, হারমিওন ওর লিস্টের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানকার কয়েকটি স্পেল তো খুব কাজে লাগবে।

রন তখন মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, আরে ম্যালফয় ওখানে কি করছে!

হ্যারি, হারমিওন রনের পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের জানালা দিয়ে দেখল ম্যালফয়, ক্র্যাবে আর গোয়েল একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্র্যাবে আর গোয়েল এধার-ওধার তাকিয়ে বোকার মতো হাসছে। ম্যালফয় ওর হাতটা মুখের কাছে

এনে কথা বলছে।

হ্যারি কৌতুহলী হয়ে বলল, নিশ্চয়ই ওয়াকিটকিতে কথা বলছে।

– করতে পারে না, হারমিওন বলল। –তুমি জান ওইসব ব্যবহার করা হোগার্টে মানা আছে। অন্যদিকে মন দিও না 'শিল্ডচার্ম'টা আর একবার কর।

* * *

সিরিয়স নিয়ম করে হ্যারিকে রোজ প্যাঁচা মারফত চিঠি দিচ্ছেন। হারমিওনের মতো তিনিও চান হ্যারি অন্য বিষয়ে মন না দিয়ে শেষ টাস্ক ভাল করে করুক। তাছাড়া মনে রাখতে বলেছেন– হোগার্টের চার দেয়ালের বাইরে যা ঘটছে তাতে হ্যারির কোন দায়দায়িত্ব নেই।

> ভোল্ডেমর্ট যদি আবার শক্তি সঞ্চয় করে [সিরিয়স লিখেছেন] আমার প্রথম উপদেশ তুমি তোমার সর্বাগ্রে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ধ্যান দেবে। তুমি যখন ডাম্বলডোরের ছত্রছায়ায় রয়েছ ও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাহলেও কোন ঝুঁকি নেবে না। সেই বাধাবিপত্তি যাতে তুমি নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পার সেদিকে মনোযোগ দেবে। তারপর অন্য ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করা যাবে।

জুন চব্বিশ যত এগিয়ে আসে, হ্যারির ততই কেমন একটা ভয় হতে শুরু হয়। তাহলেও সেই ভয় প্রথম ও দ্বিতীয় টাস্কের মতো নার্ভ শিথিল করার মতো নয়। একটা ব্যাপারে ও সুনিশ্চিত যে নিজেকে মোটামুটি ভাল ভাবে তৈরি করেছে। আর, একটা বিষয়ে এটাই শেষ বাধা। ভাল-মন্দ যাই হোক টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে। দারুণ একটা বোঝা থেকে মুক্তি পাচ্ছে সন্দেহ নেই।

* * *

তৃতীয় সপ্তাহের সকালে গ্রিফিন্ডর টেবিলে প্রাতঃরাশের সময় দারুণ হট্টগোল। হ্যারির কাছে সিরিয়সের শুভ কামনার কার্ড নিয়ে প্যাঁচা ফিরে এসেছে। ছোট একটা হলুদ পার্চমেন্ট তার ওপর ছোট বাজে খবর ছাপা। তাহলেও হ্যারির খুব ভাল লেগেছে। লক্ষ্মীপ্যাঁচা সময়মত হারমিওনের জন্য ডেইলিপ্রফেটের কপি নিয়ে এসেছে। ও প্রথম পাতাটা খুলে সামনে রেখে মুখ থেকে পামকিন রস ওয়াক করে ফেলেদিল।

– কী ব্যাপার? হ্যারি রন ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

– কিছু না, কাগজটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল। কিন্তু রন ওটাকে কেড়ে নিল। ও শিরোনাম পড়ল 'কোনও পথ নেই, আজ নয়, সেই বুড়ো গরুটা'।

হ্যারি বলল, কী ব্যাপার? রিটা স্কীটার আবার কিছু লিখেছে?

না, রন কথাটা বলে কাগজটা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

হ্যারি বলল, লুকালে কি হবে, নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে কিছু লিখেছে। তাই না?

একদম না, রন ব্যাপারটা গুরুত্ব না দিয়ে অতি সাধারণ কণ্ঠে বলল।

কিন্তু হ্যারি কাগজটা পড়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে ঠিক সেই সময় ড্র্যাকো ম্যালফয় স্লিদারিন টেবিল থেকে চিৎকার করে বলে উঠল

হে পটার! পটার! কেমন আছে তোমার মাথা? ঠিক আছে তো? নিশ্চয়ই এখন তুমি আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হবে না?

ম্যালফয়ের হাতে ডেইলি প্রফেটের একটা কপি। স্লিদারিনরা সকলেই হ্যারির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য লাফিয়ে উঠল।

হ্যারি, রনকে বলল, দাও, কি লিখেছে আমাকে পড়তে দাও।

রন অনিচ্ছাসহকারে কাগজটা হ্যারির দিকে এগিয়ে দিল। হ্যারি পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ওর ছবিটা দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। ছবির তলায় শিরোনাম দিয়ে লেখা–

হ্যারি পটার বিক্ষুব্ধ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে

রিটা স্কীটার জানাচ্ছেন, যে ছেলেটি পরাজিত করেছে হি হু মাস্ট নট বি নেইমড-কে, বর্তমানে মানসিক দিক থেকে অস্থির ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হ্যারি পটারের অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে যেসব খবর যা আমাদের কাছে আসছে, ট্রাই-উইজার্ড প্রতিযোগিতায় তার যোগদান সমীচীন হবে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। অথবা ওর হোগার্ট স্কুলে থাকাটাও।

ডেইলি প্রফেট জেনেছে পটার প্রায়ই স্কুলে জ্ঞান হারায় এবং ওর কপালের কাটা দাগে জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলে (ইউ নো হু... ওকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে আঘাতের চিহ্ন)। গত সোমবার ওদের যখন ভবিষ্যৎ কথনের ক্লাস চলছিল, ডেইলি প্রফেটের সংবাদদাতার চোখে পড়ে যে, পটার ক্লাস থেকে একদিন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে, এবং সে জানায়, মাথায় যন্ত্রণার জন্য ক্লাসে থাকা ওর সম্ভব নয়।

সেন্ট মুংগোস হাসপাতালের উচ্চপদস্থ চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মাথা ব্যাথা হতে পারে, কারণ পটারের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউ- নো- হুর আক্রমণে। চিকিৎসকরা তার ওই কাটা দাগে যন্ত্রণা হয় বারবার অভিযোগ

করাকে আবার তার মানসিক ত্রুটি বলে মনে করেন।

একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে– ও হয়তো ভান করছে– ওর প্রতি আলাদাভাবে নজর দেবার একটা ছুতো ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

ডেইলি প্রফেট, যদিও, হ্যারি পটার সম্পর্কে অভাবনীয় তথ্য উদঘাটন করলেও হোগার্ট স্কুলের হেড মাস্টার ডাম্বলডোর পটারের কাজকর্ম অতি সাবধনতার সঙ্গে সকলের কাছ থেকে গোপন করে চলেছেন।

পটার 'পার্সেলটাংগ' (সাপের সঙ্গে কথাবার্তা) বলতে পারে, হোগার্টের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ড্র্যাকো ম্যালফয় এই বিষয়টি এই সংবাদদাতাকে জানায় এবং সন্দেহ করে যে, বছর দুই আগে ছাত্রদের ওপর যে হাঙ্গামা হয়েছিল, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস– পটার তার সঙ্গে জড়িত। তারা পটারকে তারা ডুয়েলিং ক্লাবে সামান্য কারণে মেজাজ বিগড়োতে দেখেছে, একটি ছেলের গায়ে সাপ ছুঁড়ে দিতে দেখেছে। যাই হোক অজ্ঞাত কারণে সেইসব কাজ গোপন করা হয়েছে। ওর বন্ধু অনেক, এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে সাময়িকভাবে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করার শক্তিসম্পন্ন লোক আর দানবও। ক্ষমতার লালসায় ও অনেক কিছু করতে পারে।

সাপদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পার্সেলটাংগ প্রয়োজন হয়– এটা ডার্ক আর্টের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ কথা সবাই অবগত আছেন যে, এ যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত পার্সেলটাংগ বানিয়ে হচ্ছেন ইউ নো হু। ডার্কফোর্স ডিফেন্স লিগের অন্যতম এক সদস্য (নাম গোপন রাখতে চান) বলেছেন যদি কোন জাদুকর 'পার্সেলটাংগ' বলতে পারেন তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমি যারা পার্সেলটাংগ (সাপের সঙ্গে কথা) বলতে পারে তাদের আমার অত্যন্ত সন্দেহভাজন মানুষ বলে মনে হয়– কারণ কাল জাদুর (ডার্ক ম্যাজিক) জন্য সাপের প্রয়োজন হয়। এবং তারা ঐতিহাসিকভাবে যারা অশুভ কাজ করে তাদের সঙ্গে জড়িত। মনে রাখতে হবে, যারা 'নেকড়ে মানব' ও দানবের বন্ধু হয় তারা হিংস্রযুগ পছন্দ করে।

অ্যালবাস ডাম্বলডোর অবশ্যই বিবেচনা করবেন ওইরকম প্রকৃতির ছেলেকে ট্রাই-উজার্ড টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা করতে দেয়া উচিত কি না। অনেকেই ভয় পাচ্ছেন পটার হয়ত টুর্নামেন্ট জেতার জন্য বেপরোয়াভাবে তৃতীয় টাস্কে কাল জাদু ব্যবহার করতে পারে। আজ সন্ধ্যায় তৃতীয় টাস্ক শুরু হবে।

রিটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে– তাই না? হ্যারি মৃদু হেসে বলল। কাগজটা মুড়ে রাখল।

ও দেখল স্লিদারিন টেবিল থেকে ম্যালফয়, ক্রেব আর গোয়েলে কপালে আঙুল টিপতে টিপতে বিশ্রিভাবে হাসছে। হাসিটা ওদের বিষাক্ত সাপের মতো।

রন বলল, ও কি করে জানল ভবিষ্যৎ কখন ক্লাসে তোমার কাটা দাগে ব্যথা

করেছিল? হয় সে ঘরে ছিল, নয়তো কারও কাছ থেকে জেনেছে।

জানালা খোলা ছিল, আমি ভালভাবে নিশ্বাস নেবার জন্য হাট করে খুলে দিয়েছিলাম, হ্যারি বলল।

হারমিওন বলল, তুমি তো নর্থটাওয়ারের ওপরে ছিলে, তোমার গলার শব্দ কেমন করে মাঠে পৌছল?

হ্যারি বলল, মনে হচ্ছে তুমি গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধে গবেষণা করছে। তুমিই বল, কেমন করে ও জানল!

চেষ্টা করছি জানতে। হারমিওন বলল; কিন্তু আমি... কিন্তু।... দাঁড়াও ও কেমন করে হোগার্টে ঢুকে খবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমি ধরছি।

কথাটা বলে হারমিওন লাইব্রেরিতে চলে গেল।

ট্রাইউইজার্ড চ্যাম্পিয়ন হিসেবে হ্যারিকে টার্ম শেষের বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে হবে না। তাও হ্যারি ক্লাসে আসে... তৃতীয় টাস্কের... নতুন কোনও জাদুমন্ত্র/সম্মোহন শিখতে পায় তারই প্রচেষ্টা করে। রনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। গ্রিফিন্ডর টেবিলের কাছে এসে বললেন, চ্যাম্পিয়নরা ব্রেকফাস্টের পরে হলের বাইরে চেম্বারে সমবেত হচ্ছে...।

- কিন্তু আজ রাতেই তো টাস্ক, কথাটা বলার সময় হাত হ্যারির হাত থেকে স্ক্র্যাম্বল এগটা মাটিতে পড়ে গেল। ওতো সময়টা ভুল করেনি?

আমি জানি পটার। চ্যাম্পিয়নদের পরিবারের সদস্যদের শেষ টাস্ক দেখার জন্য নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তাদের আপ্যায়ন করা তোমাদের সুযোগ এই আর কি।

কথাটা বলে বলে মিস ম্যাকগোনাগল চলে গেলেন। হ্যারি দাঁড়িয়ে রইল।

হ্যারি রনকে বলল, আশা করি ডার্সলেদের নেমন্তন্ন করা হয়নি।

- জানি না তাদের নেমন্ত্রন্ন করা হয়েছে কি না, রন বলল।– হ্যারি, বিনসের ক্লাসে আমি চললাম। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

হ্যারি ব্রেকফাস্ট শেষ করে বসে রইল। গ্রেট হল বলতে গেলে শূন্য। ও দেখল ফ্লেউর ডেলাকৌর র‍্যাভেন ক্ল টেবিল ছেড়ে উঠে সেডরিকের পাশে বসল। একটু পর ক্রাম এসে ওদের কাছে বসল। তারপর ওরা চেম্বারে চলে গেল হ্যারি সেখানে বসেছিল সেখানেই বসে রইল। ওর চেম্বারে যাবার একটুও আগ্রহ নেই। ও তো একাই, ওর তো কেউ নেই। ডার্সলে পরিবারকে ও নিজেদের লোক মনে করে না। আর তো কেউ আসবে না ওকে দেখতে! দেখতে আসবে না কেমন করে মৃত্যু হাতের মুঠোতে রেখে 'টাস্ক' করছে। তারচেয়ে লাইব্রেরিতে বসে নতুন নতুন জাদুমন্ত্র, সম্মোহন শেখা ভাল। ঠিক সেই সময় পাশের চেম্বারের দরজা দিয়ে ফ্রেডরিক ঢুঁ মারল।

– হ্যারি তুমি বসে আছ কেন? সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

থতমত খেয়ে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ডার্সলেরা সম্ভবত আসেনি, আসবে কি? ওরা হল পেরিয়ে দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকল।

সেডরিকের মা-বাবা দরজার পাশে বসেছেন। ক্লাসের এক কোণে বসে বাবা-মার সঙ্গে বুলগেরিয়ান ভাষায় কথা বলে চলেছে। দেখল ওর নাক অনেকটা ওর বাবার মতো। অন্য এক ধারে ফ্লেউর ওর মায়ের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় আলাপ-আলোচনা করছে। ওর ছোট বোন গ্যাবরিয়েলী মায়ের হাত ধরে পাশে বসে রয়েছে। হ্যারিকে দেখে ফ্লেউর হাত তুলল, হ্যারিও হাত তুলল। তারপর দেখল মিসেস উইসলি আর বিল ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

– দারুণ খুশি হয়েছি! মিসেস উইসলি হ্যারির দিকে এগিয়ে এলেন। হ্যারিও হেসে এগিয়ে গেল। মিসেস উইসলি হ্যারির কপালে চুম্বন করে বললেন, তোমার খেলা দেখতে চলে এলাম হ্যারি।

– ভাল আছ তো? হাসতে হাসতে হ্যারির সঙ্গে করমর্দন করে বলল। – চার্লি আসতে চেয়েছিল, কিন্তু সময় পেলো না। ও বলেছে তোমার হর্নটেলের সঙ্গে লড়াই দুর্দান্ত হয়েছিল।... বিশ্বাস করা যায় না।

হ্যারি দেখল ডেলাকৌর ওর মার পেছন থেকে বিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যারির মনে হল ফ্লেউরের বড় চুল, কানে দুল আর সাপের বিষ দাঁত তেমন অপছন্দের নয়।

হ্যারি মিসেস উইসলিকে বলল, খুব ভাল লাগছে আমি ডার্সলেদের কথা ভাবছিলাম।

মিসেস উইসলি ঠোঁট চেঁটে বললেন- হুঁ। হ্যারির সামনে কখনও ডার্সলেদের সমালোচনা করতে পছন্দ করেন না। কিন্তু হ্যারির কথা শুনে চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

বিল বলল, পুরনো দিনের স্কুলে এসে খুব ভাল লাগছে (ফ্যাট লেডির বন্ধু ভায়োলেট ছবির ফ্রেম থেকে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল), এখানে পাঁচ বছর পরে এলাম সেই পাগল নাইট ছবি এখনও আছে? স্যার ক্যাডোগনের কথা বলছি?

- ও হ্যাঁ আছে, হ্যারি বলল। গত বছর ও স্যার ক্যাডোগনকে দেখেছে।

- ফ্যাট লেডি? বিল জিজ্ঞেস করে।

মিসেস উইসলি বললেন, আমার সময়ও সে ছিল। একদিন রাত্রি চারটের সময় ডরমেটরিতে ফেরার জন্য আমাকে দারুণ বকাবকি করে ছিলেন।

বিল মিসেস উইসলিকে ঠাট্টা করে বলল, রাত চারটে পর্যন্ত ডরমেটরির বাইরে ছিলেন কেন? কি করছিলেন?

মিসেস উইসলি হাসলেন, চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল।

– তোমার বাবা আর আমি রাতে বাগানে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় এপেলিয়ন প্রিংগলে ছিল কেয়ারটেকার, সে দেখে ফেলে তাকে– নিশ্চই তোমার বাবার তা মনে আছে।

বিল বলল, হ্যারি, চল আমরা একটু ঘুরে আসি।

হ্যারি বলল, ঠিক আছে চল। ওরা গ্রেট হলের দরজার দিকে চলল।

ওরা আমোস ডিগরিব পাশ দিয়ে যাবার সময় ও ওদের দেখল– ও হ্যারি তুমি? তারপর ওকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, বাজি রেখে বলতে পারি তুমি একটু ভয় পাচ্ছ। মনে আছে তো সেডরিক তোমার চেয়ে পয়েন্টে এগিয়ে আছে?

হ্যারির চোখ দুটো জ্বলে উঠল– কী বললে?

– আরে ওর কথায় কান দিও না, হ্যারিকে নিচু গলায় সেডরিক বলল। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, রিটা স্কীটারের ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট আর্টিকেলটা পড়ার পর আরও রেগে আছে, তুমি একমাত্র হোগার্ট চ্যাম্পিয়ন। একটু পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

– তাও ওকে শুধরে দেওনি, ডিগরি খুব জোরে জোরে বলল যাতে হ্যারি শুনতে পায়। হ্যারি তখন বিল আর উইসলিকে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে গেছে।... সেড এবারেও তুমি বেশি পয়েন্ট পাবে... আরও একবার ওকে হারাতে হবে... পারবে না?

সেদিন আকাশ পরিষ্কার, সকাল থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হ্যারি বিল আর মিসেস উইসলিকে ঘুরে ঘুরে বক্সবেটনের মস্তবড় ক্যারেজ লেকে ভাসমান ডারমস্ট্রাংগের জাহাজ দেখাল। মিসেস উইসলির বড় বড় উইলো গাছ খুব ভাল লাগল। তার স্কুল ছাড়ার পর গাছগুলো পোঁতা হয়েছিল। হ্যাগ্রিডের আগে বনরক্ষক ছিলেন, ওগ... তার কথা বললেন। সব পুরনো দিনের গল্প। হ্যারির শুনতে খুব ভাল লাগছিল।

হ্যারি বলল, পার্সি কেমন আছে।

বিল বলল, খুব একটা ভাল নয়।

মিসেস উইসলি বললেন, ও খুব হতাশ বিচলিত হয়ে আছে। চারদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন। মিনিস্ট্রি মি. ক্রাউচের অন্তর্ধান সম্বন্ধে চুপচাপ... কাউকে কিছু জানতে দিতে চাইছে না। মি. ক্রাউচ যে সমস্ত ওকে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন সে সম্বন্ধে পার্সিকে নানা প্রশ্ন করা হচ্ছে। ওদের ধারণা লেখাগুলো ক্রাউচের নয়। এই সব নানা কারণে পার্সি খুব চাপের মধ্যে রয়েছে। আজকে ক্রাউচের জায়গায় ওকে পাঁচ নম্বর জাজ করছেন, সেটাও একটা কারণে। ওর জায়গায় কর্নেলিয়স ফাজকে বলেছে।

অনেক পুরনো স্মৃতি নিয়ে, অনেক ঘুরে হ্যারি, বিল আর মিসেস উইসলি ক্যাসেলে লাঞ্চের জন্য ফিরল।

রন মা আর বিলকে দেখে আটখান। ভাবতেই পারেনি যেন মা আসবেন। ওরা সবাই গ্রিফিন্ডর টেবিলে বসল। বিলকে বলল, তুমি কেন এসেছ?

মিসেস উইসলি বললেন, কেন আবার, আমরা হ্যারির লাস্ট টাস্ক দেখতে এসেছি। খুব ভাল লাগছে। যাকগে তোমার পরীক্ষার তৈরি কেমন হয়েছে?

খুব ভাল, খুব ভাল, রন বলল। বিদ্রোহী সব গবলিনদের নাম মনে আসছে না– তো আমি নিজে কিছু নাম দিয়েছি। ঠিক আছে। তারপরই টেবিলে করনিস পেস্ট্রি দেখে একগাদা মুখে পুরেছিল। মিসেস উইসলি রাগ করে ওর দিকে তাকালেন, তোমাকে সকলে বলবে 'বদরদ দ্যা রিয়ার্ডেড অ্যান্ড উগ' মানে জংলী! ম্যানার্স জানে না। খাবার দেখলেই গবাগব মুখে পুরে দাও।

একটু পর ফ্রেড, জর্জ আর জিনি এসে যোগ দিল। হ্যারির মনে হল যেন ও হোগার্টে নেই দ্যা বারোতে বসে রয়েছে। ভুলেও সন্ধ্যা বেলা তৃতীয় টাস্কের কথা মনে হলো না। লাঞ্চ অর্ধেক হয়ে গেছে তখন হারমিওন এল।

হারমিওন মিসেস উইসলির দিকে তাকাল। মাথায় এসেছে রিটা স্কীটারের ব্রেন ওয়েভের কথা। কাউকেও জানাবে না।

মিসেস উইসলি ওকে দেখে বললেন, হ্যালো হারমিওন। আগের মতো আপ্লুত নয়।

হারমিওন বলল, হ্যালো। ওর মুখের হাসি মিসেস উইসলির কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে গেল।

হ্যারি মিসেস উইসলি আর হারমিওনের মুখ দেখে বলল, মিসেস উইসলি, রিটা স্কীটারের রাবিশ লেখা 'উইচ উইকলিতে' পড়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেননি। কারণ হারমিওন আমার গার্লফ্রেন্ড নয়।

ওহ! মিসেস উইসলি বললেন, না অবশ্যই আমি বিশ্বাস করিনি!

তারপরেই হারমিওনের সঙ্গে গল্পেতে মেতে উঠলেন।

ওরা বিকেলের একটু আগে ক্যাসেলের চারপাশে ঘুরে বেড়াল। তারপর সন্ধ্যায় বিশেষ ভোজের (ফিস্টের) জন্য গ্রেটহলে ফিরে এল। লুডো বেগম্যান, কর্নেলিয়স ফাজ স্টাফ টেবিলে এসে বসলেন। বেগম্যানকে দেখে মনে হয় খুব খুশি; কিন্তু কর্নেলিয়স ফাজ (মাদাম ম্যাক্সিমের পাশে বসেছিলেন) মুখ দেখে মনে হল গম্ভীর। গম্ভীর, কারও সঙ্গে একটা কথা না বলে প্লেটের খাবারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে খেতে লাগলেন।

অনেক বেশি ও নানা রকম খাবার। হ্যারির একটুও খেতে ইচ্ছে করল না। বারবার আসন্ন ব্যারিকেড টাস্কের কথা মনে হচ্ছে। হাত-পা কাঁপছে ঠাণ্ডা হয়ে

আসছে। মন্ত্রমুগ্ধ হলের চাঁদোয়া একটু একটু করে নীলাভ থেকে ধূসর হয়ে গেলে ডাম্বলডোর স্টাফ টেবিলে বসেছিলেন উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে হলের হট্টগোল, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ট্রাইউইজার্ড তৃতীয় টাস্ক শুরু হবে। আপনাদের আমি কিডিচ খেলার মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ করছি। আমি চ্যাম্পিয়নদেরও অনুরোধ করছি তারা যেন মি. বেগম্যানের সঙ্গে স্টেডিয়ামে যায়।

হ্যারি দাঁড়াল। সব গ্রিফিন্ডরের ছাত্রছাত্রীরা ওকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন ও গুড উইশ জানাল। উইসলি, হারমিওন, সেডরিক, ভিক্টর ক্রাম ও ফ্লেউরের সঙ্গে হ্যারি গ্রেটহল থেকে বেরিয়ে গেল।

মি. বেগম্যান হ্যারির পাশাপাশি হাঁটছিলেন। বললেন, ঘাবড়িও না। নিজের ওপর আস্থা রাখবে।

হ্যারি অবশ্য সামান্য নার্ভাস। বলল, আমি ঠিক আছি। 'ঠিক আছি' বললেও হ্যারি নার্ভাস। যেতে যেতে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটাবার সম্মোহন আর জাদুমন্ত্র শিখেছে সেগুলো মনে করতে করতে চলল। ও জানে সেগুলো ঠিকমত প্রয়োগ করলে হেরে যাবে না।

ওরা সবাই কিডিচ পিচের দিকে হেঁটে হেঁটে গেল। মাঠটা চেনাই যায় না। মাঠের চারধারে কম করে কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে সামান্য ফাঁক, সেখান দিয়ে গোলকধাঁধায় যেতে হবে। সেই ফাঁকের পরই দারুণ অন্ধকার ও গা ছমছম করা এক পরিবেশ।

পাঁচ মিনিটে স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড দর্শকদের ভিড়ে এক চুলও ফাঁক রইলো না। আকাশে-বাতাসে শুধু হইচই, ছাত্রছাত্রীদের খটাখট পদ শব্দ আর হাস্যরোল। আকাশে মেঘ নেই, নীল আকাশ ধ্রুবতারা দেখা দিয়েছে। হ্যাগ্রিড, প্রফেসর মুডি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগাল আর প্রফেসর ফ্লিটউইক হেঁটে হেঁটে স্টেডিয়ামে ঢুকে চার চ্যাম্পিয়ন আর বেগম্যানের সামনে দাঁড়ালেন। ওদের মাথায় হ্যাট। হ্যাটে, বড় বড় লাল দীপ্তমান তারকা। শুধু হ্যাগ্রিডের টুপিতে নয়। কাঁধে ওর মোলেসিকনের ওয়েস্ট কোট।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চ্যাম্পিয়নদের বললেন, আমরা গোলকধাঁধাঁ বাইরে ঘুরব সতর্ক থাকব, তোমরা অসুবিধায় পড়লে, আটকা পড়লে আমাদের জানাবে। আকাশে লাল স্ফুলিঙ্গ ছাড়লে আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ এসে তোমাদের নিরাপদে নিয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ?

চ্যাম্পিয়নরা সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে।

ব্যস এবার তোমরা তোমাদের কাজে যাও, ম্যাকগোনাগল চারজন

পেট্রোলরদের বললেন।

যখন চারজন চ্যাম্পিয়ন বিভিন্ন দিকে গিয়ে গোলক ধাঁধাঁয় যাবার জন্য প্রস্তুত হল তখন বেগম্যান হাতের দণ্ডটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন 'মনোরম' বলার সাথে তার কথা জাদু প্রবাহে সারা স্টেডিয়াম, স্ট্যান্ড গমগম করে উঠল। হ্যাগ্রিড হ্যারিকে উৎসাহ জানিয়ে গেলেন, উপস্থিত ভদ্রমোহদয় ও মহিলাগণ ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্টের তৃতীয় ও শেষটাস্ক এইবার শুরু হবে! প্রথম ও দ্বিতীয় টাস্কে চার প্রতিযোগী কে কত পেয়েছে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যারি পটার ও সেডরিক পঁচাশি পয়েন্ট, ওরা যুগ্মভাবে এখনও প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। ওরা দু'জনেই হোগার্ট স্কুলের ছাত্র! দর্শকদের অভিনন্দন আর চিয়ার্সে সারা স্টেডিয়াম শুধু নয় অরণ্যের গাছপালা নড়ে উঠল। নিষিদ্ধ অরণ্যের পাখিরা অন্ধকারেই আকাশে উড়তে শুরু করল। ভিক্টর ক্রাম, ডারমস্ট্র্যাংগ স্কুলের ছাত্র আশি পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তৃতীয় স্থান মিস ফ্লেউর ডেলাকৌর বক্সবেটন একাডেমির ছাত্রী। হর্ষধ্বনি আর হাততালি সমবেত গান যেন থামতে চায় না!

মিসেস উইসলি যখন ডেলাকৌরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন ঠিক সময় হ্যারির চোখ পড়ে রন, হারমিওন, বিল, মিসেস উইসলির দিকে গেল। হ্যারি হাত নাড়াতে তারাও হাত নেড়ে ওকে উৎসাহিত করলেন।

– তো হ্যারি, সেডরিক... আমি হুইসেল বাজাচ্ছি থ্রি- টু- ওয়ান। 'ওয়ান' শোনার সাথে সাথে তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে গোলক ধাঁধাঁয় ঢুকে যাবে। বেগম্যান হুইসেল বাজিয়ে 'ওয়ান' বলতেই ওরা গোলক ধাঁধায় ঢুকে গেল। বিরাট গোলক ধাঁধা রাস্তার দু'পাশে তাদের ছায়া ফেলে অন্ধকার করে রেখেছে। ওর গোলক ধাঁধায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের গোলমাল, চিৎকার আর ওদের কানে এলো না। হ্যারি ভেতরে ঢুকে মনে হলো আবারও জলের তলদেশে এসেছে। ও পকেট থেকে জাদুদণ্ড বের করে বলল, 'লুমস'।

হ্যারি শুনতে পেল পেছন থেকে একই জাদুমন্ত্র বলল সেডরিক। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগোবার পর কাঁটাতার দিয়ে ভাগ করা একটা সন্ধিস্থলের সামনে দাঁড়াল। দু'পথ দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে দু'জনকে যেতে হবে। যাবার আগে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

নিজের পথে পা দিয়ে হ্যারি সেডরিককে বলল, ক্রাম আবার দেখা হবে। সেডরিক ডানদিকের পথে ঢুকল।

হ্যারি দ্বিতীয়বার বেগম্যানের হুইসেল শুনতে পেল। ক্রাম তাহলে গোলকধাঁধাঁয় ঢুকেছে। হ্যারি চলার গতি বাড়িয়ে দিল। যে পথটা ও বেছে নিল সেটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। ও ডানদিকে বাঁক নিল। দণ্ডটা উঁচু করে যতদূর সম্ভব সামনের

পথ দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না।

বেগম্যানের তৃতীয় হুইসেল হ্যারি শুনতে পেল ভাসা ভাসা ভাবে। চারজন চ্যাম্পিয়ন এখন গোলকধাঁধাঁর অন্দরে প্রবেশ করেছে।

হ্যারি পেছনে তাকাল। এখনও ওর মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে। এই মনোভাব থেকে ও মুক্ত হতে পারে না। হাঁটছে ও.. আর প্রতিটি মুহূর্তে আর পদক্ষেপে মনে হয় গোলকধাঁধাঁয় অন্ধকার থেকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর হয়ে চলেছে। ওপরে আকাশের আরও নীল হয়ে যাচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাতারের বেড়ায় পৌঁছল।

ও হাতের দণ্ডকে আদেশ করল 'পয়েন্ট সি'। হাতের তালুকে শুইয়ে রেখে বলল।

জাদুদণ্ড আবার প্রলম্বিত হল, ডানধারের দৃঢ় বেড়াঝোপের দিকে দিক নির্ণয় করল। উত্তর দিক, ও আগেই জানে ওকে উত্তর-পশ্চিমে ঝোপ গোলকধাঁধার কেন্দ্রে যেতে হবে। সহজ পথ হবে কাঁটাতারের বাঁ ধার ধরা... তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে দক্ষিণের পথ ধরা।

ডানধারে ঘুরে দেখল সেই পথটা শূন্য। রাস্তাটায় কোনও বাধা নেই। কেন নেই তা বুঝতে পারলো না; কিন্তু 'বাধামুক্ত' থাকার জন্য ও একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু কিছু তো সামনে থাকা উচিত! ওর মনে হল গোলকধাঁধার পথ ওকে এক নিরাপত্তার ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে যেন টেনে নিয়ে চলছে। তারপর ও পেছনে ডানদিকে কারও চলাফেরার পদশব্দ শুনতে পেল। হ্যারি ওর দণ্ডটা এগিয়ে ধরল আক্রমণের মোকাবিলা করতে।... কিন্তু ওর দণ্ডের রশ্মি সেডরিকের ওপর পড়ল। ও তখন দক্ষিণের দিক থেকে একটা পথ ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। ওর মুখ দেখে মনে হল দারুণ এক ভয়ে উত্তেজনায় থরথর করছে। ওর রোবসের হাতা থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে। ও বলল, জন্তুটা প্রকাণ্ড, বিরাট আকারের হ্যাগ্রিডের রাস্ট এন্ডেড স্ক্রিউট। আমি কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। ও কথাটা বলে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে অন্য একটা পথ ধরে একরকম ঝাঁপিয়ে চলে গেল। অনেকগুলো স্ক্রিউটদের থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে হ্যারি জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। তারপর এক কোণে ঘুরতেই ও দেখল–

একটা ডেমেন্টটর ওর দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা প্রায় বার ফুট মুখ বোরখায় ঢাকা, দুর্গন্ধময় চর্মরোগগ্রস্ত হাত দুটো সামনে প্রসারিত। চোখ তার বন্ধ, তাই হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। হ্যারি ফোঁস ফোঁস শব্দের নিশ্বাস শুনতে পেল, মনে হল তীব্র সাঁড়াশির মতো ওকে একটু একটু করে চেপে ধরতে আসছে কি করবে, কোথায় পালাবে ভেবে পায় না।

ও ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল, যতটা পারে। মনপ্রাণ দিয়ে

ভাবতে লাগল কেমন করে গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত হয়ে আবার রন হারমিওনের সঙ্গে হাসি-মজা করবে। দণ্ড ধরা হাতটা তুলে খুব জোরে বলল, এক্সপেক্টটো পেট্রোনাম।

হ্যারির ম্যাজিক দণ্ড মুখ থেকে **'এক্সপেক্টো পেট্রোনাম'** বলার সঙ্গে সঙ্গে রূপালী হরিণের মুণ্ডু বেরিয়ে এসে লাফাতে লাফাতে ডেমন্টরের দিকে এগিয়ে গেল, ডেমেন্টর পিছু হটতে গিয়ে রোবসের শেষ প্রান্তের কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। হ্যারি এর আগে কোন ডেমেন্টরকে হোঁচট খেতে দেখেনি।

দাঁড়াও, হ্যারি আদেশের সুরে বলল, রূপোর রেখা ধরে এগোতে এগোতে বলল, তুমি একটি নরকের কীট! **রিডিকুলাস!**

তারপর বড় রকম কড় কড় শব্দ করে হরিণটা ফেটে গিয়ে একরাশ ধোয়ার সৃষ্টি করল, রূপোর হরিণ অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যারির মনে হল হরিণটা থাকলে ভাল হত, তাহলে ওর সাহচর্য পেত।

বাঁয়ে... ডানদিকে... আবার বাঁয়ে... দু'বারই দেখল ও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার চতুর্মুখী জাদুমন্ত্র বলল, এখন দেখল ও চলেছে পূর্বদিকে। ও পেছন ফিরল, ডানদিকে ঘুরল... দেখল ওর সামনে সোনালী রঙের কুয়াশা।

হ্যারি খুব সাবধানতার সঙ্গে এগোল, সেই কুয়াশার দিকে দণ্ডের রশ্মিটা বাড়িয়ে রাখল। ভাবতে লাগল কেমন করে সামনে দুর্ভেদ্য কুয়াশাটা সরানো যায়।

ও বলল, **'রিডাকটো'**।

জাদুমন্ত্র সোজা কুয়াশাকে আঘাত করল; কিন্তু কুয়াশা যেমন ছিল তেমনই রইল। ওর মনে পড়ে গেল রিডাকটোর কার্স কোনও কঠিন পদার্থের জন্য নয়, ওর জানা উচিত ছিল। হ্যারি ভাবল, ও যদি সোনালী কুয়াশা ভেদ করে যায় তাহলে কী হবে? কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না হ্যারি। হঠাৎ কে যেন ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠল তখন। মনে হলো ফ্লেউরের কণ্ঠস্বর।

কি করবে না করবে ভেবে না পেয়ে চিৎকারে ডাকল, ফ্লেউর!

ওর ডাকের কোনও সাড়াশব্দ নেই ফ্লেউরের কাছ থেকে। ওর কী কিছু হয়েছে? মনে হল সামান্য দূর থেকে ফ্লেউর চিৎকার করেছে। তারপরই হ্যারি বুক ভরা নিশ্বাস নিয়ে মায়াভরা কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেদিক থেকে চিৎকার এসেছে সেইদিকে ছুটল।

পৃথিবীটা যেন উল্টে গেছে। ওর মাথা নিচে, পা ওপরে। নাক থেকে চশমাটা প্রায় খুলে ঝুলে পড়েছে, তারপরই অনন্ত আকাশে পড়ে যাবে। ও দু'হাতে চশমাটা ধরে ঠিক করে নাকে লাগল। পৃথিবীর মাটিটা এখনও উপরে ঝুলে আছে। ওর মাথার তলায় নক্ষত্রখচিত আকাশ। ও ভাবল যদি একটু নড়ে তাহলে পৃথিবী থেকে পড়ে যাবে।

চিন্তা কর। ও নিজেকে নিজে বলল। উল্টো হয়ে ঝুলে থাকার জন্য ওর শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় এসে জমা হয়েছে, চিন্তা কর।

কিন্তু আকাশ ও মাটিকে ফের সোজা করার জাদুমন্ত্র তো ও জানে না। হ্যারি কী সাহস করে পা নাড়িয়ে দেখবে নাকি কী হয়! মাথা থেকে রক্ত যেন কানের কাছে এসে দপদপ করতে লাগল। ওর সামনে এখন দুটি পথ– চেষ্টা করা ও এগিয়ে যাওয়া, অথবা লাল রশ্মি পাঠিয়ে নিজেকে উদ্ধার করার সংকেত পাঠানো। কিন্তু তা যদি করে তাহলে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যাবে।

ও চোখ বন্ধ করল। যেন অসীম আকাশ না দেখা যায়, এবং ডান পা' ঘাসের ওপর থেকে সরালো। হঠাৎ পৃথিবীটা যেন যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল। ও মাটিতে আছড়ে পড়ল। হাঁটু দুটো মাটিতে লেগে টনটন করতে লাগল। ও খুব বড় দেখে একটা নিশ্বাস নিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল। পেছন ফিরে দেখল ও সোনালী কুয়াশা ভেদ করে এসেছে। চাঁদের আলো পড়ে কুয়াশা ঝিকমিক করছে।

ও দুটো পথের সংযোগস্থলে দাঁড়ালো। ফ্লেউরের কোনও হদিস পায় কিনা তাই দেখতে লাগল। ও কি ঠিক আছে? ও ধার থেকে কোন লাল রশ্মি দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ওর কোন বিপদ হয়নি, ঠিক আছে। যদি তা না হয় তাহলে কী ওর জাদুদণ্ড খুইয়ে বসেছে? ও খুব অস্তস্তিকর মনে ডানদিকের রাস্তায় গেল। চারজন চ্যাম্পিয়ন থেকে একজন হটে যাবে কথাটা যেন ও ভাবতে পারে না।

কাপটা হয়ত খুব কাছেই আছে, তাই বোধহয় ফ্লেউর আর দৌড়োচ্ছে না। তাহলে নিজেও তো আর বেশি দূরে নেই। যদি ও সত্যই জেতে তাহলে? উইজার্ড না হলেও আরও অনেক প্রতিযোগিতায় ও প্রথম হয়েছে। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক দৃশ্য! ও যেন ট্রাইউইজার্ড কাপ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর সামনে অগণিত দর্শক, তারা হাততালি দিচ্ছে।

দশ মিনিট ধরে হেঁটে চলেছে। কোনও বাধাবিঘ্ন নেই, কিন্তু এখানে এই পথের শেষ। এগিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত ও একটা নতুন পথ দেখতে পেল। সেটা ধরে ও জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। হাঁটার সময় ওর হাতের জাদুদণ্ডের বাতি কাঁপতে থাকে। সামনে ওর ছায়াটা হেজ গাছের বেড়ার ওপর আঁকাবাঁকা হয়ে পড়তে থাকে। তারপর একই ইউটার্ন নিতেই সামনে দেখল একটা লেজের কাছে প্রবল ঝড়ের একটা স্ক্রিউট (ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রিউট)!

সেডরিক একটুও বাড়িয়ে বলেনি। সত্যই স্ক্রিউট বড় নয় শুধু, ভয়ঙ্করও। কম করে দশ ফিট লম্বা, দেখতে দৈত্যের মতো কাঁকড়া বিছে। মোটা মোটা ছুঁচের মতো গায়ে বাঁকা বাঁকা কাঁটা। গায়ের চকচকে মোটা চামড়া হ্যারি হাতের দণ্ডের আলো পড়ে ঝলসাতে লাগল।

'স্টুপিফাই'!

সময়মত হ্যারি ওকে স্পেল না করলে কি হত বলা যায় না। হ্যারির জাদুমন্ত্র ওর গায়ে লেগে ছিটকে ফিরে এল। মাথার কাছটা পুড়ে গেছে, তারই পোড়া গন্ধ নাকে লাগল। আগুনে মাথার ওপরটা ঝলসে গেছে। স্ক্রিউট ওর লেজ দিয়ে প্রবলভাবে আগুন ছড়াতে ছড়াতে হ্যারিকে তাড়া করল।

'ইমপেডিমেন্টা!' হ্যারি উচ্চস্বরে বলল। জাদুমন্ত্র ওটার গায়ে লেগেই ছিটকে ফিরে এল। হ্যারি দু'চার পা পিছিয়ে এসে আবার বলল। ইমপেডিমেন্টা!

হ্যারি তখন ওর থেকে মাত্র এক ইঞ্চি তফাতে। স্পেলটা শুনেই স্ক্রিউট অবশ হয়ে গেল। হ্যারি কায়দা করে ওর গায়ে যেখানে শক্ত চামড়া নেই সেখানে স্পেলটা ছুঁড়তে পেরেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপরীত দিকে হ্যারি দৌড়াতে লাগল– কারণ **ইমপেডিমেন্টা** ক্ষণস্থায়ী সম্মোহন। যেকোনও মুহূর্তে স্ক্রিউট আবার দাঁড়িয়ে উঠতে পারে।

বাঁ-দিকের রাস্তাটা ও ধরল, সেটাও একটু হাঁটার পর বন্ধ, দক্ষিণে একই অবস্থা। কেমন করে ও গোলকধাঁধা থেকে বেরোবে। অজানা আশঙ্কায় ও বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটতে থাকে। আবারও চতুর্মুখী জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করল, এক পা পিছিয়ে এল, উত্তর-পশ্চিমে যাবার জন্য নতুন একটা রাস্তা ধরল।

নতুন রাস্তা ধরে ও বেশ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল, কয়েক মিনিট মাত্র, তখন মনে হল সেই পথের পাশে ওর সমান্তরালভাবে কেউ হাঁটছে। সেই রাস্তাটারও শেষ বন্ধ।

হঠাৎ সেডরিকের গলা শুনতে পেল। আরে এখানে তুমি কি করছ? এখান থেকে যাবার পথ কোথায় সেটা জান?

তারপর হ্যারি শুনতে পেল ক্রামের গলা।

ক্রুসিও!

হঠাৎ, সমস্ত আকাশ-বাতাস সেডরিকের চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

আতঙ্কিত, হ্যারি পূর্ণ বেগে দৌড়াতে লাগল– সেডরিক কোথায় খুঁজতে হবে। যখন কাউকে ও দেখতে পেলো না, তখন সে 'রিডাক্টর কার্স' আবার প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল। ওটাও কার্যকরী হল না। না হলেও ঘন ঝোপে একটা ছোট গর্ত হয়ে গেল। হ্যারি গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দমাদম লাথি মেরে চলল। ওটা ওকে ভাঙতেই হবে... অনেক কষ্টে সে ভেতরে ঢোকার মতো গর্ত করে ফেলল। ভেতরে ঢুকে এগোতে গিয়ে কাঁটা গাছে ওর রোবস ছিঁড়ে গেল, তারপর ডানদিকে তাকিয়ে দেখল সেডরিক মাটিতে পরে হাত-পা ছুঁড়ছে, ক্রাম ওর ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি ভেঙ্গে না পড়ে নিজেকে শক্ত করল। ক্রামের দিকে জাদুদণ্ড প্রসারিত করতেই ক্রাম তার দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়াল।

হ্যারি চিৎকার করে বলল, **স্টুপিফাই**!

ওর মন্ত্র সোজা ক্রামের পিঠে আঘাত করল। ক্রাম ওর পথে ধপ করে পড়ে গেল, ঘাসে মুখ রেখে শুয়ে পড়ল। চেতনা হারিয়েছে। হ্যারি তারপর সেডরিকের কাছে গেল। সেডরিক তখন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। মুখ দু'হাতে ঢেকে হাঁপাচ্ছে।

হ্যারি, সেডরিকের কাঁধে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তুমি ভাল আছ তো?

সেডরিক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, ও আমাকে পেছন থেকে জাপ্টে ধরেছিল, আমি পেছন তাকাতেই সে আমার গায়ে জাদুদণ্ড ছোঁয়াল।

তারপর সেডিরিক কোনও রকমে দাঁড়াল। তখনও সামান্য কাঁপছে। ওরা দু'জন বেহুশ ক্রামের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল, সত্যি এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি ওকে ভাল ভেবেছিলাম, হ্যারি ভূলুণ্ঠিত ক্রামের দিকে তাকাল।

সেডরিক বলল, আমিও করেছিলাম।

তুমি একটু আগে কী ফ্লেউরের গলা শুনতে পেয়েছ?

পেয়েছিলাম... তোমার কি মনে হয় ক্রাম ওকে আমার মতো...! সেডরিক বলল।

– ঠিক বুঝতে পারছি না, হ্যারি খুব চাপা গলায় বলল।

সেডরিক বলল, ওকে কী আমরা এই অবস্থায় এখানে রেখে যাব?

হ্যারি বলল, সেটা ঠিক হবে না। তারচেয়ে আমরা লাল স্পার্ক ছাড়ি... যারা পেট্রলিং– মানে যারা আমাদের রক্ষার জন্য বাইরে মোতায়েন আছে, 'লাল আলো' দেখে এখানে এসে ওকে নিয়ে যাবে। ফেলে রেখে গেলে নির্ঘাত স্ক্রিউট ওকে খেয়ে ফেলবে।

তাই হোক, এটা ওর প্রাপ্য, সেডরিক মুখ বেঁকিয়ে বলল। কথাটা বলে সেডরিক ওর জাদুদণ্ডটা আকাশের দিকে তুলতেই বৃষ্টির মতো লাল স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। ঠিক ক্রামের অচৈতন্য শরীরের ওপরে। লাল আলো দেখে ওকে ঠিক খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

ওরা দু'জনে চুপচাপ কিছুক্ষণ গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সেডরিক বলল, আমাদের এবার এখান থেকে যাওয়া উচিত, কি বল?

কী বললে? হ্যারি বলল। ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

অদ্ভুত এক পরিস্থিতি! সামান্য সময়ের জন্য ওরা ক্রামের কাজকর্মের জন্য 'এক' হয়েছিল। আসলে তো ওরা প্রতিযোগী! তাই ওরা আলাদা আলাদা পথ বেছে নিল। হ্যারি বাঁ-দিকে, সেডরিক ডানদিকে। সেডরিকের পদশব্দ মিলিয়ে গেল।

হ্যারি চার পয়েন্ট জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে করতে এগোতে লাগল। সঠিক

পথে যাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে সতর্ক রইল। কাপের কাছে সবার আগে পৌঁছানোর মানসিক তীব্রতা আরও যেন বেড়ে গেল। ক্রাম যা করেছে ও তা যেন ভাবতে পারছে না। আনফরগিভেবল কার্স (ক্ষমাহীন কার্স) কোনও ভালমানুষের ওপর প্রয়োগ করার শাস্তি আজীবন আজকাবানে বন্দি হয়ে থাকা, সেকথা হ্যারি জানে। মুডি ওকে বহুবার এই কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন। ভাবতে পারছে না, ট্রাইউইজার্ড কাপ পাওয়ার জন্য এতবড় ঝুঁকি নেওয়ার ওর কী প্রয়োজন? কথাগুলো ভাবার সময় নেই। ও দ্রুত লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটল।

মাঝে মধ্যে গোলকধাঁধায় ওর পথ ঠিক হয় না। আটকে যায়। যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে আসে। তাহলে থেমে থাকলে চলবে না। তারপর ও একটা লম্বা রাস্তার ওপর দাঁড়াল। আবার ও নিস্তব্ধ জগতের বাইরে এল। কোনও কিছু স্থির নয়, নড়াচড়া করছে। চলতে চলতে ওর হাতের দণ্ডের আলো অদ্ভুত এক জন্তুর ওপর পড়ল, অনেকটা ওর 'মনস্টার বুক অব মনস্টারসে' বইতে ছবি দেখেছে।

জন্তুটা 'স্ফিনিক্স' রূপকথার দানবী বিশেষঃ মাথা মানবীর মতো ও (ধাঁধা জিজ্ঞেস করত কাউকে সামনে দিয়ে যেতে দেখলে সঠিক উত্তর দিতে না পারলে তাদের হত্যা করত) বিরাট সিংহের মতো দেহ, মোটা মোটা থাবা, হলুদ রংয়ের লম্বা লেজ... শেষ প্রান্তে বাদামী থোকা থোকা লোম। মাথাটা অবশ্য মেয়েদের মতো। সেই স্ফিনিক্স ওর টানা বাদামী রংয়ের চোখে হ্যারিকে দেখল। হ্যারি ওকে কাবু করার জন্য ওর জাদুদণ্ড তুলল, ইতস্তত করতে লাগল। জন্তুটি লাফিয়ে ওঠার জন্য গুটিসুঁটি মারছে না, কিন্তু পথ আটকে বসে রয়েছে।

তারপর সেই স্ফিনিক্স কর্কশ স্বরে বলল, তুমি উদ্দেশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাড়াতাড়ি আমাকে ডিঙিয়ে যাও।

তো... তো তুমি দয়া করে একটু সরে না বসলে আমি তো যেতে পারবো না, হ্যারি জানে ও সরবে না তবু বলতে হয় বলে বলল।

যাবার জায়গাটা আরও সঙ্কুচিত করে বলল, মোটেই না, যতক্ষণ না তুমি আমার ধাঁধার উত্তর দিতে পারছো আমি এক চুলও সরবো না। প্রথম প্রশ্ন কী হবে আন্দাজ করতো? ঠিক বললে পথ ছাড়বো, ভুল বললে আমি তোমাকে তাড়া করব। আর যদি চুপ করে থাক তাহলে তোমাকে আমার ওপর দিয়ে যেতে দেব; কিন্তু আমার গায়ে যেন একটুও আঁচড় না লাগে বুঝলে?

হ্যারির স্ফিনিক্সের শর্ত শুনে পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। এইসব উত্তর-টুত্তর দেয়ার ব্যাপারে হারমিওন উপযুক্ত। ও কিছু পারে না। তবু দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে! যদি স্ফিনিক্সের ধাঁধা খুব কঠিন হয় তাহলে ও চুপ করে থাকবে, ওকে কোনরকম আঘাত-টাঘাত না করে অন্য পথ খুঁজবে, কাপ যেখানে আছে সেখানে যেতে।

বেশ, ঠিক আছে। তাহলে তোমার ধাঁধা শুনতে পারি কী? স্ফিনিক্স ওর পেছনের পা দুটি গুটিয়ে আরাম করে বসল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল:

এমন এক লোকের কথা ভাব যার শুধু বেশ ছদ্মবেশ,
সব কিছুই গোপন রাখে, মিথ্যে ছাড়া নেইকো তার শেষ।
তারপর বলতো, অভাব সেটার কোন কথাটি বেশ,
মাঝের মধ্যে মাঝে, না শেষের মধ্যে শেষ?
শেষে বল, প্রায়ই শোনা কথাটির ধ্বনি; খুঁজে বেড়াও?
তারে তুমি পাওনা কেন মনি?
এখন তাদের সঙ্গে নিয়ে গাঁথ মালা
কোন প্রাণীকে চাওনা তুমি গালে দিতে চুমি?

হ্যারি বোকার মতো তাকাল।

অনুগ্রহ আরএকবার ধাঁধাটা বলবে? একটু ধীরে। স্ফিনিক্স চোখ মটকে হাসল, কবিতাটি আবার বলল।

সব ইঙ্গিত এক করলে একটা জন্তু হয়- তাকে চুম্বন করতে চাই না? হ্যারি প্রশ্ন করল।

স্ফিনিক্স রহস্যপূর্ণ ভাবে হাসল। হাসি দেখে হ্যারির মনে হল ধাঁধার জবাব ঠিক বলেছে। অনেক অনেক জন্তুদের কথা ভাবল। তাদের মধ্যে কোন্ প্রাণীকে ও চুম্বন করতে চায় না। ক্রিউটের কথা মনে পড়ল, কিন্তু মনের ভেতর কে যেন সজাগ করে দিল, সেটা ধাঁধার জবাব নয়। ওকে ধাঁধার জবাব নিজেই বের করতে হবে।

একজন মানুষ ছদ্মবেশে, হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিড়বিড় করে বলল– যে মিথ্যে বলে, ও তাহলে তো সে-কি একজন ভেক-ধরা লোক। না, ওটা আমার অনুমান নয়! এক একজন গুপ্তচর! না, ওটা আমার অনুমান নয়! এ একজন গুপ্তচর? আমি ফিরে আসছি সেই ব্যাপারে। তুমি কি আমাকে পরের সমাধানে সূত্র বলবে, অনুগ্রহ করে?

স্ফিনিক্স কবিতার পরের ছত্র আবার বলল।

হ্যারি এবার বলল– না আমার মাঝের মধ্যে মাঝে না– আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে কি শেষ ছত্রটি আবার বলবেন?

শেষ চারটি পংক্তি স্ফিনিক্স বলল।

একটা ধ্বনি প্রায়ই শোনা যায়, একটি শব্দ কঠিনভাবে খুঁজতে, হ্যারি বলল।–, ওহ তাহলে সেটা, ওহ বাদ দাও, 'ওহ' ওটাই একটা ধ্বনি!

স্ফিনিক্স হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল।

স্পাই... স্পাই..., স্ফিনিক্সের কাছে ঘুরতে ঘুরতে বলল। একটা প্রাণী যাকে

আমি চুম্বন করতে চাইল না... মাকড়সা?

এইবার স্ফিনিক্স খুব জোরে জোরে হাসল। সামনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর সামান্য জায়গা করে দিল যাতে হ্যারি স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারে।

ওর মনে হতে লাগল আর বেশি দূর নয়, প্রায় এসে গেছে। ওর হাতের জাদুদণ্ড তাই যেন বলছে, যদি পথে আর কোনও ভয়ংকর জন্তু বা অন্যকিছুর সামনাসামনি না হতে হয় তাহলে তার আশা আছে।

সামনে খোলা রাস্তা। কোনটা দিয়ে যাবে সেটা তার ইচ্ছে। ও হাতের জাদুদণ্ড বলল, নির্দেশ দাও।

জাদুদণ্ড থরথর করে উঠে ওকে দক্ষিণ দিকে পথ নির্দেশ দিল। হ্যারি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে সেই পথ ধরল। দূরে আলো দেখতে পেল।

প্রায় হাজার গজ দূরে ট্রাইউইজার্ড কাপ একটা বেদিতে বসান। আলো পড়ে কাপটা ঝলমল করছে। একটা কালো ছায়া ওর আগে আগে দৌড়াচ্ছে, হ্যারি তার দৌড় থামিয়ে দেখল।

তাহলে কি সেডরিক ওর আগে বেদির কাছে পৌঁছেছে? সেডরিক প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াচ্ছে। হ্যারি জানে যত জোরেই দৌড়াক না কেন ওর পক্ষে সেডরিককে হারানো সম্ভব নয়। সেডরিক ওর চেয়ে অনেক লম্বা, পা দুটো লম্বা লম্বা।

তারপর হ্যারি দেখল ওর বাঁ-ধারের ঝোপের ওপর বিশাল একটু কিছু নড়ছে। ও যে রাস্তাটায় সেখানে বেশ জোরে নেমে আসছে, সেডরিক ওকে দেখতে পায়নি। ওর দৃষ্টি তখন কাপের দিকে। হঠাৎ সেই বিশাল জন্তুটার দিকে চোখ না পড়ার জন্য সেডরিকের ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল।

- সেডরিক! হ্যারি চিৎকার করে বলল, বাঁ-দিকে, বাঁ-দিকে তাকাও।

কিন্তু সেডরিক হ্যারির কথা কানে যাবার আগেই বিশাল জন্তুটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে জাদুদণ্ডটা ছিটকে পড়ল। সেই বিশাল জন্তুটা এক অদ্ভুত মাকড়সা। ও সেডরিকের দিকে এগোতে লাগল। এগোতে এগোতে প্রায় ওর ওপরে এসে পড়ল। 'স্টুপিফাই'! হ্যারি গর্জন করে মন্ত্র উচ্চারণ করল। মন্ত্রটা সরাসরি সেই বিশালকায় মাকড়সার চুলওয়ালা কাল দেহের ওপর পড়ল। হ্যারি মন্ত্র ছাড়াও একটা পাথর ওর গায়ে ছুঁড়ে মারল। মাকড়সাটা গা ঝাড়া দিল, ঘুরপাক খেতে খেতে সেডরিককে ছেড়ে হ্যারির দিকে এগোতে লাগল।

'স্টুপিফাই! ইমপেডিমেন্টা! স্টুপিফাই'!

কিন্তু হ্যারির মন্ত্রতে মাকড়সটার কিছুই হল না। ও বহাল তবিয়তে হ্যারির দিকে এগোতে লাগল। মন্ত্র ও পাথর ছোঁড়ার জন্য মাকড়সাটা যেন আরও রেগে

গেছে। হ্যারি ওর জ্বলজ্বলে আটটা চোখের দিকে তাকাল। মাকড়সাটার পায়ে ধারালো সাঁড়াশির মতো নখ।

মাকড়াসাটা ওর সামনের দিকের একটা পা দিয়ে হ্যারিকে ওপরে তুলল। ধারাল নখ দিয়ে যেন ও হ্যারিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে, কিন্তু পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল– হ্যারি শুনতে পেল সেডরিকের জাদুমন্ত্র– 'এক্সপেলি আর্মাস'। মন্ত্রটা কাজ দিয়েছে। কিন্তু ওর ব্যথা লাগা পা আরও দশ ফিট ওপর থেকে ছিটকে পড়ার জন্য আরও বেশি ব্যথা করতে লাগল।

মাকড়সাটা আরও নিষ্ক্রিয় করার জন্য হ্যারি মাকড়াসাটার থলথলে পেটের দিকে দণ্ডটা এগিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'স্টুপিফাই'। একই সঙ্গে দুটি জাদুমন্ত্রে বিশালকায়া বীভৎস মাকড়সা মৃতের মতো পড়ে রইল। তারপর ঝোপের ভেতর চলে গেল।

হ্যারির তখনও আতঙ্ক কাটেনি। সারাদেহে ব্যথা। কানে এল, হ্যারি তুমি আঘাত পেয়েছো? জন্তুটা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি তো?

– না। হ্যারি ওকে শোনাবার জন্য গলা ফাটিয়ে বলল। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আরও দেখল ওর রোবস (আলখেল্লা) ছিঁড়ে গেছে, ধূলিধূসরিত আর মাকড়সার বড় বড় লোম লেগে রয়েছে। ও দাঁড়াবার চেষ্টা করল; কিন্তু পারলো না। পা-দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। ও ঝোপে হেলান দিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে দেখতে পেল সেডরিক কাপ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে। কাপটা আরও বেশি উজ্জল ও চকচক করছে।

হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সেডরিক, কাপটা তুমি নাও, তুমি তো সবার আগে রয়েছ।

কিন্তু সেডরিক এক চুলও নড়লো না। যেখানে ছিল সেখানেই স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। চোখ তার আহত হ্যারির দিকে। তারপর সেডরিক তাকাল কাপের দিকে। হ্যারি দেখল সেডরিকের চোখ দুটো কাপ পাবার আশায় জ্বলজ্বল করছে। ওর মুখে পড়েছে সোনালী আলো। সেডরিক আবার দেখল হ্যারিকে। হ্যারি অবসন্ন, ক্লান্ত, তখনও ঝোপে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেডরিক লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, হ্যারি তুমি দৌড়াও। কাপ তোমারই প্রাপ্য, তুমি ছুটে যেতে চেষ্টা কর। তুমি জিতেছ হ্যারি। দু'দু'বার তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ... এটাই বড় কথা বন্ধু।

হ্যারি বিরক্ত হয়ে বলল, তা হয় না, হতে পারে না।

হ্যারির পা দিয়ে রক্ত ঝরছে, সারা দেহে অবর্ণনীয় ব্যথা, মাকড়সার বিষাক্ত লোম গায়ে পড়ে চুলকুনি সারা গায়ে। হ্যারির মতো সেডরিকও সেই বিশাল,

ভয়ঙ্কর মাকড়সাকে জাদুমন্ত্রে তাড়িয়েছে। সেডরিকের মনে পড়ে গেল কিডিচ খেলার সময় চো'কে বল নিতে বলেছিল। যে প্রথমে কাপ ছোঁবে সে বেশি পয়েন্ট পাবে। তুমি, তুমি সেডরিক, দৌড়াও, সময় নষ্ট করো না। আমি তোমায় বলছি সেডরিক এই রক্তাক্ত যন্ত্রণাদায়ক পা নিয়ে আর আমি ছুটতে পারছিনে।

সেডরিক জাদুতে আহত হওয়া মাকড়সাটিকে আড়চোখে দেখে হ্যারির কাছে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলল, হতেই পারে না।

হ্যারি বিরক্তি সহকারে বলল, মহৎ হবার চেষ্টা করবে না, আমি বলছি তুমি গিয়ে কাপটা নাও, তারপর আমরা গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাব।

সেডরিক দেখল হ্যারি ভাল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

সেডরিক বলল, তুমি যদি হ্যারি আমাকে ড্রাগনের কথা না বলতে তাহলে প্রথম টাস্কে আমি হেরে যেতাম।

হ্যারি বলল, তুমি আমাকে সোনার 'ডিমের ক্লু' দিয়েছিল শোধ হয়ে গেছে। ও আলখেল্লা দিয়ে পায়ের রক্ত মুছতে লাগল।

সেডরিক বলল, সেকেন্ড টাস্কে তোমার সকলের চেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিল। কেউ যা করেনি তুমি তা করেছো। নিজের জীবন তুচ্ছ করে সকলকে হোস্টেজের হাত থেকে বাঁচিয়ে সবার শেষে জলের তলা থেকে উঠে এসেছিলে। আমি তা পারিনি।

– আমি মৎস্যকন্যার গান গভীরভাবে বুঝেছিলাম।

যাও, যাও সেডরিক কাপটা নিয়ে এস!

– না, সেডরিক দাঁড়িয়ে রইল।

মাকড়শাটা কুৎকুতে চোখে মন্ত্রে সম্মোহিত হয়ে মাটিতে ওর কদর্য বীভৎস পা ছড়িয়ে হ্যারির পা জড়িয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। সেডরিক মাকড়সাকে ডিঙিয়ে হ্যারির পাশে দাঁড়াল। হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো, ও এক বর্ণও মিথ্যা বলছে না। সবকিছু মন থেকে বলছে, শতবর্ষ ব্যাপী হাফলপাফের ছাত্রছাত্রী যা পায়নি, তা অর্জন করার সুযোগ পেয়েও সেডরিক বন্ধু প্রতিযোগীর দিকে তাকিয়ে তুচ্ছ করছে।

সেডরিক আর একটিও কথা না শুনে বলল, তুমি যেমন করে পার যাও। হ্যারি দেখল ওর মুখে দৃঢ়তার ছাপ উপেক্ষা করে চলে না ওর সিদ্ধান্ত।

হ্যারি সেডরিকের পেছন থেকে কাপটাকে সতৃপ্তি নয়নে দেখল। হঠাৎ যেন মনে হল ও কাপটা হাতে নিয়ে গোলকধাঁধা থেকে নেমে আসছে, দর্শক-ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকরা ওকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মুখটা হ্যারির জয়ে আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে। এত সুস্পষ্ট আগে ওর চোখে পড়েনি। তারপর সেই মনের ছবি একটু একটু করে আড়াল হয়ে যায়। দেখল- ও সেডরিকের জেদি, একগুঁয়ে মুখের

দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারি বলল, একইসঙ্গে দু'জনে।

কী বললে?

– আমরা একইসঙ্গে দু' জনেই কাপটা নেবো। সেটা হবে আমাদের স্কুল হোগার্টের জয়। আমরা যুগ্মভাবে জয়ী হব।

সেডরিক হ্যারির দিকে তাকালো। গুটানো হাত খুলে ফেললো।– তুমি, তুমি নিশ্চিত হয়ে বলছো?

হ্যাঁ, হ্যারি বলল। হ্যাঁ, আমরা পরস্পরকে সাহায্য করেছি, করিনি? আমরা একই সময় এখানে এসেছি, দু'জনে একইসঙ্গে নেয়া যাক।

এক মুহূর্ত! সেডরিক তাকাল, ও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর ও হাসল।

- চল, চল দেরি করবে না। এদিকে এস।

ও হ্যারির কাঁধটা ধরল। সে বেদিতে কাপটা রাখা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা হ্যারিকে সেখানে নিয়ে গেল। বেদির কাছে পৌঁছে ওরা একইসঙ্গে ঝকঝকে কাপের হ্যান্ডেলে হাত ছোঁয়াল।

তিন গুনবো, ঠিক আছে, হ্যারি বলল, এক-দুই-তিন।

ও আর সেডরিক রুদ্ধশ্বাসে ঝাপের একটা হাতল ধরল।

হাত ছোঁয়াবার সাথে সাথেই হ্যারির নাভিস্থলের পেছনে একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করল। ও হাতটা ট্রাইউইজার্ড কাপের হ্যান্ডেল থেকে সরাবার সময় পেলো না। কে যেন ওকে টেনে ধরে রইল, ঝড়ো হাওয়া, শন শন তার শব্দ, অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো ও আর সেডরিক আকাশে ভেসে চলল।

ব ত্রি শ ত ম অ ধ্যা য়

ফ্লেশ, ব্লাড অ্যান্ড বোন

হ্যারিকে কে যেন শূন্য থেকে সজোরে ধপাস করে মাটিতে ফেলে দিল। জখম হওয়া পা দুটোর ব্যাথা আরও বেড়ে গেল। ও সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতে তখনও রয়েছে ট্রাইউইজার্ডস কাপ!

হ্যারি বলল, আমরা কোথায় এলাম?

সেডরিক উঠে দাঁড়িয়ে, হ্যারিকে ধরে দাঁড় করাল। কোথায় এসেছে দেখার জন্য চারদিকে তাকাতে লাগল।

বুঝতে পারলো, এখন আর ওরা হোগার্টের মাঠে নেই। তার মানে, এখন তারা হোগার্ট থেকে অনেক দূরে। ক্যাসেলের চারদিকের পাহাড়, অরণ্য ও দেখতে পেলো না। ওরা এক অতি পুরাতন কবরস্থানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কবরস্থানের শেষ প্রান্তে অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা চার্চের ছায়া দেখতে পেলো। তার ডান ধারে বড় বড় ইউ গাছ (কালপাতার চিরশ্যামল বড় বড় গাছ)। বাঁ-ধারে পাহাড়। হ্যারি পাহাড়ের কোলে একটা অতি পুরনো আমলের বাড়ির দেহরেখা দেখতে পেল।

সেডরিক ট্রাইউইজার্ড কাপটা একপলক দেখে হ্যারির দিকে তাকালো। বলল, তোমাকে কি কেউ বলেছে কাপটা পোর্ট কি?

– না তো, হ্যারি বলল। ও তখন কবরস্থানটা দেখে যাচ্ছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। এখানে আসা কী আমাদের টাস্কের মধ্যে পড়ে?

সেডরিক বলল, তাতো আমি জানি না। ওর গলার স্বরে সামান্য আতঙ্কের ছাপ! জাদুদণ্ড আছে তো?

হ্যারি বলল, হ্যাঁ। সেডরিক মনে করিয়ে দেয়াতে খুশি হল।

ওরা নিজেদের জাদুদণ্ড হাতে নিল। হ্যারি ওর পাশে কি আছে না আছে দেখতে লাগল। ওর প্রায়ই বিষয়টা মনে হয়, আবার এখন বিষয়টা মনে হতে লাগল। অলক্ষ্যে, কেউ যেন ওদের পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

হঠাৎ হ্যারির মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কেউ যেন আমাদের দিকে আসছে'।

চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। সেইদিকে তাকাতেই এক ছায়ামূর্তিকে ওদের দিকে অন্ধকার ভেদ করে আসতে দেখল। কবরগুলোর পাশ দিয়ে, আবার ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আসছে ওদের দিকে। খর্বকায় ছায়ামূর্তি যেমন ভাবে টলে টলে হাঁটছে, তাতে মনে হল ও কিছু বহন করছে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না।

যেই হোক না কেন– লোকটা বেঁটে, পরনে মুখ ঢাকা আলখেল্লা। কেউ যাতে চিনতে না পারে তার জন্য মুখ ঢেকে রেখেছে। আরও কাছে এলে দেখল ছায়ামূর্তি একটা শিশুকে কোলে করে নিয়ে আসছে। বা, তা না হলে কতগুলো আলখেল্লার বান্ডিল হতে পারে।

হ্যারি দণ্ডটা নিচু করে সেডরিকে দেখল। সেডরিকও বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল। ওরা সেই কাল ছায়ামূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মূর্তিটা ওদেরই দিকে আসছে সন্দেহ নেই। প্রায় ছ'ফিট দূরে একটা বড় কবরের শীর্ষে রাখা প্রস্তর খণ্ডের পাশে দাঁড়াল। মূর্তিটা খর্বকায়। ওরা তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

তারপর হঠাৎ হ্যারির কপালের কাটা দাগটায় অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। মনে হল মাথাটা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। এমন এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা জীবনে এই প্রথম শুরু হল। কপালে, মুখে হাত দিতে গিয়ে জাদুদণ্ডটা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। ও মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

অনেক দূরে, ওর মাথার ওপর থেকে শুনতে পেল ঠাণ্ডা, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা শিরশিরে এক স্বর, ওর সাথের ছেলেটিকে হত্যা কর।

বেত্রাঘাত করার শোঁ শোঁ শব্দ... তারপরই অন্য একজনের কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর রাতের অন্ধকারকে যেন খান খান করেছিল 'আভাদা কেডাভ্রা'!

এক সবুজ আলোর ঝলকানিতে ওর দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল সশব্দে কিছু একটা ওর পাশে পড়ে গেল। কাটা দাগের ব্যথা অভূতপূর্বভাবে আবার শুরু হল। সে বমি করতে লাগল, তারপরই আশ্চর্য্যজনকভাবে তার ব্যথা কমতে শুরু করল। চোখ খুলতে হ্যারি ভয় পেল। জানে না কি ভয়ংকর জিনিস হয়ত দেখবে। ও ধীরে ধীরে যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটো খুলল।

দেখল সেডরিক দুই ডানা ছড়ান ঈগলের মতো দু'হাত ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে ওর

পাশে পড়ে রয়েছে। ও মৃত!

একটা সেকেন্ড যেন অনন্তকাল। হ্যারি মৃত সেডরিকের ভয়ার্ত খোলা দু'ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকটা পরিত্যক্ত বাড়ির খোলা জানালার মতো শূন্য আর অভিব্যক্তহীন। আধখোলা মুখ দেখে মনে হয় ও যেন আশ্চর্য হয়ে গেছে। তারপর যা দেখছে সেটার বাস্তবতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল কে যেন ওর পা ধরে টানছে।

সেই ভয়ার্ত খর্বকায় লোকটা ওর হাতের বান্ডিল ফেলে দিয়ে হাতের জাদুদণ্ডটা জ্বালাল। এরপর হ্যারিকে একটা কবরের সাদা বিরাট পাথরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। হ্যারি সেই লোকটার জাদুদণ্ডের মৃদু আলোতে দেখল কবরের ফলকে লেখা রয়েছে।

টম রিড্‌ল

তারপর লোকটা কবরের পাথরের সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে ওকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শক্তভাবে। মুখটা ভাল করে হ্যারি দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু ওর মারাত্মক শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেল। হ্যারি নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। লোকটা ওকে আঘাত করল। হ্যারি দেখল ওর হাতের একটা আঙ্গুল নেই। লোকটি মুখোশের আড়ালে থাকলেও হ্যারির জানতে বাকি রইল না যে ইনি– ওয়ার্মটেল।

– আপনি? হ্যারি থতমত খেয়ে বলল।

কিন্তু ওয়ার্মটেলের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে হ্যারিকে বাঁধা শেষ হওয়ার পরও ও হ্যারির কথার কোনও জবাব দিলো না। ও দড়ির বাঁধন ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার সময় হ্যারি লক্ষ্য করল ওর আঙ্গুল হাত কাঁপছে। হ্যারিকে ও এমনভাবে বাঁধল যে হ্যারি এক ইঞ্চিও নড়তে-চড়তে পারলো না। ওয়ার্মটেল তারপর ওর আলখেল্লার পকেট থেকে এক টুকরো কাল কাপড় বের করে হ্যারির মুখে গুঁজে দিল যাতে ও চিৎকার করতে না পারে। কাজ শেষ হলে ওয়ার্মটেল চলে গেল। হ্যারি শুধু কথা বলতে পারলো না শুধু তাই না, ওয়ার্মটেল কোথায় গেল তা-ও দেখতেও পেলো না। এমনভাবে বেঁধেছে কবরের প্রস্তর ফলক ছাড়া মাথাটা ঘুরিয়ে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সেডরিকের মৃতদেহ প্রায় বিশ ফিট দূরে পড়ে রয়েছে। সামান্য দূরে ট্রাই-উইজার্ড কাপটাও রয়েছে। তারার আলো পড়ে কাপটা চকচক করছে। ম্যাজিক দণ্ডটা ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। কাপড়ের বান্ডিলটা (যেটাকে হ্যারি এক শিশু

ভেবেছিল) কবরের এক ফুট দূরে পড়ে রয়েছে। হ্যারির সেগুলো দেখতে দেখতে আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। হঠাৎ করে মনে হল, ওর কোনো আগ্রহ নেই আলখেল্লার পুটলিটার মধ্যে কি আছে দেখতে, আর পুটলিটা কেউ খুলুক তাও সে চায় না।

পায়ের কাছে সরসর শব্দ শুনে হ্যারি সচকিত হল। ও অনেক কষ্টে মাথা নিচু করে দেখল একটা সাপ ঘাসের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলছে। যেখানে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেই পাথরটার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরছে। আবার ও ওয়ার্মটেলের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। একটু একটু করে শব্দ বেড়ে চলেছে। শব্দ শুনে মনে হয় ওয়ার্মটেল কিছু জিনিস মাটিতে পুতবার চেষ্টা করছে। তারপর ও হ্যারির দৃষ্টিসীমানার মধ্যে এসে পড়ল। হ্যারি এখন বুঝলো সেই শব্দ ওয়ার্মটেলের শ্বাস-প্রশ্বাসের নয়, একটা পাথরের পাত্র (কলড্রন) কবরের পায়ের কাছে ঠেলে ঠেলে রাখা শব্দ। পাত্রটা একটা বড় পাথরের, সাধারণ কলড্রনের চাইতে সেটা অনেক বড়। তার খোলটা এত বড় যে একটা বড় মানুষ তার মধ্যে আরামসে বসতে পারে।

যে বান্ডিলটা মাটিতে পড়ে রয়েছে, সেটা নড়ছে, খুব সম্ভব তার ভেতর থেকে কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওয়ার্মটেল কলড্রনের ভেতরটা একদণ্ড দিয়ে নাড়াচাড়া করতেই হঠাৎ তার মধ্য থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই বড় সাপটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কলড্রনের মধ্যে যে তরল পদার্থটা রয়েছে সেটা গরম হতে হতে ফুটতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, ফুটন্ত বুদবুদ করা জল থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকল। জল নয় মনে হল যেন আগুন।... মাটিতে পড়ে থাকা রোবসটা ভীষণভাবে নড়তে-চড়তে লাগল... হ্যারি আবার হাঁড় কাঁপানো শিরশিরে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্বর শুনতে পেল।

'তাড়াতাড়ি!'

কলড্রনের জলের উপর ভাগ আগুনের মতো গনগন করছে। মনে হয় যেন হিরে দিয়ে আবৃত করা হয়েছে।

– প্রভূ সব প্রস্তুত!

তাহলে এখন; সেই ঠাণ্ডা শিরশিরে কণ্ঠ।

ওয়ার্মটেল মাটিতে পড়ে থাকা আলখেল্লার পুটলিটা খুলল, ওর ভেতর থেকে যা বের করা হলো, সেটা দেখে হ্যারি আতঙ্কে শিউরে উঠল। যা ভেবেছিল তার চাইতে হাজার গুণ বীভৎস্য জিনিস। অনেকটা শিশুর মতো। মাথায় তার চুল নেই, গায়ে চামড়ার বদলে বেগুনি রংয়ের আঁশ। ওর হাত-পাগুলো রোগা ডিগডিগে... মুখটা শুকনো... কোনও জীবিত শিশুর দেহ অমন হতে পারে না... অনেকটা চ্যাপ্টা

মতো মুখ, চোখ দুটো মৃদু দীপ্ত লাল।

শিশুটি ওর শীর্ণ দু'টি হাত তুলে ওয়ার্মটেলের গলা জড়িয়ে ধরল। ওয়ার্মটেল ওকে তুলল। মাথা নিচু করে তোলার সময় ওর মুখের আড়াল সরে গেল। হ্যারি কলড্রনের আগুনের আলোতে দেখল ওয়ার্মটেলের দুর্বল শরীরের মুখে যেন এক ফোটা রক্ত নেই, ফ্যাকাসে। ওয়ার্মটেল সেই জীবিত অথবা মৃত শিশুটিকে কলড্রনের ওপর রাখল। হিস শব্দ করে দেহটা কলড্রনে তলিয়ে গেল।

হ্যারি ভাবল ওটা ডুবে যাওয়াই ভাল। ওর কাটা দাগ তখনও দপদপ করছে। ও কায়মন বাক্যে চাইল ওটা ডুবে থাকুক, ওটাকে যেন আর না তোলে ওয়ার্মটেল।

হ্যারির ওয়ার্মটেলের গলার কম্পিত স্বর শুনে মনে হল ও দারুণ ভয় পেয়েছে। ও চোখ বন্ধ করে জাদুদণ্ডটা তুলল, রাতের আঁধারে বিড়বিড় করে বলল- 'হে শিশুর পিতা, তোমার এই শিশু সন্তানকে পুনরায় ফিরে পাবে!'

হ্যারির পায়ের কাছের কবরটি উপরিভাগ চিরচির করে ফেটে গেল। ভয়ার্ত হ্যারি দেখল সেই ফাটল থেকে ওয়ার্মটেলের আদেশে অতি সূক্ষ্ম গোলাপের চূর্ণ বেরিয়ে আসছে, তারপর সেগুলো কলড্রনের ওপর ধীরে ধীরে পড়ল। কলড্রনের ওপরে হিরের মতো চকচকে ভাগটা ফেটে গেল হিস হিস শব্দে। তারপর সেখান থেকে চতুর্দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে লাগল, সেই স্ফুলিঙ্গ একটু একটু করে বিষাক্ত রূপের নীল রঙে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ওয়ার্মটেল আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর ও নিজের আলখেল্লা থেকে চকচকে একটা ছোরা বের করল। ও কণ্ঠস্বর টুকরো টুকরো কান্নায় পরিণত হল। 'ভূতের... রক্তমাংস... স্বইচ্ছায় দিচ্ছি... প্রভু আপনি আবার শক্তিমান হয়ে ফিরে আসুন'।

কথাটা বলে ওয়ার্মটেল ওর ডান হাতটা সামনে প্রসারিত করল– সে হাতটায় একটা আঙ্গুল নেই। বাঁ-হাতে ছোরাটা ও শক্ত করে চেপে ধরে ওপরে তুলে ধরল।

হ্যারি বুঝতে পারলো ওয়ার্মটেল কি করতে চলেছে। ও চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করল, কিন্তু ওর ভয়ার্ত চিৎকার রাতের অন্ধকার ছিন্ন করল, মনে হল ছোরাটা যেন ওকে বিদ্ধ করেছে। তারপর কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনল। শুনতে পেল ওয়ার্মটেলের যন্ত্রণাময় গোঙানি। তারপরই কিছু যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল, যেন সেই কলড্রনে কিছু চোবান হয়েছে। হ্যারি সেইদিকে তাকাতে পারছে না... কিন্তু সেই বিষাক্ত তরল পদার্থ জলন্ত আগুনে রূপান্তরিত হয়েছে, এত উজ্জ্বল যে হ্যারি বন্ধ চোখেও যেন দেখতে পাচ্ছে।

ওয়ার্মটেল তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। হ্যারি অনুভব করল ওয়ার্মটেলের উত্তপ্ত নিশ্বাস ওর গাল স্পর্শ করছে। তাহলে কি ওয়ার্মটেল হ্যারির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতে পারছে না?

'শত্রুদের রক্ত... জোর করে টেনে আনা হয়েছে... প্রভু তুমি তোমার শত্রুদের নিধন কর।'

হ্যারির কোনও কিছু করার ক্ষমতা নেই। ওকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ও মাথা নিচু করে শরীরের সব শক্তি দিয়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

হ্যারি দেখল ওয়ার্মটেল ছোরাটা হাতে নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর হাতটা বেশি কাঁপছে। ওয়ার্মটেল হ্যারির আলখেল্লা পরা হাতের একটা কোনায় বিদ্ধ করতেই ওর হাতের সেই কাটা জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ওয়ার্মটেল পকেট থেকে হাতড়ে হাতড়ে একটা শিশি বের করে ক্ষতস্থানে এমনভাবে ধরল যাতে সেই রক্ত শিশিতে পড়ে।

তারপর ও সংগৃহীত রক্তভর্তি শিশিটা হাতে নিয়ে টলমল করতে করতে বিরাট কলড্রনের সামনে দাঁড়াল। শিশির মধ্যে যে রক্তটা রেখেছিল সেটা জ্বলন্ত কলড্রনে ফেলে দিতেই সেটা সাদা ধবধবে হয়ে গেল। তারপর ওয়ার্মটেল কলড্রনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে বসে থাকতে পারলো না। কাৎ হয়ে মাটিতে টলে পড়ে হ্যারির ক্ষত হাত রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কলড্রনের ভেতরের সব টগবগ করে ফুটতে লাগল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে লাগল হিরের স্ফুলিঙ্গ। এত বেশি তার তীব্রতা সেখানে পড়ল সেখানটা কাল ভেলভেটের মতো হয়ে যেতে লাগল; কিন্তু আগুনের স্ফুলিঙ্গে কোনও অঘটন ঘটলো না।

তারপর সহসা বন্ধ হয়ে গেল। আগুনের বদলে সাদা বাষ্প বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই বাষ্প সবকিছু অন্ধকার করেছিল। হ্যারি, মৃত সেডরিক, ওয়ার্মটেল... কোনকিছুই দেখতে পেলো না। বাষ্পটা চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল। হ্যারি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যেন বীভৎসতা কাটিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপর সেই ঘণীভূত বাষ্পের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো কঙ্কালের মতো কাল এক মানুষ।

সে বরফশীতল গলায় ওয়ার্মটেলকে আদেশ করল, ওয়ার্মটেল আমাকে আলখেল্লা (রোবস) পরিয়ে দাও।... ওয়ার্মটেল কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে থাকা আলখেল্লাটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কলড্রনের পাশে সেই কালো দেহকে এক হাতে পরিয়ে দিল।

সেই কাল দেহটা হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারিও তাকাল। সেই বীভৎস কদাকার মুখ... যা ওকে তিন বছর ধরে স্বপ্নে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।... এখন আর কাল নয়, মাথার খুলির চেয়ে সাদা রং, বড় বড় জ্বলন্ত লাল দু'চোখ, সাপের মতো চ্যাপ্টা নাক... বড় বড় নাকের গর্ত... লর্ড ভোল্ডেমর্টের পুনঃআগমন হয়েছে।

তে ত্রি শ ত ম অ ধ্যা য়

দ্য ডেথ ইটারস

ভোল্ডেমর্ট হ্যারির দিকে না তাকিয়ে নিজের শরীর দেখতে লাগলেন। ওর হাত দুটো অনেকটা লম্বা মলিন মাকড়সার মতো, সরু সরু সাদা লম্বা আঙ্গুলগুলো বুকের ওপরে বিন্যস্ত, যেন নিজেকে নিজে আদর করছে। ওর দু'হাত, ওর মুখ, লাল বর্ণ দু'চোখ, চোখের মণি দুটো লম্বালম্বিভাবে কাটা বেড়ালের চোখের মতো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। হাত তুলে আঙ্গুলগুলো বাঁকালেন ভোল্ডেমর্ট, চোখে মুখের ভাবমোহিত আর উল্লসিত বিজয়ী। ভোল্ডেমর্ট ওয়ার্মটেলের দিকেও তাকালেন না। ও তখন কবরস্থানের মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর কাটা স্থান থেকে গলগল করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সাপদের দিকেও তাকালেন না ভোল্ডেমর্ট। সাপগুলো তখন ফিরে এসে হ্যারিকে ঘিরে ভয়ঙ্করভাবে হিস হিস শব্দ করে চলেছে। ভোল্ডেমর্ট তার অস্বাভাবিক একটা লম্বা হাত বড় একটা পকেটে পুরে দণ্ডটা টেনে বের করলেন। জাদুদণ্ডের গায়ে সস্নেহে হাত বোলালেন, তারপর দণ্ডটাকে তুলে সোজা ওয়ার্মটেলের দিকে প্রসারিত করলেন। তারপর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ওকে মাটি থেকে তুলে সোজা হ্যারির পাশে ছুঁড়ে দিলেন। ও কবরের পাদদেশে পরে শরীরটাকে কুঁকড়ে মুকড়ে আগের মতই একঘেঁয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর ভোল্ডেমর্ট টকটকে লাল চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন- মুখে তার হিমশীতল, অস্বাভাবিক এক আনন্দের হাসি।

ওয়ার্মটেলের আলখেল্লা রক্তে ভিজে লাল। আলো পড়ে রক্তমাখা জায়গাটা চকচক করছে, ও হাতের তালু কাটা জায়গায় চেপে রেখেছে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, প্রভু, আমার প্রভু... আপনি প্রতিজ্ঞা, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন...।

তোমার হাত সরাও, ভোল্ডেমর্ট তাচ্ছিল্য করে বললেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু... ধন্যবাদ প্রভু...।

ওয়ার্মটেল রক্তমাখা একটা হাত তুলল; কিন্তু ভোল্ডেমর্ট আবার সেই রকম ক্রুর হাসি হাসলেন।– অন্য হাতটা ওয়ার্মটেল।

প্রভু... অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

ভোল্ডেমর্ট নিচু হয়ে ওয়ার্মটেলের বাঁ-হাতটা ধরে সরালেন। জোর করে হাতটা কনুই পর্যন্ত টেলে তুললেন, হ্যারি দেখল ওর হাতে খুলির উল্কি। উল্কির রং লাল। খুলির মুখ থেকে একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। হ্যারি কিডিচ ফাইনাল খেলার সময় ওই রকম একটি ডার্কমার্কের সাপ দেখেছিল। ওয়ার্মটেলের কান্না তোয়াক্কা না করে ভোল্ডেমর্ট সেই উল্কিটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

ভোল্ডেমর্ট খুব আস্তে বললেন, তাহলে তারা সকলেই জেনেছে আবার ফিরে এসেছে, এখন আমরা দেখব, আমাদের জানতে হবে।

কথাটা বলে ভোল্টেমর্ট তার হাতের লম্বা একটা আঙ্গুল দিয়ে ওয়ার্মটেলের হাতের উল্কিতে চাপ দিলেন।

তখনই হ্যারির কপালের কাটা দাগে তীব্র ব্যাথা করে উঠল। ওয়ার্মটেলও ককিয়ে উঠল! ভোল্ডেমর্ট ওয়ার্মটেলের হাতের উল্কির দাগ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। হ্যারি দেখল উল্কির রংটা কুচকুচে কাল হয়ে গেছে।

মুখে নিষ্ঠুর সাফল্যের হাসি এনে ভোল্ডেমর্ট সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা ঘুরিয়ে অন্ধকারে কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এদের মধ্যে ক'জন সাহসী ইচ্ছে করলে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে? ভোল্ডেমর্ট আপনমনে ফিস ফিস করে বললেন। মৃদুদীপ্ত চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন..., কতজন মূর্খ আছে যারা পিছিয়ে যাবে?

ভোল্ডেমর্ট উত্তেজিতভাবে হ্যারি আর ওয়ার্মটেলের সামনে পাঁয়চারি করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি কবরস্থানের ওপরে। মিনিট দুই পরে হ্যারির দিকে তাকালেন। সাপের মতো মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল।

হ্যারি পটার তুমি আমার মৃত বাবার ভগ্ন কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আছ, ভোল্ডেমর্ট খুব আস্তে হিস হিস করে বললেন। তোমার প্রিয় মায়ের মতো তিনি মাগল ও মূর্খ ছিলেন। কিন্তু দু'জনেই তাদের কিছু কর্তব্য করেছিলেন। তোমার মা শিশু অবস্থায় তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন... আর আমি আমার বাবাকে হত্যা করেছিলাম। এখন দেখ কতটা সে নিজেকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ করেছেন তারা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে।

ভোল্ডেমর্ট আবার পিশাচের মতো হাসলেন। এখন তিনি পাঁয়চারি করছেন আর তার দৃষ্টি হ্যারির ওপর। সাপটা ঘাসের ওপর গোলাকার বৃত্ত করে ঘুরছে। পটার তুমি কী ওই পাহাড়ের কোলে জীর্ণ বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ? আমার বাবা

ওখানে থাকতেন। আমার মা একজন ডাইনি (জাদুকরি) ছিলেন। একই গ্রামে থাকতেন। বাবার প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু আমার মা বলেছিলেন তিনি জাদুকরি। আমার বাবা জাদু ভালবাসতেন না। পটার, আমার বাবা, আমার জন্মের আগে আমার মা'কে ফেলে তার মাগল বাবা-মার কাছে ফিরে গেলেন। আমাকে জন্ম দিলেন মা... মারা গেলেন... অনাথ বালক আমি... তাই মাগলদের পরিচালিত অনাথ আশ্রমে লালিত-পালিত হতে থাকলাম। কিন্তু মাকে ছেড়ে চলে যাওয়াতে বাবা ঘোরতর অপরাধ করেছিলেন... আমি মা'র প্রতি অবিচারের প্রতিহিংসা নিয়েছিলাম... সেই মূর্খটা, যে তার নামে আমার নামকরণ করেছিল 'টম রিডল'। ভোল্ডেমর্ট এখনও ক্ষিপ্ত নেকড়ে বাঘের মতো কবরের চার পাশে হাঁটতে লাগলেন। চোখ তার অন্ধকারে ভগ্নপ্রায় বাবার কবরের ওপর।

আমার কথা শোন, তোমাকে আমার পরিবারের কথা বললাম, ভোল্ডেমর্ট শান্ত ভাবে হ্যারিকে বললেন, আমি জন্ম থেকেই স্পর্শকাতর... দেখ, হ্যারি! আমার সত্যিকারের পরিবারের সবাই এখন ফিরবে।

হঠাৎ কবরস্থানের বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে যেন প্রবল ঝটকা বাতাসের সাথে কতগুলো আলখেল্লা দৃশ্যমান। প্রতিটি কালো পাতা গাছের ছায়ার তলায় জাদুকররা জাদুটোনা করতে প্রস্তুত। সকলেরই শরীর বোরখায় ঢাকা, মুখে মুখোশ। একের পর এক ওরা গাছতলা ছেড়ে যাচ্ছে... ধীরে, অতি ধীরে...। এত ধীরে যে তারা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারবে না। ভোল্ডেমর্ট নীরবে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদের মধ্যে একজন 'ডেথইটার' (ওরা জ্যান্ত মানুষের বুকে চেপে প্রাণ ও রক্ত শুষে নেয়) ভোল্ডেমর্টের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল... তার কালো আলখেল্লার তলদেশ (হেম) চুম্বন করলেন।

মাস্টার... মাস্টার... রক্তচোষা (ডেথইটার)! বাকি সব ডেথইটাররা হেঁট হয়ে ভোল্ডেমর্টের পায়ে চুম্বন করে টম রিডিলের কবরকে কেন্দ্র করে গোলাকার বৃত্ত করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তাদেরও দেহ আচ্ছাদনে আবৃত, মুখে মুখোশ। দাঁড়াবার সময় কিছু অংশ ফাঁকা রাখল হয়ত আরও কোনও ডেথইটারদের প্রতীক্ষায়। ভোল্ডেমর্টের মুখ দেখে মনে হল তিনি আর কোনও ডেথইটারদের আশা করছেন না। ভোল্ডেমর্ট ওদের মুখোশাবৃত মুখের দিকে তাকাতেই ওদের মুখগুলো মনে হল বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে, অথচ একটুও বাতাস বইছে না। তাহলে তো ওরা কাঁপছে, হ্যারির মনে হল।

ভোল্ডেমর্ট বললেন, স্বাগতম ডেথইটারস, তের বছর, তের বছর পর তোমাদের সঙ্গে আবার আমি মিলিত হলাম। তোমরা যেন গতকাল আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে এমনভাবে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ।... আমরা আজও ডার্কমার্কের ছত্রছায়ায় একত্রে মিলিত। সত্য না অসত্য?

ভোল্ডেমর্ট মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁচলেন। হাঁচার সময় তার ক্ষুদ্র নাকের গর্ত দুটো সামান্য বিস্ফোরিত হল।

আমি যেন অপরাধের গন্ধ পাচ্ছি, ভোল্ডেমর্ট বললেন, বাতাসে অপরাধের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার সমবেত ডেথ ইটাররা শিউরে উঠল। যদিও এ ভীতি সকল সময়ই ছিল, কিন্তু কেউ-ই তার কাছ থেকে কেটে পড়েনি বা কেটে পড়ার সাহস করেনি।

তোমাদের সকলে সময়মত আমার সামনে উপস্থিত দেখে মনে হয় সকলেই ভাল ও সুস্থ আছ। কিন্তু আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি, কেন তারা তাদের প্রভুর সাহায্যের জন্য কখনো এগিয়ে আসেনি, এটাই কি আমার প্রতি তাদের একান্ত আনুগত্য?

সকলেই নীরব। এক চুলও কেউ নড়েনি, শুধু ওয়ার্মটেল মাটিতে শুয়ে একইভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। তখনও ওর হাতের রক্তপাত বন্ধ হয়নি।

বেশ, আমি আমার প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। আমার অবর্তমানে আমার কিছু বিশ্বস্ত অনুগামী আমার শত্রুদের সঙ্গে শুধু যোগই দেয়নি– আমার বিরুদ্ধে কাজও করেছে, আর এখন সাধু সাজছে। এমন এক ভাব দেখাচ্ছে যে তারা কিছুই জানে না!

আবার নিজেকে প্রশ্ন করছি, তারা কেমন করে ভাবলো যে, আমি আবার শক্তিশালী হব না? তারা কি জানতো না, মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কি কি পথ অবলম্বন করে রেখেছিলাম? তারা কী আমার সেই সময়ের অসামান্য শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানতো না? যেকোনও জীবিত জাদুকরের মধ্যে আমি কত শক্তিশালী ছিলাম তোমরা অবশ্যই জানতে।

– আমি এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, তারা ভেবেছিল আরও একটি শক্তিশালী জাদুকর থাকতে পারে, লর্ড ভোল্ডেমর্টের বিনাশ করতে পারে, হয় তারা অন্য একজনের কাছে অনুগত, হয়তো সেই মূর্খ ডাম্বলডোরের কাছে, যে নগণ্যদের কাছে এবং মাডব্লাডস আর মাগলদের কাছে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ সেই অ্যালবাস ডাম্বলডোর হোগার্ট স্কুলের নগণ্য এক হেডমাস্টার!

ডাম্বলডোরের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডেথইটাররা সামান্য নড়াচড়া করল, মাথা নাড়ল।

ভোল্ডেমর্ট তাদের বুঝতে পারেনি, আমার কাছে ওটা হতাশা তো বটেই, আমি স্বীকার করি আমি অতি মাত্রায় হতাশ হয়েছি, ভুল করেছি বিশ্বাসঘাতকদের বুঝতে না পেরে।

ডেথইটারদের মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এসে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে লর্ড ভোল্ডেমর্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মাস্টার!

মাস্টার আমাকে ক্ষমা করুন, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন!!

ভোল্ডেমর্ট হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে হাতের জাদুদণ্ড তুলে বললেন, **'ক্রুসিও'**!

ভূলুণ্ঠিত ডেথইটার ভীষণ চিৎকার করে ভোল্ডেমর্টের পায়ের তলায় ছটফট করতে লাগল। হ্যারি ওর চিৎকার শুনে মনে হলো, আশপাশের বাড়িতে যারা থাকে, তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ডেথইটারের মর্মভেদী কান্নার শব্দ! তারা পুলিশ নিয়ে অবিলম্বে আসুক, যা হোক, যেমন করে হোক একটা কিছু করুক।

ভোল্ডেমর্ট আবার তার জাদুদণ্ড তুললেন, ডেথইটার বড় বড় শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে লাগল, মুখ দিয়ে তার ফেনা বেরোতে লাগল।

ভোল্ডেমর্ট মোলায়েম সুরে বললেন, অ্যাভেরি উঠে দাঁড়াও, হ্যাঁ, তুমি কী বলছিলে, ক্ষমা? শোন আমি ক্ষমা করি না, কোনও কিছু ভুলিও না। তের বছর, দীর্ঘ তেরটা বছর, তের বছরের পরিশোধ চাই তোমাদের ক্ষমা করার আগে। ওই ওয়ার্মটেল ইতোমধ্যে কিছুটা পরিশোধ করেছে, কি হে করোনি ওয়ার্মটেল?

ভোল্ডেমর্ট ওয়ার্মটেলের দিকে তাকালেন। ওয়ার্মটেল তখনও কাঁদছে, হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

– হ্যাঁ প্রভু, ওয়ার্মটেল গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল, দয়া করুন প্রভু, দয়া করুন আমাকে...।

– হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি আমার দেহ ফিরে পেতে সাহায্য করেছ, ওয়ার্মটেলের দিকে তাচ্ছিল্য দৃষ্টি দিয়ে বললেন। তুমি অপদার্থ ও বিশ্বাসঘাতক হলেও... আমাকে সাহায্য করেছ যারা সাহায্য করেছে অবশ্যই তাদের লর্ড ভোল্ডেমর্ট পুরস্কার দেয়।

ভোল্ডেমর্ট আবার তার হাতের জাদুদণ্ড তুলে বাতাসে আন্দোলিত করলেন। গলিত রূপোর মতো কিছু পদার্থ দণ্ডের শেষ ভাগ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। আকারবিহীন সেই রূপোর মতো জিনিসটা, মুহূর্তের মধ্যে পাক খেতে খেতে একটা মানুষের হাতে পরিণত হয়, চাঁদের আলো পড়ে সেই হাতটা চকচক করতে লাগল। তারপর ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে ওয়ার্মটেলের কাটা কব্জিতে জুড়ে গেল।

ওয়ার্মটেলের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না থেমে গেল, শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে গেল। ও বিস্ময়ভরা দু'চোখে চকচকে হাতটা দেখতে লাগল, এমনভাবে যেন বিশ্বাসই হয় না তার। ও চকচকে আঙ্গুলগুলো দুমড়োতে লাগল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে সেই হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা এক টুকরো গাছের ডাল তুলে নিয়ে সেটাকে চাপ দিয়ে চূর্ণ করলো।

ও আনন্দে অধীর হয়ে বলল, হে প্রভু, কি সুন্দর... ধন্যবাদ– ধন্যবাদ আপনাকে।

তারপর ভোল্ডেমর্টের কাছে হাঁটু গেড়ে এসে তার আলখেল্লার শেষ প্রান্তের একাংশ ঠোঁট বেকিয়ে চুম্বন করতে লাগল।

ওয়ার্মটেল ভবিষ্যতে আমার প্রতি আনুগত্য যেন অটুট থাকে, ভোল্ডেমর্ট কঠিন স্বরে বললেন।

– কখনই... প্রভু... কখনই বিচ্যুত হবে না, আমার প্রভু।

তারপর ওয়ার্মটেল 'ডেথইটারদের দলে যোগ দিয়ে, পুলকিত হয়ে বারবার নতুন চকচকে হাতটা দেখতে লাগল। তখনও ওর চোখের জল চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করছে। ভোল্ডেমর্ট এগিয়ে এসে ওয়ার্মটেলের পাশে দাঁড়ানো লোকটির সামনে দাঁড়ালেন।

ভোল্ডেমর্ট ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, লুসিয়াস, আমার অনির্ভর বন্ধু, আমি শুনলাম এখনও তুমি তোমার পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারনি; যদিও সকলের কাছে তুমি খুবই সম্মানিত মানুষ। তুমি, আশা করি এখনও মাগল সংহারের নেতৃত্ব নিতে পার– আমার তো তাই বিশ্বাস? তা সত্ত্বেও তুমি এই দীর্ঘ তের বছরে আমাকে খোঁজার কোন চেষ্টা করোনি, লুসিয়স, আমি নিশ্চিত বলতে পারি কিডিচ ওয়ার্লড কাপে যা করেছিলে সেটা হাসির খোড়াক ছাড়া কিছুই নয়। দুঃখের বিষয় তোমার সাহস-শক্তি তোমার প্রভুকে খোঁজার ও সাহায্যে ব্যবহার হয়নি...।

মুখোশ পড়া অবস্থায় লুসিয়স ম্যালফয় বলল, আপনার কোন চিহ্ন, কোনও আভাস, বা আপনার ঠিকানা জানতে পারলে এই ভৃত্যকে সেই মুহূর্তে আপনার পাশে দাঁড়াতে ও সাহায্য করতে কোনো কিছু রুখতে পারতো না।

গত গ্রীষ্মে যখন আমার একটি ডেথইটার আমার মার্ক নিক্ষেপ করেছিল, তখন তুমি পালিয়েছিলে? ভোল্ডেমর্ট তাচ্ছিল্য করে বললেন। ম্যালফয় সহসা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ লুসিয়াস, আমি সব জানি, তুমিও আমাকে হতাশ করেছ, ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে কি বিশ্বস্ত কাজ আশা করতে পারি?

অবশ্যই লর্ড, অবশ্যই, আপনি অতি মহানুভব দয়ালু, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ভোল্ডেমর্ট হাঁটতে হাঁটতে ম্যালফয় আর তার পাশের মুখোশ পরা লোকটির মাঝে জায়গাতে অন্তত দু'জনের অভাব দেখে সেদিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকালেন লেস্টাররেঞ্জেরসদের এখানেই তো দাঁড়ানোর কথা, ভোল্ডেমর্ট অতি উদাসিনভাবে বললেন, অথচ ওদের এখন আজকাবানে কবর দেয়া হয়েছে।

সত্যিই তারা আমার খুবই বিশ্বস্ত মানুষ ছিল। ওরা আমাকে ত্যাগ করেনি বলেই আজকাবান কারাগারে ছিল, আমি যখন আজকাবান জেলখানা ভেঙে চূর্ণ করে দেব তখনই তাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করব। এমন সম্মান যা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। ডেমেন্টরসরা আমার সাথ দেবে, ওরা আমাদের বন্ধু। আমরা

আমাদের মধ্যে নির্বাসিত দানবদের নিয়ে আসব, আমি চাই আমার সব বিশ্বস্ত অনুগামীরা আমার কাছে ফিরে আসুক, এমন এক জীবন্ত প্রাণীদের সৈন্যদল, যাদের নাম শুনলে লোকেরা শিউরে উঠবে আতঙ্কে।

কিছু ডেথইটারদের সামনে দিয়ে চলতে চলতে থামলেন, তাদের সঙ্গে দু'একটা কথাও বললেন।

ম্যাকনায়ার, ওয়ার্মটেল বলছে তুমি নাকি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হয়ে ভয়ংকর সব জন্তুজানোয়ারের নিধনের কাজকর্ম করছ? তুমি এখন তাদের চাইতে শীঘ্রই আরও ভাল জীবন্ত প্রাণী পাবে ম্যাকনায়ার, লর্ড ভোল্ডেমর্ট তোমাকে তা দেবে।

ধন্যবাদ, মাস্টার... অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যাকনায়ার বলল।

তারপর আবরণে ঢাকা সবচাইতে বিরাট শরীরের দু'জনের কাছে দাঁড়ালেন, ও হ্যাঁ ক্রাব আর গোয়েল, তোমরা দু'জনেই আশা করি আগের চাইতে ভাল কাজ করতে পারবে। তাই না গোয়েল?

ওরা দু'জনেই মাথা নত করল।

ইয়েস মাস্টার....।

নিশ্চয়ই করব, মাস্টার।

আর নট, তোমাকেও বলি একই কথা, ভোল্ডেমর্ট বললেন। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গোয়েলের ছায়ার সামনে দাঁড়ালেন।

প্রভু, আমি আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, অবনত হয়ে বলছি, আমি আপনার একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর, নট বলল।

তারপর ভোল্ডেমর্ট ওদের মাঝখানে ফাঁকা স্থানে এসে দাঁড়ালেন। চোখ তার রক্তবর্ণ... যেন সেই ফাঁকা জায়গার চারদিকে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের যেন দেখতে পান।

এখানে ছয় জন ডেথইটারদের দাঁড়াবার কথা। ছ'জনের মধ্যে তিনজন আমার কাজে মারা গেছে, একজন কাওয়ার্ডকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তার জন্য তাকে তার পাওনা দিতে হবে একজন চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে গেছে, ফিরলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। বাকি একজন আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য। সে ইতোমধ্যে আমার কাজে যোগ দিয়েছে।

কথাগুলো শুনে ডেথইটাররা শিউরে উঠল, হ্যারি দেখল মুখোশ পরা অবস্থায় তারা পাশের লোকদের দিকে তীর্যকভাবে তাকাচ্ছে।

সে এখন হোগার্টে কাজ করছে, বিশ্বস্ত ভৃত্য! তারই সহায়তায় আমি আজ রাতে আমার এই ছোট 'বস্তুটিকে' পেয়েছি।

হ্যাঁ, ভোল্ডেমর্ট বললেন। বলার সময় তার ঠোঁটবিহীন মুখটা সামান্য নড়ল।

চোখের দৃষ্টি হ্যারির ওপর।– হ্যারি পটার আমাদের দলের নবজন্মের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। খুব বেশি সময়ের জন্য নয়, তাহলেও বলতে পার ও আমাদের একজন গেস্ট অব অনার (সম্মানীয় অতিথি)।

নিস্তব্ধ কবরস্থান। ওয়ার্মটেলের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডেথইটার এগিয়ে এল, লুসিয়স ম্যালফয়ের কণ্ঠস্বর মুখোশের আড়াল থেকে শুনতে পেল হ্যারি।

মাস্টার, আমাদের জানার জন্য মন বড় চঞ্চল, আপনার কাছে আমরা জোড় হাতে জানতে চাইছি- বলুন, কেমন করে এই অলৌকিক কাজ সম্ভব হল, কেমন করে আবার আপনি আমাদের মধ্যে ফিরে এলেন।

লুসিয়াস, বড় সুন্দর ঘটনা, ভোল্ডেমর্ট বললেন।– আমার কথাটি শুরু ও... কথাটি শেষ হল... আমার এই ছোট বন্ধুটি দিয়ে।

কথাটা বলে ভোল্ডেমর্ট কবরের বেদিতে যেখানে হ্যারি দাঁড়িয়েছিল, সেখানে ধীর পদক্ষেপে গেলেন। এমন স্থানে যেয়ে দাঁড়ালেন যাতে গোল হয়ে দাঁড়ানো ডেথইটার ও মুখোশধারীরা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা যেন ভোল্ডেমর্ট আর হ্যারিকে ভাল করে দেখতে পায়। সাপটা তখনও হ্যারির চারপাশে ঘুরছে।

– অবশ্যই তোমরা সকলেই জান, এই ছেলেটাই আমার পতনের কারণ! ভোল্ডেমর্ট তার রক্তচক্ষু হ্যারির দিকে তাক করে ধীরে ধীরে বললেন। হ্যারির দিকে ভোল্ডেমর্ট তাকাতেই হ্যারির কপালের কাটা দাগে আবার যন্ত্রণা শুরু হল। অসম্ভব জ্বালা করতে লাগল। এত তীব্র যে ও ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। তোমরা এটাও জান যে রাতে আমি আমার সব ক্ষমতা হারিয়েছিলাম, শরীর হারিয়েছিলাম, সেদিন আমি ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। ওর মা ওকে বাঁচাতে গিয়ে মারা পড়ল এবং ওকে 'সুরক্ষা' দিয়ে গেল। আমি এতটা বুঝতেও পারিনি অবশ্য... আমি ছেলেটাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারিনি।

ভোল্ডেমর্ট ওর হাতের একটা লম্বা সাদা আঙ্গুল তুলে হ্যারির চিবুকে ঠেকালেন... ওর মা তার ত্যাগের চিহ্নস্বরূপ এই ছেলেটা রেখে গেল... তার ত্যাগ পুরানো জাদুবিদ্যা। আমার সে কথা জানা উচিত ছিল... আমি অতি মূর্খ তাই ততটা ধ্যান দিইনি... তাতে কিছু যায় আসে না, এখন ওকে আমি স্পর্শ করতে পারি।

হ্যারির চিবুকে ভোল্ডেমর্টের সাদা আঙ্গুলের শীতল স্পর্শতে ওর মনে হল মাথাটা ব্যথায় চৌচির হয়ে যাবে!

ভোল্ডেমর্ট ওর কানের কাছে মুখ এনে খুব নরমভাবে আগের মতো হাসলেন, তারপর আঙ্গুলটা সরিয়ে নিয়ে ডেথইটারদের বলতে লাগলেন, বন্ধুরা সত্যই আমি ভুল হিসেব করেছিলাম, স্বীকার করছি। আমার কার্স, ওই মূর্খ মহিলার কারণে ওর

ছেলের দিকে না গিয়ে উল্টো ঘুরে এসে আমার ওপর পড়ল যাকে বলে বুমেরাং। আ. ব্যথার ওপর ব্যথা–, আমার বন্ধুরা, আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি আমার শরীর থেকে ছিন্ন হয়ে গেলাম, না আমি একটা প্রেতাত্মা, না একটা নিকৃষ্টতম ভূত। কিন্তু তাহলেও আমি জীবিত, কি যে হয়েছিলাম তা জানি না... আমি অন্য কোনও মানুষের মতো নই, যে পথ ধরে চললে অমর হাওয়া যায়, আমি সেই পথে চলেছি। তোমরা জান আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মৃত্যুকে জয় করা। এখন আমি পরীক্ষা করে দেখেছি... আমার মনে হয় অন্তত একটা বা তারও বেশি আমার গবেষণা সফল হয়েছে। তা না হলে সেই কার্সের ফল অনুযায়ী আমার মৃত্যু হওয়ার কথা; কিন্তু আমার মৃত্যু হয়নি। যাক সে কথা। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল জীবের মতো শক্তিহীন ছিলাম... নিজেকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা ছিলো না... আমার দেহ ছিলো না... আর দেহ না থাকার জন্য অবশ্য কোনও জাদুমন্ত্র আমাকে কিছু করতে পারেনি।

আমার মনে আছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমার কত বিনিদ্র রজনী গেছে– পাহাড়, পর্বতে, খানাখন্দরে, জঙ্গলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে। আমি ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেছি। আমার এক অনুচর ডেথইটারের কথা মনে করেছিলাম, ভেবেছিলাম ও আমার কাছে আসবে এবং আমার জন্য জাদু প্রয়োগ করবে, যা আমি পারিনি, আমার দেহ পুনরুদ্ধার করবে; কিন্তু বৃথা আমি তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। শুধু একটিমাত্র ব্যক্তি আমার কাছে ছিল। আমি অন্যদের দেহ অধিকার করতে পারি; কিন্তু আমি অসংখ্য জীবিত মানুষের কাছে যেতে সাহস করিনি। কারণ আমি জানতাম অররা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি নিজেকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের রূপধারণ করেছি, তার মধ্যে সাপ আমার প্রিয়। নিখুঁত আত্মা হওয়ার চাইতে জন্তুদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আমার ভাল মনে হয়েছিল, জাদু করার জন্য তাদের অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাই জন্তুদের ভেতরে বেঁচে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয়নি... কারণ ওদের জীবন স্বল্পকালের হয়।

তারপর বছর চারেক আগে... আমার আবার ফিরে আসার আশার আলো দেখা দিল... একদিন এক যুবক জাদুকর আমি যে জঙ্গলে থাকতাম সেই জঙ্গলের পথ ধরে যাচ্ছিল... সেখানে আমার বাসগৃহ ছিল... তখন দারুণ সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে যায়... এমনি তো আমি শয়নে জাগরণে স্বপ্ন দেখছিলাম... ও আবার ডাম্বলডোরের স্কুলের শিক্ষক ছিল।... ওকে আমার ইচ্ছেতে কাবু করা কঠিন ব্যাপার ছিল না। ও আমাকে এই দেশে নিয়ে এল, তারপর আমি ওর দেহ কবজা করে ফেললাম। ওকে তদারক করতে লাগলাম যাতে আমার ইচ্ছে যথাযথ পালন করে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সার্থক হল না। আমি ফিলসফারস স্টোন চুরি করতে

সক্ষম হইনি... অমর হবার সুযোগ হল না। তখন থেকেই আমার এই অবস্থা... আবারও এই হ্যারি পটার আমার স্বপ্ন চূর্ণ করল।

চারদিকে নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। এত নিস্তব্ধ যে কৃষ্ণবর্ণের পাতার গাছের একটিও পাতা নড়ছে না। ডেথইটারসরা নির্বাক...! ওদের জ্বল জ্বলে চোখ ভোল্ডেমর্টের দিকে শুধু নয়, হ্যারির দিকেও।

সেই ভৃত্যের মৃত্যু হল আমি যখন তার দেহ ছেড়ে চলে গেলাম। পুনরায় আমি যেমন ছিলাম তেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম।

ভোল্ডেমর্ট বলে যেতে লাগলেন..., আমি বহু দূরে আমার আত্মগোপনের জায়গা ঠিক করলাম। আমি তোমাদের মিথ্যে বলবো না... তখন আমার মাঝেমধ্যেই মনে হয়েছিল আর হয়তো কখনও শক্তিলাভ করবো না।... হ্যাঁ সেটাই ছিল আমার জীবনের চরম অন্ধকারের দিন। আবার কোন জাদুকরকে পাবার আশা ছেড়েছিলাম... আমার মনে হয় তোমরা আমার সেই সময়কার অবস্থা বুঝতে পারছ।

দু'একজন মুখোশধারী জাদুকর অস্বস্তিতে নড়াচড়া করল; কিন্তু ভোল্ডেমর্ট লক্ষ্য করলেন না।

একবছর আগে যখন আমি সব আশা-ভরসা ছেড়ে দিলাম তখন হঠাৎ একদিন আশার আলো জ্বলে উঠল। আমার এক ভৃত্য, ওয়ার্মটেল... আজকাবানে যাবার শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাউড় করেছিল সে মরে গেছে। ওর এক সময়ের বন্ধুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার মতই পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ও ঠিক করল আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি যেখানে আত্মগোপন করে আছি সেটা অনেক খুঁজে খুঁজে বের করল। অবশ্য ইঁদুররা ওকে সাহায্য করেছিল। ওয়ার্মটেলের ইঁদুরের প্রতি অদ্ভুত ভালবাসা। তাই না ওয়ার্মটেল? ওর সেইসব ছোট ছোট নোংরা বন্ধুরা বলল, আলবেনিয়ার জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা আছে, সেখানে ওরা যেতে ভয় পায়... সেখানে নাকি এক বিরাট কালো ছায়া আছে, এ ছায়া ইঁদুরদের মেরে ফেলে।

আমি যে জঙ্গলে থাকতাম সেটা খুঁজে বের করা ওয়ার্মটেলের পক্ষে সহজ ছিল না। আমি যে জঙ্গলে ছিলাম সেটা খুঁজতে খুঁজতে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। জঙ্গলের মুখে একটা সরাইখানা ছিল সেখানে কিছু খাবার জন্য ঢুকল। ওখানে বার্থা জোরকিনস নামে এক জাদুকরির সঙ্গে ওর আলাপ হল। সে মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকে কাজ করত।

এখন দেখ ভাগ্য কেমন করে লর্ড ভোল্ডেমর্টকে সাহায্য করে। পুনরুত্থানের এই সর্বশেষ সম্ভাবনা, আবার ওয়ার্মটেলের জীবনের শেষ। ওয়ার্মটেল সেই

সরাইখানায় দারুণ এক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল, যা কখনও বা এখনও আমি তার কাছ থেকে আশা করি না। ও বার্থাকে একদিন রাতে ওর সঙ্গে বেড়াবার জন্য অনুরোধ করল। তারপর ওকে কাবু করে আমার কাছে নিয়ে এল। ওর কাছ থেকে আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করলাম। ও আমাকে জানাল ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট এ বছর হোগার্টে হবে। আরও বলল, একজন বিশ্বস্ত ডেথইটারের সাথে তার জানাশুনা আছে সে আমাকে সাহায্য করতে পারে– যদি আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। বার্থা জোরকিনস আমাকে অনেক মূল্যবান খবরাখবর দিল। আমি কাজ বাগাবার জন্য ওর ওপর মেমরিচার্ম প্রয়োগ করলাম। খুবই শক্তিশালী জাদুমন্ত্র। আমার সব প্রয়োজনীয় তথ্য আদায় করে নেবার পর ওর তখন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা কাহিল। এত বেশি যে পূর্বের অবস্থাতে ফিরে আসা অসম্ভব। আমার তাকে দিয়ে কাজ শেষ হলে, রেখে লাভ নেই, আমি ওকে ফেলেছিলাম...।

ভোল্ডেমর্ট কথাগুলোর পর ওর হাড়কাঁপানো হাসি হাসলেন, লাল চোখের দৃষ্টিশূন্য ও দয়ামায়াহীন।

ভেবে দেখলাম ওয়ার্মটেলকে ছাড়া ঠিক হবে না। কারণ সকলেই জানে ও মৃত। ওকে নরবরে অবস্থায় দেখতে পেলে বিরোধীপক্ষ সুযোগ পাবে। যাকগে ওর মতো শক্তসমর্থ এক ভৃত্যের আমার প্রয়োজন ছিল। বেচারা জাদুকর ওয়ার্মটেল সবল হলেও শুধুমাত্র আমার নির্দেশ পালন করা ছাড়া নিজ থেকে কিছু করার কোনও মানসিক শক্তি ছিল না। আমার নবজন্মের জন্য দরকার ছিল এক শক্তসমর্থ দেহ। ভেবে দেখলাম ওকে দিয়ে আমার কাজ হবে না। এরই মধ্যে আমি অপেক্ষা করছি আমার নিজস্ব আবিষ্কারের দুটি জাদুমন্ত্রের জন্য। ভোল্ডেমর্ট কথা বলে যাচ্ছেন কিন্তু চোখ তার সাপের ওপর। – হ্যাঁ কি বলছিলাম আমার আবিস্কৃত দুটি স্পেল (জাদুমন্ত্র) আর নাগিনের বিষ। নাগিনের কাছ থেকে সাপের ভয়ঙ্কর বিষ সংগ্রহ হয়ে গেছে, এখন সেই তিনটির সাহায্যে, দুটি স্পেল, সাপের বিষের সঙ্গে ইউনিকর্ণের রক্ত। আমি প্রায় মানুষের দেহ ধারণ করে, শক্তি সঞ্চয় করে যাতায়াত করতে সক্ষম হব।

– ফিলসফারস স্টোন চুরি করার আর কোনও আশা করিনি, কারণ আমি জানতাম ডাম্বলডোর সেটা ধ্বংস করে দিয়েছে। যাই হোক আমি ফিরে যেতে চাইছিলাম আমার পুরনো দেহে, আর প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে অমরত্ব পেতে।

আমি জানি পুরনো দিনের কালজাদু ছাড়া সম্ভব নয় সেটা। আজ রাতে সম্পূর্ণভাবে পূর্বের স্থানে ফিরতে যে পোসানটা খাব– তার জন্য আমার আরও তিনটি উপরকণ দরকার। ভালকথা– একটি তো আমার হাতের মুঠোতে, ওয়ার্মটেল তাই না? একটি ভৃত্যের মাংস।

– আমার পিতার হাড়, তার জন্য আমাদের তার কবরের কাছে আসতে

হয়েছে, কিন্তু বাকি? শত্রুর রক্ত! ওয়ার্মটেল অবশ্য আমাকে বলেছে, যে কোনও জাদুকরকে আমি ব্যবহার করতে পারি, তাই না ওয়ার্মটেল? যে জাদুকর আমাকে ঘৃণা করে, যেমন বলতে বাধা নেই, তোমাদের মধ্যে অনেকেই ভয় পেলেও ঘৃণা কর। আমাকে আবার পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরে আসতে গেলে ওই তিনটি আমার চাই-ই চাই। তাহলে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশিগুণ শক্তিশালী হব। আমি চাই হ্যারি পটারের রক্ত। আমাকে যার জন্য তের বছর আগে শক্তিচ্যুত হতে হয়েছে। রক্ষাকারী যে রক্ত ওর মা ওর শরীরের সব শিরা-উপশিরাতে দিয়েছে, সেই রক্ত আমি পান করব। আমার শিরা-উপশিরায় বইবে। তখন কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না।

– কিন্তু কোথায় কেমন করে পাব হ্যারি পটারকে? ডাম্বলডোরও নানা উদ্ভাবন শক্তিতে ওকে সুরক্ষিত করে রেখেছে, যখন থেকে পটারের বাবা-মার মৃত্যু হয়। খুব সম্ভব ওই সুরক্ষার কথা পটারও জানে। ডাম্বলডোর এমন এক পুরাতন জাদুমন্ত্র করেছেন তাতে যতদিন ওই ছেলেটি তার আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকবে... সুরক্ষিত থাকবে। এটাই সমস্যা, আমি ভাবতে লাগলাম। সেখানেও আমি ওকে ছুঁতে পারলাম না, কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপের সময়েও না। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত সেই সময় ওর সুরক্ষা একটু দুর্বল হবে। আত্মীয়স্বজনের কাছে বা ডাম্বলডোরের আওতায় নেই। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের এক দঙ্গল জাদুকরদের মধ্য থেকে ওকে কিডন্যাপ করাও সম্ভব নয়। তারপর হোগার্টেও সম্ভব নয়। ওখানেও তো সেই ধূর্ত মাগলপ্রেমী মূর্খ ডাম্বলডোর! দিনরাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পটার সুরক্ষিত।

বার্থা জোরকিনসের তথ্য নিয়ে এবং হোগার্টে অবস্থিত আমার বিশ্বস্ত অনুচর ডেথইটারের সাহায্যে ছেলেটির নাম গবলেট অব ফায়ারে দেই। তাকে বলা হল পটার যেন ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট জয়লাভ করে- ও যেন কাপে সর্ব প্রথমে হাত ছোঁয়ায়... আমার ডেথইটার ওই কাপটাকে পোর্ট-কী'তে (একটা সিস্টেম) পরিণত করবে, তারপর সেখান থেকে ওকে এখানে নিয়ে আসবে। মূর্খ ডাম্বলডোরের সাহায্য, সুরক্ষা... সব বানচাল করবে। তারপর সে সম্পূর্ণভাবে আমার কব্জায় থাকবে। ও হ্যাঁ, আজ আমার পরিকল্পনা সফল হয়েছে... এই দেখ সেই হতভাগা... যে আমার পতনের নায়ক।

ভোল্ডেমর্ট ধীরে এগিয়ে হ্যারির দিকে চাইলেন। নিজের জাদুদণ্ডটা তুলে বললেন, '**ক্রুসিও**'!

বলার সাথে সাথে হ্যারির সমস্ত শরীরটা নিদারুণ এক ব্যথায় জর্জরিত হল, মনে হল সব হাড়গোড় জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে, খুলির মধ্য থেকে সবকিছু ছিটকে বেরোচ্ছে.. কাটা জায়গাটা যেন খান খান হয়ে যাবে। চোখ দুটো বন বন করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই, তার জীবন শেষ... মৃত্যুদূত সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে... মৃত্যু... মরতেই হবে।

তারপরই হ্যারি দেখল চতুর্দিকে ঘন কুয়াশা। সেই কুয়াশার মধ্যে ওর শরীরটা আসুরিকভাবে মোটা দড়িতে বেঁধে ভোল্ডেমর্টের বাবার কবরের হেড স্টোনের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।... অদূরে কুয়াশা ভেদ করে দুটো রক্তবর্ণ চোখ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শব্দ বলতে শুধু ডেথইটারদের খনখনে গলায় অট্টহাসি!

এটা কত মূর্খতা এটা ভাবা যে এই বালকটি এক সময় আমার থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠবে!

কারও মনে আমি এককণা সন্দেহ রাখতে চাই না, হ্যারি পটারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই আমার কবল থেকে এতদিন ছাড়া পেয়েছে। আমি যে কত শক্তিশালী ওকে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রমাণিত করব। এখানে, এখন কেউ ওকে বাঁচাতে আসবে না। কারও পক্ষে সম্ভব নয় ওকে বাঁচানো... ডাম্বলডোর নয়, এবং কোন মা মৃত্যুবরণ করেও ওকে বাঁচাতে পারবে না। যাই হোক, আমি ওকে হত্যা করবো না এই মুহূর্তে। কে বেশি শক্তিশালী তা ওকে প্রমাণ করতে হবে আমার সঙ্গে লড়াই করে, একটু ধৈর্য ধর। নাগিন, ভোল্ডেমর্ট ফিস ফিস করে বললেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে নাগিন ঘাসের ওপর দিয়ে স্থান ছেড়ে ডেথইটারদের দিকে চলে গেল। ডেথইটাররা তাকিয়ে রইল... ভোল্ডেমর্ট, নাগিন আর হ্যারি পটারের দিকে।

ওয়ার্মটেল, এখন পটারকে বন্ধনমুক্ত কর। ওর জাদুদণ্ড ওর হাতে দিয়ে দাও।

চৌত্রিশতম অধ্যায়

প্রিওরি ইনক্যানটাটেম

ওয়ার্মটেল হ্যারির কাছে এসে ওর বাঁধন খুলে দিলে হ্যারি কবরের পাথরের ওপর কোন রকমে কষ্ট করে পা রেখে দাঁড়াতে পারলো। পা'য়ে ব্যথা তীব্র।

হ্যারি ভাবল পালায়; কিন্তু পালাবে কেমন করে ডেথইটারস, ওয়ার্মটেল, ভোল্ডেমর্ট ওরে ঘিরে রেখেছে। তাছাড়া তখনও পায়ের ব্যথা সারেনি, দৌড়াবে কেমন করে? কোথায় একটুও ফাঁক নেই। ফাঁকা জায়গাটুকু ডেথইটাররা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়ার্মটেল যেখানে সেডরিকের মৃতদেহ পড়ে আছে সেখান গিয়ে হ্যারির ম্যাজিক দণ্ডটা নিয়ে এল। দণ্ডটা ও হ্যারির দিকে ছুঁড়ে দিল। ওয়ার্মটেলের নতুন হাতটা ঝলসে উঠল।

ভোল্ডেমর্ট খনখনে গলায় অন্ধকার থেকে বললেন, কেমন করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হয় তা তুমি নিশ্চয়ই জান হ্যারি পটার?

হ্যারি সামনে তাকাল, দেখল ভোল্ডেমর্টের চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। হ্যারির মনে পড়ে গেল বছর দুই আগেরকার কথা ও হোগার্টের ডুয়েলিং ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে। ও জানে ডিসআর্মিং স্পেল জাদুমন্ত্রের দ্বারা হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দেওয়া। 'এক্সপেলি আর্মস' কিন্তু সেটা প্রয়োগ করেই বা কি হবে, শত্রুরা ওকে ঘিরে রেখেছে পালাবার পথ নেই। ওরা ওকে ধরে ফেলবে। একজনের কম করে তিরিশ জনের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। এইরকম কোনও লড়াই-এর কথাও সে কখনো শোনেনি। ও বুঝতে পারলো কেন ওকে সর্বদা মুডি মানা করে গেছে এই রকম খারাপ পরিস্থিতি থেকে সাবধানে চলার জন্য। 'আভাদা কেডাভ্রা' কার্স থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন... ভোল্ডেমর্ট যা বলেছেন সঠিক বলেছেন। মা নেই-যে নিজে মৃত্যুবরণ করে ওকে বাঁচাবেন আগের মতো। ও কবরস্থানে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

ভোল্ডেমর্ট ওর সাপের মতো মুখ করে সামান্য মাথানত করে বললেন– যুদ্ধের আইন-কানুন নিশ্চয়ই তুমি জান। এস তুমিও মাথানত করে সবরকম শিষ্টাচার শালীনতা বজায় রেখে এস শুরু করা যাক। ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই তোমার আচরণে খুশি হবেন... এসো এবার, মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর... হ্যারি পটার।

ভোল্ডেমর্ট শুধু তার ঠোঁটবিহীন মুখে আর ডেথইটাররা... বিশ্রি গলায় খলখল করে হেসে উঠল। হ্যারি মাথানত করলো না। ও কিছুতেই ভোল্ডেমর্টের হাতের খেলার পুতুল হবে না তাকে হত্যা করার আগে। ওকে কিছুতেই সেই সুখানুভূতি দেবে না।

ভোল্ডেমর্ট ওর হাতের জাদুদণ্ডটা তুলে ধরে বললেন– মাথানত করবে না করবে না? হ্যারির মনে হল কোনও অদৃশ্য শক্তিশালী হাত ওকে ধরে মেরুদণ্ডটা বেঁকিয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা করছে। ডেথইটারদের হাসি থামে না, ওরা বিশ্রিভাবে হেসে চলেছে।

– বেশ, খুব ভাল, ভোল্ডেমর্ট বললেন। দণ্ড নিয়ে হাত উঠালেন। মেরুদণ্ডে অসম্ভব চাপ থাকা সত্ত্বেও হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা তুলল।

হ্যাঁ, এবার তুমি মানুষের মতো আমার মুখোমুখি হও।... তোমার বাবার মতো... লড়াই করে মৃত্যুবরণ কর।

– এস, এবার আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করি।

হ্যারি হাত তোলার আগেই, ভোল্ডেমর্ট হাত তুলে ক্রুসিয়াটাস কার্স প্রয়োগ করলেন। হ্যারি যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেছে মুগুড় দিয়ে যেন পিটাচ্ছে কেউ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, এত যন্ত্রণা যে হ্যারি বুঝতে পারছে না কোথায় ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভোল্ডেমর্ট আবার ক্রুসিয়াটাস কার্স প্রয়োগ করলেন... ওর মনে হল শত শত সাদা ছুরি ওর দেহের চামড়ার প্রতিটি ইঞ্চির ব্যবধানে বিদ্ধ হচ্ছে। ও তীব্র চিৎকার করে উঠল।

তারপরই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। হ্যারি ভোল্ডেমর্টের পায়ের তলায় কাতরাতে কাতরাতে গড়িয়ে পড়ল। ঠিক ওইরকমভাবে ওয়ার্মটেল পড়েছিল– যখন ওর একটা হাত ভোল্ডেমর্ট কেটে দিয়েছিলেন। ও গড়িয়ে গড়িয়ে যেখানে ডেথইটাররা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইদিকে গেলে ওরা ওকে পা দিয়ে ঠেলে দিল ভোল্ডেমর্টের দিকে।

– একটু বিশ্রাম, ভোল্ডেমর্ট মিষ্টি স্বরে বললেন। ওর নাকের ছোট্ট ফুটো দুটো উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। খুব কী লেগেছে হ্যারি, তুমি কী চাও আবার আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিই?

– সেডরিকের মৃতদেহের দিকে হ্যারি তাকাল। ওর মতো কী মরে পড়ে থাকবে? ওর জীবনের সবকিছু শেষ। ভোল্ডেমর্টের আদেশ পালন করা, ওর কাছে

হাত জোড় করে মাথানত করার চাইতে মৃত্যু অনেক ভাল।

ভোল্ডেমর্ট বললেন– ওহ তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না? আবার আমাকে কার্স প্রয়োগ করতে বাধ্য করবে? জবাব দাও। 'ইমপেরিও'!

জীবনে এই প্রথম হ্যারি অনুভব করল ওর শরীর থেকে সবকিছু উবে গেছে.... চিন্তা, ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা– সবকিছু। ও যেন হাওয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে। জবাব দাও, 'না'... বল 'না'... জবাব দাও 'না'–

ভোল্ডেমর্টের চাইতে আরও শক্ত কণ্ঠে কে যেন বলল– 'না, আমি বলবো না, আমি তোমার কথার জবাব দেবো না।'

ভোল্ডেমর্ট গর্জে উঠলেন, এখনও চুপ করে থাকবে?

বল 'না'–

আমি বলবো না!

হ্যারির কথাটা কবরস্থানের কবরে, গাছপালায়... অন্ধকারের পর্দায় ঘা লেগে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।... হ্যারি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ঠাণ্ডাজল এসে ওকে ধুইয়ে দিল। ক্রুসিয়াস কার্সের বেদনা-জ্বালা অনেকটা প্রশমিত হল যেন।

ভোল্ডেমর্ট খুব আস্তে উঠল,– তুমি তাহলে আমার আদেশ পালন করবে না? ডেথইটারদের হাসি তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

– আচ্ছা তুমি আমার কথার জবাব দেবে না? শোন হ্যারি আমার কথা শুনলে তোমায় আর যন্ত্রণাকাতর হয়ে মরতে হবে না। মনে হয় আরও একটি ডোজ তোমার দরকার।

এইবার হ্যারি ওর কিডিচ খেলার খেল দেখাল। ও লাফিয়ে পড়ল এক ধারে, ভোল্ডেমর্টের বাবার শ্বেত পাথরের কবরের ধারে। তারপরই কানে এল কড়কড় শব্দ, ভোল্ডেমর্টের নিক্ষিপ্ত কার্স মিস হয়ে গেছে। ওর গায়ে লাগেনি। ভোল্ডেমর্ট কর্কশ কণ্ঠে বলল,– হ্যারি, আমার সঙ্গে লকোচুরি খেলবে না। আমার সামনে এসে দাঁড়াও। দেরি করবে না... তোমার মৃত্যুটা যন্ত্রণাদায়ক হবে না... জেনে রাখবে আমার মৃত্যু হবে না, আমি অমর।

হ্যারি যে রকম ছিল তেমনই ভাবে শুয়ে রইল ভোল্ডেমর্টের কথাতে ও নড়বে না... ওর বাবার মতই মৃত্যুবরণ করবে। হ্যারি জাদুদণ্ডটা নিয়ে দাঁড়াল... শক্ত করে ধরল। এক লাফে ভোল্ডেমর্টের সামনে দাঁড়াল।

হ্যারি উচ্চস্বরে '**এক্সপেলিআরমাস**' বলতেই ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলল, "**আভাদা কেদাভরা!**'

ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড থেকে সবুজ আলোক রশ্মি বেরিয়ে এল... হ্যারির দণ্ড থেকে লাল আলো ঠিকরে পড়ে... মাঝপথে ঠোক্কর খেল– সহসা হ্যারির হাতের

জাদুদণ্ডটা কাঁপতে লাগল... ইলেকট্রিক চার্জ দেওয়ার মতো। হ্যারি দেখল লাল-সবুজ আলোকরশ্মি এক হয়ে সোনালী হয়ে গেল। আরও আশ্চর্য হল, দেখল ভোল্ডেমর্টের সাদা আঙ্গুল দিয়ে ধরা হাতের দণ্ডটাও কাঁপছে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রয়েছে সেই সোনালী আলোর দিকে। ও, দেখল, ভোল্ডেমর্টের হাতটাও।

তারপরই ওরা দু'জনেই মুখোমুখি হয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে একটা মাঠের ওপর ধপাস্ করে পড়ল। ধূ-ধূ করছে সবুজ মাঠ একটিও কবর নেই। কানে এল ডেথইটারদের চিৎকার, ওরা ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে আদেশ চাইছে। ওরা নতুন করে দু'জনকে ঘিরে ফেলল– বৃত্ত আরও ছোট হয়ে গেল।

নাগিন হিস হিস শব্দ করে ওদের পায়ের কাছে ঘুরপাক খেতে লাগল।

যে সোনার সুতোটা হ্যারি আর ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড জুরে রেখেছিল আরও সরু হয়ে গেল, ওদের জাদুদণ্ডগুলো কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে লেগে রইল। হ্যারি আর ভোল্ডেমর্টের মাথার ওপর, আশেপাশে হাজার হাজার নানা রঙের আলোর গুটি আতসবাজির মতো ঘুরতে লাগল। অথচ একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে না.. তারপর সেগুলো ধীরে ধীরে গোলাকার সোনালী গম্বুজের মতো হয়ে গেল... সেটাকে ঘিরে রইল মাকড়সার জালের মতো একটা চাদোয়া। অনেকটা আলোর খাঁচার মতো। এর বাইরে ডেথইটাররা খাঁচাটাকে ঘিরে শেয়ালের মতো মুখ তুলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল।

ভোল্ডেমর্ট ডেথইটারদের বলল– চেঁচামেচি করবে না। হ্যারি দেখল ওর কাল চোখ দুটো বিস্ফোরিত, কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না। ভোল্ডেমর্ট সেই আলোর সুতো ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। হ্যারির জাদুদণ্ডের সঙ্গে ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড তখনও যুক্ত হয়ে আছে। হ্যারি ওর দণ্ডটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে রইল। সোনালী সুতো অটুট রইল। ভোল্ডেমর্ট বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ডেথইটারদের বললেন, আমি না বললে কিছু করবে না।

তারপর এক স্বর্গীয় সুর বাতাসে ভেসে এল।... সুরটা ভেসে আসছে, আলোতে বোনা প্রতিটি সুতো থেকে... সেই সুরের মূর্ছনায় হ্যারি, ভোল্ডেমর্ট কেঁপে কেঁপে উঠল।... সুরটা হ্যারির কাছে নতুন নয়... অনেক বছর আগে শুধু একবারই শুনেছিল।

একটা আশার আলো বয়ে নিয়ে এল সেই মধুর সুর... মনে হল সুরটা বাইরে থেকে নয় ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।... শব্দটা ডাম্বলডোরের সঙ্গে যুক্ত... মনে হয় ওর এক পরম বন্ধু কানে কানে শোনাচ্ছে।

জাদুদণ্ডের সংযোগ ছিন্ন করবে না!

–আমি জানি, হ্যারি সেই মধুর সঙ্গীতকে ফিস ফিস করে বলল। আমি জানি... ছিন্ন করবো না! সঙ্গীতকে সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর জাদুদণ্ড আরও বেশি

কাঁপতে লাগল... এত জোরে যে ও ধরে রাখতে পারছে না। দণ্ডটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে... মনে হল যেকোন সময় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে!... আলোর বিন্দুগুলো তখনও ওদের চারপাশে ঘুরছে। বিন্দুগুলো যত কাছে আসে... ততই হ্যারির দণ্ড জোরে জোরে কাঁপে।... ও সুনিশ্চিত দণ্ডটা অক্ষত থাকবে না– ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এত উত্তপ্ত হয়ে গেছে আঙ্গুল দিয়ে আর হ্যারি ধরে রাখতে পারছে না ওর জাদুদণ্ডকে।

ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের ইঞ্চিখানেক দূরে একটা আলোর গুটি কাঁপতে লাগল। হ্যারি তার জাদুদণ্ড দিয়ে আলোর গুটিগুলো যেখানে ইচ্ছে ঘোরাতে লাগল, কেন তা ও জানে না। ও সেই গুটি ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করতে লাগল ধীরে- খুব ধীরে। গুটিটি সোনার সুতোর সঙ্গে ঘুরতে লাগল... সামান্য সময় কাঁপলো... তারপরই দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড থেকে যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে আসল... তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কাতে ভোল্ডেমর্টের লাল চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। একটা কালো হাত ওর জাদুদণ্ডের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল... যে ভৌতিক হাতটা ও ওয়ার্মটেলকে দিয়েছে সম্ভবত সেই হাতটা... তারপরই আরও বেশি যন্ত্রণাকতর চিৎকার... একটা বিরাট কিছু ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের মুখ থেকে ফুটে উঠতে লাগল... একটা ধূসর বর্ণের কিছু... মনে হয় ধোয়া থেকে কঠিন পদার্থে তৈরি হয়েছে... কিন্তু সেটা একটা মানুষের মুণ্ডুতে রূপান্তরিত হল... তারপর তার বুক...হাত... হ্যারি দেখল সেই মূর্তি সেডরিক ডিগরির!

হ্যারি ওর হাতের দণ্ডটা শক্ত করে আঁকড়ে রইল যাতে সোনার সুতোর আলো ছিন্ন না হয়। সেডরিক ডিগরির (সত্য না কী ভূত) ভূত ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেডরিকের ছায়ারূপ দাঁড়াল, এধার-ওধার তাকাল, সোনার সুতোর আলোর দিকেও তাকাল... তারপর বলল,

-হ্যারি দণ্ডটা ধরে থাক। ছেড়ো না...। অদ্ভুত ওর কণ্ঠস্বর। ওর কথা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে... প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হ্যারি ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকাল, তার লাল চোখ দুটো তখনও বিহ্বল এমন একটা কিছু হয়ত আশা করেনি। হ্যারি ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেল ডেথইটারদের ভয়ার্ত চিৎকার, সোনার গম্বুজের আশপাশে যেন ওরা কিছু দেখেছে। হ্যারি দেখল ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের সরু ছিদ্র থেকে সেডরিকের মতো আরও একজন বেরিয়ে এল... এক বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধকে হ্যারি স্বপ্নে দেখেছে। সেই বৃদ্ধ অথবা ওর ছায়া, যাই হোক না কেন, সেডরিকের পাশে দাঁড়িয়ে হ্যারি ও ভোল্ডেমর্টকে দেখল।... সেই সোনার জাল, আর দণ্ড দুটি সংযোগ আলোকরশ্মি ওর ওয়াকিং স্টিকের গায়ে ঢলে পড়ল।

ছায়াভূত বৃদ্ধ বলল, ও একসময় আসল জাদুকর ছিল, চোখের দৃষ্টি ওর

ভোল্ডেমর্টের ওপর। আমাকে ও হত্যা করেছিল... তুমি ওর সঙ্গে লড়াই কর বালক।

আবার ভোল্ডেমর্টের দণ্ডের যন্ত্রণাকাতর স্বর। দণ্ডের ছিদ্র দিয়ে সেডরিক আর বৃদ্ধের মতো আরেকজন ছায়ামূর্তি আত্মপ্রকাশ করল। এক মহিলা। দণ্ডটা ধরে রাখতে হ্যারির হাত কাঁপছিল। মহিলা মাটিতে পড়েই সোজা হয়ে দাঁড়াল অন্যদের মত, তাকিয়ে রইল।

বার্থা জোরকিনসের ছায়ামূর্তি বড় বড় চোখ করে ওদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগল।

– হ্যারি ওকে ছেড়ে দিও না। সেডরিকের মতই বার্থার কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল। –হ্যারি তুমি ওকে কিছুতেই ছেড়ে দিও না। ও তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

সোনার জালের মধ্যে সেডরিক, বৃদ্ধ আর বার্থা জোরকিনস পাঁয়চারি করতে লাগল... ডেথইটাররা বাইরে থেকে অস্থির চিত্তে তাকিয়ে রইল। ভোল্ডেমর্ট যাদের হত্যা করেছে তারা হ্যারির কানে ফিস ফিস করে ভোল্ডেমর্টের ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা বলতে লাগল, এত আস্তে যাতে ভোল্ডেমর্টের কানে না যায়।

আবার একজনের মাথা ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের সরু প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, হ্যারি তাকে দেখে চিনতে পারলো, তিনি কে হতে পারেন, সেডরিকের আবির্ভাবের পর থেকেই হ্যারি তাকেই যেন আশা করছিল। যিনি এলেন তার কথাই সারা রাত ধরে হ্যারি ভেবেছিল। বার্থার মতই সেই একটি মেয়ের ধোঁয়াটে ছায়া মাটিতে পড়ল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছায়া হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারির হাত তখন অসম্ভবভাবে কাঁপছে... সামনে তাকিয়ে দেখল তার মায়ের ভৌতিক মুখ।

মা বললেন, তোমার বাবাও আসবেন হ্যারি। তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চান। ভাল করে ধরে থাক... কিছু ভেব না... সব ঠিক হয়ে যাবে... ধরে থাক।

তারপর তিনি এলেন... প্রথমে তার মাথা, তারপর দেহ... লম্বা চেহারা, হ্যারির মতই অবিন্যস্ত মাথার চুল... ধোঁয়াটে ছায়া জেমস পটার ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের সংকীর্ণ ছিদ্র থেকে বেরিয়ে এল। স্ত্রীর মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকাতে তাকাতে ওর কাছে গেলেন। অন্যদের মতো সমান দূরত্ব রেখে প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে বললেন, সংযোগ ছিন্ন হলে আমরা তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। আমরা তোমার সময় করে দেবো। যত শীঘ্র পারবে পোর্ট-কী'তে চলে যাবে... পোর্ট-কী তোমাকে হোগার্টে পৌঁছে দেবে। বুঝতে পেরেছ হ্যারি?

ভোল্ডেমর্ট তখন ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে... যাদের ও হত্যা করেছিল তারা

সকলেই ওকে ঘিরে রয়েছে।

হ্যারির আঙ্গুলের ফাক দিয়ে জাদুদণ্ড সরে যাচ্ছে... যেকোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ও আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে ধরে রইল।

হ্যারি, সেডরিকের ছায়া দেহ বলল–, আমার মৃতদেহটা ফেলে যেয়ো না ভাই... আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে যেও।

দেরি করবে না হ্যারি, দৌড়াবার জন্য প্রস্তুত হও... ওর মৃত দেহ নিয়ে এখান থেকে পালাও, হ্যারির বাবা বললেন।

এখনই... হ্যারির আর যেন শক্তি নেই ওর জাদুদণ্ডটা ধরে রাখার। ও দণ্ডটা উপরের দিকে তুলল... দেহে যত শক্তি আছে তা দিয়ে। সোনার সুতো ছিন্ন হল, খাঁচাটা অন্ধকার হয়ে গেল... ফনিক্সের সঙ্গীত আর শোনা গেলো না... কিন্তু ভোল্ডেমর্ট যাদের হত্যা করেছে তাদের ছায়াদেহ দাঁড়িয়ে রইল। ওরা ভোল্ডেমর্টের পৈশাচিক দৃষ্টি থেকে হ্যারিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল।

হ্যারি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দৌড়াল। এত জোরে... জীবনে দৌড়ায়নি। যাবার সময় ওর দু'চারজন ডেথইটারের গায়ে ধাক্কা লাগল।... পথটা সোজা নয় আঁকাবাঁকা ছোটবড় আধভাঙ্গা, ভাঙ্গা কবরের পাশ দিয়ে ও ছুটতে লাগল। বাবা বলেছেন, দেরি করলে চলবে না। যেমন করেই হোক সেডরিকের মৃতদেহ ওর বাবা-মার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।... দৌড়াবার সময় মাথায় অন্য কোনও চিন্তা নেই, পায়ে ব্যথা নেই... ওকে যা বলা হয়েছে তা করতেই হবে।

ও শুনতে পেল ভোল্ডেমর্টের গলা– ওকে যেতে দিও না ওকে আটকাও, পাথর করে দাও।!

আর মাত্র দশ ফিট দূরে সেডরিকের মৃতদেহে পড়ে রয়েছে। ফোয়ারার মতো লাল আলো এড়িয়ে যাবার জন্য একটা ত্রিকোণ শ্বেতপাথর দেখে ও লাফ দিল। যে জাদুমন্ত্রটা ওকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তার আক্রমণে পাথরটার একটা কোণ থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতের দণ্ডটা শক্ত করে ধরে সেটাকে পেছনে ফেলে এগোলো হ্যারি। পেছন ফিরে দেখল একদল ডেথইটার ওকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে। ও কাঁধের ওপর দণ্ডটা রেখে গর্জন করে বলল, ইমপেডিয়ামেন্টা!

নিশ্চয়ই সেই মন্ত্রবলে দু'একজন কাবু হয়েছে। কারা হয়েছে, ক'জন হয়েছে পেছনে ফিরে দেখার সময় নেই। হ্যারি সেডরিকের মৃতদেহের পাশে ট্রাইউইজার্ড কাপটার ওপর দিয়ে লাফিয়ে হাত বাড়িয়ে সেডরিককে ধরতে গেল। অদূরে শুনতে পেল আরও অনেক আলো ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে... তারই সঙ্গে প্রবল গর্জন।

ভোল্ডেমর্ট তখন ওর অনেক কাছে এসে গেছে। চিৎকার করে বললেন, সরে যাও বলছি! আমি ওকে হত্যা করেছি... ও আমার।

হ্যারি তখন প্রায় সেডরিকের হাতের কব্জি ধরে ফেলেছে... ফারাক একটা কবরের ফলক আর অপর পাশে ডাম্বলডোর। কিন্তু সেডরিককে নিয়ে যাবে কেমন করে? ওর দেহটা বইবার ওর শক্তি নেই।... কাপটা তার নাগালের বাইরে।

'অ্যাসিও'! হ্যারি আবার গর্জন করে বলল, দণ্ডটার মুখ কাপের দিকে।

কাপটা উড়তে উড়তে ওর কাছে এসে গেল... হ্যারি কাপের একটা হাতল ধরে ফেলল। তারপরই ওর নাভির চারপাশে ঝাঁকুনিতে বুঝতে পারলো পোর্ট-কী কাজ করেছে... ওকে দূরন্ত বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে চলল... সেডরিকের মৃতদেহকে ও জড়িয়ে রইল... ওরা ফিরে যাচ্ছে...।

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ভেরিটাসেরাম

হ্যারি মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। ঘাসে ওর মুখ চেপ্টে হয়ে গেলো। কচি কচি সবুজ ঘাসের গন্ধে মন তাজা হয়ে গেল। পোর্ট কিতে চেপে উড়ে আসার সময় দূরন্ত বাতাস চোখে-মুখে ঝাপটা মারার জন্য ও চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিলো। মাটিতে নেমে ও তেমনই বন্ধ করে রাখল। ওর শরীরের ভেতর যত বাতাস-নিশ্বাস ছিল দূরন্ত বাতাস সেগুলো যেন শুষে নিয়েছে। মাথাটা বন বন করে ঘুরছে, পায়ের তলার মাটি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মতো দুলছে। ও ট্রাই-উইজার্ড কাপ আর সেডরিকের মৃতদেহ দু'হাতে শক্ত করে ধরে রইল!... কিছুতেই হাত দুটো সরিয়ে নিতে পারছে না। মাথার ভেতরটা ফাঁকা। ক্লান্তি আর 'ধকলে' ওকে নিদারুণ অচল করে রেখেছে। তাই বিশ্রাম নেবার জন্য হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগলো।... অপেক্ষা... কেউ এসে ওকে সাহায্য করুক তারই অপেক্ষা। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে... কপালের কাটা দাগটা ব্যথা-বেদনায় দপদপ করতে লাগলো। জ্বালা-যন্ত্রণা কমছে না।

হঠাৎ নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ওর কানে আসতে লাগলো... চিৎকার, হুংকার, পদশব্দ।... হ্যারিকে সেসব শব্দ শুধু বধির নয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিলো। ও মুখ না তুলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইলো। মাঝে মধ্যে ওর মনে হচ্ছে যেন ঘুমতে ঘুমতে এক বীভৎস স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে।

তারপর কে যেন ওকে তুলে ধরলো।

হ্যারি... হ্যারি!

পরিচিত কণ্ঠস্বর... হ্যারি ধীরে ধীরে চোখ খুললো। ও দেখল তারাভরা আকাশের নিচে ও শুয়ে রয়েছে, আলবস ডাম্বলডোর ওর মুখের পানে ঝুঁকে

রয়েছেন। তার পাশে অনেক মানুষের ছায়া। তবু মনে হল যেন ওর মাথার ভেতরে সেসব অদেখা মানুষের পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ও গোলকধাঁধার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। ওর চোখের সামনে বিশাল এক খেলা দেখার মানুষের ছায়া... ছায়াগুলো চকচকে বেদিতে পড়ছে আর নিমেষে সরে যাচ্ছে।

হ্যারি কাপের হাতলটা ছেড়ে দিয়ে সেডরিককে আরও জোরে আঁকড়ে রইল। অন্য হাতটা তুলে ডাম্বলডোরের কব্জিটা ধরল।... কিন্তু ডাম্বলডোরকে ও আর দেখতে পাচ্ছে না, ডাম্বলডোর যেন ঝাপসা হয়ে গেছেন।

হ্যারি অস্পষ্ট স্বরে বলল, ও ফিরে এসেছে, ভোল্ডেমর্ট আবার ফিরে এসেছে।

কি হয়েছে...?

কর্নেলিয়স ফাজের মুখটা মনে হল কথাটা শুনে বেঁকে গেছে। মুখটা ফ্যাকাসে, আতঙ্কের ছাপ!

হায় ঈশ্বর... ডিগরি! ফাজ ফিসফিস করে বললেন, ডাম্বলডোর ডিগরি আর নেই... মারা গেছে!

ফাজ কথাটা দু'বার বললেন।... দর্শক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরা সব দেখছে... ফাজের কথা শুনেছে। ওরা রাতের অন্ধকার ভেদ করে হায় হায় করে উঠল- ও মৃত! ও মারা গেছে! সেডরিক ডিগরি! মৃত! আর নেই?

– হ্যারি, এবার ওকে তুমি মুক্ত কর। হ্যারি ফাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ও অবসাদগ্রস্ত দেহে সেডরিককে সরিয়ে নেবার আঙ্গুলের স্পর্শ পেল। কিন্তু হ্যারি ওকে ছেড়ে দিতে চায় না।

তারপর ও দেখতে পেল ডাম্বলডোরের আবছা আবছা মুখ। এবার দূরে নয় অনেক সামনে, হ্যারি, তুমি এখন আর ওকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না। সবশেষ, ওকে ছেড়ে দাও।

ও আমাকে মৃত্যুর পর বলেছে, ও বলেছে, ওকে যেন ওর মা-বাবার কাছে দিয়ে আসি।

ঠিকই বলেছে হ্যারি... এখন ওকে ছেড়ে দাও।

ডাম্বলডোরের মতো এক শক্তিহীন বৃদ্ধ হ্যারিকে মাটি থেকে টেনে তুলে দাঁড় করালেন। হ্যারি টলতে লাগল, মাথাটা দপ দপ করতে লাগল। ওর আঘাত প্রাপ্ত পা আর ওকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে না যেন। আশপাশে সকলেই ঠেলাঠেলি করে হ্যারির কাছে এসে জানতে ব্যাগ্র– কী হয়েছিল? কিভাবে... ডিগরি মারা গেছে?

ফাজ বললেন, তোমরা ভিড় করো না, ওকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব, ও অসুস্থ, অনেক আঘাত পেয়েছে। ডাম্বলডোর, ডিগরির বাবা-মা তারাও আছেন,

অপেক্ষা করছেন স্ট্যান্ডে বসে।

ডাম্বলডোর আমি হ্যারিকে নিয়ে যাই, আমি নিয়ে যাই।

– না, আমি নিয়ে গেলেই ভাল হবে।

– ডাম্বলডোর, আমোস ডিগরি দৌড়াচ্ছে... ও আসছে... আপনি ওকে কিছু বলবেন না... অন্তত ও দেখার আগে...?

তুমি নড়বে না একটুও, চুপ করে এখানে বসে থাক।

মেয়েরা কাঁদছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে... পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে। হ্যারির সেই দৃশ্য ভাল লাগে না।

সব ঠিক হয়ে যাবে... আমরা তোমাকে ফিরে পেয়েছি... নাও চল হাসপাতালে যেতে হবে।

হ্যারি থুথু জড়ানো কণ্ঠে, ডাম্বলডোর বলছেন থাকতে, ওর কাটা দাগটা দপদপ করেই চলেছে... মনে হচ্ছে ও যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। চোখেও ভাল দেখতে পাচ্ছে না... সবই ভাসা ভাসা।

তুমি চুপটি করে শুয়ে থাক, এটাই তোমার দরকার, চল যাওয়া যাক।

একজন মোটাসোটা লোক, সে ভিড়ের মধ্য থেকে এসে হ্যারিকে তুলল। হ্যারি শুনতে পেল বহু মানুষের চিৎকার, কান্না। ওকে সেই লোকটা ক্যাসেলে নিয়ে চলল। হ্যারি আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। যে লোকটা ওকে তুলে নিয়ে চলেছে, শুনতে পাচ্ছে তারই নিশ্বাস।

পাথরের সিঁড়ির কাছে সেই লোকটি জিজ্ঞেস করল,– কী হয়েছিল হ্যারি? হ্যারি একটু পর ক্লাঙ্ক, ক্লাঙ্ক, ক্লাঙ্ক শব্দ শুনে বুঝল লোকটি আর কেউ নয়... ম্যাড আই মুডি।

এনট্রেন্স হল পার হবার সময় হ্যারি বলল, কাপটায় ফিট করা ছিল পোর্ট-কী।... আমাকে আর সেডরিককে একটা কবরস্থানে নিয়ে গেলো... সেখানে ভোল্ডেমর্ট ছিল... লর্ড ভোল্ডেমর্ট।

ক্লাঙ্ক... ক্লাঙ্ক... ক্লাঙ্ক... সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় মুডির কাঠের পায়ের শব্দ।

ডার্ক লর্ড সেখানে ছিল? তারপর...?

সেডরিককে হত্যা করল... ওরা ধরে বেঁধে সেডরিককে হত্যা করল।

– তারপর?

করিডোর দিয়ে যাবার সময় আবার জোরে জোরে শব্দ হতে লাগল... ক্লাঙ্ক... ক্লাঙ্ক... ক্লাঙ্ক...।

পোসান তৈরি করে... আবার ভোল্ডেমর্ট ওর দেহ ফিরে পেয়েছে...।

ডার্ক লর্ড ওর দেহ ফিরে পেয়েছে? ও আবার ফিরে এসেছে?

ডেথইটাররাও এসেছিল... তারপর আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি।

তুমি ডার্ক লর্ডের সঙ্গে ডুয়েল লড়েছিলে...?

হ্যাঁ... আমার জাদুদণ্ড ফিরে পেয়েছিলাম... অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস দেখেছি, করেছি।... মাকে, বাবাকে দেখেছি... ওরা ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের সরু ছিদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন...।

ঠিক আছে হ্যারি... এখানে... এখানে তুমি বস... এটা খেলেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে। ...চট করে খেয়ে নাও হ্যারি, আসলে যা তুমি দেখেছ সেগুলো আমার জানা দরকার। ঠিক যা যা ঘটেছিল...।

মুডি একরকম জোর করে একটা হ্যারির গলায় কাপে করে ওষুধ ঢেলে দিলেন। হ্যারি মুখ বিকৃত করল। ওইরকম তেঁতো আর ঝাঁঝাল ওষুধ ও জীবনে খায়নি। হ্যারি দেখল মুডির মুখটা ফাজের মতই ফ্যাকাসে। কিছু জানার জন্য আগ্রহভরা 'স্বাভাবিক চোখে' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

– তুমি নিশ্চিত জান ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে হ্যারি?... তা, কেমন করে ফিরল?

– ও আমার, ওর বাবার কবর থেকে আর ওয়ার্মটেলের কাছ থেকে কিছু খেয়েছে, হ্যারি বলল। এখন হ্যারির অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক মাথায় ব্যথা নেই, কপালে কাটা দাগ চুলকোচ্ছে না, অফিসের ঘরটা অন্ধকার, মুডিকে তাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে কিডিচ পিচ থেকে লোকজনের কথাবার্তা, চিৎকার চেঁচামেচি।

– ডার্ক লর্ড তোমার কাছ থেকে কী নিয়েছিল হ্যারি? মুডি বললেন। হ্যারি ওর একটা হাত তুলে বলল– রক্ত।... ও কব্জির কাছে কাটা দাগটা দেখাল মুডিকে।

মুডি খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেললেন। আর ডেথইটারস? তারাও ফিরে এসেছে?

হ্যারি বলল– হ্যাঁ... অনেক।

– তা ওদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিল ভোল্ডেমর্ট? ওদের কী ক্ষমা করেছেন? মুডি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু হ্যারির একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ওর আগেই সেটা ডাম্বলডোরকে বলা উচিত ছিল।–, হোগার্টে একজন ডেথইটার আছে... ও 'গবলেট অব ফায়ারে' আমার নাম দিয়েছিল, ওরা চেয়েছিল যেন আমার মৃত্যু হয়।

হ্যারি উঠে বসার চেষ্টা করতেই মুডি ওকে চেপে ধরে শুইয়ে দিলেন।

মুডি উত্তাপহীন কণ্ঠে বললেন– ডেথইটারটি কে আমি জানি।

– কারকারফ, হ্যারি উত্তেজিত স্বরে বলল।– ও এখন কোথায়? আপনারা কী ওকে ধরেছেন, ওকে কী বন্দি করে রেখেছেন।

মুডি অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন– কে কারকারফ? ওতো আজ রাতেই

পালিয়েছে, সবকিছু জানতে পেরে পালিয়েছে। ও ডার্কলর্ডের অনেক বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ও পালাতে পারবে না শত্রুদের ধরবার ডার্কলর্ডের অনেক পন্থা আছে।

– কারকারফ পালিয়েছেন... পালিয়ে গেছেন? উনিই তো আমার নাম গবলেট অব ফায়ারে কাপের জন্য দিয়েছিলেন, দেন নি?

– না, মুডি বললেন– না উনি দেননি... নাম আমি দিয়েছিলাম।

হ্যারি কথাটা শুনেও বিশ্বাস করতে পারলো না।

– না... না... আপনি দেননি, হ্যারি বলল– আপনি তা করতে পারেন না– আপনি কখনই না।

– তুমি বিশ্বাস করতে পার আমি দিয়েছিলাম। কথাটা বলার পর মুডির জাদু চোখ ঘুরতে ঘুরতে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। হ্যারি বুঝতে পারলো – বাইরে যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই সেটা জানতে চান।... একই সময় মুডি তার জাদুদণ্ডটা বের করে হ্যারির দিকে বাড়ালেন।

– উনি বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করেছেন... তারপর? সেই সব ডেথইটার যারা মুক্তি পেয়েছিলো? আর যে আজকাবান থেকে পালিয়েছে সে?

– কী বললেন? হ্যারি বলল।

মুডির দিকে, ওর দিকে প্রসারিত দণ্ডের দিকে হ্যারি তাকিয়ে ভাবল মজা করছেন। বোকা বোকা জোক সন্দেহ নেই।

– আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, মুডি শান্তভাবে বললেন– যারা তার খোঁজখবর নেয়নি তাদের কী করেছেন? অবিশ্বস্ত, নোংরা জঞ্জাল, ভীতু যারা কিডিচ কাপের ফাইনালে মুখোশ নিয়েছিল, তারাও আকাশে আমার ডার্কমার্ক নিক্ষেপ দেখে... পালিয়ে গেলো।

– কী বলছেন? ডার্কমার্ক আপনি ছুঁড়ে ছিলেন?

– হ্যারি, তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, আজ আবার বলছি... আমি যা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি সেটা হচ্ছে ডেথইটারদের ছেড়ে দেওয়া। তারা আমার মাস্টারের দিক থেকে সরে গিয়েছিল যখন তার সবচেয়ে বেশি ওদের প্রয়োজন ছিল। আমি আশা করেছিলাম তিনি ঠিকমত সাজা দেবেন... তাদের নির্যাতন করবেন। আমাকে বল, তিনি কি তাদের আঘাত করেছেন, বল হ্যারি। মুডির চোখমুখ অদ্ভুত এক হাসিতে ছেয়ে গেল।

তিনি কি বলেছেন... একমাত্র আমি একমাত্র... যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। প্রস্তুত থাক সবকিছু তুচ্ছ করে তোমাকে তার হাতে তুলে দেবার জন্য।

না না... তা হতে পারে না... আপনি হতে পারেন না।

অন্য এক স্কুলের হয়ে কে তোমার নাম গবলেট অব ফায়ারে দিয়েছিল? আমি।

যারা তোমার ক্ষতি করতে পারে তাদের কে ভয় পাইয়ে ছিল, তুমি যাতে টুর্নামেন্ট জিততে পার তার ব্যবস্থাকে করেছিল? আমি করেছিলাম। কে তোমাকে ড্রাগনদের পরাজিত করাবর সাহায্য করেছিল? আমি করেছিলাম।

মুডির ম্যাজিক চোখের দৃষ্টি দরজা থেকে সরে এসে হ্যারির ওপর পড়ল। ওর মুখের হাঁ আরও বড় হয়ে গেল। মনে করবে না ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল হ্যারি। বিভিন্ন টাস্কে অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে তোমাকে গাইড করতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ধূর্তোমীর প্রতিটি কণা আমি ব্যবহার করেছিলাম। যাতে তোমার জেতার পেছনে আমার হাত আছে কেউ যেন জানতে না পারে। দ্বিতীয় টাস্কের সময় আমি ভয় পেয়েছিলাম তুমি হয়ত পারবে না।... আমি তোমার ওপর সজাগ-দৃষ্টি রেখে চলেছিলাম, পটার। আমি জানতাম তুমি 'এগ ক্লু' ঠিকমত চর্চা করোনি, তো আমি তোমাকে একটি 'হিন্ট' দিয়েছিলাম।

- না, আপনি দেননি... সেডরিক আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল, হ্যারি কর্কশ গলায় বলল।

কে সেডরিককে জলের তলায় ওটা খুলতে বলেছিল? আমি। আমি বিশ্বাস করেছিলাম ও ঠিকমত কাজ করবে এবং তোমাকে ইনফরমেশন ঠিকমত দেবে... বুঝলে পটার, ভদ্র ভালমানুষদের সহজেই নিপুণভাবে যেকোন কাজে ব্যবহার করা যায়। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি তুমি সেডরিককে ড্রাগন সম্বন্ধে অগ্রিম খবর দিয়েছিলে বলেই ও তোমার প্রতিদান দিয়েছিল। তাহলেও, মনে হয়েছিল সম্ভবত তুমি অকৃতকার্য হবে। তুমি যতক্ষণ লাইব্রেরিতে থাকতে, আমি তোমাকে নজরে রাখতাম। তুমি কি জানতে না যে বইটি তোমার প্রয়োজন হয়েছিল, সেই বইটি লাইব্রেরিতে নয়, তোমার ডরমেটরিতে ছিল, তোমার মনে নেই আমি ওটা লংবটম ছেলের হাতে দিয়েছিলাম, ম্যাজিক্যাল মেডিটামেনিয়ন ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড দ্যা প্রপারটিজ। আমি বলেছিলাম জিল্লিউইড সম্বন্ধে বইটি থেকে সব জানতে পারবে, আমি আশা করেছিলাম সাহায্যের জন্য তুমি যাকে মনে করবে তার কাছে যাবে। তুমি জানতে চাইলে লংবটম তোমাকে এক মুহূর্তের মধ্যে বলতে পারত। তোমার অহংকার, তোমার স্বাধীনতাবোধ... তোমাকে নিরস্ত করেছিল।

তো আমি কি করতে পারি বল? অন্য একটি নগণ্য পথে তোমাকে তথ্য জোগান দিলাম। ইউলবলের দিন তুমি আমাকে বলেছিলে ডব্বি নামে এক হাউজ এলফ তোমাকে একটা বড়দিনের উপহার দিয়েছে। আমি ওই এলফকে ডেকে একদিন আমার রোবস কাচার জন্য ওকে স্টাফরুমে ডেকেছিলাম। আমি ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে খুব জোরে জোরে হোস্টেজদের আর পটার জিল্লিউইড ব্যবহার করতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিলাম এবং তোমার ছোট বন্ধু এলফটি সব শুনে এক দৌড়ে স্নেইপের আলমারির দিকে ছুটে যায়... তারপর

তোমাকে খুঁজতে যায়।

মুডির জাদুদণ্ড তখনও হ্যারির বুকের ওপর ন্যস্ত ছিল। – তুমি অনেকটা সময় লেকে ছিলে পটার। আমি ভেবেছিলাম তুমি ডুবে গেছ। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ডাম্বলডোর তোমার মূর্খতাকে বিরাট একটি মহৎ কাজ ধরে নিয়েছিলেন... তারজন্য বেশি নম্বর দিয়েছিলেন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলাম।

অবশ্য আজকের রাতের গোলকধাঁধার ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব কঠিন ব্যাপার হয়নি; মুডি বললেন।– তার প্রধান কারণ তোমার যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তারজন্য মাঠের চারপাশে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। বাইরে থেকে নজর রাখছিলাম। তোমার পথের বাধা সরাতে আমি অনেক জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছিলাম। আমি ফ্লেউর ডেলাকৌরকে দাবিয়ে দিয়েছি, ক্রামের ওপর ইমপেরিয়স কার্স নিক্ষেপ করেছিলাম যাতে ও ডিগরিকে শেষ করে দিতে পারে এবং তোমার কাপে পৌছানোর রাস্তা সহজ ও বাধাহীন হয়।

হ্যারি অবাক হয়ে ম্যাড আই মুডির দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবতে পারছে না মুডি কি সব বলছেন- ডাম্বলডোরের বন্ধু বিখ্যাত অরর, যে অনেক ডেথইটারদের ধরেছেন, কি সব বাজে বাজে কথা বলছেন– এর কোন মানে... মানে হয় না।

হ্যারি ঝাপসা শত্রু আয়না পরিষ্কার হতে দেখল। হ্যারি দেখল মুডির পেছনে আবছা তিনজন লোক একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মুডি সেগুলো লক্ষ্য করছেন না। তার ম্যাজিক্যাল আই শুধু হ্যারির ওপর নিবদ্ধ।

ডার্কলর্ড ঠিক তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি পটার... ও চেয়েছিল হত্যা করতে মুডি বললেন।– কল্পনা করতে পারো আমি তোমাকে হত্যা করলে কিভাবে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করতেন। ...তার পুনরুত্থানের জন্য আমি তোমাকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম... তিনি তোমাকে হত্যা করতে পারেনি। কল্পনা করতে পার, তোমাকে আমি হত্যা করার পর তার কাছ থেকে কত ভালবাসা ও সম্মান পাব... সেই সম্মানের কথা ডেথইটাররা কল্পনাই করতে পারে না। আমি হব তার সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সমর্থক।... পুত্রের চেয়েও নিকট সম্পর্কের।

কথা বলতে বলতে মুডির স্বাভাবিক চোখ ফুলে উঠতে লাগলো, ম্যাজিক্যাল আই হ্যারির ওপর স্থির। দরজাটা বন্ধ, হ্যারি জানে শত চেষ্টা করেও সময়মত নিজস্ব দণ্ড হাতের কাছে পাবে না।

মুডি বলে চললেন, ডার্কলর্ড আর আমি...। তখন ওকে সম্পূর্ণ উম্মাদ মনে হতে লাগল... হ্যারির ওপর চড়াও হয়ে খুব কাছে মুখ এনে, আমাদের দু'জনের খুব মিল আছে।... দু'জনেরই ভাগ্যে অপদার্থ পিতা... খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দু'জনেই প্রচুর অসম্মান বোধ করেছি হ্যারি।... দু'জনেই আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি... পিতার হত্যাকারী।... হত্যা করেছি ডার্ক অর্ডারের ক্রমবিকাশের জন্য!

হ্যারি নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলো না বলল– আপনি পাগল, পাগল হয়ে গেছেন।

আমি পাগল? খুব উঁচু গলায় মুডি বললেন। – বেশ তাহলে দেখ, তাহলে দেখ কে পাগল..., এখন ডার্কলর্ড ফিরে এসেছে, আমি তার পাশে রয়েছি! ফিরে এসেছেন হ্যারি পটার, তুমি তাকে পরাজিত করতে পারনি... এখন দেখ আমি তোমাকে পরাজিত করব!

মুডি হাতের দণ্ডটা তুললেন, মুখটা হাঁ করলেন, হ্যারি ওর হাতটা আলখেল্লার মধ্যে ঢোকালেন।

স্টুপিফাই!... ঘরের মধ্যে লাল আলোর ঝলকানি, সঙ্গে আগুনের ফুলকি আর তীব্রশব্দ!... কিছু যেন ভেঙ্গে পড়ছে।... মুডির ঘরের দরজার শব্দ খুলে গেলো।

মুডি মেঝের ওপর ছিটকে পড়লেন। হ্যারি ফ্লোগ্লাম দিয়ে দেখল ঘরে ঢুকেছেন অ্যালবাস ডাম্বলডোর, প্রফেসর স্নেইপ আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।...

হ্যারি, ম্যাড আই মুডির দিকে তাকাল... প্রায় অচেতন। হ্যারি আবার ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলো ভোল্ডেমর্ট কেন ডাম্বলডোরকে ভয় পায়। মুডি যে এত ভয়ঙ্কর হ্যারি বুঝতে পারেনি শুধু নয় কল্পনাও করতে পারেনি। ডাম্বলডোর গম্ভীর, মুখে হাসির রেশ মাত্র নেই, চশমার কাঁচের পেছনে দুই চোখের একটি পলকও নড়ছে না। তাঁর বৃদ্ধ মুখের প্রতিটি রেখা উষ্মা... মুখ লাল... মনে হয় গরম অতি গরম হাওয়া বিকীর্ণ করছেন।

মুডি পড়ে যাবার সময় মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। মুখটা দেখার জন্য ডাম্বলডোর ওর পেছনে একটা লাথি মারতেই মুডি চিৎ হয়ে পড়লেন। মুখটা সকলেই দেখতে পেল। স্নেইপ আয়না দিয়ে মুডিকে দেখলেন। আয়নাতে তারও প্রতিবিম্ব।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সোজা হ্যারির কাছে গেলেন।

বললেন; চল পটার। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের মুখটা থম থমে। অনেক কষ্টে কান্না রোধ করে আছেন দেখে মনে হয়। – হ্যারি চল... আমরা হাসপাতালে যাই।

ডাম্বলডোর ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন– মিনার্ভা ও থাকুক। হ্যারির এখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন বিষয়টা জানা, সমগ্র ব্যাপারটা বোঝা। কোনও জিনিস গ্রহণের আগে সেটা বুঝতে পারা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং সবচেয়ে বেশি দরকার। সেই গ্রহণযোগ্য, অ্যাকসেপটেন্স ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে প্রকৃত সাহায্য করবে। ওর জানা দরকার আজকাবানের দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা ওকে এই অগ্নিপরীক্ষায় ঠেলে ফেলেছে... এবং কেমন করে, কেন ফেলেছে।

– মুডি, হ্যারি বলল। হ্যারি বিভ্রান্তে, কিছুই যেন ওর মাথায় ঢুকছে না। মুডি কেমন করে?

ডাম্বলডোর সেই রকম ধীরস্থিরভাবে বললেন– যে মেঝেতে পড়ে রয়েছে সে

অ্যালস্টর মুডি-নয়। তুমি মুডিকে ঠিক চিনতে পারনি। আজকের রাতের ঘটনার পর আসল মুডি-কিছুতেই আমার সামনে থেকে তোমাকে নিয়ে যেতেন না। যে মুহূর্তে ও তোমাকে নিয়েছে, আমিও পিছু পিছু নিয়েছি।

ডাম্বলডোর মুডির কাছে গিয়ে ওর রোবস থেকে হিপ-ফ্লাস্ক আর এক গুচ্ছ চাবি বের করলেন, তারপর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আর স্নেইপের দিকে তাকালেন।

সেভেরস দয়া করে আপনার সবচাইতে স্ট্রং ট্রুথ ট্রুথ পোসান আমাকে দিতে পারবেন এবং নিচে কিচেনে গিয়ে দয়া করে হাউজ এলফ উইঙ্কীকে ডেকে আনবেন। মিনার্ভা আপনি যদি হ্যাগ্রিডের কটেজে যান তো ভাল হয়। ওখানে দেখবেন কুমরোর থলে একটা প্রকান্ড বড় কাল কুকুর পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটাকে আমার অফিসে নিয়ে যান, হ্যাগ্রিডকে বলবেন, শীঘ্রই ওর সঙ্গে কথা হবে, তারপর এখানে ফিরে আসুন।

স্নেইপ, ম্যাগগোনাগল... দু'জনেরই মনে হল ডাম্বলডোরের নির্দেশ অদ্ভুত। ব্যাপারটা কেমন যেন ধোয়াটে মনে হল। ওরা দু'জনেই ঘর ছেড়ে চলে গেলে ডাম্বলডোর সাতটা তালা লাগান ট্রাঙ্কের কাছে গিয়ে প্রথম তালাটা খুললেন। দেখলেন তার ভেতরে রয়েছে একগাদা জাদুমন্ত্রের বই। ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে দ্বিতীয় চাবি দিয়ে দ্বিতীয় তালাটা খুলে ট্রাঙ্কটা দেখলেন। জাদুমন্ত্রের বই নেই... তার মধ্যে রয়েছে নানা রকমের ভাঙা ভাঙা স্নিকস্কোপ, কিছু পার্চমেন্ট, কুইল (পালকের কলম)... আর একটা রূপালী অদৃশ্য হয়ে যাবার আলখেল্লা। হ্যারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল ডাম্বলডোরকে বাকি ট্রাঙ্কগুলো এক এক করে চাবি দিয়ে তালা খুলতে দেখে। সাত নম্বর চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কের তালাটা খুলতেই হ্যারি বিস্ময়াভিভূত হয়ে চিৎকার করে উঠল।

ট্রাঙ্কের মধ্যে দেখল একটা গর্ত, প্রায় দশ ফিট হবে এমন এক ছোট ঘর, তার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছেন ম্যাড আই মুডি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু রোগা ও অভুক্ত মনে হয়। কাঠের পা'টা নেই... ম্যাজিক্যাল আই নেই, রয়েছে চোখের কোটরটা। মাথার অনেক জায়গায় চুল গোছা গোছা ছিন্ন। হ্যারি ঘুমন্ত মুডি আর মেঝেতে পড়ে থাকা মুডির দিকে বজ্রাহতের মতো তাকাল। ডাম্বলডোর ট্রাঙ্কের ভেতরে ঢুকে... তারপর লাফিয়ে তলায় পড়ে থাকা মুডির দিকে ঝুঁকলেন।

ডাম্বলডোর বললেন, ইমপেরিয়স কার্স, তবে খুবই দুর্বল। অবশ্য ওরা মুডিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছো হ্যারি গা থেকে ঐ হারামি ইম্পসটারের এখানে ফেল অ্যালেস্টরের অবস্থা ভাল নয়, ম্যাডাম পমফ্রেকে ডাকতে হবে... তবে খুব গুরুতর নয় বলে মনে হচ্ছে।

হ্যারির ডাম্বলডোরের কথামত কাজ করল। ডাম্বলডোর ওভারকোট দিয়ে

অচৈতন্য মুডিকে ঢেকে, ট্রাঙ্ক থেকে অতি কষ্টে বেরিয়ে এলেন। তারপর টেবিলের ওপর রাখা হিপ ফ্লাস্কটা নিয়ে ঢাকনা খুলে উল্টে দিলেন। গাঢ় আঠাল কিছু তরল পদার্থ অফিসের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ডাম্বলডোর বললেন, 'পলি জুস পোসান' হ্যারি। দেখ কেমন বৈশিষ্ট্যহীন আর দীপ্তিমান। তুমি তো জান নিজের হিপ ফ্লাস্কের পানীয় ছাড়া অন্য কোন পানীয়তে মুখ ঠেকান না একথা সবাই জানে। ইমপস্টারের আসল মুডিকে গুপ্তভাবে রাখার দরকার হয়েছিল... যাতে ও নিরিবিলিতে বসে পোসান বানাতে পারে। দেখ তার চুল...।

ডাম্বলডোর একটা চেয়ার টেনে এনে নকল মুডির কাছে বসলেন। তারপর হ্যারি এক অদ্ভুত জিনিস দেখল। মেঝেতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা নকল মুডি একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে থাকল। মুখের কাটা দাগ, কুঁচকানো মুখের চামড়া আর নেই। মসৃণ হয়ে গেল। কাটাছেঁড়া নাক স্বাভাবিক নাকের মতো লম্বা লম্বা পাকা চুল উধাও, সেগুলো হয়ে গেল খড় রংয়ের চুল। তারপর হঠাৎ শব্দ করে নকল মুডির কাঠের পা খসে পড়ল। সেখানে হয়ে গেল স্বাভাবিক পা... তারপর দু'চোখ সাধারণ মানুষের মতো। কাঠের পা, ম্যাজিক আই মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

নকল মুডি তাহলে কে?

হ্যারির ক্রাউচের ছেলেকে চিনতে দেরি হল না। মাথায় ডেলা ডেলা চুল আর গায়ের চামড়া ঈষৎ হলদে ফুটকি চিহ্ন। ডাম্বলডোরের 'পেনসিভ' ওকে দেখেছে, মনে আছে ডেমেন্টররা ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর আকুল ক্রন্দন... নির্দোষ প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা...। তবে তার চোখের চার পাশে দাগ পড়েছে... এবং বয়স্ক লাগছে।

ঠিক সেই সময় হ্যারি ঘরের বাইরে করিডরে পদশব্দ শুনতে পেল। দরজা খুলে ঢুকলেন স্নেইপ, সঙ্গে উইঙ্কি। ম্যাকগোনাগল ওদের পেছনে।

স্নেইপ ক্রাউচকে দেখে বিস্ফোরিত চোখে বললেন, ক্রাউচ! বার্টি ক্রাউচ?

প্রফেসর মিনার্ভা ম্যাকগোনাগল বললেন, হ্যাঁ ঈশ্বর!

উসখুখুসখু চেহারা ময়লা জামাকাপড় পরা উইঙ্কি স্নেইপের দু'পায়ে ফাঁক থেকে ক্রাউচকে দেখে হাঁ হয়ে গেল। বিকট এক চিৎকার করে বলল, মাস্টার বার্টি, মাস্টার বার্টি... তুমি এখানে কেমন করে এলে? কথাটা বলে ও ক্রাউচের ছেলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। –, আপনারা একে মেরে ফেলেছেন... আপনারা আমার মাস্টারের ছেলেকে মেরে ফেলেছেন। আমার মাস্টার বার্টি এখানে কেন?

ডাম্বলডোর সংযত কণ্ঠে বললেন, ওকে সম্মোহিত (স্টানড) করা হয়েছে, উইঙ্কী।... সরে দাঁড়াও। সিভেরস, তোমার কাছে 'পোসান' আছে?

স্নেইপ ডাম্বলডোরের হাতে পরিষ্কার তরল পদার্থের একটা শিশি দিলেন। ভেরিটেসিরাম... যেটা দিয়ে হ্যারিকে ক্লাসরুমে ভয় দেখিয়েছিলেন। ডাম্বলডোর নিচু হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাকে তুলে ধরে দেয়ালের দিকে বসিয়ে দিলেন। ঠিক মাথার ওপর শক্র আয়না তাতে ঘরের সকলের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। উইঙ্কী ওর শীর্ণ দু'হাত মুখে চাপা দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে রইল। ওর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। ডাম্বলডোর 'নকল মুডির' মুখটা জোর করে ফাঁক করে শিশির তরল পদার্থটা ওর মুখে ঢেলে দিলেন। তারপর দণ্ডটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললেন, **এনারভেট**!

ক্রাউচের ছেলে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। ওর মুখটা ঝুলে পড়েছে, দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত। ডাম্বলডোর ওর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ডাম্বলডোর খুব শান্তভাবে বললেন।

ছেলেটির চোখের পাতা পড়ল। – হ্যাঁ, বিড়বিড় করে বলল।

ডাম্বলডোর খুবই নরমভাবে বললেন, কয়েকটা কথা আমরা জানতে চাই... আমাদের বল। তুমি এখানে কেমন করে এলে, আজকাবান থেকে কেমন করে পালিয়ে এলে?

ক্রাউচ খুব বড় করে এক নিশ্বাস নিল। নিশ্বাস নেবার সময় ওর সমস্ত শরীরটা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিল। তারপর ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, আমার মা আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার মৃত্যু আসন্ন। তার শেষ ভিক্ষা বাবার কাছে ছিল, আমাকে আজকাবান থেকে মুক্ত করার। মাকে বাবা খুবই ভালবাসতেন; কিন্তু আমাকে কেন জানি না দেখতে পারতেন না... শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপর ওরা আমার কাছে আসে। ওরা আমাকে আমার মায়ের মাথার চুল মেশান 'পলিজুস পোসান' খেতে দিল। মা আমার মাথার চুল মিশ্রিত এক ঢোঁক 'পলিজুস পোসান' খেয়েছিলেন। তখন আমার চেহারা আর মায়ের চেহারা বদলাবদলি হয়ে গেল।

উইঙ্কী তখন কাঁপছে, মাথা নেড়ে চলেছে। আর কিছু বলো না মাস্টার ক্রাউচ, বললে তোমার বাবা বিপদে পড়বেন!

কিন্তু ক্রাউচের ছেলে উইঙ্কীর কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল,– ডিমেন্টররা দেখতে পায়নি কিন্তু বুঝতে পেরেছিল জেলে একজন স্বাস্থ্যবান, একজন মৃত্যুপথযাত্রী আসছে। বিপরীতটাও বুঝতে পেরেছিল। আমার বাবা আমার মায়ের ছদ্মবেশে আমাকে জেলের বাইরে নিয়ে এলেন। আমার রূপ ধরে। মা আজকাবানে রয়ে গেলেন। তারপর আজকাবানেই মারা গেলেন। তার চেহারা তখন আমার মতো। সকলে ভাবল আমি মরে গেছি।

ক্রাউচের ছেলের চোখের পাতা আবার নেচে উঠল।

তারপর তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে কি করলেন, ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন।

আমার মায়ের সাজানো মৃত্যু হলো আজকাবানের বাইরে। কবরও দেওয়া হলো। তবে কবরটা খালি। বাড়িতে আমাদের এলফ অনেক সেবাশুশ্রূষা করে আমাকে চাঙা করে তুলল। তারপর আমাকে আত্মগোপন করতে হল। আমাকে সংযত হয়ে থাকতে হল। বাবা নানারকম আমার ওপর 'স্পেল' করে প্রশমিত করে রাখলেন। আমি পুরনো শক্তি ফিরে পেলে, আমি খুঁজতে লাগলাম আমার লর্ডকে, তার কাছে ফিরে যাবার জন্যে।

ডাম্বলডোর বললেন, তোমার বাবা তোমাকে দমন করলেন কেমন করে?

ছোট ক্রাউচ বলল, ইমপেরিয়স কার্স। তখন থেকে আমি আমার বাবার সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে রইলাম। দিনরাত অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে থাকতাম। 'হাউজ এলফ' সর্বদা আমাকে পাহারা দিত। ও আমার রক্ষক ও দেখাশুনার দায়িত্বে রইল। ও সত্যই আমাকে করুণা করত। বাবাকে অনুরোধ করত মাঝে মধ্যে আমাকে ভালমন্দ খেতে দিতে... আর ভাল ছেলে হয়ে থাকার জন্য পুরস্কার দিতে।

উইঙ্কি মুখে দু'হাত চেপে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, মাস্টার বার্টি... ওদের সব কথা... বললে আমরা বিপদে পড়বো।

– কেউ কি আঁচ করতে পেরেছিল তুমি বেঁচে আছ? তোমার বাবা ও হাউজ এলফ ছাড়া?

হ্যাঁ, ছোট ক্রাউচ বলল।

ওর চোখের পাতা আবার নাচতে লাগল। আমার বাবার অফিসের এক ডাইনি (জাদুকরি) বার্থা জোরকিনস। একদিন বাবার একটা কাগজে দস্তখত করানোর জন্যে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। উইঙ্কি ওকে ঘরে বসিয়ে কিচেনে চলে গিয়েছিল– সেখানে আমিও ছিলাম। কিন্তু বার্থা জোরকিনস আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল। ওর সন্দেহ হল, অনেক খোঁজ-খবর করে জানতে পারলো আমি বেঁচে এবং আত্মগোপন করে আছি, কেউ যাতে আমাকে দেখতে না পায় তার জন্য অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে থাকি। আমার বাবা বাড়ি ফিরে এসে বার্থা জোরকিনসের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলার পর বুঝতে পারলেন বার্থা আমার ব্যাপারে সব জানতে পেরেছে। বাবা তখন ওর ওপর অতি শক্তিশালী 'মেমরি চার্ম' প্রয়োগ করলেন যাতে ও সব ভুলে যায়। বাবা বলেছিলেন, ওর স্মৃতিশক্তি চিরতরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছেন।

উইঙ্কি প্যান প্যান করে বলল, আমার মাস্টারের বাড়ির ব্যাপারে ওর নাক গলাবার কোনও অধিকার নেই। ওর মাথা ব্যথা কিসের?

ডাম্বলডোর বললেন, কিডিচ ওয়ার্ল্ড কাপ সম্বন্ধে কিছু বলতে পার?

ছোট ক্রাউচ বলতে লাগল, উইঙ্কি আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে,

আমাকে খুবই ভালবাসে। আমার একঘেয়ে জীবন দেখে ওর খুব কষ্ট হত। আমি কিডিচ খেলতে পারি, খেলা ভালবাসি অথচ আন্তর্জাতিক খেলা দেখতে পাবো না বলে ওর খুব দুঃখ হল। বারবার বাবাকে অনুরোধ করতে লাগল আমাকে যেতে দেবার জন্য। বলল, ও তো আলখেল্লা পরে থাকে, কেউ ওকে দেখতে পাবে না। আরও বলল, মা আমাকে কিডিচ খেলতে দিতেন... তাছাড়া একটু তাজা হাওয়া পেলে ওর শরীর মন ভাল হবে।... এইসব অনেক ভাবে বাবাকে রাজি করাবার চেষ্টা করতে লাগল। বাবা শেষ পর্যন্ত মায়ের নাম করাতে রাজি হলেন।

সবকিছুই সতর্কতার সঙ্গে ও প্ল্যান অনুযায়ী করা হল। বাবা আমাকে আর উইঙ্কিকে সকাল সকাল স্টেডিয়ামের টপবক্সে বসতে বললেন। উইঙ্কির পাশে আমার সিট; কিন্তু আমি তো অদৃশ্য। উইঙ্কিকে বলেছিলেন, কেউ খালি সিটে বসতে চাইলে যেন বলে ওটা মি. ক্রাউচের সিট। খেলার শেষে সকলে চলে যাবার পর আমরা স্টেডিয়াম থেকে চলে আসবো। আমি অদৃশ্য... লোকেরা শুধু উইঙ্কিকে দেখতে পাবে।

কিন্তু উইঙ্কি কেমন করে জানবে আমি শক্তিশালী হয়ে উঠছি। আমি বাবার ইমপেরিয়স কার্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যাচ্ছি। মাঝে মধ্যেই তার কার্স থেকে মুক্ত হতাম। সেদিন তা-ই হল। 'টপবক্সে' বসে থাকতে থাকতে খুব আনন্দ হলো। মনে হতে লাগলো গভীর এক ঘুম থেকে উঠেছি, শরীর মন হালকা ঝরঝরে। আবার আমি সকলের মাঝে বসে রয়েছি, হঠাৎ নজরে পড়লো আমার সামনে এক ছোট ছেলের ওপর। ওর পকেটে একটা জাদুদণ্ড বেরিয়ে আছে। আজকাবানে যাবার সময়ে আমার জাদুদণ্ড নিয়ে নিয়েছিলো। লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর পকেট থেকে জাদুদণ্ড চুরি করলাম। উইঙ্কি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল... ও দেখতে পেলো না।

উইঙ্কি কথাটা শুনে বলল, মাস্টার ক্রাউচ দুষ্টু লোক, আপনি চুরি করেছিলেন...।

তাহলে তুমি পটারের জাদুদণ্ড চুরি করেছিলে?... তারপর কি করলে?

– তারপর আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে গেলাম, ক্রাউচ বলল।

তারপর কয়েকজন ডেথইটারসদের কথাবার্তা কানে এলো, ওরা কেউ আজকাবানে যায়নি... ওদের মধ্যে কেউ লর্ডের জন্য কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করেনি। অবস্থা বেগতিক দেখে পিছুটান দিয়েছে। ওরা আমার মতো কখনো বন্দি ছিলো না। ওরা ইচ্ছে করলে লর্ডের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো- কিন্তু ওরা তা করেনি। নিয়ে ওরা তখন মাগলদের মজা করেছিলো। তাদের কথাবার্তা আমাকে জাগ্রত করলো আমার মন তখন মুক্ত। বাবা টেন্টে নেই মাগলদের মুক্ত করতে গেছেন। ওদের কথাবার্তা শুনে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে ওদের শাস্তি দিতে চাইলাম।

উইঙ্কি আমার ক্রোধ দেখে ভীষণ ভয় পেল। ওর নিজস্ব ম্যাজিক প্রয়োগ করে আমাকে টেন্ট থেকে সামনের অরণ্যে নিয়ে ডেথ ইটারদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলো। আমি উইঙ্কিকে থামাবার এবং ক্যাম্পের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমি ওদের দেখাতে চেয়েছিলাম, ডার্কলর্ড আমার কাছে কত প্রিয়। আর ওদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম তা ছিলো না বলে। তাদের শাস্তি দেবার জন্য আকাশে ডার্কমার্ক ছুঁড়লাম...।

তারপর মন্ত্রণালয়ের জাদুকররা এসে এলোপাতাড়ি স্টানিং স্পেল ছুঁড়তে লাগলো। একটা স্পেল গাছের ফাঁক দিয়ে আমাদের ওপর পড়তেই আমরা দু'জন বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম... দু'জনেই স্তব্ধ হলাম।

উইঙ্কি জানতে পারলো বাবা সব জানতে পেরেছেন এবং জেনেছেন আমরা কাছাকাছি কোথায় রয়েছি... খুঁজতে খুঁজতে আমাকে ঝোপঝাড়ের তলায় পেয়ে গেলেন। ইমপেরিয়স কার্স করে আমাকে নিশ্চল করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন, রেগে গিয়ে বাবা উইঙ্কিকে বরখাস্ত করলেন। তার ওপর অভিযোগ: ও আমাকে ঠিকমত চালিত করেনি, আমাকে দণ্ড চুরি করতে দেখেও কিছু বলেনি, আমাকে একরকম পালাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এখন বাড়িতে শুধু আমি আর বাবা। কথাটা বলার পর ক্রাউচের মাথাটা দুলতে লাগল, মুখে পাগলের মতো হাসি। বলল, আমার মাস্টার একবার আমার জন্য এসেছিলেন।

একদিন গভীর রাতে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তার ভৃত্য ওয়ার্মটেলের হাত ধরে। 'মাস্টার আমার প্রভু' জানতে পেরেছেন আমি মরিনি, বেঁচে আছি। আমার প্রভু বার্থা জোরকিনসকে আলবেনিয়াতে ধরেছেন. ওকে অনেক নির্যাতন করেছেন। ও প্রভুকে ট্রাই-উইজার্ড টুর্নামেন্টের কথা বলে। আরও জানায়, বৃদ্ধ মুডি... অতীতের এক অরর, হোগার্টে শিক্ষকতা করে। নির্যাতন করতে করতে... শেষ পর্যন্ত তার ওপর আমার বাবার প্রয়োগ মেমরি চার্ম বিনষ্ট করলেন। বার্থা তাকে খবর দেয় আমি আজকাবান থেকে পালিয়ে এসেছি। আরও বলে, আমি লর্ডের সঙ্গে যাতে দেখা না করি তার জন্য বাবা আটকে রেখেছেন। তো লর্ড জানতে পারেন আমি তার একান্ত অনুগত। বস্তুত সকলের থেকে বেশি। বার্থার খবরের ভিত্তিতে লর্ড একটা পরিকল্পনা করলেন। কারণ, আমাকে তার বিশেষ প্রয়োজন। তাই একদিন গভীর রাতে আমাদের বাড়ি এলেন। দরজাতে বেল বাজতে বাবা দরজা খুলেছিলেন।

জীবনে ওর সবচাইতে মধুর স্মৃতি বলতে পেরেছে এমন এক আনন্দে উল্লাসে ছোট ক্রাউচের মুখে অপরিসীম হাসি ফুটে উঠল।

বাবাকে দেখেই আমার লর্ড ইমপেরিয়স কার্স প্রয়োগ করলেন। বাবার আর

কিছু করার রইলো না। সম্পূর্ণভাবে লর্ডের আয়ত্তে। আমার লর্ড বাবাকে তার দৈনন্দিন কাজে যেতে বাধ্য করলেন, আমি যেন হঠাৎ আমার পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম... আমি মুক্ত হলাম।

তো ভল্ডেমর্ট তোমাকে কি কাজ করতে বলল? ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমি কী তার জন্য সবরকম ঝুকি নিতে পারি? আমার জীবনের স্বপ্ন... আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা... তার কাছে কাজের ডাক পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম। উনি বললেন, হোগার্টে তার একজন বিশ্বস্ত দাস চাই। গোপনে আড়ালে থেকে হ্যারি পটারকে ট্রাইউইজার্ড কাপে গাইড করবে। ট্রাই-উইজার্ড কাপকে তিনি পোর্ট-কী বানালেন সেই ম্যাজিক বাহনে চেপে ও প্রথম আমার লর্ডের চরণ স্পর্শ করবে।

আর তার জন্য তোমাদের এলস্টর মুডির প্রয়োজন ছিল, ডাম্বলডোর বললেন। গলার স্বর সংযত হলেও চোখেমুখে তার আগুন ছুটতে লাগল।

ওয়ার্মটেল আর আমি কাজটি করেছিলাম। আগেই আমরা পলিজুস পোসান বানিয়ে রেখেছিলাম। আমরা ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। মুডি খুবই আমাদের বাধা দিয়েছিল... নানা চেঁচামেচি, গোলমাল... হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানা হয়েছিল... আমরা সময়মত ওকে কাবু করি। ওকে ম্যাজিক্যাল ট্রাঙ্কে জোর করে পুরে দিয়েছিলাম। ওর মাথা থেকে কিছু চুল নিয়ে পোসানে মিশিয়ে। আমি সেটা খাবার পর মুডির ডুপ্লিকেট হয়ে গেলাম। তারপর আমি ওর পা ও চোখ নিয়ে নিলাম। আরথার উইসলি মাগলদের কাছ থেকে হইচইয়ের খবর শুনে এসেছিল, তার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। উঠানের কাছে ডাস্টবিনটা নিয়ে গেলাম... আমি আর্থার উইসলিকে বললাম, চোর-টোর এসে ডাস্টবিন নাড়াচাড়া করেছিল... তাদেরই গোলমাল হবে। তারপর আমি চটপট মুডির পোশাক আর ডার্ক ডিটেক্টরস প্যাক করে নিয়ে ট্রাঙ্কে মুডির সঙ্গে রেখে দিয়ে হোগার্টের দিকে চললাম। ইমপেরিটাস কার্স প্রয়োগ করে মুডিকে বাঁচিয়ে রাখলাম। এ কারণে যে তাকে যেন প্রয়োজনে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। যেমন তার অতীত, তার পছন্দ-অপছন্দ স্বভাব জানা– যাতে নকল মুডি হয়ে ডাম্বলডোরকে বোকা বানাতে পারি... তাছাড়া ওর চুলেরও প্রয়োজন ছিল পলিজুস পোসান বানানোর জন্য। পোসান মাস্টার আমাকে তার অফিসে দেখে কেন এসেছি জিজ্ঞেস করাতে বললাম, আমাকে তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে।

মুডিকে আক্রমণ করার পরে ওয়ার্মটেলের কি হয়েছিল? ডাম্বলডোর বললেন।

ও আমার বাবার বাড়িতে আমার মাস্টারকে দেখাশুনা করতে গেল... আর বাবাকেও নজরে রাখতে থাকল।

কিন্তু তোমার বাবা তো পালিয়েছিলেন, ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পরে আমার মতই ইমপেরিয়স কার্সের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু

করেছিলেন। আমার প্রভু ঠিক করলেন ওই বাড়িতে বাবার বেশিদিন থাকাটা ঠিক হবে না। উনি জোর করে বাবাকে দিয়ে মিনিস্ট্রিতে চিঠি লেখালেন। লিখতে বললেন, 'আমি অসুস্থ'। কিন্তু ওয়ার্মটেল কাজে অবহেলা করেছিলেন... আমার বাবা পালালেন। লর্ড বুঝতে পারলেন বাবা হোগার্টে... সেখানে গিয়ে বাবা হয়ত ডাম্বলডোরকে সব গোপন খবর বলে দেবে। আজকাবান থেকে আমাকে বের করে নিয়ে এসেছেন তাও বলতে পারেন।

লর্ড, মানে আমার মাস্টার, বাবা পালিয়ে গেছেন খবরটা আমাকে জানিয়েছিলেন। তাকে যেমন করেই হোক নিরস্ত্র করতে আমাকে বলেছিলেন। তাই আমি সতর্কভাবে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছিলাম। হ্যারি পটারের যে ম্যাপটা নিয়েছিলাম সেটা কাজে লাগালাম। এই ম্যাপটাই সবকিছু সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে।

ম্যাপ? কথাটা শোনা মাত্র ডাম্বলডোর বললেন। –কিসের ম্যাপ? পটারের হোগার্টের ম্যাপ। সেই ম্যাপে পটার আমাকে দেখেছিল একদিন রাতে স্নেইপের অফিস থেকে আমি 'পলিজুস পোসানের' উপকরণ চুরি করছি। ও আমাকে আমার বাবার সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছিল। সেই রাতেই আমি পটারের কাছ থেকে ম্যাপটা হাতে আনি। আমি ওকে বলেছিলাম, আমার বাবা কালো জাদুকরদের (ডার্ক উইজার্ড) ঘেন্না করেন। পটার বিশ্বাস করেছিল আমার বাবা স্নেইপের বিরুদ্ধে।

বাবার হোগার্টে আসার অপেক্ষায় আমি সাতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। শেষমেষ একদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যাপে দেখা গেল বাবা হোগার্টের মাঠে ঢুকছেন। আমি অদৃশ্য হয়ে যাবার আলখেল্লাটা গায়ে চড়িয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম বাবা অরণ্যের প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখলাম পটার আর ক্রামকে সেখানে আসতে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি পটারের কোনও ক্ষতি করলাম না কারণ জানি মাস্টারের তাকে প্রয়োজন। পটার ডাম্বলডোরের কাছে দেখা করবার জন্য ছুটল। আমি ক্রামকে শুধু 'স্টানড' করলাম না,... বাবাকে হত্যা করলাম।

না... মাস্টার বার্টি এসব কথা তুমি কী বলছ? উইঙ্কি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল।

ডাম্বলডোর নরম গলায় বললেন, তুমি বাবাকে হত্যা করলে?... তো মৃতদেহটার কি করলে?

অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা দিয়ে মুড়ে অরণ্যে নিয়ে গেলাম। তখন ম্যাপে পটারকে ক্যাসেলের দিকে ছুটে যেতে দেখলাম। স্নেইপের সঙ্গে ওর দেখা হল। পরে ডাম্বলডোরের সঙ্গে। দেখলাম পটার ডাম্বলডোরকে নিয়ে ক্যাসেলের বাইরে আসছে। আমি আবার দৌড়তে দৌড়তে অরণ্যে এলাম... তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি ডাম্বলডোরকে বললাম... স্নেইপ আমাকে এখানে আসতে বলেছে।

ডাম্বলডোর আমাকে অরণ্যে গিয়ে বাবার খোঁজ করতে বললেন। বাবার মৃতদেহের কাছে গেলাম। ম্যাপটা দেখতে লাগলাম। যখন দেখলাম সকলেই চলে গেছে... আমি বাবার দেহের পরিবর্তন করলাম... এখন বাবার দেহ নয় শুধু কংকাল, অদৃশ্য আলখেল্লা পরে সেই হাড়গুলো আমি কবর দিলাম... ঠিক হ্যাগ্রিডের কেবিনের সামনে।

উইঙ্কীর ক্ষেপে ক্ষেপে কান্না ছাড়া সকলেই নীরব।

তারপর ডাম্বলডোর বললেন, আজ রাতে...।

আমি ডিনারের আগে ট্রাইউইজার্ড কাপ গোলকধাঁধায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলাম, বার্টি ক্রাউচ নিচু গলায় বলল। কাপটাকে পোর্ট-কী'তে পরিবর্তিত করায় আমার মাস্টারের পরিকল্পনা কার্যকরী হল। আবার তিনি ক্ষমতায় ফিরে এলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সম্মানিত করবেন জাদুকর-জাদুকরিদের কল্পনার বাইরে।

আবার ওর মুখে পাগলের মতো হাসি ফুটে উঠল... মাথাটা ঝুলে পড়ল... উইঙ্কী ওর পাশে বসে ফোঁপাতে লাগল।

ছ ত্রি শ ত ম অ ধ্যা য়

দ্য পার্টিং অব দ্য ওয়েজ

ডাম্বলডোর উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তীব্র ঘৃণায় বার্টি ক্রাউচের দিকে তাকালেন। তারপর তিনি তার জাদুদণ্ড তুলতেই দণ্ডের মুখ থেকে মোটা দড়ি বেরিয়ে এসে বার্টি ক্রাউচকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

বাঁধা হয়ে গেলে ম্যাকগোলাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিনারভা তুমি একটু একে পাহারা দাও, আমি হ্যারিকে ওপরে রেখে আসছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। বার্টিকে দেখে ওর মনে হল কিছু একটা কদর্য্য জিনিস দেখেছেন। তিনি জাদুদণ্ড বের করে বার্টি ক্রাউচের দিকে বাড়াতেই তার হাতটি শক্ত হয়ে গেল।

সিভেরস, ডাম্বলডোর স্নেইপের দিকে তাকিয়ে বললেন, দয়া করে ম্যাডাম পমফ্রেকে এখানে আসতে বলবেন। আমি অ্যালেস্টর মুডিকে হাসপাতালে পাঠাতে চাই। মাঠেও একবার কর্নেলিয়স ফাজের খোঁজে যেতে হবে, ওকে এখানে একবার আসার কথা বলতে হবে। ক্রাউচকে তিনি নিজ মুখে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। আমি আধঘণ্টার মতো হাসপাতালে আছি, দরকার হলে, ওখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্নেইপ কোনও কথা না বলে শুধুমাত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

হ্যারি? ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যারি দাঁড়াল। ওর পায়ের ব্যথা ক্রাউচের কথা শোনার সময় বলতে গেলে ভুলেই গেছিল। এখন আবার ব্যথাটা বেড়ে গেল। পা টনটন করতে লাগল।

শরীরের কাঁপুনিও থামেনি বুঝতে পারলো। ডাম্বলডোর বুঝতে পারলেন ওকে না ধরলে ও ঠিকমত হাঁটতে পারবে না। ওর একটা হাত ধরে করিডর ধরে এগোতে লাগলেন।

হ্যারি, প্রথমে তোমাকে আমার অফিসে যেতে হবে। মনে হয় সিরিয়স ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

হ্যারি ঠিক বুঝতে পারছে না ওর কি হয়েছে। হাত-পা টলছে, পায়ে ব্যথা। কোন কথা ভাল করে মগজে ঢকুছে না। যাকগে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও ট্রাই-উইজার্ড কাপের তৃতীয় টাস্কের শুরু থেকে যা যা ঘটেছে সব ও মন থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। তাহলেও ম্যাড-আই-মুডির ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা, ওয়ার্মটেলের জবুথবু হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা, গরম আগুনের মতো কলড্রন থেকে ভোল্ডেমর্টের উত্থান, সেডরিক... সেডরিকের মৃত্যু... ওর বাবা-মার কাছে ওর মৃতদেহে দিয়ে দেবার কাতর অনুরোধ... ছবির মতো ভেসে আসছে ওর মনে।

– প্রফেসর, হ্যারি আমতা আমতা করে বলল। – মি. ও মিসেস ডিগরি এখন কোথায় আছেন?

ডাম্বলডোর বললেন, – ওরা এখন প্রফেসর স্প্রাউটের কাছে। এই প্রথম হ্যারির প্রফেসরের গলার স্বর স্বাভাবিক নয় বলে মনে হল, অথচ ক্রাউচকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় খুবই স্বাভাবিকভাবে– কখনও সামান্য জোরে, কখনও শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন। স্প্রাউট ওদের পরিবারের একজন খুবই আপনজন।

কথা বলতে বলতে ওরা তখন পাথরের গারগয়লের কাছে পৌঁছেছে। ডাম্বলডোর ভেতরে যাবার জন্য পাসওয়ার্ড বললেন। দরজাটা খুলতেই ওরা চলন্ত পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওম কাঠের দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন। ডাম্বলডোর ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললেন।

সিরিয়স ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আজকাবান থেকে পালাবার সময় তার মুখ যেরকম শুকনো আর ফ্যাকাসে ছিল সেইরকমই মুখ। বলতে গেলে এক ঝটকায় ঘরে ঢুকে বললেন, – হ্যারি তোমার কিছু হয়নি তো?... যা ঘটেছে, এইরকমই কিছু বারবার আমার আশংকা হয়েছিল। বল কী হয়েছিল?

ডাম্বলডোর তাকে নিজেই সকল কথা খুলে বলা শুরু করলেন, বার্টি ক্রাউচ যা যা বলেছে। হ্যারি খুব মনোযোগ দিয়ে ডাম্বলডোরের বৃত্তান্ত শুনলো না। বলার সময় ডাম্বলডোর একটিও 'কমা' ফুলস্টপ' বাদ দিলেন না। হ্যারির কোন কথাবার্তা ভাল লাগছে না, সে ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত চুপ বসে থাকতে চায়।

হ্যারির কোলে পাখির ডানা ঝাপটাতে কিছু পালক উড়ে এসে পড়ল। ফনিক্স পাখি ফকেস, তার ডানার পালক হালকা।

ফকেস ওর কোলের ওপর এসে বসল। চিত্রবিচিত্র ডানাওয়ালা পাখি হালকা

নরম তুলতুলে। ও ফনিক্সের রক্তিম আর সোনালী ডানার পালকে মৃদুমন্দ চাপড় দিতে বলল, চু চু ফকেস।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে ওর টেবিলের সামনে বসিয়ে বললেন, হ্যারি 'পোর্ট-কী' ছোঁবার পর যা যা ঘটেছে আমাকে বল!

সিরিয়স বললেন, মনে হয় হ্যারি খুবই ক্লান্ত। কথা শোনার বিষয়টা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখলে হয় না ডাম্বলডোর? তারপর হ্যারির কাঁধে হাত রেখে বললেন, ওকে একটু বিশ্রাম... একটু ঘুমোতে দিন। ডাম্বলডোর হাত তুলে না বললেন।

হ্যারিও চায় এখনি সবকিছু বলতে। যেন সকল বিষাক্ত পদার্থ না নির্গত করলে স্বস্তি পাচ্ছে না।

ডাম্বলডোর স্নেহার্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, আমি তোমাকে এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম। তোমাকে মন্ত্রবলে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারতাম। অপেক্ষা করতাম সে মুহূর্তের যখন তুমি আজকের পূর্ণ ঘটনা চিন্তা করে বলতে পারতে। আমি তা করতে পারি। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি সাময়িক ব্যথার উপশম তোমাকে পরে আরও বিব্রত করবে। তুমি সত্যিই অসীম সাহস দেখিয়েছ। এইরকমই তোমার কাছ থেকে সর্বদা আশা করি। আমি তাই তোমাকে আবার তোমার সাহস দেখাতে বলছি। তুমি আদ্যোপান্ত ঘটনাটা বল।

হ্যারির কোলে বসা ফকেস নড়েচড়ে বসল। ও সামান্য ঝটকায় উড়ে গেল। হ্যারির মনে হল ওর ঠোঁট থেকে সামান্য কিছু তরল পদার্থ ওর পেটে পড়ল, তাতেই ওর শীত কেটে গেল, শক্তি পেল দেহে।

ও লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করল।... বলার সময় গত রাতের খুঁটিনাটি ঘটনা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। ও দেখতে পেল ভোল্ডেমর্ট যে উজ্জ্বল পোসানটা খেয়েছেন তার পুনঃআবির্ভাব। ডেথইটারদের কবরস্থানে চলাফেরা করা... ঘাসের ওপর কাপের পাশে পড়ে থাকা সেডরিকের মৃতদেহ।

সিরিয়স, হ্যারির পিঠে হাত রেখে বসেছিলেন। মাঝে মধ্যে কিছু বলবার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু ডাম্বলডোর হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। হ্যারিও ভাবল মাঝখানে না থামিয়ে ওরই বলে যাওয়া ঠিক হবে। ভাল। যা বলা সে শুরু করেছে তা শেষ করা দরকার। মনে হল বলে ফেলে যেন শরীরের ভেতর থেকে বিষাক্ত কিছু বের করে দিচ্ছে। শেষ করার পর শরীর মন ঝরঝরে হয়ে গেল।

হ্যারি বলল, ওয়ার্মটেল ছুরি দিয়ে হাত কেটে রক্ত বের করেছে। সিরিয়স অসম্ভব চমকে উঠলেন, ডাম্বলডোর ঝট করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, দেখি হাতটা। হ্যারি কাটা দাগ দুটি দেখাল। ছেড়া যায়গা দিয়ে দেখানো ওর হাতের রোবসের হাতার নিচে কাটা দাগ!

হ্যারি ডাম্বলডোরকে বলল, ভোল্ডেমর্ট আমাকে বলেছিলেন, অন্যের রক্তের বদলে আমার রক্ত মেশালে ও আরও শক্তিশালী হবে না। – আরও বলেছিলেন, আমার সুরক্ষা যা আমার মা আমাকে দিয়ে গেছেন... তার সেটার দরকার। ঠিকই বলেছিলেন, তিনি তো পরে আমার গালে হাত ছুতে পেরেছিলেন।

ডাম্বলডোরের দিকে তাকাতে হ্যারির মনে হল ক্ষণিকের জন্য তার চোখেমুখে গৌরবের ঝিলিক। পরমুহূর্তে হ্যারির বুঝতে পারা কঠিন হলো না সেটা ওর কল্পনা। ডাম্বলডোর ওর ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসলে হ্যারি লক্ষ্য করল তিনি খুবই চিন্তিত, যেন আগের চেয়ে আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

– খুব ভাল। ভোল্ডেমর্ট ওর বাধা অপসারিত করেছে... যাকগে হ্যারি তারপর! হ্যারি এক এক করে প্রতিটি ঘটনা বলল। কলড্রন থেকে ভোল্ডেমর্টের আবির্ভাব, ওয়ার্মটেল আর ডেথইটারদের সঙ্গে কথাবার্তা দড়ি দিয়ে তাকে শক্ত করে কবরের শ্বেতপাথরের ওপর বেঁধে রাখা থেকে জাদুদণ্ড ফেরত দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্যন্ত...।

কথাগুলো বলতে বলতে যখন, ওর আর ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের মুখ থেকে সোনার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সংযুক্ত হয়েছিল ঘটনা পর্যন্ত আসার পর, মনে হল ও আর স্পষ্টভাবে কিছু স্মরণ করতে পারছে না... কিন্তু ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড থেকে যা যা বেরিয়ে এসেছিল সেগুলো এক এক করে বন্যার জলের মতো মনে পড়ে গেল। ও যেন দেখতে পেল সেডরিকের আবির্ভাব, বৃদ্ধ মানুষটি, বার্থা জোরকিনস... ওর মা... ওর বাবাকেও।

এবার সিরিয়স কথা বললেন। হ্যারি খুশি হলো।

দণ্ড দু'টি সংযুক্ত হয়েছিল? হ্যারির কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু। – কিন্তু কেন?

হ্যারি আবার ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো।

ডাম্বলডোর বিড়বিড় করে বললেন, প্রিওরি ইনক্যানটেটেম!

সিরিয়স তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, জাদুমন্ত্রের বিপরীত প্রতিক্রিয়া?

ঠিকই ধরেছেন, ডাম্বলডোর বললেন, হ্যারি ও ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড একই পদার্থের। একই ফনিক্স পাখির ল্যাজের পালক দু'জনের দণ্ডে আছে। ওই ফনিক্স, আসলে ওই সোনার বর্ণের চিত্রবিচিত্র ডানাওয়ালা যে পাখিটা হ্যারির হাঁটুর ওপর বসে রয়েছে তারই।

হ্যারি খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার দণ্ডের পালক তাহলে ফকেসের?

ঠিক ধরছো? ডাম্বলডোর বললেন। তুমি জাদুদণ্ডটা চার বছর আগে সি অল্লিভেন্ডারের দোকান থেকে কেনার পরই তিনি আমাকে লিখেছিলেন।

–তো, যখন একটি দণ্ড তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয় তখন কি হয়? সিরিয়স জিজ্ঞেস করে।

ডাম্বলডোর বললেন,– একজনের বিরুদ্ধে অন্যজন কাজ করে না। অবশ্য জোরজার করলে... খুব অদ্ভুত কিছু হয়।

– একটি দণ্ড অন্য দণ্ডটিকে তার মন্ত্র প্রয়োগ উগড়ে ফেলতে বাধ্য করে– একের অন্যকে।

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালে হ্যারি মাথা নাড়ল।

তার মানে, ডাম্বলডোর বললেন, সেডরিকের মতো একটা মূর্তি নিশ্চয়ই পুনরায় আবির্ভাব হয়েছে।

হ্যারি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

সিরিয়স ধারাল গলায় বললেন, ডিগরি জীবন ফিরে পেয়েছিল?

– কোনও মন্ত্র মৃতদের পুনরায় জীবন দিতে পারে না, ডাম্বলডোর গম্ভীরভাবে বললেন।– যেটা হয়েছে একরকম বিপরীত প্রতিধ্বনির মত একটা বিষয়। মনে হয় জীবন্ত সেডরিকের একটি ছায়া জাদুদণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল... আমি ঠিক বলেছি, হ্যারি?

হ্যারি হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে বলল, ও আমার সঙ্গে কথা বলেছিল... সেডরিক, বা ভূত সেডরিক, বা সে যাই হোক আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

একটা প্রতিধ্বনি, ডাম্বলডোর বললেন, সেডরিকের দেহের অবয়ব রক্ষা করেছিল- আমার ধারণা ওইরকম আরও কিছু ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল... তারা ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ডের ইদানিংকালের শিকার।

একজন বৃদ্ধ, হ্যারি বলল। তখনও ওর ঠোঁট কাঁপছে।– বার্থা জোরকিনস, আর...।

তোমার মা-বাবা, ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যাঁ, হ্যারি বলল।

সিরিয়স এত জোরে হ্যারির কাঁধ চেপে ধরেছিলেন তাতে ওর কাঁধটা টনটন করছিল।

ওর জাদুদণ্ডের শেষ হত্যা..., ডাম্বলডোর বললেন–, রিভার্স অর্ডারে। তুমি যদি সংযোগটা বলবৎ রাখতে তাহলে আরও দেখা দিত। যাকগে খুব ভাল হ্যারি... ওইসব ছায়া, প্রতিধ্বনি... তারা কি করল?

হ্যারি যা যা ঘটেছিল গড়গড় করে বলে গেল; মানুষের আকারগুলো কেমন করে দণ্ডের ছোট ছিদ্র দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, সোনার জাল, ভোল্ডেমর্টের তাদের দেখে ভয় পাওয়া, ওর বাবার ছায়া, ওকে কি করতে হবে বলেছিল,... সেডরিকের শেষ অনুরোধ।

বলতে বলতে হ্যারি থেমে গেল... আর এগোতে পারলো না। ও সিরিয়সের দিকে তাকিয়ে দেখল সিরিয়স গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন।

হ্যারি হঠাৎ মনে হল ফকেস ওর হাঁটুর ওপর থেকে নেমেছে, ফনিক্স মেঝেতে ঝটপট করছে। ওর মাথাটা হ্যারির ব্যথা পায়ের ওপর রাখা। ওর চোখ দিয়ে মুক্তার মত অশ্রু পড়ছে।... ব্যথা আর নেই, কাটা দাগ নেই... পা ঠিক হয়ে গেছে।

আমি আবার বলছি, ফনিক্স মেঝে থেকে উড়ে গিয়ে দরজার পাশে হাতলের ওপর বসলে ডাম্বলডোর বললেন।– তুমি আজ রাতে অবশ্যই তুলনাহীন সাহস দেখিয়েছ, হ্যারি এটাই তোমার কাছে আশা করেছিলাম, যারা শক্তিশালী ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরই মতো তুমি সাহস দেখিয়েছ। তুমি তোমার কাঁধে বড় জাদুকরের মতো বোঝা নিয়েছ, তাদের কোনও অংশে তুমি ক্ষুদ্র নও, তোমার কাছে আমাদের আশা-ভরসা অনেক। তুমি ডরমেটরিতে রাতের বেলা একা যাবে আমি চাই না। আমার সঙ্গে হাসপাতালে চল। ওর দরকার ঘুমের জন্য পোসান আর বিশ্রাম-শান্তি... সিরিয়স আপনি কি ওর সঙ্গে থাকতে চান?

সিরিয়স রাজি, আবার কাল কুকুর হয়ে ডাম্বলডোর আর হ্যারির সিঁড়ি দিয়ে নেমে হসপিটালে চললেন।

ওরা হাসপাতালে ম্যাডাম পমফ্রের ঘরে গিয়ে দেখল মিসেস উইসলি, হারমিওন, রন, বিল... ম্যাডাম পমফ্রেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলেরই মুখ উদ্বিগ্ন। ওরা হ্যারি কোথায় ছিল, ওর কী হয়েছে জানতে চায়। কাল কুকুরটি নিয়ে ডাম্বলডোরের সঙ্গে হ্যারি ঘরে ঢুকলে ওরা হ্যারির দিকে একরকম দৌড়ে গেল। মিসেস উইসলি বেশ উঁচু গলায় বলে উঠলেন– হ্যারি! ও হ্যারি।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে জড়িয়ে ধরবার আগেই ডাম্বলডোর ওদের মাঝখানে দাঁড়ালেন।

ডাম্বলডোর মিসেস উইসলির একটা হাত ধরে বললেন– মল্লি, হ্যারি এখন সুস্থ হয়ে উঠছে। ওর এখন ঘুম, বিশ্রাম... মানসিক শান্তি দরকার... ও চাইলে তোমরা সকলে থাকতে পার ওর কাছে।

তোমরা কিন্তু ওকে কোনও প্রশ্ন করবে না, মনে হয় আজ সন্ধ্যার আগে ও ঠিক সুস্থ হবে না।

বিল, রন, হারমিওনের দিকে ফিরে মিসেস উইসলি বললেন– প্রফেসর কি বললেন শুনেছ তো? তোমরা এখন ওকে বিশ্রাম করতে দাও।

ম্যাডাম পমফ্রে বড় কাল কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন– হেডমাস্টার আপনাকে একটা কথা বলব...?

পমফ্রে জানেন না কুকুর, কুকুর নয়টি সিরিয়স।

ডাম্বলডোর হেসে বললেন– না না ও থাকুক। ও কোনও গোলমাল করবে না। খুবই 'ওয়েল ট্রেনড'...। হ্যারি তুমি শুয়ে পড়লে আমি যাব।

হ্যারিরও একই কথা বারবার বলতে মন চাইছিল না, তাই সকলকে ওকে কোনও প্রশ্ন না করতে বলার জন্য অসম্ভব কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। অবশ্য ও চাইছে না ওরা চলে যাক।

ফাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমি আবার আসব, তোমাকে কাল সকাল পর্যন্ত এখানে থাকতে হতে পারে। স্কুলকেও ব্যাপারটা জানাতে হবে। ডাম্বলডোর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন।

হ্যারিকে ম্যাডাম পমফ্রে একটা বেডে নিয়ে যাবার সময় ও দেখল আসল মুডি অন্য একটা বেডে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। বিছানার একপাশে টেবিলের ওপর পরে রয়েছে ম্যাজিক্যাল চোখ আর কাঠের পা।

ম্যাডাম পমফ্রে পরদা টানতে টানতে বললেন, মুডি ভাল আছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

ম্যাডাম পমফ্রে সকলের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলার পর হ্যারিকে হসপিটালের জামা পরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে হাতে একটা ছোট বোতল, গবলেট আর পোসান নিয়ে ফিরে এলেন।

হ্যারি পোসানটা খেয়ে নাও... একটু পরে স্বপ্নবিহীন ঘুম এসে যাবে।

পোসান খাবার পর হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

ঘুম ভাঙার পরও হ্যারির মনে হল আর একটু ঘুমুলে যেন ভাল হতো। তখনও চোখ দুটো ভারি ভারি, মাথা তুলতে পারছে না। এধার-ওধার তাকিয়ে মনে হল মাঝরাত। বাকি রাতটুকু ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করতেই শুনতে পেল কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

– ঘুম না ভাঙলে ওরাই ওকে তুলে দেবে ঠিক সময়ে।

– বাইরে কারা গোলমাল করছে, আবার কিছু গণ্ডগোল হল নাতো?

হ্যারি চোখ খুলল, ঝাপসা চোখে দেখল মিসেস উইসলি, আর বিল। বিল ওর পাশে বসে আর মিসেস উইসলি দাঁড়িয়ে। ঘরের বাইরে কারা যেন তর্ক করছে।

মিসেস উইসলি বললেন, মি. ফাজ এর গলা, ও হ্যাঁ অপরটি আর মিনার্ভা ম্যাকগোনাগল... কিন্তু কি নিয়ে এত তর্কাতর্কি?

হ্যারিরও কানে এল হাসপাতালের নিয়মের বাইরে লোকেদের হট্টগোল... জোরে জোরে কথা বলছে আর করিডোরে শব্দ করে হাঁটছে।

কর্নলেনিয়স ফাজ বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক মিনার্ভা।

সমস্ত ক্যাসেলের ছেলে- মেয়েকে এখানে আসতে দেওয়া উচিত হয়নি,

ম্যাকগোনাগল বললেন– ডাম্বলডোর জানতে পারলে...

দরজা খোলার শব্দ হতে হ্যারি চশমাটা পরে তাকাল। দেখল অনেক মুখ দরজার গোড়া থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিল পর্দাটা টেনে দিল। হ্যারি উঠে বসল।

ফাজ, ম্যাকগোনাগল আর স্নেইপ ওয়ার্ডে ঢুকলেন।

ফাজ মিসেস উইসলিকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন– ডাম্বলডোর এখনও আসেননি? গলায় ঝাঁঝ ও বিরক্তির সুর।

ফাজের উদ্ধত গলা শুনে মিসেস উইসলি রেগে গিয়ে বললেন– মিনিস্টার এটা হাসপাতাল, আপনি কি একটু আস্তে কথা বলতে পারেন না?

ঠিক সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে ডাম্বলডোর ঘরে ঢুকলেন।

ডাম্বলডোর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন– এত শব্দ কেন, ব্যাপার কী? আপনারা এত জোরে জোরে কথা বলছেন কেন?

মিনার্ভা, আপনাকে তো আমি বার্টি ক্রাউচের কাছে পাহারার জন্য থাকতে বলেছিলাম।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

ম্যাকগোনাগল খিটখিটিয়ে বললেন, পাহারার কোনও প্রয়োজন নেই প্রফেসর ডাম্বলডোর! মাননীয় মন্ত্রী সেটার ব্যবস্থা করেছেন।

হ্যারি আগে কখনও মিনার্ভা ম্যাকগোনাগলকে এতো উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শোনেনি। রাগে ফুঁসছেন, গাল লাল, হাত মুঠো করে রয়েছেন।

স্নেইপ বললেন– ফাজকে বলেছিলাম, আজকের রাতের ঘটনার ব্যাপারে আমরা ডেথইটারকে ধরেছি, তখন উনি ভয় পেয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বললেন। একজন ডিমেন্টরকে ডেকে ওকে ক্যাসেলে নিয়ে যেতে বললেন। এমনিক যেখানে বার্টি ক্রাউচ আছে সেখানেও ডিমন্টরকে সাথে রাখলেন, আমি মি. ফাজকে বারবার বলেছি, ক্যাসেলের মধ্যে ডিমেন্টরকে ঢুকতে দেবেন না। কিন্তু উনি...।

প্রিয় ম্যাডাম!, ফাজ গর্জন করে উঠলেন, হ্যারি এর আগে তাকে এত বেশি রাগতে দেখেনি। ম্যাজিক মন্ত্রী হিসেবে এটা আমার সিদ্ধান্ত- বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কেউ আমার সঙ্গে থাকবে কি না। এ বিষয়ে অন্য কেউ আমাকে নির্দেশ করতে পারে না।

এখন ম্যাকগোনাগলের গলার স্বর ছাপিয়ে গেল ফাজের গলা।

যে মুহূর্তে এ জিনিসটা ঘরে ঢুকলো... ফাজের দিকে আঙ্গুল তুলে কাঁপতে কাঁপতে বললেন– ক্রাউচের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হ্যারি খুব ভাল করেই জানে মি. ফাজের ডিমেন্টর নিয়ে ক্যাসেলে আসা ঠিক

হয়নি। মিসেস ম্যাকগোনাগলের আর কিছু বলার দরকার নেই। ডিমেন্টর ক্রাউচের ঘরে এসে যা করবার তাই করেছে। মৃত্যু চুম্বন দিয়ে ডিমেন্টর ক্রাউচের প্রাণ দেহ থেকে টেনে এনেছে। পরিস্থিতি মৃত্যুর চেয়েও বিপজ্জনক।

ওর মৃত্যুতে আমাদের এমনকি হয়েছে, ফাজ রাগে ফেটে পড়ে বললেন।– আমার মনে হয় ও অনেকের মৃত্যুর জন্য দায়ি ছিল!

ডাম্বলডোর ফাজের দিকে তাকিয়ে বললেন– কর্নেলিয়স এখন তো ও কোনও স্বীকারোক্তি দিতে পারবে না। কথাটা বলে এমনভাবে ফাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন জীবনে ওকে এই প্রথম দেখছেন। ওতো এখন বলতে পারবে না কেন নিরীহ মানুষদের ও হত্যা করেছিল।

ফাজ ফেটে পড়ে বললেন– কেন ও তাদের হত্যা করতে যাবে?... ওটা কোনও রহস্য নয়। ও একটা ছন্নছাড়া পাগল, মিনার্ভা আর সেভেরাস আমাকে বলেছে। ওভাবে যা কিছু করছে সবই ইউ- নো-হুর আদেশে।

ডাম্বলডোর বললেন– কর্নেলিয়স, লর্ড ভোল্ডেমর্ট ওকে নিয়মিত নির্দেশ দিত। ওইসব চুনোপুঁটিদের মৃত্যু ভোল্ডেমর্টের পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্ল্যানের একটি অংশ মাত্র। সেই প্ল্যান সার্থক হতে চলেছে। ভোল্ডেমর্ট আবার ওর দেহ ফিরে পেয়েছে।

ফাজ এমনভাবে তাকাল যেন কেউ অতর্কিতে ওর মুখে একটা ভারি জিনিস প্রচণ্ডভাবে ছুঁড়ে মেরেছে। বিস্ফোরিত চোখে ডাম্বলডোরের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বাস করতে যেন তার মন চাইছে না– এমনই এক ভাব!

ফাজ তোতলাতে তোতলাতে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে বললেন– কি বললেন, ইউ- নো-হু ফিরে এসেছে? অসম্ভব ডাম্বলডোর।

ডাম্বলডোর ধীরে ধীরে বললেন– ব্যাপারটা মোটেই অবাস্তব নয়– সেভেরাস আর মিনার্ভা জানে। তাছাড়া আমরা বার্টি ক্রাউচের স্বীকারোক্তি শুনেছি। ভেরিটাসেরমের প্রভাবে ও আমাদের বলেছে, কেমন করে ওকে আজকাবান থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল; ভোল্ডেমর্ট বার্থা জোরকিনসের কাছ থেকে সেই খবর পেয়ে ওর বাবার কাছে গিয়ে তার আঁওতা থেকে মুক্ত করে, হ্যারিকে ধরবার জন্য ওকে ব্যবহার করেছিল। সেই পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে ফাজ, ক্রাউচ ভোল্ডেমর্টকে ফেরার সাহায্য করেছে। হ্যারি ফাজের মুখের হাসি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো। ফাজ বললেন–, ডাম্বলডোর শুনুন, আপনি কখনই ওর কথাগুলো বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। ছো:, ইউ- নো- হু আবার ফিরে এসেছে? আপনি ওই পাগলটার কথা বিশ্বাস করছেন ডাম্বলডোর? ও ইউ- নো- হুর নির্দেশমত কাজ করেছে?

জানেন? হ্যারি ট্রাইউইজার্ড কাপ স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে সরাসরি

ভোল্ডেমর্টের কাছে অজ্ঞান করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডাম্বলডোর দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন। হ্যারি স্বচক্ষে ভোল্ডেমর্টের পুনঃর্জন্ম দেখেছে। পরে, আপনি আমার অফিসে এলে আপনাকে সব বলবো।

তারপর ডাম্বলডোর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে ফাজকে বললেন– আজ কিন্তু আমি হ্যারিকে কাউকে কোনও প্রশ্ন করতে অনুমতি দেব না।

ফাজের অবিশ্বাসের ছাপ মুখে লেগে রইল।

হ্যারি যা বলেছে আপনি তা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেন প্রফেসর ডাম্বলডোর!

কথাটা শুনে অদূরে শুয়ে থাকা সিরিয়সের রাগে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

– না বিশ্বাস করার তো কোনও হেতু নেই মি. ফাজ। আমি ক্রাউচের স্বীকারোক্তি আর হ্যারির কথাও শুনেছি। কোনও অমিল নেই। ওরা যা বলেছে, একই। গত গ্রীষ্মে বার্থা জোরকিনসের নিখোঁজের পরই ঘটনার সূত্রপাত।

ফাজ হ্যারির দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন– তাহলে আপনি পাগলের প্রলাপকে সত্য বলে মনে করেন? একজন পাগল খুনি, অন্যজন বালক।

ফাজ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালেন।

হ্যারি শান্তভাবে বলল, আপনি বোধহয় রিটা স্কীটারের লেখা পড়ছেন।

হ্যারির গলা শুনে হারমিওন, রন, মিসেস উইসলি, বিল একরকম লাফিয়ে উঠল। ওরা ভেবেছিল হ্যারি ঘুমচ্ছে।

– হ্যাঁ, যদি বলি? ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে ফাজ বললেন– আমি যদি বের করতে পারি যে ছেলেটি সম্বন্ধে আপনি নির্বিকারভাবে অনেক কিছু গোপন করে যাচ্ছেন?

– আমার মনে হয় আপনি হ্যারির কপালে কাটা দাগের ব্যথা আর জ্বলা-চুলকানির কথা বলছেন। ডাম্বলডোর সংযত হয়ে বললেন।

– তাহলে আপনি স্বীকার করেন ওর মাথায় যন্ত্রণা হয়? তাহলে? ফাজ হড়বড় করে বললেন– মাথাব্যাথা? নিশা স্বপ্ন? ...হয়ত অলীক কিছুর ওপর বিশ্বাস? কর্নেলিয়স আমার কথা শুনুন, ডাম্বলডোর ফাজের দিকে এক পা এগিয়ে বললেন– ডাম্বলডোর ক্রাউচকে স্টানড করার পর যে অব্যক্ত শক্তি প্রবাহিত করেছিলেন... হ্যারির মনে হল ডাম্বলডোর সেইরকম কিছু করলেন। বললেন, শুনুন, হ্যারি, আপনার আমার মতই সুস্থ মস্তিষ্কের ছেলে। ওর মাথার ওই কাটা দাগ ওর মস্তিষ্ককে কোনরকম জড়বুদ্ধি করেনি। আমার বিশ্বাস ওর ব্যথাটা বাড়ে যখন লর্ড ভোল্ডেমর্ট ওর কাছে আসে অথবা কোনও রকম খুন ইত্যাদির পরিকল্পনা করে।

ফাজ আধপা পিছিয়ে যান। কিন্তু ওকে একটুও একগুঁয়ে কম জেদি মনে হয়

না। – আমাকে ক্ষমা করবেন ডাম্বলডোর– এর আগে আমি শুনেছি ওইরকম জাদুর দাগ, বিপদ সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হ্যারি বলল– আমি ভোল্ডেমর্টকে ফিরে আসতে দেখেছি। কথাটা বলে হ্যারি বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করলো। মিসেস উইসলি ওকে চেপে ধরে বেডে শুইয়ে দিলেন। – আমি ডেথইটারদের দেখেছি! আমি তাদের নামও বলতে পারি... লুসিয়াস ম্যালফয়।

স্নেইপ কথাটা শুনে নড়ে বসলেন। হ্যারি ওর দিকে তাকাতেই স্নেইপ ফাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

ফাজ বললেন– ম্যালফয়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। মনে হয় ফাজ একটু যেন অস্বস্তিতে পড়লেন। বহু পুরাতন পরিবার– ভাল কাজের জন্য তারা অনেক অর্থ দান করেন।

হ্যারি বলল– ম্যাকমেয়ার!

সেও অভিযোগ মুক্ত। এখন তো ও মন্ত্রণালয়ে কাজ করে!

অ্যাভেরি- নট-ক্র্যাব-গোয়েলে।

তুমি যাদের নাম করছ, তারা তের বছর আগে ডেথইটারের অভিযোগ থেকে মুক্ত, ফাজ রাগ করে বললেন– তুমি তাদের তের বছর আগের বিচারের নথিপত্র দেখতে পার। দুঃখিত ডাম্বলডোর এই বাচ্চা ছেলেটি গত বছরও এমন বিভ্রান্তি মূলক গল্পের সৃষ্টি করেছিল।

আপনি মূর্খ! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চিৎকার করে উঠলেন। সেডরিক ডিগরি! মি. ক্রাউচ... ওদের মৃত্যু কোনও পাগলের এলোপাতাড়ি কাজ নয়।

ফাজ জোর গলায় বললেন, আমি তো কোনও তথ্য দেখি না। মুখটা তার রাগে বেগুনি হয়ে যায়। আমার স্থির বিশ্বাস আপনারা কিছু একটা গোলমাল পাকাতে ইচ্ছুক। আমরা গত তের বছর ডেথইটারদের খতম করার কাজ করে আসছি।

এতদিন ফাজ সম্বন্ধে হ্যারির মনে সুন্দর একটি ছবি ছিল– শান্ত প্রকৃতির, ভদ্র, মিষ্টভাষী, সেই সব ধারণা যেন বদলে গেল। ওর মনে হলো সামনে যেন এক ক্রোধী জাদুকর দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর শান্তির জন্য যাবতীয় প্রয়াস যেন মানতে প্রস্তুত নয়। বিশ্বাস করেন না লর্ড ভোল্ডেমর্ট আবার ফিরে এসেছেন।

ডাম্বলডোর আবার বললেন, হ্যাঁ ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় এই সত্য কথাটা আপনি মেনে নিয়ে যা কিছু করার প্রয়োজনীয় তাই করুন। এখনও সময় আছে। একটা কিছু ভেবে-চিন্তে করলে আমরা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারি। আমার প্রথম ও অত্যন্ত দরকারী পদক্ষেপ হচ্ছে আজকাবানে ডেমেন্টরদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা।

ফাজ আবার জোরে জোরে বললেন, হায় ঈশ্বর! আমি যদি ডেমন্টরদের ওখান

থেকে সরাবার প্রস্তাব দেই তাহলে ওরাই অফিস থেকে আমাকে লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবে। ডিমেন্টরদের জন্যই আমরা রাত্রে ভাল করে ঘুমতে পারি, নিরাপদে চলাফেরা করতে পারি। তাছাড়া আজকাবান কারাগারে ওরা রক্ষির কাজ করে!

– তাহলে কর্নেললিয়স আপনার বক্তব্য... খুব ভালভাবেই জানেন যে, লর্ড ভোল্ডেমরের যারা অনুগামী, তাদের ভোল্ডেমর্ট একবার ডাকলেই তার কাছে এক মুহূর্তে ছুটে যাবে। ফাজ, আমার আপনার চাইতে ভোল্ডেমর্ট তার কাজের জন্য ওদের অনেক সুখ-সুবিধায় রাখে। সে তার তের বছর আগেকার অবস্থায় ফিরে আসার জন্য সমস্ত বুদ্ধি ও কলাকৌশল করছ। ডেমেন্টররা ওর সমর্থক– পুরনো দিনের অনেকেও... তারা সবাই ওর সঙ্গে জোট পাকাচ্ছে।

ফাজ একবার কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু বলছেন না, প্রচণ্ড রাগ ব্যক্ত করার কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

– দ্বিতীয় কাজ– আপনি সময় নষ্ট করবেন না। এখনই করতে হবে। দানবদের কাছে লোক পাঠান... ডেকে পাঠান।

– দানবদের কাছে দূত পাঠাতে হবে? আপনি এসব কি বলছেন ডাম্বলডোর? কিসব পাগলের মতো বলছেন।

– যদি আমার পরামর্শ না শোনেন তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, ভোল্ডেমর্ট ওদের ডেকে পাঠিয়ে আগে যেমন বলেছিল তেমনই বলবে, তোমরা আমার সহায় হও, আমি তোমাদের সবরকম সুখ-সুবিধা ও স্বাধীনতা দেবো।'

– আপনি... আপনি মানে ভেবেচিন্তে কথা বলছেন না...ডাম্বলডোর।... জাদুকর সম্প্রদায় যদি জানতে পারে ওরা যাদের ঘেন্না করে, আমি সেই দানবদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি... তাহলে আমার কর্মজীবনের এখানেই ইতি হবে।

ডাম্বলডোর ফাজের বেশ রেগে গেলেন... বললেন, আপনি ক্ষমতা চলে যাবার ভয়ে অন্ধ হয়ে আছেন কর্নেলিয়স, আপনি অতিমাত্রায় নিজেকে অপরিহার্য মনে করেন– রক্তের শুদ্ধতা সম্বন্ধে গৌরববোধ করেন! কার কোথায় কোন পরিবারে জন্ম সেটা বড় কথা নয়, তাদের সেগুলোর বাইরেও আরও অনেক কিছু থাকতে পারে সেই সত্যটা মেনে নিতে পারেন না। এই তো কিছুক্ষণ আগে আপনার ডেমেন্টর, 'শুদ্ধ রক্ত' এক পরিবারের শেষ সদস্যকে খতম করেছে... শুনুন ফাজ, আবার বলছি, অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। যদি ওইসব অত্যাচারীদের সমূলে বিনাশ করতে পারেন তাহলে ম্যাজিক মন্ত্রণালয় আপনাকে অতি মূল্যবান ও সুযোগ্য মানুষ হিসেবে মনে রাখবে। আমাদের এই পৃথিবীকে তিল তিল করে ঢেলে সাজাচ্ছি... সেটা ভোল্ডেমর্টকে বিনাশ করতে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবেন না।

ফাজ বিড়বিড় করে বললেন, উন্মাদ... অস্থির মস্তিষ্ক!

তারপর সবাই নির্বাক।

ম্যাডাম পমফ্রে হ্যারির বেডের পায়ের কাছে বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মিসেস উইসলি হ্যারির মাথার কাছে হ্যারিকে উঠতে দেবেন না। বিল, রন, হারমিওন ফাজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাম্বলডোর বললেন, কর্নেলিয়স, আপনি যে পথটা বেছে নিয়েছেন সেটা অভ্রান্ত মনে করলে সেই পথে চলুন, আমি আমার পথে চলি। এখন থেকে তাহলে আমাদের যে যার নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে চলাই ঠিক হবে। আমি যা সত্য মনে করি সেটা সকলের মঙ্গলের জন্য মনে করি।

ডাম্বলডোর কোনওরকম বাদ বিসম্বাদ, তর্কাতর্কির মধ্যে আর যেতে চান না এটাই তার ফুটে উঠল। 'আজ থেকে আপনার পথ আর আমার পথ আলাদা।'

কথাটা শুনে ফাজ আঙ্গুল তুলে ডাম্বলডোরকে বললেন, হ্যাঁ, তাহলে শুনুন আমি আপনার কাজকর্মে কোনদিনই হস্তক্ষেপ করিনি। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, আমি সবসময়ে আপনার কোন কোন সিদ্ধান্তে একমত না হলেও চুপ করে থেকেছি। তবে অনেকেই মন্ত্রণালয়কে না জানিয়ে আপনার ওয়ের উলভ্স (নিজেকে সাময়িকভাবে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করা) ভাড়া করা, হ্যাগ্রিডকে বহাল করা... যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান ঠিক মনে করেন না। কিন্তু যদি আপনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজকর্ম করেন...।

ডাম্বলডোর পরিষ্কার কণ্ঠে ফাজকে বললেন, এমনিই একজনের আবির্ভাব হয়েছে যার বিরুদ্ধে আমি কাজ করছি... তিনি তথাকথিত লর্ড ভোল্ডেমর্ট। আপনারা যদি তার বিরুদ্ধে হন, তাহলে কর্নেলিয়স আপনার আর আমার বিরোধ কোথায়?

শেষে ফাজ বললেন, এবার তার গলা নরম, ও ফিরে আসতে পারে না ডাম্বলডোর, ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

স্নেইপ রোবের আস্তিনটা গুটোতে গুটোতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ডাম্বলডোরকে ছাড়িয়ে গিয়ে ফাজকে খোলা হাতটা দেখাতেই সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

স্নেইপ কর্কশ গলায় বললেন, এটা দেখছেন... ডার্ক মার্ক! এটা আগের মত স্পষ্ট নয়, যেমন ছিল এক ঘণ্টা আগেও, না... মানে যখন এটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিলো... কিন্তু এখন এটা ভাল করেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ডার্কলর্ড প্রতিটি ডেথইটারের হাতে এই উল্কিটা করে দিয়েছেন। পরস্পর-পরস্পরকে চেনার একটা চিহ্ন এবং আমাদের ডেকে পাঠাবার একটি উপায়। যখন তিনি কোনও ডেথইটারের এই মার্কে হাতকে ছাঁয়ান আমাদের তৎক্ষণাৎ ডিসঅ্যাপারেট (উধাও) এবং অ্যাপারেট (আবির্ভাব) হয়ে তার পাশে দাঁড়াতে হয়। প্রতি বছরই এই মার্কটা স্পষ্ট হতে থাকে। কারকারফের হাতেও ছিলো। ও কেন আজ রাতে পালিয়ে গেলো বলুন

তো? আমরা দু'জনেই 'মার্কে' জ্বালা অনুভব করেছিলাম। আমরা দু'জনেই বুঝেছিলাম ডার্কলর্ড ফিরে এসেছেন। ডার্কলর্ড প্রতিহিংসা নিতে পারেন এমন ভয় পেয়েছিলো কারকারফ। ও তার অনেক সহচর ডেথইটারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে... এখন তারা ভোল্ডেমর্টের হাতের মুঠোতে।

ফাজ স্নেইপের কথাটা শুনে, তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। স্নেইপের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন বলে মুখ দেখে মনে হয় না। স্নেইপের হাতে বিশ্রী পোড়া দাগটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে আপনি বা আপনার স্টাফরা ডাম্বলডোরকে কেমন করে খেলাচ্ছেন,... কিন্তু আমার কানে অনেক খবর এসেছে। আমি অধিক কিছু বলতে চাই না এ সম্বন্ধে। ডাম্বলডোর কাল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো... মানে, এই স্কুলের কাজকর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে। আমার এখন মিনিস্ট্রিতে যেতে হবে।

ঘর ছেড়ে যেতে যেতে ফাজ থেমে গেলেন... হ্যারির দিকে তাকিয়ে ওর বেডের কাছে গেলেন। •

তোমার ট্রাইউইজার্ড কাপ জেতার জন্য পুরস্কার পাওনা আছে হ্যারি। কথাটা বলে ফাজ পকেট থেকে সোনাভর্তি একটা ব্যাগ বের করে হ্যারির বেডের পাশের ছোট টেবিলের রেখে বললেন, – এতে এক হাজার গ্যালিওনস আছে... একটা পুরস্কার বিতরণী সভার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা...।

কথাটা বলে মাথার 'বৌলার হ্যাট' চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সশব্দে দরজাটা বন্ধ করলেন। ফাজ চলে গেলে ডাম্বলডোর ঘরের ছেলেমেয়েদের দিতে তাকালেন।

ডাম্বলডোর বললেন, কিছু কাজ বাকি আছে মল্লি... আমি কী তোমার আর আর্থারের ওপর নির্ভর করতে পারি?

মিসেস উইসলি বললেন, অবশ্যই উনি জানেন ফাজ কি রকম মানুষ। মাগলদের আর্থার ভালবাসেন বলেই তাদের জন্য মিনিস্ট্রিতে এতোবছর ধরে রয়ে গেছেন। ফাজ মনে করে আর্থারের জাদুকর হিসেবে তার নিজের কোনও গর্ববোধ নেই। তাহলে তুমি একটা খবর ওকে দিতে পারবে? ডাম্বলডোর বললেন, মিনিস্ট্রিতে কর্নেলিয়াসের মতো নিচু মনের মানুষ ছাড়া আরও অনেক মানুষ আছেন... আর্থার অনেক ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছে ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা যত শীঘ্র সকলকে জানাক।

বিল বলল,– আমি বাবার কাছে যদি... এখনই যাব।

– তাহলে খুব ভাল হয়, ডাম্বলডোর বললেন।– বাবাকে সব ব্যাপারটা গুছিয়ে

বলবে, আমি শিগগিরি ওর সঙ্গে সামনাসামনি সব বলতে চাই।... তাছাড়া ওকে সতর্ক থাকতে হবে। ফাজ যেন আবার না মনে করে আমি মিনিস্ট্রির কাজে নাক গলাচ্ছি।

বিল বলল, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, যাবার জন্য এগোলে।

– মিনার্ভা, ডাম্বলডোর ম্যানাগোনাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন,– অফিসে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে কথা বলতে হবে...। মাদাম ম্যাক্সিম চাইলে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল শুধু মাথা নেড়ে একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ম্যাকগোনাগল চলে গেলে ডাম্বলডোর পমফ্রেকে বললেন, পপি, তুমি একবার মুডির অফিসে যেতে পারবে, ওখানে যেখানে উইঙ্কি নামে এক হাউজ এলফ আছে। বেচারীর শুনেছি শরীর খুব খারাপ, মানসিক সমস্যাতে ভুগছে। তুমি ওকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করে আবার কিচেনে ছেড়ে দিয়ে আসবে। ডব্বি আমাদের হয়ে উইঙ্কির দেখভাল করবে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই খুব ভাল কথা, ম্যাডাম পমফ্রে একটু হকচকিয়ে চলে গেলেন।

ওর পদশব্দ মিলিয়ে গেলে ডাম্বলডোর বললেন,– সিরিয়স এখন আপনি রূপান্তরিত হতে পারেন। ডাম্বলডোরের কথা শোনার পর বিরাট কাল কুকুরটা মানুষের রূপ নিল।

মিসেস উইসলি একটু ভয় পেয়ে বিছানা থেকে দেখলেন কাল কুকুরটা মানুষে রূপান্তরিত হল।

সিরিয়স ব্ল্যাক আপনি...? ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মিসেস উইসলি বললেন।

রন মা'কে আশ্বস্ত করে বলল,– অসুবিধে নেই, তুমি জোরে কথা বলো না।

স্নেইপ অবশ্য ভয়ে আঁতকে উঠলেন না। তবে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে রাগ আর ভয়মিশ্রিত মুখে সিরিয়সের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সিরিয়াসও মুখ ব্যাজার করে স্নেইপের দিকে তাকালেন। হ্যারি আশা করেছিল ডাম্বলডোর নতুন একটা মিরাকল করবেন। কিন্তু দেখল স্নেইপ আর সিরিয়স পরস্পরের দিকে অবন্ধুসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

ডাম্বলডোর বললেন, এখন আমাদের খুব খারাপ সময় চলছে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে এক হওয়া বিশেষ দরকার। আপনারা পুরনো বিবাদ ভুলে যান। এক না হলে ভোল্ডেমর্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা আমাদের অনৈক্যের দুর্বলতার সুযোগ

নেবে। সময় কিন্তু খুব কম।

সিরিয়স ও স্নেইপ দু'জনে কাছে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেও আগের মতই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডাম্বলডোর বললেন, এখন আপনাদের একত্রে কাজ করতে হবে। ফাজের হাবভাব অপ্রত্যাশিত নয়। সবকিছু বদলে যাবে সিরিয়স। আমি চাই আপনি এখন আর এখানে থাকবেন না। আপনাকে রেমাস লুপিন, আরাবেল্লা ফিগ, মুন্ডনগাস ফ্লেচার... পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক করে দিতে হবে। লুপিনের ওখানে গিয়ে চুপচাপ থাকুন... আমি ওখানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

হ্যারি বলল, কিন্তু।

মনে হয় ও চাইছে সিরিয়স ওর কাছে থাকুন। এত শীঘ্র তাকে বিদায় দিতে ওর মন চাইছে না।

সিরিয়স হ্যারির মুখ দেখে ওর মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, ভেব না, তোমার সঙ্গেও শিগগির দেখা হবে... কিন্তু যা দরকার তা তো আমাকে করতে হবে... বুঝতে পেরেছো? নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যারি বলল, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

সিরিয়স তারপর আবার কাল কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে, দরজার কাছে গিয়ে থাবা দিয়ে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে চলে গেলেন।

– সেভেরাস, ডাম্বলডোর স্নেইপকে বললেন।– আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের কি করতে হবে? দেরি করবেন না। আপনি আশা করি প্রস্তুত আছেন।

স্নেইপ বললেন, অবশ্যই।

ডাম্বলডোরকে একটু বিষণ্ন দেখালো। ঠাণ্ডা কাল চোখ দুটো ক্ষণিক ঝলসে উঠল। মুখে একটা অনিশ্চয়তার ছাপ রয়ে গেল। সিরিয়সের পর স্নেইপ ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বললেন, গুডলাক!

কয়েক মিনিট নীরব থাকার পর ডাম্বলডোর নীরবতা ভাঙ্গলেন।

আমাকে এখন নিচে যেতে হবে, সেডরিকের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। হ্যারি বাকি পোসানটা খেয়ে নাও। আচ্ছা, পরে তোমাদের সবার সঙ্গে কথা হবে।

হ্যারি মুখ গুঁজলো ওর বালিশে। হারমিওন, রন, উইসলি হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ ওরা কোনও কথা বললো না। সকলেই শংকিত।

নীরবতা ভাঙ্গলেন মিসেস উইসলি। বললেন, হ্যারি বাকি পোসানটা খেয়ে নাও। গবলেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে সোনাভর্তি ব্যাগে হতে লেগে ঠনঠন শব্দ হল। – তোমার এখন সবকিছু ভাল আরাম করে ঘুমনো দরকার হ্যারি। হ্যারিকে উৎফুল্ল করার জন্য বললেন, এই সোনা দিয়ে কি কি কিনবে ভেবে নাও।

হ্যারি বলল, আমার সোনা চাই না... আপনি নিতে পারেন... যার ইচ্ছে সে নিতে পারে। এটা সেডরিকের প্রাপ্য!

ও কিছুতেই চোখের সামনে ওকে নির্মমভাবে হত্যা মেনে নিতে পারছে না।

মিসেস উইসলি সান্ত্বনা দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য তুমি তো দায়ী নও, হ্যারি।

হ্যারি বলল, আমি বলেছিলাম কাপটা আমরা দু'জনেই নেবো।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে জড়িয়ে ধরে হ্যারির কাছে গবলেটটা ধরলেন। হ্যারির স্মৃতিতে মায়ের আদর নেই। মনে হলো মা ওকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। ওর দু'চোখ জলে ভরে গেল। ওর মা-বাবার স্নেহার্ত মুখ, সেডরিকের মুখ এক এক করে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ খুব জোরে একটা কিছু বন্ধ করার শব্দ হতেই হ্যারি মিসেস উইসলিকে ছেড়ে দিল। দেখল, হারমিওন খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কিছু শক্ত করে ধরে রয়েছে।

দুঃখিত, ও বলল।

তোমার পোসান হ্যারি, মিসেস উইসলি বললেন। বাঁ-হাতের চেটোতে চোখ মুছলেন।

হ্যারি গবলেট দু'হাতে ধরে ঢক ঢক করে পোসানটা খেয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে আরম্ভ করল। হ্যারির স্বপ্নবিহীন স্রোতের মতো ঘুম আবার ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ও বালিশে মাথা রাখল... মাথায় আর কোনও চিন্তা নেই।

সাঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

দ্য বিগিনিং

যখন সে পেছন ফিরে তাকায়, এমনকি মাত্র এক মাস পরেও, হ্যারির মনে হলো অনেক কথাই মন থেকে মুছে গেছে। তার মনে রাখার মতো এতো বিষয় যে আর নতুন করে ধারণ করার শক্তি নেই। সবই তো দুঃখের ঘটনা। হয়তো ওর জীবনে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ছিল পরের দিন সকালে সেডরিকের বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হওয়াটা।

তারা কখনোই সেডরিকের হত্যা সম্বন্ধে হ্যারির ওপর কোন রকম দোষারোপ করেননি। বরং সেডরিকের মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য আকুণ্ঠ ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যতক্ষণ মি. ডিগরি ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন সমানে কাঁদছিলেন। ডিগরির মা'র পুত্রশোকে কান্নার চাইতে অনেক অনেক বেশি শোকাভূত মনে হয়েছিল।

সেডরিকের মৃত্যুর কথা বলাতে ওর মা বলেছিলেন– তাহলে তো বেশিক্ষণ ওকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি... আমোস... ওর মৃত্যু হয়েছে টুর্নামেন্টে জেতার পর। জয়লাভে নিশ্চয়ই ও তখন খুব খুশি হয়েছিল।

হ্যারি চলে যাবার আগে সেডরিকের মা বললেন– বাবা তুমি এখন থেকে খুব সাবধানে থাকবে বুঝলে?

হ্যারি ফাজের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রার ব্যাগ পাশের টেবিলে রেখে বললো– আপনি এটা নিন। এটা সেডরিকের প্রাপ্য। ও প্রথম হয়েছিল, দয়া করে এগুলো নেবেন।

সেডরিকের মা স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ না করে বলেছিলেন– না না তোমার প্রাপ্য, লক্ষ্মী ছেলে, এগুলো আমরা নিতে পারবো না। তোমার কাছে রেখে দাও।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় হ্যারি গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে এল। হারমিওন ও রন বলল– প্রফেসর ডাম্বলডোর সকালে ব্রেকফাস্টের সময় স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীদের ঘটনাটা বলেছেন। ওদের অনুরোধ করেছেন, তোমাকে যেন বিরক্ত না করে। আর কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন না করে।

হ্যারি লক্ষ্য করল– বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে করিডরে ওকে দেখলে এড়িয়ে চলে, ওর দিকে তাকায় না। কেউ কেউ আবার ওকে দেখিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে।

ও লক্ষ্য করলো বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী করিডরে ওকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ওকে কেউ কেউ দেখলে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিসফিস করে কিছু বলছে। ও বুঝতে পারলো রিটা স্কীটারের লেখা পড়ে ওরা প্রভাবিত হয়েছে... ও একটি বিপজ্জনক ছেলে। সম্ভবত সেডরিক কেমন করে মারা গেছে... তা যে যার নিজের মনের মতো গল্প তৈরি করে নিয়েছে। হ্যারি অবশ্য ওদের অদ্ভুত ব্যবহারের কোনও তোয়াক্কা করে না। রন- হারমিওনের সঙ্গে অবসর সময়ে আড্ডা দিয়ে, তর্ক করে, দাবা খেলে কাটায়। ওরা ঠিক করেছে কারও সঙ্গে অযথা কোনও আলোচনা করবে না। ওরা সকলেই ধীরস্থিরভাবে বসে রয়েছে, হোগার্টের বাইরে কিছু একটা ঘটনার বা ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোন কথা নয়– যদি না সত্যতা থাকে। সেই রাতের ঘটনা সম্বন্ধে শুধু একটি বার প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেলো যখন রন, হ্যারি, বাড়ি ফেরার আগে মিসেস উইসলির ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই কথাটা যখন জানালো।

– মা জানতে চেয়েছিলেন, তুমি গরমের ছুটিটা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে কাটাতে পার কি না। অবশ্য ডাম্বলডোর বলেছেন, তোমার ডার্সলেদের কাছে থাকা ঠিক হবে, অন্তত পক্ষে প্রথমে সেখানে যাওয়া ঠিক হবে। হ্যারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো– কেন? রন মাথা ঝাকিয়ে বললো, মা বললেন, ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে বলেছেন।

– রন বলল– আমাদের মনে হয় তার কথা মেনে চলাই ভাল।

রন আর হারমিওন ছাড়া আরেকজনের সঙ্গে হ্যারি কথা বলে– হ্যাগ্রিড। 'কাল জাদুকর' প্রতিরোধে কোনও শিক্ষক না থাকলেও ওরা হ্যাগ্রিডের কাছ থেকে কিছু কিছু শিখছে। গত বৃহস্পতিবার হ্যাগ্রিডের কেবিনে গিয়ে দেখা করার আগে ওরা সেটা ব্যবহার করেছে। দিনটা ছিল অতি মনোমুগ্ধকর, ফকফকে সূর্যালোকে ভরা দিন। ফ্যাংগ ঘেউ ঘেউ করতে করতে এসে দরজার গোড়ায় ওদের দেখে খুশি হয়ে প্রবলভাবে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

হ্যাগ্রিড দরজার কাছে আসতে আসতে বললেন– কে?... ও হ্যারি!

হ্যাগ্রিড হ্যারিকে দেখে খুব খুশি। ওর একটা হাত ধরে কাছে টেনে এনে

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন–... আহাঃ বন্ধু তোমাদের দেখে খুব ভাল লাগছে। ওরা দেখল, খাবার জায়গায় ফায়ার প্লেসের সামনে রাখা কাঠের ডাইনিং টেবিলের ওপর রয়েছে দুটো ছোট বালতির মতো কাপ, আর বড় বড় প্লেট।

হ্যাগ্রিড বললেন, ওলিমপের সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। এই মাত্র ও চলে গেছে।

রন কৌতূহলের সঙ্গে বলল– কে? কার সঙ্গে?

হ্যাগ্রিড বললেন– অবশ্যই ম্যাডাম ম্যাক্সিম!

রন বলল– আপনাদের তাহলে ঝগড়া মিটে গেছে?

– জানি না তুমি কি বিষয়ে বলছ, হ্যাগ্রিড বললেন। তারপর পোশাক রাখার ঘর থেকে আরও কয়েকটি কাপ বের করে চা বানালেন, ডাফি বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে ওদের চা খেতে বলে নিজের চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে তার ফোলা ফোলা কালো চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

বললেন– হ্যারি তুমি এখন কেমন আছ?

হ্যারি বলল– খুব ভাল আছি।

হ্যাগ্রিড বললেন– না, তুমি ঠিক নেই, এখনও একটু দুর্বল মনে হয়, তবে দু'একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।

কথাটা শুনে হ্যারি চুপ করে রইল।

জানতো ও আবার ফিরে এসেছে, হ্যাগ্রিড বললেন।

হ্যারি, রন, হারমিওন কথাটা শুনে হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকাল। বছরখানেক ধরে চেষ্টা করছে। ফিরে এসেছে, এখন আমাদের ওকে খতম করতে হবে। আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগে ওর শক্তি খর্ব করতে হবে। ডাম্বলডোরের এটাই প্ল্যান, ডাম্বলডোর শুধু ভালমানুষ নয়, মহান ব্যক্তি। যতদিন আমাদের কাছে তিনি থাকবেন আমাদের কোনও চিন্তার কারণ নেই।

ওরা মনে হয় খতম করার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ভোল্ডেমর্ট দারুণ শক্তিশালী, ওর আছে অনেক সাঙ্গপাঙ্গ। হ্যাগ্রিড ওদের চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকালেন।

– আগে থেকে ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। সময় বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। ডাম্বলডোর তোমার সব কথা আমাকে বলেছেন হ্যারি। তুমি তোমার বাবার মতো সাহসের কাজ করেছ। আমি উনার চেয়ে বেশি তারিফ তোমাকে করতে চাই না।

হ্যারি কথাটা শুনে হাসল। অনেকদিন পর রন- হারমিওন ওর মুখে হাসি দেখল।

ডাম্বলডোর আপনাকে কি করতে বলেছেন হ্যাগ্রিড? ম্যাডাম ম্যাক্সিম আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে সেই রাতে তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে

পাঠিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু কাজ করার ব্যাপারে, হ্যাগ্রিড বললেন– গোপন, আমি কারও সঙ্গে ওই ব্যাপারে কোনও কথা বলতে পারি না, তোমাদের সঙ্গেও না। মাদাম ম্যাক্সিম তোমাদের কিছু বলতে চান মনে হয় পরে কথা বলবেন। ডার্কলর্ড ভোল্ডেমর্টের ব্যাপারে?

নামটা শুনে হ্যাগ্রিড নাক সিঁটকালেন।

হতেও পারে; যেন ওর নামটা শুনতে চান না এমনভাবে বললেন।

এখন আমার সঙ্গে স্ক্রিউট দেখতে যাবে? ওদের মুখ দেখে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন,– আরে না না তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

* * *

প্রিভেট ড্রাইভে যাবার আগের দিন রাতে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হ্যারি ওর ট্রাঙ্ক গুছোতে লাগল। ইন্টার-হাউজ চ্যামিস্পয়নশিপের নাম ঘোষণার আগে সাধারণত প্রতিবছরের এক ভোজসভা হয়। সেই ভোজে অংশগ্রহণ করতে ওর একটুও মন চাইছে না। হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর ও গ্রেট হলের ভোজে যোগ দেয়নি। বহু ছাত্রছাত্রী এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। সকলেই ওর দিকে তাকায়, ওর একটুও ভাল লাগে না তাই ঘর খালি হয়ে গেলে ও একা একা খেয়ে ডরমেটরিতে চলে আসে।

রন, হারমিওনের সঙ্গে হ্যারি খাবারের হলে ঢুকে দেখল যেমন প্রতিবার যেমন সুন্দর করে সাজান হয় এবার সেটা হয়নি। যে হাউজ চ্যাম্পিয়ন হয় সকল সময় সে হাউজের রং এ খাবারের হলটি সাজানো হয়। এবার তা হয়নি। তার বদলে স্টাফ টেবিলের পিছনে ঝুলছে কাল রঙের কাপড়। সেডরিকের জন্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য হল ঘর না সাজিয়ে কাল কাপড় ঝোলানোর মর্ম হ্যারি বুঝতে পারলো।

আসল ম্যাড আই মুডি স্টাফ টেবিলে বসে আছেন। তার কাঠের পা, আর ম্যাজিক্যাল আই যথাস্থানে এসে গেছে। হ্যারি, ম্যাড আই মুডির মনের খবর জানে। একটানা দশ মাস তাকে বন্দি থাকতে হয়েছিল নিজের ঘরে, তারই ট্রাঙ্কে। প্রফেসর কারকারফের চেয়ার শূন্য। হ্যারি গ্রিফিন্ডরদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসতে বসতে কারকারফের কথা ভাবল। কে জানে কারকারফ এখন কোথায়।

ভোল্ডেমর্টের ওকে ধরেছেন?

ম্যাডাম ম্যাক্সিম তখনও ফিরে যাননি। বসে রয়েছেন। তার পাশে হ্যাগ্রিড। ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছেন।... অন্যধারে প্রফেসর

ম্যাকগোনাগলের পাশে স্নেইপ। হ্যারি স্নেইপের দিকে তাকালে, তিনিও হ্যারির দিকে তাকালেন। তাকে দেখে বোঝা শক্ত কি ভাবছেন। সব সময় তিনি গম্ভীর। হ্যারি বারবার তার দিকে তাকাতে লাগল। খানিকটা পরে স্নেইপ মুখ ফিরিয়ে বসলেন।

যে রাতে ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে– ডাম্বডোরের আদেশ পাবার পর স্নেইপ কি করছেন? কে জানে কেন, কেন ডাম্বলডোর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন স্নেইপ সত্য সত্যই তার পক্ষে। 'পেনসিভে' ডাম্বলডোর হ্যারিকে বলেছিলেন, স্নেইপ এক সময় ভোল্ডেমর্টের গুপ্তচর ছিলেন, এখন তিনি ভোল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করেন। বলা যায় নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে। তাহলে কি ও সেই পুরনো কাজ আবার শুরু করেছেন? ডেথইটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন! আর তাদের বলছেন যে, তিনি ডাম্বলডোরের পক্ষাবলম্বন করেননি– অথবা এমনওতো হতে পারে ভোল্ডেমর্টের মত সময়ের অপেক্ষা করছেন।

ডাম্বলডোর স্টাফ টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির মনের সব জল্পনা-কল্পনা বন্ধ হল। অন্যান্য বারের তুলনায় গ্রেট হলে তেমন হই-চই, হাসি-ঠাট্টা হলো না। সকলেই চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

ডাম্বলডোর বললেন, আজ শেষ দিন, তারপর ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন– আবার নতুন বছর শুরু হবে।

খুব সামান্য সময়ে চুপ থেকে হাফলপাফের টেবিলের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়াবার আগে হাফলপাফের টেবিলের ছাত্র-ছাত্রীরা চুপ ছিল। হলের মধ্যে সেই হাউজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ সবচাইতে বিষণ্ন বেদনায় ভরা।

– আমি তোমাদের কাছে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু আমি অতি দুঃখের সঙ্গে বলছি আমাদের এক অতি ভদ্র, অতি সুন্দর ছাত্রবন্ধুকে এই বছরে হারিয়েছি হাফলপাফ টেবিলে তার বসার জায়গাটা শূন্য। ডাম্বলডোর হাফলপাফ টেবিলের দিকে তাকালেন। তারপর আবেগের সঙ্গে বললেন,– ও আমাদের সঙ্গে একত্রে আর কোনদিন ফিস্টে যোগ দেবে না। তিনি বেদনাহত হৃদয়ে হাফলপাফের টেবিলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, এবার আমি অনুরোধ করছি তোমরা সকলে দাঁড়াও, তোমাদের পানীয় গ্লাস তুলে সেডরিক ডিগরিকে স্মরণ কর।

ছাত্রছাত্রীরা সকলে উঠে দাঁড়াল। হাতের গবলেট (পান পাত্র) তুলল, সকলে সমস্বরে ধীরে ও ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলল– 'সেডরিক ডিগরি। লং লিভ সেডরিক...!'

ভিড়ের মধ্যে হ্যারির চো'র দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল। দেখল ওর দু'গাল দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। ও মাথা নিচু করল, তারপর সকলেই বসে পড়ল।

ডাম্বলডোর মিনিটখানেক সকলকে দেখে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলে চললেন–

সেডরিক এমন একটি ছেলে ছিল যার সততা, নিষ্ঠার জন্য সকলেই গর্ববোধ করতে পারে– যারা ওকে জানে শুধু তারা নয়– অপরিচিতরাও। ও তার কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের স্কুলের হাফলপাফ হাউজকে আলাদা এক স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। বন্ধুবৎসল, পরিশ্রমী, স্পোর্টসম্যান সেডরিক হোগার্টে স্কুলে চিরপরিচিত হয়ে থাকবে।

আগেই বলেছি তার মৃত্যু তোমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ- পরোক্ষভাবে অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে। তাই আমার মনে হয়, তোমাদের জানার অধিকার আছে মৃত্যুর আসল কারণ।

হ্যারি ওর হাত তুলে ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল।

– সেডরিক ডিগরিকে ভোল্ডেমর্ট হত্যা করেছে।

সমস্ত গ্রেট হলে এক অনিরাপত্তার বাতাবরণ শুরু হল শুধু নয়, অনেকেরই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল, আতঙ্কিত হয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

– ম্যাজিক মন্ত্রণালয়, ডাম্বলডোর বলে চললেন– তারা চান না আমি তোমাদের কাছে সব কথা বলি। না বলার জন্য কিছু কিছু মা-বাবা হয়ত খুশি হবেন, কারণ তারা বিশ্বাস করেন না ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে, আবার অনেকেই বিশ্বাস করলে আতঙ্কিত হবেন। তাছাড়া তোমরা সবাই ছেলেমানুষ– না বলাই ভাল হবে। আমার বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত মত এই যে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকা অপরাধ। সেডরিক দুর্ঘটনায় বা নিজের কোনও ভুলে মারা গেছে বললে তার স্মৃতির প্রতি অবমাননা করা হবে।

হলের সকলেই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি স্লিদারিন টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখল ড্যাকো ম্যালফয়– ক্র্যাব আর গোয়েলের কানে কানে কিছু বলছে। হ্যারির সেই দৃশ্য দেখে রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। ও একরকম জোর করে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে রইল।

– আমাদের মধ্যে এখানে কেউ বসে আছে আমাদের কিছু বলতে চায়, সে অবশ্যই সেডরিকের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়। আমি অবশ্যই হ্যারি পটারের কথা বলছি, ডাম্বলডোর পটারের দিকে তাকালেন।

হলের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। অনেকেই ডাম্বলডোরের দিক থেকে মুখ সরিয়ে হ্যারি পটারের দিকে তাকাল।

– হ্যারি পটার কোনও রকমে লর্ড ভোল্ডেমর্টের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছে। হোগার্টে সেডরিকের মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য নিজেকে বিপন্ন করেছিল। প্রতিটি ব্যাপারে হ্যারি পটার অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা খুবই কম জাদুকর আছেন যারা লর্ড ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস দেখিয়েছেন এবং তার সাহসের জন্য আমি পটারকে

সম্মানিত করছি।

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে পানপাত্র (গবলেট) হ্যারি পটারের উদ্দেশ্যে তুললেন।... অধিকাংশ গ্রেট হলের ছাত্রছাত্রীরা ডাম্বলডোরের মতো পানপাত্র তুলে ধরলো। সেডরিকের মতো হ্যারিপটারের নামও সকলে সমস্বরে বললো... তার শুভকামনায় পানপাত্র তুলে সুরা পান করলো।

হ্যারি আড়চোখে দেখল ম্যালফয়, ক্র্যাবে, গোয়েলে তাদের গবলেট তুললো না শুধু নয়, একরকম মুখ ভেংচে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। ডাম্বলডোরের তো মুডির মতো 'ম্যাজিক্যাল আই' নেই যে ওদের দেখতে পাবেন!

সকলে অভিনন্দন জানাবার পর নিজেদের জায়গায় স্থির হয়ে বসলে ডাম্বলডোর বললেন– ট্রিউইজার্ড প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল আমাদের মধ্যে জাদুর প্রচার পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া, সৌহার্দ্য আনার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভোল্ডেমর্টের পুনরাগমনের জন্য, আমাদের বোঝাপড়া, সৌহার্দ্য পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে।

ডাম্বলডোর মাথা ঘুরিয়ে ম্যাডাম ম্যাক্সিম আর হ্যাগ্রিড থেকে শুরু করে ফ্লেউর আর সতীর্থ (বক্সবেটনের), ভিক্টর ক্রাম, ডারমস্ট্র্যাংগ ও স্লিদারিনদের পর্যন্ত তাকালেন। ক্রাম আর হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। ওরা ভেবেছিল আরও কঠিন কথা আরও কিছু বলবেন ডাম্বলডোর।

আমাদের প্রতিটি সম্মানীয় অতিথি হলে যারা উপস্থিত আছেন, ডাম্বলডোরের চোখ ডারমস্ট্র্যাংগ ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়ল।

– তারা যখন খুশি আমাদের কাছে আসতে পারেন। আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ রইল। আমি আবার আপনাদের, আমার ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি– ভোল্ডেমর্টের পুনরায় আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এক হতে হবে... তাহলে শক্তিশালী হব... বিভক্ত হলে দুর্বল হব–তাতে ভোল্ডেমর্টের সুবিধে হবে।

– লর্ড ভোল্ডেমর্টের বিভেদ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করার কৌশল প্রবল। আমাদের ভাষা, আচার- বিচার ভিন্ন হলেও... আমাদের লক্ষ্য যেন অভিন্ন থাকে। হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত থাকে।

– আমার বিশ্বাস– আমি কখনও ভাবি না যে আমি ভুল পথে চলেছি... আজ আমরা অতি কঠিন ও জটিল সমস্যার ভেতর দিয়ে চলেছি। এই হলে অনেকেই উপস্থিত আছেন যারা লর্ড ভোল্ডেমর্টের হাত থেকে সরাসরি অত্যাচারিত হয়েছেন। অনেকের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমাদের কাছ থেকে এক ছাত্রকে ও ছিনিয়ে নিয়েছে।

– সেডরিককে তোমরা কিন্তু ভুলবে না, চিরকাল মনে রাখবে। মনে রাখবে

তোমাদের মতো ছোট একটি ছেলে... অতি সাহসী, দয়ালু ও সৎ ছেলেকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে, কারণ সে ভোল্ডেমর্টের নির্দেশিত পথে চলেনি। আবার বলছি মনে রাখবে, আমাদের বন্ধু সেডরিক ডিগরিকে।

হগসমেড স্টেশনে যাবার জন্য বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে প্রিয় প্যাঁচা হেডউইগকে নিয়ে রন, হারমিওনসহ হ্যারি এনট্রেন্স হলে আরও ফোর্থইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্যারেজের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। ক্যারেজ ওদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। আরও একটি প্রাণচঞ্চল সুন্দর গ্রীষ্মের দিন। হ্যারির মনে হল সন্ধ্যাবেলাতেই ও যখন পৌঁছবে। প্রিভেট ড্রাইভ শুধু গরম নয় পত্রাচ্ছিদিতও হবে, ফুলের বাগানে নানা রঙের ফুল ফুটবে। এই সুখকর ভাবনা ওকে কোন আনন্দ দিল না, বরং বিষণ্নতায় ভরে গেল মন।

অ্যারি (হ্যারি)। হ্যারি দেখল ফ্লেউর ডেলাকৌর ওর দিকে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। আরও দেখল হ্যাগ্রিড, ম্যাডাম ম্যাক্সিমকে তাদের দুটো পেল্লায় ঘোড়াকে জিন পরাতে সাহায্য করছেন। একটু পরই বক্সবেটনের ঘোড়ার গাড়ি হোগার্ট ছেড়ে চলে যাবে।

ফ্লেউর বলল– আশাকরি আবার আমাদের দেখা হবে। ফ্লেউর ওর একটা হাত বাড়িয়ে হ্যারির হাত ধরল– আমি আশাকরছি এখানে আবার আসব ইংরেজিটা ভাল করে শেখার জন্য।

রন বলল– কেন তুমি তো ভালই বল। বলার সময় ফ্লেউরের ইংরেজি বলার ঢংয়ে থেমে থেমে বলল। কথাটা শুনে ফ্লেউর হাসল। হারমিওন চোখ রাঙাল।

তাহলে চলি হ্যারি, যাবার জন্য ফ্লেউর পেছন ফিরল। এত দিন আমরা খুব আনন্দে কাটালাম... বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে।

ফ্লেউর হন্তদন্ত হয়ে অন্য ছাত্রছাত্রীদের দিকে ছুটল। রোদ পড়ে ওর মাথার রূপালী ঢেউ খেলান চুলগুলো আরও চক চক করতে লাগল।

রন বলল– আহা ডারমস্ট্রাংগ-এর জাহাজ চলবে কেমন করে বলতো। কারকারফ তো নেই... কে চালাবে?

পেছন থেকে কে যেন বলল– কারকারফ জাহাজ চালায় না। নিজে কেবিনে আরাম করে বসে আমাদের দিয়ে কাজ করান। ক্রাম, ওদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য এসে বলল। বিশেষ করে এসেছে হারমিওনের কাছে বিদায় নিতে। তোমাকে একটা কথা বলব? ক্রাম হারমিওনকে বলল।

ওরা দু'জন ভিড়ের মধ্যে চলে গিয়ে একটু পর ফিরল। হ্যারি দেখল হারমিওনের মুখটা অনুভূতি শূন্য!

ক্রাম বলল– আমার ডিগরিকে খুব ভাল লাগত। আমার সঙ্গে খুব নম্র, ভদ্র ব্যবহার করত। যদিও আমি ডারমস্ট্র্যাংগের, কারকারফের সঙ্গে এখানে এসেছি।

হ্যারির মন ভাল নেই, তবু খুব আস্তে আস্তে বলল– এবার তোমাদের নতুন হেডমাস্টার কে হচ্ছেন?

ক্রাম কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে জানে না বলে- ফ্লেউর, রন, হ্যারি আর হারমিওনের সঙ্গে করমর্দন করল।

রন যেন ক্রামের অভাব বড় বেশি বোধ করছে। মনের ভেতর থেকে এক অব্যক্ত ব্যথা উঠে আসছে। অনেক কষ্টে বলল– ক্রাম তোমার একটা অটোগ্রাফ দেবে?

হারমিওন হেসে ঘোড়াবিহীন ক্যারেজের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রাম কথাটা শুনে একটু যেন হকচকিয়ে গেল। তাহলেও মুখ দেখে মনে হয়, যাবার দিনে অনুরোধটা শুনে খুব খুশি হয়েছে। ছোট একটা পার্চমেন্টে রনের জন্য ও দস্তখত করলো।

* * *

এখন কিংক্রসের আবহাওয়া, গত সেপ্টেম্বরে হোগার্টে আসার সময়ের থেকে খুব একটা তফাৎ মনে হলো না। আকাশে এক টুকরো মেঘ ছিলো না। হ্যারি, রন আর হারমিওন ম্যানেজ করেছে তাদের আলাদা এক কমপার্টমেন্ট। পিগউইডজিওন রনের আলখেল্লার ভেতরে লুকারো যেন ওকে বকাঝকা করতে না পারে। হেডউইগ ঝিঁমুচ্ছে। মাথাটা ডানার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, আর ক্রুকশ্যাংকস আরাম করে একটা বার্থে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। রন, হারমিওন আর হ্যারি প্রাণ খুলে জোরে জোরে গল্প করে চলেছে। গত সপ্তাহে নানা ব্যাপার তেমন প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারেনি। ওদের ট্রেন তীব্র গতিতে দক্ষিণে চলেছে। ওদের কথা হচ্ছিল ডাম্বলডোর ভোল্ডেমর্টের কার্যকলাপ বন্ধ করতে কি ব্যবস্থা নিতে পারেন। কথাবার্তার ছেদ পড়ল লাঞ্চ ট্রলি আসাতে।

হারমিওন ট্রলি থেকে খাবার নিয়ে এসে ফেরত অর্থ স্কুল ব্যাগে রেখে সদ্য কেনা ডেইলি প্রফেটটা হাতে নিয়ে বসল।

হ্যারিকে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হারমিওন বলল– না, খবর কিছু নেই, আমি তো রোজই পড়ি, তৃতীয় টাস্কের পর ছোট করে খবর ছেপেছিল- হ্যারিপটার টুর্নামেন্ট জিতেছে। সেডরিকের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি, তার সম্বন্ধে কিছুই না। এর কারণ যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর তাহলে বলবো– ফাজ ওদের ওপর চাপ দিয়েছে চুপ থাকার জন্য।

হ্যারি বলল– হতে পারে; কিন্তু রিটা স্কীটারকে উনি চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন?

ওহ্ কেন মাথা খারাপ করছ। তৃতীয় টাস্কের ব্যাপারে কিছুই লেখেনি স্কীটার, হারমিওন বলল, ওর একই রকম স্বরে। –আমার থুথু খেতে চাওয়ার আগে রিটা স্কীটার কিছুই লিখবে না।

রন বলল– কি সব বলছ...?

– আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি, ও মাঠে না এসেও কেমন করে আমাদের গোপন কথা শুনল, হারমিওন এক নিশ্বাসে বলল।

হ্যারি ভেবেছিল, হারমিওন এ বিষয়ে বলার জন্য আঁকুপাঁকু করছে... কিন্তু ও নির্বিকার। রন বলল– কেমন করে? আমাদের তো তুমি কিছুই বললে না।

– সেটা কি হতে পারে তুমিই আমাকে আইডিয়াটা দিয়েছিলে, হ্যারি, হারমিওন বলল।

– আমি? হ্যারি বলল। কেমন করে, কখন?

হারমিওন হাসতে হাসতে বলল– গোপনে স্থাপিত ধ্বনি বির্ধক... যাকে বলে মাইক্রোফোন বাগিং!

– কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে ওটা কাজের নয়–

– আরে না না ইলেকট্রনিক্স নয়। শোন, ...রিটা স্কীটার একজন বেআইনি অ্যানিমেগাস, ও পারে। কথাটা বলে হারমিওন ওর ব্যাগ থেকে সিল করা ছোট একটা কাঁচের জার বের করল।

পারে, মানে নিজেকে গুবড়েপোকা বানাতে পারে।

তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ, রন বলল–

হারমিওন কাচের ছোট জারটা ওদের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল– ও করেছে।

কাচের জারের মধ্যে একটা মোটা-সোটা লোমওয়ালা গুবড়েপোকা ছাড়া রয়েছে ছোট ছোট গাছের ডাল আর পাতায়। আমি এটাকে হসপিটালের জানালাতে ধরেছি। খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করে দেখ এর গায়ের চারধারে সূক্ষ্ম 'এ্যানটেনা' আছে সেটা ও যে নোংরা চশমা পরে ঠিক তারই মতো।

হ্যারি দেখল হ্যাঁ ও ঠিকই বলছে। ওর মনে পড়ে গেল যেদিন হ্যাগ্রিড ম্যাডাম ম্যাক্সিমকে ওর মায়ের কথা বলছিল– মূর্তির ওপর একটা গুবড়েপোকা আমরা দেখেছিলাম।

– ঠিকই বলেছে, হারমিওন বলল। –লেকের ধারে বেড়াবার সময় ভিক্টর ক্রাম আমার মাথার চুলের ওপর একটা গবড়েপোকা দেখেছিল– ভবিষ্যৎ কথনের ক্লাসে তোমার মাথার যন্ত্রণার সময় রিটাও সেদিন সারা বছরের খবর সংগ্রহের জন্য জানালার ধারে, মাঠে স্কুলের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্লিদারিনরাও বেআইনি কাজকর্ম করছে জেনেও তাকে মদৎ দিয়েছিল। ...আমি লন্ডনে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে

বলব, ও খবর সংগ্রহের জন্য অনবরত বেআইনি কাজ করে। আমি ওকে বলেছি, ভবিষ্যতে যা ইচ্ছে তাই লিখলে বিপদে পড়বে।

কামরার দরজা ঠেলে ঢুকল ম্যালফয়, ক্রেব আর গোয়েলে। ওদের মুখ-চোখের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত আর অভদ্রজনক।

– গ্রেঞ্জার তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করেছ? ড্র্যাকো ম্যালফয় বলল, তারপর কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ওদের দিকে তাকাল। শুনলাম তুমি কতগুলো তৃতীয় শ্রেণীর রিপোর্টারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ, পটার ডাম্বলডোরের এখন আবার দারুণ প্রিয় পাত্র।

ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল– এখান থেকে বের হও, আমাদের এই কামরা থেকে বলছি, বেরিয়ে যাও।

সেডরিকের মৃত্যুর শোকসভায় 'ডাম্বলডোরের ভাষণের দৃশ্য' হ্যারির চোখের সামনে ভেসে উঠল। এখনও ওদের হালকা হালকা ব্যঙ্গাত্মক হাসি ওর কানে ভেসে আসছে।

হ্যারির হাত নিশপিশ করে উঠল। ও আলখেল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জাদুদণ্ডে হাত দিল।

ম্যালফয় বলল– পটার তুমি অতি মূর্খ ও হেরে যাওয়া লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ। আমি আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম ভেবে-চিন্তে বন্ধু ঠিক করবে– সেই প্রথম দিন, যেদিন হোগার্টে যাবার সময় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মনে আছে কি বলেছিলাম? কথাটা বলে ও রন আর হারমিওনের দিকে মাথা ঝাকিয়ে তাকাল। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে পটার! ডার্কলর্ড ফিরে এসেছেন– এখন ওদের বিদায় নেবার পালা। প্রথমে মাডব্লাডস আর মাগলপ্রেমী... দ্বিতীয়... ওয়েল প্রথম বলি ডিগরি...।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ মনে হলো কে যেন কম্পার্টমেন্টে এক সাথে অনেকগুলো পটকা ছুঁড়তে শুরু করল। দারুণ শব্দ করে আঘাত হানল ম্যালফয়, আর গোয়েলের ওপর। হ্যারি দেখল ওরা চেতনা হারিয়ে কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে।

হারমিওন, রন ও হ্যারি ওরা তিনজনই আলাদা আলাদা সম্মোহনী জাদু প্রয়োগ করেছে ওদের ওপর।

কামরার দিকে ফ্রেড আর জর্জকে আসতে দেখা গেল।

জর্জ বলল– দারুণ ইন্টারেস্টিং তোমাদের মধ্যে কে ফার্নানকুলাস কার্স প্রয়োগ করলে?

হ্যারি বুক ফুলিয়ে বলল– আমি।

বাজে ধরনের খারাপ এটি, জর্জ হালকা চালে বলল।

আমি জেলী লেগস ব্যবহার করেছি ওদের মুখে একটু একটু করে সরু সরু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মাবে। ওদের এখানে রাখা ঠিক হবে না। যে দেখবে ভয় পাবে। সরিয়ে দাও করিডরে।

রন, হ্যারি আর জর্জ ম্যালফয়, ক্র্যাব আর গোয়েলের চেতনাহীন দেহে লাথি মেরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ফ্রেড পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে বলল- তাস চলবে?

খেলা যখন অর্ধেক হয়ে গেছে হ্যারি মনস্থির করল একটা কথ ওকো জিজ্ঞেস করে। জর্জকে জিজ্ঞেস করল, এবার কাকে ব্ল্যাকমেল করলে?

জর্জ বলল– ওহ সেই ব্যাপার?

ফ্রেড বলল– বাদ দাও, খুব একটা বিশেষ ব্যাপার নয়। পরে আলোচনা করলেও চলবে।

জর্জ কাঁধ নাচিয়ে বলল– ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

হ্যারি, রন বা হারমিওন কেউ ওকে ছাড়ে না, চাপাচাপি করে। বলতেই হবে– শেষ পর্যন্ত ফ্রেড বলল– ঠিক আছে ঠিক আছে, যদি সত্যি সত্যি জানতে চাও- লাডো বেগম্যানকে।

বেগম্যান, হ্যারি বলল– তাহলে তুমি কী বলতে চাও? ও জড়িত ছিল...!

একদম না, জর্জ বিষণ্ন মুখে বলল। সেরকম কিছু নয়। মূর্খ অপদার্থ। মাথায় গোবর পোরা।

রন বলল– তাহলে...?

কিডিচ কাপের খেলার সময় ওর সঙ্গে আমরা যে বাজি ধরে ছিলাম? আমরা বলেছিলাম, আয়ারল্যান্ড জিতবে কিন্তু ক্রাম স্নিচ পাবে। তা-ই হয়েছিলো আর ও বাজিতে হেরেছিলো।

হ্যারি, রন বলল– খুব মনে আছে।

মূর্খ অপদার্থটা হেরে গিয়ে আমাদের আইরিশ ম্যাক্সকটদের কাছ থেকে পাওয়া লেপরেচাউন সোনা দিয়েছিল।

তাহলে?

তাহলে– কী হল?

তারপর ও অদৃশ্য হয়ে গেল, তাই না? পরের দিন সকালে লেপরেচাউন সোনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হারমিওন বলল– দুর্ঘটনাও তো হতে পারে, হতে পারে না?

জর্জ তিক্তভাবে হাসল, হ্যাঁ, সেই রকমতো প্রথমে ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম ওকে লিখে জানাই ও কোথায় একটা ভুল করেছে, চিঠিটা পড়ে ও হাসতে পারে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। চিঠির পাত্তাই দিলো না। হোগার্টে, ওর সঙ্গে কথা বলার

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু নানা ধানাই-পানাই করে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

– শেষে আরও উৎপটাং কাজ করতে লাগল, ফ্রেড বলল। বলল– আমরা নাকি বাচ্চা ছেলে... বাজিটাজি ধরার বয়স হয়নি, তাই সে বাজির টাকা দেয়নি।

জর্জ ভ্রূকুটি করে বলল- কথাটা শুনে টাকা ফেরত চাইলাম।

হারমিওন ওকে কথাটা শেষ না করতে দিয়ে দ্রুত বলল, অস্বীকার তো করেনি।

ফ্রেড বলল, তা একরকম সত্যি।

রন বলল, সেটাই তো তোমাদের সঞ্চয় ছিল।

জর্জ বলল– যাকগে... শেষে আসল ব্যাপার আমরা ধরতে পারলাম। লী জোর্ডানের বাবার বেগম্যানের কাছ থেকে পাওনা-টাওনার একটা ব্যাপার ছিল। জানা গেল ওর গবলিনদের সঙ্গেও বেশ গোলমাল চলছে। ওদের কাছ থেকে গোল্ড ধার নিয়েছে। ওয়ার্ল্ডকাপ শেষ হবার পর ওদের একদল ওকে জঙ্গলের মধ্যে চেপে ধরে, যা কিছু ওর কাছে ছিল সব কেড়ে-কুড়ে নিল। তাহলেও ওর কাছে যা পাওনা ছিল তার সবটা পেলো না। ওরা হোগার্টে পর্যন্ত ওকে ধাওয়া করল। ও তো জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত। হাতে দুটো গ্যালিয়নও নেই। তোমরা জান সেই ধূর্ত ইডিয়টটা কেমন করে গবলিনদের দেনা পরিশোধের চেষ্টা করেছিল?

হ্যারি আগ্রহের সঙ্গে বলল– কেমন করে?

ফ্রেড বলল, টুর্নামেন্টেকে জিতবে এ বিষয়ে গবলিনদের সঙ্গে বাজি রেখে...।

– ও বুঝেছি... ও কেন আমি জিতি তার চেষ্টা করছিলেন!

হ্যারি বলল, তো আমি জিতেছি... জিতিনি?... তাহলে তো তোমার ধার ফেরত দিতে পারে।

কোনো আশা নেই, জর্জ বলল,। গবলিনরা বোকা নয়, বলল, তুমি তো একা জেতোনি ভিগরি আর তুমি একসঙ্গে জিতেছ। বেগম্যান তো তুমি জিতবে সেই বাজি ধরেছিল।

জর্জ বড় একটি শ্বাস নিয়ে তাশ 'সাফল' করতে লাগল।

হ্যারির মোটেই চায় না ট্রেনটা কিং ক্রশে থামুক। সমস্ত গরমের ছুটিটা রন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জের সঙ্গে ট্রেনে আড্ডা মারতে মারতে কাটিয়ে দিক।

হ্যারি শুনেছে, অপ্রীতিকর জিনিসের সামনে পৌঁছুতে সময়, বছর যে গতিতে চলে তেমনই চলে যায়, একটুকুও বিলম্ব হয় না। ঠিক ন'টা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হোগার্ট এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে প্লাটফরমে থামল। ছাত্রছাত্রী বাড়ি ফিরছে, মনে তাদের আনন্দের শেষ নেই। বাক্স প্যাঁটরা, জিনিসপত্র নিয়ে হইচই করতে করতে ট্রেন থেকে প্লাটফরমে নামল। হারমিওন ও রন... ম্যালফয়, ক্রেব আর

গোয়েলেকে ডিঙিয়ে নামতে একটু অসুবিধেতে পড়ল।

হ্যারি না নেমে বলল,– ফ্রেড, জর্জ এক সেকেন্ড দাঁড়াবে।

হ্যারি ওর ট্রাঙ্কটা খুলে 'ট্রাইউইজার্ড প্রাইজ' বের করল।

– এটা নাও, হ্যারি বলল। ব্যাগটা জর্জের হাতে দিল। আমার এটা দরকার নেই।

– পাগল, তোমার মাথা ঠিক আছে তো? জর্জ ব্যাগটা হ্যারির হাতে ফেরত দিতে গেল।

হ্যারি বলল,– না ওটা আমি নেবো না।... তুমি নাও।

ফ্রেড বলল– কী বলছ? হতবুদ্ধি হয়ে হ্যারির মুখের পানে তাকাল।

– না, আমি নেবো না। প্লিজ তোমরা নাও, এটা দিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার কর, জোকশপের জন্য দিলাম।

– সত্যি ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ফ্রেড অদ্ভুত এক স্বরে বলল।

হ্যারি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল– শোন, তোমরা যদি এই সোনাগুলো না নাও তাহলে আমি নর্দমায় ফেলে দেব। আমি এটা চাই না, এটা আমি নেবোও না। আমার দরকার নেই। সোনাগুলো নিতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম- হাসতে পারতাম। তোমরাও পারতে। আমার মন বলছে আমার না নেওয়াই ভাল।

জর্জ ক্ষীণ স্বরে বলল– হ্যারি। ব্যাগটার ওজন পরীক্ষা করতে করতে বলল– এক হাজার গ্যালিওন তো হবেই।

হ্যারি হেসে বলল– তাই হবে।... ভাবতে পার কতগুলো 'ক্যানারি ক্রিম' হবে।

যমজ ভাইরা হ্যারির দিকে তাকাল।

– তোমাদের মাকে বলবে কোথা থেকে পেয়েছ, তাহলে তোমাদের ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে চাকরি নেবার মোটেই উৎসাহ দেখাবেন না। ভেবে দেখ।

– হ্যারি, ফ্রেড বলল।

কথাটা শেষ করবার আগেই হ্যারি ওর জাদুদণ্ড বের করল।

যদি না নাও তাহলে তোমাকে সম্মোহিত করব। হ্যাঁ আরও একটা কথা, রনের জন্য দু'একটা ভাল আলখেল্লা কিনে দেবে। আমি দিয়েছি বলবে না।

ও কমপার্টমেন্টে পড়ে থাকা ম্যালফয়, ক্রেব আর গোয়েলের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে প্লাটফরমে নামল।

স্টেশনে আঙ্কেল ভার্নন এসেছেন... একটু দূরে দাঁড়িয়ে। মিসেস উইসলি ওর কাছে আসলেন। হ্যারিকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললেন– মনে হয় গরমের ছুটির শেষ দিকে ডাম্বলডোর তোমাকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেবেন। হ্যারি, আমাদের খবরাখবর দিও।

হ্যারির পিঠে চাপড় মেরে রন বলল– দেখা হবে বন্ধু।

হারমিওন বলল– বাই হ্যারি। কথাটা বলে আগে কখনও যা করেনি তাই করল। ও হ্যারির গালে চুম্বন করল।

ফ্রেড জর্জ ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলল– ধন্যবাদ হ্যারি।

হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। তারপর আঙ্কেল ভার্ননের সঙ্গে নিঃশব্দে স্টেশন থেকে বাইরে চলল। আঙ্কল ভার্ননের গাড়িতে উঠতে উঠতে হ্যারি নিজেকে আশ্বস্ত করলো এই ভেবে যে অযথা শঙ্কা করে কি লাভ।

হ্যাগ্রিড ওকে সব সময় বলেন,– যা হবার তা হবেই। দুঃখ, অসুবিধে, বিপদ সামনে এসে দাঁড়ালে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করবে, ভীরুর মতো পিঁছু হটবে না।

এখন গ্রীষ্মের ছুটি এবং ছুটির পরই হ্যারি পটার তার হোগার্টস স্কুল অব উইচক্রাফট অ্যান্ড উইজারডিতে চতুর্থ বর্ষের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছে। হ্যারি দিন গুনছে কখন সে নতুন নতুন জাদুমন্ত্র শিখবে, কিডিচ খেলবে এবং হোগার্ট ক্যাসেলে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করবে। কিন্তু হ্যারিকে সাবধান থাকতে হবে- তার সামনে আরো অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে... জে. কে. রাওলিং তার অপূর্ব গদ্যে এক দুর্ধর্ষ কাহিনী বর্ণনা করেছেন হ্যারি পটার সিরিজের এই খণ্ডেও।

হ্যারি পটার সিরিজের সর্বোৎকৃষ্ট ছায়াছবি নিঃসন্দেহে গবলেট অব ফায়ার... সুপারহিট, সুপার ব্লক ব্লাস্টার...
-দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ

ভয়ঙ্কর ভোল্ডেমর্ট-এর উত্থান থেকে কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপ, মন্ত্রমুগ্ধ করা গল্প, পূর্বের সকল খণ্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে হ্যারি পটারের আরো দুর্ধর্ষ কাহিনী, রোমাঞ্চকর অভিযান ও ধ্রুম-জালের ঠাসা বুননের অপূর্ব কাহিনী।
-জুলিয়া ইকলেশারে

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়েছে। যদি প্রশ্ন হয়, এটা কেমন হয়েছে? নিশ্চিত করে বলতে পারি ভাল হয়েছে। হ্যারির এবং আমাদের হোগার্টের মন-মধুর, ধাঁধাঁ, কৌতুক, দুরন্ত অভিযানের জগতের চতুর্থ বর্ষ।
-দ্য টাইমস

এখানে একটা পৃষ্ঠাও নীরস নেই... গল্পটি অপূর্ব একটা জিগস'র মতো
-দ্য সানডে এক্সপ্রেস

জে. কে. রাওলিং-এর এ যাবৎ শ্রেষ্ঠ বই।
-দ্য সানডে টেলিগ্রাফ

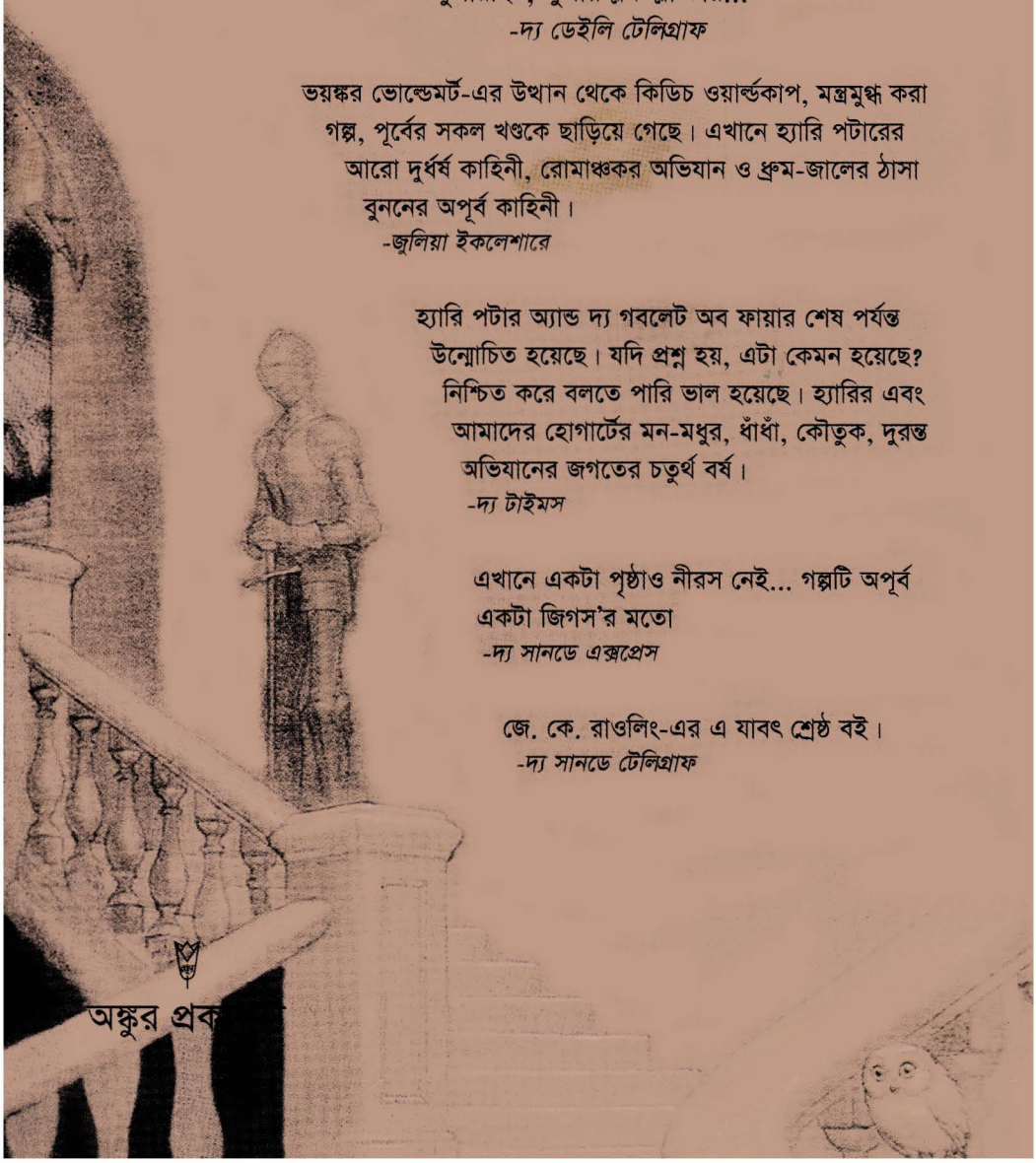

অঙ্কুর প্রক